"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা
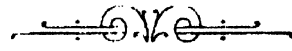
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু

প্রণীত

পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা-সমেত।
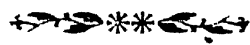
তৃতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় ষট্‌ক—প্রথম খণ্ড,

সপ্তম হইতে নবম অধ্যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌—কলিকাতা।

—:০:—
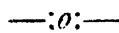
প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু

দীনধাম, ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।

মূল্য—২৲ টাকা, ভাল বাঁধাই ২॥০৲টাকা।

"যো মায়াগুণদোষলেশরহিতঃ স্বাভাবিকৈঃ সদ্‌গুণৈঃ
স্বাতন্ত্র্যাখিলবিজ্ঞতাদ্যগণিতৈর্যুক্তোঽজাদি-স্তুতঃ।
ভক্তাভীষ্টপ্রদো রমৈকরমণো বেদৈকগম্যো হি য-
স্তং বন্দে মনসা গিরা চ শিরসা গোপীপ্রিয়ং শ্রীহরিম্।

বিজ্ঞাপন।

——:•:——

মূল ও পদ্যানুবাদ সহিত গীতার বিজয়াব্যাখ্যা তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে দ্বিতীয় ষট্কের প্রথম অংশ, অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই বিজয়াব্যাখ্যায় যে সকল আচার্য্যগণের ভাষ্য ও টীকা সংগৃহীত, আলোচিত ও সমন্বিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল ভাষ্য ও টীকা ব্যতীত এই ভাগ হইতে কেশবাচার্য্যের কৃত 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' নামক ভাষ্যের সারাংশও সন্নিবেশিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই ভাষ্য ছাপা ছিল না। সম্প্রতি বর্দ্ধমানস্থ অস্থলের মোহান্ত মহারাজ শ্রীমধুসূদন দাস আচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে এই ভাষ্য বৃন্দাবনধামে ছাপা হইয়াছে, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে এ গ্রন্থ আমার হস্তগত হইয়াছে। নবম অধ্যায় হইতে এই তত্ত্বপ্রকাশিকা ব্যাখ্যার সারাংশ এই ব্যাখ্যা মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় এই ভাষ্য হস্তগত হইবার পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল, এজন্য উক্ত অধ্যায় সম্বন্ধে এই ভাষ্যের সারাংশ এই ভাগের শেষে ব্যাখ্যা-পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত হইয়াছে।

কাশ্মীরী কেশবাচার্য্য আমাদের দেশে কেশব ভারতী নামে বিখ্যাত। 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' ভাষ্য প্রকাশকের মতে, ইনি ১৪০০ শকে অন্ধ্র (তৈলঙ্গ) দেশে বৈদূর্য্যপত্তন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইনি বাঙ্গালী ছিলেন। ইঁহার গুরুর নাম ছিল

গাঙ্গুল ভট্টাচার্য্য। ইঁহার নিজেরও এই ভট্টচার্য্য উপাধি ছিল। এবং কেশবাচার্য্যের পিতার নাম ছিল মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য। সুতরাং এই নাম হইতে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলাই অধিক সঙ্গত। তৈলঙ্গ দেশে হয়ত তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শেষে তিনি কাশ্মীরে বাস করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি কাশ্মীরী কেশবাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালায় কাটোয়ার নিকট যখন বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু হন। তত্ত্বপ্রকাশিকা ভাষ্যভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, কেশবাচার্য্য "শরণাগতায় শ্রীচৈতন্যায় অষ্টাদশাক্ষরীয়-শ্রীগোপালমন্ত্র-দীক্ষাং বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিস্তরণানুজ্ঞাং চ দত্ত্বা সুখেন অধিবসৎ কাশ্মীরদেশম্।" কেশবাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে 'কৌস্তুভ-প্রভা' নামক ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি, 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক গীতা ব্যাখ্যান, 'উপনিষদ্ প্রকাশিকা' নামক দ্বাদশোপনিষদ্ ভাষ্য, 'ক্রমদীপিকা' নামক বিষ্ণুমন্ত্রোদ্ধারক তন্ত্রগ্রন্থ ও শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা বিশেষ প্রসিদ্ধ, এবং বৈষ্ণব পণ্ডিত গণের নিতান্ত আদৃত। গীতাব্যাখ্যায় অনেক স্থলে বলদেব মধুসূদন প্রভৃতি কেশবাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

কেশবাচার্য্য নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ঋষি সনৎকুমার-প্রবর্ত্তিত ও নিম্বার্কাচার্য্য প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈত ও ভেদাভেদ বাদী ছিলেন, ও তদনুসারে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্বার্কাচার্য্যের গীতাভাষ্য পুঁথি আছে শুনিয়াছি, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নিম্বার্কাচার্য্যের এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য হইতে জানা যায়। তাহা ছাপা হইয়াছে। এই দ্বৈতাদ্বৈত বাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে।

কেশবাচার্য্য যে নিম্বার্কসম্প্রদায়-ভুক্ত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকার নিম্ন লিখিত শ্লোক হইতেও জানা যায়।

"শ্রুতীনাং সূত্রাণাং স্মৃতিনিখিলবেদানুবচসাং
পরং হার্দ্দং যুক্তং হ্যখিলচিদচিদ্ভিন্নমপি চ।
অভিন্নং স্বাভাব্যাদ্ গুণি চ পরমং ব্রহ্মকমিদং
সমাদিষ্টং যৈস্তানপি সততমীড়ে গুরুবরান্॥
সংসাররোগশমনে খলু নিম্ববৈদ্যো
হার্দ্দান্ধকারহরণেঽর্কবদেব যশ্চ।
শ্রীকৃষ্ণপাদপরিচারণতৃপ্তচেতা
নিম্বার্কদেশিকবরঃ স হি মে গতিঃ স্যাৎ॥"

অতএব নিম্বার্কাচার্য্য মতানুযায়ী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার্থ বুঝিবার জন্য কেশবাচার্য্যের 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' ভাষ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় আমরা অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্নবাদ সমন্বয় পূর্ব্বক গীতাব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার কোন্ শ্লোক কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা আলোচনা না করিলে, আমাদের এই সমন্বয় পূর্ব্বক গীতার অর্থ অবধারণ চেষ্টার ত্রুটি থাকিত।

এইরূপ বিভিন্নবাদ সমন্বয় পূর্ব্বক গীতাব্যাখ্যা করিতে হইলে, ও বাদবিবাদ মীমাংসা পূর্ব্বক প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অবশ্য অনেক স্থলে, সে ব্যাখ্যার সহিত, অদ্বৈতবাদানুযায়ী শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদানুযায়ী রামানুজের ব্যাখ্যার, বা অন্য বাদানুযায়ী অন্য ব্যাখ্যার সঙ্গতি হয় না। সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদবিবাদের সমন্বয় অসম্ভব। এজন্য যে যে স্থলে, আমাদের ব্যাখ্যার সহিত শঙ্করাচার্য্য বা রামানুজ বা অন্য কোন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার সঙ্গতি হয় নাই, সেই সেই স্থলে তাঁহাদের সে ব্যাখ্যাকে 'অসঙ্গত' বলিতে বাধ্য হইয়াছি। 'অসঙ্গত' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, 'তাঁহাদের' সে ব্যাখ্যা তাঁহাদের অবলম্বিত বিশেষ বাদ অনুসারে সঙ্গত হইলেও, তাহা আমাদের অবলম্বিত সমন্বয় মূলক ব্যাখ্যার সহিত

সঙ্গত নহে,—গীতার আদ্যন্ত সামঞ্জস্য করিয়া সেই সেই স্থলের যে অর্থ সঙ্গত হয়, সেই সেই স্থলে অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি কোন বিশেষ বাদানুযায়ী বিশেষ অর্থ সেরূপ সঙ্গত হয় না। আমরা ব্যাখ্যাভূমিকায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং স্থলবিশেষে শঙ্করাচার্য্য কি রামানুজ কি অন্য ব্যাখ্যাকারের অর্থ 'অসঙ্গত' বলায় তাঁহাদের প্রতি কোন অমর্য্যাদা প্রকাশ করা হয় নাই। তাঁহারা আমাদের আদর্শ—সর্ব্বথা পূজনীয়। এই বিজয়াব্যাখ্যা পাঠ করিয়া কেহ কেহ অন্যরূপ বুঝিয়াছেন বলিয়া ইহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইল।

গীতা ব্যাখ্যার তৃতীয় ভাগ প্রকাশে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছে। ছাপাখানার অত্যাচার ইহার প্রধান কারণ। পরবর্ত্তী কয় ভাগ কত দিনে প্রকাশিত হইবে বলিতে পারি না। পূর্ব্বের ন্যায় মেট্‌কাফ-প্রেসের স্বত্বাধিকারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ ভাগের প্রুফ দেখিবার ভার লইয়া আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। ইতি।

৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্র,
১লা বৈশাখ, ১৩২১। } শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

সপ্তম অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায়।
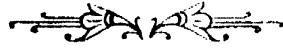
বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী।

সপ্তম অধ্যায়,—জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ।

ভগবানের অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব অজ্ঞাত কেন ?

কাহারা ভগবান্কে জানিতে পারে ?

অষ্টম অধ্যায়,—তারক-ব্রহ্ম যোগ।

প্রয়াণকালে ভগবৎস্মরণের উপায় ও ফল।

দিব্য পরম পুরুষ ভাব লাভ করিবার উপায়।

পরম গতি—অক্ষর পদ-প্রাপ্তির উপায়।

সতত ঈশ্বর-স্মরণের ফল—অপুনরাবর্ত্তন।

পুনরাবর্ত্তন-তত্ত্ব।

নবম অধ্যায়।

—:*:—

রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যযোগ।

—:*:—

শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ।

"বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদাহৃতম্
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥
কৃষ্ণভক্ত্যৈব যত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥"

গীতায় এই সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ষট্‌কে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, 'আমাগত-চিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, যোগীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ'। এক্ষণে কোন্ যোগী এই 'আমাগত-চিত্ত' হইতে পারেন, তাহাই প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়। ইহার উত্তরেই এই সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। 'আমার তত্ত্ব এইরূপ'—এই তত্ত্বজ্ঞানেই 'আমাগত-চিত্ত' হওয়া যায়। এইজন্য এই সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত—গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব প্রধানতঃ বিস্তারিত হইয়াছে।

রামানুজ বলিয়াছেন,—"পরম প্রাপ্য পরব্রহ্ম নারায়ণের প্রাপ্তির উপায়

স্বরূপ উপাসনা বলিবার উদ্দেশে প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই উপাসনার অঙ্গীভূত আত্মজ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে। এবং তদ্দ্বারা যে জীবাত্মা ভগবান্‌কে লাভ করিবে, তাহার যথাযথ স্বরূপ কথিত হইয়াছে। এক্ষণে মধ্যবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে পরব্রহ্ম পরম পুরুষের স্বরূপ ও ভক্তি শব্দ বাচ্য তাঁহার উপাসনা কথিত হইতেছে। চিত্তশুদ্ধি হইলে, নিশ্চলা স্মৃতি হয় ও সর্ব্বগ্রন্থির ছেদ হয়। ইহারই একার্থক একধ্যানকেই উপাসনা বলে। এই ধ্যানের আকারে অবিচ্ছেদ-স্মৃতি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম দর্শনের সমান। এই অবিচ্ছেদ-স্মৃতিই বিশেষভাবে ভগবৎ-পরায়ণ আত্মার অতি আদরের বিষয়। যিনি স্মরণের বিষয় তিনি যখন অতিমাত্র প্রিয়, তখন তাঁহার ধ্যানও অতিমাত্র প্রিয়। অতএব এই অবিচ্ছেদ স্মৃতিই উপাসনা। তাদৃশ উপাসনাই ভক্তি নামে অভিহিত।"

মধুসূদন বলিয়াছেন,—"প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক-সাধন-প্রধান। তাহার দ্বারা জ্ঞেয় 'ত্বং'-পদ-লক্ষ্য তত্ত্ব সযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধুনা মধ্য ছয় অধ্যায় ব্রহ্ম প্রতিপাদন-প্রধান। তাহাতে 'তৎ'-পদার্থ ব্যাখ্যাত হইবে।

স্বামী এই অধ্যায়ের আরম্ভ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—পূর্ব্বাধ্যায় শেষে (৪৭শ শ্লোকে) 'যে আমা-গত অন্তরাত্মা হইয়া আমায় ভজনা করে, সেই যুক্ততম'—ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই তুমি কীদৃশ যে তোমাকে ভক্তি করিতে হইবে, এই প্রশ্ন অপেক্ষায় শ্রীভগবান্‌ স্ব-স্বরূপ নিরূপণ জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। বল্লভ-সম্প্রদায়-অনুযায়ী ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে যে, ভগবদ্‌-ভজনই শ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে। আমার স্বরূপ-জ্ঞান-ব্যতীত এই ভজন হইতে পারে না, এবং জ্ঞানযোগ সেই জ্ঞানের উত্তর-ভাবী; এজন্য প্রথমে যোগস্বরূপ উক্ত হইয়া, পরে ভজনার্থ স্বরূপজ্ঞান ভগবান্‌ বিবৃত করিতেছেন।

ভগবদ্গীতাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশ

১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় অংশ ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত। আর তৃতীয় অংশ ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত। জ্ঞানের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-তত্ত্ব। জীবে জীবে সম্বন্ধ, জীবে জগতে সম্বন্ধ ও জীবে ঈশ্বরে সম্বন্ধ এবং জগতে ঈশ্বরে সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধ-তত্ত্বও জ্ঞানের মূল জিজ্ঞাসার বিষয়। দর্শনশাস্ত্র প্রধানতঃ এই সকল তত্ত্বের আলোচনায় নিরত। ধর্ম্মশাস্ত্রও ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

"জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বমীশতত্ত্বং তৃতীয়কম্।
স্থিত্যৈকাদশতন্ত্রেষু তত্তদ্ব্যক্ত্যা নিরূপিতম্॥"

(ইতি অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিঃ)।

যে দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ, তাহাতে এই সকল তত্ত্ব ও এই তত্ত্ব জ্ঞানে অধিকার ও সাধন,—ইত্যাদি নিরূপিত হয়। গীতাশাস্ত্র ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ইহাতে এই সকল তত্ত্ব পূর্ণরূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। আজি পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন দর্শনশাস্ত্রে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে গীতার ন্যায় কোথাও এই সকল তত্ত্ব এত সংক্ষেপে সুনির্ণীত হয় নাই। এইজন্য গীতা—সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ও দর্শন গ্রন্থ। এইজন্য গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এইজন্য গীতাবক্তা শ্রীকৃষ্ণকে অবতার না বলিয়া, ব্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ও সমসাময়িক ঋষিগণ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সকল বিষয় এস্থলে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিভিন্ন সাধনার পন্থা বিবৃত হইয়াছে। (বলদেব)। ইহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবার জন্য সাধনার তত্ত্বও বিবৃত হইয়াছে (রামানুজ)। ইহাতে কর্ম্ম-সন্ন্যাসাত্মক সাধনার তত্ত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে—যোগবলে জ্ঞেয় 'ত্বং' পদার্থের তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে (মধুসূদন)। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাস্য ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে (বলদেব), এবং 'ভক্তি'-লব্ধ বাচ্য ঈশ্বরের

উপাসনাপ্রণালীও বিবৃত হইয়াছে (রামানুজ)। এই ছয় অধ্যায়ে ধ্যেয়-প্রতিপাদক 'তৎ' পদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (মধুসূদন)। এবং গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয়—ব্রহ্ম, প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, ত্রিগুণ ও মোক্ষ প্রভৃতি তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতার প্রথম খণ্ডে—আত্ম তত্ত্ব, এবং আত্ম-স্বরূপ-বিজ্ঞানার্থ বিভিন্নরূপ সাধনা-তত্ত্ব—সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগ ও জ্ঞানযোগ বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে,—ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ-তত্ত্ব, ঈশ্বরে যোগস্থ হইবার উপায় ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে। আর তৃতীয় খণ্ডে—ব্রহ্মতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব জীবের সহিত জগতের ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ তত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। সৎ—অস্তিত্ব-ব্যঞ্জক সন্ধিনীশক্তি। চিৎ—চৈতন্য-ব্যঞ্জক সম্বিৎ-শক্তি। আর আনন্দ—স্বাভাবিক পূর্ণতাব্যঞ্জক হ্লাদিনী শক্তি। ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানে এই তিন লক্ষণের দ্বারা জ্ঞেয়। জীব—ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বভাব,—'তৎ+ত্বম্+অসি'। ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রতি জীবে তিনরূপে প্রকটিত। যথা,—ইচ্ছা বা কর্ম্মবৃত্তি (will), ভোগবৃত্তি (feeling), এবং বুদ্ধিবৃত্তি (intellect)। জীব যতই ব্রহ্মের দিকে,—একমাত্র আপনার পূর্ণ প্রকৃষ্ট আদর্শকে ধারণা করিয়া, সেই (Ideal of reason) পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহার এই তিন বৃত্তির বিশেষ বিকাশ ও সম্প্রসারণ হইতে থাকে। মানুষ সাধনা-বলে ক্রমে ক্রমে সচ্চিদানন্দময় হইবার পথে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মসান্নিধ্যে ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দময় ভাব চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া, জীব জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। চিত্ত মলিন থাকিলে, সেই ভাবের বিশেষ বিকাশ হয় না। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিশেষ বিকাশ হয়—সে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়। ইহারই চরম ফল মোক্ষ বা জীবব্রহ্মে ঐক্য সিদ্ধি। গীতায় এই তত্ত্বই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান-ফলে, এই কর্ম্মবৃত্তি—কামনার শৃঙ্খল মুক্ত হইলে, কিরূপে ও কতদূর পর্য্যন্ত বিকাশিত হইতে পারে—ঈশ্বর জগৎ-রক্ষাকল্পে যে ভাবে অকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করেন, তাহার ধারণা করিয়া, সেইভাবে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কিরূপে সম্প্রসারিত করিতে পারে, কর্ম্মবৃত্তির পূর্ণ বিকাশে মানুষ কিরূপে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রধানতঃ বুঝান আছে। গীতার দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে, ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান-ফলে, আমাদের ভোগবৃত্তি (feeling) কিরূপে ভক্তি-সাধন দ্বারা সম্প্রসারিত হইলে, অবশেষে পূর্ণ আনন্দময়ত্ব লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই দেখান হইয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই ঈশ্বরে পরম ভক্তি দ্বারা চিত্তকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরাভিমুখী ও ঈশ্বরে স্থাপন করিলে, কিরূপে ভক্তির পূর্ণতা লাভ হয়, এবং কিরূপে তাহা হইতে পরিশেষে পূর্ণানন্দে অবস্থান করা যায়, তাহারই পন্থা দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান কতদূর সম্প্রসারিত হইতে পারে, জ্ঞান কতদূর সম্প্রসারিত হইলে, জীবজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান একীভূত হয়, কি সাধনায় সেই জ্ঞান লাভ হয়, কিরূপে মানুষ চিন্ময় হইতে পারে,—সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, তাহাই বুঝান হইয়াছে।

অতএব যে সাধনা বলে, যে পন্থা অবলম্বন করিলে, মানুষ তাহার কর্ম্মবৃত্তি, ভোগবৃত্তি ও জ্ঞানবৃত্তিকে পূর্ণরূপে সম্প্রসারিত করিয়া, তাহার পরম আদর্শ সচ্চিদানন্দময়ের নিকটে যাইতে পারে, এবং পরিশেষে তাঁহার সহিত একীভূত হইতে পারে, গীতায় তাহা অতি বিশদরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষের পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া সর্ব্বত্ব লাভ করিবার, অর্থাৎ মানুষকে পূর্ণরূপে বিকাশিত করিবার এমন সম্পূর্ণ সাধন-প্রণালী আর কোন দেশের কোন দর্শন বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। শ্রুতির যে মহাবাক্য "তত্ত্বমসি"—এক অর্থে গীতা তাহারই ব্যাখ্যা।

রামানুজ, মধুসূদন প্রভৃতি এই কথা বলিয়াছেন। ইহা এক অর্থে সত্য। * গীতায় যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে পূর্ণধর্ম্ম বলা যায়। ধর্ম্ম কি? যাহা মানুষকে ধারণ করে, যাহা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ করে, মানুষকে পূর্ণাদর্শ লাভ করায়, এক কথায়, যাহা দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। গীতায় নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি বা মুক্তির উপায় বিবৃত হইয়াছে। এই গীতোক্ত ধর্ম্ম পূর্ণধর্ম্ম। আর সকল ধর্ম্ম আংশিক। কোন্ ধর্ম্মে সকাম কর্ম্মের বিস্তার আছে (যথা বেদের কর্ম্মকাণ্ড); কোথাও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ আছে (যথা উপনিষদ্); কোথাও নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষ বিকাশ আছে (যথা বৌদ্ধধর্ম্ম), কোথাও ভগবানের প্রতি দাস্যভাবের বিকাশ আছে (যেমন মহম্মদীয় ধর্ম্ম); কোথাও ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আছে (যথা খ্রীষ্টধর্ম্ম); কোথাও প্রেমের পূর্ণ বিকাশ আছে (যথা বৈষ্ণব ধর্ম্ম)। কিন্তু গীতার ন্যায় কোথাও সর্ব্বধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ নাই। যাহাতে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও ভোগবৃত্তি সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত হইয়া, সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ হয়, ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি হয়, এমন পূর্ণ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ধর্ম্মের আদর্শ, এবং সেই আদর্শ লাভ করিবার উপায়, বুঝি আর কোথাও নাই। এই জন্য ব্যাস ভীষ্ম প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানিগণও গীতা-বক্তাকে, পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল গূঢ় ও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব অল্প কথায় এস্থলে বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যথাস্থানে, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই কথা সম্যক্ বুঝিলে, তবে গীতোক্ত ধর্ম্মের বিশেষত্ব ধারণা করিতে পারিব।

* জর্ম্মান্ দার্শনিক পাল ডুসেন বলিয়াছেন যে, এই 'তত্ত্বমসি'—is "a sentence which expresses in three words at once the deepest mystery of metaphysics, and the highest aim of morality." এই তত্ত্ব পরে গীতায় ১৩।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে. জীব ব্রহ্মে ঐক্য জ্ঞান। বিভিন্ন সাধনার দ্বারা স্থাপন করাই এক অর্থে দর্শন ও বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। গীতায় তাহা অতি বিশদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

আমাতে অর্পিয়া মন, আমার আশ্রয়ে
হ'লে যোগ-রত পার্থ। শুনহ যেরূপে
নিঃসংশয়ে পূর্ণরূপে জানিবে আমারে॥ ১

(১) আমাতে—পরমেশ্বরে (শঙ্কর, স্বামী)।

আমার আশ্রয়ে—পরমেশ্বরের আশ্রয়ে। যে কেহ কোনরূপ পুরুষার্থ লাভজন্য প্রার্থী হয়, সে তৎসাধনের উপায়ভূত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বা তপোদান প্রভৃতির আশ্রয় লয়। কিন্তু পরম-পুরুষার্থ-প্রার্থী যোগী কেবল পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করেন। (শঙ্কর)।

যোগরত—ষষ্ঠাধ্যায়ে বিবৃত যোগে রত (মধুসূদন)।

পূর্ণরূপে জানিবে আমারে—সমস্ত বিভূতি, বল, শক্তি, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বরকে জানিবে (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। অধিষ্ঠান, বিভূতি-পরিকর সহিত ঈশ্বরকে জানিবে (বলদেব)। বেদান্তমতে ব্রহ্ম 'অবাঙ্মনসগোচর'। তিনি "নেতি নেতি" বাচ্য। তাঁহাকে জানিবার কোন স্বরূপ-লক্ষণ নাই। তিনি সাধারণ জ্ঞানে অজ্ঞেয়। তবে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আংশিক রূপে উপলব্ধি করা যায়, এই পর্য্যন্ত। অতএব তাঁহাকে পূর্ণরূপে কিরূপে জানা যাইতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম—সর্ব্বসম্বন্ধ রহিত, তিনি আমাদের এ জ্ঞানের অতীত। তবে তাঁহার সগুণ ভাব—এই জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হইতে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। ব্রহ্ম—জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা—এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আমাদের জ্ঞানগম্য। শ্রুতিতে আছে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১)। অর্থাৎ এই সমুদায়

ব্রহ্ম,—কেননা এজগৎ, 'তজ্জ', তাঁহা হইতে জাত, 'তল্ল', তাঁহাতেই লীন, এবং 'তদনম্', তাঁহাতেই ব্যক্ত বা স্থিত থাকে। অন্যত্র আছে,— 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয় উপঃ, ভৃগুবল্লী ১।২)। এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বেদান্ত দর্শনের সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২)। ব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়—এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই বা জগৎ সম্বন্ধ হইতে ব্রহ্ম জ্ঞেয়।—ইহাই আমাদের এই জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানিবার প্রধান উপায়। যিনি এ জগৎ-সম্বন্ধে পরম পুরুষ,—প্রকৃতির নিয়ন্তা রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত, তিনি সগুণ ব্রহ্ম। তিনিই পরমেশ্বর। চেষ্টা করিয়া আমরা সেই জগৎ-সম্বন্ধ সূত্র হইতে, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হইতে, আমাদের পরমাত্মা নিয়ন্তা রূপে নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সমগ্র স্বরূপ জানিতে পারি। এ সৃষ্টি পালনে, তাঁহার যে জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য বিভূতি প্রভৃতির বিকাশ অনুভব করা যায়, কেবল আমরা তাহাই সমগ্র জানিতে পারি এবং সেই এক ঈশ্বরতত্ত্ব-বিজ্ঞানে আমাদের সর্ব্ব-বিজ্ঞান লাভ হয়।

বেদান্ত হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনস গোচর হইলেও তাঁহাকে জানা যায়। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—ইত্যাদি শ্রুতি এ কথার প্রমাণ। এই বৃত্তি-জ্ঞানে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি না সত্য, এ জ্ঞানে ব্রহ্ম কখন জ্ঞেয় হইতে পারেন না,—এ দার্শনিক তত্ত্বও সত্য। কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক যোগ সাধনা দ্বারা যে প্রজ্ঞালোক প্রকাশ হয়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে, জ্ঞাতার স্বরূপে বা দ্রষ্টার স্বরূপে জানিতে পারা যায়। আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান যোগ-বলে বিলুপ্ত করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ পূর্ব্বক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই জ্ঞানের রূপকে একীভূত করিলে, তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

অতএব আমরা একথা বলিতে পারি যে, সাধনাবিশেষ-বলে, অথবা কেবল পরাভক্তি-সহকারে তাঁহাতে যোগ সাধনা দ্বারা, আমরা এই সাধারণ জ্ঞানে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ—এই জগৎ ও আমাদের সহিত সম্বন্ধ হেতু, সেই সম্বন্ধ দ্বারা আংশিক ভাবে জানিতে পারি। বিশেষতঃ পরমেশ্বরে অনন্য ও একান্ত-ভক্তিযোগে তাঁহাকে সমগ্র জানিতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। তবে যোগবলে এই জ্ঞান-ভূমি অতিক্রম করিয়া,—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে,—ইদং ও অহংকে,—আত্মা ও অনাত্মাকে—একীভূত করিয়া, কর্ম্ম ও অকর্ম্মকে একীভূত করিয়া, সুখ দুঃখাদি সর্ব্ব দ্বৈতবোধের সীমা অতিক্রম করিয়া, সেই নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। অতএব সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভাবে জ্ঞেয়—সমগ্ররূপেই জ্ঞেয়। সেই ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্ব-লাভ করিবার উপায় যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্ম যেরূপ জ্ঞেয়, তাহা পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। পরমেশ্বরই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব হইতেই তিনি জ্ঞেয়।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান সবিশেষে
কহিব তোমারে আমি ; জানি যাহা হেথা
না থাকিবে অন্য কিছু জ্ঞাতব্য তোমার ॥ ২

(২) বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—অনুভব সহিত জ্ঞান। (শঙ্কর)। অপরোক্ষ জ্ঞান (গিরি)। জ্ঞান—শাস্ত্রীয় বা শাস্ত্র জন্য জ্ঞান, আর বিজ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি। নিদিধ্যাসন-জনিত জ্ঞান। (স্বামী, মধু)। প্রমাণ

দ্বারা বিচার পরিপাক হইলে—বিরোধী জ্ঞান নিরসন পূর্ব্বক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই বিজ্ঞান (মধুসূদন)। গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ী বা জ্ঞাতা আমি, আমার নিকট এই জগৎ ও আমার দেহ জ্ঞেয়। এই উভয়াত্মক যে জ্ঞান,—বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, অথবা 'অহং' ও 'ইদং' এই উভয় সংমিশ্রণে যে জ্ঞান, তাহাই এ স্থলে জ্ঞান-পদবাচ্য। আর বিজ্ঞান যাহা, তাহা এই বিষয়-জ্ঞান-বিরহিত, 'অহং' ও 'ইদং' এই উভয়ের অতীত ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান (রামানুজ)। রামানুজের এই অর্থ বড় গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। যাহা হউক, এস্থলে তাহা আর বিশদ করিয়া বুঝিবার আবশ্যক নাই।

না থাকিবে জ্ঞাতব্য তোমার—অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধন জন্য আর কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকিবে না (শঙ্কর)। শ্রুতিতে আছে "এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি।" একমাত্র চিন্ময় সৎ বস্তুর জ্ঞান লাভ হইলে, বেদান্ত শাস্ত্র জ্ঞান হইতে শাস্ত্র দৃষ্টি লাভ করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ধারণা জ্ঞানে বদ্ধমূল হইলে, এই ব্যষ্টিভূত মায়া-কল্পিত জগতের আর কিছু জানিতে বাকি থাকিবে না (মধুসূদন)।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জীব ও জড়জগতের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ জ্ঞান হইতেই তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়। সেই সমগ্র পরমেশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, জীব ও জড়জগতের সমগ্র তত্ত্ব জানিতে হয়। তাহা না জানিলে, এ জগতের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ জানা যায় না। এবং এ সম্বন্ধ না জানিলেও তাঁহাকে জানা যায় না। এজন্য এই সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বর-তত্ত্বের সহিত জগত্তত্ত্ব ও ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং শেষ ছয় অধ্যায়েও তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্র ভাবে জানিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। জীব ও জড়জগৎ সম্বন্ধে সমুদয় তত্ত্বও সমগ্র জানা যায়।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

সহস্র মনুষ্য মাঝে কেহ কদাচিৎ,
সিদ্ধি তরে করে যত্ন, সিদ্ধার্থীর মাঝে,
কদাচিৎ কেহ জানে স্বরূপে আমারে ॥ ৩

(৩) সিদ্ধি তরে করে যত্ন—সিদ্ধি, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মে ঐক্য জ্ঞান লাভ করিয়া, প্রকৃত পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, জ্ঞানের পরিপাকে তৎ-সিদ্ধি হয়। সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ'। সমগ্র জীবমধ্যে কেবল মানুষই এ জ্ঞানের অধিকারী। আর এই মানুষদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ এই প্রকৃত জ্ঞান লাভে যত্ন করে, এবং তাহাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। লক্ষের মধ্যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ধার্ম্মিক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেন না যাহার সত্ত্বশুদ্ধি না হয়, যাহার চিত্তের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর না হয়, সে আদৌ এ জ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারে না। তাহার প্রকৃত জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। আর যাহাদের জিজ্ঞাসার উদয় হয়,—এ জ্ঞান লাভের জন্য প্রকৃত আগ্রহ হয়, তাহাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কেননা, সে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধনা বড় কঠিন। প্রকৃত অধিকারী হইলে তবে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন-পরিপাকে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় (মধুসূদন)। এই জন্য পরে ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বহুজন্ম পরে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হয়। কেবল প্রাক্তন পুণ্য থাকিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। (স্বামী)। কে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় প্রকৃতি অধিকারী, তাহা বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বিবৃত আছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধার্থী—যাহারা মোক্ষের জন্য মোক্ষমার্গে সাধনা করে (শঙ্কর)

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

ভূমি, অপ্, অনল ও অনিল, আকাশ,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আটরূপে
আছয়ে বিভক্ত যাহা, প্রকৃতি আমার॥ ৪

(৩) এই আট রূপে—সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বা শক্তিময়ী। সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয় অবস্থায় এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া রাখে। সেই অবস্থায় সৃষ্টি থাকে না। পরে পুরুষ-সান্নিধ্যে গুণক্ষোভ উপস্থিত হয়। পুরুষের সন্নিধি বা অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতিতে পুরুষের চৈতন্যের অধ্যাস হয়। সেই অধ্যাস হেতু প্রথমে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের স্ফূর্ত্তি হয়—বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্বের বিকাশ হয়। তাহা হইতে রজঃশক্তি-প্রভাবে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তাহা ত্রিগুণ অনুসারে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক হইয়া অন্য তত্ত্বের উৎপাদন করে। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে এই ত্রিগুণের বিকাশ অন্যরূপে বুঝান আছে। তাহাতে আছে,—প্রথমে প্রকৃতির বৈষমা হেতু তমঃ প্রকটিত হয়। তাহার পর রজঃ, ও শেষে এই প্রকার বৈষম্য হইতে সত্ত্ব-শক্তি প্রকটিত হয়। সেই সময় হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব; অহঙ্কার হইতে মনঃ; আর প্রকৃতির তামসিক বিকারে এই অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতেই পঞ্চ-তন্মাত্র—

অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্র স্পর্শ-তন্মাত্র রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র, ও গন্ধ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। পরে এই আটটি মিলিত হইয়া লিঙ্গের সৃষ্টি হয়। তৎপরে, এই লিঙ্গ হইতে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ স্থূল ভূত এই পঞ্চদশ বিকৃতির উৎপত্তি হয়। মূল প্রকৃতি—পুরুষের সান্নিধ্য জন্যই এইরূপে পরিণত হয়। সাংখ্যমতে বুদ্ধি অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি, আর মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ স্থূল ভূত, এই ষোলটি কেবল বিকৃতি। সাংখ্যমতে পুরুষ, প্রকৃতি, সাত প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোড়শ বিকৃতি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

বেদান্ত মতে প্রকৃতি স্বাধীন বা নিত্য নহে। তাহা হইতে জগতের সৃষ্টি হয় নাই। জগৎস্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্ম। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২) ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। শ্রুতি মতে ব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্ব্বে "ঈক্ষণ" বা কল্পনা করিয়া তবে পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুযায়ী সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি জ্ঞানপূর্ব্বক ; সুতরাং জড় প্রকৃতি বলিয়া জগৎকারণ স্বতন্ত্র কিছু নাই। তবে ব্রহ্মের যে পরা শক্তি বা মায়া এই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত, ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণরূপে ব্যক্ত, তাহাকে প্রকৃতি বলিতে বৈদান্তিকের কোন আপত্তি নাই। কেননা, এ প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা সদসদাত্মক। তাহাকেও ত্রিগুণাত্মক বলা যায়। তাহা হইতে উক্তরূপে তত্ত্ব উৎপত্তির কল্পনা করা যায়। সাংখ্য ও বেদান্তের এইরূপ সামঞ্জস্য গীতায় বরাবর রক্ষিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। বেদান্তমতে আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, এবং অপ্ হইতে পৃথিবী। "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, "(তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১।১৩ ; বৃহদারণ্যক, ৭।২৬।১ দ্রষ্টব্য। এই আকাশ প্রভৃতি 'মহাভূত'। (গীতা, ১৩।৫)। ইহারা বৈদিক দেবতা "দ্যুঃ, বায়ু (ইন্দ্র, মরুদ্গণ), অগ্নি (ত্রিস্থানস্থ),

বরুণ ও পৃথ্বী। উপনিষদ্‌ অনুসারে আকাশ হইতেই ভূতগণের উৎপত্তি। (ছান্দোগ্য ১।৯।১)।

গীতায় এই বেদান্ত-প্রতিপাদিত তত্ত্বই 'ব্রহ্মসূত্র পদ' হইতে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই আকাশ প্রভৃতি—সাংখ্যের তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত নহে। ইহারা এই সকল ভূতের অধিদেবতা। মহাভূতগণকে তন্মাত্র বলা যায় না। পরে ১৩।৫ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। মহাভূতগণ-দেবতা—আত্মা হইতে সৃষ্ট। মন বুদ্ধি অহঙ্কারও দেবতা। বুদ্ধি—হিরণ্যগর্ভ, মন—বিষ্ণু, ও অহঙ্কার—রুদ্র। এ জন্য ভগবান্ এই অষ্টধা অপরা প্রকৃতিকে তাঁহারই প্রকৃতি বলিয়াছেন। এ সকলের মধ্যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট, তাহাঁরা জড় নহে। প্রকৃতি অর্থে (প্র+কৃ+ক্তিন্) প্রকৃষ্ট রূপ কর্ম্মের ভাব। তাহা ভগবানের পরাশক্তি হইতে উদ্ভূত। কারণান্তর্ভূত শক্তি, আর শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য। প্রকৃতি ভগবানের শক্তিরই অন্তর্ভূত। শঙ্কর (বেদান্ত সূত্র ১।১ ১০ ভাষ্যে) বলিয়াছেন, শক্তিরূপ জগৎ কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই শক্তিই এক অর্থে প্রকৃতি; এজন্য তাহা ভগবানের। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই।

যাহা হউক, সাংখ্যের উক্ত মূল প্রকৃতি ও সাত প্রকৃতি-বিকৃতি—এই আটকেও সমষ্টিরূপে প্রকৃতি বলে। কাপিলসূত্রে আছে "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ।" এই অনুসারে ব্যাখ্যাকারগণও এইরূপ অর্থ করেন। তাঁহারা এই আটের মধ্যে মূলপ্রকৃতিকে গ্রহণ করেন। শঙ্কর, স্বামী ও মধু বলেন,—

"মূল শ্লোকে ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভূত স্থলে পঞ্চসূক্ষ্মভূত বা পঞ্চতন্মাত্র বুঝিতে হইবে; মন অর্থে মনের কারণ অহঙ্কার বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি বলিতে মহত্তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। আর অহঙ্কারকে অবিদ্যাসংযুক্ত অব্যক্ত বা বেদান্তের মায়া অথবা সাংখ্যের মূলপ্রকৃতি বুঝিতে হইবে। মন বিকৃতির অন্তর্গত।" স্বামী আরও বলেন যে, এই অষ্ট প্রকৃতি হইতে, তাহাদের ষোড়শ বিকারও বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি

তত্ত্ব (পুরুষব্যতীত) পাওয়া যাইবে। ১৩শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক এস্থলে এই 'অষ্টের' মধ্যে মূল প্রকৃতিকে গ্রহণ করা গীতার অভিপ্রেত বোধ হয় না। অহঙ্কারের মূল অবিদ্যা অথবা এই প্রকৃতি ; সুতরাং অহঙ্কার অর্থে মূল প্রকৃতি বুঝিতে হইবে, এবং মন অর্থে তৎকারণ অহঙ্কারকে বুঝিতে হইবে,—এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। সাংখ্যদর্শন যাহাকে মূল প্রকৃতি বলে, গীতায় তাহা স্বীকৃত হয় নাই। অথবা তাহাই পরে 'অব্যক্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে। (৮।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) অথবা বলা যাইতে পারে যে, ভগবান্ তাঁহার যাহা অপরা প্রকৃতি, তাহাই এই আটভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মূলপ্রকৃতি নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।৩) এই 'অষ্টের' উল্লেখ আছে। এই অষ্ট,—গীতোক্ত এই আট ভাগে ভিন্ন অপরা প্রকৃতি।

প্রকৃতি আমার—ঐশ্বরী মায়াশক্তি (শঙ্কর), বা ত্রিগুণাত্মক স্বভাব (মধু)। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য উপাধিভূত জগতের উপাদান-স্বরূপ ত্রিগুণ-যুক্ত প্রকৃতি, বা মায়া বা জগৎ কার্য্যরূপে পরিণামযোগ্যা শক্তি (গিরি)। সাংখ্য দর্শনোক্ত স্বাধীন নিত্য জড়রূপা প্রকৃতিকে ঐশ্বরী মায়া শক্তিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াই গীতায় সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের একীকরণ বা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে। পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে। এস্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। আমরা এ জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার মূল উপাদান যে এই আটটি, তাহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। সাংখ্য দর্শন এই অনুমান দ্বারাই এই আটটিকে জগতের উপাদান বলেন। ভগবান্ তাঁহার সমগ্র তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য প্রথমেই তাঁহার সহিত এই অষ্টধা প্রকৃতির সহিত এবং তাহা হইতে জগতের সহিত, তাঁহার সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা তাঁহারই প্রকৃতি বা শক্তি, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই বলিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

ইহাই অপরা ; আর ভিন্ন ইহা হতে
আমার প্রকৃতি পরা—জান মহাবাহু,—
জীব হয়ে করে যাহা জগৎ ধারণ ॥ ৫

(৫) অপরা—নিকৃষ্টা (শঙ্কর)। জড়ত্ব হেতু নিকৃষ্ট (স্বামী)। ক্ষেত্র লক্ষণ প্রকৃতি বলিয়া নিকৃষ্ট (মধুসূদন)। এই প্রকৃতিই সংসার-বন্ধন-হেতু (শঙ্কর)।

পরা—শ্রেষ্ঠা (স্বামী, শঙ্কর)। পরা অর্থে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ বুঝায়।

জীব হয়ে—চেতনাত্মক, ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণযুক্ত, প্রাণধারণ নিমিত্তভূত। (শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন)। অবিদ্যা-উপহিত চৈতন্যই জীব (পঞ্চদশী ১।১৬-১৭) গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

করে যাহা জগৎ ধারণ—যাহা চৈতন্যরূপে জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া আছে (শঙ্কর)। যাহা স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ ধারণ করে (স্বামী)।

শ্রুতিতে আছে "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" (ছান্দোগ্য উপঃ ৬৩২)। এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম জীবাত্মরূপে সর্ব্ব নামরূপাত্মক উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট ইহা জানা যায়। এই পরা প্রকৃতি যাহা জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে, তাহার স্বরূপ কি? ইহা যখন প্রকৃতি, তখন ইহাকে পুরুষ বলা যায় না, জীবাত্মাও বলা যায় না। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ ইহাকে জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবানের জীবভূত পরাপ্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা হইয়া যদি এই জগৎ

ধারণ করেন,—ব্যাখ্যাকারগণের এই সিদ্ধান্ত যদি আমাদের গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে যে, জগতে যে কিছু বস্তু আছে, তাহার কোনটিই কেবল জড় (অচিৎ) বা কেবল চৈতন্য (চিৎ) নহে। সামান্য তৃণ হইতে সকল বস্তুই জীব, সকলই জড়-চৈতন্যাত্মক, সকলই দেহ-দেহি-রূপ, সকলই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপ। শুধু তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগতে এই জড়-চৈতন্যের সমাবেশ আছে বলিলেও যথেষ্ট হয় না। সামান্য ধূলিকণাও এই জড়-চৈতন্যাত্মক। সর্ব্বত্রই জীব-জড়ের সমাবেশ আছে। সর্ব্বত্রই চৈতন্য-কূটস্থ আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র চৈতন্যের প্রকটভাব নাই। চৈতন্যের সাধারণতঃ চারি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় অবস্থা। মানবে সেই চৈতন্যের জাগ্রৎ অবস্থা; অন্য প্রাণীতে ও উদ্ভিদে তাহার স্বপ্নাবস্থা; আর জড়ে তাহার সুপ্ত অবস্থা। জড়ে জড়-শক্তি, উদ্ভিজ্জে ও প্রাণীতে জৈবশক্তি, আর উচ্চতর জীবে ইচ্ছাশক্তিরূপে সর্ব্বজীবমধ্যে ভগবানের প্রকৃতিই অধিষ্ঠিত আছেন। তাহাও চৈতন্যেরই একরূপ অভিব্যক্তি। যাহা হউক, এ সকল তত্ত্ব এস্থলে আর বিশদ করিয়া বুঝাইবার স্থান নাই। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইবে।

উক্ত ব্যাখ্যানুসারে আর একরূপ অর্থও হইতে পারে। জড়-জগৎ জ্ঞেয়। কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানেই তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। যদি কোন জ্ঞাতা না থাকিত, তবে জ্ঞেয় জগৎ থাকিত না। দ্রষ্টা না থাকিলে, দৃষ্ট বস্তুর রূপ (আকৃতি ও বর্ণ প্রভৃতি) কোথায় থাকিত? বিজ্ঞান ও দর্শন স্বীকার করেন যে, বর্ণ আমাদের মনে কল্পিত। বাহ্য পদার্থে এমন কিছু আছে, যাহা হইতে কোন শক্তি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে। তাহার ফলেই এই 'রূপ'-জ্ঞান হয়। অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বস্তু হইতে যে শব্দ-রসাদি গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। বাহ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়-

২

গোচর নহে। আমাদের চিত্ত তাহাতে যেরূপ বর্ণ আকৃতি শব্দ গন্ধ রসাদি যে ভাবে দিয়া গড়িয়া লয়, সেই ভাবেই আমরা বাহ্য জগৎ জানিতে পারি। আমাদের এই প্রত্যক্ষ জগৎ এক অর্থে মনঃকল্পিত, তাহাই আমরা ভোগ করি। অনেক দার্শনিক বাহ্য জগতের অস্তিত্ব—দেশ কালের অস্তিত্ব—আমাদের জ্ঞানের বাহিরে স্বীকারই করেন না। যাহা হউক, এই দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব এস্থলে আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব এই জগৎ থাকিতে হইলে, তাহার জ্ঞাতা অবশ্যই থাকিবে। ভগবান্ আপনার প্রকৃতি দ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে এই জগৎ ধারণ করেন। যদি কোন জ্ঞেয় না থাকে, তবে জ্ঞাতা আর জ্ঞাতৃরূপে থাকিতে পারে না। আর যদি কোন জ্ঞাতা না থাকে, তবে এ জগৎও থাকিতে পারে না। এই তত্ত্ব কতক বুঝিবার জন্য, জর্ম্মান্ দার্শনিক সপেনহর প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের অনুকরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের কথোপকথনচ্ছলে তাঁহার "World as Will and Idea." নামক পুস্তকে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার শেষাংশ এস্থলে উল্লিখিত হইল।—

Subject—As I am linked to individuals, so thou art joined to thy sister *form* and hast never appeared without her. No eye hath seen either me or thee naked and isolated, for we both are mere abstractions. It is in reality *one* being that perceives itself and is perceived by itself, but whose real being cannot consist in either perceiving or in being perceived, since these are divided between us two.

Both subject and object :—we are then inseparably joined together as necessary part of one whole (the world as idea or phenomena) which includes us both, and exists through us.

এতদনুসারে আমরা বুঝিতে পারি যে,—ভগবানের এই পরা প্রকৃতি জ্ঞাতা জীবরূপে, এই জ্ঞেয় জগৎকে ধারণ করে।

কিন্তু এই সকল অর্থে এক আপত্তি এই যে, ভগবানের যে দুই প্রকৃতি —অষ্টধা অপরা প্রকৃতি ও পরা জীবভূত প্রকৃতি—ইহারা ভূতযোনি মাত্র। পরের শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ তাহাতে বীজ প্রদান করেন, জীবনস্বরূপ হন, তবে তাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হয়। (গীতা, ১৪।৩-৪) প্রকৃতি—ক্ষেত্র, পুরুষ—ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগেই এ ভূতজাত জগতের উৎপত্তি (গীতা, ১৩।২৬)। আত্মার অনুপ্রবেশ না থাকিলে কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব ভগবান্ এই পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ যোনিতে আত্মরূপ বীজ নিষিক্ত করিলে তবে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ হয় ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সত্ত্বের উদ্ভব হয়। শ্রুতিতে আছে,—"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" (ছান্দোগ্য, ৬।৩।২)। এই সকল তত্ত্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তৃতীয় চতুর্থ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। অতএব এই পরা প্রকৃতি যাহা জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে তাহা, আমরা যাহাকে জীব বলি— তাহা নহে। তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষর পুরুষ হইতে পারে না। যাহা জীবভূত হয়—তাহা জীবন, তাহা প্রাণশক্তি। উপনিষদ্ অনুসারে প্রাণই এ সমুদায়, প্রাণের অনুপ্রবেশ দ্বারা জীবের জীবত্ব—সে প্রাণী। অতএব শ্রুতি অনুসারে যাহা প্রাণশক্তি, তাহাই ভগবানের এই পরা প্রকৃতি, তাহাই অপরা প্রকৃতিকে জীবভূত বা প্রাণযুক্ত করে, ও তাহাতে আত্মার অনুপ্রবেশ হেতু তাহা জীব হইয়া জগৎ ধারণ করে। অর্থাৎ এই প্রাণযুক্ত অপরা প্রকৃতিতেই আত্মা বা পুরুষ যুক্ত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এ সমুদায় ধারণ করে। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষর পুরুষ এই পরা (প্রাণরূপা) ও অপরা (লিঙ্গরূপা) ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সংসার ভোগ করে। ক্ষেত্রে যাহা ধৃতি (১৩।৬), তাহাই এই প্রাণরূপ পরা প্রকৃতি।

অতএব এই দুই শ্লোকে ভগবান্‌ যাহাকে তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, এবং পর শ্লোকে যাহাদিগকে সর্ব্বভূতযোনি বলিয়াছেন, তাহার অর্থ উক্তরূপে বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। গীতায় যাহা অষ্টধা ভিন্ন অপরা প্রকৃতি—তাহা সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি-রূপ লিঙ্গ, আর বেদান্তানুসারে তাহা আত্মা হইতে সম্ভূত আকাশাদিক্রমে পঞ্চ মহাভূত, এবং বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন। ইহারা এজন্য বৈদিক দেবতা। বেদান্তানুসারে ইহারা মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহে। বেদান্তে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

গীতায়ও ইহাদিগকে মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলা হয় নাই। অবশ্য ব্রহ্মের মায়া-শক্তি হইতে ইহাদের উদ্ভব;—আত্মা এই মায়াখ্য পরা শক্তি দ্বারা এই আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত,—ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই মায়াশক্তিই সাংখ্যোক্ত মূল প্রকৃতি বটে, কিন্তু গীতায় কোথাও তাহাকে প্রকৃতি বলা হয় নাই। পূর্ব্বে ৪।৬ শ্লোকে মায়া ও প্রকৃতির প্রভেদ করা হইয়াছে, এবং এই প্রকৃতি যে এই শ্লোকোক্ত ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দুই শ্লোকোক্ত দুই প্রকৃতিকে কার্য্যের কারণরূপ বলা যাইতে পারে।

সাংখ্য দর্শনে এই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। গীতায় এই অব্যক্তের উল্লেখ আছে। ১৩।৫ শ্লোকে এই অব্যক্তকে ক্ষেত্রের এক উপাদান বলা হইয়াছে। এই অব্যক্ত হইতে সৃষ্টিকালে সমুদায় ব্যক্ত হয় এবং প্রলয়ে সমুদায় সেই অব্যক্তে লীন হয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে (৮।১৮)। সেইরূপ গীতায় এই 'অব্যক্ত'—অক্ষর ব্রহ্মের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে (৮।২১, ১২।১, ৩।৫, ৬ শ্লোক); এবং এই যে অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা উক্ত অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন—ইহাও উক্ত হইয়াছে (৮।২০)। অতএব এক অর্থে এই অব্যক্তই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি—

অব্যক্ত। কিন্তু বেদান্তানুসারে তাহা সৃষ্টিকল্পে ব্রহ্মেরই অমূর্ত্তরূপ। ইহাই এক অর্থে মহদ্ব্রহ্ম (১৪।৪)। উপনিষদের মধ্যে কেবল কঠোপনিষদে এই অব্যক্তের কথা আছে। এই অব্যক্ত—মহান্ (সাংখ্যের মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতেও শ্রেষ্ঠ (কঠ, ৩।১১, ৬।৭), আর যিনি পুরুষ, তিনি এই 'অব্যক্ত' হইতেও শ্রেষ্ঠ, অব্যক্তের অতীত তত্ত্ব (কঠ, ৩।১১, এবং ৬।৮)। অতএব গীতার এই অব্যক্ত, অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বা সাংখ্যের 'অব্যক্ত' বা মূল প্রকৃতি হইতে পারে না। এই 'অব্যক্ত' সমুদায় কার্য্যজাত জগতের উপাদান কারণ বা বীজাবস্থা। প্রলয়ে সমুদায় তাহাতেই লীন থাকে। গীতোক্ত 'প্রকৃতি' তাহার কার্য্যাবস্থা মাত্র। পরা ও অপরা প্রকৃতিও সেই অব্যক্তের কার্য্যাবস্থা। তাহাই সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সমষ্টিভাবে সর্ব্ব জগৎরূপে পরমেশ্বর পরম পুরুষের শরীর—তাঁহার লিঙ্গ শরীর।

ভগবানের পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া সমুদায় জগৎ ধারণ করে, ইহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের অংশই জীবলোকে জীবভূত হইয়া অবস্থান করেন (গীতা ১৫।৭)। এই জীবভূত ভগবদংশ ভগবানের পরা প্রকৃতি। ইহা যে প্রাণ—ইহা জীবাত্মা বা ভূতাত্মা নহে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু গীতায় সে জীবভূত পরা প্রকৃতি যে 'প্রাণ'—তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য এস্থলে তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং···যয়া প্রকৃত্যা ইদং জগৎ ধার্য্যতে অন্তঃপ্রবিষ্টয়া।"

অর্থাৎ এই পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণ প্রাণধারণ-নিমিত্ত-ভূত, ইহা জগতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎকে ধারণ করে। ইহা ভগবানের আত্মভূত। শঙ্করাচার্য্য এই পরা প্রকৃতিকে প্রাণ বলেন নাই, প্রাণধারণের নিমিত্তভূত মাত্র বলিয়াছেন, এবং ইহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১) বলিয়াছেন। কিন্তু বলিয়াছি ত যে, যিনি প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১),

তিনি পুরুষ—ক্ষর পুরুষ, তিনি কোনরূপ প্রকৃতি হইতে পারেন না। পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সম্পূর্ণ:ভিন্ন ও বিরুদ্ধধর্ম্মী। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণ ভোগ করে ও গুণে আসক্ত হয় বলিয়া, তাহার জীবভাবের অধ্যাস হয় বটে, কিন্তু তাহা পরা প্রকৃতি হইতে পারে না। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞানই সাংখ্য-জ্ঞান। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—প্রকৃতি হইলে সে জ্ঞান ব্যর্থ হয়।

এজন্য এই পরা প্রকৃতিকে 'প্রাণ'-তত্ত্বরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। সাংখ্য দর্শনে 'প্রাণ' স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। তাহা 'করণের' অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের সামান্য বৃত্তি মাত্র।

সাংখ্যকারিকায় আছে,—

"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ।" (২৯)।

কিন্তু শ্রুতি ও বেদান্ত অনুসারে এই প্রাণ স্বতন্ত্র তত্ত্ব। প্রাণকার্য্য ও বুদ্ধি প্রভৃতির কার্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে (৪।২৭, ১৮।৩৬)। এই প্রাণ কি? এবং প্রাণের বৃত্তি বা কার্য্য কি? শাস্ত্রমতে এই প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত। তাহাদের নাম প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহাদের বৃত্তি বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। জীববিজ্ঞান অনুসারে এই বিভিন্ন প্রাণক্রিয়ার নাম,—শ্বাসগ্রহণ (inspiration), শ্বাস ত্যাগ (respiration), ভুক্তান্ন পাক (digestion), ভুক্তান্ন হইতে রস-রক্তাদির পরিণাম (assimilation), এবং রস-রক্তের সঞ্চালন (circulation)। সমষ্টিভাবে ইহাদিগকে প্রাণকার্য্য বলা হয়। এই প্রাণ জীবের জীবনীশক্তি—Life বা Vital energy। ভগবান্ বলিয়াছেন,—তিনিই সর্ব্বভূতের জীবন। (জীবনং সর্ব্বভূতেষু—গীতা, ৭।৯)। এই জীবনীশক্তি জড়শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। জড়শক্তি কখন জীবনী শক্তিরূপে পরিণত হয় না। এই প্রাণশক্তিই জীবভূত হইয়া—অপরা প্রকৃতির সহিত মিলিয়া জীবযোনি হয়। ইহাই জগতে জীবভাব প্রকাশ ও ধারণ করে। এই প্রাণই

অন্তঃকরণের প্রকাশক। শ্রুতি অনুসারে মৃত্যুকালে এই প্রাণই উৎক্রমণ করে, (ছান্দোগ্য ৭।১৫।৩) এবং তখন সর্ব্ব ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার পিণ্ডীকৃত হইয়া তাহার সহিত উৎক্রমণ করে। (পরে ৮।১৩ শ্লোকে দহর বিদ্যার ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইয়াছে)।

এই পরা প্রকৃতি যে এই প্রাণ, এই তত্ত্ব শ্রুতি-সম্মত। শ্রুতি হইতে আমরা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রুতিতে আছে,—

"যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১)

অর্থাৎ আত্মা প্রাণের দ্বারাই প্রাণকর্ম্ম সম্পাদন করেন। প্রাণই যজ্ঞ (বৃহদারণ্যক, ২।২।৩), প্রাণই ব্রহ্ম (ঐ, ৪।১।৩)। এই প্রাণ প্রথমে ব্রহ্ম হইতে কম্পিত হইয়া নিঃসৃত (Rhythmic motionযুক্ত) হয় (কঠ, ৬।২)। পরমপুরুষরূপ ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্, পৃথ্বী উৎপন্ন হয়,—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" (মুণ্ডক, ২।১।৩)

শ্রুতি অনুসারে বুদ্ধি ও অহঙ্কার-তত্ত্ব এই মনের অন্তর্গত। অতএব শ্রুতি অনুসারে এই প্রাণ প্রভৃতি যাহা, সেই পরম পুরুষ হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে প্রাণ ভিন্ন তত্ত্ব। ইহা অন্যত্র আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।—

"প্রজাকামো হবৈ প্রজাপতিঃ। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা সমিথুনম্ উৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি।"—প্রশ্নোপনিষদ্, ১।৪।

শ্রুতি অনুসারে এই রয়ি—সমুদায় জড় ও জড়শক্তি। প্রাণ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এই রয়ি ও প্রাণ মিলিয়া সমুদায় প্রজাসৃষ্টির কারণ হইয়াছিল। অতএব প্রাণই জীবভূত হইয়া সমুদায় জগৎ ধারণ করে।

এই প্রাণ যে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, তাহা শ্রুতিতে আরও স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।" (মুণ্ডক, ৩।১।৩)

এই প্রাণেই সর্ব্বভূত প্রবেশ করে,—

"প্রাণ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব অভিবিশন্তি। (ছান্দোগ্য, ১।১১।৫)

এই প্রাণই যে ভূতযোনি, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্তি।" (তৈত্তিরীয়, ভৃগুবল্লী। ৩.১)

এই প্রাণ উৎক্রমণ করে, এবং তাহাতেই জীবগণের মৃত্যু হয়, তাহা বলিয়াছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।১,—২, ৬) ও অন্য উপনিষদে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"

(গীতা, ১৫।৭-৮)

এই ভগবদংশ উক্ত প্রাণশক্তি। তাহাই কেন্দ্র (nucleus) হইয়া প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে। এই ইন্দ্রিয়গণ অপরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইহারা অপরা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া লিঙ্গ শরীরের উপাদান হয়। তাহা জড়। প্রাণ এই লিঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া ভূতযোনি নির্ম্মাণ করে। ভূতগণের যখন জন্ম হয়, তখন প্রাণ এই লিঙ্গকে লইয়া স্থূলশরীর-সংযোগরূপ জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবিত (জীবরূপ) হয়। আর যখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন প্রাণ এই বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে

আকর্ষণ করিয়া লইয়া উৎক্রমণ করে। ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত। এই প্রাণ হইতেই আমাদের প্রাণময় শরীর। এই প্রাণময় শরীরের কথা উপনিষদে অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে (বৃহদারণ্যক ৭।৪।৫ ; তৈত্তিরীয়, ২।৮।১ ; ছান্দোগ্য, ৩ ১৪ ১২—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

অতএব গীতার এস্থলে এই যে পরা প্রকৃতি—যাহা জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে ও ভূতযোনি হয়, তাহা এই প্রাণ। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—

"প্রাণসংজ্ঞকো জীবঃ॥" (মৈত্রায়ণী, ৬।১৯)।

এই প্রাণকে পরা প্রকৃতি কেন বলা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি হইতেই আমরা ইহার উত্তর পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১ অনুবাকে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬।১ অনুবাকে ইহার উত্তর আছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।"

এই প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বুদ্ধি মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের পূর্ব্বোৎপন্ন ও শ্রেষ্ঠ। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য সে স্থলে যে প্রসিদ্ধ উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এই,—প্রাণের সহিত বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণের কলহ হইল। প্রাণ বলিলেন,—আমি বড়, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রভৃতি প্রত্যেকে বলিলেন,—আমি বড়। ব্রহ্মার নিকট বিবাদিগণ উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যিনি উৎক্রমণ করিলে সকলে উৎক্রমণ করেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তখন ইঁহারা পরীক্ষার দ্বারা জানিলেন যে, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চ মহাভূত অপেক্ষা এই প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভই এ প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এইজন্য বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়গণ ও মহাভূতগণ অপরা প্রকৃতি, এবং প্রাণ তাহাদের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরা প্রকৃতি।

আমরা আরও বলিতে পারি যে, যেমন প্রাণ উৎক্রমণ করিলে বুদ্ধি অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ আর কার্য্য করিতে পারে না, তাহারা প্রাণের সহিতই উৎক্রমণ করে, সেইরূপ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়গণ যদি অশক্ত হয়, যদি মানুষ বুদ্ধিহীন এমন কি পাগল হয়, চিত্ত যদি ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণ যদি অশক্ত হয়, অর্থাৎ যদি সাংখ্যের সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ ও একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়বধ (কারিকা—৪৮, ৪৯) হয়, তথাপি প্রাণকার্য্য নির্ব্বাহের কোন বাধা হয় না। অতএব প্রাণ 'সামান্য করণবৃত্তি' নহে। প্রাণ পরা প্রকৃতি, আর উক্ত বুদ্ধি প্রভৃতি আটটি অপরা প্রকৃতি।

এই প্রাণ সুতরাং জীব নহে,—কিন্তু জীবযোনি। জীবভূত হইয়া এই প্রাণই জগৎ ধারণ করে। কিরূপে এই প্রাণ জীবভূত হয়, তাহাও বুঝিতে হইবে। যখন লিঙ্গ এই প্রাণযুক্ত হয়, তখন তাহাতে ভগবান্, তাঁহার বীজ (আত্মা বা পুরুষভাব) নিষেক করিয়া সর্ব্বভূতের উৎপাদন করেন। পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ তাঁহার ক্ষেত্রে, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপ বীজ নিষেক করিলে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হেতু সর্ব্ব স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্বা বা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (১৩।২৬, ২৭ শ্লোক)। প্রকৃতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রাণযুক্ত লিঙ্গে বা অন্তঃকরণে জীবভাব হয়। পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ চেতনাযুক্ত হয়, এবং সচ্চিদানন্দঘন আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতু অন্তঃকরণে যে জীবভাবের বিকাশ হয়,—তাহাতে জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে অন্তঃকরণে জীবভাবের বিকাশ হয়। এই চেতনাযুক্ত অন্তঃকরণই এক অর্থে জীব বা ভূত। এ সকল তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষর পুরুষ—পরা প্রকৃতি নহে। কেবল দুইরূপ প্রকৃতি সংযোগে কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। জীবোৎপত্তির জন্য তাহাদের সহিত পুরুষ-সংযোগের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি-পুরুষ, উভয়ের সংযোগ হইতেই এই সর্ব্বভূত-

ময় সর্ব্বসত্তাময় জগৎ। ইহা পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। অতএব আমরা যে এই ভগবানের পরা প্রকৃতিরূপ জীবমাত্র, এই শ্লোক হইতে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। আমরা ভগবানের কোনরূপ প্রকৃতি নহি, আমরা সেই প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত পুরুষ—ইহাই জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। অতএব বলিতে পারা যায় যে, বৈষ্ণবভক্তগণ যে আপনাদিগকে ভগবানের পরা প্রকৃতি জ্ঞান করেন, তাহার মূল—গীতার এই শ্লোক হইতে পারে না।

কোন ব্যাখ্যাকার এই পরা প্রকৃতিকে প্রাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই। অথচ এই তত্ত্বই শ্রুতিসঙ্গত। এজন্য এই তত্ত্ব এস্থলে বিস্তারিত রূপে আমাদের বুঝিতে হইল।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

সকল ভূতের যোনি হয় ইহারাই,—
জানিও ইহাই তুমি ; হই আমি আর
সমুদায় জগতের উৎপত্তি প্রলয় ॥ ৬

(৬) সকল ভূতের যোনি—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত উচ্চাবচ ভাবে অবস্থিত, চিৎ-অচিৎ-মিশ্রিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-কারণ, এই ঈশ্বরের পরা ও অপরা প্রকৃতি। ইহার মধ্যে পরা প্রকৃতি চিৎ, ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞ। আর অপরা প্রকৃতি—জড় বা ক্ষেত্র। জড় প্রকৃতি ক্ষেত্র বা দেহরূপে পরিণত হয়, আর ঈশ্বরের অংশভূত চৈতন্য ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাহাকে ধারণ করে (স্বামী)।

ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এ অর্থ যে সঙ্গত নহে, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ভূত কাহাকে বলে, তাহা পরে ১৩ অধ্যায়ে ২৬।২৭ শ্লোকে বিবৃত হইবে, এবং ভূতযোনি কাহাকে বলে, তাহাও ১৪ অধ্যায়ে ৩।৪ শ্লোকে উক্ত হইবে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমি জগতের উৎপত্তি প্রলয়—এই দুই প্রকৃতি দ্বারা আমি জগতের কারণ। অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ (শঙ্কর)। লয়কালে সর্ব্বভূত সেই পরমেশ্বরেই বিলীন হয়। সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হয় (রামানুজ)। মায়িক স্বপ্নময় প্রপঞ্চের মায়াবী ঈশ্বরই উপাদান (মধু)। গীতায় অন্যত্র আছে, (৯।১০ শ্লোক)—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

সৃষ্টিকালে জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এবং প্রলয়ে সেই অব্যক্তেই বিলীন হয়, এই কথা পরে (৮।-৮ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। এই অব্যক্ত এক অর্থে মূল প্রকৃতি হইলেও ইহা ভগবানেরই প্রকৃতি, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান হেতু, এবং তিনি অধ্যক্ষতা করেন বলিয়া, প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে জগতের লয় হয়। অধিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষরূপে ভগবান্ জগতের এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিমিত্ত কারণ হন, তাহার কর্ত্তা হন।

ভগবান্ এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ,—তিনিই একমাত্র কারণ। এজন্য তিনি উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই। একথা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে কেবল নিমিত্তকারণের কথা বলা হইয়াছে। কেননা উপাদান কারণ তাঁহারই প্রকৃতি—তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে ভূতযোনি বলা হইয়াছে। ভগবানের কর্ত্তৃত্বে, তাঁহার জ্ঞান যেরূপ বিবর্ত্তিত হয়—তদনুসারে এই উপাদান কারণ প্রকৃতি হইতে এ জগতের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, এস্থলে অর্থ এই যে, পরা ও অপরা

প্রকৃতি-রূপ মহৎ যোনিতে ভগবান গর্ভ নিষেক করেন অর্থাৎ বীজপ্রদান করেন বলিয়া, এই সমুদায় চিদচিদাত্মক জগতের উৎপত্তি হয়। আর সেই বীজ প্রকৃতি সহ যখন তাঁহাতেই লীন হয়, তখন এ জগতেরও প্রলয় হয়। শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই জগৎকারণ। তিনি পরমপুরুষ-রূপে জগতের নিমিত্ত কারণ, জগতের কর্ত্তা বা স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, আর পরমা প্রকৃতিরূপে তিনিই জগতের উপাদান কারণ বা মহৎযোনি হন। এ তত্ত্ব পরে ১৪।৩,৪ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥ ৭

ধনঞ্জয়! আমা হ'তে নাহি কিছু আর
পরতর। সূত্রে গাঁথা যথা মণিহার—
আমাতে এ সমুদায় সেরূপে গ্রথিত॥ ৭

(৭) পরতর—আমা ব্যতীত জগতের আর অন্য কোন কারণ নাই। আমিই জগতের একমাত্র কারণ (শঙ্কর)। পরমার্থ সত্য অন্য কারণ নাই (মধু)। ব্রহ্মই আদি কারণ, তিনি অনাদি,—তাঁহার আর আদি কেহ নাই। এজন্য ব্রহ্ম অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে না। পরব্রহ্মই জগতের পরমতত্ত্ব বা শেষ তত্ত্ব। তাঁহার পরে আর কোন তত্ত্বই নাই। তিনিই পরমেশ্বররূপে এজগতের প্রভব ও প্রলয়-স্থান। তাঁহা ব্যতীত জগতের আর কেহ স্রষ্টা বা সংহর্ত্তা নাই।

আমাতে গ্রথিত—এই জগৎ আমাতে অনুস্যূত বা অনুবিদ্ধ (শঙ্কর)। সমস্ত জগৎ চৈতন্যে গ্রথিত। অথবা তৈজসাত্মক হিরণ্যগর্ভে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্ট (মধু)।

শ্রুতিতে আছে "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"

(ঈশ উপঃ, ১)।—ঈশ্বরের দ্বারাই এ সমুদয় জগৎ আচ্ছাদিত। তাঁহাতেই এ জগৎ বিধৃত। তিনি আত্মা-রূপে, পুরুষ-রূপে, অন্তর্য্যামি-রূপে, নিয়ন্তা রূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, সকলে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। পরমেশ্বরই জগতের আধার,—অধিকরণ। তাঁহা দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত। এজন্য জগৎ তাঁহাতেই গ্রথিত। তিনিই একাংশে এই জগৎরূপে স্থিত। এজন্য তাঁহাকে সূত্রাত্মাও বলে। এ তত্ত্ব এই সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

আমরা আর এক ভাবে এই তত্ত্ব বুঝিতে পারি। পরমেশ্বর সৎ-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। সেই সৎস্বরূপ ঈশ্বরের 'সৎ' ভাব দ্বারাই সমুদায় সত্তাযুক্ত, তাহারা সৎরূপে প্রতীয়মান। এজন্য বলা যায় যে, তাঁহার সত্তায় এ সমুদায় জগৎ গ্রথিত। সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, পরমেশ্বর যে 'আমি বহু হইব' এই কল্পনা করিয়া বা এই ঈক্ষণপূর্ব্বক সমুদায় সৃষ্টি করেন, তাঁহার এই বিজ্ঞানে সমুদায় জগৎ গ্রথিত। শ্রুতিতে আছে,—"এষ ব্রহ্ম এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ এতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি .... ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি... যৎ কিঞ্চ ইদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্ সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" (ঐতরেয়, ৫.৩)। অতএব সৎ-রূপে প্রজ্ঞান-রূপে পরমেশ্বর সমুদায় জগতের প্রতিষ্ঠা—সমুদায় তাঁহাতে গ্রথিত।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

আমিই জলেতে রস, শশী সূর্য্যে প্রভা,
সর্ব্ববেদে হে কৌন্তেয়, আমিই প্রণব,
আকাশেতে শব্দ আমি, নরেতে পৌরুষ॥ ৮

(৮) কিরূপে এই সমুদায় ব্রহ্মে বা পরমেশ্বরে গ্রথিত, তাহাই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য নিম্নের কয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে। এই কয় শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সকলই পরমেশ্বরের বিভূতি। পরে তাহা দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

রস—সার (শঙ্কর)। তন্মাত্র রূপ (স্বামী, মধুসূদন)। অর্থাৎ জলে আমি রস বা তাহার মূল রস-তন্মাত্ররূপে ওতপ্রোত বা অবস্থিত (শঙ্কর)। স্থূলভূতের কারণ বা আশ্রয়তন্মাত্র (স্বামী)।

পঞ্চভূতের সম্বন্ধে যে পঞ্চতন্মাত্র—রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ—তাহাদিগকে পরে "পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচর" বলা হইয়াছে (১৩।৫)। সাংখ্য মতে ইহারা পঞ্চ স্থূল ভূতের কারণ হইলেও, গীতার অনুসারে ইহারা স্থূলভূতের কারণ নহে। তাহারা মহাভূতের গুণ মাত্র। সেই গুণের আধাররূপেই এই ভূতগণ আমাদের জ্ঞেয়। এজন্যও তাহারা তন্মাত্র (That only অর্থাৎ Thing-in-itself)। এস্থলে জল ও রস উপলক্ষ্য মাত্র। ইহা দ্বারা পঞ্চভূতের পঞ্চতন্মাত্রই উক্ত হইয়াছে। পরশ্লোকে আকাশের শব্দতন্মাত্র ও পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্রের কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব এই মহাভূতগণ যে রূপরসাদি তন্মাত্র দ্বারা আমাদের জ্ঞেয় হয়, তাহা ভগবানেরই বিভূতি। তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

প্রভা—প্রকাশরূপ বিভূতি (স্বামী)। আলোক, জ্যোতিঃ।

প্রণব—ওঁকার। প্রণবরূপ আমাতে সমুদায় বেদ ওতপ্রোত আছে (শঙ্কর)।

শ্রুতিতে আছে—"তদ্‌যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেব এবম্ ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা, ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্।" (ছান্দোগ্য, ২।২৩।৩)। এই প্রণবতত্ত্ব অতি কঠিন। এ তত্ত্ব পরে ৮।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এস্থলে সেই ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। প্রণব যে বেদের সার, তাহা উক্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে আছে—প্রজাপতির

তপস্যায় লোক সকল হইতে ত্রয়ী বিদ্যা (ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ) সম্প্রসৃত হয়। তাহা হইতে তপস্যা দ্বারা—এই সকল অক্ষর উৎপন্ন হয় (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক)। তাহার প্রতি তপস্যা করিয়া প্রজাপতি ওঙ্কার উৎপন্ন করেন, এই ওঙ্কার দ্বারা সমুদায় বাক্ বিধৃত। (ছান্দোগ্য, ২।২৩।২-৩।)

শব্দ—শব্দতন্মাত্ররূপে আমি আকাশে অনুস্যূত বা আকাশের আশ্রয় (স্বামী, মধু)। পূর্ব্বে তন্মাত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পৌরুষ—পুংবুদ্ধি (শঙ্কর)। উদ্যম (স্বামী)। পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ আমি হই আর,
আমিই অগ্নিতে তেজ, আমিই জীবন—
সর্ব্বভূতে, তপস্বীতে আমি হই তপ॥ ৯

(৯) পুণ্যগন্ধ—সুরভি গন্ধ। গন্ধভূত আমাতে পৃথিবী প্রোত (শঙ্কর)। অবিকৃত-গন্ধ—গন্ধতন্মাত্র (স্বামী)। পৃথিবী-ভূতের কারণ বা আশ্রয় গন্ধতন্মাত্র আমিই (মধুসূদন)। স্বামী বলেন, বিভূতিরূপে ভগবান্ আশ্রয় করেন বলিয়া কেবল উৎকৃষ্ট গন্ধেরই উল্লেখ হইয়াছে, অথবা কেবল গন্ধতন্মাত্রকেই বুঝাইতেছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, গন্ধাদি তন্মাত্র প্রকৃতির প্রথম বিকার বলিয়া, তাহাদের সার বা উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। তবে গন্ধাদি যে অনেক সময় অপকৃষ্ট বোধ হয়, অবিদ্যা ধর্ম্মই তাহার কারণ। সংসারীদের ভূতবিশেষের সম্পর্ক জন্যই তাহা ঘটিয়া থাকে।

শ্রুতিতে আছে, দেবগণ ও অসুরগণ মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া,

পরস্পর বিরোধ-নিরত। এই অসুরগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া আমাদের দুর্গন্ধ গ্রহণ করায়, আর দেবগণ পুণ্যগন্ধ গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করেন। অন্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা (ছান্দোগ্য, ১।২।১-৭)।

গিরি বলেন, পৃথিবীভূতের যাহা স্বাভাবিক গন্ধ, তাহাই সুগন্ধ। ইহা দ্বারা অপ্ ভূতের স্বাভাবিক রস—পুণ্য রস, অগ্নির স্বাভাবিক তেজ—সুদীপ্তি, বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ—সুখস্পর্শ ও আকাশের শব্দ পুণ্যশব্দ, ইহা উপলক্ষিত হইয়াছে।—এই পঞ্চভূতের প্রথমোৎপন্ন গুণ পুণ্যগুণ, তাহা সিদ্ধাদিগণের ভোগ্য। এই মূল গন্ধাদি স্বকার্য্য ভূত সহ পরিণত হইয়া প্রাণিগণের পাপাদি-বশে পাপযুক্ত হয়।

গন্ধাদি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। সাংখ্যমতে তাহারা পঞ্চতন্মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ সাত্ত্বিক হইলে, তাহারা যে গন্ধাদি বিষয় গ্রহণ করে, তাহা 'পুণ্য' বা সুখকর হয়। ইন্দ্রিয়গণ রাজসিক বা তামসিক হইলে, গন্ধাদি বিষয় দুঃখকর বা মোহকর হয়। সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা দেবগণ, আর রাজসিক ও তামসিক ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা অসুরগণ।

যাহা হউক, যে গন্ধাদি বিষয় সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া সুখকর হয়, তাহাই রাজসিক ও তামসিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া দুঃখকর হয়। আবার রাজসিক বা তামসিক ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য যে শব্দাদি বিষয় সুখকর, তাহা সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে অনেক সময় দুঃখকর হয়। এইজন্য বিভিন্ন লোকের রুচি ভিন্ন। ইহা পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

তেজ—দীপ্তি (শঙ্কর)। সর্ব্বদহন-প্রকাশন-সামর্থ্যরূপ উষ্ণস্পর্শ-সহিত দীপ্তি (মধু)। পঞ্চাগ্নিতে তেজোভূত হইয়া তাহাতে আমি প্রোত (গিরি); মূলে আছে 'বিভাবসু'—তাহার অর্থ অগ্নি। অগ্নির মূল রূপতন্মাত্র। এই রূপ আলোক ও তাপ দ্বারা ব্যক্ত। যাহা অগ্নির তেজ, তাহা এই তাপ, আর যাহা দাহিকা শক্তি, তাহাই অগ্নির ধর্ম্ম।

জীবন—যদ্দ্বারা ভূতগণ জীবিত থাকে, সেই জীবনীশক্তি (শঙ্কর)।

প্রাণ ধারণ করিবার উপায়স্বরূপ যে আয়ু, তাহাই জীবন। তাহাই ভগবানের বিভূতি (স্বামী, মধু)। প্রাণই জীবনের মূল। প্রাণ হইতে জীবন, প্রাণ হইতে আয়ু। প্রাণ যখন উৎক্রমণ করে, তখন আর জীবন থাকে না, মৃত্যু হয়। ভগবান্ তাঁহার পরাপ্রকৃতি প্রাণরূপে সর্ব্বভূতের জীবন। তাঁহার এই প্রাণরূপ অংশ জীবলোকে জীবভূত হইয়াছে। এ সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

তপ—বানপ্রস্থাদি আশ্রমে, শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদি সমুদয় দ্বন্দ্ব-সহন-সামর্থ্য (স্বামী, মধু)। তপোরূপ আমাতে তপস্বিগণ প্রোত বা আশ্রিত (শঙ্কর)। ক্লেশানন্দরূপ তপ (বল্লভ)। এই যে তপ, ইহা ভগবানের শক্তি। শ্রুতিতে আছে, "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।" (তৈত্তিরীয়, ২।৬)। তপস্বিগণ-মধ্যে ভগবান্ সেই তপোরূপে অবস্থিত।

গিরি বলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, সমুদয় তাঁহাতেই প্রোত। এই শ্লোকে তাহাই অন্য প্রকারে বিবৃত হইয়াছে।

রামানুজ বলেন, সমুদায়ই ভগবানের শরীরস্বরূপে তাঁহার আত্মভূত। সকলই সেই পরম পুরুষের প্রকার-বিশেষ, সকলই সর্ব্বপ্রকারে সেই পরম পুরুষেই অবস্থিত। এই শ্লোকে সর্ব্ব শব্দ দ্বারা, তাহা সমান অধিকরণ রূপে উক্ত হইয়াছে।

মধুসূদন বলেন,—আমাতেই সমুদয় প্রোত। আমাতে যে কিরূপে স্থিত, তাহার প্রকার এই কয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

পরে দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ বর্ণনা হইতে জানা যায়, যে এই পুণ্য গন্ধাদি ভগবানের বিভূতি। এস্থলে যে বিভূতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, দশম অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

সর্ব্বভূতে সনাতন বীজরূপে তুমি
জানিও আমারে পার্থ; হই বুদ্ধি আমি
বুদ্ধিমানে, তেজ আমি হই তেজস্বীর ॥ ১০

(১০) বীজ—প্ররোহ কারণ (শঙ্কর)। স্বজাতীয় কার্য্যোৎপাদন-সামর্থ্য (স্বামী)। নিত্যবীজ—যেহেতু অন্য কারণের অপেক্ষা করে না। অব্যাকৃত বীজ (মধু)। ইহা সাধারণ বীজের ন্যায় কার্য্য উৎপাদন করিয়াই নষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না—উত্তরোত্তর সর্ব্বকার্য্যেই বীজরূপে অনুস্যূত থাকে (স্বামী)। প্রধানাখ্য বীজ (বলদেব)। বল্লভ সম্প্রদায় মতে, পরম পুরুষের লীলার্থ জীব পরম পুরুষেরই অংশ। ভগবানের অংশ বলিয়াই তাহারা তাঁহার লীলার উপযোগী।

এই বীজ অর্থে ভূতভাব উৎপত্তির মূল ভগবানের আত্মা-রূপ বীজ। তিনি সর্ব্বভূতের বীজপ্রদ পিতা। এই সর্ব্বভূতবীজ যে আত্মা বা জীবাত্মা তাহা সনাতন, নিত্য। ঈশ্বরকেই সেই জীববীজ জীবাত্মা বলিয়া জানিতে হইবে।

গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥"

গীতা ১৪।৩, ৪।

ভগবান্ কিরূপে সকলের বীজপ্রদ পিতা হন, কিরূপে সকলের বীজ হন, তাহা উক্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইবে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

;—বিবেক-বুদ্ধি (শঙ্কর)। প্রজ্ঞা (স্বামী)। কার্য্যাকার্য্য-বিবেকবুদ্ধি (মধু)। বুদ্ধি অর্থাৎ কৌশল (বল্লভ)। এই বুদ্ধির স্বরূপ সাংখ্যমতে জ্ঞান হইলেও, এস্থলে বুদ্ধি জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এ বুদ্ধিকে ইংরাজীতে Understanding বা Intelligence বলা যায়। ইহা জ্ঞান (Reason) হইতে ভিন্ন। তবে ইহাকে বুদ্ধিজ্ঞান বলিতে পারা যায়। বুদ্ধিমান্‌ বলিলে জ্ঞানী বুঝায় না। জ্ঞানী বুদ্ধিমান্‌ হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ হইলেই জ্ঞানী হয় না। এই বুদ্ধিমানের যে বুদ্ধি, তাহা কার্য্যকুশলতা বা কার্য্যদক্ষতা। ইহা অধ্যবসায়াত্মক বা নিশ্চয়াত্মক হইলেও একমুখী না হইয়া বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইতে পারে।

তেজ—প্রগল্‌ভতা (শঙ্কর, স্বামী)। দুরাধর্ষতা (বল্লভ)। এই তেজ শারীরিক বা মানসিক শক্তি হইতে পারে। অথবা ইহা আত্মারই শক্তি। এই তেজ থাকিলে, বিনা চেষ্টায় তাহা দ্বারা অপরকে অভিভূত করা যায়, আপনার আয়ত্ত করিতে পারা যায়। তেজস্বীর তেজের সম্মুখে আমরা যেন হীনবল হইয়া পড়ি,—যেন 'জড়সড়' হইয়া যাই। এই তেজকে Psychic forceও বলে। ইহা দ্বারা সাধারণকে নিয়মিত করা যায়। ইহাকে কেহ কেহ Will power বলেন। অতএব এই তেজ আত্মার—ইহা ভগবানের বিভূতি। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তেজ দুইরূপ। এক শরীরের বা মনের। আর এক আত্মার। শারীরিক তেজ অন্নাদি হইতে উৎপন্ন। তদেতত্তেজো অন্নাদ্যমিত্যুপাসীত (ছান্দোগ্য ৩।১৩।১)। ইহাকে 'ওজঃও' বলে। আর যাহা আত্মার তেজঃ তাহা ব্রহ্ম। "যস্তেজো ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে"। (ছান্দোগ্য ৭।১১।২)। "অয়ম্‌ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৭)। আত্মা মুক্ত হইলে এই তেজোযুক্ত হয়। "তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি।" (ছান্দোগ্য, ৮।৬।৩)।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১
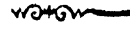
কাম-রাগ-বিরহিত বল—হই আমি
বলবানে, সর্ব্বভূতে আমি হে ভারত
হই কাম—হয় যাহা ধর্ম্ম-অবিরোধী ॥ ১১

(১১) বল—সামর্থ্য, ওজঃ ; কেবল দেহাদিধারণ জন্য বল (শঙ্কর)। সাত্ত্বিক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্য (স্বামী, বলদেব)। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-ধারণ-সামর্থ্যই সাত্ত্বিক বল (মধু)। বশীকরণ-লক্ষণ বল (বল্লভ)।

কামরাগ-বিরহিত—অপ্রাপ্ত বিষয়ে তৃষ্ণা=কাম ; প্রাপ্ত বিষয়ে অনুরাগ=রাগ। কামনা ও অনুরাগ বিহীন বা রজস্তমোবিহীন সাত্ত্বিক (শঙ্কর)। অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষই কাম, ইহা রাজস। অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় তাহা অধিকতর প্রাপ্তির জন্য যে চিত্তরঞ্জনাত্মক তৃষ্ণা, তাহাই রাগ। ইহা তামসিক (স্বামী, বলদেব)। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির কোন কারণ না থাকিলেও তাহা পাইতে হইবে, এই প্রকার যে চিত্তবৃত্তি, তাহাই কাম। প্রাপ্ত বিষয় ক্ষয়শীল, ইহার ক্ষয় না হউক, এই প্রকার রঞ্জনাত্মক চিত্তবৃত্তি-বিশেষই রাগ (মধু)। দৃশ্যমান বিষয়ে তৃষ্ণা—কাম, আর স্মর্য্যমাণ বিষয়ে তৃষ্ণা—রাগ (হনু)।

ভগবানের যে বল রূপে সমুদায় প্রোত, সেই বল কাম ও রাগ এই বিশেষণ-বিরহিত। বল=শক্তি, কর্ম্মশক্তি। কাম ও তাহা হইতে উদ্ভূত ক্রোধ এবং রাগ দ্বারা সেই কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হইলে, তাহা অশুভ হয়। আর যদি এই কাম রাগ দ্বারা তাহা পরিচালিত না হয়, কেবল নির্ম্মল সাত্ত্বিক জ্ঞানে কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তাহা

শুভকর হয়। তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সামর্থ্য উৎপাদন করে। কামরাগ দ্বারা অপরিচালিত যে বল, তাহাই ভগবানের বিভূতি।

যাহা ধর্ম্ম অবিরোধী—যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রার্থের অবিরুদ্ধ বা অপ্রতিষিদ্ধ (শঙ্কর, স্বামী, মধু)।

কাম—কেবল দেহধারণ জন্য অশন-পানাদি বিষয়ে যে অভিলাষ (শঙ্কর)। শাস্ত্রানুমোদিত জায়া-পুত্র-বিত্তাদি বিষয়ে যে অভিলাষ (মধু)। নিজস্ত্রীতে ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন মাত্র উপযোগী যে কাম (স্বামী, বলদেব)। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ লৌকিক কাম বা রস স্ববিবাহিত স্ত্রীতেই প্রকটিত হয়। অলৌকিক কাম রসাত্মক, তাহা ধর্ম্মরূপ (বল্লভ)।

যাহা হউক, এস্থলে শঙ্করের অর্থই অধিক প্রশস্ত বোধ হয়। কেন না, এস্থলে এই কাম প্রজনন-শক্তি নহে। গীতায় পরে (১০।২৮ শ্লোকে) তাহা স্বতন্ত্রভাবে উক্ত হইয়াছে। এই 'কাম' অর্থে মূল ইচ্ছাশক্তি (Will)। কাম ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এই কামপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করেন। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি।" (তৈত্তিরীয় উপঃ, ২।৬।১)। ভগবান্ এই 'কাম'। ইহা 'রজোগুণসমুদ্ভব কাম' নহে। এ 'কাম' শুদ্ধ সাত্ত্বিক, ধর্ম্মাবিরুদ্ধ। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ এই যে, তাহা 'রজোগুণসমুদ্ভব কাম' দ্বারা পরিচালিত নহে। তাহা এই ধর্ম্মাবিরুদ্ধ সাত্ত্বিক শুদ্ধ 'কাম' দ্বারা জীবের বা জগতের হিত 'কাম' দ্বারা পরিচালিত। এ কথা পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে এই কামের উপরই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্ (কঠ, ২।১১)। ভগবান্ই সকলের কাম প্রদান করেন। "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" (কঠ, ৫।১৩; শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৩)। আর তিনিই জীবহৃদয়ে 'কাম' রূপে প্রকটিত হন।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২

যা কিছু সাত্ত্বিক ভাব, রাজস তামস
ভাব যত আর—তারা জান' আমা হ'তে,
আমি কিন্তু নহি তাতে—তাহারা আমাতে ॥১২

(১২) সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ভাব—যে সকল ভাব বা পদার্থ সত্ত্বগুণ হইতে নিবৃত্ত বা উৎপাদিত হয়, তাহারা সাত্ত্বিক ভাব; যাহারা রজোগুণ হইতে উৎপাদিত হয়, তাহারা রাজস ভাব; যাহারা তমোগুণ হইতে উৎপাদিত হয়, তাহারা তামস ভাব। এই সকল ভাব প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্ম্মবশে এ জগতে উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)।

পূর্ব্বের কয় শ্লোকে বুদ্ধি তেজ বল কাম প্রভৃতি বিশেষ ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে অন্য সমুদায় ভাব সম্বন্ধে সমষ্টিরূপে ইহা উক্ত হইতেছে। সাত্ত্বিক ভাব—শম দম প্রভৃতি, রাজস ভাব—হর্ষ দর্পাদি, তামস ভাব—শোক মোহাদি। এ সকল প্রাণীদের স্বকর্ম্মবশে উৎপন্ন হয় (স্বামী, মধু)। এই ভাব—চিত্তের পরিণাম। ইহা প্রাণিগণের অবিদ্যা-কর্ম্মাদি-বশে উৎপন্ন হয় (মধু)।

এই সমুদায় ভাব—ভগবানেরই বিভূতি। সাত্ত্বিকাদি ভেদে ইহারা বিভিন্ন হয়। প্রাণিগণের শরীর ইন্দ্রিয় বিষয়াত্মক রূপে ও তাহাদের কারণ-রূপে অবস্থিত সমুদায় সেই সেই শক্তিযুক্ত বিভিন্ন ভাব (বলদেব)।

জগতে দেহেন্দ্রিয়রূপে বিভক্ত হইয়া তাহাদের কারণরূপে অবস্থিত যে ভাব (রামানুজ)।

সাত্ত্বিক ভাব—আমার সম্বন্ধে রোমাঞ্চাদি। রাজস ভাব—বিবেকাদি।

ও তামস ভাব বিপ্রয়োগ স্বরূপ,—আমাকে স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছা, ভূমিতে পতন প্রভৃতি। (বল্লভ)।

এস্থলে যে ভাব ও তাহার ত্রিবিধ রূপ উক্ত হইয়াছে, তাহার তত্ত্ব আরও বিশদরূপে বুঝিতে হইবে। ভূ ধাতু হইতে ভাব। ভাবের অর্থ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়া (manifestation)। সৎ হইতেই ভাব হয়। যাহা অসৎ, তাহা হইতে ভাব হয় না। ভাবও অসৎ হইয়া যায় না (২।১৬)। পদার্থ দুইরূপ, ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। এই ভাব পদার্থও দুইরূপ, নিত্য ও বিকারী। বিকারী ভাব পদার্থ ষড়্‌ভাব-বিকার-যুক্ত (২।২০)। অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি বা জন্ম, স্থিতি নাশ প্রভৃতি বিকার হইয়া থাকে। এই স্থলে এই বিকারী ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে ও গীতা অনুসারে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত এই দুই অনাদি। ইহাদের ভাব নিত্য, অবিকারী। কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী। এই পরিণাম হেতু প্রকৃতির বিকার হয় এবং তাহা বিকারী ভাবযুক্ত হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। অর্থাৎ এই তিন গুণ মূলতঃ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সেই তিন গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥" (১৪।৫)।

এই ত্রিগুণ হেতুই প্রকৃতির ত্রিবিধ ভাববিকার হয়। পুরুষ-সান্নিধ্যে বা পরম পুরুষের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা হেতু প্রকৃতি এই জগৎ প্রসব করেন (গীতা, ৯।১০)। এজন্য এই জগতে যাহা কিছু ভাব পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ত্রিগুণাত্মক। কোন পদার্থ ত্রিগুণ ব্যতীত থাকিতে পারে না। প্রত্যেকটিতেই এই তিন গুণ থাকে। তবে কোন গুণ অধিক ও কোন গুণ অল্প থাকে, এই মাত্র। এই গুণের তারতম্যানুসারে পদার্থের পার্থক্য হয়। যাহাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ও রজস্তমোগুণ

অভিভূত, তাহা সত্ত্বপ্রধান, তাহাতে সাত্ত্বিক ভাবই প্রকটিত। যাহাতে রজোগুণের প্রাধান্য ও সত্ত্বতমোগুণ অভিভূত, তাহাতে রাজসিক ভাবই প্রধানতঃ প্রকটিত এবং তমঃপ্রধান পদার্থে তমোভাবই বিশেষরূপে প্রকটিত। ভগবান্ পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে মনুষ্য সম্বন্ধে এই তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। যে সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি, তাহার সাত্ত্বিক ভাব বিশেষরূপে প্রকটিত হয়। সুখ, প্রকাশ ও জ্ঞান সেই ভাবের স্বরূপ। যে রজঃপ্রধান ব্যক্তি, তাহার রজোভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়। তাহার স্বরূপ—প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য, তাহা রাগাত্মক, তাহা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। ইহাই প্রধানতঃ রাজস ভাব। এইরূপ তমঃপ্রধান লোকের তামস ভাব—মোহ আলস্য অজ্ঞান প্রভৃতি। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণ হেতু বিভিন্ন ভাবের যে পার্থক্য হয়, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখের আবশ্যক নাই।

অতএব সাত্ত্বিক ভাব বলিতে এই সুখ জ্ঞানাদি বুঝায়, রাজসিক ভাব বলিতে দুঃখপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বুঝায়, আর তামসিক ভাব বলিতে মোহ অজ্ঞান প্রভৃতি বুঝায়। সাংখ্য দর্শনে আছে যে, ভাব তিন প্রকার,—সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক (কারিকা, ৪৩)। এই ভাব বিনা আমাদের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ (অন্তঃ ও বাহ্য ত্রয়োদশ করণ এবং পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত দেহ) থাকিতে পারে না। লিঙ্গ দেহ এই ভাবের আধার (কারিকা, ৫২)। অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই শ্লোকের ভাব ঠিক্ ভাব পদার্থ নহে, তাহা 'সত্তা' নহে। তবে 'সত্তাতে' প্রকটিত (manifested) গুণ বা ক্রিয়াবিশেষ মাত্র। এই গুণ ও ক্রিয়া দ্বারাই ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সেই ভাব প্রকৃতিজ তিন গুণ অনুসারে ত্রিবিধ। পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগে বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্তার উদ্ভব হয় (১৩।২৬)। এই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি হইতে জাত শরীর

ত্রিগুণাত্মক। এই জন্য প্রত্যেক সত্তায় এই ত্রিগুণের বৃত্তির অভিব্যক্তি হয়। আর যে গুণ প্রধান হয়, তদনুযায়ী ভাবই বিশেষ অভিব্যক্ত হয়; তাহাতে অন্য গুণের ভাব অভিভূত থাকে। এজন্য প্রত্যেক সত্তা প্রধানতঃ হয় সাত্ত্বিকভাবযুক্ত, না হয় রাজসভাবযুক্ত, অথবা তামস ভাবযুক্ত। এস্থলে সমষ্টিভাবে এই সমুদয় ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিতেও এই ভাবের উল্লেখ আছে—

"তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।"

(মুণ্ডক উপঃ, ২।১।১)।

"ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।৪)।

গীতাতেও পরে বিবিধ ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে। যাহা পরম ভাব (৭।২৪, ৯।১০), যাহা ভগবানের ভাব (৮।৫), যাহা সর্ব্বভূতমধ্যে এক অবিকৃত ভাব (১৮।২০), যাহা পর বা শ্রেষ্ঠ ভাব (৮।২০), তাহা ত্রিগুণের অতীত। এই ত্রিগুণময় ভাব পরম ভাব হইতে অন্য, তাহা ক্ষর ভাব (৮।৪)। তাহাই ক্ষরভাববিকারযুক্ত। ক্ষরভাব দুইরূপ—দৈব (সাত্ত্বিক) ও আসুরী (রাজস, তামস ৭।১৫)। এই ভূতগণের বিভিন্ন ভাব পরে (১০।৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ইহা অধিভূত ক্ষরভাব (৮।৪)। এই ভাব সকলের সাধর্ম্ম্য বৈষম্য বিচারপূর্ব্বক এস্থলে যে সাত্ত্বিকাদি ভাব উক্ত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি।

আমা হ'তে—প্রাণীদের স্বকর্ম্মবশে যে সকল ভাব জন্মে, তাহা আমা হইতেই জন্মে (শঙ্কর)। আমার প্রকৃতির গুণত্রয়ের কার্য্যহেতু তাহারা আমা হইতেই জন্মে (স্বামী)। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'আমি সমস্ত জগতের প্রভব ও প্রলয়' (৭।৮)। এজন্য এই সকল ভাব আমা হইতেই অভিব্যক্ত। অথবা এই সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ভাব দ্বারা সমুদায় জড়বর্গ বুঝাইতেছে। তাহারা রজ্জুরূপ আমাতে সর্পরূপে কল্পিত হয় (মধু)। তাহারা আমার শরীররূপে অবস্থিত (রামানুজ)।

আমি···আমাতে—তাহারা আমার অধীন, কিন্তু আমি সে সকল ভাবের অধীন নহি। জীব যেমন সেই সব ভাবের বশীভূত হয়, আমি সেইরূপ তাহাদের বশীভূত নহি (শঙ্কর, স্বামী)।

শরীরের সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, এই ত্রিগুণজ ভাবের সহিত আমারও সেইরূপ সম্বন্ধ। তবে শরীর আত্মার উপকারক, কিন্তু ত্রিগুণজ ভাব আমার উপকারক নহে, কেবল লীলার জন্য তাহাতে আমার প্রয়োজন। এই চেতনাচেতনাত্মক সমুদায় জগৎ আমারই—আমা হইতেই উৎপন্ন, আমাতেই তাহা প্রলীন হয়, আমার শরীরভূত হইয়া আমাতেই অবস্থিত হয়। কার্য্যাবস্থা বা কারণাবস্থা—সকল অবস্থায়ই তাহা আমার শরীর-ভূত (রামানুজ)।

আমি এই ভাবরূপে প্রকট হই না, কিন্তু এই ভাব সকল আমাতেই প্রকটিত হয়। তাহারা রক্ষার্থ আমা দ্বারাই প্রকটিত হয় (বল্লভ)।

রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, সেই ভ্রম রজ্জুর অধীন বটে, কিন্তু রজ্জু সে সর্পভ্রমের অধীন নহে (মধু)।

শাস্ত্রে আছে—

"স ঈশো যদ্‌বশে মায়া স জীবো য স্তয়াদ্দিতঃ।"

পরমেশ্বর হইতে কিরূপে এই তিন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা এ স্থলে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যদর্শনানুসারে মূল প্রকৃতি এই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি এই তিন গুণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুরুষের সান্নিধ্যে এই ত্রিগুণের পরিণাম হয়, এবং এই পরিণাম হইতেই ত্রিগুণের বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সেশ্বর সাংখ্য মতে পরম পুরুষ বা নিত্য ঈশ্বরই এই গুণ পরিণামের হেতু। তাঁহারই অধি-ষ্ঠান হইতে এইরূপে প্রকৃতির গুণ পরিণাম হয়, ও ত্রিগুণের বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি হয়। গীতা হইতেও আমরা এই তত্ত্বই জানিতে পারি। প্রকৃতি ভগবানেরই। প্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তি। শক্তি ও শক্তি-

মানে ভেদ নাই। সেই প্রকৃতি দুইরূপ—পরা ও অপরা। এই অপরা প্রকৃতি হইতেই ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়। ত্রিগুণ প্রকৃতির উপাদান নহে। তাহারা প্রকৃতির কার্য্য—প্রকৃতি হইতে জাত (গীতা, ১৩২১)। ঈশ্বর এই প্রকৃতিতে শক্তিমান্‌রূপে অধিষ্ঠিত। তাঁহার অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা হেতু এই প্রকৃতি, চরাচর জগৎ প্রসব করে (গীতা ৯।১০)। এই জগৎ প্রসব করিবার সময় প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়। তাহা হইতে মহৎ অহঙ্কারাদি ক্রমে লিঙ্গের অভিব্যক্তি হয়। সেই লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া ত্রিগুণময় ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে পরমেশ্বর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতায় তাঁহার প্রকৃতি হইতে এই ত্রিগুণময় ভাবের উৎপত্তি হয়; কিন্তু ভগবানের যাহা পরম ভাব যাহা নিত্য অধিকারী ভাব তাহা এই ত্রিগুণময় ভাবের অতীত. তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩

এই তিন গুণময় ভাবে বিমোহিত
এ জগৎ সমুদায়। তাই নাহি জানে,
এ হ'তে পরম আর অব্যয় আমারে ॥১৩

(১৩) এই তিন গুণময় ভাব—এই তিন গুণময় বা গুণবিকার —রাগদ্বেষমোহাদিরূপ ভাব বা পদার্থ (শঙ্কর)। এই হেয় গুণময় ক্ষণবিধ্বংসী উপযুক্ত পূর্ব্বকর্ম্মানুগুণ দেহ ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত পদার্থ (রামানুজ)। পূর্ব্বোক্ত কামলোভাদি গুণবিকার ভাব বা স্বভাব (স্বামী)। পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বাদি গুণময় বা গুণবিকার ভাব (মধু)। আমার

মায়া গুণকার্য্য সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভাব—অর্থাৎ ভবনধর্ম্মী ক্ষণপরিণামী যে ভাবকর্ম্মানুগুণ শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অবস্থিত (বলদেব)। এই পরিদৃশ্যমান আমার সম্বন্ধে স্নেহলীলারস হইতে প্রকটীভূত সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণময় ভাবনাত্মক ভাব (বল্লভ)।

বিমোহিত এ জগৎ—এই সমুদায় প্রাণিজাত জগৎ মোহিত বা অবিবেক প্রাপ্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। দেব তির্য্যক্ মনুষ্য স্থাবরাত্মক জগৎ মোহিত হইয়া আছে (রামানুজ)। এই সমুদায় জগৎ বিবেকলাভের অযোগ্য হইয়াছে (মধু)। দেবাসুর-মনুষ্যাদিরূপে অবস্থিত জীববৃন্দ অবিবেকিতা প্রাপ্ত হইয়াছে (বলদেব)। এই পরিদৃশ্যমান অধিকরণাত্মক বা আধ্যাত্মিক জগৎ বিমোহিত (বল্লভ)।

নাহি জানে······অব্যয় আমাকে—আমি পরমেশ্বর এইরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বভূতাত্মা, সংসারদোষবীজ প্ররোহ কারণ। আমি এই ত্রিগুণ হইতে পর বা ব্যতিরিক্ত বিলক্ষণ এবং অব্যয় বা ব্যয়রহিত কর্ম্মাদি সর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিত। এ জগৎ সমুদায় ত্রিগুণময় ভাবে বিমোহিত বলিয়া কেহ আমাকে জানিতে পারে না (শঙ্কর)। আমি অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর, সর্ব্বপ্রকারে পরতর, আমা অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। আমি সাত্ত্বিকাদি ভাব হইতে পর বা উৎকৃষ্টতম, আমি অব্যয় বা সদা একরূপ। কিন্তু দেব মনুষ্য তির্য্যক্ স্থাবররূপে স্থিত জগৎ, এই ত্রিগুণজ-ভাবের দ্বারা মোহিত বলিয়া আমাকে জানিতে পারে না (রামানুজ)। ইহা হইতে পর অর্থাৎ এই ত্রিগুণজ ভাব দ্বারা অস্পৃষ্ট ও তাহাদের নিয়ন্তা, অতএব অব্যয় বা নির্ব্বিকার আমাকে জানিতে পারে না (স্বামী)। এই গুণময় ভাব হইতে পর অর্থাৎ ইহাদিগকে কল্পনাপূর্ব্বক ইহাদিগতে অধিষ্ঠান হেতু ইহাদের হইতে বিলক্ষণ, এবং সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্য, প্রপঞ্চাতিরিক্ত আনন্দঘন অব্যবহিত আত্মপ্রকাশস্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না, এবং আমার স্বরূপ না জানাতে প্রাণিগণ সংসারে বিচরণ করে।

ভগবান্ অনুক্রোশ বা আক্ষেপ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন (মধু)। এই ত্রিগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট অনন্তকল্যাণগুণ রত্নাকর বিজ্ঞানানন্দঘন সর্ব্বেশ্বর অব্যয় বা অপ্রচ্যুতস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ আমাকে জানিতে পারে না (বলদেব)।

ভগবানের এই পরম অব্যয়ভাবের কথা পরে (৭।২৪, ৮।৫, ৮।২০, ৯।১১ প্রভৃতি শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। এই ভাব অবিকারী অব্যয়। ত্রিগুণময় ভাব বিকারী—ষড়্ভাব বিকারযুক্ত। তাহা ক্ষর ভাব (৮।৪); আর ভগবানের যে ভাব, তাহা নিত্য অবিকৃত, এজন্য ত্রিগুণময় ভাবের অতীত। এই তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪

এই যে আমার মায়া—দেবী গুণময়ী
বড়ই দুস্তর ইহা—প্রপন্ন আমাতে
হয় যারা, তারা হয় এই মায়া পার ॥ ১৪

(১৪) দৈবী গুণময়ী মায়া—এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা দৈবী অর্থাৎ দেব বা ঈশ্বরের অর্থাৎ বিষ্ণুর স্বভূত। এই বৈষ্ণবী মায়া আমার (শঙ্কর)। অলৌকিক সত্ত্বাদি গুণবিকারযুক্ত মায়া, ইহা আমার শক্তি (স্বামী)। 'বিশ্বস্রষ্টার অতি বিচিত্র অনন্ত অলৌকিক মায়াশক্তি (বলদেব)। দৈবী গুণময়ী বলিয়াই মায়া দুরতিক্রম্যা। ভগবানের মায়া মিথ্যা ইন্দ্রজাল নহে, ইহা সত্য। রামানুজ 'মায়া'র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'মায়া অসুর রাক্ষসদের শস্ত্রাদির ন্যায় বিচিত্র কার্য্যকরী। রাক্ষসী ও আসুরী মায়া হইতে এ জগৎকে রক্ষা

করিবার জন্য ভগবান্ সুদর্শনচক্ররূপ দৈবী মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়া শব্দ মিথ্যার্থ বাচ্য নহে। ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে কোন মন্ত্র বা ঔষধ দ্বারা মিথ্যার্থ বিষয় পারমার্থিক সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। এই কারণে ঐন্দ্রজালিককে মায়াবী বলে, এবং মায়ার কার্য্যকে বা মায়িক বিষয়কে মিথ্যা বলে। এই অর্থ ঔপচারিক। কিন্তু এই ত্রিগুণময়ী মায়া ভগবানের, ইহা পারমার্থিক সত্য। শ্রুতিতে আছে—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৪।১০)

এই মায়ার কার্য্য এই যে, ইহা স্বস্বরূপ বুদ্ধিকে মোহিত বা আবরিত করে।

বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মের নিত্য ত্রিভাব কল্পনা করেন। তাঁহারা জীব জগৎ ও ঈশ্বর, বা চিৎকণা অচিৎ ও চিৎ— ব্রহ্মের এই তিন নিত্যভাব স্বীকার করেন। ব্রহ্মের মায়া 'সত্য পদার্থ,' তাহা রামানুজ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধুসূদন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বেদান্তের অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শুদ্ধ চৈতন্য—জীব ঈশ্বর জগৎ এইরূপ বিভাগশূন্য। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যে 'জ্ঞাতা জ্ঞেয়' এই দ্বৈতভাব নাই। তবে তাহাতে অনাদি অবিদ্যার অধ্যাস হইলে, অবিদ্যা যখন সত্ত্বপ্রধান হয়, তখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাহাতে চিদাভাস হয়। ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়, জীব প্রতিবিম্বস্থানীয়। জীব উপাধি দোষযুক্ত হয়, ঈশ্বর সেরূপ হন না। সেই ঈশ্বর হইতেই জীবের ভোগ জন্য, ও জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ জন্য, আকাশাদি ক্রমে—জীবভোগ্য শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যুক্ত প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়। বিম্ব ও প্রতিবিম্বে যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও জীবে সেই সম্বন্ধ। মায়া উপাধিযুক্ত চৈতন্য সাক্ষী। তাহা দ্বারাই মায়াকার্য্য এই জগৎ প্রকাশিত বা প্রকটিত হয়। এই জন্য মায়া দৈবী।

এই স্থলে মধুসূদন আরও বলিয়াছেন যে, যদিও এই শ্লোকে বহু জীবের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু সেই জীববহুত্ব প্রকৃত

নহে। অবিদ্যাসম্ভব বিবিধ অন্তঃকরণে এক চৈতন্যের যে বিভিন্ন প্রতিবিম্ব পড়ে—তাহাতেই জ্ঞানে বহুজীবের ধারণা হয়। গীতায় আছে :—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

শ্রুতিতে আছে—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ।"

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।"

"অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ন ব্যাকরবাণীতি।"

মায়া এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞান ভিন্ন। মায়া শুদ্ধ, তাহা ভগবানের। এই মায়া ভগবানের বশীভূত। আর অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবের। জীব ইহা দ্বারা অর্দ্দিত। অবিদ্যা বা অজ্ঞান রজস্তমোময়ী, মায়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক। মায়া—সমষ্টি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান—ব্যষ্টি। মায়া—আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত। ইহা হইতে এই জগৎ বিক্ষিপ্ত হয়, ও জ্ঞান আবরিত হয়। জীব-জ্ঞান আবরিত করে বলিয়া মায়াকেই অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলে। বেদান্তসারে আছে, "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাব-রূপং যৎকিঞ্চিৎ।" এই 'মায়া'র সম্বন্ধে এস্থলে আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে হইবে। ঋগ্বেদে কোন কোন স্থলে অসুরের মায়ার কথা উক্ত আছে। এবং ইন্দ্র মায়া দ্বারা (মায়াভিঃ) সেই অসুরদের মায়া ছেদ করিয়া-ছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। রামানুজের অর্থ বোধ হয় ইহা হইতে গৃহীত। যাহা হউক মূল উপনিষদে মায়ার উল্লেখ নাই। কেবল বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৫।১৯) উক্ত ঋগ্বেদ মন্ত্র "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ" গৃহীত হইয়াছে। সেখানে মায়া বহুবচনে উক্ত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু সে

উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাহাতে বিশ্বমায়া নিবৃত্তির কথা আছে (১।১০), মায়া দ্বারা সন্নিরুদ্ধ হইবার কথা আছে (৪।৯) এবং এই মায়াই যে প্রকৃতি, তাহা উক্ত হইয়াছে (৪।১০)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা বিবিধ পরাশক্তির কথা উক্ত হইয়াছে (৬।৮)। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মের এই পরাশক্তিই মায়া। কিন্তু বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই মায়াকে মিথ্যা ইন্দ্রজাল মাত্র বলিয়াছেন। তদনুসারে মধুসূদন যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা উপরে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মায়াকে যদি ব্রহ্মশক্তি বলা যায়, যদি এই মায়াকে ব্রহ্মেরই বলা যায়, তবে ইহাকে মিথ্যা বলা চলে না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। এজন্য ব্রহ্মের এই মায়াশক্তি ব্রহ্মস্বরূপা, ব্রহ্মের ন্যায় সৎ। শঙ্করাচার্য্য যখন গীতা ভাষ্যে এই মায়াকে ব্রহ্মের পরাশক্তি বলিয়াছেন, তখন আর ইহাকে অসৎ বলা চলে না। বেদান্তসারে এই মায়াকে যে 'সদসদাত্মিকা যৎকিঞ্চিৎ' বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে।

শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া বা ঈক্ষণ করিয়া, সেই বহু কল্পনাকে নামরূপে ব্যাকৃত করেন, এবং আত্ম-স্বরূপে তাহাতে অনু-প্রবিষ্ট হন। যদি ব্রহ্ম কেবল অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ মাত্র হইতেন, তবে তিনি জ্ঞানে এই অনন্ত কল্পনা, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অভিব্যক্ত করিতে পারিতেন। ব্রহ্ম যদি সৎ বা শক্তিযুক্ত না হইতেন, তবে সেই সব কল্পনাকে আর সংরূপে অভিব্যক্ত করিতে পারিতেন না। ব্রহ্ম সৎ বা পরাশক্তিযুক্ত বলিয়াই, তিনি যেরূপ জগৎ কল্পনা করেন, বা ঈক্ষণ করেন, তাহা সংরূপে পরিণত হয়, তাহা নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত হয়। জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল বলিয়াছেন যে, Thought is Being। অতএব এই মায়া ব্রহ্মের পরাশক্তি—বহু হইবার শক্তি, ইহা মিথ্যা নহে। মা ধাতু হইতে মায়া। যাহা পরিমিত করে—পরিচ্ছিন্ন করে, তাহা মায়া। ব্রহ্ম

এই মায়া দ্বারা আপনাকে অনন্তরূপে পরিচ্ছিন্ন করিয়া বহু হন। ভগবান্ এইজন্য বলিয়াছেন, যে মায়া তাঁহারই। ভগবান্ পরমেশ্বরস্বরূপে যোগ-যুক্ত হইয়া এই উপদেশ দিতেছেন। পরমেশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মেই এই মায়াশক্তির অভিব্যক্তি হয়।

বেদান্তমতে ব্রহ্মের এই পরাশক্তি মায়াই এই সৃষ্টির মূল। সাংখ্য-মতে সৃষ্টির মূলকারণ অব্যক্ত বা প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ও গীতায় এই উভয় মত সামঞ্জস্য করিয়া উক্ত হইয়াছে যে, এই মায়াই প্রকৃতি এবং এই মায়াই ত্রিগুণাত্মিকা। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু গীতা অনুসারে এই প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। ইহা ভগবানেরই প্রকৃতি। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বা মায়াকে এজন্য ভগবান্ 'আমার' বলিয়াছেন। ভগবানের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতায় এই ত্রিগুণময়ী মায়া হইতে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়। অতএব এই ত্রিগুণময় ভাব ভগবানের অধ্যক্ষতায় ও অধিষ্ঠানহেতু অনু-স্যূত বলিয়া তাহা দুরতিক্রম্য এবং তাহা দ্বারা সমুদয় জগৎ মোহিত। এই মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

আমাতে প্রপন্ন হয়—আমাকে ভজনা করে (স্বামী), উপাসনা করে (রামানুজ), বা শরণ লয় (বলদেব)। মধুসূদন বলেন যে, এই স্থলে এইরূপ, "প্রপন্ন হওয়ার" দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থ স্মৃতিসঙ্গত—যে ব্যক্তি ভগবান্ আনন্দঘন বাসুদেবকে ভজনা করে, সেই মায়ামুক্ত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থ শ্রুতিসঙ্গত,—আত্মসাক্ষাৎকার হইলে তবে মায়ার আবরণ ভেদ করা যায়। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়। নিদিধ্যাসনের পরিপাক দ্বারা, নির্ব্বিকল্প আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে মায়ামুক্ত হওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানে শরণ লইলে (গীতায় ১৮।৬৬ শ্লোক),

তবে সর্ব্বভূতচিত্ত-বিমোহিনী মায়া পার হওয়া যায়, এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

পূর্ব্বে আত্মযোগী ও ঈশ্বরযোগীর কথা উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা আত্ম-যোগী, তাঁহারা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপায়ে আত্মসাক্ষাৎ লাভ করিয়া এই মায়া হইতে মুক্ত হন—ত্রিগুণাতীত হন। এই ত্রিগুণাতীতের কথা পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ঈশ্বরযোগী, তাঁহারা পরমেশ্বরে অনন্যভক্তিযোগে এই ত্রিগুণ হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারেন। এস্থলেও সেই কথা উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে শরণ লন, তিনিই মায়ামুক্ত হইতে পারেন। ইহা মায়ামুক্ত হইবার মুখ্য ও সহজ উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নহে। আত্মযোগীও সাধনাবিশেষ বলে, মায়া বা ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু এ স্থলে ঈশ্বরযোগীর কথাই উক্ত হইয়াছে। এজন্য শঙ্করাচার্য্যের অর্থ গ্রাহ্য।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

কিন্তু যারা পাপকারী, মূঢ় নরাধম,
মায়াবশে জ্ঞানহত, আসুরিক ভাবে
সমাশ্রিত, নহে তারা প্রপন্ন আমাতে॥ ১৫

(১৫) জ্ঞানহত—যদি তোমায় প্রপন্ন হইলে এই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তবে লোকে তোমার আশ্রয় লয় না কেন? এই প্রশ্ন অপেক্ষায় তাহার উত্তর এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানহত—অর্থাৎ মায়াকর্ত্তৃক

যাহার জ্ঞান অপহৃত বা সংকুচিত হইয়াছে (শঙ্কর), বিবেক-সামর্থ্য-হীন (মধু), মায়া দ্বারা যাহার শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজাত জ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে (স্বামী)।

আসুরিক ভাব—অসুরজনোচিত স্বভাব (শঙ্কর)। তামসিক প্রকৃতিযুক্ত লোকের দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি স্বভাব (স্বামী)।

বলদেব বলেন, এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চারি শ্রেণীর লোক ভগবান্‌কে ভজনা করে না। যথা—মূঢ় (যাহারা ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন জীব মনে করে), নরাধম (অসৎ কার্য্য ও অর্থাসক্তি হেতু পামর), মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান (সাংখ্যাচার্য্যাদি) ও আসুরভাবাপন্ন লোক (চিন্মাত্রবাদী, বিজ্ঞানবাদী প্রভৃতি)।

পরবর্ত্তী শ্লোকে চতুর্ব্বিধ লোক ভগবান্‌কে ভজনা করে, ইহা উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে এ শ্লোক সম্বন্ধেও বলদেব বলিয়াছেন যে চতুর্ব্বিধ লোক ভগবান্‌কে ভজনা করে না। এই চারি শ্রেণীর লোক এই—দুষ্কৃত বা পাপকারী, মূঢ়, মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও আসুর-ভাবাশ্রিত ব্যক্তি। ভগবান্ পরে এই আসুরভাবাশ্রিত লোকের বর্ণনা করিয়াছেন (ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, যাহারা আসুরভাবাশ্রিত, তাহারাই মূঢ়, দুষ্কৃত ও অজ্ঞান। ভগবান্ মনুষ্যদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, এক—দৈব-প্রকৃতিসম্পন্ন আর এক-আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন। যাহারা দৈব-স্বভাবসম্পন্ন, তাহারা সাত্ত্বিক বা সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত। আর যাহারা আসুর-স্বভাব, তাহারা রজঃ ও তমঃপ্রধান-প্রকৃতিযুক্ত রাজসিক ও তামসিক লোক। এই দেবাসুর সর্গের কথা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে অর্থ এই যে, যাহারা আসুর-ভাবাশ্রিত, তাহারা ভগবান্‌কে ভজনা করে না। এই আসুরিকভাবযুক্ত হইয়া ইহারা রজোগুণজ ভাববশে পাপকারী এবং তমোগুণজ ভাববশে মূঢ় ও অজ্ঞানযুক্ত থাকে। ইহারা নরাধম—মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট।

এস্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে আরও বলা যাইতে পারে যে, এই ত্রিগুণময় ভাবযুক্ত যে মায়া, তাহাও দুইরূপ। এক দৈবী মায়া, আর এক আসুরী মায়া। সাত্ত্বিকভাবযুক্ত মায়া দৈবী মায়া, আর আসুর-ভাবযুক্ত বা রাজসিক-তামসিক-ভাবযুক্ত মায়া আসুরী মায়া। যাহারা দৈব-ভাবযুক্ত, তাহারা ভগবানে ক্রমে প্রপন্ন হয় এবং মায়া হইতে মুক্ত হয়। যাহারা আসুরী মায়াযুক্ত, তাহারা ভগবানে প্রপন্ন হইতে পারে না, তাহাদের জ্ঞান, অজ্ঞান মোহ ও পাপ প্রবৃত্তিরদ্বারা আবরিত থাকে। আর যাহারা দৈব-স্বভাবযুক্ত তাহাদের সাত্ত্বিক ভাবহেতু চিত্ত নির্ম্মল হয়, জ্ঞান, অজ্ঞান ও মোহ আবরণ হইতে মুক্ত হয় এবং প্রবৃত্তি সংযত হইয়া নিবৃত্তির পথ উদ্‌ঘাটিত হয়। ইহাদের মধ্যে চারি প্রকারের লোক ভগবান্‌কে ভজনা করে। পর শ্লোকে তাহাদের কথাই উক্ত হইয়াছে। পরে অতি সুদুরাচারীর ও ঈশ্বরে প্রপন্ন হইবার কথা উক্ত হইয়াছে (৯৷৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। যতক্ষণ ইহাদের প্রকৃতি আসুরী থাকে, ততক্ষণ ইহারা ভগবানে প্রপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের প্রকৃতি ক্রমে আপূরিত হইয়া যখন সাত্ত্বিক হইতে আরম্ভ হয়, তখন দৈবী প্রকৃতি আসুরী প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া, আসুরী প্রকৃতিকে কতকটা পরাভূত করিতে পারে, তখনই তাহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আসুরী প্রকৃতি প্রবল থাকে ও তাহার দ্বারা দৈবী প্রকৃতি অভিভূত ও আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ এই সুদুরাচার ব্যক্তিগণ কখনই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে না।

মধুসূদন বলিয়াছেন যে, এই সকল লোক চিরসঞ্চিত দুষ্কৃতেরই জন্য ভগবানের শরণ লইতে পারে না। ইহারা পাপের সহিত নিত্যযুক্ত। এই সকল নরের মধ্যে অধম লোক দুষ্কর্ম্মনিরত, কেন না ইহারা মূঢ় বা অর্থানর্থ-বিবেকশূন্য। এই মোহের কারণ আসুরী মায়া। এই মায়া বা দেহাত্মভ্রান্তি দ্বারা তাহাদের জ্ঞান আবরিত থাকে—তাহাদের বিবেক-

সামর্থ্য থাকে না। এজন্য তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মিথ্যা প্রভৃতি আসুর-ভাবযুক্ত থাকে। তাই দুর্ভাগ্যবশে তাহারা ভগবান্‌কে ভজনা করিতে পারে না।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬.

আর্ত্ত ও জিজ্ঞাসু আর অর্থার্থী ও জ্ঞানী—
সুকৃতিসম্পন্ন এই চতুর্বিধ জন,
আমাকে ভরতশ্রেষ্ঠ! করয়ে ভজনা॥১৬

(১৬) আর্ত্ত—তস্কর-ব্যাঘ্র-রোগাদি দ্বারা অভিভূত, আপন্ন (শঙ্কর); শত্রু-ব্যাঘ্রাদি হইতে আশু আপদ্‌-নিবৃত্তি ইচ্ছাকারী (মধু, বলদেব, স্বামী)। প্রতিষ্ঠাহীনের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্রতা (রামানুজ)।

আর্ত্ত অর্থাৎ দুঃখপীড়িত। দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। এই ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে কোন একবিধ দুঃখে অথবা ত্রিবিধ দুঃখে যে পীড়িত, সেই আর্ত্ত। দুঃখ হইতে একান্ত ও অত্যন্ত মুক্তিই সাংখ্যমতে পরম পুরুষার্থ। সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকরূপ সাংখ্যজ্ঞানই তাহার একমাত্র উপায়। বেদান্তমতে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞান তাহার উপায়। গীতা অনুসারে ঈশ্বরে শরণাপন্ন হইলে, এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হয়। এজন্য অর্থাৎ এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য আর্ত্ত ভগবানেরই শরণ লয়। ইহা ব্যতীত কোন বিশেষ দুঃখে অভিভূত হইলেও সেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য আর্ত্ত ভগবানের শরণ লয়।

অর্থকামী—ধনকামী (শঙ্কর)। ইহপরকালে ভোগসাধক অর্থকামী (স্বামী, মধু) রাজ্যাদি সম্পৎ-প্রার্থী (বলদেব)।

জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানেচ্ছু (স্বামী)। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষী (শঙ্কর)। জিজ্ঞাসা=জানিবার ইচ্ছা। আমি কে, এজগৎ কি? ঈশ্বর কি?—ইত্যাদি জ্ঞানের চিরন্তন প্রশ্ন। এই জ্ঞান লাভের জন্য যাঁহার প্রবল আগ্রহ হয়, তিনিই জিজ্ঞাসু। ইংরাজীতে তাহাকে Philosopher বলে।

জ্ঞানী—তত্ত্ববিৎ (স্বামী)। ভগবৎ সাক্ষাৎকারজন্য নিত্যযোগরত, নিষ্কাম প্রেমভক্ত (মধু)। বিষ্ণুর তত্ত্ববিৎ (শঙ্কর)।

এই চতুর্ব্বিধ জন—পুণ্যের তারতম্যানুসারে এই চারি প্রকারের লোক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে আর্ত্ত অপেক্ষা অর্থকামী শ্রেষ্ঠ, অর্থকামী অপেক্ষা জ্ঞানার্থী শ্রেষ্ঠ, আর জ্ঞানার্থী অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

আবার সকল আর্ত্তলোকেই ঈশ্বরকে ভজনা করেন না। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি অধিক, তাঁহারাই ঈশ্বর ভজনা করেন—নতুবা অন্য দেবতাদির ভজনা করেন। এ চতুর্ব্বিধ সাধকসম্বন্ধে এই কথা।

এই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সুকৃতিসম্পন্ন লোকই আমাকে ভজনা করেন। সুকৃতিসম্পন্ন লোক অর্থাৎ যাঁহারা মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ—পুণ্যকর্ম্মা, (শঙ্কর)। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে সুকৃতি বা পুণ্য কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া সফল-জন্মা হইয়াছেন (মধু, স্বামী)। যাঁহারা সুপণ্ডিত, স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মযুক্ত, আমার একান্ত ভক্ত (বলদেব),—কেবল তাঁহাদের মধ্যেই এই চারি শ্রেণীর লোক ঈশ্বরে প্রপন্ন হয়।

উক্ত চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর সাধক সকাম। কেবল জ্ঞানীই নিষ্কাম সাধক। প্রথম শ্রেণীর আর্ত্তের দৃষ্টান্ত—ইন্দ্রের বর্ষণ ভয়ে ব্রজবাসিগণ, জরাসন্ধ-কারাবদ্ধ রাজন্যগণ, বস্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী,—ইঁহারা কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। অর্থার্থী, যথা—সুগ্রীব, বিভীষণ, উপমন্যু, ধ্রুব। জ্ঞানার্থী, যথা—মুচুকুন্দ, জনক, উদ্ধব ইত্যাদি। জ্ঞানী, (ও

নিষ্কাম ভক্ত). যথা—সনকাদি ঋষিগণ, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, গোপিকা, অক্রূর, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি (মধুসূদন):

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ—সদা যোগরত
এক-ভক্তিমান্ জ্ঞানী ; জ্ঞানীর নিকট
প্রিয় আমি অতিশয়—সে প্রিয় আমার ॥ ১৭

(১৭) শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানী,—এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিসম্পন্ন সাধকদের মধ্যে জ্ঞানী যে শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার কারণ তাঁহারা নিত্যযুক্ত ও একভক্তিমান্। জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ। তাঁহারা নিত্যযোগরত। ভজনীয় আমি কখন তাঁহাদের দর্শনের অতীত হই না। তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে দর্শন করেন।—এজন্য তাঁহারা একভক্তি (শঙ্কর)। এই জ্ঞানিগণ সদা আমাতে নিষ্ঠাযুক্ত এবং এক মাত্র আমাতেই ভক্তিযুক্ত। তাঁহাদের দেহাদিতে অভিমানের অভাবে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, এজন্য তাঁহারা নিত্যযুক্ত থাকিতে পারেন ; (স্বামী)। তাঁহারা ভগবানে বা প্রত্যগাত্মাতে বিক্ষেপের অভাবে অভিন্নভাবে সদা সমাহিতচিত্ত এবং একমাত্র ভগবানেই ভক্তি বা অনুরক্তি-যুক্ত (মধু)। জ্ঞানী নিত্যযোগরত ও একমনে ঈশ্বরে ভক্তিমান্ বলিয়া শ্রেষ্ঠ (রামানুজ)।

জ্ঞানী যে অন্য তিন শ্রেণীর সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ, অন্য সাধকগণ স্ব অভিলষিত-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমার সহিত যুক্ত থাকেন, আর জ্ঞানী নিত্যযুক্ত থাকেন। অন্য তিন শ্রেণীর সাধক স্বীয় অভিলষিত সাধন জন্য আমাতে ভক্তিমান্ থাকেন, অভিলাষ পূর্ণ হইলে আর সেরূপ

ভক্তিমান্ থাকেন না (রামানুজ)। জ্ঞানী নিষ্কাম বলিয়া অন্য তিন সকাম সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (মধু, বলদেব)।

শাস্ত্রানুসারে কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সাধন। যাহারা কাম ও অর্থের অভিলাষী এবং যাহারা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা স্বর্গাদি লাভের অভিলাষী—তাঁহারা সকাম সাধক। কেবল মুমুক্ষুই নিষ্কাম সাধক। একমাত্র জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় বলিয়া ইঁহারা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী।

ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, যাহারা জ্ঞানী, তাঁহারা একভক্তি, অর্থাৎ পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তিযুক্ত। ভগবান্ পরে (১৮ অধ্যায়ে ৫৪,৫৫ শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, যিনি ব্রহ্মভূত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, যিনি প্রসন্নচিত্ত, যাঁহার লোভ বা আকাঙ্ক্ষা নাই—সেই জ্ঞানীই আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন, এবং ভক্তি দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া আমাতেই প্রবেশ করেন। অতএব গীতার জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ-মধ্যে বিরোধ নাই। যিনি জ্ঞানী, তিনিই ভগবানে একান্ত বা পরাভক্তিযুক্ত হন।

প্রিয় আমি—বাসুদেবই আত্মা, আত্মা সকল জ্ঞানীর প্রিয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ; এজন্য বাসুদেবই আত্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় (শঙ্কর)। আত্মা যে অত্যন্ত প্রিয়, তাহা শ্রুতিতে আছে। (বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৪ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। আমি বাসুদেব, জ্ঞানীর নিকট নিরুপাধি, প্রেমাস্পদ, অতিশয় প্রিয় (মধু)। জ্ঞানী আমার প্রিয়ত্বরূপ সুধাসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া আর কিছুর অনুসন্ধান করেন না, আমার প্রতি সে প্রিয়ত্ব অপরিমিত (বলদেব)। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি আমিও সেই প্রিয়ত্ব পরিমাণ করিতে বা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি, সে প্রিয়ত্ব ইয়ত্তা-রহিত (রামানুজ)।

শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহারা আত্মজ্ঞানী বা আত্মযোগী তাঁহারা বাসুদেব অর্থে প্রত্যগাত্মা বা পরমাত্মা বুঝেন, আর যাঁহারা ঈশ্বরযোগী, ঈশ্বরভক্ত, তাঁহারা বাসুদেব অর্থে বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বুঝেন। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" এই শ্রুতি অনুসারে বাসুদেব অর্থে সর্ব্বজগতের আচ্ছাদক পর-

মেশ্বর। যাহা হউক এস্থলে যে ভগবান বাসুদেবকে ভজনার কথা উক্ত হইয়াছে—তাহার অর্থ পরমেশ্বর ভজনা। জ্ঞানীর নিকট পরমেশ্বরই প্রিয়। কেন না তিনি ভগবানের স্বরূপ সমগ্র জানিয়া তাঁহাতে একভক্তি-যুক্ত হন।

সে প্রিয় আমার—ঈশ্বরের প্রিয় অপ্রিয় কিছুই নাই। তবে জ্ঞানী আত্মস্বরূপ বলিয়া, তিনি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে পরমাত্মার অত্যন্ত প্রিয় হন। সে জ্ঞানী বাসুদেব স্বরূপ আমার অত্যন্ত প্রিয়, কারণ তিনি আমারই আত্মস্বরূপ হন (শঙ্কর)। তিনি উক্ত ত্রিবিধ সাধক অপেক্ষা অধিক প্রিয় হন (স্বামী)। জ্ঞানীর নিকট প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। এই অভিন্নতা হেতু পরমাত্মার নিকট আত্মাও অত্যন্ত প্রিয় (মধু)।

কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ভগবানের নিকট প্রিয় অপ্রিয় শব্দের অর্থ কি ? ভগবান্ নির্ব্বিকার, জীব সকলই তাঁহার স্বরূপ। তিনি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত, সকলের অন্তর্য্যামী ও নিয়ন্তা। তবে তাঁহার নিকট কেহ প্রিয় আর কেহ অপ্রিয় কিরূপে হয় ? গীতায় পরে ইহার উত্তর আছে :—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

অতএব ভক্ত জ্ঞানী পরমেশ্বরে অধিষ্ঠিত এবং তাঁহাতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত। এই অর্থে জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের প্রিয়। মধুসূদন বলেন,—সকল ভক্তই আমার প্রিয়। কিন্তু এই প্রিয়ত্বে তারতম্য আছে। আমাতে যাঁহার যেরূপ প্রীতি, তাঁহার প্রতি আমারও সেইরূপ প্রীতি। ইহা স্বভাবসিদ্ধ। এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। ভগবান্ জ্ঞানীর অত্যর্থ প্রিয় কেন, পরের শ্লোকে ইহা বুঝান হইয়াছে।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮
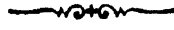
সবাই উদার এরা ; কিন্তু মম মতে,
আত্মার স্বরূপ জ্ঞানী ; হ'য়ে যোগরত
করে সেই শ্রেষ্ঠগতি—আমাকে আশ্রয়॥ ১৮

(১৮) উদার—উৎকৃষ্ট। এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিসম্পন্ন লোক—যাঁহারা ঈশ্বরকে ভজনা করেন, তাঁহারা সকলকেই উৎকৃষ্ট। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ইঁহারা সকলেই পরমেশ্বরের প্রিয়। ভক্ত কখন পরমেশ্বরের অপ্রিয় হন না। তবে জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই মাত্র বিশেষ (শঙ্কর)। ইঁহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে আত্মাভিমুখে অগ্রসর হন ও পরিণামে মোক্ষলাভ করেন (স্বামী)। আমাতে যাহার যেরূপ প্রীতি, আমারও তাহার প্রতি সেরূপ প্রীতি। গীতার অন্যত্র আছে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" (৪।১১)।

আত্মার স্বরূপ—জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ, এজন্য অত্যন্ত প্রিয় (শঙ্কর)। তিনি আমা হইতে কখন ভিন্ন নহেন (মধু)। জ্ঞানী যে আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানী আমার আত্মাই। জ্ঞানী প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আপনার স্বরূপ জানিয়া, দেহাত্মভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া, কাম রাগ দ্বেষ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া, আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি আত্মস্বরূপে (দ্রষ্টা স্বরূপে) নিত্য অবস্থান করেন। এ কারণ, জ্ঞানী আমার আত্মাই। আমার যে অধ্যাত্মস্বরূপ, তাহাতেই তিনি অবস্থিত হন।

আমাকে আশ্রয়—তিনি আমাতে সমাহিতচিত্ত হইয়া—অর্থাৎ আমিই ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহা হইতে আমি পৃথক্ নহি—এই প্রকারে

সমাহিতচিত্ত হইয়া গন্তব্য পরব্রহ্মরূপ আমাকে পাইবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পথে যাইতে প্রবৃত্ত হন (শঙ্কর)। আমা বিনা আত্মধারণ অসম্ভব মনে করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি আমাতেই স্থির হন (রামানুজ)। সেই জ্ঞানী যুক্তাত্মা বা আমাতে একচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম গতি আমাকেই আশ্রয় করেন। আমা ব্যতিরেকে অন্য ফল কামনা করেন না (স্বামী, মধু)।

এই যুক্তাত্মা জ্ঞানী অনুত্তম গতি আমাকে আশ্রয় করেন বা আমাতে আস্থাযুক্ত হন। আমিই অনুত্তম (বা যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ গতি আঁর নাই এরূপ) গতি জানিয়া বা স্থির নিশ্চয় করিয়া তিনি যুক্তাত্মা হন। যিনি জ্ঞানী তিনি-ই জ্ঞান-পরিপাকে ভগবানকেই অনন্যগতি জানিয়া তাঁহাতে একান্ত-ভক্তিযুক্ত হন। ইহাই—গীতার উপদেশ। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (৫৪।৫৫ শ্লোকে) এই তত্ত্ব পুনরুক্ত হইয়াছে।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯

বহুজন্ম পরে তবে জ্ঞানবান্‌গণে
আমাকেই করে লাভ ; এই সমুদায়
বাসুদেব—হেন জ্ঞানী মহাত্মা দুর্ল্লভ ॥১৯

(১৯) বহুজন্ম পরে—অর্থাৎ প্রত্যেক জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়ের দ্বারা (স্বামী)। অথবা প্রত্যেক জন্মে পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য বুদ্ধি ও চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানার্জ্জনার্থ সংস্কার প্রত্যেক জন্মে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় বহুজন্ম পরে (গিরি)। বহু জন্মের জ্ঞানার্থ সংস্কার অন্তে জ্ঞান পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে (শঙ্কর)। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যো-পচয় হেতুভূত বহুজন্মের অন্তে যে জন্মে সর্ব্বসুকৃতের পরিপাক হয়,

সেই জন্মে (মধু)। আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্ত আমার ভক্তিমহিমা হেতু বহু জন্ম ধরিয়া উত্তম বিষয়ানন্দ অনুভবপূর্ব্বক, তাহাতে বিতৃষ্ণা হইলে পরে যে জন্ম হয়, সেই জন্মে মৎস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিবার পরে (বলদেব)। বহু পুণ্য জন্মের অবসানে (রামানুজ)।

আসুর বা রাক্ষস-স্বভাব অর্থাৎ রাজসিক বা তামসিকপ্রকৃতিসম্পন্ন লোক সহজে ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইতে পারে না। যাঁহারা পুণ্যসঞ্চয় দ্বারা দৈব-প্রকৃতিযুক্ত হন, তাঁহারাই ঈশ্বরে বিশ্বাসলাভ করিয়া, ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসুগণ সকাম, তাঁহারা অল্প অল্প করিয়া সাধনা দ্বারা ভক্তিলাভ করেন ও কাম্যফল ভোগ করেন। ক্রমে বহুজন্মের পুণ্যসংগ্রহে জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে, চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে ও বিষয়ে বা ভোগসুখে বিতৃষ্ণা জন্মে। তবে তিনি ক্রমে জ্ঞানবান্ হইতে পারেন।

জ্ঞানবান্গণে আমাকেই করে লাভ—যাঁহাদের জ্ঞান পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানিগণ প্রত্যগাত্মা বাসুদেব আমাকে—সেই সর্ব্বাত্মা আমাকে—প্রত্যক্ষতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (শঙ্কর)। বাসুদেব অনন্ত কল্যাণের আকর; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই; বাসুদেবই সর্ব্ব, অর্থাৎ, সকল মনোরথ-সিদ্ধির জন্য পরম প্রাপ্য—এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া যিনি আমারই উপাসনা করেন (রামানুজ)। এ সকল চরাচরই বাসুদেব, এই সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে যে জ্ঞানবান্ আমার ভজনা করেন (স্বামী)। বাসুদেব সর্ব্ব—এই জ্ঞান লাভ করিয়া নিরুপাধি প্রেমাস্পদ আমাকে ভজনা করেন। এই সমুদায় "ইদং" এবং "অহং"—এই সমুদায়ই বাসুদেব, এই দৃষ্টিতে যাঁহার সমুদায় প্রেম আমাতেই পর্য্যবসিত হয় (মধু)। আমার স্বরূপজ্ঞানলাভ করিয়া, জ্ঞানবান্ হইয়া, আমাতে যিনি প্রপন্ন হন, সেই জ্ঞান কিরূপ তাহা পরে উক্ত হইয়াছে। যথা—বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণই সমুদায়, অর্থাৎ সমুদায় তাঁহার আয়ত্ত; তিনিই সকলের স্থিতি-প্রবৃত্তি হেতু। যাহার

স্থিতি যাহার অধীন, সে তদাত্মক। যেমন শ্রুতি অনুসারে প্রাণ বাক্যের স্থিতি বলিয়া বাক্য প্রাণরূপ। এইরূপ সর্ব্ববস্তু বাসুদেব দ্বারা ব্যাপ্য বলিয়া সকলকে বাসুদেব বলা হয় (বলদেব)। বলদেবের অর্থ সঙ্গত নহে।

মহাত্মা দুর্লভ—আমি সকলের অন্তরাত্মা; যিনি এতাদৃশ আমাকে প্রাপ্ত হন, তিনি মহাত্মা। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কেহ থাকে না বলিয়া তিনি সুদুর্লভ। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে এরূপ এক-জনও মিলে না (শঙ্কর)। এরূপ জ্ঞানী মহাত্মা; এতাদৃশ মহাত্মা মনুষ্য-লোকে সুদুর্লভ (রামানুজ)। মহাত্মা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টি (স্বামী), অত্যন্ত শুদ্ধান্তঃকরণ হেতু জীবন্মুক্ত (মধু)। যাঁহারা এইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক মদ্ভক্তিমান্, তাঁহারাই মহাত্মা (মধু)।

ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইল। এই শ্লোকের দুই রূপ অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ এই যে, পূর্ব্ব শ্লোকে যে জ্ঞানীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা বহু জন্মের পর এই-রূপ জ্ঞানবান্ হইয়া (জ্ঞানবান্ সন্) আমাতে প্রপন্ন হন। আর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহারা বহু জন্মের পরে আমাকে প্রাপ্ত হন। শেষ অর্থ করিলে আর পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অন্বয় করিতে হয় না। প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ অধিক সঙ্গতবোধ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চারি শ্রেণীর লোক ভগবান্‌কে ভজনা করেন। তাহার মধ্যে জ্ঞানী একশ্রেণীভুক্ত। ভগবদ্ভক্তের মধ্যে ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ; কেন না ইঁহারা নিত্যযুক্ত ও এক-ভক্তিমান্।

জ্ঞানী হইলেই যে ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ ও ভক্তিমান্ হইতে হয়, তাহা নহে। কপিল প্রভৃতি সাংখ্যজ্ঞানীরা নিরীশ্বর। ইঁহারা আত্মযোগী, ইঁহারা ঈশ্বরযোগী নহেন; ইঁহারা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। ইঁহারা আত্ম-জ্ঞানী মাত্র, অথবা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী। অতএব যিনি জ্ঞানী, তিনি ভক্ত না

হইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আত্মজ্ঞানী, তাঁহারা ভক্তিমার্গের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। ভগবান্ এইজন্য এস্থলে বলিয়াছেন যে, যিনি জ্ঞানবান্, তিনি বহু জন্ম ধরিয়া জ্ঞান সাধনা করিয়া, পরে বাসুদেব সর্ব্ব—এই জ্ঞান লাভ করিয়া, পরমেশ্বর বাসুদেবে পরাভক্তিযুক্ত হন। ভগবান অন্যত্র বলিয়াছেন

"বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।" (৪।১০)

এই জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা যে জ্ঞানের সাধনা করিতে হয়, বহু জন্ম ধরিয়া সে সাধনা করিলে, তবে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। তবে সেই ভাবে সাধনা দ্বারা 'পূত হইয়া' পরমেশ্বরের ভাব লাভ করিতেও পারা যায়। কেবল আত্মজ্ঞান সাধন দ্বারা অবশ্য চিত্ত নির্ম্মল হয়, রাগদ্বেষাদি চিত্ত-মল দূর হয়—ব্রহ্মভূতও হওয়া যায়। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে, তাহাই পরমগতি নহে। অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি—জ্ঞানের প্রধান স্বরূপ (১৩।১০)। এই পরাভক্তিতেই জ্ঞানের পরিপাক (১৮।৫৪,৫৫ শ্লোক)। ভগবান্ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথাও বলিয়াছেন। শাস্ত্রাচার্য্যোপ-দেশ শ্রবণ হইতে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা পরোক্ষ। মনন ও নিদিধ্যা-সনাদি দ্বারা সেই জ্ঞানের পরিপাক হইলে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানী বহু জন্ম ধরিয়া সাধনা করিলে, তবে এই বিজ্ঞান লাভ করেন। এই বিজ্ঞান—এক অর্থে সমগ্র ঈশ্বরের জ্ঞান। এইজন্য এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ। অনন্যভক্তি দ্বারা এই বিজ্ঞান লাভ করা যায়, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। জ্ঞান সাধনা করিতে করিতে, ধ্যান সাধন করিতে করিতে, ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এবং তাহা হইতে সর্ব্বাত্মভূত—সর্ব্ব-ভূতান্তভূ তাত্মা—পরমাত্মা—পরমেশ্বর বাসুদেবের জ্ঞানলাভ হয়। সেই জ্ঞানই অপরোক্ষানুভূতির মূল। এস্থলে 'বাসুদেব' শব্দের অর্থ বসুদেব-পুত্র নহে। যাঁহা দ্বারা এই সমুদায় জগৎ আচ্ছাদিত, সেই পরমেশ্বরই বাসুদেব। যখন এই বাসুদেবে 'অহং' ও 'ইদং' সমুদায় অবস্থিত, এইরূপ ধারণা হয়,

তখন সর্ব্ব পরিচ্ছেদ দূর হয়, সাধকের আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া—মহান্‌ হইয়া—সর্ব্বব্যাপ্ত হয়, তখন তিনি মহাত্মা হন। জ্ঞানী বহু জন্ম ধরিয়া সাধনার দ্বারা এই জ্ঞানপরিপাকে যে পরাভক্তি লাভ করিয়া মুক্ত হন, তাহা আরও বিশদ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃত জ্ঞানী কে, তাহা এই শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বাসুদেব', এই ধারণা যাঁহার বদ্ধমূল হইয়াছে; যিনি শয়নে, স্বপনে, ভাবনায়, কল্পনায়, কোন সময়েই মুহূর্ত্তকাল জন্য, এই সংস্কার বা ধারণা হইতে বিচলিত না হন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

শুনিতেছি, বেদে আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ; "তত্ত্বমসি" , "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সর্ব্বদা হয়ত আমরা মুখে বলিতেছি যে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই,—স্বতন্ত্র জগৎ নাই, আমার আমিত্ব নাই—সকলই সেই নারায়ণ ; কিন্তু সে কথা আমার প্রকৃত ধারণা হইয়াছে কই ? আমার একটি চিন্তা, একটি কার্য্য, একটি অনুভূতিও ত সে ধারণা দ্বারা নিয়মিত হয় না ? যতক্ষণ আমি প্রবৃত্তিবশে চালিত—সুখদুঃখের অধীন, রাগদ্বেষের বশীভূত, যতক্ষণ আমি আমার আমিত্বকে ব্রহ্মসাগরে ডুবাইয়া দিয়া আত্মত্যাগ করিতে না পারিয়াছি, যতক্ষণ বহুত্বময় জগতে একত্ব দর্শন করিতে না পারিয়াছি, ক্ষুদ্র কূপ-তড়াগাদিরূপ গণ্ডীর অন্তর্গত জলাধারদিগকে ব্রহ্মরূপ মহাসাগরের মহাপ্লাবনে "সর্ব্বত্র সংপ্লুতোদক" করিতে না পারিয়াছি, ততক্ষণ আমার প্রকৃত জ্ঞান কিছুই হয় নাই। হয়ত জীবনের কোন মহামুহূর্ত্তে প্রাণে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠায় হঠাৎ অনুভব করিলাম—এই জগৎ, এই আমি, ঐ জীব, সব ব্রহ্ম, আর কিছুই দ্বিতীয় নাই ; তখন এ সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল, তাহাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া তাহার উপর একটা মহা একত্বের আবরণ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল ;—তখন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রাণে উথলিয়া উঠিল ;—তখন ঐ এক মুহূর্ত্তে বুঝিলাম, জ্ঞানলাভে চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয়—মানুষ কিরূপ হইয়া যায়। কিন্তু হায়! পর

মুহূর্ত্তে সে আলো নিভিয়া যায়। যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমির আবার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। সাধনার দ্বারা যখন এইরূপ মুহূর্ত্তের সংখ্যা বাড়াইতে পারা যায়, যখন এমন হইয়া আসে যে, জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই ঐ ধারণা বদ্ধমূল হয়, যখন এই দিবালোকে ব্যক্ত জগৎ মিশাইয়া গিয়া অন্তরে আর এক জগতের নিত্য বিকাশ হয়—তৃণ হইতে সকল পদার্থে ব্রহ্মদর্শন হয়, কুক্কুর চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের মধ্যে ব্রহ্ম দেখিয়া, শত্রু মিত্র সকলকেই আমি 'আমার'মনে করিয়া ঐ ধারণায় সর্ব্বদা অবিচলিত থাকিতে পারি, তখন আমার প্রকৃত জ্ঞান হয়। যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ আমি অজ্ঞান, ভণ্ডজ্ঞানী, মিথ্যাচারী। অথবা ততক্ষণ আমি জ্ঞানের সাধক মাত্র—প্রকৃত জ্ঞানী নহি।

এই জ্ঞান-পরিপাকেই অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বাসুদেবকে বা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আধার, পরমাত্মা-স্বরূপ পরমেশ্বরকে বা সগুণ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ করিতে পারা যায়, এবং সেই ভক্তিযোগে ঈশ্বরে অবস্থান-সিদ্ধি হয়,—আপনার ব্যক্তিত্ব ভগবানে স্থাপনপূর্ব্বক, ভগবানের আশ্রয়ে পরাগতি লাভ হয়।

এইজন্যই গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত মহাত্মা জগতে অতি দুর্লভ। বুঝি কোটী লোকের মধ্যে একজনও এরূপ জ্ঞানী মিলে না। আর বহু জন্মের কঠোর সাধনা ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ হয় না। এই জ্ঞানের পরিণাম—"আত্মসাক্ষাৎকার" "অপরোক্ষানুভূতি" বা "বিজ্ঞান"। এই জ্ঞানফলে "সমুদায় ব্রহ্ম," "সমুদায় এই বাসুদেব" এই ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া অন্তরের সমুদায় পূর্ব্বসংস্কার ডুবাইয়া দিয়া, এই 'ব্রহ্ম সংস্কার' অবশিষ্ট থাকে। ইহাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত,—ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। বহু জন্মের সাধনা ফলে জ্ঞানী বাসুদেব সর্ব্ব,—এই জ্ঞানে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

যে যেরূপ কামনায় হয় জ্ঞানহত,
ভজে অন্য দেবতায় সে সে নিয়মেতে
হইয়া চালিত নিজ প্রকৃতির বশে ॥ ২০

(২০) যে যেরূপ কামনায়—পুত্র, ধন, স্বর্গাদিকামনায় (শঙ্কর)।

সে সে নিয়মেতে—ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আরাধনায় যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, তাহা দ্বারা (শঙ্কর, রামানুজ)। জপ, উপবাস, প্রদক্ষিণ, নমস্কার প্রভৃতি ঐ সকল দেবতা-আরাধনার প্রসিদ্ধ নিয়মে (গিরি, মধু)। যে কামনা সিদ্ধির জন্য যেরূপ আরাধনার নিয়ম শাস্ত্রে বিহিত আছে, তদনুসারে।

প্রকৃতির বশে—স্বীয় স্বভাব বা জন্মান্তরার্জ্জিত সংস্কার বিশেষ দ্বারা নিয়মিত হইয়া (শঙ্কর)। পূর্ব্বাভ্যাস মত কামনার বশীভূত হইয়া (মধু, স্বামী)। স্বীয় বাসনার অনুরূপ গুণময় কাম ইচ্ছাদি বিষয়ভূত ভাবের দ্বারা নিত্য অন্বিত হইয়া (রামানুজ)।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকের অবতারণার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন যে, "আত্মাই এ সমুদায়, এবং তিনিই বাসুদেব" এই জ্ঞান দুর্লভ ও অপ্রতিপন্ন কেন, তাহার কারণ এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। স্বামী বলেন যে, যাহারা কামী, তাহারা পরমেশ্বরের ভজনা করিলে ক্রমে মুক্ত হয়। কিন্তু যদি তাহারা ক্ষুদ্র দেবতা সকল ভজনা করে, তবে তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে বিচরণ করে। এস্থলে তাহাই দেখান হইয়াছে।

মধুসূদন বলেন,—পূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ ঈশ্বর-ভজনাকারীর মধ্যে এক

ভক্তিমান্ জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং এই চতুর্ব্বিধ ঈশ্বর-ভজনাকারী যে অন্য দেবতা-ভজনাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা 'উদার' এই বিশেষণ দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হইয়া, অনায়াসে মোক্ষফল লাভ করে। আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু ভগবদ্ভক্ত হইলেও, তাহারা সকাম সাধক। কিন্তু তাহারাও পরিণামে মোক্ষলাভ করে। কিন্তু যাহারা ক্ষুদ্র ফল কামনায় সেই সেই ফলদাতা অন্য দেবতার ভজনা করে, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর সাধক, তাহাদের মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় না। ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধা-সহকারে
অর্চ্চিবারে করে ইচ্ছা—তাহাতে তাহার
সে অচলা শ্রদ্ধা করি আমিই বিধান ॥২১

(২১) মূর্ত্তি—(মূলে আছে 'তনু') দেবতামূর্ত্তি (শঙ্কর)। দেবতারূপ আমারই মূর্ত্তি (স্বামী)। এই সকল দেবতা-মূর্ত্তি যে ভগবানেরই, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। "য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্য আদিত্যঃ শরীরম্" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।৯) ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য (রামানুজ)। ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতামূর্ত্তি।

অর্চ্চিবারে ইচ্ছা—এই দেবতাগণ যে আমারই তনু, ইহা না জানিয়া আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে (রামানুজ)।

শ্রদ্ধা—ভক্তি (শঙ্কর)। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনা-বল-প্রাদুর্ভূত

ভক্তি (মধু)। অচলা—অর্থাৎ স্থির দৃঢ় নির্ব্বিঘ্ন। সেই সেই দেবতা-তন্তু বিষয়ে অচলা শ্রদ্ধা (রামানুজ)।

আমিই বিধান—সেই শ্রদ্ধা আমা হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ও সংস্কার হইতে জীবের এই ভক্তি উৎপন্ন হয়। বিশেষ সংস্কার হইতে স্বভাবতঃ কোন বিশেষ দেবতাকে অর্চ্চনার ইচ্ছার বিকাশ হয়, এবং সেই দেবতাতে তাহার শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ক্রমে সেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি অচল অর্থাৎ স্থির ও দৃঢ় হয়। ভগবান্ এ স্থলে বলিতেছেন যে, তিনিই ইহাদিগকে সেই শ্রদ্ধাতে অবিচলিত করিয়া দেন। দেবতারা সে অচলা শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে না। ভগবান্‌ই সে শ্রদ্ধার প্রবর্ত্তক হন (শঙ্কর)। চণ্ডীতে আছে,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা" এই দেবী ভগবানের বৈষ্ণবী মায়াশক্তি। চৈতন্য শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি রূপে সেই নারায়ণী শক্তি সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তিনিই সূক্ষ্ম শরীররূপে সর্ব্বজীবে সংস্থিতা। ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে তাঁহার এই প্রকৃতিই সর্ব্ব প্রবৃত্তির মূল। চণ্ডীতে আছে, এই প্রকৃতি প্রসন্না হইলেই, জীবের শ্রদ্ধা প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বৃত্তির বিকাশ হয়।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে, করে আরাধনা
সে তাহারে, তাহে করে কাম্যফল লাভ,—
সেই সমুদায় করি আমিই বিধান॥ ২২

(২২) সেই শ্রদ্ধা—আমার বিহিত শ্রদ্ধা (শঙ্কর)।

করে আরাধনা—আরাধনার চেষ্টা করে (শঙ্কর, রামানুজ)।

কাম্যফল—অভিলষিত ফল। সেই আরাধনার ফল।

করি আমিই বিধান—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মফল-বিভাগজ্ঞ পরমেশ্বর আমিই সেই সব দেবতা আরাধনার ফল প্রদান করি (শঙ্কর), সেই সেই দেবতাতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই ফল প্রদান করি (গিরি)। দেবতাদের অন্তর্য্যামিরূপে আমি সে ফল দিই (স্বামী)। ইন্দ্রাদি দেবতা আমারই তনু। তাহাদের অর্চ্চনা আমারই অর্চনা। তাহারা না জানিয়া আমারই অর্চনা করে। এইজন্য সেই সেই দেবতারূপে আমিই তাহাদের সে কর্ম্মফল প্রদান করি (রামানুজ)।

যাহারা কর্ম্মবাদী, তাহাদের মতে কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম আপনিই আপন ফল প্রদান করে। ইংরাজী বিজ্ঞানের মতে শক্তির নিত্যত্ব (Conservation of force) জড় জগতের ন্যায় জীবজগতেরও নিয়ম। জীবের কর্ম্মশক্তি নিত্য। কর্ম্মের পাঁচটি কারণ (১৮।১৩) ; কর্ম্ম উৎপন্ন হইলে, এই পাঁচটি কারণেই তাহার ফল পরিব্যাপ্ত হয়। কর্ম্মকর্ত্তা যে কর্ম্ম করেন, তাঁহার চিত্তে বীজরূপে সেই কর্ম্ম সংস্কারে পরিণত হয়। জন্মান্তরে সেই সংস্কারই কার্য্যবীজরূপে বা কর্ম্মশক্তিরূপে কার্য্য করে। তাহা স্বতঃই ফল উৎপন্ন করে।

যাহারা ঈশ্বরবাদী, তাহাদের মতে পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা হেতুই এ কর্ম্মবীজ কার্য্যরূপে পরিণত হইতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা জীব সকলের মধ্যে অধিভূত-স্বরূপে অবস্থান করেন। ভগবান্ জীবকে কর্ম্মচক্রে মায়াযন্ত্রে ভ্রমণ করান্ (১৮।১৯) ; তাহাকে তাহার স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত অদৃষ্টানুযায়ী ফল বিধান করেন। পরমাত্মার অধিষ্ঠান জন্যই অদৃষ্টশক্তি কার্য্যোৎপাদন করিতে পারে, সুতরাং দেবতা অর্চ্চনা জন্য যে সুকৃতি বা অদৃষ্টশক্তি উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে যে ফল লাভ হয়, তাহাও সেই পরমেশ্বর বিধান করেন। প্রতি জীবেই পরমে-

শ্বর নিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠান করেন। তিনিই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা।

ভগবান্‌কে অথবা অন্য কোন কোন দেবতাকে আরাধনার ইচ্ছা করিলেই আরাধনা করা যায় না। সে আরাধনার জন্য শ্রদ্ধা বা ভক্তি আবশ্যক। তাহাই আরাধনার মূল। ভগবান্ সেই শ্রদ্ধা দান করেন এবং তাহাতে অচল রাখেন। তবে সেই সেই দেবতার অর্চ্চনা সফল হয়, তাহা হইতে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। ভগবানের পক্ষপাত নাই। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফলদাতারূপে উক্তরূপ শ্রদ্ধা বা ভক্তি দান করেন। তিনিই আবার উক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে দেবতা উপাসনার যে কাম্যফল, তাহারও বিধান করেন। এই শ্লোক হইতে আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে পারি। সকলেই ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে (৪।১১)। নিম্নাধিকারী সকাম দেবযাজীও ভগবানের পথ অনুসরণ করে, এবং ক্রমে সাধনার উর্দ্ধ্বভূমিতে আরোহণ করে। এজন্য ভগবান্ এই নিম্নাধিকারীর উক্তরূপ শ্রদ্ধা বিধান করেন।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

হয় বিনশ্বর কিন্তু অল্প জ্ঞানীদের
সেই ফল ; দেবলোকে যায় দেবযাজী,
মম ভক্ত করে কিন্তু আমাকেই লাভ ॥ ২৩

(২৩) হয় বিনশ্বর—যাহারা ইহকালে সুখৈশ্বর্য্যকামী বা পরকালে স্বর্গকামী, যাহারা কামনা-বশে হৃতজ্ঞান, তাহারাই অল্পমেধাযুক্ত

বা অল্পজ্ঞানী, তাহারা যেরূপ কামনা করে, তদনুসারে সেই কামনা-সিদ্ধির জন্য দেবতা-বিশেষ আরাধনা করে, এবং তাহা দ্বারা সেই কার্য্য ফল লাভ করে। সেই ফল অন্তবৎ বা বিনশ্বর। দেবযজ্ঞের ফলে দেবলোকে বা স্বর্গলোকে গতি হইতে পারে। সেখানে সুকৃতির ভোগ শেষ হইলে, আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আবার দেবলোকও প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হয়। (৮ অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগকে যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনা করিলে, তাহার যে শ্রেষ্ঠ ফল স্বর্গ—তাহাও বিনাশশীল।

সাংখ্য কারিকায় আছে—"দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ স হি অবিশুদ্ধিক্ষয়াতি-শয়যুক্তঃ।" (২ সাংখ্য কারিকা)

পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা হইলেও, সাধকের কামনা ও সাধনা অনুসারে সে ফলের পার্থক্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে (স্বামী)। যাহারা অল্পজ্ঞানী, তাহারাই ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহাতে তাহারা শুভফল পায় বটে, কিন্তু সে ফল অল্প, সংকীর্ণ। যাহারা পরমেশ্বরের আরাধনা করে, কেবল তাহারাই পূর্ণ ফল লাভ করে। কেন না, তাহারা শেষে পরমেশ্বরকেই লাভ করে. তাহাদের আর জন্ম কর্ম্ম ভোগ করিতে হয় না।

• দেবলোকে—স্বর্গলোকে, ইন্দ্রাদি-লোকে।

আমাকেই লাভ—ঈশ্বরারাধনা ও অন্য দেবতার আরাধনা সমান আয়াসসাধ্য হইলেও, উভয়ের ফলের পার্থক্য আছে। তাহা এ স্থলে দেখান হইয়াছে (শঙ্কর)। যাহারা ভগবানের আরাধনা করে, তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া পরিচ্ছিন্ন ফলের কামনা ত্যাগ করে। তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না (রামানুজ)। (পরে ৮।১৫-১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ ঈশ্বরভক্তের মধ্যে আর্ত্ত অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু সকাম সাধক হইলেও, প্রথমে ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহাদের অভীষ্ট কাম লাভ হয়, অপিচ

তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার পরিপাক হইতে অনন্ত আনন্দঘন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন (মধু)। ঈশ্বরকে লাভ করা বা প্রাপ্ত হওয়ার কথা গীতায় অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ, অথবা ঈশ্বর-ভাবপ্রাপ্তি (গীতা ১২।৪, ১৩।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত ভাবে অব্যক্ত আমাকে
অল্পবুদ্ধি লোক যারা,—নাহি জানে তারা
আমার পরম ভাব—অব্যয় উত্তম ॥ ২৪

(২৪) অব্যক্ত ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত—আমাকে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি কেন প্রপন্ন হয় না, তাহার কারণ এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশ, ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত, অর্থাৎ ইদানীং প্রকাশগত, আমাকে অর্থাৎ নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরকে (শঙ্কর)। শরীরগ্রহণ পূর্ব্বে অপ্রকাশিত, কিন্তু ইদানীং লীলা-বিগ্রহ-পরিগ্রহাবস্থায় শরীরিরূপে প্রকাশিত (গিরি)। প্রপঞ্চাতীত আমি মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ, অথবা জগতের রক্ষার্থ লীলা দ্বারা আবিষ্কৃত নানা বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তিযুক্ত অথবা কর্ম্ম-নির্ম্মিত দেহধারী অন্য দেবতার সমান রূপবিশিষ্ট (স্বামী, মধু)। অথবা পূর্ব্বে অব্যক্ত হইলেও, ইদানীং বসুদেব-গৃহে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ (মধু)। ভগবান্ ব্যক্তরূপে বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার পরম ভাব যে অব্যক্ত, তাহা অল্পবুদ্ধি লোক জানে না (রামানুজ) ব্যক্তরূপ যে তাঁহার পরম স্বরূপের অংশ তাহা অজ্ঞানীরা জানে না (বিশ্বনাথ)।

যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহারা আমার যথার্থ স্বরূপাজ্ঞ। ভগবান্ অব্যক্ত,

তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ বিগ্রহ। তিনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। কিন্তু অবিবেকিগণ তাহাকে ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত মনে করে। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে বাসুদেব ঔরসে দেবকীগর্ভজাত—সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় মনে করে (বলদেব)। অব্যক্ত অর্থাৎ অবিদ্যমান ব্যক্তিভাব (মনু)। ব্যক্ত অর্থাৎ লৌকিকবৎ প্রকটব্যবহার যাহার আছে। তাহা যাহার নাই সেই অব্যক্ত (বল্লভ)।

ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে ভগবান এ স্থলে আপনার অবতীর্ণ স্বরূপ বা বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রূপকেই ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত রূপ বলিয়াছেন। অল্পবুদ্ধি লোকে শ্রীকৃষ্ণকে 'মানুষ তনু আশ্রিত' বলিয়া মনে করে; কিন্তু ইহা যে তাঁহার বিভূতি, তিনি যে অব্যক্ত, তাঁহার স্বরূপ যে অব্যয় অনুত্তম, তাহা লোকে জানে না। শ্রীভাগবতাদি পুরাণে ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষ নারায়ণের কেশ বা অংশ বলা হইয়াছে, তিনি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাও কোন কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে. ইহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। শাস্ত্র অনুসারে তিনি পূর্ব্বে নারায়ণ ঋষি ছিলেন, এবং অর্জ্জুন তাঁহার সহচর নর ঋষি ছিলেন। শ্রীভাগবতে আছে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। ধর্ম্মমাচরতাং স্থিতৈ্য ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্" (১০।৮৯ অধ্যায়)। কিন্তু গীতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ পরমপুরুষ পরমেশ্বর।

যাহা হউক, এস্থলে আরও এক অর্থ করা যায়। ভগবান্ এই দ্বিতীয় ষট্‌কে আপনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যেমন অবতীর্ণ পুরুষ বাসুদেব, সেই প্রকার তিনি বিশ্বরূপ। একাদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। অতএব ব্যক্তরূপ কেবল বাসুদেব রূপ নহে। বিশ্বরূপও তাঁহার ব্যক্তরূপ। কিন্তু এ বিশ্বরূপ তাঁহার একাংশ মাত্র। স্বরূপতঃ তিনি অব্যক্ত।

ব্রহ্মকে দুইভাবে ধারণা করা যায়। এক সগুণ বা সোপাধিক, আর এক নির্গুণ বা নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ব্রহ্ম "নেতি নেতি"-বাচ্য,বাক্য ও মনের অগোচর। জীবজ্ঞান মায়া-আবরণে আবৃত—সীমাবদ্ধ। সেই আবরণ হেতু ব্রহ্মের অব্যয় (Absolute) স্বরূপ বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। সেই মায়া আবরণ হইতেই জ্ঞানে এই জগৎ (ইদংরূপে) প্রকাশিত ও ব্রহ্মেতেই এই জগৎ কল্পিত হয়। ব্রহ্মকে এই জগতের নিয়ন্তা পুরুষ বা স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তারূপে জ্ঞানে ধারণা করা হয়। ইহাই সগুণ সোপাধিক (Relative) রূপে ব্রহ্মের ধারণা।

এই সগুণ ভাবে আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মের ধারণাই পুরুষ বা ব্যক্তিভাবে পরমেশ্বরের ধারণা। যাহারা অল্পজ্ঞানী, তাহারা সেই সগুণ ঈশ্বরকে ইন্দ্র, বরুণ, দুর্গা, কালী, মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার প্রভৃতি রূপে জগতের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের নিয়ন্তৃরূপে ধারণা করে। এই সগুণ ঈশ্বরের চরম ধারণা বিরাটরূপে। এইরূপে ব্রহ্মকে সৃষ্টির সহিত অভিন্ন ধারণা করা হয়। কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দঘন, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ, তিনি জগৎ নহেন—জগৎ তাঁহাতে সংস্থিত মাত্র। যোগবলে জ্ঞানের বাহিরে গিয়া (অহম্-ইদং রূপ জ্ঞানের নিত্য দ্বৈতভাবের বাহিরে গিয়া) সেই অদ্বয় ব্রহ্মের ধারণা হয়। সাধারণ জ্ঞানের চরম ধারণা বিরাট্‌রূপ। কেবল জ্ঞান হইতে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি হয় না। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলে এই নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মের ধারণা বা অনুভব হইতে পারে।

ব্রহ্মের পরমভাব অব্যয় প্রপঞ্চাতীত—Transcendent। ইহা ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ। তাহার অপর ভাব সগুণ—মায়াশক্তিযুক্ত Immanent। এই সগুণ ভাবে ব্রহ্ম পরমপুরুষ পরমেশ্বর। জগৎ বা বিশ্বরূপ পুরে তিনি স্থিত বলিয়া পরম পুরুষ। পরমেশ্বরের এই সগুণ (Immanent) ভাব দুইরূপ, অব্যক্ত (Unmanifest) ও ব্যক্ত (Manifest)। প্রধানতঃ

তিনি জগৎরূপে বা জগৎরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া নানা ভাবে বিশ্বরূপে ব্যক্ত; তিনি বিশেষভাবে নানা বিভূতিরূপে ব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিশেষ ব্যক্তরূপ—তাঁহার বিশেষ বিভূতি। (১১।১৭ শ্লোক) এই বিশেষ ভাবেই সগুণ পুরুষ বা Personal God রূপে তিনি ব্যক্ত। কিন্তু তাহা ভগবানের পরম ভাব নহে।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, পরমেশ্বরের কোন বিশেষ ব্যক্ত সগুণ রূপকেই তাঁহার পরম ভাব বলিয়া ধারণা অল্প জ্ঞানীর ধারণা।

Personal God বা ব্রহ্মের Immanent ব্যক্ত ভাব অল্পবুদ্ধিমান্ লোকের ধারণা। ব্রহ্মের বিরাট জগৎরূপ Pantheism সাধারণ জ্ঞানের শেষ ধারণা। আর অব্যয় অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ জগদতীত (Absolute Transcendent) ব্রহ্মের ধারণা জ্ঞানের বাহিরে গিয়া কেবল যোগবলে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সিদ্ধ হয়।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"আমার প্রকৃত স্বরূপ আছে, তাহা অব্যক্ত (নিরুপাধিক)—আমার সেই অবস্থা কর্ত্তৃত্ব পালয়িতৃত্বাদি সমস্ত গুণের অতীত, কেবলমাত্র চিৎ পদার্থ। এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মাতেই—ভ্রান্তিবশেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতেছে, সেই পরমাত্মাতেই—নানাপ্রকারের আকৃতি দেখাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে তিনিই এই সকল—কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ না বুঝিয়া—এই সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হয়, তবে ঘোর ভ্রান্তির কথা হইল। ব্রহ্মের ভাব না বুঝিতে পারিয়া কেবল জড়জগতের ভাবটি মনে করিয়া যদি কেহ "এ জগৎই ব্রহ্ম" এরূপ কথা বলে, তবে মিথ্যা কথা হইল; আর যদি ব্রহ্মের ভাব বুঝিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু না দেখিয়া এই জগৎকে ব্রহ্ম বলে, তবে আর মিথ্যা হয় না। অতএব যাহারা আত্মার সেই অব্যক্ত, অব্যয়, অনুত্তম স্বরূপ না বুঝিয়া

(সেই পরমাত্মাতেই) রজ্জুসর্পবৎ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত মিথ্যাভূত যে সকল দেহ আছে (ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, কালী, দুর্গা ইত্যাদি), তাহাকেই পরমাত্মা বা চৈতন্য বলিয়া জানে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। আমা হইতে ভিন্ন ভাবে ঐ সকলের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যদি আমার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান থাকিয়া ঐ সকলে কেবল আমি মাত্র (পরমাত্মাকে) দেখিতে পায়, তবে আর মিথ্যা জ্ঞান হয় না।” •

আমার পরম ভাব—পরমাত্মস্বরূপ (শঙ্কর)। কারণস্বরূপ (মধু)। ভাব অর্থাৎ সত্তা। স্বরূপ গুণ জন্ম লীলাদি লক্ষণ ভাব (বলদেব)। সেই ভাব অব্যয় অর্থাৎ ব্যয়রহিত (শঙ্কর) নিত্য (স্বামী) এবং অনুত্তম অর্থাৎ নিরতিশয় (শঙ্কর) বা সর্ব্বোত্তম (বলদেব)।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫

যোগমায়া-সমাবৃত আমি নাহি হই
প্রকাশ সবার কাছে ; তাই মূঢ় লোকে
জানে না সে জন্মহীন অব্যয় আমাকে ॥ ২৫

(২৫) মধুসূদন এস্থলে নারায়ণের চতুর্ভুজাদিরূপ ও লীলা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সকলের নিকট এই দিব্যরূপে প্রকট হন না, কেবল তাঁহার একান্ত ভক্তের নিকট সেইরূপে প্রকট হন। ইহার কারণ কি, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

• অথবা পূর্ব্বশ্লোকে ভগবানের যে অব্যক্ত অব্যয় অনুত্তম পরম ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই ভাবে কেন তাঁহাকে জানা যায় না, তাহার কারণ এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

যোগমায়া-সমাবৃত—ত্রিগুণযুক্ত মায়া দ্বারা আবরিত (শঙ্কর)। আমাতে সংযুক্ত অঙ্গের অচিন্ত্য মায়া দ্বারা আবরিত। যোগ অর্থাৎ যুক্তি। এই যোগ মায়া আমার প্রজ্ঞাবিলাস—তাহা অঘটন ঘটন পটীয়সী। (স্বামী)। পরমেশ্বরের সংকল্পের বশবর্ত্তী মায়াদ্বারা সমাবৃত (মধু)। যোগাখ্য মায়া (রামানুজ)।

ব্রহ্মে যখন জগৎ-প্রকাশ-শক্তির প্রকাশ হয়, তখন সেই শক্তিমান্ ব্রহ্মই পরমেশ্বর-বাচ্য। তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা শক্তিই মায়া।

"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।" ব্রহ্মের এই মায়াতেই সৃষ্টি প্রকটিত। এই মায়া হেতু পরমেশ্বর ঈক্ষণ করেন বা কামনা করেন—'আমি বহু হইব'। এবং তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া নামরূপের দ্বারা সেই বহুর কল্পনা করিয়া তাহাদের মধ্যে আত্মা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত হন। এই জন্য স্বামী বলিয়াছেন যে এই মায়া তাঁহার প্রজ্ঞা-বিলাস। তাঁহার "আত্মমায়াই যোগমায়া। এই মায়ার আবরণ ভেদ করিতে না পারিলে, ব্রহ্মকে জানা যায় না। এই মায়াই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ইহা ব্রহ্মেই যুক্ত। এজন্য ইহা যোগমায়া। ইহাই জ্ঞানকে আবরিত করিয়া রাখে, সেইজন্যই জীব ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না।

এই যোগমায়া শব্দ গীতাতেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। মায়াকে কেন যোগমায়া বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে। এই মায়া—দৈবী গুণময়ী ইহা ভগবানেরই মায়া (৭।১৪)। এ মায়া তাঁহারই প্রকৃতি (৭।৪, ৫, ১২-১৪)। এ মায়া ভগবানেই যুক্ত, ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে ক্রিয়াশীল,—এ জন্য ইহা যোগমায়া। শঙ্কর বলেন, ইহাতে সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের একত্র যোগ আছে বলিয়া ইহা যোগমায়া। রামানুজ বলেন, এই মায়াতে মনুষ্যাদি নানারূপে

সংস্থিত বলিয়া ইহা যোগমায়া। স্বামী বলেন, ইহাতে অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিভব প্রকাশ আছে বলিয়া ইহা যোগমায়া। মধুসূদন বলেন, ইহা ভগবানের বহু হইবার সংকল্পযুক্ত বলিয়া ইহা যোগমায়া। হনুমান বলেন—গুণ সহিত যুক্ত বলিয়া ইহা যোগমায়া। কেহ বলেন, ইহাতে ভগবানে সৃষ্টিশক্তি সকল অথবা বিবিধরূপ পরাশক্তি সম্মিলিত বলিয়া ইহা যোগমায়া। যাহা হউক মায়া ভগবানে যুক্ত বলিয়া ইহাকে যোগমায়া বলা অধিক সঙ্গত। এই মায়া সম্বন্ধে এই অধ্যায়-শেষে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক তাঁহার কৃত World as Will and Idea নামক পুস্তকে এই যোগমায়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"It is Maya which blinds the eye of mortals, and makes them behold a world which they cannot say, either that it is or that it is not...".

"The sight of the uncultured is clouded as the Hindus say, by the veil of Maya. He sees not the thing-in-itself—but the phenomenon in time and space—the *principium individuationis*, and in the other forms of the principles of sufficient reason. In this form of his limited knowledge, he sees not the inner nature of things, which is one—but its phenomenon separated and opposed...".

"If that veil of Maya—*principium individuationis* is lifted, so that the man no longer distinguishes between himself and others, he recognises in all beings his own inmost true self......".

মূঢ়লোকে—এই যোগমায়াদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া মূঢ় (শঙ্কর, স্বামী)।

নাহি মানে—পরমাত্মা ও চিত্তের মধ্যে এই অজ্ঞানরূপ ব্যবধান বা এই মায়ার আবরণ আছে বলিয়া ভগবানের যে পরম ভাব—যে অব্যয় অনুত্তম রূপ—যাহার জন্মাদি কোন ভাব বিকার নাই—সেই নিত্যভাব জানিতে পারে না। কেহ দেবতাদি রূপে কেহ বা মনুষ্যাদি ব্যষ্টি রূপে তাঁহাকে ধারণা করে (মধু)। অতএব প্রকৃত জ্ঞানী দুর্ল্লভ (রামানুজ)। (পরমেশ্বর অজ অব্যয় হইয়াও কিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার তত্ত্ব পূর্ব্বে ৪।৬ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

অতীত ও বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ—
সর্ব্বভূতগণে আমি জানি হে অর্জ্জুন,
কিন্তু কেহ নাহি জানে আমাকে কখন॥২৬

(২৬) সর্ব্বভূতগণে—অতীতকালে যে সকল জীব জীবিত ছিল, বর্ত্তমানকালে যাহারা জন্মিয়াছে, এবং ভবিষ্যৎ কালে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে সেই সমুদায় ভূতগণকে (শঙ্কর, রামানুজ)। ত্রিকালবর্ত্তী স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতগণকে (মধু, স্বামী)।

জানি আমি—আমি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া লোকে আমায় জানে না বটে, কিন্তু সেই যোগমায়া আমারই। এই জন্য তাহা মায়াবী আমার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে (শঙ্কর)। মায়া আমারই আশ্রিত, তাহা স্বীয় আশ্রয়ের ব্যামোহকর হইতে পারে না। আমার জ্ঞানশক্তি অনাবৃত, এ জন্য আমি সর্ব্বোত্তম (স্বামী)। আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী এ জন্য জানি (মধু)। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—"তস্য সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।"

কেহ নাহি জানে—লোকে যোগমায়া দ্বারা মোহিত বলিয়া আমাকে জানে না, এবং ত্রিকালবর্ত্তী ভূতদেরও জানে না (শঙ্কর, স্বামী)। যে আমার অনুগ্রহভাজন ভক্ত সে ব্যতীত আর কেহ জানে না (মধু)। পূর্ব্বে ৭।১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে প্রপন্ন হয়, সেই মায়া-মুক্ত হইতে পারে। অনন্যভক্তি দ্বারা মায়ামুক্ত হইলে তবে সে ভগবানের পরম অব্যয়স্বরূপ জানিতে পারে। ব্রহ্ম সগুণরূপে পরমেশ্বররূপে জ্ঞেয়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানে আসক্তচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি যোগযুক্ত হন, তিনি তাঁহাকে সমগ্র জানিতে পারেন। অতএব এস্থলে অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি এরূপে মায়ামুক্ত হয় নাই, সে কখন ভগবানকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। এই মায়ার আবরণে সকলেই বিমোহিত। ইহা দ্বারা জীবজ্ঞান অজ্ঞানবদ্ধ।

মায়ার আবরণ কি? প্রথম কথা এই যে, মানবে আমরা জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও সুখদুঃখানুভব-শক্তি দেখিতে পাই। মানব যখন সুখ বা দুঃখরূপ অনুভূতিতে অভিভূত, তখন তাহার জ্ঞানশক্তি কার্য্যকরী হয় না। মানুষ যখন কর্ম্মনিরত, তখনও জ্ঞানের কার্য্য বড় হয় না। এইজন্য জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াকালে বা জ্ঞানবিকাশ-সময়ে কর্ম্মবৃত্তির ও সুখদুঃখানুভূতি বৃত্তির যতদূর সম্ভব সংযম করিতে হয়। অতএব আমাদের এই ভোগবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তি জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়।

সাংখ্যমতে জ্ঞানের দ্বিতীয় অন্তরায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকলতা। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান এই পাঁচ স্কন্ধ মায়া। প্রকৃত প্রজ্ঞা এই পাঁচ আবরণের বাহিরে।

তাহার পর কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া জ্ঞানে আরোহণ করিলেও, আমরা জ্ঞানের অন্যরূপ আবরণ দেখিতে পাই। জ্ঞানের প্রথম আবরণ "অহম্‌-ইদম্‌" "জ্ঞাতা-জ্ঞেয়" 'প্রমাতা-প্রমেয়' এইরূপ

দ্বৈত ধারণা। 'Subject-object' বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়—এই দুইরূপে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। জ্ঞান এই দ্বৈতবোধ অতিক্রম করিতে পারে না। তাহার পর জ্ঞানে যে জ্ঞেয় 'ইদম্' বা জগৎ প্রতিভাত হয়, তাহা স্থানে (দিক্) ও কালে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের জ্ঞান দিক্-কাল-পরিচ্ছিন্ন। আর স্থানে ও কালে যে বস্তুর নিত্য পরিবর্ত্তন জ্ঞানে ধারণা করা যায়, তাহা হইতে কার্য্যকারণ সূত্রের বা নিমিত্তের ধারণা হয়।

এই দিক্ কাল ও নিমিত্ত—এই তিন বন্ধনের বাহিরে জ্ঞান যাইতে পারে না। ইহাই জ্ঞানের প্রকৃত মায়া আবরণ। ইহাই মূল অজ্ঞান। এই অহং-ইদং রূপ দ্বৈতবোধ ও দিক-কাল-নিমিত্ত-পরিচ্ছেদ দ্বারা বস্তুর ধারণাই আমাদের জ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করে।

জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম দিক্-কাল-নিমিত্ত অপরিচ্ছিন্ন। জীব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে সেই অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপের ধারণা করিতে পারে না। পরমেশ্বরের জ্ঞান কালপরিচ্ছিন্ন নহে বলিয়া, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই তিনি জানেন; কালের অতীত হইয়া সাধারণ অজ্ঞানাবরিত (বা দ্বৈতভাবাবরিত) জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া জানেন। তাঁহার জ্ঞান ও জীবজ্ঞান এক নহে। তাঁহার জ্ঞান নিত্য, চৈতন্য-স্বরূপ নিত্যবোধরূপ। সর্ব্বদা সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল তাঁহার জ্ঞানে একীভূত হইয়া আছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরস্থ বা তাঁহার জ্ঞানে প্রকাশিত ও 'বর্ত্তমান' আছে।

শ্রুতিতে আছে,—

"বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"
—তৈত্তিরীয় উপঃ, ৩।৫।

বলিয়াছি ত এই বিজ্ঞান—নিত্যবোধরূপ। তাহার অন্ত স্বরূপ ঐস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই।

অতএব এই বিজ্ঞানঘন ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।" (১।২৫)

অর্থাৎ অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান—ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক ও সমষ্টি রূপে বর্ত্তমান বিষয় সকলের যে অল্প বা অধিক জ্ঞান দেখা যায়, তাহাই সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ। এই জ্ঞান বর্দ্ধমান হইয়া যে পুরুষে নিরতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছে—তিনিই ঈশ্বর (উক্ত সূত্রের ব্যাস-ভাষ্য)। কিন্তু ইহা হইতেই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ধারণা যথেষ্ট নহে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কেন না, তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, তাহা দিক কাল বা নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন নহে। বরং সেই দিক কাল ও নিমিত্ত তাঁহারই জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতএব অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান কালে অতি নিকটে বা অতি দূরে যে কোন স্থানে যে কোন সত্ত্বাদি কার্য্য বা কারণ ভাবে আছে, তাহা ভগবানের জ্ঞানে বর্ত্তমান। জীবজ্ঞান কখন অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এই পরিচ্ছেদের কারণ মায়া। মায়া জীবজ্ঞানকে বদ্ধ করে, ভগবানের জ্ঞানকে বদ্ধ করে না।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব মোহ-দ্বারা
হে ভারত, সৃষ্টিকালে সর্ব্বভূতগণ—
সম্মোহ সংপ্রাপ্ত হয়, ওহে পরন্তপ ॥ ২৭

(২৭) ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কারণ কি, যাহাতে বদ্ধ হইয়া জীবগণ সৃষ্টির অবস্থায় তাঁহাকে জানিতে পারে না, এ শ্লোকে তাহাই বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)। যোগমায়াই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহার যে অন্ত হেতু দেহাদিতে অভিনিবেশ জনিত ভোগাভিনিবেশ, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে (মধু)।

মধুসূদন এই যে অন্য হেতু বলিয়াছেন, তাহারও কারণ মায়া বা অবিদ্যা। তাহা এই ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব-মোহ।

দ্বন্দ্ব-মোহ—সুখ,-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্মাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ের অনুভূতিই দ্বন্দ্ব। ইহার মূল ইচ্ছা ও দ্বেষ। যাহা পাইলে সুখ হইবে মনে হয়, তাহা পাইতে ইচ্ছা হয়, ও যাহা পাইলে দুঃখ হইবে ও পরিহার করিলে সুখ হইবে বোধ হয়, তাহার সম্বন্ধে দ্বেষ জন্মে। এই ইচ্ছা-দ্বেষ হইতে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-মোহ উৎপন্ন হওয়ায় আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, দুঃখজ বিষয় ত্যাগ করিতে ও সুখজ বিষয় লাভ করিতে কর্ম্মচেষ্টা হয়। সেই প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম চেষ্টা জ্ঞানকে মোহিত করিয়া রাখে। ইহা সাধারণ বিষয় জ্ঞানের পথেও অন্তরায়। দ্বন্দ্ব-মোহ—অর্থাৎ দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহ (শঙ্কর)। অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এই উভয় হইতে সমুদ্ভূত শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহ বা বিবেক-ভ্রংশ (স্বামী)। (দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে গীতা ২।১৪,৪।২২ ও ১৫।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টিকালে—(মূলে আছে 'সর্গে') জন্ম বা উৎপত্তিকালে (শঙ্কর)। স্থূলদেহের উৎপত্তির সময়ে (স্বামী, মধু)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে বিষয়ে অনুরাগ ও যে যে বিষয়ে বিরাগ অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া, সেইরূপ বাসনাই পরজন্মকালে সেই সেই বিষয়ে ইচ্ছা বা দ্বেষরূপে বিকশিত হয় (রামানুজ)।

সংসারের বাসনা-বীজ নিত্য। তাহা প্রলয়ে ব্রহ্মে লীন থাকে। প্রলয়কালে জীবগণও ব্রহ্মে, অথবা গীতা (৯।৭ শ্লোক) অনুসারে ব্রহ্মের পরাশক্তি মূল-প্রকৃতিতে বা তাঁহার মায়াতে লীন থাকে। পরে পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্ম হইতেই প্রতিজীবে তাহার পূর্ব্ব সৃষ্টির বীজভূত বাসনা বিকাশোন্মুখ হয়। এইরূপে উৎপত্তিকালেই জীব বাসনা বা দ্বন্দ্বমোহে অভিভূত হয়। তাহার পরে সেই বাসনা কর্ম্মানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিজন্মে জীবের চিত্তে বিকাশিত হয়। সৃষ্টি ও লয় জগতের

নিত্যলীলা। এজন্ত বাসনা অনাদি। কোন্ বিশেষ সৃষ্টি যে প্রথমে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এই জন্ত প্রথম বাসনা কোথা হইতে আসিল, তাহার প্রশ্ন নিরর্থক। এই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি জগৎকার্য্য মায়ামোহিত জ্ঞানেই প্রতিভাত হয়। মায়ামোহিত জ্ঞানে তাহার প্রকৃত উত্তর হয় না।

অতএব এই শ্লোকে যে সর্গ বা সৃষ্টির কথা আছে, তাহা প্রলয়ান্তেকাল্লিক সৃষ্টি হইতে পারে, এবং প্রতি জন্মে স্থূল শরীর গ্রহণরূপ উৎপত্তিও হইতে পারে। ভগবান্ পরে (১৩।৬ শ্লোকে) ইচ্ছাদ্বেষকে ক্ষেত্রের বা শরীরের উপকরণ বলিয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগেই সকল সত্তার উৎপত্তি (১৩।২৬ শ্লোক)। এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হেতুই ইচ্ছাদ্বেষ দ্বারা ও তাহা হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব দ্বারা জীবকে বদ্ধ হইতে হয়।

এই ইচ্ছাদ্বেষের মূল অবিদ্যা বা মায়া। কারণরূপে মায়াতেই এই ইচ্ছাদ্বেষ বীজভাবে থাকে। ইচ্ছাদ্বেষের এই বীজ ভাবকে কাম বলা যায়। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইলেই এই ইচ্ছাদ্বেষের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। ইচ্ছার বিকাশ হইলেই তাহার বিপরীত দ্বেষও তাহার সহিত বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে দ্বন্দ্বমোহ উপস্থিত হয়। অতএব সৃষ্টির আরম্ভ হইতে জীব এই ইচ্ছাদ্বেষরূপ মোহে বদ্ধ হয়।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

পুণ্যকারী যে সবার পাপ অন্তগত—
দ্বন্দ্বমোহ-বিনির্মুক্ত হইয়া তাহারা
ধার দৃঢ়ব্রত, করে আমারে ভজনা॥ ২৮

(২৮) দ্বন্দ্ব-মোহ-বিনির্ম্মুক্ত—পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্বমোহ হইতে যাহারা

বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে। যাহাদের সমস্ত পাপ প্রায় ক্ষীণ হইয়াছে, যাহারা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছে, তাহারাই দ্বন্দ্বমোহমুক্ত হয়। তাহারা দ্বন্দ্বমোহমুক্ত হইয়া আত্মাই পরম তত্ত্ব ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ভগবানকে ভজনা করে (শঙ্কর)।

অনেক জন্মার্জ্জিত পুণ্যসঞ্চয় হেতু যাহাদের অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত পাপ ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহারা সেই সুকৃতির তারতম্য অনুসারে দ্বন্দ্বমোহমুক্ত হইয়া ঈশ্বরভজনায় প্রবৃত্ত হয় (রামানুজ)। আর্ত্ত প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ লোক সুকৃতিযুক্ত হইয়া যে আমাকে ভজনা করিতে পারে, তাহার কারণ সুকৃতি সঞ্চয়ে তাহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে (মধু)।

এখন কথা হইতেছে, যদি জন্ম হইতেই সর্ব্বভূত মায়ায় বিমোহিত হয় ও সেইজন্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের উপায় কি? তাহার উত্তর এই যে, জীব প্রকৃতিবশেই ক্রমে আপূরিত হয়। ("জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ"—ইতি পাতঞ্জল-সূত্র ৪।২ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতিই জীবকে ক্রমে ক্রমে উন্নত করে। মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া জীব সুকৃত করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে অনেক জন্ম ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিতে করিতে পাপ ক্ষীণ হয়। দ্বন্দ্বমোহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আইসে, শেষে দ্বন্দ্বমোহ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়।

এইজন্য যে পথ আশ্রয় করিতে পারিলে দ্বন্দ্বমোহ মুক্ত হওয়া যায়, সেই পথের উপদেশ নিরর্থক নহে (গিরি)।

এই মায়ার আবরণ বা অবিদ্যা-মোহ এবং এই দ্বন্দ্বমোহ হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমে শাস্ত্র-বিহিত পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পাপমল ধৌত করিতে হইবে। তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সাধক দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বর ভজনা করিতে পারিবে। পর শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে মুমুক্ষু হইয়া ঈশ্বর ভজনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।

এখন কথা হইতেছে,—প্রথম পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে হইবে? যতকাল জীব তমঃ ও রজোগুণে অভিভূত থাকে, ততকাল তাহার এই প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। যখন তাহার প্রকৃতি সাত্ত্বিক বা দৈবী-সম্পদ্‌যুক্ত হয়, তখন তাহার পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ক্রমে সে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে, ও মুমুক্ষুত্ব লাভ করে। কিন্তু এই রজস্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া মানুষ কিরূপে সাত্ত্বিক হইয়া পুণ্যকর্ম্মকারী হইবে, গীতাতে তাহা উক্ত হয় নাই। চণ্ডীতে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া গিয়াছে। পরাপ্রকৃতি দেবী ভগবতীই জীবকে ক্রমোন্নত করেন, তাহার রজস্তমোবৃত্তিকে বা আসুরী প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া, তাহার দৈবী প্রকৃতির বিকাশ করেন, ও ক্রমে তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যান। ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে প্রকৃতিই মানুষকে ক্রমে মুক্তিপথে লইয়া যান।

চণ্ডীতে আছে—

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

চণ্ডীতে অন্যত্র আছে—

"যা মুক্তিহেতুঃ......
বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি।"

ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া যিনি জীবের অন্তরে বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে অবস্থিত, তিনি প্রসন্ন হইলেই মানুষের সুবুদ্ধি হয়, সে মুক্তির পথ পায়।

চণ্ডীর অন্যত্র আছে—

"ধর্ম্ম্যাণি দেবি! সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদাৎ
লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন।"

সাংখ্যদর্শনে আছে, যে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থ প্রকৃতির স্বতঃই পরিণাম হয়। তাহা এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯

জরা-মৃত্যু-মোক্ষ তরে যত্ন করে যারা
আমাকে আশ্রয় করি,—জানে ব্রহ্ম তারা;
অধ্যাত্ম সকল আর কর্ম্ম সমুদায় ॥ ২৯

(২৯) জরা-মৃত্যুমোক্ষ-তরে—জরামৃত্যু হইতে মুক্তির জন্য (শঙ্কর)। প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মস্বরূপ দর্শন জন্য (রামানুজ)।

আমাকে আশ্রয় করি—অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের আশ্রয়ে (গিরি ও মধুসূদন)। পরমেশ্বরের আশ্রয়ে (শঙ্কর)।

যত্ন করে—ভজনা করে, সাধনা করে।

জানে তারা—তাহারা এই ভজনার বা সাধনার ফলে সমগ্র ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারে—তাহারা ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি জানিতে পারে।

যাহারা সগুণ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে শুদ্ধান্তঃকরণ হয়, তাঁহারা মায়াধিষ্ঠিত ব্রহ্ম ও ব্যবহার-ভেদে তাঁহার অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ এই পাঁচ ভাব অনুভব ও আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে পারে (মধসূদন)।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ
আমাকে যাহারা জানে—যোগরত তারা
মরণকালেও পারে আমারে জানিতে ॥ ৩০

(৩০) মরণকালেও—মরণকালে চিত্তে কেবল সংস্কার মাত্রাবশেষ থাকে। তখন জ্ঞানশক্তির বা বুদ্ধি প্রভৃতির কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং ভগবান্ সম্বন্ধে যাহার চিত্তে যেরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া অভ্যাসবলে সংস্কারে পরিণত হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুকালে ভগবান্ সম্বন্ধে তাহার সেইরূপ ধারণা স্বপ্নবৎ চিত্তে প্রদ্যোতিত হয়। যাহাদের ঈশ্বরে ভক্তি সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, তাহাদেরই মৃত্যুকালে সেই ভক্তিভাব বিদ্যমান থাকে। এইরূপে মৃত্যুসময়ে যদি আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারা যায়, তবে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ মৃত্যুকালে চিত্তে প্রদ্যোতিত হইলে ও প্রণবজপ করিতে করিতে মরিতে পারিলে ঈশ্বরত্ব লাভ হয়। অন্য যে কোন ভাব মৃত্যুকালে স্মরণ হয়, পরজন্মে সেই ভাব প্রাপ্তি হয়। যাহারা সমাহিত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভজনা করে, মৃত্যুকালে তাহাদের সে যোগভ্রংশের সম্ভাবনা থাকে না। এস্থলে মৃত্যুকালের কথা কেন উক্ত হইল, তাহা পরের অধ্যায়ে (৬,৭ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। [অষ্টম অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ এবং অধ্যাত্ম, অধিকর্ম্ম, অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ—এই পাঁচ সগুণ রূপ, পরে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে বিবৃত হইয়াছে। সেই স্থলে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

গীতার সপ্তম অধ্যায়—শেষ হইল। এই অধ্যায়ে যে যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে হইবে। সপ্তম অধ্যায় হইতে গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক আরম্ভ হইয়াছে। এই ষট্‌কে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভক্তিযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায় তাহার সূচনা।

পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ উপদেশকালে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

অর্থাৎ যোগীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ও আমাতে অর্পিতচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ইহারা শ্রেষ্ঠ-যোগী কেন, তাহার কারণ এই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সে কারণ এই যে, তাঁহারা নিশ্চয় সমগ্র ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। বিজ্ঞান সহিত এই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান এই অধ্যায়ে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। কেননা, এই জ্ঞান লাভ হইলে, আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না—সকল তত্ত্বই অধিগত হয়, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন সিদ্ধ হয়।

গীতার ঈশ্বরবাদ।—ঈশ্বর নিখিল জগতের প্রভব ও প্রলয়। আমাদের এই সৌরজগৎ ও অন্যান্য কোটী কোটী যে সৌর বা নাক্ষত্র জগৎ আছে, সে সমুদায় জগৎ এই ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভূত ও প্রলয়-কালে তাঁহাতেই প্রলীন হয়। তিনিই সমুদায় জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ (গীতা ৭।৬)। এই ঈশ্বর হইতে 'পরতর আর কিছুই নাই'। তিনিই পরম কারণ,—তাঁহাতেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। সূত্রে যেমন মণিগণ বিধৃত, এই অনন্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্ব সমুদায় তাঁহাতেই সেইরূপ বিধৃত। (গীতা ৭.৭)। ঈশ্বরই সকল বস্তুর সার (Essence)। তিনি যেমন নিত্য অব্যাকৃত কারণরূপে সমুদায় কার্য্যাত্মক জগৎ ধারণ করেন; সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুর সত্তারূপে—তাহার সার-(Essence) রূপে সকলকে ধারণ করেন। তিনি জলের রসতন্মাত্র (Thing-in-itself), আকাশের শব্দতন্মাত্র, পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্র, অগ্নির তেজস্তন্মাত্র। তিনি শশি সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদে প্রণব, সর্ব্বভূতে জীবন, তিনি পুরুষের পৌরুষ, তপস্বীর

তপ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানের বল, কামীর কাম (৭।৮—১১) ইত্যাদি।

ঈশ্বরের দুইরূপ প্রকৃতি আছে, এক—অপরা প্রকৃতি, আর এক—পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড়, তাহা আট ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এই আট অপরা প্রকৃতি। আর যাহা জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে, তাহা ভগবানের পরা প্রকৃতি। সাংখ্যোক্ত লিঙ্গরূপ এই দুই প্রকৃতিই সমুদায় ভূতযোনি (৭।৪—৬), অথবা ভূতগণের উৎপত্তিস্থান। ভগবান্ই সর্ব্বভূতের বীজ। পরে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ উক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ বা মহৎ ব্রহ্মরূপ ভূতযোনিতে বীজ-নিষেক করেন বলিয়া সেই প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (১৪।৩—৪)।

ঈশ্বর হইতে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব সকল উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু ঈশ্বর এই ত্রিবিধ ভাবের অধীন নহেন। তিনি তাহাদের মধ্যে নহেন—তাহাদের অতীত তত্ত্ব (৭।১২)। এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা এই সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে; এজন্য এই ত্রিবিধভাবের অতীত যে পরম অব্যয় ঈশ্বর, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবই দৈবী মায়া। জীবের পক্ষে এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমা। যে জীব এই ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে,—এই ত্রিবিধ ভাবের অতীত হইতে পারে, সেই ঈশ্বরকে জানিতে পারে। যে ঈশ্বরকে প্রপন্ন হয়, সেই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে (৭।১৩-১৪)।

ঈশ্বর অজ অব্যয়। তাঁহার পরম ভাব—উক্ত ত্রিগুণময়ভাবের অতীত। তিনি এই ত্রিগুণময়ী দৈবী যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত। এজন্য তিনি সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন। মূঢ় লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে না। অল্পবুদ্ধি জনগণ অব্যক্ত বা যোগমায়া-সমাবৃত-

হেতু অপ্রকাশ ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে, তাহারা তাঁহার অব্যক্ত পরমভাব জানিতে পারে না। (৭।২৪-২৫)। ঈশ্বর অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভূতগণকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না (৭।২৬)।

এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ঈশ্বরতত্ত্ব এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে,—

(১) ঈশ্বরই সমুদায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনিই পরম তত্ত্ব।

(২) নিখিল জগতে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বরই সে সকলের ধারক। তিনি সকলের সত্তাভাবকে বিধৃত করেন। তিনি সকলের আত্মা।

(৩) ঈশ্বরের প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি দুইরূপ,—পরা ও অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে, আর অপরা প্রকৃতি—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ মহাভূতরূপে অষ্টধা বিভক্ত হইয়া জগতের উপাদান হয়। এই দুই প্রকৃতিই সমুদায় ভূতযোনি, আর ঈশ্বর সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ—সর্ব্বভূতের জীবন।

(৪) সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা যে এই জগৎ মোহিত হয়, তাহা ভগবানেরই দৈবী যোগমায়া। তাহা ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হয়। ভগবান্ এই যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া অপ্রকাশিত থাকেন।

ইহা ব্যতীত অধ্যায়-শেষে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা মুমুক্ষু হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক যোগযুক্ত হয়, তাহারা 'তদ্‌ব্রহ্ম,' কৃৎস্ন অধ্যাত্ম, অখিল কর্ম্ম ও সাধিভূত সাধিদৈব সাধিযজ্ঞ ঈশ্বরকে জানিতে পারে। এই "তদ্ ব্রহ্ম" অধ্যাত্ম প্রভৃতি তত্ত্ব পরে অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার জন্য এস্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিবার প্রয়োজন। সুতরাং আমরা এক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব সংক্ষেপে

আলোচনা করিব। এই চারি তত্ত্বই এক অর্থে ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত। এই তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।

ব্রহ্মতত্ত্ব।—গীতায় বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মশব্দ যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে পরব্রহ্ম। এই অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ" (৭।২৯)।

ইহাতে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিং তদ্ ব্রহ্ম।" (৮।১)।

ভগবান্ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্।" (৮।৩)।

এই অক্ষর পরম ব্রহ্ম—ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে এক অর্থে অভিন্ন হইলেও ভিন্নভাবে ধারণা করিতে হইবে, এবং ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও আপনাকে পরব্রহ্ম বলেন নাই। ভগবান্ এই অব্যক্ত অক্ষর পরমব্রহ্মকে পরমগতি ও আপনার পরম ধাম বলিয়াছেন।—

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (৮।২১)।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (১৫।৬)।

এই অক্ষর পরব্রহ্মই পরম পদ,—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥" (৮।১১)

এই পরব্রহ্ম যাহা পরমপদ পরমগতি, যাহা ভগবানের পরম ধাম, তাহাই সগুণ ভাবে ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তি—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" (৯।৪)

ইহাই ভগবানের পরম অব্যয় অব্যক্ত ভাব (৭।১৩,২৪)।

ভগবান্ পরমেশ্বররূপে নির্গুণ পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং ...।" (১৪।২৭)

অতএব গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক এক নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু পরব্রহ্মকে তাঁহার পরম ধাম, পরম পদ, তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি ও তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এইরূপ কথা বলিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন। ভগবান্ এই অধ্যায়ে 'সমগ্র' ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর যে জ্ঞেয়, তাহা কোথাও বলেন নাই। ঈশ্বরে আসক্তমন হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে যোগযুক্ত হইলে, সমগ্র ঈশ্বরকে জানা যায় (৭।১)। সেই অনন্য অব্যভিচারিণী ঈশ্বরভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন প্রভৃতি যে জ্ঞানের স্বরূপ ইহা পরে উক্ত হইয়াছে (১৩।৭।১১), সেই জ্ঞানে ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়—সেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অমৃতত্ব লাভ হয় (১৩।১২)। এই ব্রহ্ম—পরম অনাদিমৎ ও সৎ বা অসৎ কিছুই বাচ্য নহেন (১৩।১২)। এই ব্রহ্মতত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত) বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে—উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ইহা ব্যতীত দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও ভগবানের উত্তর হইতে এ কথা জানা যায়। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥" (১২।১)

ভগবান্ উত্তর করিলেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥

*　　*　　*　　*

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ (১২।২—৪)

অতএব গীতা অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব পৃথক্। ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম, অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্ব্বত্রগ। ব্রহ্ম—পরমপদ, পরমগতি, ঈশ্বরেরও পরমধাম। ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিযুক্ত, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-গুণাভাস, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, সর্ব্ব-আবৃত করিয়া অবস্থিত। ব্রহ্ম অসক্ত হইয়াও সর্ব্বভৃৎ, নির্গুণ হইয়াও গুণভোক্তা। ব্রহ্ম চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে, নিকটে দূরে অবস্থিত, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ব্রহ্ম—জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্ম সকল জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ। কিন্তু ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় (উক্ত ১৩।১২—১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলেও অবিজ্ঞেয়।

এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানে 'জ্ঞেয়' থাকেন, তাঁহাকে কখন সম্যক্ জানা যায় না। বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে না। এই ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও গুণভোক্তা ও সগুণ। ব্রহ্মের দুই ভাব বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে—সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম 'তৎ' শব্দবাচ্য। "ওঁ তৎসৎ" তাঁহার নির্দ্দেশক (১৭।২৩) হইলেও 'নেতি নেতি' বা 'তন্ন তন্ন'—এই নিষেধমুখেই কেবল তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়। আর সগুণভাবে ব্রহ্ম ঈশ্বর জীব ও জগৎরূপে বিবর্ত্তিত

হন। সগুণভাবেই ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই বেদান্ত-সূত্র (১।২) এই সগুণ ব্রহ্মেরই 'তটস্থ' লক্ষণ। এই জগৎ-কারণ সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বরই জগতের প্রভব ও প্রলয় (৭।৬), তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর জগৎকারণ হইলেও, পরব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। এই মূল কারণ (first cause) অবশ্য অনাদি অনন্ত। বেদান্ত-মতে এই কারণ 'সৎ'। জগৎরূপ কার্য্য ইহাতে বিবর্ত্তিত হয় মাত্র। সে কারণ কখন কার্য্যরূপে পরিণত হয় না। তাহা নিত্য এক, অদ্বয় তত্ত্ব। যাহা হউক, এস্থলে ব্রহ্মতত্ত্বের আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। পরে স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। বিশেষতঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে। এক্ষণে আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরতত্ত্ব।—সৃষ্টি-প্রসঙ্গে বা সৃষ্টি সম্বন্ধে পরব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তিই তাঁহার সগুণ ভাব। তাহাই ঈশ্বর ভাব। পরব্রহ্মের 'সৎ'রূপে যে অনন্ত শক্তিবীজ নিহিত, বিকাশোন্মুখ সেই শক্তি যুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সগুণ হন—তিনি ঈশ্বর হন। এই অনন্তরূপ শক্তিযুক্ত হইয়া ঈশ্বর ব্রহ্মরূপ সাগরে আকাশে সূর্য্যের ন্যায় যেন অভিব্যক্ত হন। পরব্রহ্মের যে পরমাত্মভাব, সেই ভাবযুক্ত হইয়া ঈশ্বর অভিব্যক্ত হন। ব্রহ্মে যে জ্ঞান নির্ব্বিকল্প—জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভাবের অতীত, তাহা পরম জ্ঞাতৃরূপে যেন পৃথক্ হইয়া সেই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বর-ভাবে অভিব্যক্ত হন। অতএব ঈশ্বর—ব্রহ্মের এই পরমজ্ঞাতা পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ রূপ। কেহ কেহ ইঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলেন, কেহ শব্দব্রহ্ম বলেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় ইহা Logos বা Word বা Christos। কিন্তু শব্দব্রহ্ম ও ঈশ্বর ঠিক এক নহেন। ঈশ্বর হইতে এক অর্থে শব্দব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক সে কথা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

পরমেশ্বরই গীতা অনুসারে সমুদায় জগতের উদ্ভব ও প্রলয়। অতএব তাঁহাকে যদি Logos বলিতে হয়, তবে তিনিই একমাত্র Logos। বিভিন্ন জগতে যে বিভিন্ন Logos এর অভিব্যক্তি হয়, তাহা এই এক পরমেশ্বর (Logos) হইতেই উদ্ভূত। আমাদের এ ব্রহ্মাণ্ডের যিনি Logos—তিনি হিরণ্যগর্ভ—প্রথম্ জায়মান পুরুষ। পরমেশ্বরই বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ, তিনিই পরমপুরুষ। তিনি পুনঃ পুনঃ কল্পের আদিতে অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি হইতে সর্ব্বভূত সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে সেই অব্যক্তে সকলকে লয় করেন। সর্ব্বভূত কল্পান্তে তাঁহারই মূলপ্রকৃতিতে লীন থাকে, এবং কল্পারম্ভে তাঁহারই সেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয় (৯।৭)। ভগবান্ নিজ প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া এইরূপ পুনঃ পুনঃ জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন (৯।৮)। ভগবান্ এই সৃষ্টি-লয়-কর্ম্মে স্বয়ং উদাসীনবৎ থাকিলেও তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বে বা অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন ও লয় করেন (৯।১০)। অতএব এই সৃষ্টি-লয়ের এক কারণ ভগবানেরই প্রকৃতি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনাদি অলৌকিক কর্ম্মের জন্য অবতীর্ণ হন বা জন্মগ্রহণ করেন (৪।৬-৮)। তিনি আত্মমায়া দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক এই জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাঁহার অধ্যক্ষতায় যে প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি করে—তাহারও মূল এই মায়া। ইহা দৈবী গুণময়ী মায়া—ভগবানের যোগমায়া। ভগবান্ স্বীয় যোগমায়া দ্বারা স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক এ জগৎও সৃষ্টি করেন। এক্ষণে আমরা সেই প্রকৃতি ও মায়া-তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃতিতত্ত্ব—ভগবান্ পরে বলিয়াছেন—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ (৮।১৮)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

> পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
> যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
> অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
> যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (৮।২০—২১)

এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, সনাতন, অবিনাশী ভাবই 'অক্ষর'। তাহাই পরব্রহ্ম—তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই সনাতন অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত পরব্রহ্মই এই 'অব্যক্ত' ভাবে সর্ব্ব প্রভবের কারণ। সেই অব্যক্ত হইতেই সৃষ্টিকালে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়, এবং লয়কালে সেই অব্যক্তেই লীন হয়। এই অব্যক্ত এক অর্থে সাংখ্যের মূলপ্রকৃতি হইলেও ইহা পরব্রহ্মেরই এক ভাব। এই জগৎসম্বন্ধে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মে যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের নিত্য অভিব্যক্তি বলিয়াছি, পরমেশ্বরই সেই পরমজ্ঞাতারূপ, আর এই অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিই তাঁহার পরম জ্ঞেয় রূপ। নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম যেন আপনাকে পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয়রূপে বিভক্ত করেন। এই পরমজ্ঞাতা পুরমেশ্বরের জ্ঞানে ব্রহ্মই পরমজ্ঞেয়রূপে যে ভাবে বিবর্ত্তিত হন বা প্রকাশিত হন, ভগবান্ তাঁহাকেই 'অব্যক্ত' বলিয়াছেন। এই অব্যক্ত জ্ঞাতা ঈশ্বরের 'জ্ঞেয়'। ব্রহ্ম পরমজ্ঞাতৃরূপে পরমেশ্বর—পরম-পুরুষ, আর ব্রহ্মই পরমজ্ঞেয়রূপে—এই মূল অব্যক্তরূপে পরমা প্রকৃতি। সৃষ্টিতে এই পুরুষ-প্রকৃতিরূপে পরব্রহ্ম নিত্য অভিব্যক্ত। এজন্য উভয়েই অনাদি (১৩।১৯)। সৃষ্টি-প্রসঙ্গে অদ্বয় নির্ব্বিকল্প জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে এই দ্বৈতরূপ নিত্য অভিব্যক্ত। এইজন্য এই মূলপ্রকৃতিকে গীতায় মহদ্‌ব্রহ্ম বলা হইয়াছে (১৪।৩)। এই মূলপ্রকৃতিরূপ মহৎব্রহ্মকে বা পরমজ্ঞাতা পরমেশ্বরের পরমজ্ঞেয়কে 'যোনি' কল্পনা করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পরমেশ্বর তাহাতে নিজ আত্মস্বরূপ বীজ নিষিক্ত করেন,—তাহা হইতে এই জগতের বা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (১৪।৩-৪)।

প্রথমে পরমেশ্বরের 'ঈক্ষণ' হেতু এই অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি হইতেই পরা ও অপরারূপ প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়। এই পরা ও অপরা প্রকৃতি—সাংখ্যের প্রকৃতি-বিকৃতি-রূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীর। তাহাই সাক্ষাৎ সর্ব্বভূত-যোনি (৭।৬)। পরব্রহ্ম অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতিরূপে কিরূপে ভূতযোনি হন, তাহা ধারণা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম প্রথমে 'ঈক্ষণ' করেন, কামনা করেন, বা সংকল্প করেন—'আমি বহু হইব।' এই সংকল্প বা ঈক্ষণ-পূর্ব্বক তিনি নামরূপ দ্বারা এই সৃষ্টি ব্যাকৃত করেন, এবং তাহার মধ্যে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। ব্রহ্ম সগুণভাবে—পরমজ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে এই "বহুর" ঈক্ষণ করেন। কিন্তু কোথায় কোন্ অধিকরণে এই ঈক্ষণ করেন? কি উপাদান হইতেই বা এই বহুর সৃষ্টি করেন? বলিয়াছি ত ব্রহ্ম জ্ঞাতা হইয়া আপনাকেই জ্ঞেয়রূপে যেন বিভক্ত করেন, আপনাকেই জ্ঞেয়রূপে ঈক্ষণ করেন, এবং সেই জ্ঞেয়রূপকে উপাদান ও অধিকরণ করিয়া, তাহাতেই সেই বহু হইবার কল্পনা নাম ও রূপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তাহাতে আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। ইহা হইতেই এই বহুত্বময় জগতের উৎপত্তি হয়।

অতএব গীতা অনুসারে এই মূলপ্রকৃতিই অব্যক্ত, তাহাই মহদ্‌ব্রহ্ম। তাহাই ভগবানের যোনি বা জগদুৎপত্তির অধিকরণ। সাংখ্যের মূল-প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে এই মূলপ্রকৃতির প্রভেদ আছে। সাংখ্যের মূলপ্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব। তাহা হইতে স্বতঃই বুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বের পরিণাম হয়। সে পরিণামের জন্য কেবল বহু বদ্ধ পুরুষের সন্নিধি মাত্র প্রয়োজন,—কোন পুরুষের বা পরমেশ্বরের 'ঈক্ষণ' বা নিয়ন্তৃত্বের প্রয়োজন হয় না। গীতায় স্পষ্টভাবে এই পরিণাম জন্য—প্রকৃতির এই জগৎ প্রসব জন্য ভগবানের অধ্যক্ষতা উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও গীতার প্রকৃতিবাদের সহিত যে পার্থক্য, তাহা

এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা যথাস্থানে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) বিবৃত হইবে।

আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরব্রহ্মই এক অর্থে মূলপ্রকৃতি। কিন্তু মূলপ্রকৃতি পরব্রহ্ম নহেন। বলিয়াছি ত, পরমেশ্বর পরমজ্ঞাতৃরূপে ঈক্ষণ করিলে, তাঁহার নিকট পরব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে যে ভাবে ঈক্ষিত হন, যেরূপে প্রকাশিত হন, তাহাই পরমেশ্বরের নিকট অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি-রূপ মহদ্‌ব্রহ্ম। মূলপ্রকৃতিরূপ আবরণে আবৃত হইয়াই যেন পরব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রতিভাত হন। পরব্রহ্ম জ্ঞাতৃরূপে আপনার কাছে অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিরূপ আবরণে আবৃত হইয়া যেন জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় অক্ষর অব্যক্ত—The Absolute Unmanifest—যেন সৃষ্টি সম্বন্ধে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একভাবে Absolute Subject বা Absolute Self (পরমজ্ঞাতা) ও আর একভাবে Absolute Object (পরমজ্ঞেয়) হইয়া প্রকাশিত (Manifest) হন। এই পরম জ্ঞেয়ের পাশ্চাত্য দার্শনিক নাম Nature—তাহাই মূলপ্রকৃতি। ভগবান্ এই মূলপ্রকৃতিকে আপনার করিয়া লইয়া তাহাতেই মমত্ব ভাবযুক্ত হইয়াই যেন তাহাতে অধিষ্ঠিত হন। ইহাই গীতোক্ত প্রকৃতিতত্ত্ব।

মায়াতত্ত্ব।—পরব্রহ্মের এইরূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্তের ন্যায় প্রকাশ করিবার কারণ—মায়া। ইহাই অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে পরিচ্ছিন্ন করিবার শক্তি। এজন্য মায়াকে ব্রহ্মের পরাখ্য শক্তি বলা হয়। এই মায়া-শক্তি হেতু পরব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে প্রকাশিত হইলে, মায়া সেই পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করেন। পরমেশ্বর এই মায়ার সহায়েই জগৎ সৃষ্টি করেন। এজন্য এই মায়া ভগবানেরই যোগমায়া, তাঁহারই দৈবী গুণময়ী মায়া। এই শুদ্ধমায়াযুক্ত হইয়া ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘন হন এই মায়াশক্তি ভগবানের স্বাভাবিক। এ শক্তি দ্বিবিধ—একরূপ

অনন্ত। এজন্য শ্রুতিতে মায়া বহুবচনে উক্ত হইয়াছে। ('ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ,'—ইতি ঋগ্বেদ ও বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯।) যাহা হউক, এই মায়াশক্তি প্রধানতঃ দুইরূপ, তাহার ক্রিয়াও দুইরূপ। এক—জ্ঞান-ক্রিয়া, আর এক—বলক্রিয়া।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)।

এই মায়া প্রথমে জ্ঞানরূপে জ্যোতীরূপে শব্দরূপে প্রকাশিত হন। ভগবান্ তাহাতেই সমাবৃত হন। এই মায়ার আবরণ হেতু ভগবানের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না।

এই মায়া হেতু ভগবানের জ্ঞানে 'কাম' ও 'ঈক্ষণ' প্রকাশিত হয়। তিনি ঈক্ষণ করেন বা কামনা করেন—"আমি বহু হইব।" এই ঈক্ষণ বা কামনা করিয়া তিনি উক্ত মূলপ্রকৃতিকে তাঁহারই করিয়া লইয়া তাঁহাকেই ঈক্ষণ করেন, এবং কামনা ও সংকল্পপূর্ব্বক সেই "বহু হইব" রূপ সংকল্প তাহাতে ব্যক্ত করেন। চিত্রকর যেমন চিত্র কল্পনা করিয়া পট গ্রহণ করেন, এবং সেই পটরূপ আধারে নানা বর্ণ দ্বারা নিজ কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই প্রকার মূলপ্রকৃতিরূপ অব্যক্ত পটে ভগবান্ তাঁহার গুণময়ী মায়াজাত কল্পনার বিকাশ করেন।

মূলপ্রকৃতিতে পরমেশ্বরের এই বহু হইবার কল্পনার প্রতিষ্ঠা হেতু, মূলপ্রকৃতি এক দিকে আকাশাদি পঞ্চভূতরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়, অন্যদিকে বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অপরা প্রকৃতিরূপে প্রকটিত হয়। সেইরূপ ভগবানের মায়াশক্তি হইতে যে জগৎ-ধারক প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা মূল-প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাকে পরাপ্রকৃতিরূপে ব্যক্ত করে। তখন এই পরা ও অপরা প্রকৃতি মিলিত হইয়া সর্ব্বভূতযোনি হয়। পরব্রহ্ম-কেই পরমেশ্বর এই পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপে ঈক্ষণ করিয়া, তাঁহাতে

তাঁহার বহুভূত বা নানাজাতীয় জীবের সম্যক্ কল্পনা (Idea) নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া, তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বীজ নিষেক করেন। তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। এইরূপে মায়া হইতেই সৃষ্টি হয়।

এইরূপে গীতা হইতে আমরা 'মায়া' ও 'প্রকৃতি'তত্ত্ব বুঝিতে পারি। মায়া ব্রহ্মেরই পরাখ্য শক্তি। তাহা পরমেশ্বরের যোগমায়া। ভগবানের এই মায়া অব্যক্তে প্রতিফলিত হইয়া প্রকৃতিরূপে প্রতীয়মান হয়। মায়া গুণময়ী বলিয়া, প্রকৃতিও সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণযুক্ত হয়, এবং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবের বিকাশ হয়। এই তিন গুণময়ী ভাব দ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত হয়। এক অর্থে মায়া ও প্রকৃতি একই।

শ্রুতিতে আছে—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥'

শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৪।১ ০।

এতদনুসারে মায়াই প্রকৃতি। মায়া কারণরূপ, আর প্রকৃতি তাহার কার্য্যরূপ বা কার্য্যোন্মুখরূপ। মায়া ভগবানের, প্রকৃতিও ভগবানের,— উভয়ই ভগবানের শক্তি। শক্তির দুই অবস্থা, এক—কার্য্যাবস্থা, ও আর এক—কারণাবস্থা। কারণাবস্থায় এই শক্তি মায়া, আর কার্য্যাবস্থায় ইহা প্রকৃতি। কারণাবস্থায় মায়াশক্তিরূপে ইহা ভগবান্‌কে আশ্রয় করে। আর কার্য্যাবস্থায় ইহা মায়াশক্তি হইতে প্রকাশিত হইয়া, অব্যক্তাখ্য পরব্রহ্মকে আবৃত করিয়া, সেই আধারেই ব্যক্ত হয়।

এই মায়ার দুইরূপ—ইহা আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক। আবরণরূপে ইহা যেমন এক দিকে জ্ঞানকে অজ্ঞানাবরিত করে, অন্য দিকে সেইরূপ ব্রহ্মকেও তাহার নিকট আবৃত করিয়া প্রকৃতিরূপে তাঁহাকে দেখায়। আর বিক্ষেপরূপে মায়া প্রকৃতি হইয়া, জগৎকে পরিণত করে, ব্রহ্মে এ জগৎরূপের অধ্যাস করে। জীব সম্বন্ধে এই মায়া মলিন, তাহা অজ্ঞান

বা অবিদ্যা। বেদান্ত-মতে এই মায়া—সদসদাত্মিকা। মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মায়া পরমেশ্বরেরই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই এই মায়ার সত্তা।

যাহা হউক, পূর্ব্বে ৪।৬ শ্লোকের ও ৭।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই মায়া-তত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব কতক বিবৃত হইয়াছে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা আরও বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। অতএব এস্থলে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ অধ্যায়ে ঈশ্বর-তত্ত্বোপদেশ প্রসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব—এই চারি তত্ত্বই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই মূল জ্ঞাতব্যতত্ত্ব। এজন্য এই চারি তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার ইহাই মূলসূত্র বলিয়া বোধ হয়। এ সকল তত্ত্ব না বুঝিলে, গীতার ঈশ্বরবাদ স্বরূপতঃ বুঝা যাইবে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই ঈশ্বরতত্ত্ব গীতাতেই প্রথম স্পষ্টভাবে ও "সমগ্র"-রূপে বিবৃত হইয়াছে। এক অর্থে এই ঈশ্বরবাদ গীতার 'নিজস্ব।' যাউক, সে কথা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে এই ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত হয় না। অদ্বৈতবাদ-মতে ব্রহ্মই সত্য, পারমার্থিকভাবে ঈশ্বর জীব জগৎ—এ সমুদায় মিথ্যা, মায়িক। যে মায়া হেতু রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে এই জগৎ কল্পিত হয়, অথবা ঈশ্বর জীব ও জগৎ কল্পিত হয়, সে মায়াও মিথ্যা, তাহা ইন্দ্রজালবৎ অলীক। সুতরাং পারমার্থিক অর্থে ঈশ্বর সত্য নহে। একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। তিনি নির্গুণ নিরুপাধি "নেতি" নেতি-বাচ্য—প্রপঞ্চাতীত। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনুসারে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব পারমার্থিক সত্য নহে। ব্রহ্ম সগুণ—অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট ঈশ্বর। জীব ও জগৎ সেই ব্রহ্মেরই শরীর। ব্রহ্মের তিন নিত্যভাব—ঈশ্বর, জীব (চিৎ) ও জগৎ (অচিৎ)।

সুতরাং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে পরমেশ্বরই পরম তত্ত্ব—তিনিই বাসুদেব। কোন কোন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের মতে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের বিভূতি মাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ন্যায় দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের মতে বাসুদেব পরমেশ্বরই পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম শুদ্ধ জীবাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত।

যাহা হউক, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে নিম্বার্কাচার্য্য যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ সমন্বয়পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তদনুসারে পরব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার দুই ভাব। এক—সগুণ ভাব, আর এক—নির্গুণ ভাব। ব্রহ্মের এই দুই ভাব বস্তুতঃ এক, এবং উভয়ই পরমার্থতঃ সত্য। ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব—অক্ষর, আর সগুণ ভাব—ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, অথবা ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ। এই মত অনুসারে গীতার ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র যেরূপ সঙ্গত হয়, অন্য মতে সেরূপ হয় না। এজন্য আমরা এই মত প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়া গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি আমরা যেরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা অনেকটা এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমর্থক। আমরা বলিতে পারি যে প্রকৃত তত্ত্ব দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে। এই উভয় বিরোধী বাদ সামঞ্জস্য করিয়া (এই Thesis ও Antithesis হইতে তাহার সামঞ্জস্য বা মীমাংসা অর্থাৎ Synthesis পূর্ব্বক) উপরের ভূমিতে আরোহণ করিয়া, যে তত্ত্ব লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। কেবল সগুণ (Immanent) ব্রহ্মবাদ বা কেবল নির্গুণ (Transcendent) ব্রহ্মবাদের পরিবর্ত্তে এ উভয়বাদের সামঞ্জস্য করিয়া যে পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহাই পারমার্থিক সত্যজ্ঞান।

স্মৃতিতে আছে,—

"ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ইত্যেতৎ পারমার্থিকম্।"

——দক্ষসংহিতা, ৭।৪৮।

গীতায় এই পারমার্থিক তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির মধ্যে শ্বেতাশ্ব-

তর উপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। গীতা অনুসারে ঈশ্বরতত্ত্ব পারমার্থিক সত্য। তাহা কেবল ব্যবহারিক বা প্রাতিভাষিক সত্য নহে, অথবা পারমার্থিক ভাবে মিথ্যা নহে। যাহা পারমার্থিক সত্য নহে, তাহা কোন অবস্থায় স্বয়ং ভগবান্‌ কাহাকেও উপদেশ দিতে পারেন না। এই ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝা অতি কঠিন। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, সহস্র মানুষের মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধগণের মধ্যে কচিৎ কেহ ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে (৭।৩)।

যাহাহউক, এইরূপে সামান্য ভাবে আমরা গীতায় উক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব এস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এ অধ্যায়ে ভক্তিতত্ত্ব যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে।

ভক্তিবাদ।—ঈশ্বরে প্রপন্ন হওয়া, ঈশ্বরকে ভজনা করাই ভক্তির লক্ষণ। যাহারা ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা মোহিত, তাহারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। তাহারা অজ্ঞানী। যাহারা অল্পজ্ঞানী বা অবোধ, তাহারা ঈশ্বরের পরম ভাব জানে না। যাহারা মূঢ়, দুষ্কৃতকারী, নরাধম, আসুরভাবযুক্ত—তাহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় না। তবে যাহাদের বিশেষ সুকৃত থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত উৎকট পুণ্য-সংস্কার থাকে, তাহারা এ জন্মে অতি পাপকারী হইলেও, যদি সেই সংস্কারের বিকাশ হয়, তবে ঈশ্বরে প্রপন্ন হইতে পারে। যে সকল সুকৃতিসম্পন্ন লোক ঈশ্বরকে ভজনা করে, তাহাদিগকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী অথবা জ্ঞানী (৪।১৬)। সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান না হইলে যে ঈশ্বরকে ভজনা করা যায় না, তাহা নহে। এই ভজনার পরিণামে যে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে (৭।১)।

উক্ত চতুর্ব্বিধ ঈশ্বরভজনাকারীর মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানীই

শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ বহুজন্ম পরে 'বাসুদেব সর্ব্ব' এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় (৭।১৭-১৮)। যাহারা সকাম তাহারা সাধারণতঃ আশু ফললাভ-কামনায় ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার যজনা করে, তাহারা ঈশ্বরকে ভজনা করে না (৭।২০)। তাহাদের চিত্ত এই কাম দ্বারা অভিভূত থাকে। তাহারা যদি আর্ত্ত বা অর্থার্থী হইয়া সুকৃতি বলে ঈশ্বরকে ভজনা করে, তবে তাহাদের ক্রমে শ্রেয়োমার্গে গতি হয়। অজ্ঞানীর দেব-যজনা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা 'অন্তবৎ' বা ক্ষয়শীল, কিন্তু ঈশ্বরভজনা দ্বারা তাহারা অক্ষয় ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ করে। বহু পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যাহাদের অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত পাপসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা সেই হেতু ইচ্ছাদ্বেষসমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব-মোহ বা অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহারাই দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করে। তাহারা মুমুক্ষু হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক যোগরত হয়, এবং তাহার ফলে সে যোগী সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে (৬।২৮-২৯)।

এইরূপে গীতার এই অধ্যায়ে ভক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। যাহা শ্রেষ্ঠ ভক্তি, তাহা জ্ঞানীর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি—অনন্যচিত্তে ঈশ্বরকে ভজনা, একান্ত ঈশ্বরকে প্রপন্ন হওয়া। জ্ঞানীর এই ঈশ্বরভজনা কোন ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে ভজনা নহে। যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ঈশ্বরের পরম অব্যয় অনুত্তম ভাব না জানিয়া ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে ভজনা করে। যাঁহারা জ্ঞানী—তাঁহারা "একত্বে আস্থিত" হইয়া, সর্ব্বভূতস্থিত পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করেন (৬৩১)। তাহারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং সকলকে অর্থাৎ এই সমুদায় জীবজড়ময় জগৎকে ঈশ্বরের মধ্যে দর্শন করে (৬.৩০)। তাহারা সর্ব্বভূতস্থিত পরমাত্মাকে এবং সর্ব্বভূতকে সেই পরমাত্মাতে দর্শন করেন (৬।২৯)। তাঁহারা "বাসুদেব সর্ব্ব"—এ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই পরমেশ্বর বাসুদেবে প্রপন্ন হন। (৭।১৯)। ইহাই

গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব। কেবল জ্ঞানীই এই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। জ্ঞানীই সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত—ইহা দর্শন করিয়া, সেই সর্ব্বগত ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইতে পারেন। এই ভক্তির নাম 'পরা ভক্তি' (১৮।৫৪)। কেবল এই ভক্তিতেই ভগবান যাদৃশ ও যাহা, তাহা তত্ত্বতঃ জানা যায়, এবং সেই জ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরে প্রবেশ করা যায় (১৮।৫৫)।

অতএব এই ভক্তির নাম জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি। ভগবান্ পূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ সুকৃতিসম্পন্ন লোক মধ্যে জ্ঞানীর একভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং সেই একভক্তিমান্ জ্ঞানী তাঁহার অত্যর্থ প্রিয়—এ কথা বলিয়াছেন (৭।১৭)। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই গীতোক্ত ভক্তিকে বাহ্য বলিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে রামানন্দ-রায়ের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের কথোপকথন-প্রসঙ্গে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গীতা অনুসারে এই জ্ঞানীর একভক্তি বা পরাভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তি। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন ভক্তি হইতে পারে না। ইহাই অহৈতুকী ভক্তি—প্রকৃত নিষ্কাম ভক্তি। আর্ত্ত, অর্থার্থী বা জিজ্ঞাসুর ভক্তি কখন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি—এই গীতোক্ত পরাভক্তি। প্রহ্লাদ সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে দর্শন করিতেন। 'বাসুদেব সর্ব্ব' এই জ্ঞানে তিনি সর্ব্বদা অবস্থিত ছিলেন। তাই স্তম্ভমধ্যে ভগবান্ আছেন, এ কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, এবং বিষ্ণুকে স্তব করিতে গিয়া, স্বীয় উপাস্যের সহিত তন্ময় হইয়া, আপনাকেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপে দেখিয়াছিলেন। তিনি এই ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরে যোগযুক্তাত্মা হইয়াছিলেন।

অতএব এই গীতোক্ত জ্ঞানীর পরাভক্তিই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা মহাত্মা, দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত, তাঁহারা ভূতাদি অব্যয় পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্ব-

রকে জানিয়া অনন্যমনে তাঁহাকে যে ভজনা করেন, ঈশ্বরের সেই ভজনাই শ্রেষ্ঠ (৯।১৩)। যাঁহারা ভগবানের বিভূতি জানেন, তাঁহার বিশ্বরূপ দেখিতে পারেন, যাঁহারা তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগতত্ত্ব জানেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে সমুদায় জগতের প্রভব এবং ঈশ্বর হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়,—এ তত্ত্ব জানেন, সেই বুধগণই ভাব-সমন্বিত হইয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন, (১০।৮)। তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানলাভ জন্য যত্ন করেন, ঈশ্বরতত্ত্ব সতত কীর্ত্তন করেন, ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরকে নমস্কার করেন, নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন, (৯।১৪)। তাঁহারা ঈশ্বরগত চিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করেন, তাঁহার তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহার যাহাতে তুষ্টি হয় সে কর্ম্ম করেন, তাহাতে রত থাকেন (৯।৯)। কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরের ভজনা ও উপাসনা করেন (৯।১৫)। কেহ বা স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন, কেহ সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন, অথবা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করেন। এইরূপে এই ভজনার স্বরূপ কি, প্রকার কি, প্রণালী কি, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহা আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ভক্তিযোগে ভাবসমন্বিত হইয়া ভজনার কথা ও উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ আপনাকে এ জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সুহৃৎ প্রভৃতি বলিয়াছেন (৯।১৭-১৮)। অতএব এই পিতা মাতা ভর্ত্তা সুহৃৎ প্রভু প্রভৃতি ভাবে ভগবান্‌কে ভজনা—ভাবসমন্বিত ভজনা। শ্রীভাগবতে ভর্ত্তা সুহৃৎ প্রভু প্রভৃতি সম্বন্ধ হইতে ভগবান্‌কে মধুর সখ্য দাস্য প্রভৃতি ভাবে ভজনা করিবার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেই সকল বিভিন্নভাবে ভজনার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সে তত্ত্ব এস্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য এস্থলে সে তত্ত্ব আলোচনার বিশেষ আবশ্যকও নাই।

গীতায় পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে পরাশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরে মন সম্পূর্ণ সমাবেশিত করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া, উপাসনার কথা আছে, এবং এইরূপ ঈশ্বরযোগী বা ঈশ্বরোপাসকই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা উক্ত হইয়াছে। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের উপাসনাতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং ভগবানের প্রিয় ভক্ত কে, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। সে স্থলে ভগবান্ ভক্তের প্রকৃত স্বরূপ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও এই ভক্তির লক্ষণ বুঝা যায়। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

যাহা হউক, এইরূপে এই সপ্তম অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তি-যোগ সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। গীতার এই দ্বিতীয় ষট্‌ক বুঝিবার জন্য যে মূলতত্ত্ব বা যে মূল সূত্রগুলি জানা আবশ্যক, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এই সকল তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।
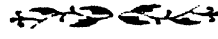
তারক-ব্রহ্মযোগ।

"ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে॥
অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্ট-সংপৃষ্টার্থ-বিনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমিষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতোঽকৃষ্টবর্ত্মনা॥"

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১
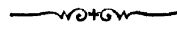
কি সে ব্রহ্ম? কি অধ্যাত্ম? কিবা কর্ম্ম আর?
হে পুরুষোত্তম? আর কাহাকে বা কহে
অধিভূত? অধিদৈব কাহাকে বাখানে? ১

(১) কি সে ব্রহ্ম?—'পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত ব্রহ্ম কি? তিনি সগুণ না নির্গুণ? (গিরি, মধু)। পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত শেষ দুই শ্লোকে ব্রহ্মাদি যে সপ্ত পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে—এই স্থলে সে সম্বন্ধেই প্রশ্ন হইয়াছে এবং এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ তাহারই ব্যাখ্যা আছে (স্বামী)। সমগ্র ব্রহ্মকে জানিতে হইলে—এই অধ্যাত্মাদি তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে।

কি অধ্যাত্ম ?—যিনি দেহ অধিকার করিয়া, দেহের অধিষ্ঠাতৃরূপে আছেন তিনি অধ্যাত্ম—কি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ অধ্যাত্ম—কি প্রতিদেহে চৈতন্যই অধ্যাত্ম ? (গিরি, মধু)।

আত্মা সম্বন্ধে নানাপ্রকার দার্শনিকমত প্রচলিত আছে। বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তসারেও তাহার উল্লেখ আছে। নিম্নে শ্রুতি-প্রমাণ সহিত উহা প্রদর্শিত হইল।

চার্ব্বাক-মত—(১) পুত্র—আত্মা,।—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"।—(২) চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ—আত্মা।—"পুরুষো অন্নরসময়ঃ"। (৩) ইন্দ্রিয়-সমষ্টি—আত্মা।—"প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য"। (৪) প্রাণ—আত্মা,।—"আত্মা প্রাণময়ঃ"। (৫) মন—আত্মা —"আত্মা মনোময়ঃ"।

বৌদ্ধমত—(৬) আত্মা—বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞান-প্রবাহই আত্মা।—"আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ"।

প্রভাকর-মত—(৭) অজ্ঞান—আত্মা।—"আত্মা আনন্দময়ঃ"।

ভট্টারক-মত—(৮) অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য—আত্মা।—"প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় আত্মা"।

বৌদ্ধ মাধ্যমিক-মত—(৯) শূন্য—আত্মা।—"অসদেবমগ্র আসীৎ"।

ন্যায়-মত—(১০) দেহাশ্রয়া সংসরণশীল দেহব্যতিরিক্ত—আত্মা, এই আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা। আত্মা জড়, আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি। (১১) আত্মা—ভোক্তা মাত্র—কর্ত্তা নহে।

সাংখ্য-মত—(১২) জীবাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মা নাই। জীবাত্মা বহু।

যোগ (পাতঞ্জল)-মত—(১৩) জীবাত্মা ব্যতীত পরমাত্মা (ঈশ্বর) আছেন। তিনি নিত্য ঈশ্বর—পরম পুরুষ।

বেদান্ত ও গীতার মত—(১৪) পরমাত্মাই জীবাত্মার আত্মা। আত্মা এক।

'আমি আছি' এই জ্ঞানে আত্মা নিত্যপ্রত্যয়-সিদ্ধ। কিন্তু এই আত্মা কি, সে সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত থাকায়, 'অধ্যাত্ম কি ?' এই জিজ্ঞাসা

সার্থক। এই প্রকারে ব্রহ্ম কর্ম্ম প্রভৃতির তত্ত্বসম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত থাকায়, সে সম্বন্ধে প্রশ্নও সঙ্গত হইয়াছে। এই সব তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন হইতে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

কর্ম্ম কিবা—কর্ম্ম যজ্ঞরূপ না অন্য প্রকার (গিরি, মধু)?

অধিভূত—পৃথিব্যাদি ভূতে বর্ত্তমান যাহা, তাহা অধিভূত, কি সমস্ত কার্য্যই অধিভূত (গিরি, মধু)?

অধিদৈব—দেবতা বিষয়ে অনুধ্যান, কি আদিত্যমণ্ডলস্থিত দেবতাতে বর্ত্তমান চৈতন্য (মধু, গিরি)?

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২

এ দেহে মধুসূদন! অধিযজ্ঞ কি বা?
কিরূপে বা রহে ইথে? যতিগণ কাছে
মৃত্যুকালে কিরূপে বা হও জ্ঞেয় তুমি? ২

(২) অধিযজ্ঞ—যজ্ঞাধিগত দেবতাত্মা—বিজ্ঞানাত্মা কি পরব্রহ্ম (গিরি, মধু)?

কিরূপে বা রহে ইথে—তাহা কিরূপে চিন্তনীয়?—তাদাত্ম্যভাবে—কি অত্যন্ত অভেদভাবে? তাহা দেহের বাহিরে কি অন্তরে? অন্তরে বুদ্ধ্যাদিরূপে, না তাহা ব্যতিরিক্ত অন্যরূপে (মধু, গিরি)? এখানে প্রশ্ন দুই নহে, এক।

এই শ্লোকে ও পূর্ব্ব শ্লোকে সাতটি প্রশ্ন আছে। এই সাতটিই

প্রধানতঃ জ্ঞাতব্য বা জানিবার বিষয়। ভগবান্ পরে তিন শ্লোকে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়াছেন। সেই সাতটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই,—

ব্রহ্ম—যিনি নির্গুণ নিরুপাধিক পরম অক্ষর 'তৎ'-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম। অধ্যাত্ম—যিনি আত্মা-রূপে, আত্মাতে বা আত্মভাবে অধিষ্ঠিত বা বর্ত্তমান। অধিদেব—যিনি দেবতারূপে বর্ত্তমান, বা যিনি দেবতাতে অধিষ্ঠিত। অধিভূত—যিনি ভূতরূপে অধিষ্ঠিত। অধিযজ্ঞ, অধিকর্ম্ম—যিনি যজ্ঞ ও কর্ম্মরূপে অধিষ্ঠিত। এই ব্রহ্ম, আত্মা, দেব, ভূত, যজ্ঞ ও কর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে হইবে। সাধারণতঃ জড়তত্ত্ব জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে, এবং অধ্যাত্ম প্রভৃতি সকলেতেই ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ, এবং এই জড়জীবময় জগৎরূপে বিবর্ত্তিত। এই জগতে তিনি সকলের আত্মা-রূপে সর্ব্বত্র দেব-রূপে সর্ব্বভূতরূপে যজ্ঞরূপে ও সর্ব্ব কর্ম্মরূপে বিবর্ত্তিত। সেই বিভিন্নরূপ হইতে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

জ্ঞেয় তুমি—শান্ত, শিব, অদ্বৈত, তুরীয় ব্রহ্ম ঠিক 'জ্ঞেয়' নহেন। তিনি জ্ঞানের বিষয় বা "ইদং" হইতে পারেন না। যিনি এ জ্ঞানে জ্ঞাতা, তিনিই আবার জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ হইতে পারেন না। যাঁহাকে দিয়া সকল জানা যায়, তাঁহাকে কিছু দিয়া জানা যায় না। জ্ঞাতা জ্ঞেয়—এই দ্বৈতজ্ঞানের অথবা জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় এই ত্রিপুট জ্ঞানের বাহিরে যাইতে পারিলে—বা বৃত্তিজ্ঞানের পারে যাইলে, শুদ্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

সুতরাং এস্থলে "জ্ঞেয় তুমি"—ইহা সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। বেদান্ত হইতেও জানা যায় যে, দহর বিদ্যা বা তারকব্রহ্ম যোগ দ্বারা এই সগুণ ব্রহ্মকেই জানা যায়। এই তত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

'অক্ষর' পরমব্রহ্ম; আর যা 'স্বভাব'—
অধ্যাত্ম তাহারে কহে; যেই 'ত্যাগ' হ'তে
ভূতভাব বৃদ্ধি হয়—'কর্ম্ম' কহে তারে ॥ ৩

(৩) অক্ষর পরম ব্রহ্ম—এস্থলে নিরুপাধিক ব্রহ্ম বা পরমাত্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, মধু)। যিনি ব্রহ্ম, তিনি পরম অক্ষর। অর্থাৎ তিনি নিত্য—নিত্য হইতেও নিত্য; "নিত্যোঃ নিত্যানাম্" ইতি শ্রুতিঃ (কঠ, ৫।১৬)। তিনি অক্ষয়, অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল। তিনি Absolute, Unchangeable, Transcendent.

যাহার ক্ষরণ বা চলন হয় না (ন ক্ষরতি ইতি) তাহাকে অক্ষর কহে (শঙ্কর)। যাহা সর্ব্বব্যাপক (অশ্নুতে বা সর্ব্বম্) তাহাকেও অক্ষর বলা যায় (মধু)।

অক্ষরের যোগরূঢ়ি অর্থ ওঁকার;—এস্থলে এ অর্থ,'পরম' এই বিশেষণ থাকায় গ্রাহ্য নহে। পরে (৮।১৩ শ্লোকে) 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' উক্ত হইয়াছে, এবং সে স্থলে অক্ষর অর্থে ওঁ। কিন্তু সে স্থলে 'পরম' এই বিশেষণ নাই। অতএব এই অক্ষর প্রণবের নির্দ্দেশক, নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অক্ষর (মধু, শঙ্কর)। অক্ষরও এস্থলে বিশেষণ নহে—বিশেষ্য। অক্ষর শব্দ গীতাতে বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। কূটস্থ পুরুষকে অক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে (গীতা ১৫।১৬)। পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম এই অক্ষর হইতেও অতীত (গীতা ১৫।১৮)। এ স্থলে যে ব্রহ্মতত্ত্ব

উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মই পরম অক্ষর, পরম গতি—তাহা সেই পরম পুরুষের ধাম (গীতা ৮।২১)।

এই কারণ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে,এস্থলে 'অক্ষর'শব্দের অর্থ পরমাত্মা। মধুসূদনও বলেন যে, ইহা অদ্বয় নিরুপাধিক ব্রহ্ম, সোপাধিক ব্রহ্ম নহেন। এই নিরুপাধিক ব্রহ্ম—বা সর্ব্ব উপাধিশূন্য ব্রহ্ম সকলের প্রশাস্তা, অব্যাকৃত আকাশান্ত সমস্ত প্রপঞ্চের ধারয়িতা, এই শরীর-ইন্দ্রিয় সংঘাতের বিজ্ঞাতা—নিরুপাধিক চৈতন্য। তিনিই পরম স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ সমস্ত লিঙ্গের ও জড়বর্গের ধারক ও প্রকাশক। স্বামী বলেন এই অক্ষর জগতের মূল কারণ। জীবকেও অক্ষর বলে, কিন্তু জীব পরম অক্ষর নহে। হনুমান বলেন, "যিনি অক্ষর পরমাত্মরূপ তিনিই ব্রহ্ম। বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়-মতেও সদা এক-রসরূপ পরম পুরুষোত্তমই বৃহৎ বা ব্যাপক হেতু ব্রহ্ম।

কিন্তু রামানুজ ও বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম—ক্ষেত্রজ্ঞ-সমষ্টিরূপ। কেননা শ্রুতিতে আছে, 'অব্যক্তম্ অক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে' ইতি। বলদেব বলেন, যাহা পরম অর্থাৎ দেহাদিবিবিক্ত জীবাত্মচৈতন্য—যাহার ক্ষরণ হয় না, তাহাই ব্রহ্ম। রামানুজ ও বলদেবের মতে ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ প্রতি জীবে জীবাত্মা। শ্রুতিতে আত্মা ও ব্রহ্ম অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য ইঁহারা ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা বলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, কেহ বা তাঁহার আভা বলেন। যাহা হউক, এ সকল অর্থ আদৌ সঙ্গত নহে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির উক্ত ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য।

পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন, "কিং তৎ ব্রহ্ম"। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ", তাহা হইতেই অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন। এই "তদ্ ব্রহ্ম"—শ্রুতিমতে নিরুপাধিক নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মই

'তৎ'-শব্দ-বাচ্য। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন, "ওঁ তৎসৎ ইতি ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ" (১৭।২৩)। এই ব্রহ্মতত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। এই নির্গুণ নিরুপাধিক 'পরম ব্রহ্ম'ই অক্ষর। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত হইবে।

এই 'অক্ষর' সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ অনেক আছে। যথা,—

(১) 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি।' (বৃ, আ, ৩৮, ৯,)।

(২) 'এতস্মিন্ন্ খল্বক্ষরে...আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।' (বৃ,আ,৩।১১)

(৩) 'তদক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।' (কঠ ৩।২)

(৪) 'তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্।' (শ্বেত ৪।১৮)।

(৫) 'পরা দয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।' (মুণ্ডক ১।১৫)।

(৬) 'তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।' (মুণ্ডক ১।১।৭)।

(৭) 'তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম।' (মুণ্ডক ২।২।২) ইত্যাদি।

গীতাতেও 'অক্ষর ব্রহ্ম' ইহা অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে—গীতা ৮।৩, ৮।১১, ৮।২১, ১১।১৮, ১১।৩৭, ১২।১, ১২।৩, ১৫।১৬, ১৫।১৮ দ্রষ্টব্য।

স্বভাব অধ্যাত্ম—প্রতিদেহে সেই পরব্রহ্মের প্রত্যগাত্মভাবে স্থিতিকে স্বভাব বলে। ইহাই স্বভাব অধ্যাত্ম। আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে অধিকার করিয়া প্রত্যগাত্মা-রূপে প্রবৃত্ত পরমার্থ ব্রহ্মাবসান বস্তু স্বভাব অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় (শঙ্কর)। স্বকীয় ভাবই স্বভাব, তাহা শ্রোত্রাদি-করণসমূহ। তাহা দেহে 'অহম্'-প্রত্যয়-বিষয় হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। পরব্রহ্মই দেহাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যগাত্মভাব অনুভব করেন। শ্রুতিতে আছে,—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ ইতি।" (গিরি)। প্রতিদেহে ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মভাবই স্বভাব। আত্মাকে বা দেহকে অধিকারপূর্ব্বক প্রত্যগাত্মরূপে প্রবৃত্ত যাহা, তাহাই অধ্যাত্ম (হনু)। পরম অক্ষরে (ক্ষেত্রজ্ঞ-সমষ্টিরূপে) প্রকৃতি-বিনির্ম্মুক্ত আত্মস্বরূপই স্বভাব। অনাত্মভূত প্রকৃতি আত্মাকে সূক্ষ্মভূতরূপে ও

বাসনাদিরূপে সম্বদ্ধ করে (রামানুজ)। ব্রহ্মের স্বীয় অংশভূত জীবরূপে উৎপত্তিই স্বভাব। তাহা আত্মাকে বা দেহকে অধিকারপূর্ব্বক ভোক্তৃরূপে অবস্থিত, এজন্য তাহাকে অধ্যাত্ম বলে (স্বামী)। অক্ষর ব্রহ্মের স্বভাব (স্বো ভাবঃ-স্বরূপম্) প্রত্যক্‌চৈতন্য। স্বভাব এস্থলে স্বস্য ভাবঃ অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাব নহে। ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ। ইহাই আত্মাকে বা দেহকে অধিকারপূর্ব্বক ভোক্তৃত্বাদিরূপে বর্ত্তমান। এজন্য ইহাকে অধ্যাত্ম বলে। ইহা করণসমূহ নহে (মধু)। জীবাত্মার সম্বন্ধীয় যে ভাব (ভূতসূক্ষ্ম ও বাসনা-লক্ষণ পদার্থ—যাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় পঠিত হইয়াছে) তাহা আত্মাতে সম্বদ্ধ বলিয়া, তাহাকে অধ্যাত্ম বলে (বলদেব)। স্বভাব —অর্থাৎ ভগবানের নিজের দাস্যাদি সেবা সিদ্ধির জন্য জীবরূপে উৎপত্তি। আত্মা বা সেবাযোগ্য দেহ অধিকারপূর্ব্বক তাহার অনুভবে বর্ত্তমান জীবভাবই অধ্যাত্ম (বল্লভ)।

এই সকল ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, এস্থলে আত্মা অর্থে দেহ। সেই দেহকে অধিকার করিয়া যাহা বর্ত্তমান, তাহাই অধ্যাত্ম। সেই অধ্যাত্ম কি? তাহা স্বভাব। ইহা কাহার স্বভাব? অবশ্য ইহা ব্রহ্মের স্বভাব। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতে এই ব্রহ্ম নিরুপাধিক অক্ষর ব্রহ্ম। রামানুজ প্রভৃতির মতে ইহা জীবাত্মা। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ জীব ব্রহ্মে অভেদবাদী। আর সেই ব্রহ্মই একমাত্র পরম অদ্বৈত-তত্ত্ব।

যাহা হউক, এস্থলে আত্মা অর্থে দেহ না বুঝিয়া, আমরা যাহাকে সাধারণতঃ 'আত্মা, (Self) বুঝি, তাহা গ্রহণ করিলে সঙ্গত অর্থ হয়। সেই আত্মাকে (Selfকে) অধিকরণ করিয়াই, অর্থাৎ তাহারই উপরে, স্ব-ভাব বা 'আমি আমার' এই ভাব প্রতিষ্ঠিত। আমি আমার— এ ভাব প্রকৃতির রজোগুণ অহঙ্কার হইতে জাত সত্য, কিন্তু ইহা আত্মার উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রতি জীবে এই যে আত্মপ্রত্যয়—এই যে 'আমি আছি'— এই অস্তিত্ব বোধ, এই যে "স্বো ভাবঃ" তাহা পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরই স্বভাব

বা স্বরূপ। ইহা প্রতি জীবের আত্মভাব—তাহার ব্যষ্টি চৈতন্য। এই স্বভাব অধ্যাত্ম হইতে প্রতি জীবে জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাদির অধ্যাস হয়। প্রতি অন্তঃ-করণে আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি জ্ঞাতা—এই যে ভাব, তাহাই অধ্যাত্ম। এই ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল বিজ্ঞানপ্রবাহ-মধ্যে যে নিত্য 'আমি'-ভাব, তাহাই অধ্যাত্ম। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে একস্থলে বলিয়াছেন—

"অস্মিন্ হি সবিকারশুদ্ধে দেহে নামরূপব্যাকরণায় প্রবিষ্টং 'সৎ'-আখ্যং ব্রহ্ম জীবেনাত্মনেত্যুক্তম্।"

অতএব গীতা অনুসারে পরব্রহ্মই প্রতিদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে "আমি" এইরূপ আত্মভাব অনুভব করেন, অথবা অনুভব করান। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী, শ্রুতিতে আছে—

"স ইদং সর্ব্বমসৃজৎ...তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" (তৈত্তিরীয় ২।৬।১)।

"যথায়ম্ অধ্যাত্মং শরীরঃ···পুরুষঃ। বৃহদারণ্যক (২।৫।১, ২।১৩।১)।

"সোঽয়ং দেবতা ঐক্ষত অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" (ছান্দোগ্য—৬।৩।২-৩)।

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (কঠ—৫।৯।১০)। (শ্বেতাশ্বতর, ৬।১১)।

গীতাতেও অন্যত্র আছে—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" (১০।২০)।

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" (১৩।২)।

"ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি···।" (১৩।৩৩)।

অদ্বৈতমতে এক অদ্বিতীয় চৈতন্য জীবচিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র (প্রতিবিম্ববাদ)। দ্বৈতমতে জীবচৈতন্য—অনুচৈতন্য। তাহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরচৈতন্য হইতে অভিব্যক্ত (বিম্ববাদ)।

যে বাদই গ্রাহ্য হউক, বিজ্ঞানঘন ব্রহ্মে যে জ্ঞাতৃভাবের (আত্ম-

ভাবের) অভিব্যক্তি, তাহাই 'স্ব'-ভাব ও জীবচৈতন্যে এই অধ্যাত্মভাব বা 'স্ব'-ভাব বিকাশিত হয়, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায়।

যে হ'তে···কর্ম্ম তারে কহে—ভূতগণের ভাব বা ভূতবস্তুর উৎপত্তিকর যেই বিসর্জ্জন—অর্থাৎ দেবতা উদ্দেশে চরু পুরোডাশাদি দ্রব্য পরিত্যাগ বা আহুতি,—অর্থাৎ যাহা এই বিসর্গলক্ষণ যজ্ঞ, তাহাই কর্ম্ম। কেননা এই "ত্যাগ" হইতে বৃষ্টি আদি ক্রমে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় ভূতভাবের উদ্ভব হয়। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞ-কর্ম্মকেই এস্থলে কর্ম্ম বলা হইয়াছে (শঙ্কর, গিরি)। শাস্ত্রবিহিত যাগদান (হোমাত্মক) কার্য্যে যে দেবতা উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ—তাহাই কর্ম্ম। ইহা সর্ব্ব কর্ম্মের উপলক্ষণ। ইহা দ্বারা জরায়ুজাদি জীবগণের উৎপত্তি ও উদ্ভব হয় (মধু, স্বামী)। মনুষ্যাদি ভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ বা পঞ্চাহুতিরূপ ত্যাগ—সেই শ্রুতিসিদ্ধ যোষিৎ-সম্বন্ধজ কর্ম্ম-বিশেষই কর্ম্ম (রামানুজ)। পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মার যে সূক্ষ্মভূত ভাব, তাহাদের স্থূলভূত-সংপৃক্ত মনুষ্যাদিরূপ ভাবের উৎপাদক যে বিসর্গ, তাহা কর্ম্ম। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মফলে স্বর্গে গতি হইলে, সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইবার পর পৃথিবীলোকে যে মনুষ্যাদি দেহ লাভ হেতু বিসৃষ্টি, তাহাই কর্ম্ম। ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় তাহা বিবৃত হইয়াছে (বলদেব)। প্রাণিভাবের উৎপত্তিকর যে যাগ বা দেবতা উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, তাহাই কর্ম্ম (মধু)। জীবভাবের প্রকট-কারক যে ভগবদর্থ দ্রব্যাদি বিনিয়োগ বা সেবা, তাহাই কর্ম্ম (বল্লভ)। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ হইতে ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে আছে :—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥" (মৈত্রায়ণী—৬৷৩)।

সেই আহুতি হইতে সোম, সোম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে পুরুষ (জীব) উৎপন্ন হয়। (বৃহদারণ্যক ৬৷২৷২-১৪ ও ছান্দোগ্য ৫৷৪-৮ দ্রষ্টব্য)।

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উল্লেখ আছে। "পঞ্চম্যাহুতাবাপঃ পুরুষ বর্চসা ভবন্তি।" দেবতাদের—আদিত্য, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, স্ত্রী এই পাঁচ অগ্নিতে ক্রমান্বয়ে—শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ এই পাঁচ আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই পাঁচ আহুতি-ক্রমেই জীবের উৎপত্তি হয় (রামানুজ, বলদেব)। অতএব এই পঞ্চ আহুতি দানিই জীবভাবের উদ্ভবকর কর্ম্ম। বৃহদারণ্যকেও আছে—তস্যা আহুতেঃ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি (৬।২।১৪)। এই তত্ত্ব পরে ১৪।৩-৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

এই বিশেষ বৈদিক যজ্ঞ ব্যতীত সকল বৈদিক কর্ম্মকেই এস্থলে কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কেননা, ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক কর্ম্ম করিলে যে পুণ্য বা শুভাদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চিত হয়, তাহা দ্বারাই মানুষের অভ্যুদয় হয়। তাহা দ্বারা ভূত-সাধারণের উন্নতি হয়, তাহাও বলা যাইতে পারে। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে—

"তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষঃ বঃ পন্থা সুকৃতস্য লোকে॥"

(মুণ্ডক—১।২।১)।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি…………এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি।"

(ঈশ উপঃ—২)

এই বৈদিক যজ্ঞ বা কর্ম্ম সকামভাবে—নিজের সুখ বা স্বর্গাদি ফললাভ জন্য আচরণ করিলে, তাহা নিন্দনীয়। গীতার "বেদবাদরতাঃ পার্থ…"প্রভৃতি (২।৪২-৪৪) শ্লোক দ্রষ্টব্য। গীতাতে কেবল নিষ্কামভাবে জগচ্চক্র প্রবর্ত্তন জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান আছে (গীতা ৩।৯-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রুতিতেও আছে—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা মৃত্যুং তে পুনরাপিযন্তি ॥"
(মুণ্ডক, ১।২।৭)।

অর্থাৎ "এই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ-ভেলাসমূহ যাহাকে অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"

অতএব এই যজ্ঞ দ্বারা যাজক নিজের সম্বন্ধে যে ফল লাভ করেন, তাহা শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এই যজ্ঞ পরার্থে কর্ত্তব্য, এবং সেজন্য গৃহীর পক্ষে কখন ত্যাজ্য নহে। কেননা, তাহা দ্বারা দেবগণ ভাবিত হন; এবং এই যজ্ঞ দ্বারা ভাবিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নিতে যে পঞ্চ যজ্ঞ করেন, তাহা দ্বারাই ভূতগণের উৎপত্তি হয়।

এই শ্লোকে 'উদ্ভব' অর্থে যদি উৎপত্তি বা জন্ম বলা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অর্থই সঙ্গত। কিন্তু কর্ম্ম মাত্রেই এক অর্থে জীবভাবের উৎপত্তিকর। কর্ম্ম জীবভাবের উৎপত্তি করে বলিয়া, ইহাতে বন্ধন হয়। এই কর্ম্ম আমাদের নিজকৃত কর্ম্ম। তাহাই সঞ্চিত হয়, এবং তাহারই বিপাকে জাতি (জন্ম) আয়ু ও ভোগ হয়। (পাতঞ্জল যোগসূত্র, ২।১৩)। কিন্তু এ স্থলে কর্ম্ম এ অর্থে উক্ত হয় নাই। এই কর্ম্ম বিসর্গ বা ত্যাগাত্মক নহে। আর উদ্ভব অর্থেও কেবল উৎপত্তি বা জন্ম নহে। উদ্ভব অর্থে উন্নতিও হয়। যে কর্ম্ম দ্বারা 'অভ্যুদয়' বা ক্রমোন্নতি হয়, তাহাকে বৈশেষিক দর্শনে 'ধর্ম্ম' বলা হইয়াছে (বৈশেষিক দর্শন ১।২ সূত্র)। সুতরাং যাহা ভূতভাবের বা জীবভাবের উৎপত্তি ও উন্নতিকর ত্যাগাত্মক কর্ম্ম, তাহাই কর্ম্মের প্রকৃত সংজ্ঞা। গীতায় তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে, বলা যায়।

অত এব এস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, এই শ্লোকে কর্ম্মের অর্থ

এ প্রকার সংকীর্ণ করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম অর্থে যজ্ঞ বা বৈদিক কর্ম্ম না ধরিয়া জীবভাবোদ্ভবকর ত্যাগাত্মক সর্ব্ব কর্ম্ম ধরা উচিত। যে কিছু 'কর্ম্মসংজ্ঞা'র অন্তর্গত (কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ), সকলই এই সাধারণ লক্ষণার অন্তর্গত করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহা দ্বারা জীব-সাধারণের উন্নতি হয়, তাহাই কর্ম্ম। যাহা দ্বারা জীব সকলের ক্ষতি বা অবনতি হয়, সে সকল বিকর্ম্ম। কর্ম্ম, ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। মানুষ সুখকর বিষয় গ্রহণ করিতে ও দুঃখকর বিষয় ত্যাগ করিতে কর্ম্ম করে। মানুষ কেবল নিজ সুখের জন্য ও দুঃখ পরিহার জন্য যে কর্ম্ম করে—তাহা অবরকর্ম্ম, তাহাতে বন্ধন হয়। অতএব মানুষ স্বার্থচালিত হইয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কর্ম্ম করে, তাহা হেয় কর্ম্ম। তাহা প্রকৃত কর্ম্ম-সংজ্ঞার অন্তর্গত নহে। নিঃস্বার্থভাবে, পরহিতার্থ, লোকসংগ্রহার্থ বা ঈশ্বরার্থ যে কর্ম্ম করা যায়—তাহাই কর্ম্ম। সে কর্ম্ম ত্যাগাত্মক। তাহাতে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এইজন্য এই কর্ম্মকে 'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ' বলা হইয়াছে। এই ত্যাগ দ্বারাই সাধারণ ভাবে জীবের উন্নতি হয়। স্বার্থ-দমন জন্য তপস্যা, দান,—জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তন জন্য যজ্ঞ, অন্নের উৎপাদন জন্য যজ্ঞ, পঞ্চঋণ শোধ জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ, জীবদিগকে অন্নাদি দান করা রূপ যজ্ঞ, অন্যকে সৎপথে রাখিবার জন্য তাহাকে ধর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশ দান কর্ম্ম—এ সকলই নিষ্কাম (অর্থাৎ নিজ স্বার্থহীন) কর্ম্ম। ইহাতে জীবের উন্নতি হয়। অতএব ইহাই কর্ম্ম। গীতায় বার বার, নানারূপে এই নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ আছে। ভগবান্ পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে (১৬।১৭ শ্লোকে) কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য বলিয়া 'কর্ম্ম' কাহাকে বলে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে সেই কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে সেই কর্ম্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

অতএব কর্ম্ম অর্থে কেবল যজ্ঞ নহে। যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত (গীতা,

৩।১৪) যজ্ঞ বিশেষ কর্ম্ম—ইহা সাধারণ কর্ম্মের অন্তর্গত। বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত অন্য কর্ম্ম আছে। নিষ্কামভাবে বা তপস্যা ভাবিয়া (মনু) স্বধর্ম্ম আচরণও ভূতভাবের উদ্ভবকর বা জীবোন্নতিকর। সে সব ত্যাগ করিয়া কেবল যজ্ঞকেই কর্ম্ম বলিলে চলে না।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪,১৫ শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম হইতে কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, আর কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উদ্ভব হইয়াছে। গীতায় অন্যত্রও এ কথা আছে। যথা—"কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্" (৪।৩২)।

শ্রুতিতেও আছে—

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।" (তৈত্তিরীয়, ২।৫।১)

অর্থাৎ বিজ্ঞান—বা বিজ্ঞানময় আত্মা যজ্ঞ করে, কর্ম্মও করে। এস্থলে যজ্ঞ ও কর্ম্ম পৃথক্। অতএব যজ্ঞ বিশেষ কর্ম্ম মাত্র। যাহা কিছু কর্ম্মসংজ্ঞার অন্তর্গত, তাহা যজ্ঞ হইতে পারে না। স্বামী মধুসূদনও বলিয়াছেন, যজ্ঞ এস্থলে সকল কর্ম্মের উপলক্ষ মাত্র। "সর্ব্বকর্ম্মণা-মুপলক্ষণমেতৎ"।

এ স্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তবে এ স্থলে অর্জ্জুন কেন প্রশ্ন করিলেন—'কর্ম্ম কি?' ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে (৭।২৯ শ্লোকে) বলিয়াছেন, যে মুমুক্ষু হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক সাধনা করে, সে 'অখিল কর্ম্ম' জানিতে পারে। অতএব অর্জ্জুনের এ প্রশ্নের অর্থ সেই অখিল কর্ম্ম কি? ভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন, যে ভগবান্‌কে আশ্রয়পূর্ব্বক যোগযুক্ত হয়, সে সমগ্র তাঁহাকে জানিতে পারে। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ সেই জ্ঞানই উপদেশ দিয়াছেন। অতএব এই অখিল কর্ম্মতত্ত্ব সেই সমগ্র ঈশ্বরজ্ঞানের অন্তর্গত। ঈশ্বর কর্ম্ম করেন। তাঁহার জন্ম কর্ম্ম দিব্য (৪।৯)। এই কর্ম্মরূপে তিনি অধিষ্ঠিত। এই নিখিল কর্ম্ম-

ভগবানেরই অধিকর্ম্মরূপ। সেই কর্ম্মের সংজ্ঞা কি, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। সেই কর্ম্ম 'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ'। অর্থাৎ যাহা এই কর্ম্ম, তাহা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতভাবের উৎপত্তি ও উন্নতি হয়। ভগবান্ ভূতভাবের উদ্ভব জন্য স্বীয় প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি মহৎ ব্রহ্মরূপ যোনিতে বীজ নিষেক করেন বলিয়া, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহার ভূতভাবের উদ্ভব-কর অন্য কর্ম্মও আছে। সেই কর্ম্ম বিসর্গ। বিসর্গ অর্থে বিশেষ সৃষ্টিও বলা যায়, ত্যাগও বলা যায়।

ব্রহ্মের স্বরূপ বিসর্জ্জন বা প্রচ্যুতিই সৃষ্টি। তাহা হইতেই এ জগতের সৃষ্টি হয়, ভূতভাবের উদ্ভব হয়। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে ইহা বিবৃত হইয়াছে। পরম পুরুষ প্রথমে যজ্ঞে স্বয়ং আপনাকে আহুতি দেন, তাহা হইতে ভূতভাবের উদ্ভব হয়। এই পুরুষ-যজ্ঞে ভগবানের আত্ম-স্বরূপের বিসর্জ্জন হয়। ইহাই সর্ব্বসৃষ্টির মূল। সে প্রচ্যুতি অবশ্য জ্ঞানে অনুমিত হয় মাত্র। ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ হইতে—যে সংকল্প হইতে "স অকাময়ত বহুস্যাম্'রূপ যে এই কামনা হইতে এই যে নামরূপে ব্যাকৃত বহু কল্পনাতে আত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ হেতু আপাত-দৃষ্টিতে বহুভূতময় জগতের সৃষ্টি বা উৎপত্তি ও পরিণতি, তাহাই কর্ম্ম। তাহাই ব্রহ্মের কর্ম্ম-শক্তি—আত্মশক্তি (শ্বেতাশ্বতর, ১।৩ এবং ৬।৮)। তাহা হইতেই ব্রহ্মের এই কর্ম্মরূপ।

শ্রুতিতে আছে—

"তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততেহ পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৬।২)।

ব্রহ্মের এই কর্ম্মশক্তি এই 'বল-ক্রিয়া' হইতেই আমাদের কর্ম্মশক্তি উদ্ভূত। আমাদের প্রকৃতিতে এই কর্ম্মশক্তি নিহিত। আমাদের কর্ম্ম কায়িক বাচিক ও মানসিক। আমরা কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারাই কর্ম্ম করি

না। মানুষ যখন যে চিন্তা করে, যখন যে ভাবনা করে—সেই চিন্তা বা ভাবনাও কর্ম্ম। তাহা দ্বারাই কর্ম্মেন্দ্রিয় চালিত হয় ('বিজ্ঞানং কর্ম্মাণি তনুতে')। আবার সেই চিন্তা বা ভাবনা অদৃষ্টশক্তি বা সংস্কাররূপে পরিণত হয়। প্রত্যেক মানুষের চিন্তা তাহার অন্তরাকাশে অদৃষ্টশক্তিরূপে পরিণত হয়, আর তাহার ছায়া বাহিরে সূক্ষ্মাকাশে প্রতিবিম্বিত হয়। তাহা হইতে সকল জীবের অন্তরে তাহা প্রতিফলিত হয়। অতএব আমার একটি উন্নত সাধু চিন্তা বা ভাব অলক্ষ্যে সকল জীবের অন্তরে কাজ করে—সকলকেই যথাশক্তি উন্নতির পথে লইয়া যায়। এই সাধু চিন্তাও ত্যাগাত্মক। ইহাও ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ বা কর্ম্ম।

অতএব এই কর্ম্ম, আমরা যাহাকে সাধারণতঃ কর্ম্ম বলি, তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এই সাধারণ কর্ম্ম কি তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এই সাধারণ কর্ম্ম ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। সে কর্ম্ম প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) নিজের জন্য কর্ম্ম, (২) পরের জন্য কর্ম্ম। নিজের জন্য কর্ম্ম—বা স্বার্থ কর্ম্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার,—(১) কেবল শরীর রক্ষার জন্য. (২) ইহকালে আত্মসুখবৃদ্ধি ও দুঃখহ্রাস জন্য, আর (৩) পরকালের সুখবৃদ্ধি জন্য কর্ম্ম। পরার্থ কর্ম্মকেও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা, (১) বংশরক্ষার্থ কর্ম্ম, (২) সমাজ ও সম্প্রদায়-রক্ষার্থ কর্ম্ম, (৩) সাধারণ মানুষের হিতার্থ কর্ম্ম, (৪) আর জীবসাধারণের হিতার্থ কর্ম্ম। ইহার মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার মূল উদ্দেশ্য নিজের উন্নতি—তাহাতে নিজের ভূতভাব বৃদ্ধি হইতে পারে। আর যে কর্ম্ম পরার্থে করা যায়—তাহাতে ভূতসাধারণের ভূতভাবের বৃদ্ধি হয় বা উন্নতি হয়। অতএব এক অর্থে আমাদের সকল শ্রেণীর কর্ম্মই ভূতভাব-বৃদ্ধিকর। সামান্যভাবে এরূপও বলা যায়।

মাত্রাস্পর্শ বা বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, এবং তাহা হইতে বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, পরে সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেই সুখকর বিষয় লাভ জন্য ও দুঃখকর বিষয় ত্যাগ জন্য তৃষ্ণা বা কামনাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সেই কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টশক্তি উৎপন্ন হয় এবং সেই অদৃষ্টবশেই জীব জন্ম লাভ করে। অতএব কর্ম্ম মাত্রেই জীবের উৎপত্তিকর বা জন্মকারণ; ইহার মধ্যে ধর্ম্ম বা পুণ্য কর্ম্ম তাহার উন্নতির কারণ। এই ভূতভাব, প্রপঞ্চভাব বা সংসার-প্রবাহ হইতে উদ্ধারের উপায়—কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্ম-ফলন্যাস ও পরার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম। এ সকল কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কর্ম্ম যে ভূতভাবের উৎপত্তিকর, তাহা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। যাহাহউক কর্ম্মকে বিসর্গ বলা হয় কেন, তাহাও আমরা অন্যরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উচ্চতর (সত্ত্ব) শক্তি (higher potential) নিম্নতর (তমঃ) শক্তিতে (lower pontential এ) পরিণত হয়। এবং এইরূপে যে পরিমাণে শক্তির অপচয় হয়—তাহাই কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। অতএব শক্তি নিত্য হইলেও, তাহার নিম্ন পরিণাম না হইলে কর্ম্ম হয় না।

বাহ্যজগতের কর্ম্ম-চক্র চিন্তা করিলেও এ তত্ত্ব বুঝা যায়। আদিত্য-শক্তি (তাপ) জলাশয়ের জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত করিলে, তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই জীবের উৎপত্তি হয় ও জীবশরীর রক্ষা হয়। (পূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ক্রিয়ায় 'আদিত্য' প্রভৃতি দেবতাদের শক্তি-ক্ষয় হয়। জীবও কর্ম্মকরিলে, তাহার শক্তি-ক্ষয় হয়—সে শক্তি অন্ন হইতে জীব গ্রহণ করে। এইরূপে যেখানে কর্ম্ম দেখিতে পাই—সেইখানেই

'বিসর্গ' বা শক্তির নিম্ন পরিণাম দেখিতে পাই। আর সেই কর্ম্ম হইতেই জীবভাবের উৎপত্তি ও পুষ্টি হয়।

অতএব যাহাকে কর্ম্ম-সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহাই যে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ—তাহা এইরূপে বুঝা যায়। যে যে ভাবে এই কথা বুঝা যাইতে পারে, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু এস্থলে যাহা বিশেষ অর্থ ও যাহা এস্থলে গ্রাহ্য, তাহা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বৃদ্ধি হয়—(মূলে আছে 'উদ্ভবকর') উৎপত্তিকর, যাহাতে ভূতের উৎপত্তি হয় (শঙ্কর, স্বামী)। যাহাতে ভূতভাবের বৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতি হয় (মধু)। মধুসূদন আরও বলেন যে, ভূতভাবের উদ্ভব অর্থে—ভূতের ভাব বা উৎপত্তি ও তাহার উদ্ভব বা বৃদ্ধি এরূপ বলা যাইতে পারে।

কর্ম্ম কহে—(মূলে আছে 'কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ') কর্ম্ম-সংজ্ঞা-যুক্ত। কর্ম্মের লক্ষণ। যাহা কর্ম্ম, তাহার বিশেষ লক্ষণ (definition) এই।

রামানুজ বলেন, মুমুক্ষুর জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, আর ঐশ্বর্য্যার্থীর জ্ঞাতব্য অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এ অর্থ সঙ্গত নহে।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪

অধিভূত হয় যাহা—তাহা 'ক্ষর' ভাব;
পুরুষই—অধিদেবতা; এই দেহে আর
'অধিযজ্ঞ' হই আমি—হে দেহি-প্রবর॥ ৪

(৪) অধিভূত—প্রাণিজাত সমুদায় অধিকার করিয়া যাহা

নহে (শঙ্কর)। যে কিছু জন্ম বস্তু (শঙ্কর, মধু)। আকাশাদি ভূতে বর্ত্তমান, তাহার পরিণাম-বিশেষ ক্ষরস্বভাব বিলক্ষণ শব্দস্পর্শাদি—অধিভূত (রামানুজ)। প্রতিক্ষণ-পরিণামী স্থূল দেহাদি পদার্থ (বলদেব)। যাহা কার্য্যমাত্র সংগৃহীত (গিরি)। প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া যে দেহাদি পদার্থ নহে—তাহা অধিভূত (স্বামী)। প্রত্যেক প্রাণিদেহের আলম্বন-স্বরূপ, জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন যে চৈতন্যাংশ (শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি)।

ইহার মধ্যে কোন্ অর্থ অধিক সঙ্গত, তাহা দেখিতে হইবে, এবং সেজন্য প্রথমে দেখিতে হইবে যে, গীতায় ভূত শব্দ কোন্ অর্থে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতার ২।২৮, ২।৩৪, ২।৬৯, ৩।১৪, ৩।৩৩, ৪।৬, ৪।৩৫, ৭।১১, ৮।২০, ৮।২২, ৯।৫, ৯।২৫, ১০।৫, ১০।২০, ১০।২২, ১১।২, ১৩।১৫, ১৩।১৬, ১৩।২৭, ১৩।৩০, ১৪।৩, ১৫।১৩, ১৫।১৬, ১৮।২১ ১৮।৪৬, ১৮।৫৪ শ্লোকে 'ভূত' শব্দের উল্লেখ আছে। তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই ভূত অর্থে প্রাণী—জীব। গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য —

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।"

অতএব যাহা ভূত, তাহা জীব। এই ভূতভাব ক্ষর—বিনাশশীল—ইহা নিত্য নহে। এই ক্ষর ভূতভাব আশ্রয় করিয়া যিনি বর্ত্তমান, তিনি ক্ষর পুরুষ—তাহা সগুণ ব্রহ্মেরই এক ভাব। গীতার অন্যত্র আছে;—"ভূতানামস্মি চেতনা" (১০।২২)। কৌষিতকী উপনিষদে আছে;—"এতা ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রা।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে;—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (৩।৭, ৪।১৫, ৬।১১)।

অতএব এস্থলে তর্কচূড়ামণির অর্থও সঙ্গত। ভূত অর্থে প্রাণী—বা প্রাণিদেহের আলম্বন-স্বরূপ অণুচৈতন্য। শাস্ত্রমতে, চৈতন্যবিহীন কিছুই

নাই। যাহা জড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহা উদ্ভিদ, তাহাতে চৈতন্য অবিকাশিত—সুপ্ত। যাহাকে পঞ্চভূত বলা যায়, তাহাও জড় নহে। তাহাতেও চৈতন্য নিহিত আছে—ইহা বলা যাইতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে :—

"পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ো আকাশ আত্মা—ইত্যধিভূতম্।" (১৭।১)

যাহা হউক, এই ভূতভাব যাহাতে অবস্থিত, তাহাই অধিভূত। ব্রহ্মই ভূতভাবে—ক্ষরপুরুষভাবে সর্ব্বত্র বা সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। শ্রুতিতে উক্ত "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (কঠ ৫।৯।১০, শ্বেত ৬।১১) "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৭...) এবং গীতোক্ত "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (১৩।১৬) এবং 'সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" (১৩।২৭) "ভূতানামস্মি চেতনা" (১০।২২) শ্লোকে এই তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্ষর ভাব—বিনাশী ভাব (শঙ্কর,মধু)। বিনশ্বর ভাব (স্বামী)। প্রতিক্ষণ পরিণামী ভাব (বলদেব)। "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি" (গীতা ১৫।১৬)।

শ্রুতিতে আছে—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশ।

(শ্বেতাশ্বতর ১।৮)

"ক্ষরন্তু বিদ্যা" (শ্বেতাশ্বতর ৫।১)।

অর্থাৎ অবিদ্যাই ক্ষর বা ক্ষণপরিণামী ; এই অবিদ্যা হইতেই বহুজীব-ভাব প্রতীয়মান হয়।

পুরুষ—সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিরাট্‌পুরুষ (স্বামী) বা হিরণ্যগর্ভ। তিনি সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা (শঙ্কর)। সমষ্টি বিরাট্ পুরুষ (বলদেব)। সমষ্টি লিঙ্গাত্মা, যিনি ব্যষ্টি সমুদায় করণের বা ইন্দ্রিয়াদির অনুগ্রাহক (মধু)। শব্দাদি ভোগ্য বিষয় হইতে বিলক্ষণ

ভোক্তা পুরুষ (রামানুজ)। যাঁহার দ্বারা সমুদায় জগৎ পূর্ণ, অথবা যিনি দেহরূপ পুরে শয়ন করিয়া আছেন, তিনি পুরুষ (শঙ্কর)। সর্ব্বপ্রাণি-করণানুগ্রাহক আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ (হনু)। জীবহৃদয়ে পুরুষরূপ রসাত্মক ভাব, তাহার ক্রীড়াত্মক ভাবকে অধিকার করিয়া থাকে বলিয়া অধিদৈবত (বল্লভ)।

ব্রহ্মই সৃষ্টির প্রথমে পুরুষরূপে অভিব্যক্ত। তিনিই পরম পুরুষ। তাঁহা দ্বারাই সমুদায় পূর্ণ, এই বিরাট জগৎরূপ দেহে তিনি অধিষ্ঠিত। ব্যষ্টিভাবেও তিনি প্রতি দেবতাতে (দ্যুতিমান্ পদার্থে) ও প্রতি দেহে পুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট। শ্রুতিতে আছে, "তেন (আত্মনা) এষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যোগিগণ ব্রহ্মকে সূর্য্য- মণ্ডলাধিষ্ঠিত হিরণ্যগর্ভ বা হিরণ্ময় পুরুষ বিষ্ণু বা নারায়ণ-রূপে অনুধ্যান করেন বা ধারণা করেন। *

* আধুনিক অধ্যাত্মযোগী সুইডেনবর্গ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"God is the creator and sustainer of man—is the first of facts. It is displayed in the spiritual world, in the appearance of God as the Sun. The Divine love is felt as heat—the Divine wisdom is seen as light. But the Sun is not the Lord Himself. He only appears to the angels as such.

*　　*　　*　　*

Though God, in as much as he is infinite, transcends finite apprehension, he conjoins himself with humanity through finite appearances. He is seen by the angels as the Sun of Heaven, the source of their heat and light. Ever apparent to their eyes as a Sun, yet when they think internally they do not think of God otherwise than in themselves.

*　　*　　*　　*

From God is produced the Spiritual Sun, from Spiritual Sun—the Spiritual world—the suns of nature and all planets. * * There

শ্রুতিতে আছে :—

"য এবৈষ আদিত্যে পুরুষঃ।" (কৌষিতকী ৪।৩)।

"য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে।"

(ছান্দোগ্য, ১।৬।৬,৪।১১।১)।

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্য আদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়তি···।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।৯)।

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়তে স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। * * এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে।" (প্রশ্নোপনিষদ্ ৫।৫)।

এই পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম। সৃষ্টিসংকল্পে তিনি প্রথম পুরুষ রূপে অভিব্যক্ত। শ্রুতিতে আছে :—

"স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।

সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ।" (ঐতরেয় ১।৩)।

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।" (বৃহদারণ্যক ১।৪।১)।

স্মৃতিতেও আছে :—

"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।

আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥"

এই আদিপুরুষ কিরূপে পুরুষযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিলে তাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে (১০।৯০) বিবৃত হইয়াছে।

---

is aura about the Lord which is the Spiritual Sun. * * Life comes from the Spiritual Sun."

Vide Life and writings of Swedenborg.—by W. White,

অতএব কেন ব্যাখ্যাকারগণ সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত হিরণ্যগর্ভকে এ স্থলে অধিদৈবত পুরুষ বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যাইবে।

যাহা হউক, এই পুরুষ —বা ব্রহ্মের পুরুষরূপ ভাব কেবল সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভরূপ পুরুষ নহে। ইন্দ্র, অগ্নি, দ্যৌ পৃথ্বী আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতার অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে তিনি অধিষ্ঠিত। দেবতাগণের অন্তর্বর্ত্তী পুরুষ বা অধিদেবতা-রূপে তিনি ধ্যেয়। এজন্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে—যিনি অধিদেবতা, তিনি পুরুষ।

অধিদেবতা—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (স্বামী)। অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-গণকে আশ্রয় করিয়া বা অধিকার করিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রাহক (মধু)। সর্ব্বপ্রাণীর করণ বা ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক (শঙ্কর)। ইন্দ্র প্রজাপতি প্রভৃতি সকল দেবতার উপরে বর্ত্তমান (রামানুজ)।

দেবতার দুই অর্থ:—বাহ্যদেবতা—সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি, আর আন্তর দেবতা—প্রাণ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। প্রাণ মন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে অধিদৈবত বলে। আধ্যাত্মিক অর্থে প্রাণ মন প্রভৃতিই অধিদৈবত।

শ্রুতি অনুসারে সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি দেবতা ব্রহ্মশক্তি প্রাণেরই অভিব্যক্তি,ইহারা আধিদৈবিক। "আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ…" (প্রশ্ন, ৩।৮)শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে। এই আধিদৈবিক সূর্য্যাদি হইতে প্রাণি-দেহে বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা আধ্যাত্মিক। ব্রহ্মের প্রাণশক্তিই প্রতিদেহে দেহাবয়ব ও ইন্দ্রিয়গোলক সৃষ্টি করে ও তাহাতে দেবতাগণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া করে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে (১।৪) বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়াদির এই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব বিবৃত আছে। কোন্ করণের কোন্ অধিদেবতা তাহা পরপৃষ্ঠে উল্লিখিত হইতেছে।

অধিদৈবত			অধ্যাত্ম
অগ্নি	...	...	বাক্
বায়ু	...	...	প্রাণ
সূর্য্য	...	...	চক্ষু
দিক্ (আকাশ)	...	...	কর্ণ
চন্দ্র (তৈজস)	...	...	মন
হৃদয় (হৃদিস্থিত ঈশ্বর)		...	বুদ্ধি

ঐতরেয় উপনিষদে আছে যে, পরমাত্মা প্রথমে লোক সকল সৃষ্টি করিলেন, পরে লোকপালগণকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া পুরুষ উৎপন্ন করিলেন বা পুরুষরূপে অভিব্যক্ত হইলেন। আত্মা সেই পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন, তাহাতে সেই পুরুষের মুখ হইল, মুখ হইতে বাক্য হইল, এবং বাক্য হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। এইরূপে অধ্যাত্ম বুদ্ধি মন প্রভৃতি প্রথম উৎপন্ন হয়, তাহার পর অধিদেবতা সূর্য্য চন্দ্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে। এই উপনিষদে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ।" (ঐতরেয়, ২।৪)। ইত্যাদি স্থলে অধিদৈবত হইতে অধ্যাত্ম বুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি বিবৃত হইয়াছে। যাহাহউক এইরূপে পুরুষ হইতে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া পুরুষকে অধিদৈবত বলা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" (১।২।১)। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"দেবা দীব্যতে দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ * * তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ"। এই আন্তরিক সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির সংগ্রামই শাস্ত্রোক্ত দেবাসুর-যুদ্ধ। ইন্দ্রাদি শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ দেবতা। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ও পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে হয়। শ্রুতিতে আছে—

"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত ইতি অধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতম্, আকাশো ব্রহ্ম

ইতি। উভয়ম্ আদিষ্টং ভবতি—অধ্যাত্মং চ অধিদৈবতং চ” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১৮।১)।

পুরুষ—আদিত্যে, আকাশে অগ্নিতে সকল দেবতাতেই আছেন—অথবা সকল দেবতার অধিদেবতা এই পুরুষরূপ ব্রহ্ম।

শ্রুতিতে আছে,—

আদিত্যে পুরুষ এতং...চন্দ্রে পুরুষ এতং...বিদ্যুতি পুরুষ এতং ...আকাশে পুরুষ এতং,...বায়ৌ পুরুষ এতং...অগ্নৌ পুরুষ এতং...আদর্শে পুরুষ এতং...দিক্ষু পুরুষ এতং...ছায়াময়ঃ পুরুষ এতং...আত্মনি পুরুষ এতং...(বৃহদারণ্যক ২।১।২-১৩)। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১১ হইতে ৪।১৫ ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ৪।৩ হইতে ৪।১৫ দ্রষ্টব্য।)

দেবতারা এই পুরুষের অঙ্গ। “অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ।” (তৈত্তিরীয় ১।৪)। সমস্ত বিশ্বই এই পুরুষ। “পুরুষ এবেদং বিশ্বং” (মুণ্ডকোপনিষদ ২।১।১০)। আমিও এই পুরুষ। “যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্! (মৈত্রায়ণী ৬।৩৫)। “দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ” (গীতা ১৩।২২)।

বেদান্তদর্শনে দেবতা প্রভৃতি সমষ্টি ব্যষ্টি ভাবে ধারণা করিবার উপদেশ আছে। তাহা বুঝিতে হইলে অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমষ্টি বিশ্বব্যাপীশক্তি এবং পদার্থ বিশেষে তাহাদের ব্যষ্টিভাবে বিশেষ বিকাশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। জগতে যে সাধারণ সমষ্টি মানস শক্তি আছে, প্রতি জীবে তাহা হইতে মনের বিশেষ বিকাশ হয় মাত্র। সেইরূপ প্রতি ইন্দ্রিয়কেই সাধারণ সমষ্টি ভাবে ধরিয়া প্রতি প্রাণীতে তাহার বিশেষ বিকাশ বা ব্যষ্টি রূপ গ্রহণ করা যায়। এই সমষ্টি ভাবে বুদ্ধি মন, ইন্দ্রিয়গণ অধিদৈবত, আর ব্যষ্টিভাবে তাহারা অধ্যাত্ম।

এজন্য বলা যায় যে, বুদ্ধি (বিজ্ঞান) পঞ্চ প্রাণ শক্তি, ও দশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ কলা পুরুষে যুক্ত আছে—সেই ষোড়শ কলা সাধারণ ইন্দ্রিয়াদি

শক্তির বিশেষ বিকাশ মাত্র। ইন্দ্রিয়গণের ঐ সমষ্টিই দেবতা। এবং ব্যষ্টি ভাবেও এই ইন্দ্রিয়গণ অধ্যাত্মরূপে দেবতা।

পুরুষরূপে ব্রহ্ম এই সকল দেবতাতে, ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত, অন্তর্যামী নিয়ন্ত রূপে ইহাদের প্রেরক, এজন্য পুরুষ অধিদেবতা।

অধিযজ্ঞ—সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বযজ্ঞের অভিমানী দেবতা—বিষ্ণু (শঙ্কর, মধু)। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।" জীব দেহেই যজ্ঞের অবস্থান। যজ্ঞই দেহ নির্ব্বর্ত্ত্যত্ব হেতু দেহসমবায়ী ও দেহের অধিকরণ (শঙ্কর, মধু)। প্রাণাগ্নিহোত্রাদি যে শারীর যজ্ঞ, তাহার অধিষ্ঠাতা।

দেহে অন্তর্যামি-রূপে অধিষ্ঠাতা ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও যজ্ঞ ফল-দাতা (স্বামী)। এই কর্ম্মময় শরীরে সর্ব্বযজ্ঞ অভিমানী দেবতা বিষ্ণু (হনু)। যজ্ঞাদি কর্ম্মাত্মক ও তাহার প্রবর্ত্তকই অধিযজ্ঞ (বল্লভ)।

শ্রুতিতে আছেঃ—

"পুরুষো বাব যজ্ঞঃ"। (ছান্দোগ্য ৩.১৬।১)

"ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞঃ।" (বৃহদারণ্যক, ১।৫।১৭)

গীতায় আছে—

"সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"। (৩.১৫)

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ।" (৯।১৬)।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জীবদেহে যে কেবল জীবাত্মা অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন, তাহা নহে। জীবদেহে পরমেশ্বরও অন্তর্য্যামী দ্রষ্টা, নিয়ন্তা ও কর্ম্ম ফলদাতা রূপে অবস্থান করেন। কর্ম্ম মাত্রেই তাহার ফল উৎপাদন করে সত্য। জগতে যে কর্ম্মচক্র বা নিয়ম চক্র (Law) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও নিত্য—ইহাও সত্য। কিন্তু এই কর্ম্ম শক্তির অন্তরালে এক জন চৈতন্যময় নিয়ন্তা না থাকিলে, এই কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত না। ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। অদৃষ্ট শক্তি বা বাসনা বীজ—নিয়ন্তা ঈশ্বর ব্যতীত কার্য্যকরী হয় না। পরে গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ১৮।৬২

শ্রুতিতে আছেঃ—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"
(ঋক্ ১।১৬৪।২১; মুণ্ডক ৩।১।১; শ্বেতাশ্বতর ৪।৭)।

অতএব ভগবান্ প্রতি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামী নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করেন। জীবদেহে যে ক্রিয়া প্রাণশক্তি দ্বারা নিয়ত প্রবর্ত্তিত হয়, এবং জীব ইন্দ্রিয়াদি করণের সহায়ে যে যে কর্ম্ম করে, তাহা এক অর্থে যজ্ঞ। ভগবান্ সেই যজ্ঞের নিয়ন্তা বা প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া তিনিই প্রতিদেহে অধিযজ্ঞ।

এই অধিযজ্ঞ কি—তাহা বুঝিতে হইলে আরও অনেক কথা বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই দেহে অধিযজ্ঞ কে, ও কিরূপে এ দেহে বাস করে?" এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় স্বামী বলিয়াছেন— এই দেহে যে যজ্ঞ আছে—তাহার অধিষ্ঠাতা কে? এবং এই দেহে যজ্ঞ কিরূপে অধিষ্ঠিত? ইহারই উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন—"এদেহে আমিই অধিযজ্ঞ। স্বামী আরও বলেন যে, যজ্ঞ সকল কর্ম্মের উপলক্ষমাত্র।

অতএব এই তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, প্রথম জানিতে হইবে, দেহে যজ্ঞ কি? ছান্দোগ্য উপনিষদে এই তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬-১৭ খণ্ড দেখিতে হইবে। তাহাতে জানা যায় যে, "পুরুষে যজ্ঞ-দর্শন রূপ মহাতত্ত্ব 'ঘোর' নামক ঋষি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই 'পুরুষ-যজ্ঞ' কি, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ স্থলে বুঝান আছে। উহা হইতে সামান্যতঃ এই বুঝা যায় যে, সর্ব্বপ্রাণী দেহে জীবিত কালে যে ক্রিয়া নিয়ত চলিতে থাকে, যাহা দ্বারা শরীরের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ হয়, সেই ক্রিয়াই যজ্ঞ। সেই ক্রিয়া শক্তিকে শ্রুতিতে 'প্রাণ' বলিয়া অভিহিত। ইহাকে ইংরাজীতে Vital force

বা Life Energy বলা যায়। এই প্রাণই ব্রহ্মশক্তি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এই প্রাণ-শক্তি বিশ্বব্যাপী। আদিত্য, অগ্নি—এই প্রাণ হইতে জাত। এই প্রাণ অক্ষর বা ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত (এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ—ইতি মুণ্ডক ২।১।২)। এই প্রাণই ব্রহ্ম। "প্রাণো ব্রহ্মঃ" (কৌষিতকী—২।১; ছান্দোগ্য—৩।১৮।৪, ৪।১০।৫; বৃহদারণ্যক—৪।১।৩, তৈত্তিরীয়—৩।৩।২ ইত্যাদি)। এই এক প্রাণশক্তিই সর্ব্বভূতে ক্রিয়া নিষ্পাদন করে। ('প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈ র্বিভত্তি"—ইতি মুণ্ডক ৩।৪।৬)। জীব যখন নিদ্রা যায়, তখন এই প্রাণশক্তিই জাগরিত থাকিয়া দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করে—দেহে জীবন রক্ষা করে (প্রশ্ন উপনিষদ্ ৪।৩) প্রাণ উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয়গণই উৎক্রমণ করে, মৃত দেহ পড়িয়া থাকে। (প্রশ্ন উঃ ৬।৪)। (প্রাণোহি ভূতানাম্ আয়ুঃ—ইতি তৈত্তিরীয় ২।৩।১)।

অতএব এ দেহ মধ্যে যে ক্রিয়া বা যজ্ঞ সর্ব্বদা হইতেছে—যাহার দ্বারা দেহের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ হইতেছে—সেই ক্রিয়ার মূল এই প্রাণ-শক্তি। জীব সেই ক্রিয়ার মূল নহে। জীব—বা জীব চৈতন্য সে ক্রিয়া নিয়-মিত করে না। তাহা চৈতন্যযুক্ত জীবের আয়ত্ত নহে। জৈব ক্রিয়া প্রায়ই জীবের অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত হয়। উদ্ভিজ্জাদি জীবে চৈতন্যের অভিব্যক্তি থাকে না। তাহাতে কেবল প্রাণশক্তিই জৈব ক্রিয়া করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছেঃ—"শরীরে প্রাণো যুক্তঃ।" (৮।১২।৩)। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

"এবমস্মিন্ শরীরে*প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিরিন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-সংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিদ্বয়-সংমূর্চ্ছিতাত্মা যুক্তঃ স্বকর্ম্মফলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ।"

প্রাণ এই ক্রিয়া-শক্তির কারণ। প্রাণ-শক্তির দ্বারাই জৈব ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই জৈব ক্রিয়াই দেহান্তর্গত যজ্ঞ। প্রাণেতেই এই ক্রিয়ার অধিষ্ঠান। এই প্রাণই দেহমধ্যে যজ্ঞ।

"প্রাণাঃ বৈ যজ্ঞঃ।" (বৃহদারণ্যক ২।২।৩)। ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত (৮।১২) খণ্ডে পাওয়া যায় যে, নিত্য বিহিত যজ্ঞের তিন অংশের ন্যায়—জীবনযজ্ঞ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জীবনের প্রথম ২৪ বৎসর—প্রাতঃসবন, দ্বিতীয় ৩৬ বৎসর দ্বিতীয় সবন, ও তৃতীয় ৪৮ বৎসর তৃতীয় সবন। এই প্রাণেই জীবগণকে জীবিত রাখে (শ্রুতির ভাষায় বসুগণ আয়ত্ত হয়), জীবগণকে দুঃখ ভোগ করায় (রুদ্রগণ আয়ত্ত হয়), ও জীবগণকে বিষয় গ্রহণ করায় (আদিত্যগণ আয়ত্ত হয়)। এই প্রাণই ইন্দ্রিয়াদি (দেবগণ) বৃত্তি রূপে কার্য্য করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাসনা—এই জীবনযজ্ঞের দীক্ষা, ক্ষুধাদি নিবৃত্তি ইহার 'উপসদ্' (সুখ)। শম, দম, আর্জব, অহিংসা, সত্যবচন—ইহার দক্ষিণা। গর্ভে জন্ম ও গর্ভ হইতে জন্ম—ইহা দ্বারা এই জীবনযজ্ঞের আরম্ভ, আর মরণে এই যজ্ঞের সমাপ্তি।

এইরূপে এই দুই শ্লোকে অধ্যাত্ম অধিদৈবত ও অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ ও অধিকর্ম্ম যে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিতে হয়। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মকেই এই অধ্যাত্মাদি ভাবে ভাবনা করিতে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৮।১-২) আছে—"মনোব্রহ্ম ইতি উপাসীত, ইতি অধ্যাত্মম্, অথ অধিদৈবতম্ আকাশো ব্রহ্ম ইতি উভয়মাবিষ্টম্ ভবতি অধ্যাত্মঞ্চ অধিদৈবতঞ্চ।"

"তদেতৎ চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম,—বাক্‌পাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, শ্রোত্রং পাদ—ইতি অধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতম্, অগ্নিঃ পাদঃ, বায়ু পাদঃ, আদিত্যঃ পাদঃ, দিশঃ পাদঃ ইতি। উভয়মাবিষ্টং ভবতি অধ্যাত্মঞ্চ অধিদৈবতঞ্চ।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধে প্রাণই প্রধান; এজন্য প্রাণকেই অধ্যাত্মরূপে জানিতে হইবে। সেই প্রাণ ব্রহ্ম (১।৫।২১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৭।১৪-১৬) অধ্যাত্ম অধিদৈবত ও অধিভূত এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"য স্তেজসি তিষ্ঠন্……যস্তেজোঽন্তরো যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। ইতি অধিদৈবতম্।"

"অথ অধিভূতম্। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্……যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। ইতি অধিভূতম্।"

"অথ অধ্যাত্মম্। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্……যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণম্ অন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ। ইতি অধ্যাত্মম্।"

অতএব ব্রহ্ম বা আত্মাই অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবত। তিনিই স্ব-ভাবরূপে অধ্যাত্ম, ক্ষরপুরুষ-ভাবে অধিভূত, এবং দিব্য পুরুষ রূপে অধিদৈবত। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই যে অধিযজ্ঞ ও অধিকর্ম্মরূপ তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে পরব্রহ্মকে অক্ষর পরং ভাবে এবং এই অধ্যাত্ম প্রভৃতি সগুণ ভাবে জানিতে হয়। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই এই অধ্যাত্ম অধিদৈবত প্রভৃতি ভাবে মায়া হেতু বিবর্ত্তিত হন। অথবা অজ্ঞান হেতু আমরা যে এই সকল ভাব উপলব্ধি করি —তাহা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। সে সকল ভাব ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নহে। অজ্ঞান দূর হইলে, এই সকল ভাবের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয়। দ্বৈতবাদীর মতে—এই সকল ভাব ব্রহ্মেতেই অধিষ্ঠিত। এ সকল ভাব মিথ্যা বা ভ্রম নহে।

শ্রুতিতে আছে :—"বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥" প্রশ্নোপনিষদ্ ৪।১১

অর্থাৎ "হে সৌম্য, যাঁহাতে বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণ সমূহ, ও ভূতসমূহ দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ—সমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন।"

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

আমাকে স্মরণ করি—অন্তিমে যে জন
করি কলেবর ত্যাগ—করয়ে প্রয়াণ,
মম ভাব লভে সেই—নাহিক সংশয় ॥ ৫

(৫) আমাকে—পরমেশ্বরের বিষ্ণুকে (শঙ্কর), অথবা অন্তর্য্যামী ভগবান্‌কে (স্বামী, শঙ্কর)। বাসুদেবকে সগুণ ঈশ্বরকে বা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে—অক্ষর ব্রহ্ম ও অধ্যাত্ম অধিযজ্ঞাদি ভাবে ব্রহ্মকে (মধু)।

অন্তিমে (অন্তকালে)—মরণকালে (শঙ্কর)। কলেবর ত্যাগ কালে (রামানুজ)। এই দেহ অবসান সময়ে বা অন্তিম জন্মে দেহ অবসান সময়ে—যাহার পর আর পুনরাবর্ত্তন হয় না (বল্লভ)।

প্রয়াণ—অর্চ্চিরাদিমার্গে—উত্তরায়ণ পথে (৮।২৪) প্রয়াণ (স্বামী)।

মম ভাব—বৈষ্ণব তত্ত্ব (শঙ্কর), আমার স্বরূপ (স্বামী), শরীরে 'আমি—আমার' এইরূপ অভিমানের অভাব হেতু পরমেশ্বরের ভাব (গিরি)। বৈষ্ণব পদ (হনু)। নির্গুণ ব্রহ্মভাব (মধু)।

অর্জ্জুন পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে যে নিয়তাত্মা তাহার নিকট প্রয়াণ-কালে তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও? ইহার উত্তর ভগবান্ এই শ্লোক আরব্ধ করিয়াছেন। ভগবান্ যে মদ্ভাব-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, সেই ভাব তাঁহার পরমেশ্বর ভাব অথবা পরম ভাব (৭।২৪,৯।১১) অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন অবিনাশী "অক্ষর ভাব" যাহা পরমগতি ভগবানের পরম ধাম (৮।২০-২১)। এই "মদ্ভাবের" কথা ৪।১০,১৩।১৮ ও ১৪।১৯ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে। এই ভাব প্রাপ্তির উপায় এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী ৬ হইতে ১৫ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছেঃ—

"ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি" (কৌষিতকী ১।৪)।

"যত্রৈবংবিদ্‌ব্রহ্মভবতি।" (ছান্দোগ্য ৪।১৭।৮)।

"তদ্‌ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি" (তৈত্তিরীয় ৩।১০।৪)।

স্বামী ও মধুসূদন বলেন যে, প্রয়াণ কালে যিনি অন্তর্য্যামী রূপ পরমেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম ধ্যান করেন, তিনি পিতৃযান পথে প্রয়াণ করিয়া হিরণ্যগর্ভলোক ভোগ করিয়া পরে ব্রহ্মভাব লাভ করেন। আর যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন, তাঁহার পিতৃযানাদিতে গতি হয় না। কেন না শ্রুতিমতে তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬)। তিনি একেবারেই ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন—"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬)। কেন না, তখন তাঁহার সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। তখন তাঁহার মায়া বন্ধন ঘুচিয়া যায়। সে অবস্থায় তাঁহার আর নিজ অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে না। তাঁহাতে যে 'আমি' ভাব (অধ্যাত্ম) যে চৈতন্য (অধিভূত) যে কর্ম্ম (অধিকর্ম্ম) যে জৈব ক্রিয়া (অধিযজ্ঞ) যে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া (অধিদৈবত) তাহা সমুদায়ই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—ইহা জানিয়া তাঁহার স্মৃতিতে "আমিত্ব" জ্ঞান বা পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব জ্ঞান অর্থাৎ এই অজ্ঞানাবরিত জ্ঞান লোপ হইয়া—জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্ব মাত্র উদ্ভাসিত হয়।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিকর্ম্ম, সাধিভূত সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ আমাকে জানিয়াছেন, তিনিই প্রয়াণ কালে আমাকে জানিতে পারেন। এই অধ্যায়ে প্রথম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই প্রয়াণকালে ব্রহ্মকে জানিবার উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ব্রহ্মের অধ্যাত্মাদি ভাব বুঝান হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, অন্তিম কালে যে ভাব

স্মৃতিতে উদয় হয়, মৃত্যুর পরে জীব সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে কেবল সংস্কার মাত্র অবশেষ থাকে। এই জন্য সপ্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্ব কালেই ঈশ্বর অনুধ্যান করিয়া তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংস্কার অর্জ্জন করিতে হয়। নতুবা সমস্ত জীবন ব্রহ্মধ্যান না করিলে—কেবল মৃত্যুকালে কর্ণে কেহ "হরিনাম" শুনাইলে তাহা দ্বারা ব্রহ্ম স্মরণ হয় না—ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংস্কার উদয় হয় না। কিরূপে অনন্যচেতা হইয়া অভ্যাস যোগে নিত্য সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা করিতে হয়, এবং মৃত্যু কালেই বা তাঁহাকে কিরূপে চিন্তা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—এবং ব্রহ্মকে এরূপে স্মরণ না করিতে পারিলেই বা কিরূপ গতি হয়,—কিরূপে দেবযানে গতি হয়,কিরূপে বা পিতৃযানে গতি হয়—তাহা এই অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬
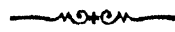
করে অন্তে দেহত্যাগ করিয়া স্মরণ
যে যে ভাব, সে সে ভাব লভে, হে কৌন্তেয়—
সে ভাব সতত তারে ভাবনা কারণ॥ ৬

(৬) ভাব—দেবতা বিশেষ (স্বামী, শঙ্কর, মধু)। পদার্থ (রামানুজ, বলদেব)। শেষ অর্থও সঙ্গত হয়। কেন না পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভরত ঋষি মৃত্যুকালে মৃগশিশুর ভাবনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করায় পরজন্মে তিনি মৃগযোনি লাভ করিয়াছিলেন।

সতত—ভাবনা কারণ—অন্তিম কালে কেবল পরমেশ্বর স্মরণ

করিলেই যে পরমেশ্বর ভাব লাভ হয়—ইহা এক বিশেষ নিয়ম মাত্র। ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, অন্তঃকালে যে ভাব চিত্তে প্রদ্যোতিত হয়, মরণান্তে সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে আছে বটে ;—

তং যথা যথা উপসিতে তদেব ভবতি।"

শ্রুতিতেও আছে,—"যো যো দেবানাং" ইত্যাদি—

বৃহদারণ্যক (১।৪।১০)।

অর্থাৎ দেবতা হউক ঋষি হউক, মনুষ্য হউক যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন্, তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব সিদ্ধ হয়।

কিন্তু মরণসময়ে এই জ্ঞানে অবস্থিত না থাকিলে, ঈশ্বর বা ব্রহ্মের স্মৃতিদ্বারা চিত্ত প্রদ্যোতিত না হইলে, মৃত্যুর পর এই ভাব প্রাপ্তি হয় না।

এ জন্মের ও পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের সংস্কাররাশিদ্বারা পরজন্মাদি নিয়মিত হয়। এই সকল সংস্কার মধ্যে মৃত্যুকালে যে সংস্কারগুলি প্রবল থাকে, তাহাই প্রদ্যোতিত হয়। মৃত্যুর পরে সেই সংস্কারই বিশেষ কার্য্যকারী হয়—অন্য সংস্কারগুলি তখন বীজরূপে থাকিয়া যায় মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মৃত্যুকালে কোন্ সংস্কার গুলি প্রবল হয়—অর্থাৎ তখন কোন্‌গুলি স্মৃতিতে উদিত হয়? তখন চিত্তের সংস্কার সমুদ্র হইতে কোন্ গুলি উপরে ভাসিয়া উঠে? ইহারই উত্তর গীতার এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সারা জীবন ধরিয়া যে চিন্তা, যে ভাবনা হৃদয়ে প্রবল থাকে—মৃত্যুকালে কেবল সেই চিন্তা বা ভাবনা গুলি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে।

বেদান্তদর্শনের সূত্র "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।" (৪।১।১২), ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে আছে :—

"সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি...যচ্চিত্ত স্তেনৈব প্রাণমায়াতি প্রাণঃ স্তেজসাযুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪)।

অর্থাৎ "সেই ধ্যানকারী মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ভাবনাময় জ্ঞানে আক্রান্ত হয়। অনন্তর সে সবিজ্ঞান হইয়া উৎক্রান্ত হয়, বা গৃহীত দেহ পরিত্যাগ করে। সবিজ্ঞান হওয়া আর ভাবিফল স্ফূর্ত্তিরূপ ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্তি—সমান কথা। চিত্ত মরণ কালে যে আকারে অবস্থিতি করে, তাহার মন তখন সেই আকারে প্রাণে আগমন করে। প্রাণ উৎক্রামণ পথে উদানে আইসে। অনন্তর তাহা জীবকে সঙ্কল্পিতানুরূপ লোকে লইয়া যায়।"

স্বামী ও মধুসূদন বলিয়াছেন, অন্তকালে স্মরণের উত্তম অসম্ভব। পূর্ব্বাভ্যাস জনিত বাসনাই স্মৃতি হেতু। এই জন্য ইহজীবনে সর্ব্বদা যেরূপ দেবতাদির ভাবনা অভ্যাস করা যায়, সেই ভাবনাই অন্তিম কালে স্মৃতিতে উদয় হয়, এবং সেই ভাবনায় ভাবিত হইয়া দেহত্যাগ হয়। সেই প্রদ্যোতিত সংস্কার অনুসারেই পরজন্ম প্রাপ্তি হয়।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭

'অতএব সর্ব্বকালে স্মরহ আমারে—
কর যুদ্ধ,—মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিয়া,
তা হলে নিশ্চয় তুমি পাইবে আমারে ॥' ৭

৭। আমারে—বাসুদেবকে (শঙ্কর)। এস্থলে উপাসকদিগের সগুণ ব্রহ্ম চিন্তনের বিষয় কথিত হইয়াছে। কেন না, তাহাদের অন্তিম কালের ভাবনা—সেই চিন্তা সাপেক্ষ। যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হেতু জীবন্মুক্ত—তাহাদের অন্তিমের কোন ভাবনার অপেক্ষা থাকে না (মধু)। পূর্ব্বে ৫ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধ কর—জীবনে সর্ব্বদা ঈশ্বর ভাবনার সম্বন্ধে যুদ্ধের উপদেশের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝিতে হইবে। শঙ্কর বলেন, 'যুদ্ধ কর' এই উপদেশের অর্থ স্বধর্ম্ম আচরণ কর। স্বামী ও মধুসূদন এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। বলদেব বলেন, লোকসংগ্রহার্থ যুদ্ধার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার উপদেশ এস্থলে দেওয়া হইয়াছে। রামানুজ বলেন, যুদ্ধাদি বর্ণা-শ্রমানুযায়ী কর্ম্ম, শ্রুতি স্মৃতি বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ করিতে শিক্ষা করিতে হইলে, স্বধর্ম্মা-চরণের প্রয়োজন কি ? মধু ও স্বামী বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ঈশ্বর স্মরণ হয় না। চিত্ত শুদ্ধির জন্যই বর্ণাদি ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়। এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিলে—সেই কর্ম্ম দ্বারাও ঈশ্বর স্মরণ হয়। কর্ম্ম করিতে হইলে যে সংকল্প (মানস ক্রিয়া), যে অধ্যবসায়ের (বুদ্ধির ক্রিয়া) প্রয়োজন—তাহাও ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়। স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা মনবুদ্ধি এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে অর্পিত হইতে পারে।

গিরি বলেন, "নিরন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতে হইবে। মন বুদ্ধিগোচর ক্রিয়া-কারকফলজাত সমুদায়ই ব্রহ্ম—এইরূপ ভাবিয়া যুদ্ধাদি করিতে হইবে।"

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎ শৃণু॥
যতঃপ্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

(গীতা, ১৮।৪৫-৪৬)।

বিষ্ণুপুরাণে আছে :—

বর্ণাশ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥"

মনুসংহিতাতে আছে :—

'ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥"

ভগবান্ এ স্থলে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,—সর্ব্বকালে আমাকে অনুস্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর,—অর্থাৎ উপস্থিত যুদ্ধ স্বধর্ম্ম জানিয়া কর্ম্মযোগে তাহা অনুষ্ঠান কর। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এস্থলে বিশেষ ভাবে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সাধারণ ভাবে অর্থ এই যে, সর্ব্বকালে ভগবান্‌কে অনুধ্যান পূর্ব্বক আমাদের স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সর্ব্বকালে ভগবান্‌কে অনুস্মরণ করিলে তবে অন্তিমে তাঁহাকে স্মরণ হইবে, এবং তাহার ফলে ঈশ্বরভাব লাভ হইবে। অতএব কর্ম্মযোগানুষ্ঠান-কালে, বা স্বধর্ম্মাচরণ সময়েও ভগবান্‌কে স্মরণ রাখিতে হইবে। নর্ত্তকী যেমন নৃত্যকালে তাহার মস্তকে স্থিত পূর্ণ জলপাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, সে পাত্র হইতে জল স্খলিত হয় না, সেইরূপ ভগবান্‌কে স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, সে কর্ম্ম সু-অনুষ্ঠিত হয়, সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না,—সে কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কালে ভগবানকে কিরূপে অনুস্মরণ করা যায়, তাহা গীতাতে নানাস্থলে উক্ত হইয়াছে।—

(১) ভগবান্‌কে স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছি—ইহা সর্ব্বদা ভাবনা করিতে হয়, বা স্মরণ রাখিতে হয়,—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" (গীতা, ১৮।৪৬)।

(২) যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিতেছি, এই কর্ম্ম ঈশ্বরের,—তিনি জগতের হিতার্থ—ধর্ম্মের রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন, তাঁহার সহায় বা দাসরূপে কর্ম্ম করিতেছি,—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া স্বধর্ম্মাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়,—

"* * * * মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥" (গীতা, ১২।১০)।

(৩) যে কর্ম্ম করিতেছি, তাহা ও তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা, ৯।২৭)।

(৪) ঈশ্বরই কর্ম্ম করিতেছেন, আমি তাঁহার নিমিত্তমাত্র, এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে হয়।

"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (গীতা, ১১।৩৩)।

যতদিন কর্ত্তৃত্ববোধ থাকে, ততদিন এইরূপ ধারণা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সতত ঈশ্বরকে স্মরণ রাখা যায় এবং তাহাতে ক্রমে আত্মকর্ত্তৃত্ব বোধ ঘুচিয়া যায়।

(৫) জ্ঞান হইলে, আত্মকর্ত্তৃত্ব বোধ ঘুচিয়া গেলে, কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন হইলে, ঈশ্বরই সর্ব্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় নিয়মিত করিয়া কর্ম্ম করাইতেছেন (১৮।৬১)। তাহাদের কোন আত্ম কর্ত্তৃত্ব নাই,—যে মন বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম সংসাধিত হয়, যে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ার্থে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়মিত, এই ধারণায় মন বুদ্ধি প্রভৃতি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া—অর্থাৎ তাহাতে মমত্ব বোধ না রাখিয়া, ও ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্ম আহিত করিয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া ঈশ্বরই কর্ম্ম করাইতেছেন, সর্ব্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে এই ধারণা হইলে, সেই কর্ম্ম কালেও ঈশ্বরে স্থিতি লাভ করা যায়, ঈশ্বরকে স্মরণ করা যায়।

অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য, অহঙ্কার ক্ষীণ করিবার জন্য ও পরিণামে জ্ঞানে স্থিতি জন্য ভগবান্‌কে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া স্বধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্মাচরণ ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না, সর্ব্বদা ঈশ্বর অনুস্মরণও হয় না (স্বামী)। এবং সর্ব্বদা উক্তরূপে ঈশ্বর অনুস্মরণ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও কর্ম্মযোগ নিঃশ্রেয়সকর হয় না।

মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিয়া—বাসুদেব আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া (শঙ্কর)। আমৃত্যু অহরহঃ আমাকে অনুস্মরণ ও সেই অনুস্মৃতিকর বর্ণাশ্রম-অনুবন্ধি যুদ্ধাদি কর্ম্ম ও শ্রুতি-স্মৃতি-উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মরূপ উপায় দ্বারা আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া (রামানুজ)। সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করিয়া (স্বামী, মধু)।

ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করিতে পারিলে, মন বুদ্ধি যে আমার, আমার দ্বারা চালিত—এ অভিমান থাকে না। মন বুদ্ধি যে হৃদিস্থিত ঈশ্বরের মায়াশক্তি দ্বারা চালিত (১৮।৬১)—ইহা ধারণা হয়,—অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্ম শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য ধারণা হয়।

যতদিন এ ধারণা না হয়, ততদিন মন বুদ্ধিকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইলে, মন বুদ্ধিকে ঈশ্বরাভিমুখ করিতে হইবে, ঈশ্বর তাহাদিগকে নিয়মিত করিয়া ঈশ্বরার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করুন, ইহা ধারণা করিতে হইবে।

নিশ্চয় পাইবে আমারে—এইরূপে সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ হেতু অন্তিমেও ঈশ্বর স্মরণ হইবে—এবং তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-প্রাপ্তি হইবে। অন্তকালে আমাকে পাইবে (রামানুজ)। আমাকে যেভাবে স্মরণ করিবে, সেই ভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইবে (শঙ্কর)।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮

হে পার্থ! অভ্যাস-যোগে হইয়া নিরত,
হইয়া অনন্যচিত্ত—করি অনুধ্যান
পরম পুরুষ দিব্য, করে তাঁরে লাভ ॥৮

(৮) অভ্যাস যোগ—ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ সম্বন্ধে সেই একরূপ প্রত্যয় আবৃত্তি পূর্ব্বক তাহার বিরোধী প্রত্যয় অন্তরিত করাই অভ্যাস—তাহাই যোগ (শঙ্কর)। সজাতীয় (এস্থলে ঈশ্বর-বিষয়ক) প্রত্যয়-প্রবাহই অভ্যাস, তাহাই যোগ—সেই যোগ রূপ উপায় (স্বামী)। পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগের উপায় উক্ত হইয়াছে,—"অভ্যাস-বৈরাগ্যেণ তন্নিরোধঃ।" (১।১২)। কিরূপে এই অভ্যাস যোগ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। বিজাতীয় প্রত্যয় অন্তরিত করিয়া ঈশ্বরে সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহই অভ্যাস—তাহাই যোগ (মধু)।

সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণরূপ আবৃত্তিরূপ অভ্যাসই যোগ—(বলদেব)। নিত্য নৈমিত্তিক অবিরুদ্ধ সর্ব্বকর্ম্মকালেই মনে ঈশ্বর-বিষয়ক অনুশীলনই অভ্যাস, আর নিত্য ঈশ্বর উপাসনাই যোগ (রামানুজ)।

এই অভ্যাস-যোগের কথা পরে উক্ত হইয়াছে,—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ (গীতা, ১২।৮-৯)।

অভ্যাস যোগের অর্থ ভগবানে মনস্থির করিবার জন্য ও বুদ্ধিনিবেশ করিবার জন্য যত্ন বা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা। ইহা "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ইতি পাতঞ্জল দর্শন, ১।১৩। এই অভ্যাস—ভগবান্‌কে সদা সর্ব্বদা অনুস্মরণ ও মন বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিবার অভ্যাস। এই অভ্যাস-রূপ যোগই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সমাধি সিদ্ধি হয়। ("ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা" ইতি পাতঞ্জল দর্শন ১।২৩)।

হইয়া অনন্যচিত্ত—চিত্তের বিষয়ান্তরে গতি রুদ্ধ করিয়া (শঙ্কর)।

করি অনুধ্যান—(অনুচিন্তয়ন্) শাস্ত্রের ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে অনুধ্যান করিয়া (শঙ্কর, মধু)।

যাঁহারা ভগবান্‌কে সতত অনুচিন্তা বা অনুধ্যান করেন, বিরোধী চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক ভগবদ্‌বিষয়ক চিন্তা-প্রবাহ অভ্যাস করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী। ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (গীতা, ৬।৪৭)।

পরম পুরুষ দিব্য—সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত দ্যোতনাত্মক পরম পুরুষ (শঙ্কর, মধু) দ্যোতনাত্মক পরমেশ্বর (স্বামী)। সশ্রীক নারায়ণ বাসুদেব (বলদেব)। ক্রীড়াত্মক পুরুষোত্তমভাব (বল্লভ)। পরের দুই শ্লোকে এই দিব্য পরম পুরুষের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে চতুর্থ শ্লোকোক্ত 'পুরুষ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। পরে ১৫।১৭-১৮ শ্লোকে উত্তম পুরুষ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তিনি পরম দিব্য পুরুষ নহেন।

করে লাভ—অন্তকালে লাভ করে—সেই কালে সংস্কারবশে স্মরণ হেতু লাভ করে। (রামানুজ)।

রামানুজ বলেন যে, পূর্ব্ব শ্লোকে সাধারণ ভাবে ঈশ্বর চিন্তার বিষয়—এবং অন্তকালে ঈশ্বরস্মরণ হেতু ঈশ্বরভাব লাভ করিবার বিষয় উক্ত হইয়াছে। উপাসনার তিন রূপ প্রকারভেদ আছে। যাহারা ঐশ্বর্য্যার্থী উপাসক, তাহাদের উপাসনা-প্রকার ও অন্তিম-কালীন প্রত্যয় প্রভৃতি এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

সর্ব্বকালে এই পরম দিব্যপুরুষকে কিভাবে অনুধ্যান করিতে হয়—সেই তত্ত্ব পরের দুই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনুচিন্তার ফলে অন্তিমেও সেই পরম পুরুষভাব স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারা যায় বলিয়া, পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার যে ভাব চিন্তা করা যায় ও অন্তিমে স্মরণ হয়, সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—বলদেব বলেন, কীট-ভৃঙ্গ-ন্যায়ে তাঁহার তুল্য হওয়াও যায়। প্রবাদ আছে যে, কাচপোকা তৈলপোকাকে ধরিলে, তৈলপোকা কাচ-

পোকা ভাবনা করিতে করিতে কাচপোকা হইয়া যায়। সেইরূপ ধ্যানকারী ক্রমে ধ্যেয় স্বরূপ লাভ করে। শাস্ত্রে আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

এ স্থলে রামানুজ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা ভালরূপে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ পূর্ব্বে (পঞ্চম শ্লোকে)—তাঁহাকে অনুস্মরণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে যে তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইহা সাধারণরূপে বলিয়াছেন। তাহার পর ষষ্ঠ শ্লোকে, উক্ত হইয়াছে যে, অন্তে যে যে ভাব স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ হয়, সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের ভাব অনন্ত। তাঁহার পরম ভাব আছে, পুরুষ ভাব আছে, ঈশ্বর ভাব আছে। সেই সকল বিভিন্ন ভাবের মধ্যে যে কোন ভাব স্মরণ পূর্ব্বক মৃত্যু হইলে, সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম তাঁহার দিব্য পরম পুরুষ ভাব স্মরণ করিয়া মৃত্যু হইলে, সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় —ইহা ৮ম হইতে ১০ম শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। রামানুজ বলিয়াছেন, এই ভাব ঐশ্বর্য্যের ভাব। তাহার পর ভগবানের যে পরম ভাব, পরম ধাম, পরম অক্ষর ভাব (পরে ২০-২১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, ওঁকার জপ পূর্ব্বক সেই পরমভাব স্মরণ করিয়া প্রয়াণ করিলে, সেই পরমভাব প্রাপ্তি হয়, ইহা একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভগবানের যে পরমেশ্বর ভাব পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে ও পরে নবম হইতে একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, সেই ভাব স্মরণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে, সেই পরমেশ্বর ভাব লাভ হয়, পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা পরে চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এই পরমেশ্বর ভাব এক অর্থে পুরুষোত্তম-ভাব। ইহা দিব্য পরম পুরুষ হইতে অন্য। এই অধ্যায়ে যে প্রয়াণ-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অর্জ্জুনের যে প্রশ্ন—প্রয়াণ

কালে ভগবান্ কিরূপে ও কিভাবে জ্ঞেয় হন,—তাহার উত্তর এইরূপে বুঝিতে হইবে। উক্ত তিন ভাবের যে কোন ভাব স্মরণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর পুনরাবর্ত্তন হয়না। অন্য কোন ভাব স্মরণ করিয়া মৃত্যু হইলে সেই অন্য ভাব লাভ হয়।

ভগবান্‌কে সমগ্র জানিলেও মৃত্যুকালে তিনি জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত বা স্মৃতি অর্থাৎ প্রদ্যোতিত সংস্কারের বিষয়ীভূত না থাকিতে পারেন। ভগবান্‌কে সর্ব্বদা অনুধ্যান করিতে আজীবন অভ্যাস করিলে, তবে মৃত্যুকালে তিনি জ্ঞেয় হন—বা সেই স্মৃতির বিষয় হন। মৃত্যুকালে তাঁহার যে ভাব এইরূপে স্মৃতির বিষয় হয়, মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্তি হইতে পারে। এ স্থলে দিব্য পরম পুরুষ ভাব ও সেই ভাব প্রাপ্তির উপায়—অনন্যচিত্তে অভ্যাস-যোগযুক্ত হইয়া সেই ভাবের অনুচিন্তন বিবৃত হইয়াছে। কেবল যে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস-পূর্ব্বক সতত এই দিব্য পরম পুরুষকে অনুধ্যান করিতে হইবে, তাহা নহে। কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও এইরূপে তাঁহার অনুচিন্তন করিতে হইবে।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

কবি পুরাতন, শাসিতা সবার,
অণু হ'তে সূক্ষ্ম, ধাতা সবাকার,
অচিন্ত্য-স্বরূপ, আদিত্যের রূপ,
যিনি তমঃ পারে, তাঁহারে যে স্মরে, ৯

(৯) পূর্ব্বশ্লোকে যে দিব্য পরম পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ কিরূপ, তাহা এই দুই শ্লোকে বিশেষ করিয়া বিবৃত হইয়াছে (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। যোগব্যতীত অনন্যচিত্ত হওয়া দুষ্কর, এজন্য এই শ্লোক হইতে ১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত যোগমিশ্রাভক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে (বলদেব)।

কবি—ক্রান্তদর্শী, সর্ব্বদর্শী,—'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যাদি শ্রুতিঃ। (শঙ্কর)। সর্ব্বজ্ঞ (শঙ্কর, স্বামী বলদেব)। অতীত অনাগত প্রভৃতি অশেষবস্তু-দর্শী (মধু)। সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতা (স্বামী)। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্." (পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৫)। "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।" (ঈশ উপঃ ৮)।

পুরাতন—অনাদিসিদ্ধ (স্বামী বলদেব), চিরন্তন (শঙ্কর), সকলের কারণ হেতু অনাদি (মধু)। উপনিষদে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে পুরাণ বলা হইয়াছে। (কঠ ২।১২,২।১৮, বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৮, শ্বেতাশ্বতর, ৩।২১ দ্রষ্টব্য)।

শাসিতা—(মূলে আছে 'অনুশাসিতা')। সমস্ত জগতের প্রশাসিতা (শঙ্কর), শিক্ষক (রামানুজ), নিয়ন্তা (মধু), সর্ব্বপ্রাণীর স্বধর্ম্মস্থিতি-নিমিত্ত অনুশাসিতা (হনু)। হিতোপদেষ্টা (বলদেব)।

শ্রুতিতে আছে—

"এষ হি খল্বাত্মা শাস্তা (মৈত্রায়ণী ৬।৮)।

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" । (কঠ ৬।২)।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" (কঠ, ৬।৩)

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইতি" (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)।

অণু হ'তে সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম (শঙ্কর),। আকাশ কাল ও দিক্ হইতে সূক্ষ্ম (মধু)। ব্রহ্ম—দিক্ কাল বা নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন।

স্থান ও কালে যাঁহার বিস্তৃতি নাই, তাঁহাকে সূক্ষ্মতম বলা যায়, আবার বৃহত্তমও বলা যায়। কেন না, স্থান ও কাল দ্বারা তাহার পরিমাণ (মাপ) হয় না বা সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় না।

শ্রুতিতে আছে—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ
(শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০; কঠ, ২।২০)

এই সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট। শ্রুতিতে আছে—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্।" (বলদেব)। সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও তাহার কারণ হেতু সূক্ষ্মতর (মধু, গিরি)।

ধাতা—পোষক (স্বামী), ধারক (বলদেব), স্রষ্টা (রামানুজ)। প্রাণীদিগের কর্ম্মফলদাতা ও কর্ম্মানুসারে প্রাণীদের বিচিত্ররূপে বিভাগকর্ত্তা (শঙ্কর, মধু)।

শ্রুতিতে আছে—

"ধাতুঃ প্রসাদাৎ..."(কঠ, ২।২০; শ্বেতাশ্বতর ৩।২০)
"ধাতা গর্ভং দধাতু তে।" (বৃহদারণ্যক, ৬.৪।২১)
"এষ হি খল্বাত্মা ধাতা।" (মৈত্রায়ণী, ৬৮)।

অচিন্ত্যস্বরূপ—অপরিমিত মহিমা হেতু অচিন্ত্য (স্বামী, মধু, বল্লভ) আদিত্যরূপে নিত্যপ্রকাশমান থাকিলেও অচিন্ত্য (শঙ্কর)। তিনি অরূপ বলিয়া অচিন্ত্য (গিরি)। অণু হইতে সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বধারকহেতু মহৎ সর্ব্বব্যাপক—ইহা বিরুদ্ধ হইলেও অচিন্ত্যরূপ হেতু ইহা সঙ্গত। অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ অবিতর্ক্য স্বরূপ (বলদেব)।

শ্রুতিতে আছে—

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
(মুণ্ডক, ৩।১।৭)

আদিত্যবর্ণ—নিত্য চৈতন্যপ্রকাশবর্ণ যাঁহার স্বরূপ (শঙ্কর)। প্রকাশাত্মক বর্ণ যাঁহার (স্বামী)। সমস্ত জগতের অবভাসক বর্ণ বা প্রকাশ যাঁহার (মধু)। সূর্য্যের ন্যায় স্বপরপ্রকাশক (বলদেব)।

তমঃপারে—অজ্ঞান লক্ষণ মোহান্ধকারের অতীত (শঙ্কর, মধু)। প্রকৃতির অতীত (স্বামী)। তমঃ অর্থাৎ মায়া (বলদেব)।

শ্রুতিতে আছে—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

(শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)

"যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়তি।" (বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৩)

"ওঁ ইত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ।"

(মুণ্ডক ২।২।৬)।

গীতায় পরে ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।" (১৩।১৭)।

তাঁহারে যে স্মরে—ইহা পর শ্লোকে 'প্রয়াণ কালেতে' এই বাক্যের সহিত অন্বিত। অর্থাৎ মৃত্যুকালে এই দিব্য পরম পুরুষকে এই ভাবে যিনি স্মরণ করিতে পারেন। সর্ব্বকালে অনন্যচিত্তে অভ্যাসযোগে যিনি এই রূপে পরমপুরুষকে অনুস্মরণ হেতু মৃত্যুকালেও যে তাঁহাকে এইরূপে স্মরণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০

প্রয়াণ কালেতে মন স্থির করি,
হয়ে ভক্তিযুত, যোগবল ধরি,
ভ্রূমধ্যেতে প্রাণ করি সংস্থাপন,—
সেই লভে দিব্য পুরুষ পরম ॥ ১০

(১০) মন স্থির করি—মনকে বিক্ষেপ বা প্রচলন-বর্জ্জিত করিয়া (শঙ্কর, স্বামী)। একাগ্রমনে (মধু, বলদেব)। ঈশ্বরে মন স্থির করিতে পারিলে তবে মনের চাঞ্চল্য দূর হয়, মন বিষয়-বিমুখ হয়। (গিরি)।

ভক্তিযুক্ত হ'য়ে—ভজনরূপ ভক্তিযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। পরম প্রেমের সহিত (গিরি)। পরমাত্ম-প্রেম দ্বারা (বলদেব)। অহরহ অভ্যস্যমান ভক্তিযুক্ত হইয়া (রামানুজ)।

এই ভক্তির উল্লেখ হইতে বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এস্থলে যোগমিশ্রা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।

যোগবল ধরি—সমাধিজ সংস্কার-নিচয়-জনিত চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-লক্ষণ যোগবল যুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। সমাধিবলে (মধু)। সমাধি-জনিত সংস্কার-নিচয়যুক্ত হইয়া (বলদেব)। যোগবলে আরূঢ় সংস্কার হেতু মন নিশ্চল হয়। মরণকালে ক্লেশ বাহুল্য হয় ও দেহাভিমান বৃদ্ধি পায়। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সারাজীবন ঈশ্বরানুধ্যান রূপ যোগ আচরণ করিলে, সেই প্রাচীন অভ্যাসজ সংস্কারবলে ভগবানকে মৃত্যুকালে স্মরণ হইতে পারে (গিরি)।

ভ্রূমধ্যেতে প্রাণ করিয়া স্থাপন—প্রথম হৃদয়-পুণ্ডরীকে চিত্ত বশীভূত করিয়া, তৎপরে ঊর্দ্ধগামী নাড়ী দ্বারা ভূমিজয় ক্রমে ভ্রূযুগল মধ্যে প্রাণকে স্থাপন করিয়া সম্যক্ প্রকারে বিক্ষেপ রহিত হইয়া (শঙ্কর, মধু)। যোগবল দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সুষুম্নামার্গ দ্বারা ভ্রূযুগ মধ্যে প্রাণকে স্থাপন করিয়া (স্বামী)। আজ্ঞাচক্রে প্রাণকে স্থাপন করিয়া (বলদেব)।

চিত্তকে বিষয় হইতে বিমুখ করিয়া হৃদয়ে পুণ্ডরীকাকার পরমাত্ম-স্থানে সযত্নে স্থাপন করিয়া, ব্রহ্ম চিন্তা করিলে চিত্ত ক্রমে বশীভূত হয়। হৃদয়কেই ব্রহ্মপুর বলে—আত্মা তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। (ছান্দোগ্য, ৮।১।১, ৮।১৪; মুণ্ডক, ২।২।৭ দ্রষ্টব্য। এই হৃদয় হইতে নিঃসৃত দক্ষিণোত্তরগামী ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে নিরোধ করিয়া হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধগামী সুষুম্না নাড়ী পথে হৃদয়স্থ প্রাণকে লইয়া কণ্ঠাবলম্বিত স্তনসদৃশ মাংসখণ্ডে আনিয়া সেই পথে ভ্রূযুগ মধ্যে তাহাকে লইতে হইবে। তাহা হইলে প্রয়াণকালে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবযানে ব্রহ্মলোকে নীত হইতে পারিবে। প্রাণকে হৃদয় হইতে এইরূপে ঊর্দ্ধে আনিতে হইলে, প্রথমে ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভূত জয় করিতে হয়। (গিরি)।

ইহার গূঢ়তত্ত্ব যোগশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। ইহার নাম ষট্চক্র ভেদ। ভ্রূযুগলমধ্যে যে স্থান, তাহাকে যোগশাস্ত্রে আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদল পদ্ম বলে। তাহা মনের স্থান। তাহাকে তৃতীয় বা জ্ঞান চক্ষুর স্থানও বলে। কেহ কেহ সেই স্থানকে মস্তিষ্কের অন্তর্গত Pinnœal gland বলে। আধ্যাত্মিক যোগী এই স্থানকে ঈডা পিঙ্গলা ও সুষুম্না, বা গঙ্গা বরুণা ও অসির সঙ্গম স্থল বারাণসী বা জ্ঞানবিকাশ ক্ষেত্র কাশী বলেন। প্রাণকে এই স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক মৃত্যু হইলে কাশীতে মৃত্যু হয়।

এই ভ্রূমধ্যে প্রাণস্থাপন-তত্ত্ব এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

পরম পুরুষ—পূর্ব্বের দুই শ্লোকে বিবৃত দিব্য পরম পুরুষ। এই পরম পুরুষ কি পরব্রহ্ম, না অপর বা কার্য্যব্রহ্ম? বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ইহার মীমাংসা আছে। ৪।৩।১২ সূত্রে আছে—জৈমিনির মতে এই পরম পুরুষ—যাঁহাকে এইরূপ সাধনা-বলে লাভ করা যায়, তিনি পরব্রহ্ম। কিন্তু ৪।৩.৭ সূত্রে আছে—বাদরির মতে তিনি কার্য্যব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্য

এই সকল সূত্রের ভাষ্যে বাদরায়ণের মতানুসারে বলিয়াছেন যে, তিনি কার্য্যব্রহ্ম। বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৭ম হইতে ১৬শ সূত্রে ইহা বুঝান হইয়াছে। পরব্রহ্মজ্ঞের প্রাণ উৎক্রামণ করে না। তাহার গতি নাই। কেবল কার্য্যব্রহ্মজ্ঞই অর্চ্চিরাদি মার্গে কার্য্যব্রহ্মলোকে গমন করেন। ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। অতএব বেদান্ত মতে এই পরম পুরুষ কার্য্য-ব্রহ্ম। ইনি সগুণ—সোপাধিক ব্রহ্ম। এই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। এই ব্রহ্মলোক হিরণ্যগর্ভলোক। শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে। (মুণ্ডক—১।২।৮ ও ৩।২।৬, কঠ—৬৫ বৃহদারণ্যক—৬।২।১৫, ছান্দোগ্য—৮।১২।৬, ৮।১৫।১ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, গীতা অনুসারে এই পরম দিব্য পুরুষ—অধিদৈবত (৮।৪)। ইনি সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দিব্য হিরণ্ময় পুরুষ—হিরণ্যগর্ভ। মৃত্যু কালে এই হিরণ্যগর্ভাখ্য দিব্য পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে পারিলে, পরে ২৪শ শ্লোকোক্ত অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। এই সম্বন্ধে ভারতীতীর্থ প্রণীত বৈয়াসিক ন্যায়মালায় উক্ত হইয়াছে,—

"তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি' ইতি শ্রুতৌ ব্রহ্মভাবনারূপঃ ক্রতুর্ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুরিত্যকাম্যতে। ন হি প্রতীকোপাসকানাং ব্রহ্ম ক্রতুরস্তি যেন তে সত্যলোকং গচ্ছেয়ুঃ।..." (বেদান্তদর্শন ৪।৩।১৫-১৬ সূত্রের ন্যায়মালা দ্রষ্টব্য)।

অতএব সগুণ ব্রহ্ম ভাবনা দ্বারা সগুণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। আর নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক প্রয়াণ করিলে অক্ষর ব্রহ্ম বা পরম গতি প্রাপ্তি হয়, সদ্যোমুক্তি হয়। পরের তিন শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

বেদবিৎ যাঁরে কহেন "অক্ষর"
বিরাগী যতিরা পশে যাঁহে আর,
পাইতে যাঁহারে ব্রহ্মচর্য্য করে,
সংক্ষেপে তোমারে কহি পদ তাঁর ॥ ১১

(১১) রামানুজ বলেন,—এক্ষণে কৈবল্যার্থীর স্মরণ-প্রকার উক্ত হইতেছে। স্বামী বলেন,—কেবল অভ্যাস যোগ অপেক্ষা প্রণব অভ্যাস যোগ অন্তরঙ্গ। তাহাই এক্ষণে উক্ত হইতেছে। মধু বলেন,—কেবল প্রণব অভিধ্যান দ্বারাই তাঁহার অনুস্মরণ কর্ত্তব্য, অন্য মন্ত্রের দ্বারা নহে—তাহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শঙ্কর বলেন,—যোগমার্গ অনুগমন দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অক্ষর ইত্যাদি দ্বারা যাহা বিশেষ্য সেই ব্রহ্ম তত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। গিরি বলেন,—পূর্ব্বে যে কোন মন্ত্রে ধ্যান দ্বারা ভগবৎ-অনুস্মরণ প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত পরম পুরুষের অনুস্মরণের উপায় এস্থলে উক্ত হইতেছে। সে উপায় ওঙ্কারধ্যান। নির্গুণ ব্রহ্ম বাক্য মনের অবিষয় হইলেও—সর্ব্ব-বিশেষণশূন্য হইলেও ওঙ্কাররূপ প্রতীক দ্বারা তাঁহাকে অনুস্মরণ করিবার বিধি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। বলদেব বলেন,—ভ্রূমধ্যে প্রাণ সম্যক আবিষ্ট করিলেই যোগ সিদ্ধি হয় না। যে প্রকারে তাহার সিদ্ধি হয়, তাহা এস্থলে তিন শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই উপায়—প্রণব জপ।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, সমাধিসিদ্ধির এক উপায় ঈশ্বর প্রণিধান। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা" (পাতঞ্জল সূত্র, ১।২৩)। প্রণব এই ঈশ্বরের বাচক। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" (ঐ ১।২৭)। ঈশ্বর-প্রণিধানের

উপায় সেই প্রণব বা ওঙ্কার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা। "তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনম্" (ঐ—১।২৮)। ইহার ফলে প্রত্যগাত্মার অধিগম হয়। 'ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমঃ অপি অন্তরায়াভাবশ্চ।' (ঐ—১।২৯)। এই রূপে পাতঞ্জল দর্শনে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলা হইয়াছে। এবং প্রণব জপ দ্বারা ঈশ্বরানুস্মরণের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে—প্রণব—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয় বাচক। প্রণব পরম ব্রহ্মেরই বাচক। সেই পরম ব্রহ্মই 'অক্ষর'। এই প্রণব-তত্ত্ব এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইবে। এস্থলে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে অক্ষর ব্রহ্মভাব স্মরণ, ওঙ্কার জপ দ্বারা তাঁহার অনুধ্যান ও তাহার ফল উক্ত হইয়াছে।

অক্ষর—অবিনাশী। পূর্ব্বে তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এস্থলে দ্রষ্টব্য। ওঁকারাখ্য ব্রহ্ম। সর্ব্ব বিশেষণ রহিত নির্গুণ ব্রহ্ম। বেদজ্ঞগণ তাঁহাকে কেবল ওঁকার রূপেই জানেন (শঙ্কর)।

অস্থূলাদি গুণ যুক্ত (রামানুজ)। অবিনাশী ওঙ্কারাখ্য ব্রহ্ম (মধু)। যে ব্রহ্মের বাচক—অক্ষর বা 'ওঁ' (বলদেব)।

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে..." ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা 'অক্ষর' বলিয়া বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন (স্বামী)।

যতিরা—যত্নশীল সন্ন্যাসীরা (শঙ্কর, মধু)।

বশে—সম্যক্ দর্শন হেতু প্রবেশ করে, (শঙ্কর)। প্রাপ্ত হয়, (বলদেব)।

যাঁহারে—যে অক্ষরকে (শঙ্কর)।

ব্রহ্মচর্য্য—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাসরূপ তপ আচরণ করেন (মধু)।

"ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্।"
(ছান্দোগ্য) ২।২৩।১

পদ—অক্ষরাখ্য পদনীয় (শঙ্কর, মধু)। যাহা পাওয়া যায় বা যাহাতে গমন করা যায় (স্বামী)। যাহা দ্বারা পাওয়া যায়, বা প্রাপ্তির উপায় (রামানুজ)। আশ্রয়, (বলদেব)। গীতার—২।৫১, ১২।৩-৪ এবং ১৫।৪-৫ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে আছে—

"সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে...প্রতিষ্ঠিতা। (বৃহদারণ্যক—৫।১৪।১-৭)।

"আবিঃ সন্নিহিতং...মহৎ পদং" (মুণ্ডক ২।২।১)।

"স তৎ পদমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।"

(কঠোপনিষদ্—৩,৭-৯)।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"

(কঠোপনিষৎ—২।১৫)।

এই শেষ মন্ত্র ও গীতার এই শ্লোক প্রায়ই এক।

এই শ্লোক হইতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম পদ—ওঙ্কার। ব্রহ্মের চারিপাদ বা চারি অবস্থা। ওঙ্কারেরও চারি পাদ। একথা অধ্যায় শেষে ব্যাখ্যাত হইবে।

অতএব এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে ওঁকার উপাসনা তত্ত্ব ও তাহার ফল—পরম পদপ্রাপ্তি উল্লিখিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ছিল—অন্তকালে যতিগণের নিকট ভগবান্ কিরূপে জ্ঞেয় হন। ইহার প্রথম উত্তর—প্রতি দিন সর্ব্বদা ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুস্মরণ করিলে তিনি অন্তকালে জ্ঞেয় হন। আর এই ভগবদনুস্মরণ জন্য তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার অধ্যাত্ম অধিভূত প্রভৃতি তত্ত্ব জানিতে হয় বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়।

তাহার পর কথা হইতেছে, প্রতিদিন ভগবান্‌কে কিরূপে সর্ব্বদা অনুধ্যান করিতে হইবে?

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে যে ভাবে সর্ব্বদা আমৃত্যু অনুস্মরণ করে, মৃত্যুকালে তাহার সেই ভাব স্মরণ হয়, এবং মৃত্যুর পর সেই ভাবপ্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরের ভাব অনন্ত। অতএব কোন্ ভাবে কিরূপে তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে হইবে?

কিরূপে অর্থাৎ কি উপায়ে এবং কি ভাবে প্রধানতঃ ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হইবে, তাহা গীতায় এস্থলে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে প্রধানতঃ তিন উপায় উক্ত হইয়াছে।

ইহার প্রথম উপায় গীতার নিজস্ব। সপ্তম শ্লোকে তাহা উক্ত হইয়াছে। সে উপায়—পুরুষোত্তম পরমেশ্বরে বা বাসুদেবে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন দ্বারা সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হইবে।

ইহার দ্বিতীয় উপায় বেদান্ত-সম্মত। যোগবলে ভ্রূমধ্যে প্রাণ শক্তিকে ধারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত দিব্য পরম পুরুষকে বা বিষ্ণুকে সর্ব্বদা অনুধ্যান করিতে হইবে। ৮ম হইতে ১০ম শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

ইহার তৃতীয় উপায়—অক্ষর উপাসনা। ইহাও বেদান্ত সম্মত। হৃদয়রূপ ব্রহ্মপুরে বেদান্তোক্ত উপায়ে এই ওঁকারাত্মক ব্রহ্ম ধ্যান করিতে হয়। ইহাই দহর বিদ্যা বা তারকব্রহ্ম বিদ্যা। ১১শ হইতে ১৩শ শ্লোকে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় বেদান্ত মতে ব্রহ্মের প্রতীক উপাসনা।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার আরও বলেন যে, ১৪শ শ্লোকে যে অনন্য-চিত্তে নিত্য ভগবৎ স্মরণ বা শুদ্ধ ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহাই চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাও গীতার নিজস্ব। তবে এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, ইহা স্বতন্ত্র মত নহে ৭ম শ্লোকোক্ত উপায় ও এই শ্লোকোক্ত উপায় এক।

যাহাহউক শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, এই অধ্যায়ে একই উপায় উক্ত হইয়াছে। প্রথমে সপ্তম শ্লোকে যে 'আমাকে' অনুস্মরণ কর, বা স্বধর্ম্মাচরণকালে মন বুদ্ধি আমাকে অর্পণপূর্ব্বক, আমাকে স্মরণ কর—বলা হইয়াছে, সেই "আমি" কে, এবং কিরূপে বা কি ভাবে সেই 'আমাকে' প্রয়াণকালে স্মরণ করিতে হইবে, তাহা ৮ম হইতে ১০ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে এবং কি উপায়ে প্রয়াণকালে 'আমাকে' স্মরণ করিতে হইবে, তাহা ১১শ হইতে ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পরে ১৪শ শ্লোকে ভগবান্‌কে নিত্য অনুস্মরণের কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু এই অর্থ করিলে পূর্ব্বে ষষ্ঠ শ্লোকে যে "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গত অর্থ হয় না। সপ্তম শ্লোকে সর্ব্বকালে ঈশ্বর অনুস্মরণের কথা সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে মাত্র। পরের কয় শ্লোকে বিশেষ ভাবে—সেই ঈশ্বরের বিভিন্নভাব যাহা স্মরণ করিতে হইবে. তাহা বিবৃত হইয়াছে। ৮ম শ্লোকে দিব্য পরম পুরুষকে সর্ব্বদা অনুচিন্তা করিবার কথা অর্থাৎ ঈশ্বরকে 'অধিদৈবত' ভাবে আজীবন অনুচিন্তা করিবার উপদেশ আছে। তাহার ফলে যে মরণকালেও সেই ভাবের অনুচিন্তা হইবে, ও পরিণামে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, তাহা ৯ম ও ১০ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ১১শ ও ১২শ শ্লোকে অক্ষর ব্রহ্মকে হৃদয়ে প্রণবজপ ও অর্থ ভাবনা রূপ উপায়ে উপাসনা করিবার কথা—বা অক্ষর ব্রহ্ম ভাব অনুচিন্তার কথা উক্ত হইয়াছে এবং ১৩শ শ্লোকে, সেই অনুচিন্তার ফলে, ওঁকার জপ পূর্ব্বক ভগবানের সেই পরম ভাব ব্রহ্ম স্মরণ পূর্ব্বক মৃত্যুর ফল যে পরম গতি তাহা উক্ত হইয়াছে। আর ১৪শ শ্লোকে সাধারণ ভাবে সর্ব্বদা ঈশ্বর অনুস্মরণ ও তাহার ফল মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ, এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। অথবা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে বলেন এই শ্লোকে ভক্তিযোগে ঈশ্বর অনুধ্যান উক্ত হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রামানুজ এই কয় শ্লোকের উক্তরূপে অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

সংযমি ইন্দ্রিয় যত, মনের নিরোধ
করি হৃদে, মূর্দ্ধা-দেশে রাখি প্রাণ নিজ,
যোগ ধারণায় স্থির হয়ে অবস্থিত,— ॥ ১২

(১২) ইন্দ্রিয়—মূলে আছে "দ্বারাণি"। ইন্দ্রিয়গণই জ্ঞানের দ্বার। বাহ্যকরণ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই বাহ্য বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হয়। এজন্য ইন্দ্রিয়গণকে দ্বার বলে।

সংযমি—প্রত্যাহার করিয়া (স্বামী)। বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া (মধু)। যোগশাস্ত্র অনুসারে ইন্দ্রিয় সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার।

"স্ববিষয়সম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।" (পাতঞ্জল-দর্শন ২।৫৪—৫৫)।

পাতঞ্জল-দর্শনে কেবল সংযমের অর্থ স্বতন্ত্র। ধ্যান ধারণা ও সমাধি এই তিনকে একত্র সংযম কহে। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" (ঐ ৩।৪)।

এই সংযম-সিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয়গণ আপনি প্রত্যাহৃত হয়।

মনের নিরোধ করি হৃদে—বাহ্য বিষয় স্মরণ না করিয়া (স্বামী)। অন্তর্জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মনকে হৃদয়স্থিত আমাতে নিবেশ করিয়া (বলদেব)। মনকে হৃদয়-পুণ্ডরীকে নিরোধ করিয়া (শঙ্কর, রামানুজ) ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনোনিরোধ করিয়া (মধু)।

এই মনের নিরোধ যোগের সাধারণ লক্ষণ। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।"

কিন্তু হৃদয়ে মনের নিরোধ এক বিশেষ ক্রিয়া, তাহাকে শ্রুতিতে হার্দ্দ বিদ্যা বা দহর বিদ্যা বলে। এই অধ্যায় শেষে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে।

মূর্দ্ধা-দেশে রাখি প্রাণ নিজ—ভ্রূযুগমধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া (স্বামী)। হৃদয়ে মনকে বশীভূত করিয়া, স্থাপনপূর্ব্বক পরে হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধগামী সুষুম্না নাড়ী পথ দিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ পূর্ব্বক মূর্দ্ধাদেশে নিজ প্রাণকে ধারণ করিয়া (শঙ্কর)। গুরূপদিষ্ট মার্গে ভূমি জয় ক্রমে এইরূপে প্রথমে ভ্রূযুগ মধ্যে ও পরে তদুপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা প্রাণকে ধারণ করিয়া। (মধু, বলদেব)।

চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার নিরোধ পূর্ব্বক সকল প্রকার (প্রাণাদি) বায়ুকে নিগ্রহ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে আনিতে হইবে। তাহার পর হৃদয় হইতে প্রাণকে নির্গত করিয়া সুষুম্না নাড়ী পথে কণ্ঠ, ভ্রু, ললাট ও পরে মূর্দ্ধাতে লইতে হইবে। তবে যোগ ধারণা সম্ভব হইবে। (গিরি)। ইহার বিশেষ বিবরণ যোগশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

যোগ ধারণায়—আত্ম-বিষয়ক সমাধিরূপ ধারণায় (মধু)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" (৩।১)। ইহার ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

"নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যেবমাদিষু দেশেষু বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা।"

এই মস্তকস্থ জ্যোতিঃ প্রভৃতি দেশে চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলে যে ধারণা সিদ্ধি হয়, সেই দেশে ধ্যেয় অবলম্বন প্রত্যয়ের একতানতা বা সদৃশ প্রবাহ অন্য প্রত্যয় দ্বারা অপরামৃষ্ট বা অস্পৃষ্ট হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে।" "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (পাঃ দঃ ৩।২)।

এই ধ্যানের পরাকাষ্ঠাই সমাধি। "তদেব অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। (পাঃ দঃ ৩।৩) যোগ ধারণায় আস্থিত বা স্থিরভাবে—নিশ্চল ভাবে স্থিত হইলেই এই সমাধি সিদ্ধি হয়।

পূর্ব্বে ১০ম শ্লোকে ভ্রূযুগ মধ্য দেশে প্রাণের ধারণা করিবার কথা উক্ত হইয়াছে এবং সেই স্থলে প্রাণকে ধারণা পূর্ব্বক দিব্য পরম পুরুষকে ধ্যান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকে মূর্দ্ধা-দেশে বা মস্তকস্থ জ্যোতিতে প্রাণকে ধারণার কথা উক্ত হইয়াছে, এবং এই ধারণা পূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ ওঁকার ধ্যানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মকে সগুণ ভাবে পরম পুরুষ রূপে ধ্যান করিতে হইলে, ভ্রূমধ্যস্থানে প্রাণকে ধারণা করিয়া সেই ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। আর ব্রহ্মকে নির্গুণ অক্ষররূপে ধ্যান করিতে হইলে, মূর্দ্ধাদেশে প্রাণকে ধারণা করিয়া ওঁকার ধ্যান করিতে হয়,—তাহাতে সমাধিস্থ হইতে হয়।

পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে, চিত্তকে দেশ-বিশেষে বদ্ধ করিলে, ধারণা-সিদ্ধি হয়, উক্ত হইয়াছে। গীতায় প্রাণকে হৃদয়ে ও মূর্দ্ধাদেশে যোগ ধারণা করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। এই প্রাণের তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে (৭।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রাণই বুদ্ধি মন অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে বুদ্ধি মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ বা চিত্ত আপনিই নিরুদ্ধ হয়। প্রাণকে দেশ বিশেষে ধারণা করিতে পারিলে চিত্তও স্বতঃই সেস্থলে বদ্ধ হয়, যোগ ধারণা-সিদ্ধি হয়।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

'ওম্' এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারিয়া,
আমারে স্মরণ করি,—ত্যজি দেহ যেই
করয়ে প্রয়াণ—সেই পায় শ্রেষ্ঠ গতি ॥ ১৩

(১৩) ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম—ব্রহ্মের অভিধানভূত ওঙ্কার (শঙ্কর)। ওঁকার ব্রহ্ম বাচক, প্রতিমাদিবৎ ব্রহ্মের প্রতীক (স্বামী)। ওঁ— ইহা অন্তরে উচ্চারণ করিয়া ও এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী ব্রহ্ম আমাকে স্মরণ করিয়া (মধু. বলদেব)।

এ স্থলে ব্রহ্ম অর্থে মন্ত্র। ব্রহ্মের মূল অর্থ বাক্। তাহা হইতে, বেদ মন্ত্রকেও ব্রহ্ম বলে। ইহা পূর্ব্বে ৩।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। এই ওঁরূপ একাক্ষর মন্ত্র পর ও অপর ব্রহ্মবাচক। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "এতদ্বৈ...পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" (প্রশ্ন উপঃ ৫।২)।

শ্রুতিতে এই ওঁ...ব্যাহরন্ সম্বন্ধে আছে—

"ওমিত্যেতদগ্রে ব্যাহরন্।" (নারায়ণীয় উপঃ ১।৪।৪)। এই ব্যাহরন্ শব্দ হইতে ব্যাহৃতি হইয়াছে। ব্যাহৃতি কোন মতে তিন,— ভূর্ভুবঃস্বঃ (তৈত্তিরীয় ১।৫।১)। কোন মতে চারি, কোন মতে সাত— ভূর্ভুবঃস্বঃ মহঃ তপঃ সত্যঃজনঃ (নৃসিংহতাপনীয়, ৪।৩)। প্রণবের সহিত এই ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিবার বিধি আছে।

এই ওঙ্কার-তত্ত্ব এই অধ্যায়-শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

আমারে—পরমেশ্বরকে (শঙ্কর)।

নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্ম ধ্যেয় নহেন। তিনি অবাঙমনস-গোচর তিনি অচিন্ত্য। শ্রুতি মতে—

ব্রহ্ম অদৃষ্টমব্যবহার্য্যলক্ষণমচিন্ত্যব্যপদেশ্যম্।" (মুণ্ডক ৭)। ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বররূপেই ধ্যেয়। সেইরূপেই তাহাকে স্মরণ ও অনুচিন্তন সম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্ম ওঁকার রূপ প্রতীক দ্বারা ধ্যেয়। এজন্য এ স্থলে ভগবান্ তাঁহাকে স্মরণ ও উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

করয়ে প্রয়াণ—দেহ ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে দেহ ত্যাগ করিয়া অর্চিরাদি মার্গে গমন করে। মৃত্যুতে আত্মার নাশ হয় না (শঙ্কর)।

শ্রেষ্ঠগতি—অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন পূর্ব্বক পরে মুক্তি লাভ করে (স্বামী)। দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গিয়া তাহার ভোগ অন্তে মুক্তিরূপ পরম গতি লাভ করে (মধু)। এই পরম গতি সম্বন্ধে—

গীতার ৬।৪৫, ৭।১৮, ৯।৩২, ১৩।২৮, ১৬।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কঠোপনিষদের ৩।১১, ৬।১০ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য।

• উপরের কয় শ্লোকে উল্লিখিত উপাসনা তত্ত্ব বুঝিতে হইলে দহর বিদ্যা বা হার্দ্দ বিদ্যা কাহাকে বলে এবং ওঁকার ব্রহ্মবাচক কেন, তাহা বুঝিতে হইবে। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে দ্রষ্টব্য।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

হইয়া অনন্যচিত্ত, সতত আমারে
স্মরে নিত্য যেই জন,—নিত্য যোগরত,
হেন যোগী মোরে পার্থ লভে অনায়াসে॥ ১৪

(১৪) সতত নিত্য—সতত, অর্থাৎ নিরন্তর, নিত্য (নিত্যশঃ) অর্থাৎ দীর্ঘকাল—ছয় মাস কি এক বৎসর, এরূপ নহে, যাবজ্জীবন। (শঙ্কর)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (১।১৪)

অর্থাৎ তাদৃশ অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সদা সর্ব্বদা ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে তবে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়।"

স্মরে—অর্চ্চনা করে (বলদেব)। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ এ অর্থ করেন নাই। তাঁহাদের মতে স্মরণ করে, অর্থে—চিন্তা করে। যোগশাস্ত্র মতে

এই স্মরণ অর্থে—ধ্যান। স্মৃতি, চিত্তের বৃত্তি বিশেষ। অন্য বিষয় স্মরণ না করিয়া, কেবল ধ্যেয় ভগবানের আকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশ প্রবাহই ভগবান্‌কে স্মরণ বা তাঁহার ধ্যান করা।

নিত্যযোগরত—সদা সমাহিতচিত্ত (শঙ্কর, মধু)। উক্তরূপে অভ্যাস-যোগ দৃঢ় হইলে, ভগবানে নিত্যযোগরত হওয়া যায়।

লভে অনায়াসে—সে যোগী মৃত্যুকালে ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক, ওঁ উচ্চারণ করিয়া, সুষুম্না নাড়ীপথে ব্রহ্মরন্ধ্র বা মূর্দ্ধাদ্বার দিয়া উৎক্রামণ করিতে পারে, ও দেবযান-মার্গে গতিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

মধুসূদন বলিয়াছেন,—"যে যাবজ্জীবন প্রতিক্ষণ অন্তরকে বিক্ষেপ-শূন্য করিয়া ভগবানের অনুচিন্তা করে, সে পরম গতি হেতু মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণ উৎক্রামণ করিতে পারে। অন্যে তাহা পারে না। স্বামী, গিরি এবং শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু এই শ্লোকে পূর্ব্বের কয় শ্লোকোক্ত উৎক্রামণ বা গতিতত্ত্ব উল্লিখিত হয় নাই। অনন্যচিত্ত হইয়া সতত নিত্য যোগযুক্ত যোগী ঈশ্বর স্মরণ করিলে, তিনি ঈশ্বরকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন, এই মাত্র উক্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহার ফল—ভগবান্‌কে অন্তকালে অনায়াসে স্মরণ। (পূর্ব্বে ৫—৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য), এবং সেই স্মরণহেতু ঈশ্বরকে লাভ। কি কি ভাবে ও কিরূপে ভগবান্‌কে সতত স্মরণ করিতে হয়, ও সেই স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে কি গতি হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এস্থলে উক্ত হয় নাই।

বলদেব ও রামানুজ বলেন যে, শুদ্ধভক্তি দ্বারাই ভগবান্ সুখলভ্য। কেন না, তাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠান বা যোগাভ্যাসাদি দুঃখসম্পর্ক নাই। জ্ঞানী সেই একভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ পরম গতি লাভ করে। পূর্ব্বে ৮ম হইতে ১০ম শ্লোকে ঐশ্বর্য্যপ্রার্থীর, ও ১১শ হইতে ১৩শ শ্লোকে কৈবল্যার্থীর পক্ষে যে ভাবে ব্রহ্মকে ভাবনা করিতে হইবে, তাহা উক্ত

হইয়াছে। আর এই শ্লোকে একভক্তি জ্ঞানীর পক্ষে যে ভগবান্‌কে সতত ভাবনা করিতে হইবে, তাহা উক্ত হইয়াছে। আমরা এ কথা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

গীতার দ্বাদশাধ্যায়ের প্রথমেই পাওয়া যায় যে, উপাসনা দুইরূপ। এক,—ভগবানে অনন্য ও একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক, তাঁহাতে মন বুদ্ধি আবিষ্ট করিয়া, নিত্য যোগযুক্ত হইয়া উপাসনা। আর এক,—অব্যক্ত অক্ষর অচিন্ত্য অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা। সেই স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পথ বড় ক্লেশকর।

যাহা হউক, এস্থলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অর্থ গ্রহণ না করিলেও চলে। এই শ্লোকে সাধারণ ভাবে নিত্য সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনার উপদেশ আছে। জ্ঞানপথ ভক্তিপথ উভয় পথেই এইরূপ নিত্য সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন। নতুবা 'আমি'-বিষয়ক সংস্কারের পরিবর্ত্তে 'ঈশ্বর' বা ব্রহ্ম-বিষয়ক সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না ; মৃত্যুকালে ব্রহ্ম স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে আরম্ভে এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইয়া এই তত্ত্বের উপসংহার হইয়াছে।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫

আমাকে পাইলে আর দুঃখের আলয়—
অনিত্য জনম পুনঃ নাহি প্রাপ্ত হয়
মহাত্মারা,—করে লাভ সংসিদ্ধি পরম ॥১৫

(১৫) আমাকে পাইলে—ঈশ্বরকে পাইয়া, ঈশ্বর ভাব লাভ করিলে (শঙ্কর, মধু)।

দুঃখের আলয়—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখের আশ্রয় (শঙ্কর)। গর্ভবাসাদি অনেক দুঃখের স্থান (মধু)।

অনিত্য (অশাশ্বতম্)—দেহ সম্বন্ধ হেতু যে জন্মমৃত্যুর অধীন, যাহাতে দেহত্যাগরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য।

সংসিদ্ধি পরম—মোক্ষ (শঙ্কর, স্বামী)। ব্রহ্মলোক ভোগান্তে ক্রমমুক্তি (মধু)। এই পরম সংসিদ্ধিকে মোক্ষ বলে। কিন্তু মধুসূদন ইহাকে ক্রমমুক্তি বলিয়াছেন। মৃত্যুর পর মুক্তি দুই রূপে হইতে পারে। এক—সদ্যোমুক্তি, আর এক—ক্রম মুক্তি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়,—"......অথ অকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" (৪।৪।৬)

ইহা হইতে এবং বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ হইতে পাওয়া যায় যে, যিনি পরাবিদ্যা লাভ করিতে পারেন, মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণ উৎক্রামণ করে না। তিনি সদ্যঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ইহাই পরমা সিদ্ধি। মৃত্যুর পর ইহাদের কোন গতি—বা পরলোক গমন হয় না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, দেশকাল নিমিত্তরূপ সর্ব্বপরিচ্ছেদ দূর হয়, ব্রহ্মত্ব লাভ হয়,—তাহার অহঙ্কার ওঙ্কারে মিলিয়া যায়।

যাঁহারা পরাবিদ্যা লাভ করেন নাই, তাঁহারা তারকব্রহ্ম যোগ সাধনা করিয়া, হৃদয়ে ওঁকার ধ্যান করিয়া মরিতে পারিলে, সুষুম্না নাড়ীপথে উৎক্রামণ পূর্ব্বক অর্চ্চিরাদি-মার্গে বা দেবযান-মার্গে ব্রহ্মলোকে (সগুণ ব্রহ্ম লোকে) গমন করিয়া পরে ক্রম মুক্ত হন। তাঁহারা মৃত্যুর পরে দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া পরে মুক্ত হন। ইহাই পরম গতি। (পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে)।

দ্বিতীয় গতি অজ্ঞানীর। তাহাদের সুষুম্না নাড়ী পথ সাধনা বিশেষ দ্বারা উন্মুক্ত না হওয়ায়, যে কোন নাড়ী মুখ দিয়া তাহাদের প্রাণ উৎক্রামণ

করে এবং মৃত্যু সময়ে তাহাদের হৃদয়ে যেরূপ সংস্কার প্রদ্যোতিত হয়, তদনুসারে তাহারা মনুষ্য তির্য্যগাদি গতি লাভ করে। ইহাই নিকৃষ্ট গতি। আর যদি ইহারা শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মে নিরত থাকে, তবে তাহাদের মধ্যগতি লাভ হয়। তাহারা ধূমমার্গে কৃষ্ণগতি লাভ করে, পিতৃযানে তাহাদের গতি হয়। এই অধ্যায়ের শেষে এই দেবযান ও পিতৃযান মার্গ বিবৃত হইয়াছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

ব্রহ্মভুবনাদি হতে লোকে হে অর্জ্জুন
করে পুনঃ আবর্ত্তন। হে কৌন্তেয়,
আমারে পাইলে আর জন্ম নাহি হয় ॥ ১৬

(১৬) ব্রহ্মভুবন—(মূলে আছে 'আব্রহ্মভুবনাৎ,' পাঠান্তরে 'আব্রহ্মভবনাৎ')। যাহাতে ভূতগণ থাকে, তাহাই ভুবন (শঙ্কর)। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সাত ভুবন। ইহাদিগকে সপ্তলোকও বলে। তন্মধ্যে সত্যলোকই ব্রহ্মভুবন। স্মৃতিতে আছে,—

"সত্যস্তু সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্ভববাসিনাম্।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতিঘাতলক্ষণঃ॥"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।৫) মহঃ লোককেই ব্রহ্ম বা আদিত্য লোক বলা হইয়াছে। ইহা ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ত্রিলোকের অতীত। কেহ বলেন, মহ, জন, তপ, সত্য—ইহা ব্রহ্মলোক।

উক্ত সাত ভুবন ব্যতীত শ্রুতিতে বরুণলোক প্রভৃতি অন্যান্য লোকের

কথাও উল্লিখিত আছে। পুরাণে চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ভুবনই সর্ব্ব উর্দ্ধলোক। কার্য্য ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ হইতে এই সমুদায় লোক বা ভুবন সৃষ্ট হইয়াছে। এই কার্য্যব্রহ্মের লোককে ব্রহ্ম ভুবন বলে, তাহা হইতে অন্যান্য ভুবনের বা লোকপদ্মের সৃষ্টি। এই ব্রহ্মভবন ও ব্রহ্মভুবনবাসী লোকের কথা, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। (মুণ্ডক, ১।২।৬, ৩।২।৬; কঠ, ৬।৫; বৃহদারণ্যক ৬।২।১৫, ও ছান্দোগ্য ৮।১২।৬, ৮।১৫।১ দ্রষ্টব্য)।

লোকে আবর্ত্তন করে বার বার—যে সকল লোকে—ব্রহ্মভুবনাদি ভুবনে বা ভবনে বাস করে, তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মনুষ্যলোকে জন্মিয়া মরণের পর উর্দ্ধে স্বর্গাদি ভুবনে গতি হইলে পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যাহারা স্বর্গাদি লোক অতিক্রম করিয়া মহঃ প্রভৃতি লোকে এমন কি ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, তাহাদেরও সেই ব্রহ্মাদি লোক হইতে পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে। পরের কয় শ্লোকে এই পুনরাবর্ত্তন তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। কল্পান্তে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ভুবনের ধ্বংস হয়; মহ, তপঃ জন ও সত্যলোকের ধ্বংস হয়না। মহা প্রলয়ে সর্ব্বভুবনেরই ধ্বংস হয়। কাল্পিক প্রলয়ান্তে কেবল ভূর্ভুবঃস্বর্লোক সৃষ্ট হয়; যাহারা ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাদি ভুবন প্রাপ্ত হয়, তাহারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলে অজ্ঞানহেতু পুনর্জ্জন্ম লাভ করে; অথবা ব্রহ্মাদি লোক সকল বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, তাহারা পরসৃষ্টিতে আবার জন্মগ্রহণ করে। মহা প্রলয়ে এইরূপে মহদাদি ক্রমে, ব্রহ্মলোকেরও লয় হয়। জগতে সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি, এইরূপ নিয়ত চলিতেছে। মহা প্রলয়ে ব্রহ্মলোকের লয় হয়, জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়। আবার সৃষ্টিকালে সেই ব্রহ্মলোকের পুনঃ সৃষ্টি হয়, আবার লয় হয়, আবার সৃষ্টি হয়। এইরূপ নিয়ত চলিতেছে। পর বা ব্রহ্মার পরমায়ু ক্ষয় হইলে মহাপ্রলয় হয়। ইহাই পুরাণের সিদ্ধান্ত। পুরাণে আছে—

'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"
(স্বামী উদ্ধৃত বচন)।

আমারে পাইলে—জন্ম নাহি হয়—যাঁহারা নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মবিৎ, এজীবনে জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের মৃত্যুর পরে আর গতি হয় না—ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরোপাসনা-ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যু-অন্তে সুষুম্না নাড়ী পথে উৎক্রামণ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, তাঁহারা আর প্রত্যাগমন করেন না। ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হন। তবে যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় কেবল পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অনুশীলনে, অশ্বমেধ যজ্ঞ ফলে, বা সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য হেতু ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কল্পক্ষয়ে, মোক্ষদ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, পুনরাবর্ত্তন করেন।

এই তত্ত্ব বেদান্তদর্শনের শেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—" ও তাহার শাঙ্কর ভাষ্য হইতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মলোক—উর্দ্ধতম স্বর্গ বা পরলোক। সেখানে শ্রুত্যুক্ত সাধন বলে যাইতে পারিলে, 'কামচারী' হওয়া যায়, দেশ কাল বন্ধন শিথিল হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—'তদরশ্চ হ বৈণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি যস্মিন্ তদৈরম্মদীয়ং সরস্তদশ্বথঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণো যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্।" (৮।৫।৩) অর্থাৎ এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক। সেস্থানে 'অর' ও 'ণ্য' এই নামধেয় সমুদ্র তুল্য সুধাহ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, আছে। সে স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যের অগম্য। সেই লোক অজেয় ব্রহ্মপুরী, তাহাতে ব্রহ্মনির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে।" ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও আছে,—"তদ্ য এবৈতাবরং চ ণ্যঞ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু

কামচারো ভবতি।” (৮।৫।৪)। অর্থ এই যে,—ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মলোক জানিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ও সর্ব্বলোকে কামচারী হওয়া যায়।

এই ব্রহ্মলোক কাহারা প্রাপ্ত হয়, তাহা এইরূপে শ্রুতিতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে। যাহারা অরণ্যচারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করে, সত্য উপাসনা করে, তাহারা মৃত্যুকালে সুষুম্না নাড়ীপথে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে নীত হয়। শ্রুতিতে আছে—

“…তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।

(কঠ, ৬।১৬, ছান্দোগ্য, ৮।৬।৬)।

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে, ইহা ভগবান্ এই শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামীও বলিয়াছেন—কর্ম্মী কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মলোক পাইলেও তাহার মুক্তি হয় না। কেবল যে জ্ঞানী মোক্ষকামী, তাঁহারই ব্রহ্মলোক হইতে ক্রম-মুক্তি হয়, আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

কিন্তু শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, ক্রমে মুক্তি হয়। বহু শ্রুতিমন্ত্র হইতে এই কথা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে। তাহার শেষ মন্ত্র এই,—

“…আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য, যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে, শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ আত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসয়ন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরা-বর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে।” (৮।১৫।১)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১৫) এই কথা আছে।

“তে…তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।”

ইহার সমাধান এই যে, যে উক্তরূপে ব্রহ্মভুবনে যাইতে পারে, সে

যদি যায় জ্ঞানলাভ করিয়া অক্ষর ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহার পুনরাবর্ত্তন হয় না। নতুবা ব্রহ্মলোক লাভ করিলেও তাহাকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। ভূলোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে কোন লোকে থাকা যায়, সেখানে যখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া ঈশ্বরকে বা অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সেই লোক হইতেই মুক্তি হইতে পারে। আর যে ব্রহ্মবিৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে প্রয়াণ করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াই মুক্ত হয়, আর পুনরাবর্ত্তন করে না। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে, এই শুক্লগতি প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না (৮।২৬)।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭
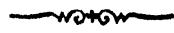
ব্যাপিয়া সহস্র যুগ ব্রহ্মার দিবস,
সহস্র যুগ পর্য্যন্ত হয় রাত্রি তাঁর,—
যে জানে, সে জন হয় অহোরাত্রবিদ্ ॥ ১৭

(১৭) ব্রহ্মার দিবস—রাত্রি—পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মভুবন অবধি সমুদায় ভুবন হইতে লোকগণ পুনরাবর্ত্তনশীল, ইহা বলা হইয়াছে। সেই পুনরাবর্ত্তন-তত্ত্বই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে। (শঙ্কর)। পূর্ব্ব শ্লোকে 'ভুবন' ও লোক এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা ভুবন-তাহাই এক অর্থে লোক, ইহা উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মভুবন ও ব্রহ্মলোক একার্থবাচক। ইহা ব্যতীত কোন বিশেষ-লোকবাসীদেরও লোক বলে। ব্রহ্মাদি ভুবনবাসী লোকগণ কোন্ অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করে, ও কোন্ অবস্থায় করে না, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি-ভুবন, ও এই সকল ভুবনবাসী লোক সাধারণ ভাবে সেই সকল ভুবনের

সহিত কিরূপে পুনরাবর্ত্তন করে, সেই তত্ত্ব এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকোক্ত কালতত্ত্ব শ্রুতিতে কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই। ইহা প্রধানতঃ পৌরাণিক। স্মৃতিতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা আছে, প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টির কথা আছে। কিন্তু সৃষ্টির ও প্রলয়ের কাল পরিমাণ কত, তাহা শ্রুতিতে কোথাও স্পষ্টরূপে বিবৃত হয় নাই। স্মৃতির মধ্যে কেবল মনুসংহিতায় ইহা বিবৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় আছে—

"তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ। (১।৭৩)।

এই কাল পরিমাণ নিয়ম মনুসংহিতায় (১।৬৪-৭৩), বিষ্ণুপুরাণে (১।৩।৭-২৫), মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৪৬।২৩-৪৪), ও অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায়। তাহা এই—

১৮ (বিষ্ণুপুরাণ মতে ১৫) নিমেষে			১ কাষ্ঠা।
৩০ কাষ্ঠায়	...	...	১ কলা।
৩০ কলায়	...	...	১ মুহূর্ত্ত (দণ্ড)।
৬০ দণ্ডে বা মুহূর্ত্তে	...	...	১ অহোরাত্র।
৩০ অহোরাত্রে	...	...	১ শুক্ল ও ১ কৃষ্ণ পক্ষ।

(১ শুক্ল পক্ষ পিতৃলোকের এক দিন ও ১ কৃষ্ণপক্ষ পিতৃলোকের একরাত্রি)।

এই শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে এক মাস (পিতৃলোকের এক অহোরাত্র)। ছয় মাসে এক অয়ন।

১২ মাসে এক উত্তরায়ণ ও এক দক্ষিণায়ন বা এক মানুষের বৎসর।

(উত্তরায়ণ দেবতাদের এক দিন, ও দক্ষিণায়ন দেবতাদের এক রাত্রি)।

১ মানুষ বৎসরে······দেবতাদের এক অহোরাত্র।

৩৬০ মানুষ বৎসরে······দেবতাদের এক বৎসর।

৪,০০০ দেব বৎসরে (১৪,৪০,০০০ মানুষ বৎসরে) এক সত্য···(কৃত)

যুগ।

৩,০০০ দেব বৎসরে (১০,৮০,০০০ মানুষ বৎসরে) এক ত্রেতাযুগ।

২,০০০ দেব বৎসরে (৭,২০,০০০ মানুষ বৎসরে ১ এক দ্বাপর যুগ।

১,০০০ দেব বৎসরে (৩,৬০,০০০ মানুষ বৎসরে) এক কলি যুগ।

২,০০০ দেব বৎসরে (৭,২০,০০০ মানুষ বৎসরে) এক যুগসন্ধি।

১২,০০০ দেব বৎসরে (৪৩,২০,০০০ মানুষ বৎসরে) এক চতুর্যুগ।

১,০০০ চতুর্যুগে বা ১৪ মন্বন্তরে, বা ১২০ লক্ষ দেব বৎসরে, বা ৪৩২ কোটি মানুষ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প।

১,০০০ চতুর্যুগে বা মহাযুগে ... ব্রহ্মার এক রাত্রি।

৭,২০,০০০ চতুর্যুগে ... ... ব্রহ্মার এক বৎসর।

১০০ ব্রহ্মার বৎসরে ... ... ব্রহ্মার পরমায়ু বা 'পর'।

৭,২০,০০,০০০ মহা যুগে (মানুষের ৩১,১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বৎসরে) অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি গুণিত কোটি বৎসরে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হয়। এই কালতত্ত্ব এই মহা Cycle of Time-তত্ত্ব পৌরাণিক।

সহস্র যুগ পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মার দিবস এবং সহস্র যুগ পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মার রাত্রি, সেই কালতত্ত্ব আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। ব্রহ্মার এই দিবস ও রাত্রিকাল বিভাগের অর্থ :-এই যে ব্রহ্মার দিবস কালে এই সৃষ্টি থাকে ও রাত্রিকালে এ সৃষ্টি থাকে না। ব্রহ্মার দিবসারম্ভে যে সৃষ্টি, তাহাকে দৈনন্দিন বা কাল্পিক সৃষ্টি বলে। ব্রহ্মার দিবসান্তে যে প্রলয়, তাহাকে দৈনন্দিন কাল্পিক বা নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। পুরাণ মতে এই প্রলয়ে ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক দগ্ধ হয়। তখন মহর্লোক উত্তপ্ত হইয়া জনলোকে প্রবেশ করে। তখন নারায়ণ বা পরম পুরুষ কারণবারিতে বা অব্যক্ত সূক্ষ্ম কারণরূপা পরা ও অপরা অথবা স্থূল প্রকৃতিতে শায়িত হন। ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্মে নিদ্রিত রহেন। ব্রহ্মার রাত্রির অবসান হইলে ব্রহ্মা জাগরিত হন, ও পূর্ব্বমত সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টি-কল্পনা করেন। ব্রহ্মা যতক্ষণ জাগরিত থাকেন, ততক্ষণ এই সৃষ্টি থাকে। ব্রহ্মের কল্পনা মূলে এই সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে কল্প বা কাল্পিক সৃষ্টি বলে। শ্রুতি মতে ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ কল্পনা করেন,—'আমি বহু হইব'। এবং এই কল্পনা করিয়া বহুর সৃষ্টি করেন, ও আত্মরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় ধারণ করেন। পর শ্লোকে শ্রুতি অনুযায়ী সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্ব বিবৃত হইবে। সে স্থলে শ্রুতি অনুসারে দিবস ও রাত্রি কাল-তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইবে। যাহা হউক পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার দিবস আগমনে এই কাল্পিক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ কল্পনা করিয়া তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পর কল্পেও তদনুসারে তিনি সেইরূপ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার দিবস-পরিমাণ কাল এই কাল্পিক সৃষ্টি থাকে। ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে যখন তিনি নিদ্রিত হন, তখন এই কাল্পিক সৃষ্টির লয় হয়।

এই শ্লোকে ব্রহ্মের বা হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্য ব্রহ্মের দিন ও রাত্রির কাল পরিমাণ মাত্র উক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্রহ্মের দিবসে কাল্পিক সৃষ্টি ও রাত্রিতে কাল্পিক বা দৈনন্দিন প্রলয় তত্ত্ব বিবৃত হইবে। সে স্থলে আমরা এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮

এ দিবার আগমনে হয় সমুদায়
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত। রাত্রি আগমনে,
সেই অব্যক্তেতে পুনঃ যায় মিলাইয়া ॥ ১৮

(১৮) দিবসের আগমনে—ব্রহ্মার রাত্রির অবসান হইলে ও ব্রহ্মা জাগরিত হইলে যখন তাঁহার দিবস আরম্ভ হয়।

অব্যক্ত—প্রজাপতির নিদ্রিত অবস্থাই অব্যক্তাবস্থা (শঙ্কর, মধু)। কার্য্যের অব্যক্তরূপ অর্থাৎ কারণাত্মক রূপ (স্বামী)। মধুসূদন বলিয়াছেন, "এস্থলে দৈনন্দিন সৃষ্টি প্রলয়ের কথা মাত্র উক্ত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে অব্যক্তাবস্থা—অব্যাকৃত মূল প্রকৃতি অবস্থা বা প্রধান অবস্থা নহে।" পুরাণ অনুসারে কাল্পিক প্রলয়ে সমুদায় সৃষ্টি এই মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয় না। সে প্রলয়ে মূল প্রকৃতিতে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সাংখ্যোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের লয় হয় না। এবং কাল্পিক সৃষ্টিতেও এই তত্ত্বের পুনঃ সৃষ্টি হয় না। তখন এই তত্ত্ব হইতেই ত্রিলোকের সৃষ্টি হয়,—এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পুরাণ মতে মহাপ্রলয়ে সমুদায় সৃষ্টি মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং মূল প্রকৃতি পরব্রহ্মে বিলীন হয়। মহাপ্রলয়েই সমুদায় সৃষ্টি আদিতমোরূপ অব্যক্তে বিলীন হয়। শ্রুতি অনুসারে তখন কিছুই থাকে না, এ সমুদায় অসৎ হয়।

কিন্তু শ্রুতিতে একরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় উক্ত হইয়াছে মাত্র। সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি,—এই প্রবাহরূপে সৃষ্টি নিত্য। প্রত্যেক সৃষ্টির অন্তে বা প্রলয়ে, এ সমুদায় অব্যক্তে বিলীন হয় এবং সৃষ্টি কালে সেই অব্যক্ত হইতে আবার সমুদায় উৎপন্ন হয়। এই অব্যক্ত সাংখ্য দর্শন অনুসারে মূল প্রকৃতিরই নামান্তর; শ্রুতি অনুসারে, এই অব্যক্ত মহত্তত্ত্বের অতীত, আর পুরুষ এই অব্যক্তেরও অতীত তত্ত্ব।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (কঠ, ৩।১১, ৬।৭-৮)।

পুরুষ বা পরম পুরুষ—এই অব্যক্তকে ঈশরূপে ভরণ করেন, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ১।৮)।

আমরা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, যখন ব্রহ্মই এ সমুদায়—তিনিই ব্যক্ত বিশ্ব সমুদায়, তখন স্বতন্ত্র অব্যক্ত

বা প্রকৃতি নাই। পরমেশ্বর ব্রহ্মের পরাখ্যা মায়া শক্তিবশে জ্ঞাতারূপে ব্রহ্মকে যেভাবে ঈক্ষণ করেন, বা আপনার করিয়া লন, তাহাই অব্যক্ত। তাহাই ঈশ্বরের মায়িক কল্পনা হেতু প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। অতএব ব্রহ্মই এই অব্যক্ত। ইহা Absolute—শক্তিমান্ পরমব্রহ্মের Unmanifest অবস্থা। ইহা পরাখ্য ব্রহ্মশক্তির কারণাবস্থা বা Potential অবস্থা। ঈশ্বরের মায়া হেতু তাহাতে নানা ব্যক্ত ভাব কল্পিত হয় ও তাহা কার্য্যরূপে পরিণত হয়। এই জন্য এই কল্পনা অনুসারে এই অব্যক্ত হইতে সমুদায় সংরূপে ব্যক্ত হয়, manifest হয়।

ব্যক্ত—শরীরবিষয়াদিরূপ ভোগভূমি সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। (মধু)। এই সংসারের—এই Phenomenal জগতের অভিব্যক্তি হয়।

সমুদায়—যাহা কিছু কালপরিচ্ছিন্ন। স্থাবর জঙ্গম লক্ষণ সমুদায় সৃষ্ট বস্তু (শঙ্কর)। চরাচর সমুদায় ভূত (স্বামী)।

রাত্রি—ব্রহ্মার রাত্রি। ব্রহ্মা যখন নিদ্রিত হন, সেই সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার নিদ্রা কাল।

এই শ্লোকে যে কাল্পিক সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রুতিতে এই সৃষ্টি ও প্রলয় যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই প্রধানতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে। বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে এই তত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা সামঞ্জস্য করিয়া গীতোক্ত এই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শ্রুতি অনুসারে এই সৃষ্টি প্রবাহরূপে অনাদি। (গৌড়পাদ-কৃত মুণ্ডক-কারিকার ৪।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, এই বাহ্য পরিদৃশ্যমান জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সত্য—ইহার প্রত্যেক পদার্থ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাতে জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় মৃত্যু প্রভৃতি ভাব-বিকারের লীলা ব্যষ্টিভাবে সর্ব্বত্র চলিতেছে সত্য, কিন্তু এই জগৎ বা সংসার চিরকাল ছিল, চিরকালই

থাকিবে। এ সংসার অশ্বত্থ—অব্যয়। কিন্তু এই জগৎ যে কার্য্য—ইহার যে আদি আছে—মূলকারণ আছে, তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, এ সৃষ্টির আদি আছে। ইহা আদিতে অসৎ ছিল বা আদি কারণ তমোরূপ ছিল। উপনিষদেও এজগতের আদি কি ছিল, তাহার সিদ্ধান্ত আছে। "অসৎ এব ইদম্ অগ্র-আসীঃ তৎ সদাসীৎ"—ইত্যাদি উপনিষদ্ মন্ত্র ইহার প্রমাণ। (ছান্দোগ্য—৩।১৯।১, ৬।২।১; বৃহদারণ্যক—১।২।১, ১।৪।৩, ১০, ১৭, ৩।৫।১; ঐতরেয়—১।১; তৈত্তিরীয়—২।৭।১ প্রভৃতি মন্ত্র এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।)

ঐতরেয় উপনিষদের প্রথমেই আছে—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষিত লোকান্ নু সৃজা ইতি। ১॥ স ইমাঁল্লোকানসৃজত······"

অতএব প্রশ্ন উঠে যে সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, তবে কিরূপে এই আদি সৃষ্টি কল্পনা করা যায়? ইহার উত্তর এই যে, যদি সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি, আবার প্রলয় আবার সৃষ্টি—এইরূপ কল্পনা করা যায়, তবে এই সৃষ্টি-লয়-প্রবাহরূপে এ সংসারকে অনাদি বলা যায়। নতুবা পূর্ব্বে কখন সৃষ্টি বা এ জগৎ ছিল না—আকস্মিক ইহার সৃষ্টি হইল, এরূপ কল্পনা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রুতিতেও এরূপ উক্ত হয় নাই। ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥" (ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।৩)।

অর্থাৎ ধাতার কল্পনা হইতে সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি এই কল্পনামূলক বলিয়া ইহাকে পরে কাল্পিক সৃষ্টি বলা হইয়াছে। ধাতা প্রত্যেক সৃষ্টি পূর্ব্ব-সৃষ্টি অনুসারে কল্পনা করেন। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সূর্য্য চন্দ্রাদির ও পৃথিবী প্রভৃতি লোকের যেরূপ সংস্থান ছিল, তদনুসারে পর সৃষ্টিতে তাহার

সংস্থান কল্পনা করেন। * এই ধাতা ব্রহ্মা নহেন। ইনি জগতের স্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্ম। উক্ত ঋগ্বেদীয় সূক্তে আরও উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের জ্ঞান মূল তপ হেতু তাঁহার মায়াধিষ্ঠানরূপ উপাদান হইতে সত্যসংকল্প (ঋত) ও সত্যবাক্ (সত্য) উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে অহোরাত্র উৎপন্ন হয়। তাহাতে এই সমুদায় ধারণপূর্ব্বক এবং তাহার নিমিষাদিযুক্ত যে এই সর্ব্ব প্রাণিজাত বিশ্ব, তাহার বশী বা ঈশ্বররূপে তিনি বিদ্যমান থাকেন। এই অহোরাত্র-অভিমানী দেবতাই প্রজাপতি, (প্রশ্নোপনিষদ. ১।১৩)।

* কেহ কেহ এই মন্ত্রের অর্থ করেন যে,—'যথাপূর্ব্বম্' অর্থে যথাক্রম। অর্থাৎ আদি সৃষ্টিতে ধাতা প্রথম সূর্য্যকে কল্পনা করেন, পরে চন্দ্রকে কল্পনা করেন, তাহার পর দ্যুঃ বা স্বর্গাদি ক্রমে লোকত্রয় কল্পনা করেন। অতএব এস্থলে পূর্ব্ব সৃষ্টি ও পর সৃষ্টির কথা নাই। এ অর্থ সঙ্গত নহে। সায়ণ 'যথাপূর্ব্বম্' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,

"পূর্ব্বস্মিন্ কালে অকল্পয়ৎ সৃষ্টবান্ তথৈব আগামিন্যপি কল্পে কল্পয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ।" যে সূক্তে এই মন্ত্র আছে, তাহা আলোচনা করিলে এই অর্থই পাওয়া যায়। এই সূক্তে তিনটি মাত্র মন্ত্র আছে। এই সূক্ত সৃষ্ট্যাদি-প্রতিপাদক। ইহার প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশ এই—

"ঋতং চ সত্যং চাভিধ্যাৎ তপসো অধ্যজায়ত।"

সায়ণ ভাষ্য অনুসারে এ সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ—ঋত=যথার্থ সংকল্প, সত্য= যথার্থ ভাষণ। চ—অন্য শাস্ত্রীয় ধর্ম্মজাত সমুদয়। ব্রহ্ম পূর্ব্বসৃষ্ট্যর্থ এই সত্য সংকল্প ও সত্য বাক্ অভিধ্যান পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা (অধি—উপরি) এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তপ—অর্থাৎ কি সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার পর্য্যালোচনা। এই তপস্যা জ্ঞানময়, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অভিধ্যাৎ—অর্থে অভিধ্যান হইতে বলা যায়, অথবা প্রকাশমান পরমাত্মার মায়াধিষ্ঠান রূপ উপাদান হইতে—ইহাও বলা যায়। ইহা হইতে প্রথম ঋত বা সত্যসংকল্প ও সত্য বা সত্যবাক্ উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে রাত্রি (তমঃ), তাহা হইতে কারণ সমুদ্র, তাহা হইতে সংবৎসর। তাহাতে অহোরাত্র উপলক্ষিত কালে সমুদয় বিধৃত হয়। তাহাই উপনিষদে খণ্ড কালযুক্ত বিশ্বের ঈশ্বর। বিধাতা যথাপূর্ব্ব সূর্য্যচন্দ্রাদি কল্পনা করেন। এইরূপে সৃষ্টি হয়। প্রশ্নোপনিষদে আছে "সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ" (১।৯)। এই কালাভিমানী দেবতা সৃষ্টি করেন। সেইরূপ অহোরাত্রও প্রজাপতি (প্রশ্ন ১।১৩)। এই দিবস ও রাত্রি কালাভিমানি-দেবতা ব্রহ্মা।

অতএব এই সূক্তেই দিবস ও রাত্রিরূপ কালে এই কাল্পিক সৃষ্টি বিধারণের কথা উক্ত হইয়াছে। এবং এক কাল্পিক সৃষ্টি পূর্ব্বকাল্পিক সৃষ্টির অনুরূপ হয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে। অতএব সৃষ্টি অনাদি,—ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টি লয় প্রবাহরূপে ইহা অনাদি। আব্রহ্মভুবন লোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল। এই সৃষ্টি লয় তত্ত্ব উপনিষদেও বিবৃত হইয়াছে। যে যে উপনিষদ্ মন্ত্রে সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রলয়তত্ত্ব উপনিষদে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এস্থলে দেখিতে হইবে। অনেক স্থলে সৃষ্টি ও লয় একত্র উক্ত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু
য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।২)

অর্থাৎ "যেহেতু রুদ্র এক, তিনি এই লোকসকল নিজ ঐশী শক্তিবলে নিয়মিত করেন। তাঁহার কোন দ্বিতীয় ব্রহ্মবিদগণ স্বীকার করেন না, তিনি সর্ব্বজীবের পশ্চাতে বর্ত্তমান, তিনিই এই বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়া সকলের পালয়িতা (গোপা), এবং তিনিই অন্তকালে সমুদায় প্রলয় করেন" অর্থাৎ কুপিত হইয়া যেন সংহার করেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অন্যত্র আছে—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥" (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১)

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে যিনি এক অবর্ণ, যিনি নিহিতার্থ বা যাঁহার

অভিপ্রায় অজ্ঞাত, তিনি বহুলশক্তি যোগে অনেক বর্ণ (বা রূপাদি বিষয়) সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে আদিতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এবং অন্তকালে যাঁহাতে এ বিশ্ব প্রতিগমন করে, সেই দেব আমাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।”

এই দুই মন্ত্রে অবশ্য এক সৃষ্টি ও এক প্রলয়ের কথা উক্ত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই সৃষ্টি ও লয় যে প্রবাহরূপে নিত্য, তাহাও উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

“একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা যতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥” (শ্বেতাশ্বতর, ৫।৩)

আরও উক্ত হইয়াছে—

“য একৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ॥” (ঐ, ৩।১)

অতএব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্ম হইতেই বারবার এ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়। মুণ্ডক উপনিষদেও আছে—

“যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥” (মুণ্ডক ১।১।৭)

অর্থাৎ উর্ণনাভি (মাকড়সা) যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু সৃষ্টি বা বহিঃপ্রসারিত করে, এবং তাহা হইতে পুনরায় গ্রহণ করে, সেইরূপ অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়।

এস্থলে সৃষ্টি-সংহারের বা প্রলয়ের কথা না থাকিলেও উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে তাহা পাওয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্ম হইতে যে সৃষ্টি লয় হয়, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে “তজ্জলান্” (৩।১৪।১) মন্ত্রে, এবং তৈত্তিরীয় উপ-

নিষদে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যস্মিন্ জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" (৩।১) মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে (১।২), ব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি লয় তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।

অতএব শ্রুতি ও বেদান্ত অনুসারে একরূপ সৃষ্টি ও একরূপ প্রলয় স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম-কল্পনা হইতে এই সৃষ্টি হয় বলিয়া, ইহাকে কাল্পিক সৃষ্টি বলে, এবং ব্রহ্ম-কল্পনার বিরামকালে এই সৃষ্টির লয় হয় বলিয়া ইহাকে কাল্পিক প্রলয় বলা হয়। এই কাল্পিক সৃষ্টি যতদিন থাকে, তাহাকে পুরাণে ব্রহ্মের এক দিবস বলা হয়, এবং কাল্পিক সৃষ্টি যতদিন ব্রহ্মে লীন থাকে, সেই পরিমাণ কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। ইহারও মূল যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে উক্ত ১৯০ সূক্ত, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

কিন্তু সাংখ্যদর্শনে যে সৃষ্টি-লয় তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে—তাহা হইতে পাওয়া যায় যে পুরুষের সন্নিধিহেতু বদ্ধপুরুষের ভোগ মোক্ষসাধন জন্য মূলপ্রকৃতি স্বতঃ পরিণত হয়। তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে সমুদায় তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। পুরুষ বিশেষ প্রকৃতি মুক্ত হইলে, তাহার সম্বন্ধে এ জগতের অত্যন্ত লয় হয় সত্য—তাহার সম্বন্ধে আর প্রকৃতির পরিণাম হয় না সত্য, কিন্তু অন্যবদ্ধ পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ তখনও সৃষ্টি থাকে, তখনও প্রকৃতির পরিণাম হইতে থাকে। যাহা হউক, যখন প্রলয় হয় তখন সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে লয় হয়, কার্য্যকারণে লয় হয়, সমুদায় মূল কারণ প্রকৃতিতে লয় হয়। অর্থাৎ স্থূলভূত তন্মাত্রে লীন হয়, তন্মাত্র মন ও দশ ইন্দ্রিয় তাহার কারণ অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়, এবং বুদ্ধিতত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়। সুতরাং তখন মূলপ্রকৃতিতে বা অব্যক্তে সমুদায় লীন হয়। তখন সমুদায় কার্য্য মূল সংকারণে মিলাইয়া যায়। এতদনুসারে পুরাণে মহাপ্রলয় কল্পিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন হইতে

পুরাণে প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক প্রলয়তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে, এবং বেদান্ত হইতে কাল্পিক প্রলয় ও নিত্যপ্রলয়তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে।

পুরাণ মতে প্রলয় চারি প্রকার,—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক। প্রতিদিন জীবগণ নিদ্রিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব বিলোপ হয়, তাহাই নিত্য প্রলয়। সমষ্টি জীব মনে বা ব্রহ্মার জ্ঞানে এইরূপ জগতের অস্তিত্ব বিলীন হইলে —বা ব্রহ্মা নিদ্রিত হইলে যে জগতের প্রলয়, তাহাই নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন বা কাল্পিক প্রলয়। সমষ্টি মন বা মহত্তত্ত্বের বিলয়ে বা মূল প্রকৃতিতে অর্থাৎ ব্রহ্মের পরা শক্তিতে সমুদায় বিলীন সময়ে, অর্থাৎ পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে যে প্রলয়, তাহাই প্রাকৃত প্রলয়। আর জীব মোক্ষ দশায় ব্রহ্মে বিলীন হইলে যে প্রলয়, তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বলে।

এই চারি প্রকার প্রলয় আত্মার বা ব্রহ্মের চারি পাদ বা চারি অবস্থা হইতেও বুঝা যায়। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ওঁকার ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ব্যষ্টি জীবাত্মার জাগ্রৎ অবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থার পরিণাম একরূপ প্রলয়,—ইহা নিত্য প্রলয়। সে অবস্থায় জীবের বাহ্যজগৎ জ্ঞান থাকে না, তাহা বীজভাবে থাকে মাত্র। আর সুষুপ্তি অবস্থা হইতে তুরীয় অবস্থার পরিণাম বা মোক্ষ—তাহা আত্যন্তিক প্রলয়। ব্যষ্টি জীবের এই দুই রূপ প্রলয়। আর সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার সুষুপ্তি অবস্থা (সমষ্টি মনস্তত্ত্বের বুদ্ধিতত্ত্বে লীন অবস্থা বা —পরম পুরুষের যোগনিদ্রাবস্থা) ইহা নৈমিত্তিক প্রলয়। ইহার পর পরম পুরুষের যে অদ্বয়, তুরীয় প্রপঞ্চোপশম অবস্থা—তাহাই প্রাকৃত প্রলয় অবস্থা। তখন ব্রহ্মের মায়াখ্য পরাশক্তি বা প্রকৃতি পরব্রহ্মে বীজভাবে বিলীন হয়। যাহা হউক গীতায় একমাত্র কাল্পিক সৃষ্টি প্রলয়ই বিবৃত হইয়াছে।

এই কাল্পিক সৃষ্টি ও প্রলয়ই যে শ্রুতি সম্মত তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্রহ্মের কল্পনা বা ঈক্ষণ হইতেই যে কাল্পিক সৃষ্টি হয়, তাহাও দেখিয়াছি। ইহার অর্থ আরও বিশদ ভাবে এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে।

শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ। ব্রহ্মাপর মায়া শক্তিযুক্ত বলিয়া, সেই পরিচ্ছেদক মায়া যখন কার্য্যোন্মুখী হয়, তখন এই 'চিৎ' পরিচ্ছিন্ন হয়, তখন চিৎ জ্ঞান—অজ্ঞান এই দ্বৈতরূপা হয়। ইহাকে পাশ্চাত্য-দর্শন শাস্ত্রে Law of contradiction বলে। এইরূপে সৃষ্টি প্রসঙ্গে জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং পরে জ্ঞান—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে দ্বৈতাত্মক হয়। এই জন্য সৃষ্টির মূল মায়া হেতু ব্রহ্মে সৃষ্টি ইচ্ছার বিকাশ হয়।

ব্রহ্মের শক্তি বা সৃষ্টি-ইচ্ছা হইতে (অথবা প্রকৃতি বা মায়া হইতে) প্রথম সমষ্টি জ্ঞান (মহত্তত্ত্ব) বা 'প্রজ্ঞান' আবির্ভূত হয়। এই সমষ্টি জ্ঞান (হিরণ্যগর্ভ) হইতেই সৃষ্টি হয়। সমষ্টি জ্ঞানে "অহং" ও "ইদং"—এই দুইয়ের বিকাশ হইলে সেই জ্ঞান অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আইসে। এই মূল "অহং" জর্ম্মান পণ্ডিত ফিক্তের মতে—Absolute Ego তিনিই পরমেশ্বর, আর মূল "ইদং" এই ব্যক্ত জগৎ। এই জ্ঞানের বিকাশাবস্থাই ব্রহ্মের জাগরিত অবস্থা। সেই অবস্থায় ঈশ্বরজ্ঞানে জগৎ বিকাশিত হয়। কিরূপে পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বর দ্বারা বা তাঁহার মায়া শক্তি হইতে বহু কল্পনার বিকাশ হইয়া তাহা অব্যক্ত হইতে সৎরূপে বিবর্ত্তিত বা পরিণত হয়, পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই অবস্থাকে পরম জ্ঞাতার জ্ঞানের প্রকাশ অবস্থা বলা যায়। ইহা তাঁহার জাগ্রৎ অবস্থা। আর ঈশ্বরের নিদ্রাবস্থা বা জ্ঞানের অব্যক্তাবস্থাই প্রলয়াবস্থা। কেন না, তখন জ্ঞানের বিকাশাবস্থায় প্রকাশিত "অহং" ও "ইদং" ভাব একীভূত হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তে উক্ত সমুদায় "বহু"

কল্পনা,—যাহা সৃষ্টিতে সংরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল—তাহা আবার অব্যক্তেই মিলাইয়া যায়। এই জ্ঞানের অবিকাশিত অবস্থাই অব্যক্তাবস্থা। অতএব এই সৃষ্টি ও লয়ের মূল—জ্ঞানের বিকাশিত ও অবিকাশিত অবস্থাই হিরণ্য-গর্ভের জাগ্রৎ ও নিদ্রিত অবস্থা—ব্রহ্মের দিন ও রাত্রি—সৃষ্টি ও প্রলয় অবস্থা। ব্রহ্মের মায়াশক্তির পারম্পর্য্যক্রমে ক্রিয়া ও বিশ্রামভাব (এই periodicity) আছে বলিয়া প্রবাহরূপে এই সৃষ্টি ও লয় চলিতে থাকে।

গীতায় এই কাল্পিক সৃষ্টি প্রলয়ই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহা-প্রলয়ের কোন উল্লেখ নাই। কাল্পিক প্রলয়ই শ্রুতি-সম্মত, ইহাই এক মাত্র প্রলয়। মহাপ্রলয়—পুরাণের কল্পনা। গীতায় এই প্রলয় তত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে ইহা যে মহা প্রলয়, তাহা বলা যাইতে পারে না। হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম পুরাণের ব্রহ্মা হইতে স্বতন্ত্র। হিরণ্যগর্ভ হইতেই সৃষ্টি কল্পিত হয়। জগৎসম্বন্ধে পরব্রহ্মের এই কার্য্য-ব্রহ্মভাব নিত্য। এই হিরণ্যগর্ভকেই এই শ্লোকে ও পূর্ব্ব শ্লোকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তিনি কার্য্যব্রহ্ম। সে ব্রহ্মের পরমায়ু এক শত বৎসর, এবং তাঁহার নাশ আছে, ইহা কল্পনা করা নিরর্থক। গীতায় কমলাসনস্থ ব্রহ্মা উক্ত হইয়াছেন বটে (গীতা ১১।১৫), কিন্তু সেই ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ নহেন, এবং সেই ব্রহ্মার কল্পনা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হয় নাই। পুরাণ মতে এই ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভাখ্য নারায়ণের নাভি-পদ্মে প্রলয়কালে নিদ্রিত থাকেন। সে ব্রহ্মা—ভগবানের বিভূতি—বিরাট্ বিশ্বরূপের অন্তর্গত।

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রলয়ে সমুদায় অব্যক্তে লীন হয়, এবং সৃষ্টিকালে সমুদায় সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়। সাংখ্যের যাহা মূল প্রকৃতি, বলিয়াছি ত গীতায় তাহাই অব্যক্ত। বেদান্ত অনুসারে তাহাই ব্রহ্মের মায়া শক্তি। সুতরাং এ প্রলয়ে সমুদায়ই ব্রহ্মশক্তিরূপ মূল কারণে লীন হয়—অব্যক্তে মিলাইয়া যায়। অতএব তখন যে প্রকৃতির পরিণাম-

তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, কেবল ভূর্ভুবঃস্বঃ লোকমাত্র দগ্ধ হয়, মহঃ সত্য তপঃ বা জন লোক থাকে, তাহা কল্পনা করা যায় না। পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ"। অর্থাৎ এই প্রলয়ে ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত সমুদায় অব্যক্তে লীন হয়, আবার সৃষ্টিতে ব্রহ্মভুবন হইতে সমুদায় ভুবন ব্যক্ত হয়। প্রতি কাল্পিক সৃষ্টি প্রলয়ে এইরূপ হয়। এজন্য বলিতে হয় যে, গীতোক্ত এই কাল্পিক প্রলয় ও সৃষ্টি, বেদোক্ত কাল্পিক প্রলয় ও সৃষ্টি—ইহাই মহাপ্রলয়। পুরাণ অনুসারে স্বতন্ত্র মহাপ্রলয় এস্থলে উক্ত হয় নাই। কালতত্ত্ব অহোরাত্রতত্ত্ব প্রধানতঃ পৌরাণিক হইলেও, এবং পুরাণোক্ত কালতত্ত্ব আরও ব্যাপক হইলেও—গীতা উক্ত প্রলয় বুঝিবার জন্য তাহা সমগ্র গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রলয়ান্তে কিরূপে সৃষ্টি হয়, তাহা পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯

ওহে পার্থ, সেই এই ভূত সমুদায়,
জন্মি জন্মি হয় লয় রাত্রি আগমনে,—
দিবাগমে লভে জন্ম অবশ হইয়া॥ ১৯

(১৯) সেই এই ভূত সমুদায়—যে স্থাবর জঙ্গম লক্ষণ ভূত সমুদায় পূর্ব্ব কল্পে বিদ্যমান ছিল, তাহারাই পরকল্পে জন্মগ্রহণ করে (শঙ্কর, মধু, স্বামী)। ভূতগণ কর্ম্মের অধীন। এই জন্য এই কর্ম্মবশে কাল্পিক সৃষ্টিতে

তাহাদের জন্ম হয়, এবং কাল্পিক প্রলয়ে তাহারা অবশ হইয়া অব্যক্তে লীন থাকে। আবার সৃষ্টিতে সেই কর্ম্মবশেই জন্ম গ্রহণ করে (রামানুজ)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কল্পান্তে বা ব্রহ্মার দিবসান্তে এক সৃষ্টি লয় হয়। পুনঃ কল্পারম্ভে অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি অন্তে আর এক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পর-সৃষ্টি পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ। ব্রহ্মার রাত্রি বা দৈনন্দিন প্রলয়কালে ভূতগণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবশভাবে থাকে। যখন আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন সেই সকল ভূতগণেরই সংস্কার কার্য্যকারী হয়। তাহারা পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্মবশে আবার সৃষ্টিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করে। এই জন্য কাল্পিক প্রলয়ে সংসার নিবৃত্তি হয় না, ক্লেশ কর্ম্মাদিরও অবসান হয় না (মধু)।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, যদি কল্পান্তে সর্ব্বভূতের ধ্বংস হইত, এবং যদি পরসৃষ্টিতে নূতন ভূতগণের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে অকৃত-অভ্যাগম ও কৃত-বিনাশ দোষ হইত, কর্ম্মশক্তির ধ্বংস ও নূতন উদ্ভব হইত। অসৎ সৎ হইত—সৎ অসৎ হইত। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত শক্তির নিত্যত্ব (Conservation of Energy and Matter)। শক্তি প্রলয়ে কারণ (Potential) রূপে থাকে, আর সৃষ্টিতে কার্য্যরূপ (Kinetic) হয়। অর্থাৎ এই কাল্পিক সৃষ্টিতে তাহা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। আর এই দৈনন্দিন প্রলয়কালে তাহা কারণ রূপে (Potential state এ) অবিকাশিত ভাবে থাকে। একথা আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে, যদি প্রলয়ে জীবের একেবারে লয় হইত, এই সৃষ্টিতে আবার তাহাদের নূতন সৃষ্টি হইত, তবে বদ্ধ মোক্ষ শাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না।

অবশ হইয়া—অবিদ্যা ক্লেশ মূল কর্ম্মাশয় বশে অবশ হইয়া (শঙ্কর)। অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি পরতন্ত্র হইয়া (স্বামী, মধু)। কর্ম্মবশে (রামানুজ)।

অর্থাৎ দৈনন্দিন সৃষ্টি বা প্রলয়ে ভূতগণের জন্ম বা লয় সম্বন্ধে কোন কর্তৃত্ব নাই। ভূতগণ প্রলয়কালে অবশভাবে থাকে, আবার যে পরের সৃষ্টিতে তাহাদেরই উৎপত্তি হয়, তাহার কারণ এই যে সৃষ্টিকালে আবার তাহাদের সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি বীজ কার্য্যকরী হয়। সেই সঞ্চিত কর্ম্মশক্তিই অদৃষ্ট শক্তি বা বাসনা। জীব সেই শক্তির অধীন। •

•• এ সম্বন্ধে গীতার ৯ম অধ্যায়ের ৭-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের অর্থ আরও বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। ইহার ভাব এই যে যেমন সংসার অনাদি, সেইরূপ ভূতভাবও অনাদি। যেমন জগতের নূতন সৃষ্টি হয় না—পূর্ব্ব কল্প অনুসারে সৃষ্টি হয়, সেই রূপ কোন ভূতেরও নূতন সৃষ্টি হয় না। নূতন সৃষ্টি কল্পনায় অসৎ-কার্য্য-বাদ দোষ হয় (মধু)। এই সৃষ্টিতে যে সকল ভূত আছে, ও যাহারা এই সৃষ্টিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করে, দেহ ত্যাগ করে, আবার দেহ গ্রহণ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, সেইরূপ যখন এই সৃষ্টির লয় হয়, তখনও সেই ভূতভাবের অত্যন্ত লয় হয় না। তখন ভূতগণ মূল কারণ অব্যক্তে বীজ ভাবে লীন থাকে। প্রলয়ান্তে আবার সৃষ্টি হইলে, সেই ভূতগণই আবার জন্ম গ্রহণ করে—এবং বার বার জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া এই সংসারে বিচরণ করে।

• এই ভূতগ্রামের অর্থ কি? পরে শরীরস্থং ভূতগ্রামং (১৭।৬) উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই শরীরই যে অসংখ্য ভূতের স্থান তাহা বলিতে হয়। কর্ম্ম যে এই ভূতভাবের উদ্ভবকর তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৮।৩)। অতএব আমরা বলিতে পারি যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে কিছু সত্ত্ব আছে (১৩।২৬), সে সমুদায়ই ভূত। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ-হেতু এই ভূতের উৎপত্তি (১৩।২৬)। ক্ষেত্রজ্ঞই ভূতাত্মা বা জীবাত্মা, আর ক্ষেত্র প্রকৃতিজ শরীর (১৩।১)। সাংখ্য মতে ইহা লিঙ্গশরীর। আত্মা অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় হইয়া বহু জীবাত্মা হন। প্রত্যেক

জীবাত্মা প্রকৃতিজ লিঙ্গশরীরে বদ্ধ হয়। পুরুষের বা জীবাত্মার মুক্তি পর্য্যন্ত এই লিঙ্গশরীর তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই লিঙ্গ শরীর সাংখ্যমতে মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত স্থায়ী—অর্থাৎ পুরুষ যতকাল মুক্ত না হয়, তত কাল ইহা থাকে। অতএব ভূত বলিলে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ-জাত সত্ত্ব মাত্র বুঝায়। প্রকৃতির আপূরণে এই লিঙ্গশরীরের ক্রমাভিব্যক্তি হয়। প্রকৃতির আপূরণে সেই জন্য জাত্যন্তর পরিণাম হয়। (পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য)। একজাতীয় ভূত অন্য জাতীয় ভূতে পরিণত হয়। অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ক্ষুদ্রভূত। তাহাকে ক্রম আপূরণে নানারূপ স্থাবর জঙ্গমভাবে আপূরিত হইয়া ক্রমে মানুষ অথবা তাহা হইতেও উচ্চতর জীবযোনিতে অভ্যুত্থিত হইতে পারে। এই তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

এস্থলে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে যে সকল ভূতভাব অনাদি, সেই ভূতভাব কাল্পিক প্রলয়ে একেবারে ধ্বংস হয় না। তাহা বীজভাবে প্রলয়কালে মূলকারণ অব্যক্তে লীন থাকে। এবং পুনঃ সৃষ্টিকালে সেই অব্যক্ত হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়—আবার সেই ভূতভাব অঙ্কুরিত হয়। এই ভূতভাবের মূল অজ্ঞান—বা অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা। ইহাই পুরুষকে প্রকৃতিবদ্ধ করে বা ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রবদ্ধ করে। কাল্পিক প্রলয়ে এই অবিদ্যা দূর হয় না। সুতরাং এ প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগও দূর হয় না—অর্থাৎ ভূতভাব দূর হয় না। সুতরাং এই প্রলয়েও আমাদের মুক্তি নাই। কিরূপে মুক্তি হইতে পারে, তাহা পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পরেও গতি-তত্ত্বের বিবরণে তাহা বিবৃত হইবে।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

কিন্তু এ অব্যক্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ সনাতন,
অন্য যে অব্যক্ত ভাব—কভু নাহি হয়,
সর্ব্বভূত নাশ হ'লে তাহার বিনাশ। ২০

(২০) সে অব্যক্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ—পূর্ব্বে ১৮শ শ্লোকোক্ত ভূত-গ্রাম-বীজভূত অবিদ্যা-লক্ষণ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ (শঙ্কর)। সচরাচর কারণভূত অব্যক্ত হইতে বিভিন্ন (স্বামী)। অচেতন প্রবৃত্তিরূপ অব্যক্ত হইতে পৃথক্ (রামানুজ)। হিরণ্যগর্ভ হইতে বিভিন্ন (মধু, বলদেব)। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায়ই ভূত। হিরণ্যগর্ভ ভূতাভিমানযুক্ত। এজন্য তাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল। কিন্তু পরমেশ্বরের ভূতাভিমান নাই। তাঁহার কার্য্যাভিমান নাই। এজন্য তাঁহার উৎপত্তি-বিনাশও নাই। অতএব হিরণ্যগর্ভভাব হইতে ঈশ্বরভাব শ্রেষ্ঠ (মধু)।

অন্য যে অব্যক্ত—অন্য যে অতীন্দ্রিয় (স্বামী, শঙ্কর)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে ১৩শ শ্লোকে যোগমার্গে অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, এই দুই শ্লোকে (অর্থাৎ ২০-২২ শ্লোকে) সেই অক্ষরের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বামী বলেন, লোক সকল অনিত্য, কেবল পরমেশ্বর-স্বরূপই নিত্য—ইহাই এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। মধুসূদন ও বলদেব বলেন যে, পূর্ব্বে ষোড়শ শ্লোকে "আমাকে লভিয়া আর জন্ম হয় না" যে বলা হইয়াছে—তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। সংসার অশ্বত্থের যাহা মূল, তাহাই এই পরম অব্যক্ত। ইহাই অক্ষর পরম-ব্রহ্ম। ইহাই যে ভগবানের পরম ধাম, তাহা পর শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্ব আরও বিশদভাবে বিবৃত হইবে। সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সর্ব্বভূত নাশ হলে—ব্রহ্মা আদি সমুদায় ভূত বিনষ্ট হইলে (শঙ্কর)। সর্ব্বভূত প্রলয়ে অব্যক্তে বিলীন হইলে।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

অব্যক্ত অক্ষর ইহা, ইহাকেই কহে
শ্রেষ্ঠগতি,—লভি যাহা না হয় ফিরিতে,—
হেথা আর,—সেই ধাম পরম আমার ॥ ২১

(২১) অব্যক্ত অক্ষর—অক্ষর-সংজ্ঞক অব্যক্ত (শঙ্কর)। কূটস্থ অনির্দ্দেশ্য,—ইহা প্রত্যগাত্মা (রামানুজ)। ইহা পরমাত্মা—পরমব্রহ্ম;—

"অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।" (মুণ্ডক ১।১।৭)

এই অক্ষর অব্যক্ত যে অক্ষর পরম-ব্রহ্ম, তাহা আমরা নানাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তৃতীয় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যায়ও তাহা বিবৃত হইবে।

শ্রেষ্ঠগতি—প্রকৃষ্ট গতি (শঙ্কর)। পুরুষার্থ-বিশ্রান্তি (স্বামী, মধু)। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইহাকে Ultimate Goal বলেন।

শ্রুতিতে আছে—

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" কঠ (৩।১১)।

(কঠ ৬৮ ও ৬।১০ মন্ত্রও এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।)

মম শ্রেষ্ঠ ধাম—সেই আমার প্রকৃষ্ট বাসস্থান, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ (শঙ্কর)।—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (ঋগ্বেদ, ১।২২।১৪, কঠ ৩।৯; মৈত্রায়ণী ৬।২৬)

এ সম্বন্ধে গীতা ১০।১২, ১১।৩৮, ১৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইহা প্রকৃতি-সংসর্গ-বিমুক্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানরূপ (রামানুজ)। আমার

ধাম অর্থাৎ আমার স্বরূপ,—আমিই সে ধাম। রাহুর শির এইরূপ ব্যবহার অনুসারে উপচারে ষষ্ঠী। (স্বামী, মধু, বলদেব)।

বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্যের অর্থই এই স্থানে প্রশস্ত। পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইবে। এই অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই স্থলে বাধ্য হইয়া অসঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরম-তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে থাকিতে পারে, তাঁহার যে পরম ধাম থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু ঈশ্বররূপে তিনি পরম তত্ত্ব নহেন। তাঁহারা কষ্ট কল্পনা করিয়া এই অর্থ করিয়াছেন। আমরা ইহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

না হয় আসিতে—শ্রুতিতে আছে—

"স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্‌ভূয়ো ন জায়তে।" (কঠ ৩।৮)।

"যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুঃ অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।" (কঠ ৬।৮)।

"যমাপ্তা ন নিবর্ত্ততে" (মৈত্রায়ণী ১।৩)

গীতার ৮।২৬, ১৩।৪, ১৫।৬ শ্লোক ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এই গতি লাভ করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না,—সংসার পার হওয়া যায়, মুক্তি হয়। এই গতি লাভ করিলে সংসারের যে সৃষ্টি প্রলয় তাহার সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং আর কাল্পিক সৃষ্টিতে অবশ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তবে যাঁহারা মুক্তাত্মা, তাঁহারা জীবের হিতার্থে স্বেচ্ছায় জন্ম লইতে পারেন। সে জন্ম কর্ম্ম-জন্য নহে। এস্থলে সে তত্ত্ব বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২

পরম পুরুষ সেই, পার্থ! তিনি হন
অনন্যভক্তিতে লভ্য,—যাঁর মাঝে স্থিত
সর্ব্বভূত,—যাঁর দ্বারা ব্যাপ্ত এই সব ॥ ২২

(২২) পরম পুরুষ—পুরীতে (ব্রহ্মাণ্ডে) শয়ানহেতু অথবা পূর্ণ-হেতু তিনি পুরুষ। তাঁহা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই (পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ), এই জন্য তিনি পরমপুরুষ (শঙ্কর)। এ সম্বন্ধে কঠোপনিষদের ৩।১১ মন্ত্র, ২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতে আছে,—

"অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ...।" (বৃহদারণ্যক ২।৫।১৮)।
"পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে...।" (প্রশ্ন ৫।৫)।
"পুরুষ এবেদং বিশ্বং...।" (মুণ্ডক ২।১।১০)।
"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৩১৫)।
"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯)।

এই সকল শ্রুতি মন্ত্র হইতে পুরুষের উক্ত অর্থ জানা যায়। আত্মাই পুরুষ।

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ...।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১)।

এই পুরুষ পর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম। তিনিই উত্তম পুরুষ। এই উত্তম পুরুষ-তত্ত্ব পরে ১৫।১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

অনন্য ভক্তিতে লভ্য—অনন্য ভাব দ্বারা যে এই পরম পুরুষ লভ্য, তাহা পূর্ব্বে সপ্তম ও পঞ্চদশ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। অনন্যভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা অনুস্মরণ হেতু, সদা তাহার ভাবে ভাবিত হইলে, মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করা যায়, এবং তাহার ফলে তাঁহাকে লাভ করা যায়। দিব্য পরম পুরুষকে লাভ

করিবার উপায় পূর্ব্বে অষ্টম হইতে দশম শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ব্যাপ্ত এই সব—আকাশের দ্বারা যেমন ঘট ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত (শঙ্কর)। সর্ব্বকার্য্যই কারণের অন্তর্ভূত; অতএব এই সমুদায় কার্য্যজাত জগৎ পরম কারণ পুরুষের দ্বারা ব্যাপ্ত (স্বামী, মধু)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পরম পুরুষ পরমেশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহা দ্বারা যে সমুদায় ব্যাপ্ত—তাহা ভগবান্ নানাস্থানে বলিয়াছেন। যথা—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। (৭।৭)

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" (৯।৪)

শ্রুতিতেও আছে—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" (ঈশোপনিষদ্, ১)

ভূতগণ স্থিত…ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি' (৯।৪)।

যথাকাশঃ স্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।

তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥" (৯।৬)।

২১শ শ্লোকে যে পরম ধাম পাইলে আর ফিরিতে হয় না বলা হইয়াছে, সেই পরম ধাম প্রাপ্তির উপায় এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, (শঙ্কর, স্বামী)। মধুসূদনের মতে "এই শ্লোক উক্ত ২০শ ও ২১শ শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ১৪শ শ্লোকে যে ভক্তিযোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এই শ্লোক তাহারই পুনরুল্লেখ মাত্র। এই শ্লোকের অর্থ এই যে,—যাঁহার দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত—সেই পরম পুরুষ কেবল অনন্যভক্তিতে লভ্য।"

যাহা হউক পূর্ব্ব শ্লোক ও এই শ্লোক পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করাই সঙ্গত। পূর্ব্বের ২১শ শ্লোকে—১৩শ শ্লোকোক্ত পরম গতি কি, তাহাই বুঝান হইয়াছে, আর এই শ্লোকে ৮ম ও ১০ম শ্লোকোক্ত পুরুষ কি

তাহাই বুঝান হইয়াছে। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সেই (অর্থাৎ উক্ত ৮ম ও ১০ম শ্লোকোক্ত) পুরুষ যাঁহাকে দিব্য পরম পুরুষ বলা হইয়াছে, সেই পুরুষই পর। সর্ব্বভূত তাঁহার অন্তঃস্থ হইলেও তিনি সকলের অতীত (৯।৪-৫), এবং তাঁহার দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত (বা পূর্ণ) হইলেও তিনি এই সমুদায়ের অতীত। তিনি একাংশে মাত্র এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত (১০।৪২)। এই জন্য এই পুরুষ পর বা সর্ব্বাতীত—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে পুরুষ ত্রিবিধ। এই লোকে পুরুষ দুইরূপ ক্ষর ও অক্ষয়। আর এই লোকাতীত এবং ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত ও উত্তম যে পুরুষ, তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে। ভগবান্‌ই সেই পুরুষোত্তম (১৫।১৬-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকে যে পুরুষকে 'পর' বলা হইয়াছে, তাঁহার ধ্যেয় দিব্য পরম ভাবই পরম দিব্য পুরুষ। তিনিই পুরুষোত্তম,—তিনিই পরমেশ্বর, তিনি অনন্যভক্তি দ্বারা লভ্য। কিরূপে অনন্যভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হয়, এবং লাভ করিলে, পরে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

গীতার এই শ্লোকগুলি বুঝিতে হইলে, অক্ষর পরব্রহ্ম, এবং পরম-পুরুষ-তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝিতে ও ধারণা করিতে হয়। আমরা সংক্ষেপে এই তত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা করিতে হইবে। অক্ষর পরম ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব। তিনিই পরম গতি,—ভগবানের পরম ধাম। সর্ব্বভূত ভাবের বিনাশ হইলেও তাঁহার কখন বিনাশ হয় না। এই অক্ষর পরম ব্রহ্মধামে পরম জ্ঞাতৃরূপে পরম পুরুষ পরমেশ্বর নিত্য অভিব্যক্ত। পরম জ্ঞাতার জ্ঞানে 'জ্ঞেয়'-স্বরূপে সেই ব্রহ্মই অব্যক্ত—মহৎ যোনি। কিন্তু তাঁহার পরম ভাব এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন—অক্ষর। ইহাই এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব

ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত—প্রকৃতিমুক্ত জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা। এই প্রত্যগাত্মাই স্বরূপে ব্রহ্ম। পরম পুরুষ তাঁহারও অতীত তত্ত্ব—তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। রামানুজ ২১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

"বেদবিদ্‌গণ যে অক্ষর অব্যক্ত কূটস্থ অনির্দ্দেশ্যকে পরম গতি বলেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই অক্ষর কূটস্থ প্রকৃতি-সংসর্গ-বিমুক্ত, স্বরূপে অবস্থিত—আত্মা। যিনি এই আত্মস্বরূপে অবস্থিত হন, তিনি আর সংসারে আবর্ত্তন করেন না। এই আত্মস্বরূপই ভগবানের পরম নিত্যধাম। ভগবানের নিত্যধাম ত্রিবিধ। এক অচেতন প্রকৃতি—অচিৎ। দ্বিতীয়—অচিৎ-প্রকৃতি-সংস্পৃষ্ট চিদচিৎ। আর এক—অচিৎ-সংসর্গ-বিমুক্ত স্বরূপে অবস্থিত আত্মা—চিৎ। এই চিৎস্বরূপই আমার পরম নিত্যধাম।"

রামানুজ আরও বলিয়াছেন,—"ধাম অর্থে স্থান হইতে পারে, এবং প্রকাশ বা জ্ঞান হইতে পারে। প্রকৃতি-সংস্পৃষ্ট জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি-মুক্ত আত্মস্বরূপে স্থিত জীবজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন। যাহা এই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানরূপ তাহাই তাঁহার নিত্য ধাম।"

বলা বাহুল্য, বেদান্ত সমন্বয় করিয়া এই অর্থ পাওয়া যায় না। বেদান্ত অনুসারে অক্ষর পরম ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব। কিন্তু পরম তত্ত্ব হইলেও অক্ষর পরব্রহ্ম—The Absolute Unchangeable—জ্ঞানের অতীত, সৃষ্টির অতীত। তাহা ত্রিকালাতীত, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্ম-প্রত্যয়-সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত (মাণ্ডুক্য, ৭)।

এই পরব্রহ্মকে সৎ বলা যায় না—অসৎ বা বৌদ্ধের শূন্যও বলা যায় না।"

"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সন্নাসত্তদুচ্যতে।" (গীতা, ১৩।১২)।

তবে জ্ঞানের চরম সীমায় (বা বেদান্তে) গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির মূল—জ্ঞানকৃত সংকল্প। সৃষ্টিমূলে আদি জ্ঞাতৃরূপে ব্রহ্মের যে নিত্য ভাব, তাহাই 'পুরুষবিধ।' তিনিই ব্রহ্মের প্রথম অভি-ব্যক্ত ভাব, তাহাই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম তাঁহার পরম ধাম।

পরব্রহ্মকে গীতায় ও শ্রুতিতে 'ধাম' 'পদ' বা 'পরম পদ' বলা হইয়াছে। সেই পরম পদ পাইতে হইলে, পরম পুরুষের উপাসনা প্রয়োজনীয়; তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে,—

"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥"

—(মুণ্ডক, ৩।২।১)

পরম পুরুষকে গীতায় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।" (১৪।২৭)। শ্রুতিতে এই পরম পুরুষকে ব্রহ্মাত্মাও বলা হইয়াছে—"য এষ আদিত্যো পুরুষঃ স পরমেষ্ঠি ব্রহ্মাত্মা।"

(মহানারায়ণ উপঃ ১।২৩)।

অতএব পরমপুরুষ পরম জ্ঞাতৃরূপে পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞাতা পরম পুরুষের জ্ঞানে পরমব্রহ্মই আবার মূল জ্ঞেয় অব্যক্তরূপে মায়া হেতু প্রকটিত। পরম পুরুষের জ্ঞানে মায়া-আবরিত এই জ্ঞেয় ব্রহ্মই মহদ্‌ ব্রহ্ম। ইহাই অব্যক্ত—জগতের মূল উপাদান। ইহাই পরম পুরুষের জ্ঞানে তাঁহার জ্ঞেয় প্রকৃতিরূপে তাঁহারই বহু কল্পনা অনুসারে সংরূপে অভিব্যক্ত।

জ্ঞানের চরম সীমায় গিয়া, এক আদি জ্ঞাতা ও এক আদি জ্ঞেয়—এই দ্বৈতের ধারণা হয়। ইহাই পুরুষ প্রকৃতি। এই পুরুষ প্রকৃতি ভাব নিত্য, (গীতা, ১৩।১১)। উভয়ই পরব্রহ্ম আধারে প্রকটিত।

কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের ধারণার বাহিরে গিয়া অর্থাৎ আদি জ্ঞাতা ও আদি জ্ঞেয়—এই ধারণার বাহিরে গিয়া আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অদ্বয় পরব্রহ্মের প্রকৃত ধারণা সম্ভব নহে। পরব্রহ্মের সহিত পরম পুরুষের এই সম্বন্ধ নিম্নে দেখা যাইবে—
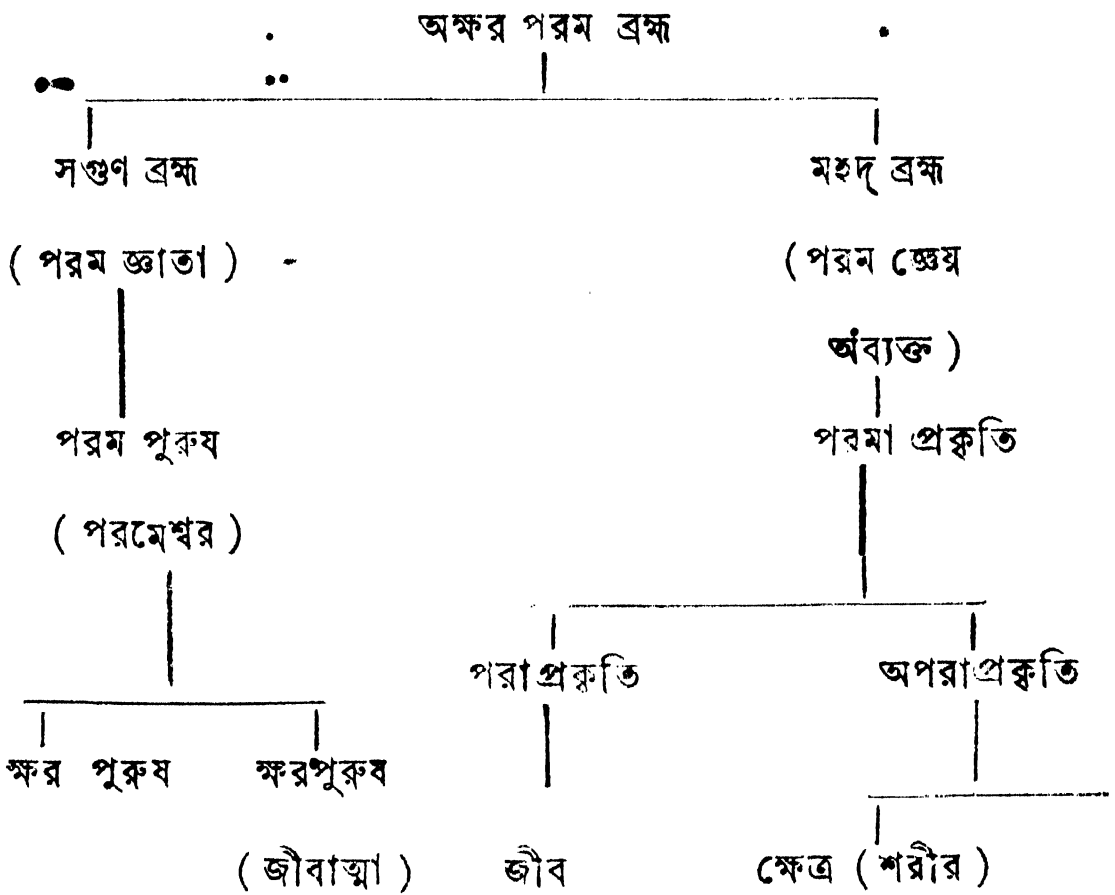
জ্ঞান স্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি প্রসঙ্গে পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় ভাবের অভিব্যক্তি হয়। পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে তিনি স্বীয় মায়া শক্তিহেতু এই পরম জ্ঞেয় অব্যক্তকে ঈক্ষণ করেন, তাহাতে বহু হইবার সংকল্প বীজ নিষিক্ত করেন। সেই হেতু প্রথমে অব্যক্ত হইতে পরা ও অপরা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়। পরম পুরুষকে Logos বলে, এবং তাঁহার এই পরামায়া শক্তিকে Light of বা the Logos বলে। তাহা দ্বারাই এই অব্যক্ত হইতে জড়জীবময় জগতের অভিব্যক্তি হয়।

এই পরম পুরুষ মায়াশক্তি হেতু পরম জ্ঞাতা হন। প্রথমে তাহার

জ্ঞান অব্যাকৃত থাকে। তাহা জ্ঞানের সুপ্তাবস্থা বা কারণাবস্থা)। তাহাই Logos অথবা Absolute Idea বা Absolute Reason। তাহারই প্রকট অবস্থা—ব্যষ্টি জ্ঞান, Ideas বা Logoi—তাহাই নামরূপ। অতএব পরম পুরুষই জ্ঞানের অভিব্যক্তি কল্পে বাক্‌রূপে, শব্দরূপে, ওঙ্কাররূপে বিকাশিত,—নামরূপে, Ideas বা Concepts রূপে —Logoi রূপে অভিব্যক্ত,—প্রত্যক্ আত্মারূপে কূটস্থ-ভাবে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ইহা জ্ঞানের স্বপ্নাবস্থা। ইহাই পরম পুরুষের হিরণ্যগর্ভরূপ। আমরা এই তত্ত্ব, এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিশেষ ভাবে ওঁকার তত্ত্ব প্রসঙ্গে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পরম পুরুষের জ্ঞানশক্তি ও কার্য্যশক্তি এক। "পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।" (শ্বেতাশ্বতর, ৫।৮)। তিনি সত্যসংকল্প। তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই আলোক বা জ্যোতিঃ তাঁহারই প্রকাশ শক্তি (Light of the Logos) এই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিকে তাঁহারই সঙ্কল্প বা Ideas অনুসারে বিবর্ত্তিত করে—এই বিশ্বকে প্রকাশ করে। ইহাই সে জ্ঞানের জাগ্রদবস্থা—বিরাট্।

এই পরম পুরুষই—পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এই পরম পুরুষই প্রত্যগাত্মা —সর্ব্বজীবে আত্মা-রূপে অধিষ্ঠিত। এই জন্য গীতায় তিনরূপ পুরুষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (১৫।১৬)—ক্ষর পুরুষ, (সর্ব্ব জীবাত্মা), অক্ষর পুরুষ (প্রত্যগাত্মা) বা প্রতিজীবে কূটস্থ চৈতন্য, আর পরম পুরুষ বা নিয়ন্তা ঈশ্বর। তিনিই পুরুষোত্তম (১৫।১৭-১৮)।

অতএব আমাদের জ্ঞানে ঈশ্বর (বা পরম পুরুষ) জীব ও জগৎ— এই তিন ভাব নিত্য প্রতিভাত। এই তিনই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে পাওয়া যায়,—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ ॥" (১।৭)

পর ব্রহ্মের এই তিন ভাব কি, তাহাও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।" (১।৮)

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।" (১।১০)

অতএব পরব্রহ্মে অক্ষর এবং এই তিনটি ভাব প্রতিষ্ঠিত। সেই তিন ভাব—পরমেশ্বর, অনীশ আত্মা ও ক্ষর প্রপঞ্চ,—অর্থাৎ ঈশ্বর জীব ও জগৎ। ইহারই নামান্তর—নিয়ন্তা ভোক্তা ও ভোগ্য,—চিৎ চিদচিৎ ও অচিৎ; পতি, পশু ও পাশ,—ইত্যাদি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥' (১।১২)

অতএব আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি যে, পরম ব্রহ্মে চারি প্রকার ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত,—অক্ষর, ঈশ্বর (নিয়ন্তা) জীব (অনীশ জীবভাবযুক্ত আত্মা), এবং জড় (প্রকৃতি বা প্রধান)। ইহার মধ্যে পরম ব্রহ্মের পরম ভাব দুই—অক্ষর পরম ব্রহ্ম, আর পরম পুরুষ পরমেশ্বর। এই দুই ভাবই এক অর্থে প্রপঞ্চাতীত। এই পরম ভাব জানিলে ও তাহা প্রাপ্ত হইলে মুক্তি হয়।

"অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ।" (শ্বেতাশ্বতর, ১।৭)।

এই পরম পুরুষ ভাবে পরমব্রহ্মকে জানিলে যে মুক্তি হয়, আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, তাহা শ্রুতিতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে।—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

(শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে এই পরম পুরুষের তত্ত্ব বিবৃত আছে। অন্য উপনিষদে এই অক্ষর ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বা পরম পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিবৃত হইয়াছে। নিরালম্ব উপনিষদে আছে,—

"কিং ব্রহ্ম, ক ঈশ্বরঃ, কো জীবঃ, কা প্রকৃতিঃ, কঃ পরমাত্মা...?"

এই প্রশ্নের যাহা উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই :—

"ব্রহ্ম ইতি।—মহৎ-অহঙ্কৃতি-পৃথিবী-অপ্-তেজঃ-বায়ুঃ-আকাশাত্মকেন বৃহৎ-রূপেণ অণ্ডকোশেন কর্ম্মজ্ঞানধর্ম্ম-রূপকতয়া ভাসমানম্ অদ্বিতোঽ-য়ম্ অখিলোপাধি-বিনির্ম্মুক্তম্, সকলশক্তি-উপবৃংহিতম্ অনাদি-অনন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণম্ ইত্যাদিবাচ্যম্ অনির্ব্বাচ্যং চৈতন্যং ব্রহ্ম।"

"ঈশ্বরঃ বিষ্ণুঃ ইতি চ।—এতৎ-লক্ষণং ব্রহ্মৈব স্বশক্তিং প্রকৃত্যভি-ধেয়াম্ আশ্রিত্য লোকান্ সৃষ্টবান্ প্রবিশ্য অন্তর্যামিত্বেন ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিকর্ত্তৃত্বাৎ ঈশ্বরঃ॥"

"জীব ইতি চ।—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ঈশান-ইন্দ্রাদি-নানরূপদ্বারা স্থূলো'হহং' ইত্যাদি অবিদ্যাবশাৎ জীবঃ। সঃ অয়ম্ একোঽপি দেহানাং ভেদবশাৎ বহবো জীবাঃ।"

"প্রকৃতিঃ ইতি চ।—ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানা বিচিত্রজগৎ-নির্ম্মাণত্ব-সামর্থ্যাৎ বুদ্ধিরূপেণ ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ॥"

"পরমাত্মা চেতি চ।—দেহাদেঃ পরত্বাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা। সঃ ব্রহ্মা, সঃ বিষ্ণু...সঃ মনুষ্যাঃ...সঃ স্থাবরাদয়ঃ...সঃ সর্ব্বমিদং—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন...।"

এইরূপে আমরা ব্রহ্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি বুঝিতে পারি। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বর বা পরম পুরুষতত্ত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে।

গীতার নানাস্থানে বিশেষতঃ পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই পরম পুরুষ বা উত্তম পুরুষ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ১৫।১৭ শ্লোকে উত্তম পুরুষের ব্যাখ্যাও এস্থলে দ্রষ্টব্য।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে, এবং এই অধ্যায়ের ৩য়, ৮ম,১০ম শ্লোকে 'পুরুষের' ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইবে যে, পরব্রহ্ম ও পরম পুরুষের ধারণা এক নহে। গীতায় এই উভয় তত্ত্ব মধ্যে উক্ত পার্থক্য সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। গীতায় ১০।১২ শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে "পরম ব্রহ্ম" বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে স্তুতি জন্য। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা হইতে পরমপুরুষ, ও অক্ষর অব্যক্ত মধ্যে যে প্রভেদ ও উভয়ের উপাসনা প্রণালীর যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝা যাইবে। সেই প্রভেদ এই অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এজন্য তদনুসারে অর্জ্জুন উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পরব্রহ্ম আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণা করা যায় না। ভগবান্ পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই ব্রহ্মকে একমাত্র জ্ঞেয় বলিয়াছেন সত্য, এবং উক্ত অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর অচিন্ত্য প্রপঞ্চাতীত পরম অক্ষর রূপে ধ্যেয় ও উপাস্য নহেন। সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা উপাসনা (উপাসককে উপাস্যের সন্নিধিকরণ) হয় না। যাঁহারা প্রকৃত যোগী, তাঁহারা "প্রণবাবেশিত-ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে" (শঙ্কর) প্রণবোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন মাত্র। তাঁহাদেরই গতির কথা পূর্ব্বে ১১।১৩ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩

যেই কালে যোগিগণ করিলে প্রয়াণ
আসে ফিরে, আর ফিরে না আসে যেকালে,—
সে কাল ভরতশ্রেষ্ঠ! কহিব তোমারে॥ ২৩

(২৩) যেই কালে—কালাভিমানী আতিবাহিকী দেবতাগণ দ্বারা প্রাপ্য মার্গে (স্বামী রামানুজ)। অর্চ্চিরাদি ধূমাদি দেবগণ দ্বারা চালিত পথে। (বলদেব)।

পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত—অগ্নি, জ্যোতিঃ, ধূম, প্রভৃতি এই মার্গোল্লিখিত কালের অন্তর্গত। অতএব বলিতে হইবে যে, অগ্নি, জ্যোতিঃ, ধূম,ইহারাও কালাভিমানিনী দেবতা, অথবা যেমন কোন বনে আম্রবৃক্ষের আধিক্য থাকিলে তাহাকে আম্রবন বলে, সেইরূপ অহঃ প্রভৃতি কালবাচক শব্দের আধিক্য ও প্রাধান্য জন্য এস্থলে সাধারণভাবে সকলকে কাল বলা হইয়াছে। (শঙ্কর, মধু, স্বামী)। পরের শ্লোকে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে। কাল অর্থে যে কালাভিমানী দেবতা তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ১০।১৯০ সূক্তে যে এই অর্থ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বে ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখা গিয়াছে। শ্রুতিতে সংবৎসর অহোরাত্রকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। নিত্যকালব্রহ্ম যাঁহার দ্বারা কাল পরিণাম হয়—তিনিও ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। এই কালতত্ত্ব পরে ১১।৩২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম-প্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" (শ্রীশ্রীচণ্ডী।)

ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ (১১।৩২)। অতএব যেই কালে

অর্থাৎ পরিণাম প্রদায়ক যে বিশেষ কালে বা কালাভিমানিনী দেবতাতে অথবা দেবতা দ্বারা নীত মার্গে। পরের শ্লোকে ইহা বিবৃত হইবে।

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—মরণকালে যতিগণের নিকট ভগবান্ কিরূপে জ্ঞেয় হন? এ প্রশ্নের যাহা উত্তর, তাহা ভগবান পূর্ব্বের কয়েক শ্লোকে দিয়াছেন। মরণকালে পূর্ণরূপে ভগবানের জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে, ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, কেননা মৃত্যুকালে অন্তরে যে সংস্কার জাগরিত হয়—সেই সংস্কার মত অবস্থা মৃত্যুর পর লাভ হয়। ইহা বুঝাইয়া পরে ভগবান্‌কে স্মরণ পূর্ব্বক মৃত্যুতে কিরূপ গতি হয়, এবং সাধারণতঃ যোগীদের মৃত্যুর পর কিরূপ গতি হয়—তাহাই পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ভগবান্ বিবৃত করিয়াছেন।

আসে ফিরে, আর ফিরে না আসে—(মূলে আছে অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চৈব)...মরণান্তে যে কালে প্রয়াণ করিলে সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, আর যে কালে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

যে কালে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা পরবর্ত্তী ২৫শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাহা পিতৃযান, বা ধূমমার্গ বা কৃষ্ণমার্গ বা দক্ষিণ মার্গ। আর যে কালে প্রয়াণ করিলে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহা দেবযান, ব্রহ্মযান, (বা ব্রহ্মপথ), অর্চ্চিরাদি মার্গ, শুক্লগতি বা উত্তরমার্গ। ইহা ২৪শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যোগিগণ কর্ম্মবিশেষ দ্বারা একরূপ কালে প্রয়াণ করিলে পুনরাবর্ত্তন করেন, আর একরূপ কালে প্রয়াণ করিলে পুনরাবর্ত্তন করেন না। আমরা দেখিয়াছি যে, এই কাল অর্থে—কাল নিয়মিত মার্গ, অথবা কালাভিমানিনী দেবতা দ্বারা প্রাপ্যমার্গ। দেবযান মার্গে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা সকলেই যে জন্ম হইতে মুক্ত হন, তাহা নহে। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহারা মুক্ত হন। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্‌।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, ছয় মাস—
উত্তর অয়ন,—করি তাহাতে প্রয়াণ,
ব্রহ্মবিদ্‌ জনগণ করে ব্রহ্ম লাভ॥ ২৪

(২৪) অগ্নি জ্যোতিঃ…উত্তরায়ণ—অগ্নি, জ্যোতিঃ প্রভৃতি অভিমানিনী দেবতাগণ, (শঙ্কর মধু, স্বামী)। অগ্নি, জ্যোতিঃ—ইহারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা। (স্বামী, মধু)।

গীতার এই শ্লোকের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই অর্থ বুঝিতে হইলে শ্রুতিতে ও বেদান্তে এই গতিতত্ত্ব যেরূপ উল্লিখিত আছে, তাহা দেখিতে হইবে।

ঋগ্বেদে এই দেবযানের ইঙ্গিত আছে, যথা—

"অসৌ যঃ পন্থাঃ আদিত্যঃ দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ।
ন সঃ দেবাঃ অতিক্রমে তং মর্ত্তাসঃ ন পশ্যথ॥"

(ঋগ্বেদ সংহিতা ১।১০৫।১৬)।

সায়ণাচার্য্য ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"পন্থাঃ ব্রহ্মলোকগচ্ছতাম্‌ উপাসকানাং মার্গভূতঃ 'সূর্য্যদ্বারেণ বিরজা প্রয়ান্তি' ইতি শ্রুতেঃ। এবম্ভূতঃ যঃ পন্থাঃ অসৌ আদিত্যঃ দিবি দ্যুলোকে প্রবাচ্যং প্রকর্ষেণ বচনং যথা ভবতি তথা কৃতঃ নির্ম্মিতঃ" ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে অন্যত্র আছে,—

"ইমে নু তে রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্য যেভিঃ সপিত্বং পিতরঃ নঃ আসন্‌।"

(ঋগ্বেদ সংহিতা, ১।১০৯।৭)।

সায়ণ ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"সূর্য্যাত্মনঃ ইন্দ্রস্য যেভিঃ রশ্মিভিঃ যৈঃ অর্চ্চিভিঃ নঃ অস্মাকম্ পিতরঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ সপিত্বং সহপ্রাপ্তব্যস্থানম্ আসন্ ব্রহ্মলোকম্ অবগচ্ছন্ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ হি ব্রহ্মলোকম্ উপাসকাঃ গচ্ছন্তি···তে রশ্ময়ঃ ইদানীং অস্মাভিঃ দৃশ্যমানাঃ।" ইহাই অর্চ্চিরাদি মার্গের বিবরণ।

ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে,—"পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং সঃ তে স্ব ইতরো দেবযানান্" (৭।৬।২৬।৪)। অর্থাৎ "মৃত্যুঃ যস্মাৎ দেবযানে পথি বয়ং স্থিতাঃ অনাধৃষ্টাঃ তব পিতৃযানং পন্থানং অনুপর আগচ্ছ।" (ইতি দুর্গাচার্য্য কৃত নৈরুক্তবৃত্তিঃ)।

এই সকল ঋগ্বেদ মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, এই দেবযান ও পিতৃযান-তত্ত্ব বেদে প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদে এই দেবযান ও পিতৃযান বিবৃত হইয়াছে। আমরা এস্থলে দেবযান বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

"অথ যৎ উ চৈব অস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন অর্চ্চিষমেব অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্, তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্, সংবৎসরাদাদিত্যং, আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম, চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্, তৎ পুরুষঃ অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি। এষঃ দেবপথঃ ব্রহ্মপথঃ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানব-মাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে।" (ছাঃ উঃ ৪।১৫।৫-৬)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১৫) আছে,—

"তে য এবমেতদ্ বিদুঃ, তে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যম্ উপাসতে, তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ষণ্মাষানুদঙ্ঙাদিত্য এতি, মাসেভ্যো দেবলোকং, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতং, তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।"

কৌষীতকী উপনিষদে (১।৩) আছে,—

"স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, স বায়ুলোকম্, স বরুণলোকম্, স ইন্দ্রলোকম্, স প্রজাপতিলোকম্, স ব্রহ্মলোকম্...।"

এইরূপে বিভিন্ন শ্রুতিতে এই দেবযানের বিভিন্ন বিবরণ উক্ত হইয়াছে। এস্থলে অন্যান্য শ্রুতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল বিভিন্ন শ্রুতির সামঞ্জস্য করিলে পাওয়া যায় যে, বায়ুলোক—সম্বৎসর ও আদিত্য লোকের মধ্যবর্ত্তী। আর বিদ্যুৎলোকের পরে বরুণলোক, তাহার পর ইন্দ্রলোক, তাহার পর প্রজাপতিলোক (বলদেব)। বাস্তবিক দেবযান মার্গ একই। সেই একমার্গেই এই সকল বিভিন্ন লোক দিয়া ক্রমশঃ যাইতে হয়।

এই মার্গকে অর্চ্চিরাদি মার্গ বলে। তাহার কারণ এই যে, অহঃই অর্চ্চিঃ (ছান্দোগ্য, ৫।৪।১ ; বৃহদারণ্যক ৬।২।৯), বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ, (ছান্দোগ্য, ৫।৫।১ ; বৃহদারণ্যক, ৬।২।১০১), রাত্রিও অর্চ্চিঃ (ছান্দোগ্য ৫।৬।১ ; বৃহদারণ্যক ৬।২।১১), ধূম—অর্চ্চিরই বিস্ফুলিঙ্গ (মৈত্রায়ণী, ৬।৩১), অগ্নি সপ্তর্চ্চি (মুণ্ডক, ২।১।৮), ব্রহ্মই অর্চ্চিমৎ (মুণ্ডক ২।২।২)। এই মার্গ অর্চ্চিমৎ ব্রহ্মপ্রাপক বলিয়াই ইহাকে অর্চ্চিরাদি মার্গ বলে।

ইহাকে দেবযান মার্গও বলে। (ছান্দোগ্য, ৫।৩।২, ৫।১০।২ ; বৃহদারণ্যক, ৬।২।২, মুণ্ডক, ৩।১।৬ দ্রষ্টব্য)। ইহাই 'দেবপথ,—ইহাই ব্রহ্মপথ'। এইরূপে উপনিষদ হইতে এই দেবযান মার্গের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য বেদান্ত দর্শনে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শন হইতে এই দেবযান মার্গ বুঝিতে হইবে।

বেদান্তদর্শনে এই অর্চ্চিরাদি মার্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত মীমাংসা আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ১৮শ সূত্র হইতে ঐ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৬ষ্ঠ সূত্র পর্য্যন্ত এই তত্ত্বের বিবরণ আছে। সুতরাং এ তত্ত্ব বুঝিতে

হইলে সেই সকল সূত্র ও তাহার বিস্তারিত শাঙ্করভাষ্য বুঝিতে হয়। এস্থলে তাহার সংক্ষেপ আলোচনা মাত্র সম্ভব।

এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে হার্দ্দবিদ্যা বা দহর বিদ্যা আলোচনায় দেখা যাইবে যে, মরণসময় উপস্থিত হইলে, বাক্ প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি মনে লীন হয়। মনোবৃত্তি প্রাণে লীন হয়। প্রাণবৃত্তি অধ্যক্ষে বা জীবে লীন হয়। "পরে প্রাণসংযুক্ত জীব তেজঃ সহচরিত দেহবীজ সূক্ষ্মভূতে অবস্থিতি করে।" ইহাই জীবের আতিবাহিক শরীর। উষ্মাযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরই জীব সহিত উৎক্রামণ করে। এই উৎক্রামণ তত্ত্ব পরে ১৫।৮-১০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ইহা বিবৃত হইবে। উপরি উক্ত সাধারণ উৎক্রামণের নিয়ম, তদনুসারে সকল জীবের গতিই সমান। তবে যাঁহারা আজীবন একাগ্রতা সহকারে ওঙ্কার জপ পূর্ব্বক হৃদয়ে ব্রহ্মধ্যান করিয়া দহরবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, ও তদ্দ্বারা সুষুম্না নাড়ীপথ জ্ঞাত হইয়াছেন—তাঁহাদের সেই নাড়ীপথ উন্মুক্ত হওয়ায় তাঁহারা সেই পথে উৎক্রান্ত হন, ও দেবযানে গমন করেন। এই উৎক্রান্তি-সময়ে ইঁহাদের "ওক্" বা হৃদয়নাড়ী প্রদ্যোতিত অর্থাৎ প্রজ্বলিত হয়। এই প্রজ্বলনজনিত রশ্মি অবলম্বনেই তাঁহারা ঊর্দ্ধে গমন করেন। ('রশ্ম্যনুসারী'—বেদান্ত দর্শন ৪।২।১৮ সূত্র)। এই উৎক্রামণ তত্ত্ব এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে পুনরুক্ত হইবে।

এই রশ্মি কি, ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের হৃদয়ে ও সমস্ত নাড়ীমধ্যে যে তেজঃ বিচরণ করে—সে তেজঃ ও সৌর তেজঃ একই। তাহাকে প্রাণশক্তি বলে,—"আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ" (প্রশ্নঃ উঃ, ১।৫)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তি—ইমঞ্চ অমুঞ্চ, অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ, (ছান্দোগ্য, ৮।৬।২)।

"অথ যত্র এতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধমাক্রমতে স ওম্ ইতি বা হোদ্‌বা মীয়তে। স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি। এতদ্‌বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্।" (ছান্দোগ্য, ৮।৬।৫)।

এই রশ্মিপথই অর্চ্চিরাদি পথ। ("অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি"—ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫)। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনের "অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" এই সূত্রে (৪।৩।১) ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। সেই সূত্র ও তাহার পরবর্ত্তী দুই সূত্রের ভাষ্য হইতে পাওয়া যায় যে, এই অর্চ্চিরাদি মার্গ একই। এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই অর্চ্চিরাদি মার্গে অগ্নি জ্যোতিঃ অহঃ—প্রভৃতি যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অর্থ—"আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ" (৪।৩।৪), ও তাহার পরবর্ত্তী তিন সূত্রে বেদান্তদর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহারা পথচিহ্ন বা ভোগভূমি নহে। ইহারা চৈতন্যযুক্ত আতিবাহিকী দেবতা। ইহারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত মৃত জীবের বাহক। মৃত্যুর পর জীব, জড়পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়—এজন্য তাহার চেতন বাহক প্রয়োজন (বেদান্ত দর্শন, ৪।৩।৫ সূত্র)। এ জন্য অগ্নিকে, অগ্নি-অভিমানী দেবতা, জ্যোতিকে জ্যোতিরভিমানী দেবতা—এইরূপ বুঝিতে হইবে। এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, "যে লোকের অধিপতি অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি, উপাসক সেই লোক প্রাপ্ত হইবামাত্র অগ্নিদেব তাহাকে বহন করেন, এবং বায়ু যে লোকের স্বামী, সে লোকে নীত হইবামাত্র বায়ুদেবতা তাহাকে বহন করেন" ইত্যাদি। এইজন্য ঈশোপনিষদে আছে,—"অগ্নি নয় সুপথা রায়ে।"

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অন্য কারণও বেদান্তসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই দুই সূত্র এই,—

"নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ।" (বেদান্ত দর্শন ৪।২।১৯)। "অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে।" (৪।২।২০)।

ইহার অর্থ এই যে, রাত্রিকালে জ্ঞানীর বা ব্রহ্মোপাসকের মৃত্যু হইলে, তখন সূর্য্য দৃষ্ট হয় না বলিয়া যে তাঁহার সূর্য্যরশ্মি অনুসরণ হয় না—তাহা নহে। কেন না কি দিবস কি রাত্রি সকল সময়েই, যাবজ্জীবন মূর্দ্ধণ্য নাড়ীর সহিত সূর্য্যকিরণের সম্বন্ধ থাকে। তাহা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র (৮।৬।২-৫) হইতে জানিতে পারিয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "নক্তম্ অহরেব অভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।" (৮।৪।২)।

এইরূপ—কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অতএব দিন, শুক্লপক্ষ প্রভৃতির সাধারণ অর্থ গ্রহণীয় নহে। শ্রুতিতে আছে—রাত্রি ও অর্চ্চিঃ (ছান্দোগ্য ৫।৪।৬; বৃহদারণক ৬।২।১১), ধূম ও অর্চ্চিঃ (মৈত্রায়ণী, ৬।১),—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে যে—অগ্নি, দিবা, রাত্রি প্রভৃতিতে এরূপ দেবতা কল্পনা করিবার (এরূপ Fetish idea গ্রহণ করিবার) প্রয়োজন কি? যাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে জানিতেন—যাঁহারা সকল পদার্থই ব্রহ্মময় দেখিতেন, সকলেই ব্রহ্ম-শক্তি ব্রহ্ম-সত্তা ব্রহ্ম-চৈতন্য ধারণা করিতেন, তাঁহাদের অগ্নি প্রভৃতিতে দেবতা (দ্যোতনাত্মক ব্রহ্মচৈতন্যের) ধারণায়—যে আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিকতা—যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। এইজন্য এই আপত্তি। ইহা ব্যতীত আরও কথা আছে। পুরাণে স্মৃতিতে এই দিবা উত্তরায়ণ প্রভৃতি—সাধারণ অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। এবং এই কারণে মরণ জন্য শরশয্যায় ভীষ্মের উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলেন, "ভীষ্মস্য তূত্তরায়ণপ্রতিপালনমাচারপরিপালনার্থং পিতৃপ্রসাদলব্ধস্বচ্ছন্দমৃত্যুতাখ্যাপনার্থঞ্চ। (বেদান্তের ৪।২।২০ সূত্রের ভাষ্য)।

কিন্তু আরও এক আপত্তি হইতে পারে। গীতায় 'যত্র কালে ত্বনাবৃত্তি'—এই শ্লোকে 'কাল' কথা উল্লিখিত হইল কেন? বেদান্তদর্শনের—"যোগিনঃ প্রতিস্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈব" (৪।২।২১),এই সূত্রে গীতার এই শ্লোকের মীমাংসা পাওয়া যায়। তদনুসারে বলা যায় যে, গীতার এই শ্লোকে 'কাল' কথার সাধারণ অর্থ ধরিলে, এই শ্লোক কেবল স্মার্ত্ত যোগী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানী বা শ্রুত্যুক্ত উপাসকদের কথা উক্ত হয় নাই—এরূপ বুঝিতে হইবে। তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'কাল' অর্থে আতিবাহিকী দেবতা ধরিলে, শ্রুতিস্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না—"যদা পুনঃ স্মৃতাবপি অগ্ন্যাদ্যা দেবতা এবাতিবাহিকে গৃহ্যন্তে তদা ন কশ্চিদ্‌বিরোধ ইতি।" (৪।২।২১ শ্লোকের ভাষ্য)।

ইহা ব্যতীত গীতায় এই 'কাল' শব্দ ব্যবহারের অন্য কারণও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কোন কোন কালে তাপ ও আলোকের প্রভাব অধিক। কোন কোন কালে তাহা অল্প হয়। রাত্রি অপেক্ষা দিবায় তাপ ও আলোক অধিক থাকে। মাসমধ্যে কৃষ্ণপক্ষ অপেক্ষা শুক্লপক্ষে আলোকের পরিমাণ অধিক। সংবৎসরে দক্ষিণায়ন অপেক্ষা উত্তরায়ণ ছয়মাসে তাপ ও আলোকের প্রভাব অধিক। প্রাণশক্তি—জ্ঞানশক্তি, কার্য্যশক্তি প্রভৃতি আলোক ও তাপের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আলোক ও তাপ-ক্ষয়ে সত্ত্বশক্তির হ্রাস হয়, প্রাণশক্তি অভিভূত ও তমোযুক্ত হয়। জীব সে সময়ে মৃত্যুর দিকে আকর্ষিত হয়। এজন্য তাপ ও আলোক-ক্ষয়-সময়ে জীবের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হয়।

আলোক ও তাপের ক্ষয়কালে, তৎপ্রভাবে জীবের অন্তরস্থ আলোক ও তাপের ক্ষয় হয় বলিয়া, তখন তাহার প্রাণশক্তি জ্ঞানশক্তি সমুদায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এজন্য আলোক ও তাপ-ক্ষয়কালে মৃত্যু হইলে, আন্তরিক আলোক ও তাপ, অথবা তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশ জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি অভিভূত হওয়ায় তাহার অর্চ্চিরাদি মার্গে প্রয়াণ করিবার

বিঘ্ন হয়। অন্যদিকে, আলোক ও তাপ-বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, সেরূপ কোন বিঘ্ন হয় না, বরং দেবযান পথে গতির সাহায্য হয়। কিন্তু মৃত্যুর এইরূপ কালনির্দ্দেশ হইতে মৃত্যুর পর গতির বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং "কাল" শব্দের এরূপ অর্থ তত সঙ্গত হয় না।

যাহা হউক, এই পরলোকে গতিতত্ত্ব বুঝিবার আরও উপকরণ আমরা প্রশ্নোপনিষদ্ হইতে পাইতে পারি। তাহা এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রশ্নোপনিষদে আছে,—

প্রজাকাম প্রজাপতি তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া "ইহারা আমার জন্য বহু প্রজা উৎপন্ন করিবে" এই সংকল্প করিয়া, রয়ি ও প্রাণ— এই মিথুন উৎপাদন করিলেন (১।৪)।

আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি। মূর্ত্ত অমূর্ত্ত সমুদায়ই রয়ি (১।৫)।

আদিত্য—* * * সমুদায় প্রাণকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন (১।৬)।

সংবৎসর প্রজাপতি। তাহার দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্য করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন ও পুনরাবর্ত্তন করেন। তাঁহারা দক্ষিণ মার্গে গমন করেন। রয়িই পিতৃযান (১।৯)।

আর (জ্ঞানীরা) ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তর (অয়নে) আদিত্যকে লাভ করেন। ইহাই (আদিত্য) প্রাণের আশ্রয়, অমৃত, অভয়, ইহাই পরম গতি, ইহাতে পুনরাবর্ত্তন হয় না (১।১০)।

মাসই প্রজাপতি, তাহার মধ্যে কৃষ্ণ পক্ষ—রয়ি, ও শুক্লপক্ষ— প্রাণ (১।১২)।

অহোরাত্র প্রজাপতি, তাহার মধ্যে অহঃই—প্রাণ, আর রাত্রিই— রয়ি (১।১৩)।

ইহা হইতে জানা যায় যে দিন রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ

দক্ষিণায়ন প্রভৃতি কাল, কালাভিমানিনী দেবতা। পূর্ব্বে সৃষ্টি-প্রলয়তত্ত্ব বিবৃতি উপলক্ষে ঋগ্বেদ হইতেও এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে (১৮২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি অনুসারে মূল দেবতা দুই—অগ্নি ও রয়ি। ইহারাও কালাভিমানিনী দেবতা। অগ্নি দেবতার দ্বারা দেবযান পথে গতি হয়। আর রয়ি দেবতার দ্বারা পিতৃযানে গতি হয়। এই গতির ফলও প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

প্রশ্নোপনিষদে প্রশ্ন আছে—যিনি ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা ধ্যান করেন, তিনি অন্তরীক্ষে পিতৃযান পথে গমন করেন। এবং—

"স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে" (৫।৪)।

আর যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কার দ্বারা পরম পুরুষের অভিধ্যান করেন,—"স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ স...উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে।" (৫।৫)।

"সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি" (মুণ্ডক, ১।২।১১)।

এইরূপে মৃত্যু অন্তে যোগিদের পিতৃযানে বা দেবযানে গতি হয়। উপরে যে তত্ত্ব উক্ত হইল, তাহা হইতে জানা যায় যে, জীবের মধ্যে দুই তত্ত্ব আছে। তাহার প্রথম তত্ত্বের নাম অগ্নি, জ্যোতিঃ, তেজঃ, প্রাণ বা আদিত্য। ইহাই আমাদের ও জগতের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক তত্ত্ব। আর দ্বিতীয় তত্ত্ব—সোম, রয়ি বা চন্দ্রমা। জগতের ও আমাদের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব—প্রাণ (vitality—life), দ্বিতীয় তত্ত্ব—স্থূল সূক্ষ্ম দেহোপকরণ। এই প্রথম তত্ত্ব—জীবনী শক্তি (Everlasting life-energy)। জীব যখন নিদ্রা যায়, তখন—

"প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে (দেহে) জাগ্রতি।" (প্রশ্নঃ উঃ ৪।৩)

তখন জীব "তেজসাঽভিভূতো ভবতি।" (প্রশ্নঃ ৪।৬)। এই প্রাণই সেই তত্ত্ব "যঃ এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" (কঠঃ ৫।৮)। শ্রুতি অনুসারে এই প্রাণই হিরণ্যগর্ভ।

এই প্রাণতত্ত্ব পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

এই প্রাণ হইতেই জ্ঞান। জ্ঞানই প্রাণশক্তির শেষ অভিব্যক্তি। জ্ঞানই—আধ্যাত্মিক তেজঃ, আলোক। বিজ্ঞানাত্মাই ব্রহ্ম। সাধনাবলে জ্ঞানের যত বৃদ্ধি হয়, 'রয়ি' তত অভিভূত হয়।

মৃত্যুসময়ে সাধনাবলে হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক, যে "ওকঃ" প্রজ্বলিত হয়, সেই আলোকের তারতম্য অনুসারে মানুষের গতির তারতম্য হয়।

সূর্য্যমণ্ডলে যে অধিদেবতা পরম দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আধ্যাত্মিক অনন্ত জ্ঞানালোকে প্রকাশিত হন ও জগৎ প্রকাশ করেন—তাঁহারই জড় বিকাশ সূর্য্যতেজ। একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মান যোগী সুইডেনবর্গ এ তত্ত্ব বুঝাইয়া ছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মৃত্যুকালে সাধকের আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইলে, সৌরমণ্ডলস্থ সেই পরম দেবতার আলোক তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

যাঁহারা সারা জীবন সর্ব্বদা এই অনন্ত আলোক—এই অনন্ত জ্ঞান-জ্যোতির ধ্যান করেন, মৃত্যুকালে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিক-তেজঃসম্পন্ন হয়। সেই তেজ জ্যোতীরূপে পরিণত হয়। সেই জ্যোতির ক্রম আছে। অগ্নির ও দিবসের আলোক সেই প্রথম অভিব্যক্ত জ্যোতির জড়বিকাশ। আলোক ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শুক্লপক্ষ পিতৃ-লোকের দিবা, তাহার আলোক মানবের দিবস অপেক্ষা পঞ্চদশ গুণ অধিক। জ্ঞানীর মৃত্যুর পর সেই প্রাণের আলোক দিবসের আলোক অপেক্ষা অধিক তেজোযুক্ত হইয়া পিতৃলোকের দিবসের আলোকের অনুরূপ জ্যোতির্ম্ময় হয়। তাহার পর ঐ আলোক আরও বৃদ্ধি পাইয়া দেবতার দিবসের (উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবতার এক দিবস) জ্যোতির অনুরূপ হয়। তাহার পর সেই জ্যোতিঃ বিরজ সৌরজ্যোতির্যুক্ত হইয়া আদিত্যলোক প্রাপ্ত হয়।

সাধনবলে প্রাণশক্তিকে এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় করিতে পারিলে, মৃত্যু

অন্তে জীব এই জ্যোতিযুক্ত হইয়া উর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময়লোকে আকর্ষিত হয় (ছান্দোগ্য—৮।৬।৫)। যাহার হৃদয়ে মৃত্যুসময়ে এরূপ আলোক ফুটিয়া উঠে না, যাহার প্রাণাগ্নি সে সময় অজ্ঞান-ধূমাচ্ছাদিত হয়, যাহার 'রয়ি'র আধিক্য থাকে, সে এইরূপ আলোকের আকর্ষণে উর্দ্ধে যাইতে পারে না। সুতরাং তাহার অন্ধকার ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ধূমের আবরণ হইতে রাত্রির আবরণ, তাহা হইতে পিতৃলোকের রাত্রি, তাহা হইতে দেবতার রাত্রি—ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে রয়ি শৈত্য বা সোমাধিক্য স্থানে তাহার গতি হয়—সোম লোকে তাহার সুকৃতির ভোগ হয়। এই ভোগ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে বলিয়া ইহা অন্ধতমোরূপ। কিন্তু এ অন্ধকার আলোকশূন্য নহে, কারণ 'রাত্রিরর্চ্চিঃ' (ছাঃ উঃ ৫।৬।১; বৃঃ আঃ ৬।২।১১)। 'ধূমার্চ্চির্বিস্ফুলিঙ্গা ইব' (মৈত্রায়ণী ৬।৩১), 'রশ্ময়ো ধূমঃ' (বৃঃ আঃ ৬।২।৯; ছাঃ ৫।৪।৭)।

যাহা হউক, এই ধূম অন্ধকারময় পথকে গীতায় কৃষ্ণগতি, ও জ্যোতির্ম্ময় পথকে শুক্লগতি বলা হইয়াছে (২৬শ শ্লোক)। এই কৃষ্ণগতির বিবরণ পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় বিবৃত হইবে। উপরে শুক্লগতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, জ্যোতির বিভিন্ন স্তর আছে। অগ্নির অল্প জ্যোতির পরে প্রস্ফুট আলোক। সেই আলোক ক্রমে আরও প্রস্ফুট হয়। প্রথম—দিবসের আলোক, পরে পিতৃলোকের দিবালোক, পরে দেবলোকের দিবালোক—এইরূপ তাহার ক্রম বৃদ্ধি আছে। মৃত্যুর পর 'হৃদয়ে প্রজ্বলিত 'ওক' যদি পরমপুরুষভাবময় হয়, তবেই সে মানব পূর্ণালোকময় ব্রহ্মধামে দেবযান পথে যাইতে পারে। এই প্রজ্বলন (ওক) প্রথমে অগ্নিরূপ। তখন জীব অগ্নিরাজ্যে। সেই ওক আরও তেজোময় হইলে জীব এই আধ্যাত্মিক অগ্নিরাজ্য হইতে নীত হইয়া প্রথম প্রস্ফুট আলোকরাজ্যে আসে। এই গতি—অগ্নিরাজ্যের নিয়ন্তা পুরুষ,—পরম পুরুষ যিনি অগ্নি

প্রভৃতি সকল দেবতার অধিদেবতা, (৮।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্নি দেবই মৃত জীবকে অগ্নিরাজ্য হইতে জ্যোতীরাজ্য পর্য্যন্ত লইয়া যান। মানবের কাছে প্রথম প্রস্ফুট জ্যোতিঃ মানবদিবস। তাহা অপেক্ষা জ্যোতির প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি—পিতৃলোকের দিবস। এই মানবদিবসের জ্যোতীরাজ্য হইতে পিতৃলোকের দিবসের আলোক-রাজ্যে মৃতাত্মাকে দেবযান পথে মানবের দিবসের অভিমানিনী দেবতা লইয়া যান। এইরূপ বরাবর বুঝিতে হইবে।

দেবযান মার্গে গতি-অধিকারী মানব-হৃদয়ে মৃত্যুর পর ক্রমস্ফুট আলোক হেতু, তাহাকে ক্রমস্ফুট আলোকরাজ্যে ক্রমশঃ উন্নীত করিবার জন্য, যে দেববাহক কল্পিত হইয়াছে, তাহার মূলসূত্র কি? জগতে সর্ব্বত্র সকলই নিয়মপরিচালিত। যে শক্তিবলে এই জগচ্চক্র চলিতেছে, সে শক্তিও নিয়ম-চালিত। আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা—এই (reign of law) স্বীকার করেন। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতি নিয়মের অন্তরালে নিয়ন্তাকে দেখিতে পায় না। আর্য্য ঋষিগণ এই নিয়ন্তাকে জানিতেন। এই নিয়মের নিয়ন্তাই দেবতা। বর্ষণ-নিয়মের যিনি নিয়ন্তা, তিনি বরুণ দেবতা। সকল দেবতাই সেই এক পরম দেবতার ব্যবহারিক ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। দেবতা ধারণার মূল এই। প্রতি লোকের লোকপাল আছে—ইহাই শ্রুতির উপদেশ।

এই ধারণা হইতেই অগ্নি জ্যোতি প্রভৃতিকে তদাভমানিনী দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা এই দেবতা কল্পনা সত্য বলিয়া স্বীকার না করেন, তাঁহারা দেবতার স্থানে শক্তি কল্পনা করিতে পারেন, এবং দেবযান মার্গে মৃতাত্মার গতি—অগ্নি (তাপ) আলোক (তেজঃ) প্রভৃতি শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়—এরূপ কল্পনা করিয়া গীতার এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

করে ব্রহ্মলাভ—দেবযানে গমন করিতে পারিলে সকল যোগীরই

ব্রহ্মলাভ হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, তাঁহারাই কেবল ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন।

"দেবযানে গমন করিলে পরে কতক যোগী প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কতক যোগী প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতির উপাসকগণ, দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নীত হইয়া, পরে ভোগক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। কেননা, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, "আব্রহ্মভুবনলোক সমুদায়ই পুনরাবর্ত্তনশীল। কেবল যাঁহারা দহরবিদ্যার উপাসক, তাঁহারা মৃত্যুসময়ে ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে প্রয়াণ করিলে দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে নীত হন, ও সেখান হইতে ক্রমে মুক্ত হন। তাঁহাদেরই আর ফিরিয়া আসিতে হয় না" (মধু)।

"কেবল প্রণবাবেশিতবুদ্ধি প্রকৃত যোগিগণই কালান্তর-মুক্তিভাগী (শঙ্কর)।

শঙ্করাচার্য্য বুঝাইয়াছেন যে (প্রতীকবিশেষ অবলম্বনে) ব্রহ্মো-পাসকগণেরই এইরূপ দেবযানমার্গে গতি প্রাপ্তি হেতু পরে মুক্তি হয়। তাঁহাদের সদ্যোমুক্তি হয় না। আর সম্যগ্দর্শননিষ্ঠ জ্ঞানিগণ এ জীবনেই ব্রহ্মে লীন হন। এজন্য মৃত্যুর পরে তাঁহাদের গতি হয় না, তাঁহারা সদ্যোমুক্ত হন। ইঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে (৫।১০।১)—"যে চ অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি······" ইহার বিস্তারিত শাঙ্কর-ভাষ্যের শেষ মীমাংসা এইরূপ,—

"অতঃ পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থাঃ যে চ ইমে অরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরিব্রাজকাশ্চ, সহ নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিভিঃ শ্রদ্ধা তপ ইত্যেবমাদি উপাসতে, যে চ হিরণ্যগর্ভাখ্যম্ উপাসতে তে সর্ব্বে অর্চ্চিরাভিমানিনীদেবতাম্ অভিসংবিশন্তি।"

শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্য উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,— "ন চ উভয়োর্ম্মার্গয়োরন্যতরস্মিন্নপি মার্গে আত্যন্তিকী পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইত্যতঃ কর্ম্ম নিরপেক্ষমদ্বৈতান বিজ্ঞানং সংসারগতিক্রয়হেতূপমর্দ্দনেন বক্তব্যম্।" ইহার আনন্দগিরির টীকা এইরূপঃ—"প্রাণশ্চ অগ্নিশ্চ ইত্যাদ্যা দেবতা . তদ্বিজ্ঞানম্…তেন—উপলব্ধিতেন দেবযানেন পথা কর্ম্যব্রহ্মপ্রাপ্তৌ কারণং ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ তস্য সম্ভবত্বাভাবাৎ।"

অতএব শঙ্করাচার্য্যের মতে এই উভয় মার্গেই আত্যন্তিক পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না। এই দুই মার্গ কর্ম্ম-সাপেক্ষ। কর্ম্ম-নিরপেক্ষ অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানই সদ্যোমুক্তির কারণ।

কিন্তু গীতায় কর্ম্মত্যাগ আদৌ বিহিত হয় নাই,—তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। গীতা অনুসারে যে পরম গতিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, সে গতি ব্রহ্মবিদ্ যোগ সংসিদ্ধি ফলে লাভ করেন—দেবযান পথেই সে গতি লাভ হয়। সে গতি প্রাপ্ত হইলে আর কখন পুনরাবর্ত্তন হয় না। এ তত্ত্ব শ্রুতি ও গীতা সম্মত,—তাহা আমরা দেখিয়াছি।

মৃত্যুর পর এই গতি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ইহা বিবৃত হইবে।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণ-অয়ন-
ছয় মাস,—তাহে যোগী করিলে প্রয়াণ,—
লভি চন্দ্রমার জ্যোতি পুনঃ আসে ফিরে। ২৫

(২৫) ধূম রাত্রি—ইহাই পিতৃযান, ধূমমার্গ, দক্ষিণমার্গ বা কৃষ্ণ-গতি। ধূম, অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতা; রাত্রি, অর্থাৎ রাত্র্যভি-মানিনী দেবতা; দক্ষিণায়ন—দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা। (শঙ্কর, স্বামী)। এ তত্ত্ব পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৩০৪) আছে,—

"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি, ধূমাৎ রাত্রিম্, রাত্রেঃ অপরপক্ষম্, অপরপক্ষাদ্‌যান্ ষড়্‌দক্ষিণৈতি মাসম্, তান্ নৈতে সম্বৎসরম্ অভিপ্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ আকাশম্, আকাশাৎ চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা, তদ্দেবানাম্ অন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ (কর্ম্ম) উষিত্বা অথ এতম্ অধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৬।২।১৬) ঠিক এইরূপ কথা আছে। যথা—

"অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাৎ রাত্রিঃ, রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষম্ অপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ দক্ষিণা-মাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি।"

পিতৃযানে গতি হইলে পিতৃলোক দিয়া চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। তাহা স্বর্লোকের অন্তর্গত। যোগী উক্ত কর্ম্ম দ্বারা এই চন্দ্রলোকে নীত হয়, এবং যেখানে সে দেবলোকের ভক্ষ্য বা সেবক হয়।—

"তত্র দেবা এনাং ভক্ষয়ন্তি।"

সেখানে দেবগণ তাহাদের কর্ম্ম প্রাপ্য ভোগ প্রদান করেন। ভোগ দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে তাহাদের পুনরাবর্ত্তন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত মন্ত্রে আছে—'তেষাং যদা তৎ পর্য্যবৈতি অথ ইমম্ এব আকাশ-মভিনিষ্পদ্যন্তে, আকাশাৎ বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্, তে পৃথিবীং

প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে, ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে, লোকাৎ প্রত্যুত্থায়িনঃ তে এবমেব অনু পরিবর্ত্তন্তে।”

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এস্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে “অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্।” অর্থাৎ যাহারা এই দুই মার্গের কোন মার্গে গতি লাভ না করে, তাহারা কীট পতঙ্গাদি নীচযোনি প্রাপ্ত হয়।

এই গতি তত্ত্ব এই অধ্যায় শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। যাহারা দেবযানে বা পিতৃযানে গিয়া সংসিদ্ধির অভাবে আবার পুনরাবর্ত্তন করে--সেই পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ তত্ত্বকে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বলে। তাহা পরে ১৪।৩-৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এস্থলে এ সকল তত্ত্বের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

২৪শ শ্লোক ও এই শ্লোক হইতে যে দেবযান ও পিতৃযানে গতির কথা পাওয়া যায়, শ্রুতি মিলাইয়া তাহার বিবরণ এইরূপ দেখা যায়,—

(১) দেবযান পথ যথা,—অগ্নি—জ্যোতি—দিবা—শুক্লপক্ষ—উত্তরায়ণ ছয়মাস—সংবৎসর—বায়ুলোক—আদিত্যলোক—চন্দ্রলোক—বিদ্যুৎলোক—বরুণলোক—ইন্দ্রলোক—প্রজাপতিলোক। এইরূপে ক্রমশঃ গতি হয়।

(২) পিতৃযান পথ যথা,—ধূম—রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষ—দক্ষিণায়ন ছয়মাস—পিতৃ-লোক—আকাশ—চন্দ্রমা। এইরূপ ক্রম-গতি হয়।

তাহে—ধূমাভিমানিনী দেবতা প্রভৃতি উল্লিখিত দেবতা উপলক্ষিত মার্গে (স্বামী)।

লভি চন্দ্রমার জ্যোতি—চান্দ্রমস জ্যোতি উপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া, সেখানে ইষ্টাপূর্ত্তদত্ত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, সেই ভোগাবসানে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে (স্বামী, মধু)। ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী কর্ম্মী যোগী চন্দ্রমাজাত জ্যোতিঃফল উপভোগ করিয়া, সেই কর্ম্মক্ষয়ে এখানে পুনরাগমন করে (শঙ্কর)।

এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে—তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা গিয়াছে। কিরূপে ও কিভাবে চন্দ্রলোক ভোগ হয়, এবং কর্ম্মক্ষয়ে কিরূপে আবার জন্ম গ্রহণ হয়, তাহা এই শ্রুতি হইতে আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে পারি।

উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "কর্ম্মিগণ পিতৃযানে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেবগণের উপভোগ্য হন— এবং সুখে দেবগণসহিত ক্রীড়া করেন। চন্দ্রমণ্ডলে তাঁহাদের জলময় শরীর হয়। দ্যুলোকাগ্নিতে পূত হইয়া তাহা সোমত্ব বা চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মৃত শরীর অগ্নিসংকারে দগ্ধ হইলে—তদুত্থ 'আপ' ধূমসহ ঊর্দ্ধে কর্ম্মীকে চন্দ্রমণ্ডলে লইয়া যায়, এবং তাহাই কর্ম্মীর বাহ্য (ভোগ) শরীর হয়, এবং সেই শরীরে কর্ম্মী ইষ্টাদিকর্ম্মফল ভোগ করে ও কর্ম্মক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন করে।"

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬
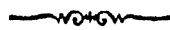
জগতের এই দুই শুক্ল কৃষ্ণ গতি
আছে ব্যক্ত চির দিন। একে নাহি হয়
জন্ম আর,—অন্যে হয় আবার আসিতে। ২৬

(২৬) শুক্ল কৃষ্ণ গতি—জ্ঞান প্রকাশকত্ব হেতু দেবযান মার্গকে শুক্ল গতি, ও তাহার অভাব হেতু পিতৃযানকে কৃষ্ণগতি কহে (শঙ্কর)। প্রকাশময়ত্ব হেতু অর্চ্চিরাদি গতিকে শুক্ল গতি ও তমোময়ত্ব হেতু ধূমাদিমার্গকে কৃষ্ণগতি কহে (স্বামী)। দেবযান=জ্ঞানমার্গ— নিবৃত্তিমার্গ, আর পিতৃযান=কর্ম্মমার্গ—প্রবৃত্তিমার্গ।

এই দেবযান পিতৃযান ব্যতীত অন্যরূপ গতিও আছে—তাহা নিকৃষ্ট গতি। স্বামী বলিয়াছেন "নিবৃত্তিকর্ম্মসহিত উপাসনা দ্বারা ক্রমমুক্তি হয়, কাম্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে গতি ও ভোগক্ষয়ে পুনরাবৃত্তি হয়, নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা নরকভোগ ও তদনন্তর পুনরাবৃত্তি হয়, আর ক্ষুদ্র কর্ম্মী জন্তুর এইখানেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়।" আর যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী—তাঁহাদের কোন গতি হয় না—তাঁহারা মরণান্তে সদ্যোমুক্ত হন, ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। উক্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ মন্ত্র হইতে আমরা এ কথা জানিতে পারি। এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ইহা বিবৃত হইবে। *

* এই তত্ত্ব সম্বন্ধে জর্ম্মান্ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সপেনহর যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন,—

"The wise ancestors of the Hindu people have directly expressed it in the Vedas, * * * but in the religion of the people or exoteric teaching, they only communicate it by means of myths."

"The direct exposition we find in the Vedas, the fruit of the highest human knowledge and wisdom, the kernel which at last reached us in the Upanishads as the greatest gift of this century. * * * *"

"The myth represented here is than of transmigration of the Soul, * * * as a reward it promises rebirth in better forms and the highest reward is not to born again or Nirvan of the Buddhists.

"Never has a myth entered and never will one enter more closely into the philosophical truth which is attainable to so few, than this primitive doctrine of the noblest and most ancient nation."

"Broken up as this nation now is into many parts, this myth yet reigns as the universal belief of the people and has the most decided influence upon the life today, as four thousand years ago. Therefore Pythagoras and Plato have seized with admiration, on the *ne puls uttra* of mythical representation, received it from India or Egypt, honored it, made use of it, and we know not how far believed it."

Schopenhaeur's World as Will and Idea, Vol I. P. 491.

আছে ব্যক্ত চির দিন—শুক্লমার্গ=নিবৃত্তিমার্গ, আর কৃষ্ণমার্গ= প্রবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত হয়, এজন্য ইহা সংসার স্থিতিকারণ। আর নিবৃত্তি মার্গে সংসারপ্রেবাহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ ও তৎপরিণাম এই কৃষ্ণ ও শুক্ল গতি, সংসারে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। আমরা দেখিয়াছি যে ইহা বেদে বিহিত। গীতার শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকার প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

"স ভাগবান্ সৃষ্টে্বদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ·········প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তং ততঃ অন্যাংশ্চ······নিবৃত্তি ধর্ম্মং জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণং গ্রাহয়ামাস। দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ— প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।"

এই দুই মার্গকে স্বামী বলিয়াছেন, "মোক্ষসংসার-প্রাপকৌ মার্গৌ।"

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭

এই দুই গতি পার্থ জানি কোন যোগী
না হয় মোহিত কভু ; অতএব তুমি
সর্ব্বকালে যোগযুক্ত হও হে অর্জ্জুন। ২৭

(২৭) গতি—(মূলে আছে সৃতি)। মার্গ (শঙ্কর)।

না হয় মোহিত—সুখ-বুদ্ধিতে স্বর্গাদি ফল কামনা করেন না, কেবল পরমেশ্বরনিষ্ঠ হন। (স্বামী)।

যোগযুক্ত হও—সমাহিত হও (শঙ্কর)। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত যোগ মার্গে ক্রমমুক্তি হয়, আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। এই জন্য সর্ব্বকালে সমাহিতচিত্ত হও (মধু)। এই অধ্যায়ের ৫ম, ৭ম ও ১৪শ শ্লোকে যে

নিত্য সর্ব্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া ঈশ্বর অনুস্মরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই মত নিয়ত সমাহিত হও।

এইরূপ সমাহিত থাকিলে যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে কোন বাধা হয় না, তাহা এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক হইতে বুঝা যায়। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মযোগী যদি এইরূপ নিত্য ঈশ্বরে যোগযুক্ত থাকেন, যদি তিনি এই দুইরূপ গতি তত্ত্ব জানিতে পারেন, এবং জানিয়া যদি শুক্ল গতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ যোগযুক্ত থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার পরম গতি লাভ হয়। যিনি এই উত্তর মার্গের তত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনি আর মোহযুক্ত হন না, তিনি দেবযানে গতি প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বকালে যোগযুক্ত থাকিতে পারেন। এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন" (৬।৪৬)। আমরা সে স্থলে এই উপদেশের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সে স্থলে যোগভ্রষ্টের গতি ও পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব (৪০শ হইতে৪৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

যজ্ঞে বেদপাঠে তপে দানে আর
যেই পুণ্যফল আছয়ে বিধান,—
ত্যজে সেই সব, জানি ইহা আর
যোগী করে লাভ আদি শ্রেষ্ঠ স্থান॥ ২৮

(২৮) বেদপাঠে—যথারীতি সমস্ত বেদাধ্যয়নে (শঙ্কর)।

যজ্ঞে—সম্যকরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানে (মধু)।

পুণ্যফল—ধর্ম্মকর্ম্মের স্বর্গাদি ফল (মধু)।

বিহিত—শাস্ত্রে যেরূপ বিহিত আছে।

ত্যজে—(মূলে আছে 'অত্যেতি') অতিক্রম করে (শঙ্কর)। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয় (স্বামী)।

জানি ইহা আর—এই অধ্যায়ে যে সপ্ত প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে অবধারণ করিয়া (শঙ্কর)। এই অধ্যায়ের শেষ প্রশ্নার্থ নির্ণয় দ্বারা এই তত্ত্ব জানিয়া (স্বামী)। এই সপ্তম প্রশ্নার্থ জানিয়া ও এই অধ্যায়োক্ত যোগ সম্যকরূপে অনুষ্ঠান করিয়া (মধু)।

আদি শ্রেষ্ঠ স্থান—সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বকারণ ঈশ্বরের স্থান বা ধাম বা ব্রহ্ম (শঙ্কর, মধু)। বিষ্ণুর পরম পদ (স্বামী)। ৮।২১ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, এই যোগতত্ত্ব জানিয়া ও যোগ সংসিদ্ধ হইয়া যোগী আদ্য পরম স্থান প্রাপ্ত হয়, সে সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্ম ফল যে স্বর্গাদি লোক তাহা অতিক্রম করে। সে দেবযান মার্গে মৃত্যু অন্তে গতিলাভ করিয়া—যোগসিদ্ধি-ফলে ভগবৎ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবর্ত্তী ব্রহ্মলোকও অতিক্রম করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করে। ইহাই শঙ্করের মতে এই অধ্যায়োক্ত যোগ-মাহাত্ম্য।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, এই অষ্টম অধ্যায়টি ষষ্ঠ অধ্যায়ের সম্প্রসারণ মাত্র। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ সাধনার উপায় বর্ণিত হইয়াছে; এবং ধ্যান যোগী ধ্যান ফলে কিরূপে পরমাত্ম স্বরূপে বা পরমেশ্বর স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তাহা উক্ত হইয়াছে; কিরূপে যোগসাধনার অন্তরায় দূর করিতে হয় তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং যোগ-ভ্রষ্টের কি গতি হয় তাহা বিবৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগ-সংসিদ্ধিতে কি গতি হয়, তাহা উক্ত হয় নাই। এ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

গীতার অষ্টম অধ্যায় শেষ হইল। আমরা বলিয়াছি যে এই অধ্যায় এক অর্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সম্প্রসারণ মাত্র। যোগ সাধনাফলে যে সমগ্র ঈশ্বর তত্ত্ব ও ব্রহ্ম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। আর সেই সাধনার সংসিদ্ধিতে মরণান্তে যে গতি হয় এ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম তারক-ব্রহ্মযোগ, কাহারও মতে অক্ষরব্রহ্মযোগ। তারকব্রহ্মযোগ নামই অধিক সঙ্গত। কেননা, মৃত্যুকালে যে উপায়ে ব্রহ্মের যে ভাব স্মরণ-পূর্ব্বক গতি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়, সেই তত্ত্বই প্রধানতঃ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতে এই অধ্যায়ের আরম্ভ। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, ভগবানে আসক্তমন হইয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় পূর্ব্বক যাঁহারা যোগ সাধনা করেন—যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাদৃশ ঈশ্বরগতচিত্ত যোগী সমুদয় যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—তাঁহারা নিশ্চয়ই ভগবান্‌কে 'সমগ্র' জানিতে পারেন। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ আপনার স্বরূপ—পরম ভাব বুঝাইয়া, অধ্যায়-শেষে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জরামরণ হইতে মোক্ষের জন্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সাধন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, সমুদায় অধ্যাত্ম অখিল কর্ম্ম জানিতে পারেন, সাধিভূত, সাধিদৈব সাধিযজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন, এবং এইরূপে ভগবানে যুক্তচিত্ত তাঁহারা প্রয়াণকালেও ভগবান্‌কে জানিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত কি, অধিদৈব কি, অধিযজ্ঞ কি? এবং প্রয়াণকালে যুক্তচিত্তের নিকট তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও?" অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন হইতে এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান্ অর্জ্জুনের উক্ত সপ্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই এই অধ্যায়ে নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের প্রথমে, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত

কি, অধিদৈব কি ও অধিযজ্ঞ কি,—তাহা অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। সে উক্তি সূত্রস্থানীয়। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত তাহা বুঝা যায় না। আমরা যথাস্থানে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট গতিতত্ত্বই এস্থলে বিশেষভাবে পুনরালোচনা করিতে হইবে।

গতিতত্ত্ব।—অর্জ্জুনের শেষ প্রশ্ন ছিল,—মৃত্যুকালে নিয়তাত্মাদিগের নিকট ভগবান্ কিরূপে জ্ঞেয় হন। ইহার উত্তর বিস্তৃতভাবে এই অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহাকে গতিতত্ত্ব বলা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে Eschatology বলে। নাস্তিক জড়বাদী ইহকাল-সর্ব্বস্ব ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ মৃত্যুর সহিত আত্মার ধ্বংস স্বীকার করেন না। পরকালে মৃত্যুর পর যে আত্মা থাকে, এবং পরকালে সুখ দুঃখ যে ইহকালের কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা সকল ধর্ম্মেই স্বীকৃত। এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের একমাত্র মূল ভিত্তি। মৃত্যুর পর দেহ ত্যাগ করিয়া পুণ্যাত্মার স্বর্গে গতি হয়, এবং তাহার ফলে এই পার্থিব জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হয় না, শোক তাপ আর সহ্য করিতে হয় না, তাহার ফলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ হয়,—ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। সৎ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিলে স্বর্গলাভ হয় ও পাপ কর্ম্ম দ্বারা নরকে গতি হয়, মানবসাধারণের এই বিশ্বাস আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। বেদসংহিতায় স্বর্গ লাভ করিবার জন্য নানারূপ যজ্ঞের বিধি আছে—"স্বর্গকামো যজেত।" বাইবেল, কোরাণ, অবস্তা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই স্বর্গে গতির কথা, ও স্বর্গলাভ জন্য নানারূপ কর্ম্ম করিবার বিধান আছে।

ইহা ব্যতীত, আমাদের শাস্ত্রে পুনরাবর্ত্তন, মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মের কথা আছে। পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে গতি হইলেও আবার সে পুণ্যক্ষয়ে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পাপকর্ম্ম দ্বারা নরকে গতি হয়, প্রেতযোনি

লাভ হয়, এবং তাহার পরে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পাপ-পুণ্যের তারতম্য অনুসারে কখন অধম যোনিতে জন্ম হয়, কখন বা উচ্চ মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম হয়। এইরূপে বারবার সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। জরামরণদুঃখ হইতে আর মুক্তি হয় না। আমাদের শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। অন্য ধর্ম্মে এই জন্মান্তরবাদ স্পষ্ট স্বীকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে এই জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত বা মীমাংসিত হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে myth বা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়াছেন। মায়াবাদ অনুসারে ইহা অবিদ্যাকল্পিত হইলেও, যত দিন জীব অবিদ্যাযুক্ত থাকে, ততদিন এইরূপে সংসারভোগ হয়—ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ইহাতেই আমাদের শাস্ত্রের বিশেষত্ব।

যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্রে এই সংসার হইতে মুক্তির উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মা যত দিন অবিদ্যাবশে বদ্ধ থাকে, তত দিন তাহার সংসারভোগ হয়, জন্ম-মরণ-প্রবাহের মধ্যে দিয়া তাহাকে সংসার ভোগ করিতে হয়।

যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে না, যাহারা প্রবৃত্তিবশে—কাম ক্রোধ, রাগদ্বেষ দ্বারা বা মোহ দ্বারা চালিত হয়, তাহারা মৃত্যুর পর প্রেতলোকে গমন করে—এই পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানে বা 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' লোকে থাকে। সেখানে আপন প্রবৃত্তি ও কর্ম্মানুযায়ী নরক ভোগ করিয়া, এই পৃথিবীতে নীচযোনিতে বা অধম যোনিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা সুকৃতিবলে শাস্ত্রে বিশ্বাসবান্ হয়, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম করে, ইষ্টপূর্ত্তাখ্য কর্ম্ম করে, তাহারা সেই শাস্ত্রীয় কর্ম্মজনিত পুণ্য-বলে, মৃত্যুর পর পিতৃযানে গমন করে, ও পুণ্যানুসারে পিতৃলোকে সুখ ভোগ করিয়া, সেই পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার উপযুক্ত যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। আর যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেবযানে গমন করেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ স্বর্গে গতি হয়। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মলোক লাভ করেন, এবং

সেখান হইতে তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যানাশ হেতু ক্রমে সমানদর্শনফলে মুক্ত হইতে পারেন। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে অজ্ঞানী সংসারীর পক্ষে মৃত্যুর এই তিনরূপ গতির কথা উক্ত হইয়াছে। আর যাঁহারা এ জীবনেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানে স্থিত হইতে পারেন,—পরমার্থদর্শন সিদ্ধ হওয়ায় যাঁহাদের সর্ব্ব হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ হয়, সর্ব্ব সংশয় ছেদ হয়, সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় হয়, তাঁহারা এ জীবনেই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হন, ও মৃত্যুর পর সদ্যোমুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর কোন গতি হয় না, তাঁহাদের স্বর্গাদি কিছুই ভোগ হয় না, তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না। তাঁহাদের আর ব্যক্তিত্ব থাকে না। যাহা কিছু দ্বারা সর্ব্বব্যাপক আত্মা পরিচ্ছিন্ন ছিল, সে পরিচ্ছেদ দূর হওয়ায় তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তাঁহারা নামরূপবিহীন হইয়া সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপক, নির্ব্বিশেষ, দেশকালনিমিত্তবন্ধনমুক্ত আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। তাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করেন।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

(মুণ্ডক, ৩।২।৮)।

আমাদের শাস্ত্রে এইরূপে তিন প্রকার গতি ও সদ্যোমুক্তিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। গীতার এই অধ্যায়ে এই গতিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে গীতোক্ত গতিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পরম গতি—গীতায় এ অধ্যায়ে প্রধানতঃ পরমগতিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। গীতা মোক্ষশাস্ত্র। মুমুক্ষু কি উপায়ে মৃত্যুর পর মুক্ত হইতে পারেন, কিরূপে তাঁহার পুনরাবর্ত্তন হয় না—তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ প্রথমে বলিয়াছেন যে, অন্তকালে ভগবান্‌কে স্মরণ-পূর্ব্বক যে কলেবর ত্যাগ করে, সে ভগবানেরই ভাব প্রাপ্ত হয় (৮।৫)।

ইহার কারণ এই যে, যে যে ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে কোন বিশেষ ভাব মৃত্যুকালে স্মরণ হয়, মৃত্যুর পর সেই ভাবই লাভ হয়। ইহাই সামান্য বা সাধারণ সত্য। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে,—মৃত্যুকালে বা—কলেবর-ত্যাগকালে—কোন্ বিশেষ ভাবের স্মরণ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, যে বিশেষ ভাব যে ব্যক্তি সদা ভাবনা করে, অর্থাৎ জীবনে সতত চিন্তা করে, সেই বিশেষ ভাবই মৃত্যুকালে স্মরণ হয় (৮।৬)। কোন বিশেষ ভাব জীবনে সর্ব্বদা ভাবনা করিলে, সেই ভাব কেন মৃত্যুসময়ে স্মরণ হয়, তাহার উত্তর এস্থলে স্পষ্ট দেওয়া নাই। বেদান্তদর্শন হইতে আমরা ইহার উত্তর পাই। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে শরীর মন সব অবসন্ন হয়। তখন বুদ্ধি মন বা ইন্দ্রিয়গণের কোন শক্তি থাকে না। তাহারা প্রাণশক্তির সহিত অবশভাবে মিলিত হইয়া প্রাণের সহিত উৎক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। সে সময়ে প্রযত্ন করিয়াও কেহ কোন বিশেষ ভাব স্মৃতিতে আনিতে পারে না। তখন ভগবান্‌কে স্মরণ করিবার প্রযত্ন ইচ্ছা বা শক্তি থাকে না। সে সময় কেবল কতকগুলি সংস্কার স্বতঃই চিত্তে 'প্রদ্যোতিত' বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। অনন্ত সংস্কাররাশির মধ্যে যেগুলি বিশেষ প্রবল, সেইগুলিই তখন চিত্তের উপরে ভাসিয়া উঠে, (subconscious state হইতে conscious stateএ আসে)। সেইগুলিই বিস্মৃত অনন্ত সংস্কাররাশির মধ্য হইতে স্মৃত হয়। যে সংস্কারগুলিকে জীবনে সদাসর্ব্বদা স্মৃতিপথে আনা যায়, সর্ব্বদা স্মৃতি-পথে রাখা যায়, সেই গুলিই প্রবল হয়—সেইগুলিই মৃত্যুকালে বিনা যত্নে চিত্তে স্মৃতিপথে আপনিই উত্থিত হয়। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব যদি ভগবান্‌কে মৃত্যুর পরে লাভ করিতে হয়, তবে,

মৃত্যুকালে যাহাতে ভগবান্ জ্ঞেয় হন, যাহাতে ভগবানের ভাব স্মরণ হয়, সেজন্য সর্ব্বকালে সতত ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে (৮।৭)। অনন্যচিত্ত হইয়া সতত নিত্য নিত্য তাঁহাকে এ জীবনে স্মরণ করিতে হইবে, তবে এইরূপে ভগবান্কে মৃত্যুকালে স্মরণ হইবে, ও মৃত্যুর পর অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করা হইবে (৮।১৪)।

এস্থলে আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্কে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি? মৃত্যুকালে যে সংস্কার স্মরণ বা প্রদ্যোতিত হয়, অনন্ত ভাবরাশির মধ্যে যে ভাব চিত্তে উদয় হয়, তদনুসারে আমাদের মৃত্যুর পর সেই সংস্কারানুযায়ী ভাবপ্রাপ্তি হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে। কিন্তু এই অনন্ত ভাবরাশির মধ্যে ঈশ্বরভাব লাভ করিবার প্রয়োজন কি? কোন দেবতাভাব লাভ করিলে ত স্বর্গে দেবত্বপ্রাপ্তি হইতে পারে; অথবা যেমন ভরত ঋষির মৃত্যুকালে মৃগভাবনার ফলে মৃগত্ব লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ কোন রাজার ভাব চিন্তা করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে ত সে রাজার ভাব লাভ হইতে পারে। অথবা আমার নিকট যে কোন ভাব প্রিয়, যে ভাব লাভ করিলে আমি সুখী হইব মনে করি, সেই ভাব জীবনে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া মৃত্যুকালে সেই ভাব প্রদ্যোতন হেতুও ত সেই প্রিয় ভাব মৃত্যুর পর অথবা পরজন্মেও লাভ করিতে পারি। ভগবানের ভাব লাভ করিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, যদি সংসার হইতে মুক্ত হইতে চাও, বার বার জন্ম মৃত্যু ও দুঃখভোগ হইতে উদ্ধার হইতে চাও, পুনরাবর্ত্তন না চাও, এক কথায়—যদি তুমি মুমুক্ষু হও, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইতে চাও, তবে মৃত্যুর পর ভগবানের ভাব যাহাতে লাভ হয়, তাহার জন্য যত্ন কর, যাহাতে এ জীবনে সতত নিত্য নিত্য ভগবদনু-

স্মরণ হয়, ভগবান্ সম্বন্ধে সংস্কার প্রবল হয়, তাহার জন্য সাধনা কর। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ (৮।১৫)॥

অতএব পরম সংসিদ্ধি বা পরম গতি লাভ করিতে হইলে, ভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে হইবে। ভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে হইলে, মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যুকালে ভগবান্কে স্মরণ করিবার উপায়—তাঁহাকে আজীবন সতত নিত্য নিত্য অনুস্মরণ ও অনুচিন্তা।

ভগবানের পরম ভাব।—এইরূপে ভগবান্কে অনুস্মরণ ও তাঁহার অনুচিন্তা করিতে হইলে, মুমুক্ষু বা সংসার হইতে—জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে মুক্তি অভিলাষী ব্যক্তি তাঁহাকে কি ভাবে স্মরণ করিবেন? মুমুক্ষু কোন্ ভাবে ভগবান্কে এ জীবনে সদা সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন এবং তাঁহাতে মন বুদ্ধি অর্পণপূর্ব্বক স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবেন? এবং কোন্ ভাবে তাঁহাকে মৃত্যুকালে স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে মুক্তি হইবে, আর পুনরাবর্ত্তন হইবে না? ভগবানের ভাব ত অনন্ত। যে কোন ভাবে তাঁহাকে আজীবন সতত স্মরণ ও অনুচিন্তা করিলে এবং মৃত্যুকালে তাঁহার যে কোন ভাব স্মরণ হইলে কি এই পরম গতি লাভ হয় না? না কোন বিশেষ ভাবে স্মরণ করিলে তবে এই গতি লাভ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

ভগবানে আসক্তমন ও ভগবদ্গত অন্তরাত্মা হইয়া যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ভগবানকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মযোগের 'শীর্ষস্থানীয়' ধ্যানযোগ অনুষ্ঠান করে—এবং এইরূপে যে সতত নিত্য নিত্য ভগবান্কে অনুধ্যান করে, সে নিশ্চয়ই সমগ্ররূপে ভগবান্কে জানিতে পারে,—ভগবানের যে অনন্ত ভাব, তাহা জানিতে পারে। সাধক, ভগবান্কে

সমগ্রভাবে জানিয়া যে কোন ভাবে তাঁহাকে অনুধ্যান ও উপাসনা করিতে পারেন। অবশ্য ভগবান্‌কে 'সমগ্র' জানিলেও তাঁহার 'প্রভব' মহর্ষিরাও সম্পূর্ণ বিদিত হইতে পারেন না। তাঁহার ভগবদ্ভাব—লোকমহেশ্বরভাব জানিলেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় (১০। ২৩), এই মহেশ্বরভাবে —তাঁহার বিভূতি ও ঐশ্বরীয় যোগ জানিতে পারা যায় (১১।৭), এবং তাঁহার বিভিন্ন ভাব (বিভূতি) জানিলে, তাঁহার যে কোন ভাবে তাঁহাকে অনুচিন্তা করা যায়; ভগবানের ভাব অনন্ত এবং সেই ভাব মধ্যে যে কোন ভাবে তাঁহাকে অনুধ্যান করা যায় বলিয়াই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥" (১০।১৭)

ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, "নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।" (১০।৪০)। এই অনন্ত বিভূতিযোগ বা ভাবের মধ্যে কতকগুলি জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বিভূতি বা ভাব এবং ভগবানের বিশ্বরূপ পরে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। শুধু এই দুই অধ্যায়ে নহে, সপ্তম হইতে দ্বাদশাধ্যায়ে এই সমগ্র ঈশ্বরের তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। এই সকল অধ্যায় হইতে ভগবানের বিভিন্ন ভাব কতক জানা যায়। ভগবানের যে অনন্ত ভাব, মায়াখ্য পরাশক্তি বা ঐশী শক্তি হেতু ঐশ্বর্য্যাদি 'ভাব' যোগে ভগবানের যে অনন্ত যোগ বিভূতি,—তাহাদের মধ্যে যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, তাহা এই কয় অধ্যায় হইতে আমরা কতক জানিতে পারি।

যাহা হউক, গীতা হইতে জানা যায় যে, ভগবানের ভাব অনন্ত হইলেও তাঁহার পরম ভাব আছে। তাঁহার যে ব্যক্ত ভাব—বিশিষ্ট ব্যক্তি-ভাব অথবা মানুষীতনু আশ্রিত ভাব (৯।১১) আছে, তাহা হইতে তাঁহার পরম ভাব শ্রেষ্ঠ,—সে ভাব অব্যক্ত—পরম অব্যক্ত সনাতন। যাহাদের জ্ঞান লাভ হয় নাই, তাহারা সে ভাব জানিতে পারে না।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" (৭।২৪)

পরমভাবপ্রাপ্তিতে পরমগতি লাভ—যাঁহারা পরমগতি লাভ করিতে চান, তাঁহাদের এই পরম ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে হইবে। আজীবন সদা সর্ব্বক্ষণ যে কোন ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয় হউন, সেই ভাবে অনন্যভক্তিতে তাঁহাকে ভজনা করিলে, তাহার ফলে সমগ্র তাঁহাকে জানা যায়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহাকে সমগ্র জানিলে তাঁহার পরম ভাবও জানা যায়। বলিয়াছি ত,—সেই পরম ভাব দুইরূপ। এক—পরমব্রহ্মভাব—অদ্বয়স্বরূপ, আর এক—সাধিভূতাধিদৈব সাধিযজ্ঞ মহেশ্বরভাব। এই মহেশ্বরভাবের মধ্যে অধিদৈব ভাব—যাহা দিব্য পুরুষভাব, তাহাই ধ্যেয় পরম ভাব। যে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরমেশ্বর এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, যাহার মধ্যে বা যে অধিকরণে এ সমুদায় জগৎ স্থিত, অথচ যাহা এ সমুদায় জগতের অতীত, সমুদায় ভূত যাহার অন্তঃস্থ হইলেও যিনি তাহাদের অন্তঃস্থ নহেন (৯।৪-৫),—ইহাই পরমেশ্বরের জ্ঞেয় পরম ভাব। কিন্তু সে পরম ভাবে ভগবান্ ধ্যেয় বা চিন্তনীয় নহেন। কেন না সে ভাব জ্ঞেয় হইলেও ধ্যেয় হইতে পারে না। তাহার কারণ এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। দিব্য (দ্যোতনাত্মক) জ্যোতির্ম্ময়—জ্যোতির জ্যোতি তমের অতীত আদিত্যবর্ণ (সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়) পরম দিব্য পুরুষরূপে ভগবানের এই পরম ভাব ধ্যেয়। (পূর্ব্বে ৮।৪ শ্লোকে পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। তাহাই যোগবলে চিত্তে ধারণা করা যায়, তাহাই ধ্যান করা যায় ও তাহাতে সমাহিত হইতে পারা যায়। অতএব এই দিব্য পরম পুরুষভাবই * ভগবানের ধ্যেয় পরম ভাব। এইরূপ

---

* পরমেশ্বরকে গীতায় পরম পুরুষ কোথাও পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। পুরুষ অর্থে person । অতএব পরমেশ্বরকে পুরুষোত্তম বলিলে, তাঁহাকে Personal

নির্গুণ পরম অক্ষর ব্রহ্মরূপ যে পরমভাব, তাহা এক অর্থে অজ্ঞেয়,—আর তাহা জ্ঞেয় হইলেও ধ্যেয় নহে। ওঁকার অক্ষর ব্যাহরণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা মাত্র সম্ভব। তাহাকে প্রতীকোপাসনা বলে। অক্ষর উপাসনা করিতে হইলে এই প্রতীকোপাসনা করিতে হয় ও সগুণ ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে হয়। ইহাই ৮।১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং পরমগতিলাভ করিবার জন্য—ঈশ্বরভাব বা ঈশ্বরের পরম ধাম লাভ করিবার জন্য, যাহাতে মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে এই পরম দিব্য পুরুষ ভাবে অথবা অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব উচ্চারণ দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করা যায়, তাহা করিতে হইবে। গীতায় এস্থলে মুমুক্ষুর সম্বন্ধে এই পরমভাবে ভগবান্‌কে স্মরণ ও ধ্যান পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম—পরম দিব্য পুরুষ ভাব স্মরণ। অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা এ জীবনে সতত নিত্য নিত্য 'কবি, পুরাণ, সর্ব্বানুশাসিতা অবিজ্ঞেয় হেতু সূক্ষ্ম, সমুদায়ের ধাতা, অচিন্ত্য-রূপ আদিত্যবর্ণ, তমঃ

God বলা হয়। পরম ব্রহ্ম নির্গুণ রূপে Transcendent এবং সগুণরূপে Immanent। এই সগুণ Immanent রূপে তিনি বিশ্বরূপ বিশ্বনিয়ন্তা—সর্ব্বভূতমহেশ্বর। এই Immanent ভাবের মধ্যে যাহা পরম ভাব—তাহাই পুরুষোত্তম বা ভূতমহেশ্বরভাব। তাহাই দিব্যপুরুষরূপে চিন্তনীয়। এই তত্ত্ব পরে দ্বাদশ ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পরমেশ্বরকে কেন পুরুষ বলা হয়, মাত্র তাহাই এস্থলে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি মতে যাঁহার দ্বারা সমুদয় 'পূর্ণ' যিনি এই ব্যক্ত জগৎরূপ পুরে বা 'ব্যষ্টি'ভাবে দেহরূপ পুরে অবস্থান করেন, তিনি পুরুষ। নিরুক্ত হইতে ইহার যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা এস্থলে উক্ত হইল,—

"পুরুষঃ—পুরিষদঃ। পূঃ—শরীরং বুদ্ধির্ব্বা, তয়োঃ অসৌ বিষয়োপলব্ধ্যর্থং সীদতি। অথবা পুরুষঃ—পুরিশয়ঃ। শরীরে বুদ্ধৌ বা অসৌ শেতে। অথবা পুরুষঃ—পুরয়তে বা পূর্ণমনেন জগৎ। শ্রুতির্যথা—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো না জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্‌॥"

হইতে অতীত, জ্যোতিঃস্বরূপ দিব্য পরম পুরুষকে' অনুচিন্তা করিতে পারিলে, প্রয়াণকালে যোগবলে প্রাণকে ভ্রূযুগমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত অচলমনে তাঁহার সম্যক্ অনুস্মরণ হইবে, এবং তাহার ফলে মৃত্যু অন্তে সেই দিব্য পরম পুরুষকেই পাওয়া যাইবে—তাঁহার ভাব লাভ হইবে (৮।৮-১০), সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইবে.—

"পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।" (মুণ্ডক, ৩।২।৮)

দ্বিতীয় অক্ষরভাবে,—অক্ষর পরমব্রহ্মভাবে তাঁহাকে স্মরণ (৮।১১)। আজীবন সতত নিত্য নিত্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্ব্বক, এই 'অক্ষর অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত সর্ব্বগ অচিন্ত্য কূটস্থ অচল ধ্রুব' পরম ব্রহ্মের উপাসনা করিলে (১২।৩৪), সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বভূতাত্মভূত হইয়া সর্ব্বভূতহিতকর নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে (১২।৪), মৃত্যুকালেও সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া ও প্রাণকে মূর্দ্ধার জ্যোতির্ম্ময় দেশে স্থাপনপূর্ব্বক যোগ-ধারণায় অবস্থিত হওয়া যায়, ও ওঙ্কার ব্রহ্ম ভাবনাপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে এই ভাবে অনুস্মরণ করা যায়, এবং তাহার ফলে দেহত্যাগান্তে পরমগতি লাভ হয় (৮।১২-১৩)।

এইরূপে মুমুক্ষু পরম ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের উক্তরূপ পরম অব্যক্ত ভাবের কোন এক ভাব আজীবন সদা সর্ব্বদা স্মরণ ও উপাসনা দ্বারা (১২।১), তাহার ফলে সেই ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া, সেই ভাব লাভ করিতে পারেন। ইহা এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যে পরম ভাবে—যে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ভগবান্ সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, সমুদায় তাঁহার অন্তঃস্থ, অথচ তিনি কিছুরই অন্তস্থ নহেন, (৯।৪-৫), সেই পরম অব্যক্তস্বরূপ যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলের প্রকাশ হয় না (৭।২৫)। যাহার এই পরম ভাব প্রকাশ হয়,—অজ্ঞান দূর হওয়ায় জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ হেতু যে এই পরম ভাব উক্তরূপ

সাধনা দ্বারা জানিতে পারে, সে এই পরমভাব দ্বারা সদা ভাবিত হইয়া সেই ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর অন্তে পরম গতি লাভ করিয়া সেই ভাব—সেই পরমপদ পরমধাম প্রাপ্ত হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে গীতা অনুসারে এই পরম ধাম বা পরম পদ লাভ করিবার একমাত্র উপায়—আজীবন সর্ব্বদা ভগবানের পরম ভাব অনুচিন্তা ফলে মৃত্যুকালে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিব্য পরমপুরুষভাবে ভগবান্‌কে যোগস্থ হইয়া স্মরণ, অথবা অক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার জপপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া সেই পরম ভাবে ভগবান্‌কে স্মরণ। এই অব্যক্ত অক্ষয় রূপ ভগবানের পরম ধাম বা পরম পদ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (৮।২১)।

আর এই দিব্য পরমপুরুষভাব সম্বন্ধেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥" (৮।২২)

এই পরম ভাব সম্বন্ধে ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" (৯।৪-৫)।

এই দুই পরম ভাবের মধ্যে যে কোন ভাবে মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে ত আর পুনরাবর্ত্তন হয়ই না, পরন্তু পরম গতি পরমসংসিদ্ধি লাভ হয়—সেই পরম ভাব প্রাপ্তিরূপ পরম নির্ব্বাণ সিদ্ধি হয়। অতএব এ জীবনে অনন্যভক্তিযোগে সতত ভগবান্‌কে ভাবনা-ফলে জ্ঞানলাভ করিয়া, সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়া, সতত—নিত্য নিত্য উক্ত দুই পরম ভাবের মধ্যে যে কোন ভাবে তাঁহাকে স্মরণ

ও উপাসনা করিলে, তবে মৃত্যুকালে সেই ভাবে পরম ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে স্মরণহেতু এই পরম গতি লাভ হইতে পারে। অতএব যিনি মুমুক্ষু, তাঁহাকে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এ জীবনে সতত সর্ব্বাবস্থায় পরমেশ্বরকে এই পরমভাবে স্মরণ, ধ্যান বা উপাসনা করিতে হইবে। মুমুক্ষুর পক্ষে মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। ইহাই তারক-ব্রহ্মযোগ, বা অক্ষরব্রহ্মযোগ। ইঁহাই শ্রুত্যুক্ত পরমগতি-তত্ত্ব।

ভগবান্ পরে অর্জ্জুনের প্রশ্নে বলিয়াছেন যে, এই পরমগতি বা পরম যোগ লাভের জন্য অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা বড় কঠোর—বড় ক্লেশকর।

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" (১২।৫)

কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক সতত পরমপুরুষরূপে ভগবান্‌কে ভজন সুসাধ্য।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" (১২।৬-৭)।

এইরূপে পরমেশ্বরকে সতত ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে, তাহার ফলে, মৃত্যুকালে পরম দিব্য পুরুষকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারা যায় ও পরমগতি লাভ হয়। এই পথ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য।

অপুনরাবর্ত্তন।—যাহা হউক, যদি ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে যে কোন ধ্যেয় বা চিন্তনীয় ভাবে সতত উপাসনা হেতু মৃত্যুকালে সেই ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ হয়, তবে সেই পরমপুরুষভাব-লাভরূপ পরম-গতি-প্রাপ্তি না হইলেও আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, ভগবানের সেই ভাবই প্রাপ্তি হয়। এজন্য এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে পরমেশ্বরকে আজীবন সতত অনুস্মরণেরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ সেইজন্য এই পরমগতিতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া, পরে সাধারণভাবে বলিয়াছেন,—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" (৮।১৪)

ভগবান্‌কে যে কোন ভাবে সতত অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্য স্মরণ করিতে পারিলে, মৃত্যুকালে সেই ভাব স্মরণহেতু সেই ভাব অনায়াসে লাভ হয়,—ভগবান্ সুলভ হন। সে ভাব লাভ হইলেও আর পুনরাবর্ত্তন হয় না,—

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্মদুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥" (৮।১৬)

এই পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি না হওয়াই এক অর্থে পরম সংসিদ্ধি। কেননা এ সংসারে জন্মই অনিত্য ও দুঃখালয়। পুণ্যবলে স্বর্গে গতি হইলেও পুণ্যক্ষয়ে আবার জন্ম হয়। পুনর্জ্জন্ম বন্ধ হইলে তবে আর সংসারে দুঃখ-ভোগ করিতে আসিতে হয় না। দুঃখের অত্যন্ত ও একান্ত নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে, ইহাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বেদান্ত ও গীতা অনুসারে এই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ নহে। ইহাই পরমগতি নহে—পরম নির্ব্বাণ (পরিনির্ব্বাণ বা মহাপরিনির্ব্বাণ) নহে। পরম গতিলাভের যে উপায়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

ভগবান্‌কে যে কোন ধ্যেয়ভাবে অনুস্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে দেবযানে গতি হয় এবং পরে ব্রহ্মভুবন অতিক্রমপূর্ব্বক ভগবানের ধাম-প্রাপ্তি হয়,—ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্তি না হইলেও, সেই ভাবোপযোগী ধাম-প্রাপ্তি হয়। ভগবানের সেই ধ্যেয়ভাবলাভ করিয়া দেবযানে গতি হইলে, সেই ভাবলাভ হেতু পুনরাবর্ত্তী ব্রহ্মভুবন অতিক্রম করা যায়। পুনরাবর্ত্তন হয় না,—ইহা গীতা হইতে জানা যায়।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (৮।১৬)

মৃত্যুর পরে দেবযানে গতি হইলে স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্মলোক

পর্য্যন্ত যে কোন লোক প্রাপ্তি হয়। নানারূপ শ্রুত্যুক্ত সাধনা দ্বারা এই দেবযানে গতি হইতে পারে। এই সকল লোক লাভ করিলেও পুনরাবর্ত্তন হয়—কেন না ব্রহ্ম ভুবন হইতে সমুদায় ভুবন ও ভুবনান্তর্গত লোকই কর্ম্ম-গতি অনুসারে পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে। দেবযাজী দেবযজনফলে মৃত্যুকালে সেই দেবভাব স্মরণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে, তিনি সেই দেবলোক বা স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন,—তিনি দেবত্ব লাভ করিতে পারেন। সগুণ-ব্রহ্মোপাসক হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা ফলে মৃত্যুর পর সেই হিরণ্যগর্ভ লোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু এই সকল ভুবন পুনরাবর্ত্তনশীল বলিয়া তাঁহাদের আবার সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন সাধনা ফলে জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে দেবযানে গতি হইলেও সংসারের বাহিরে যাওয়া যায় না,—জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের অতীত হওয়া যায় না,—পরম সংসিদ্ধি লাভ হয় না। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি ভগবানের যে কোন ভাব স্মরণ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে সেই ভাবে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন বা তাঁহার সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত অতিক্রম করেন—তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না,—কর্ম্ম-বন্ধন হেতু যে জন্ম হয়—সে জন্ম আর গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি দেবযানে গিয়া ব্রহ্ম লোকের অতীত ভগবানের যে কোন ধাম লাভ করিয়া—শেষে ভগবানের পরম দিব্য-পুরুষ-ভাব লাভ করেন ও ভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত হন এবং এইরূপে পরম গতি লাভ করেন। এজন্য উক্তরূপে ভগবান্‌কে যে কোন ধ্যেয় ভাবে স্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে যে ক্রমে ব্রহ্ম-লোক অতিক্রম পূর্ব্বক পরম সংসিদ্ধি লাভ করা যায়—এবং ইহা যে এই সংসিদ্ধির অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য অল্পায়াসযুক্ত উপায়, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাই গীতার বিশেষত্ব। যাহা হউক, যাঁহারা প্রকৃত মুমুক্ষু, যাঁহারা সদ্যঃ পরম গতি লাভ করিতে অভিলাষী, ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের

পরমভাব প্রাপ্ত হইতে চাহেন, শুধু 'অপুনরাবর্ত্তন' চাহেন না—পরম নির্ব্বাণরূপ মোক্ষই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে আজীবন সতত নিত্য নিত্য ভগবানের পরম ভাব—এই পরম দিব্য-পুরুষভাব বা পরম অক্ষরভাব যোগ বলে অনুস্মরণ ও অনুচিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে মৃত্যুকালে সেই যোগী সেই ভাব প্রাপ্ত হইবেন; পরম গতি বা পরম সংসিদ্ধি লাভ করিবেন (৮.২৮)। ইহা উপনিষদেরও উপদেশ। উপনিষদে বিশেষভাবে এই দুইরূপ উপাসনার উপদেশ আছে। হৃদয়ে বা ব্রহ্মপুরে পুরুষরূপে ব্রহ্মের ধারণার উপদেশ এবং ওঁকারাখ্য অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনায় উপদেশ উপনিষদে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। হৃদয়ে পুরুষরূপে ব্রহ্ম ভাবনাকে 'দহর' বিদ্যা বা 'হার্দ্দ' বিদ্যা বলা হইয়াছে। এই দহর বিদ্যা লাভ করিলে এবং ওঁকারাখ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিলে যে দেবযানে গতি হয়, আর পুনরাবর্ত্তন হয় না,—তাহা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই গতি হেতুই মৃত্যুর পরে পরমপুরুষভাব বা ব্রহ্মভাব লাভ হয়। উপনিষদে সাধকের পক্ষে দুইরূপ গতির তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এক দেবযানে গতি, ও আর এক পিতৃযানে গতি। জ্ঞানীর দেবযানে গতি হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যোগীর পিতৃযানে গতি হইলে পুনরাবর্ত্তন হয়। এক্ষণে এই দ্বিবিধ গতি ও অধোগতি তত্ত্ব আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শুক্ল কৃষ্ণগতি ও অধোগতি।—গীতাতে এই অধ্যায়ে শুক্ল কৃষ্ণ গতি-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ২৪শ হইতে ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে 'যোগী,'—সাধকগণের সম্বন্ধে গতি দুইরূপ। অর্থাৎ মৃত্যুর পর যোগিগণ এই শুক্ল ও কৃষ্ণ গতির মধ্যে কোন এক গতি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা সাধক নহে, শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, যাহারা স্বেচ্ছাচারী—শাস্ত্রবিহিত মার্গত্যাগী বা আপন প্রবৃত্তি বশে রাগদ্বেষ

কাম ক্রোধ মোহ প্রভৃতির বশীভূত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত,—তাহাদের এই দুই গতির মধ্যে কোন গতি লাভ হয় না। তাহারা নিম্ন গতি প্রাপ্ত হয়, অথবা তাহাদের কোন গতি হয় না। তাহারা মৃত্যুর পর এই পৃথিবী লোকের অন্তর্গত প্রেতলোকে বাস করে, এবং এই পৃথিবীতেই বার বার কর্ম্মানুসারে নীচযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা এ জন্মে পাপাচারী থাকায় পর জন্মে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা দুরাচার, তাহারা এই প্রেতযোনিতে নরকভোগও করিয়া থাকে। তাহাদের কথা,—মৃত্যুর পর তাহাদের গতির কথা—এঅধ্যায়ে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। এ অধ্যায়ে সাধকদের বা যোগীদের সম্বন্ধে শুক্ল গতি বা দেবযানে গতি ও কৃষ্ণ গতি বা পিতৃযানে গতি এই দুইরূপ গতির কথা উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম যোগী'ই কৃষ্ণ গতি প্রাপ্ত হন। (৮।২৫)। অর্থাৎ যিনি শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মকারী—ইষ্টপূর্ত্ত কর্ম্মকারী, সাধারণ ভাবে পুণ্যকারী,—তাদৃশ কর্ম্ম-যোগী ব্রহ্মবিৎ না হইলে এই কৃষ্ণ গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, অপরে নহে। যাঁহারা এই কৃষ্ণ গতি প্রাপ্ত হন, মৃত্যুর পর পিতৃযানে বা ধূম মার্গে গমন করিয়া স্বর্গে চন্দ্রলোক বা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কর্ম্মক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন করেন। আর যে সকল সাধক বা যোগী ব্রহ্মবিৎ হন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে শুক্ল গতি প্রাপ্ত হন, অর্চ্চিরাদিমার্গে দেবযানে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ হওয়ায়, তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। তাঁহারা প্রয়াণকালে এই যোগ হইতে স্খলিত হন না, এবং যোগবলে ভ্রূযুগমধ্যে প্রাণকে স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত অচল মনে পরম দিব্য পুরুষকে অনুস্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া এই শুক্ল গতি প্রাপ্ত হন—তাঁহারা "ব্রহ্মণোহন্তিকং প্রয়াতা"—(মৈত্রায়ণী, ৭।১০)। এজন্য তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। তাঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হন। অথবা তাঁহারা প্রয়াণকালে যোগবলে মূর্দ্ধায় জ্যোতির্ম্ময়দেশে প্রাণকে স্থাপন পূর্ব্বক

ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত বা নিস্পন্দ করিয়া প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন—পরম শুক্ল গতি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিৎ শুক্ল গতি লাভ করিলে আর পুনরাবর্ত্তন করেন না (৮।২৩-২৬)। তাঁহারা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করেন।

অতএব যাঁহারা মুমুক্ষু, সংসার হইতে মুক্তি চাহেন,—তাঁহারা এই শুক্লগতি লাভ করিবার জন্য অবশ্য যত্ন করিবেন। তাঁহারা আজীবন দিব্য পরম পুরুষের উপাসনা করিয়া, অথবা অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া—অথবা যে কোন ভাবে অনন্যভক্তিতে ঈশ্বরকে অনুস্মরণ করিয়া—যাহাতে মৃত্যুকালে এই দিব্য পরমপুরুষরূপ স্মরণ হয়, বা ওঙ্কাররূপ অক্ষর ব্রহ্মের অনুধ্যান সম্ভব হয় ও তাহার ফলে দিব্য পরম পুরুষ বা অক্ষর ব্রহ্মভাব লাভ হয়, অন্ততঃ যাহাতে ভগবানের যে কোন ভাব লাভ হয়,—তাহার জন্য আজীবন প্রযত্ন করিবেন। তাহা হইলে, মৃত্যু অন্তে তাহার শুক্লগতি লাভ হইবে, এবং ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া ভগবানের যে ধাম হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না—যাহা সংসারের অতীত,—সেই ধাম লাভ হইবে।

যোগী সাধক শুক্লগতি লাভ করিবার জন্য যদি এইরূপ কঠোর সাধনা করিতে না পারেন, তবে অন্ততঃ যাহাতে কৃষ্ণগতি বা পিতৃযানে গতি লাভ হয়,—"পুণ্যকারিগণের লোক প্রাপ্তি হয়" (৬।৪১) তাহার জন্য প্রযত্ন করিবেন। এ উভয় গতির কোন গতি লাভ করিতে না পারিলে, অর্থাৎ "উভয়বিভ্রষ্ট" হইলে (৬।৩৮), আর ঊর্দ্ধগতি হয় না। তবে যাঁহারা যোগী, প্রকৃত সাধক তাঁহারা কল্যাণকৃৎ। তাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইলেও মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে কোন ধ্যেয় ভাবে স্মরণ করিতে না পারিলেও, তাঁহাদের কখনও দুর্গতি হয় না (৬।৪০)। তাঁহারা পিতৃযানে পুণ্য-কারিগণের লোকে গতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের

কথা স্বতন্ত্র। আমরা বলিয়াছি যে, মৃত্যুর পর সাধারণ লোকে এই পৃথিবীর অন্তর্গত প্রেতলোকে বাস করিয়া পরে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, অথবা তাহারা অতি পাপী হইলে,—কপূয়াচারী হইলে—অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আসুর-প্রকৃতি লোকের সম্বন্ধে, ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

(গীতা, ১৬।১৯-২০)।

গীতায় পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এই বিভিন্ন গতি-তত্ত্ব বিশেষতঃ নিকৃষ্ট গতিতত্ত্বের উল্লেখ আছে। জীব যতদিন প্রকৃতিজ ত্রিগুণ দ্বারা বদ্ধ থাকে, ততদিন তাহাদের সংসারে গতায়াত হয়, ত্রিগুণাতীত হইলে তবে জীব মুক্ত হয়। ত্রিগুণানুসারে মানুষের প্রকৃতিও সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান বা তমঃ প্রধান হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে, পরজন্ম লাভ হয়, ও তদনুসারে তদনুরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব লাভ হয়। যাঁহারা দৈবী বা সাত্ত্বিকী প্রকৃতিসম্পন্ন, তাঁহাদের মৃত্যুকালে সত্ত্ব-বিবৃদ্ধি হইলে, জ্ঞান-প্রকাশ অবস্থায় দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন, ও অমল উত্তমবিদ্‌গণের লোক সকল প্রাপ্ত হন।—

"যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে॥" (১৪।১৪)।

আর যাহারা আসুর বা রাজস কি তামস প্রকৃতিযুক্ত, তাহারা মৃত্যু-কালে নিকৃষ্ট গতি লাভ করে; তন্মধ্যে রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত লোক কর্ম্মসঙ্গী মনুষ্যলোকে আর তামসিক প্রকৃতিযুক্তলোক মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

"রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥" (১৪।১৫)

এইরূপে যাঁহারা সত্ত্বস্থ বা সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত, মৃত্যুকালে তাঁহাদের উর্দ্ধ গতি হয়। যাহারা রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত তাহাদের উর্দ্ধ গতি হয় না—মধ্যগতি হয়, তাহারা মধ্যে এই মনুষ্যলোকেই অবস্থান করে। আর যাহারা তামসিক—জঘন্যগুণবৃত্তিযুক্ত, তাহাদের নিকৃষ্ট অধোগতি লাভ হয়।—

"উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥" (১৪।১৮)

ত্রিগুণ অনুসারে মৃত্যুর পর এই গতি ও পরে পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

কারিকায় আছে,—

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥" (৪৪)

যাঁহারা প্রকৃত বিবেক জ্ঞান লাভ করেন, ত্রিগুণাতীত হন,—তাঁহাদের মৃত্যুর পর অপবর্গ বা মুক্তি হয়। যাঁহারা সত্ত্বস্থিত—সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম, তাহা দ্বারা মৃত্যুর পর তাঁহাদের উর্দ্ধগতি হয়। যাহারা রজোগুণযুক্ত,—রাজসিক বুদ্ধির স্বরূপ যে অজ্ঞান-অধর্ম্ম, তাহার জন্য তাহারা মধ্যে অবস্থান করে। আর তমোগুণযুক্ত হইলে,—এই অধর্ম্মের বিবৃদ্ধি হেতু তাহারা অধোগতি লাভ করে।

এই ত্রিলোকের মধ্যে উর্দ্ধলোক সত্ত্ববিশাল, মনুষ্যলোক রজোবিশাল, আর অধোলোক তমোবিশাল।

"উর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজো বিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ॥" (৫৪)

এই জন্য সত্ত্ববিবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে—সত্ত্ববিশাল উর্দ্ধলোকে গতি হয়, রজোবিবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে—রজোবিশাল মধ্যলোকে গতি হয়, আর তমোবিবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে—তমোবিশাল অধোলোকে গতি হয়।

সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য। আর তাহার বিপর্যায় অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য। এই অষ্টবিধ ভাবের মধ্যে কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়। আর সপ্তবিধ ভাবই বন্ধনের কারণ। সত্ত্ববিবৃদ্ধি হেতু যদি এই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া মৃত্যু হয়—তবে দেবযানে গতি হয়, আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যদি ধর্ম্মাদি ভাব বিকাশ হইয়া মৃত্যু হয়—জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ না হয়, তবে সেই ধর্ম্মাদি বিশেষ ভাবের বিকাশ অনুসারে তাহাদের পিতৃযানে স্বর্গে পিতৃলোকে গতি হয়। বিশেষ কর্ম্ম দ্বারা দেবযানেও গতি হয়।

রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিযুক্ত লোকও বৈদিক যজ্ঞাদি বা স্মার্ত্ত ইষ্টপূর্ত্তাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করিয়া তাহার ফলে পিতৃযানে গতি লাভ করিতে পারে। এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মজ সংস্কারের প্রদ্যোতন ফলে তাহাদের ধর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধগমন হয়। কিন্তু সাধারণতঃ রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি-যুক্ত লোক এরূপ ধর্ম্মাচরণ করে না। তাহাদের আর মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধগতি হয় না, তাহারা মনুষ্যলোকে বা অধোলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর যে সকল রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতিযুক্ত লোক বিশেষ ধর্ম্মাচরণ হেতু পিতৃযানে গতি লাভ করে, তাহারাও সেই কর্ম্মক্ষয়ে যখন পুনরা-বর্ত্তন করে, তখন স্বস্ব প্রকৃতি অনুসারে, তাহাদের মনুষ্যযোনিতে বা নিম্ন যোনিতে জন্ম হয়, এমন কি তাহাদের স্থাবরত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

এইরূপে গীতা ও সাংখ্যদর্শন হইতে আমরা এই ত্রিগুণ অনুসারে উৎকৃষ্টগতি, মধ্যগতি ও নিম্নগতি-তত্ত্ব বুঝিতে পারি। এ সম্বন্ধে এস্থলে শ্রুত্যুক্ত এই গতি-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এই গতিতত্ত্ব শ্রুতিবিহিত।

শ্রুতিতে শুক্ল কৃষ্ণ গতিতত্ত্ব যেরূপ উক্ত হইয়াছে বা দেবযান ও পিতৃযান পন্থা যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে ২৩শ হইতে ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ

নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতিতে এই নিকৃষ্ট গতিতত্ত্ব কিরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিশেষভাবে এস্থলে দেখিতে হইবে। ঋগ্বেদে দেবযান ও পিতৃযানে গতির কথা আছে, তাহা আমরা উক্ত ২৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। ঋগ্বেদে নিকৃষ্ট-গতির কথাও উক্ত হইয়াছে। যাহারা এই শুক্লগতি বা কৃষ্ণগতি প্রাপ্ত না হয়, তাহাদের যে কোন গতি হয় না, এই লোকেই থাকিতে হয়, তাহা ঋগ্বেদে স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা-

"পৃথক্ প্রায়ন্ প্রথমা দেবহূতং
যোঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা।
যে শেকুর্যজ্ঞীয়াং নাবমারুহম্
ঈমৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ॥"

(ঋগ্বেদ সংহিতা, ৭।৮।২৭।৩ ঋক্)

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাহারা প্রধান দেবগণের আহ্বাতা, অন্যের দুষ্কর প্রশংসনীয় কর্ম্ম করে, তাহারা বিদ্যা ও কর্ম্মানুরূপ পৃথক্ পথে (দেবযানে বা পিতৃযানে) প্রয়াণ করে। আর যাহারা যজ্ঞীয় নৌকা আরোহণ করিতে পারে না, যাহারা কুৎসিত কর্ম্ম করে (কেপয়ঃ= কপটাচারী), তাহারা ইহলোকেই (ঈম্) যথা কর্ম্ম যোনিতে প্রবেশ করে।

উপনিষদেও এই অধোগতি বা অগতির কথা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা কর্ম্মী—স্বর্গ কামনায় শ্রুতি-বিহিত কর্ম্ম করে, তাহারা সকাম সাধক। তাহাদের কর্ম্মফল ইষ্ট অনিষ্ট ও মিশ্র। তাহারা এ জীবনে সদাচারী (রমণীয়চরণা) হইতে পারেন, কদাচারীও (কপূয়চরণা) হইতে পারেন। এ উভয়েই যদি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম করেন, তবে তাহার ফলে অবশ্য ধূম মার্গে বা পিতৃযানে মৃত্যুর পর গতি লাভ করেন। এবং সেই কর্ম্মক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন করেন বা এ

পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত সদাচার বা কদাচার অনুসারে উচ্চ বা নীচ যোনিপ্রাপ্তি হয়।

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা, অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।" (ছান্দোগ্য, ৫।১০।৭)।

যাহারা কর্ম্মী বলিয়া মৃত্যুর পর ধূমমার্গে পিতৃযানে গতি লাভ করে, তাহারা কর্ম্মক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন কালে এইরূপ উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। আর যাহারা শাস্ত্র-বিহিত কোন কর্ম্ম করে না, যাহারা স্বেচ্ছাচার পাপাচার, তাহাদের এই কৃষ্ণ গতি প্রাপ্তি হয় না। তাহাদের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অথৈতয়োঃ পথো র্ন কতরেণ চ ন তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃৎ আবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' ইতি। এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্। তেন অসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে তস্মাৎ জুগুপ্সেত।" (ছান্দোগ্য, ৫।১০।৮)

অর্থাৎ যাহারা জ্ঞান দ্বারা দেবযানে শুক্ল গতি লাভ করিতে না পারে, অথবা কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযানে কৃষ্ণগতি লাভ করিতে না পারে—এই উভয় গতির কোন গতি না প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই লোকে ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র সত্ত্ব) পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল জীব হইয়া বারবার জন্মে ও বারবার মৃত্যুর অধীন হয়। ইহাই সংসারী জীবের তৃতীয় স্থান। তাহাদের দ্বারা এই পিতৃলোক পূর্ণ হয় না।

এই বিভিন্ন গতিতত্ত্ব মাণ্ডুক্য উপনিষদে আরও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। দেবযানে গতি হইলে যে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, পিতৃযানে গতি হইলে যে পুনরাবর্ত্তন হয়, এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে মনুষ্যযোনি বা হীনযোনি প্রাপ্তি হয় এবং দেবযানে বা পিতৃযানে

গতি না হইলে যে এই মনুষ্যলোকে নীচযোনি এমন কি স্থাবরত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইতে পারে,—তাহা অন্য উপনিষদেও বিবৃত হইয়াছে।

কোন গতি লাভ না করিয়া আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইলে, অথবা পিতৃযানে গতি লাভ করিয়া আবার পুনরাবর্ত্তন করিতে হইলে, যে যথাকর্ম্ম ও যথাজ্ঞান শরীর প্রাপ্তি হয়, তাহা কঠশ্রুতিতে এই-রূপে উক্ত হইয়াছে,—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

(কঠ উপঃ, ৫।৭)।

অর্থাৎ যাহার যেমন কর্ম্ম বা যেমন শ্রুত অর্থাৎ জ্ঞান, সে শরীর গ্রহণ কালে তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হয়, কেহ বা স্থাবরত্বও প্রাপ্ত হয়।

ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযানে গতি লাভ করিয়া, সে কর্ম্মক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন কালে যে নিম্ন যোনিও লাভ হইতে পারে, তাহার তত্ত্ব মুণ্ডক উপনিষদে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। এজন্য এস্থলে মুণ্ডক উপনিষদ হইতে এই গতি-তত্ত্ব আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। কিরূপে দেবযানে গতি হয়, তাহা মুণ্ডক উপনিষদে এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

"এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য-
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥

(মুণ্ডক, ১।২।৫-৬)।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে,—এই সকল (সপ্তজিহ্ব বা সপ্তার্চ্চিযুক্ত) অগ্নি দীপ্যমান হইলে, যথাকালে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সেই আহুতি সকল সূর্য্যরশ্মিরূপে (সূর্য্যরশ্মি পথে) তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যায়, যেস্থানে দেবগণের একমাত্র রাজা সর্ব্বোপরি বাস করেন। দীপ্তিমান্ আহুতি সকল সেই যজমানকে "এস এস, এই তোমার পুণ্য, সুকৃত-অর্জ্জিত ব্রহ্মলোক" ইত্যাদি প্রীতিকর বাক্য বলিয়া এবং অর্চ্চনা করিয়া তাহাকে সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু এই যজ্ঞরূপ ভেলা দ্বারা যে এই গতি লাভ হয় ইহা অদৃঢ়, মূঢ়েরাই ইহাকে শ্রেয় মনে করে, কেন না ইহা হইতে পুনর্ব্বার জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়,—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥"
(মুণ্ডক, ১।২।৭)

ইহারা যখন পুনরাবর্ত্তন করে, বা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তখন যথা কর্ম্ম ও যথাশ্রুত যোনি প্রাপ্ত হয়।

"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি॥"
(মুণ্ডক, ১।২।১০)।

অর্থাৎ যে অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকে প্রধান মনে করে ও অন্য শ্রেয় জানে না, তাহারা নিজ পুণ্যকর্ম্মলব্ধ স্বর্গের (নাকস্য) উপরি

স্থানে সে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া আবার এই লোকে কিংবা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

অতএব পিতৃযানে গমন করিলেও আবার পুনরাবর্ত্তন হয়, এবং কর্ম্মানুযায়িনী ও জ্ঞানানুযায়িনী যোনিপ্রাপ্তি হয়। সে যোনি মনুষ্যযোনি অথবা পশ্বাদি-হীনতরযোনিও হইতে পারে। যে পথে গমন করিলে জ্ঞানীর আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাহাই দেবযান। এস্থলে তাহাও উক্ত হইয়াছে, যথা—

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা॥"
(মুণ্ডক, ১।২।১১)

অর্থাৎ যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ পূর্ব্বক অরণ্যে তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাঁহারা বিরজ বা বাসনারূপ রজঃ শূন্য হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই স্থানে গমন করেন, যে স্থানে সেই অবিনাশী অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষ আছেন। এই শ্রুতিমন্ত্র অনুসারে অরণ্যবাসী ভিক্ষাশ্রমই তপস্যাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হন। সত্যের দ্বারাও এই দেবযান পন্থা লাভ হয়। যথা—

"সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥"
(মুণ্ডক, ৩।১।৬)

অর্থাৎ সত্য দ্বারা দেবযান পথ বিস্তীর্ণ বা অনাবৃত হয়, যাহা দ্বারা আপ্ত-কাম ঋষিগণ সত্যের পরম নিধান যে স্থানে আছে—সেই স্থানে গমন করেন। সেই সত্যের পরম নিধান বৃহৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অতিদূরে

অতি নিকটে সর্ব্বহৃদয়ে নিহিত আত্মা, তিনি ব্রহ্ম—নিষ্কল দিব্য অচিন্ত্যরূপ (মুণ্ডক ৩।১।৭)। জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযোগে তাঁহাকে দর্শন করেন,—

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"
(মুণ্ডক, ৩।১।৮)।

তাঁহারাই এই পরম ব্রহ্মধাম জানিতে পারেন,—

"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।" (মুণ্ডক, ৩।২।১

আর যে আপ্তকাম ধীরব্যক্তি পরম পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মে নিহিত এই ব্যক্ত বিশ্ব অতিক্রম করেন, তাঁহাদের আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না,—

"উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।" (মুণ্ডক ৩।২।১)

যাঁহারা সর্ব্বকাম রহিত, যাঁহারা জ্ঞানী, শ্রুতিবিহিত উপায়ে (অপ্রমত্ত ও উপযুক্ত তপস্যা দ্বারা যত্ন করেন, তাঁহাদেরই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।" (মুণ্ডক, ৩।২।৪)

অর্থাৎ তাঁহারা প্রকৃত আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া বা কৃতাত্মা হইয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করেন,—

"যে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।" (মুণ্ডক, ৩।২।৫)

পরম ব্রহ্মধামে গতি লাভ করিয়াও যত দিন ব্যক্তিত্বভাব থাকে, তত দিন পরিমুক্তি হয় না। যখন ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপ্ত ব্রহ্মকে

সর্ব্বতঃ প্রাপ্ত হইয়া 'সর্ব্ব' মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম হওয়া যায়, তখনই পরিমুক্তি লাভ হয়। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥" (মুণ্ডক ৩।২।৬)

বেদান্তবিজ্ঞানের অর্থ সুনিশ্চিত জানিয়া, সন্ন্যাসযোগের দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া, পরম অমৃতত্ব-প্রাপ্ত যতিগণ পরান্তকালে (অর্থাৎ যে মৃত্যুর পর আর পুনর্জ্জন্ম বা পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই কালে) ব্রহ্মলোকসমূহে পরিমুক্তি লাভ করেন—সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। বলিয়াছি ত, তখন তাহার কোন পরিচ্ছেদ থাকে না, দেশ কালনিমিত্তরূপ কোন মায়াবন্ধন থাকে না, নামরূপ প্রভৃতি কোন উপাধি থাকে না—তখন সর্ব্বত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়।—

"তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
(মুণ্ডক, ৩।২।৮)

তাহাই পরম ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইলে—সর্ব্বপরিচ্ছেদ বা ব্যক্তিত্ব দূর হইলে সর্ব্বগ্রন্থি ছিন্ন হইলে প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হয়।

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি।" (মুণ্ডক, ৩।২।৯)।

অতএব আমরা পূর্ব্বে মৃত্যুর পর যে শুক্ল কৃষ্ণ দুইরূপ গতি ও অধোগতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা শ্রুতিসম্মত। গীতায় ও তাহাই উক্ত হইয়াছে। তবে এ অধ্যায়ে কেবল শুক্ল ও কৃষ্ণ গতির কথা মাত্র বিবৃত হইয়াছে। দেবযানে অর্চ্চিরাদিমার্গে গতিই শুক্লগতি, আর

পিতৃযানে ধূমমার্গে গতিই কৃষ্ণগতি, ইহা পূর্ব্বে ২৪শ ও ২৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। অগ্নিপথে বা জ্যোতিঃপথে গতি যে ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীর গতি, আর ধূমপথে যজ্ঞধূমের সহিত যজ্ঞের অপূর্ব্ব ফলে যে স্বর্গে পিতৃলোক পর্য্যন্ত অজ্ঞানী কর্ম্মীর গতি, তাহা আমরা পূর্ব্বে যথাস্থানে শ্রুতি ও বেদান্ত দর্শন হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাঁহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে মুমুক্ষুর পরম গতি বা শুক্লগতি-প্রাপ্তির উপায় যে হৃদয়ে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ভাবনা—বা 'দহর বিদ্যা', উক্ত হইয়াছে, ওঁকাররূপ একাক্ষর ব্রহ্ম 'ব্যাহরণ' ওঁকারতত্ত্ব ও উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যে মৃত্যুকালে উৎক্রামণের কথা উক্ত হইয়াছে—সেই সমুদায় তত্ত্ব—আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

দহর বিদ্যা।—দহর বিদ্যার বিস্তারিত বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে পাওয়া যায়।

ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তৎ অন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" (৮।১।১)

অর্থাৎ এই দেহ মধ্যে অল্পায়তন হৃদয়-পুণ্ডরীকে বা ব্রহ্মপুরে যে (ব্রহ্মরূপ) অন্তরাকাশ আছে, তাহার তত্ত্ব জানিতে হইবে। এই অন্তরাকাশে যাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তিনি যে ব্রহ্ম, তাহা বেদান্ত-দর্শনের 'দহর উত্তরেভ্যঃ' (১।৩।১৪) এই সূত্র ও তাহার ভাষ্য হইতে জানা যায়।

ছান্দোগ্যে আরও উক্ত হইয়াছে যে, বাহিরের আকাশাখ্য ব্রহ্ম যেরূপ, অন্তরের আকাশাখ্য ব্রহ্মও সেইরূপ। উভয়েই দ্যাবাপৃথিবী অগ্নি বায়ু সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ নক্ষত্র—সকলই সমাহিত। সর্ব্বভূত, সমুদায় বাসনা, তাহাতেই সমাহিত। সেই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম দৈহিক জরা

মৃত্যুর অধীন নহেন। ইহাই হৃদয়স্থ আত্মা। (৮।১।৩-৪) "স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়ম্ ইতি। তস্মাৎ হৃদয়ং অহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি" (৮।৩।৩)। হৃদিস্থ আত্মা সুষুপ্তিতে সম্যক্ প্রসাদযুক্ত হন, ও সেই সময়ে এই আত্মা স্থূল সূক্ষ্ম শরীর হইতে উত্থিত হইয়া আনন্দময় কারণ-শরীরে পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজরূপ প্রাপ্ত হন। (৮।২।৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে অষ্টম প্রপাঠক ব্যতীত অন্য স্থলেও ইহার উল্লেখ আছে। (৩।১২।৪।৯; ৩।১৪।৩ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য শ্রুতিতেও এই দহর বিদ্যার উল্লেখ আছে।

প্রশ্নোপনিষদে আছে,—"হৃদি হ্যেষ আত্মা" (৩৬)। শ্বেতাশ্বতর ও কঠোপনিষদে আছে,—'হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তঃ' ("কঠ ৬।৯ ও শ্বেতাশ্বতর ৩।১৩, ৪।১৭ দ্রষ্টব্য)। আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"
(কঠ ৬।১৬, শ্বেতাশ্বতর ৪।১৭)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।৬।১) আছে,—

"স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ।"

বৃহদারণ্যকেও (২।১।১৭, ৩।৯, ৪।১।৭, ৪।২।৩...প্রভৃতি মন্ত্রে) এই হার্দ্দ বিদ্যার উল্লেখ আছে। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—"হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম" (৪।১।৭), 'অক্ষরং হৃদয়ং' (৫।৩।১), ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় প্রপাঠক হইতে জানা যায় যে, হৃদয়ের দ্বারা রূপ জানা যায়, শ্রদ্ধা জানা যায়, হৃদয়েই রূপ শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত, হৃদয় হইতেই রেতঃ নির্ম্মিত হয়, হৃদয়ের দ্বারা সত্য জানা যায়, হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ই ব্রহ্ম, হৃদয়ই আয়তন, হৃদয়েই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত॥

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে,—'যশ্চায়ং হৃদয়ে যশ্চাসাবাদিত্যে স এষ একঃ' (৬।১৭, ৭।৭)।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে—"অস্য (পুরুষস্য) হৃদয়ং বিশ্বম্ (২।১৪)।

এই হৃদয়ই গুহা। আত্মা আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম। (২।২।১)।

মুণ্ডক উপনিদে আরও উক্ত হইয়াছে,—

"অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এযোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ॥"

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভূবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।

"মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥" (২।২।-৭)।

গীতায়ও এই তত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

"হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" (১৩।১৭)

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" (১৫।১৫)

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (১৮।৬১)।

এস্থলে জানা উচিত যে, এই হৃদয় শরীরের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান নহে। ইহা বুদ্ধি মন প্রভৃতি অন্তঃকরণের আধার বা আশ্রয় স্থান। যদি শরীরে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে মূর্দ্ধাদেশে (সহস্রারে) তাহাকে স্থিত বলা যায়। যাহাকে Brain বলে তাহার মধ্যস্থলে pireal glandতে ইহা সূক্ষ্মরূপে স্থিত।

হৃদয়ে এইরূপে ব্রহ্ম ভাবনার তত্ত্ব শঙ্করাচার্য্য এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যায়

বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকের ভাষ্যের প্রথমে ও বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যের প্রথমে তাহা পাওয়া যায়। ব্রহ্ম দিক্‌দেশ কালাদি সর্ব্বভেদশূন্য। কিন্তু জীবের জ্ঞান সাধারণতঃ অজ্ঞানাবৃত। তাহারা দিক্‌দেশ কাল বন্ধন বা মায়া অতিক্রম করিয়া দিক্‌দেশ কালের অতীত ব্রহ্ম ধারণা করিতে পারে না, তাহারা গুণাতীত কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এজন্য হৃদয়-পুণ্ডরীকে সগুণ ব্রহ্ম ভাবনার উপদেশ বিহিত হইয়াছে এবং অনেক জন্ম ধরিয়া বিষয়-সেবা-অভ্যাস-জনিত বিষয়-তৃষ্ণাকে নিবারণ জন্য ব্রহ্ম-চর্য্যাদি সাধনবিশেষ বিহিত হইয়াছে। দিক্‌দেশগুণগতিফলভেদশূন্য পরমার্থ সৎ অদ্বয় ব্রহ্ম অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অসৎ রূপে প্রতিভাত। দেহবদ্ধ জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। দেহী দেহেই প্রথমে আত্মস্বরূপ সন্ধান করিবেন। হৃদয়েই এই আত্মাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহাই দহর বিদ্যা।

জীব-জ্ঞান দ্বৈতাত্মক। তাহাতে অহং ও ইদং বা যুষ্মৎ ও অস্মৎ এই দুই ভাব সদা প্রকটিত। ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা একত্ব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'অহং' ব্রহ্ম ও 'ইদং' ব্রহ্ম ইহা ধারণা করিতে হয়। দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন জগৎ বা 'ইদং' —যে দেশ কাল নিমিত্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম, তাহা ধারণা করিতে হয়। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' ইহা অনুভব করিতে হয়। অন্য দিকে আমার আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই 'অধ্যাত্ম' ইহা ধারণা করিতে হয়। এই ধারণা জন্যই আমার অহংজ্ঞান ব্রহ্মের স্ব-ভাব (গীতা ৮।১), আমার শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণক্রিয়া বা যজ্ঞব্রহ্ম, আমার হৃদয় ব্রহ্ম—ইহা বুঝিতে হয়। বাহ্য দিক্ (আকাশ) ও কাল এবং আন্তর দিক্ কাল যে এক, ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তরূপ, তাহা বুঝিতে হয়। (এই হার্দ্দ বিদ্যা ক্যান্টের "Trans-cendental Arsthetics এর সার।)

উৎক্রমণ-তত্ত্ব।—হৃদয়ে ব্রহ্ম দর্শন করিতে শিখিলে আর এক অপূর্ব্ব ফল লাভ হয়। তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখের আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকের ভাষ্যারম্ভে বলিয়াছেন, "গন্তৃগমনাদিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়দেশগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসকানাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতির্বক্তব্যেত্যষ্টমঃ প্রপাঠক আরভ্যতে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে অষ্টম প্রপাঠকের ষষ্ঠ খণ্ডের আরম্ভে আছে—

"অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ॥" (৮।৬।১)।

অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাসনার স্থান পুণ্ডরীকাকার পিঙ্গল বর্ণের হৃদয় স্থান হইতে পীত বর্ণের (পিত্তাখ্য) নীল বর্ণের (বাত-বহুল) শুক্লবর্ণের (কফ বহুল) ও লোহিতবর্ণের (শোণিত বহুল) বহু নাড়ী নিঃসৃত হইয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছে। আদিত্যের রশ্মি যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ সেই আদিত্য রশ্মি এই সকল নাড়ী দিয়া দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত আছে।

"অথ যত্রৈতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধমাক্রমতে স ওঁ ইতি বা হোদ্বামীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি এতদ্বৈ খলু লোকদ্বারঃ বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্ (৮।৬।৫।

অর্থাৎ শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রমণ কালে তাহা আদিত্যের দ্বারা ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয় এবং যদি ওঁকার-ধ্যানদ্বারা সুষুম্না নাড়ীদ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে, তবে সেই পথে তৎক্ষণাৎ প্রাণ আদিত্যে গমন করে। জ্ঞানীর এই পথ মুক্ত, কিন্তু অজ্ঞানীর সে পথ রুদ্ধ। সুষুম্না নাড়ী-পথে অজ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রমণ করে না।

কঠোপনিষদে এ সম্বন্ধে এই শ্লোক আছে—

"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্‌ঙ্‌ন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥" (৬।১৬)

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।৬।৬ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যকে ইহার উল্লেখ আছে—

"সৈষা হৃদয়াদূর্দ্ধা নাড়্যুচ্চরতি।" (৪।২।৩)

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে—

"ঊর্দ্ধ্বগা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা। (৬।২)

প্রশ্নোপনিষদে আছে—

"হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শত-মেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি।" ৩।৬

"অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভা-ভ্যামেব মনুষ্যলোকম্।" (৩।৭)।

"অর্থাৎ এই আত্মা হৃদিস্থিত। এই হৃদয় হইতে ১০১ নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে। তাহার প্রত্যেকে ১০০ শাখানাড়ী ও প্রত্যেক শাখানাড়ীর ৭২০০০ করিয়া প্রতিশাখা নাড়ী। (মোট ৭২,৭২,০০০০০ নাড়ী)। এই সকল নাড়ীতে ব্যান বায়ু বিচরণ করে। তন্মধ্যে একটী নাড়ী (সুষুম্না); ইহা দ্বারা উদান ঊর্দ্ধ্বগত হইয়া জীবকে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে ও পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপলোকে ও উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়।"

শ্রুতি হইতে এইরূপ যে দেহতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব জানা যায়, যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রে তাহার আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহাই তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র ভেদতত্ত্বের মূল। গীতার এই উৎক্রমণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সেই ষট্‌চক্র তত্ত্বও কতক বুঝিতে হয়। এস্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইল।

শিবসংহিতা হইতে জানা যায় যে, দেহে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী

আছে। (nerves, arteries, veins &c)। তাহার মধ্যে ১৪টী প্রধান। সেই ১৪টী মধ্যে আবার তিনটী প্রধান। তাহাদের নাম—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ঈড়া বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ী। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের (Spinal chord) শেষ প্রান্ত বা মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধে মধ্য দিয়া মূর্দ্ধা (brain) দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মূলাধার হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত এই নাড়ীর ছয়টী সন্ধিস্থল বা ছয়টী পদ্ম বা চক্র (nerve centres) আছে, যথা :—গুহ্যে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র। এই ছয়টী চক্র পার হইয়া মস্তকে বা সহস্রদল পদ্মে এই নাড়ী গিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। চৈতন্য ও শক্তি এই নাড়ী পথে বিচরণ করে।

উক্ত সুষুম্নার মধ্য দিয়া এক অতি সূক্ষ্ম নাড়ী মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধা-দেশে অতি সূক্ষ্ম স্থান ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। তন্ত্রমতে এ নাড়ীর নাম চিত্রা বা ব্রহ্মনাড়ী। বৃহদারণ্যকে এই নাড়ীর নাম "হিতা।"

যোগ সাধন কল্পে শরীরের সমস্ত শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া মূলাধারে একত্র (concentrate) করিতে হয়। যোগরত কর্ম্মী গুরুর মুখে ইহার উপায় জানিতে হয়। এই রূপে শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়। চিত্রানাড়ী পথে এই শক্তি ক্রমে ঊর্দ্ধে জ্যোতীরূপে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করে। তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র ও ব্রহ্ম পথ উন্মুক্ত হয় ও সুষুম্নাপথ জানা যায়, এবং মৃত্যুকালে সেই পথে উৎক্রমণ করিতে পারা যায়। এইরূপে ষট্‌চক্রভেদ হয়।

শ্রুতিমতে হৃদয় হইতে সুষুম্নানাড়ী ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। তন্ত্রে মূলাধারে এই নাড়ীর আরম্ভ কল্পিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রুতি-প্রতিপাদিত গতিতত্ত্ব তন্ত্রে বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে হৃদয়াকাশে এই জগতের অবস্থান ইঙ্গিত করা হইয়াছে,

তাহা বুঝাইতে গিয়া জগতের কোন্ পদার্থ দেহের কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহার এক সুবৃহৎ তালিকা তন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর এই নাড়ীপথে গতিতত্ত্ব, বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বুঝান হইয়াছে। এস্থলে তাহার সংক্ষেপ উল্লেখের প্রয়োজন। মরণকালে প্রথম বাগ্‌বৃত্তি মনে লীন হয় (৪ ২।১), তখন আর কোনরূপ বাক্য-স্ফুরণের শক্তি থাকে না। তাহার পরে সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে লীন হয় (৪।২।২)। তৎপরে মনোবৃত্তি প্রাণে লীন হয় (৪।২।৩)। পরে প্রাণ-সংযুক্ত অধ্যক্ষ (জীব) তেজোযুক্ত সূক্ষ্মভূতে (সূক্ষ্ম ভূতময় আতিবাহিক বা অধিষ্ঠান শরীরে) অবস্থান করে (৪।২।৪-৫), এবং তাহার সহায়ে উৎক্রান্ত হয়। এই পর্য্যন্ত উৎক্রমণক্রম জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের সমান। (৪।২।৭)। সকল জীবই এই প্রাণ ও সূক্ষ্ম ভূতযুক্ত শরীর লইয়া উৎক্রমণ করে। কেবল জীবন্মুক্ত হইলে এরূপ উৎক্রমণ হয়না। (৪।২।১৩)।

যাহা হউক, এই উৎক্রমণ-ক্রম ঐ পর্য্যন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানীর সমান হইলেও, পরে উভয়ের গতির প্রভেদ হয়। এক্ষণে জ্ঞানীর গতি কিরূপ, তাহা দেখা যাউক। বেদান্তদর্শনে উক্ত হইয়াছে—

> "তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো
> বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ
> হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া।" (বেদান্তসূত্র, ৪।২।১৭)

অর্থাৎ "জ্ঞানী-উপাসক অজ্ঞানীর ন্যায় যে কোন দেহ পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন না। ব্রহ্মালয় হৃদয় ও তদগ্র নাড়ীমুখ প্রথমতঃ তাঁহার প্রদ্যোতিত হয়। পরে তিনি শতাধিক সুষুম্না নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হন। পূর্ব্বে তিনি (দহর)-বিদ্যাবলে ব্রহ্মপ্রাপক সুষুম্না নাড়ী বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাই তিনি দেহত্যাগ কালে তন্নাড়ী-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হন।

ঐ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের ভাব এইরূপ ;—

"মুমূর্ষু জীব মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়দিগকে লইয়া প্রাণ ও সূক্ষ্মভূতসহ হৃদয়-দেশস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করে। অনন্তর তাহা প্রজ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হয়। অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয়। অর্থাৎ সে যাহা হইবে, তাহারই অনুরূপ ভাবনাবিজ্ঞান অনুভব করে। পরে সে চক্ষু প্রভৃতি দেহ-দ্বার দিয়া উৎক্রমণ করে। কেবল জ্ঞানীরই মৃত্যু সময়ে মোক্ষ দ্বার মূর্দ্ধন্য নাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য জ্ঞানী কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া নির্গত হন। আমরণ দহর-বিদ্যার অনুশীলনে সুষুম্না নাড়ীপথ বিশেষ জ্ঞাত থাকায় মৃত্যু সময়ে সংস্কার বলে তাহা স্মরণ হয়। এজন্য জ্ঞানী সুষুম্না নাড়ী পথে উৎক্রান্ত হন।"

এই কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৪।৪।২ মন্ত্রে) উল্লিখিত আছে। "...তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ।"

এই উৎক্রমণ-তত্ত্ব পরে ১৫।৮ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা সেই স্থলে ব্যাখ্যাত হইবে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, সাধনাবলে মৃত্যুকালে 'ওঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বর ধ্যান করিতে করিতে সুষুম্না নাড়ী পথে উৎক্রমণ করিতে পারিলে, দেবযান মার্গে বা অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি হয়,—এই তত্ত্ব গীতায় এই অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে। সমগ্র অষ্টম অধ্যায়েই এই গতিতত্ত্ব, —এই মরণ-কৌশল বিবৃত হইয়াছে। ইহাই তারকব্রহ্ম বিদ্যা।

ওঁ একাক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব।—এক্ষণে আমরা এই 'একাক্ষর' বা ওঙ্কার তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রুতি হইতেই এই ওঙ্কার-তত্ত্ব জানা যায়—এই যে একাক্ষর ব্রহ্ম, তাহা জানা যায়। ঋগ্বেদে এই অক্ষরের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে এই অক্ষর সম্বন্ধে যে "প্রবলহিত" মন্ত্র আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
অস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি
যই তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"
(ঋগ্বেদসংহিতা, ২।৩।২১।৪ মন্ত্র)

যাস্ক এই ঋকের—অধিদৈব অধিযজ্ঞ ও অধ্যাত্ম—এই তিনরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'অক্ষর' এস্থলে অধিদৈব অর্থে ওঙ্কার, অধিযজ্ঞ অর্থে আদিত্য এবং অধ্যাত্ম অর্থে আত্মা। প্রাচীন নিরুক্তকার শাকপূণি এই মন্ত্রের যে অধিদৈব অর্থ করিয়াছেন, তাহা নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

"সেই ওঙ্কার অক্ষরই পরম ব্যোম। যাহাতে বিবিধ শব্দজাত ওতঃ-প্রোত—তাহা ব্যোম। এই অক্ষরের 'অকার' 'উকার' 'মকার' লক্ষণ তিন মাত্রা উপশান্ত হইলে (উচ্চারণ শেষ হইলে) যাহা (যে অর্দ্ধ অনুচ্চার্য্য মাত্রা) অবশিষ্ট থাকে তাহাই পরম অক্ষর—পরম ব্যোম। তাহা শব্দ-সামান্যরূপে অভিব্যক্ত। ঋক্ প্রভৃতিতে যে দেবগণ, তাঁহারা মন্ত্র দ্বারা এই অক্ষরে নিষণ্ণ। যে হেতু তাহাদের শব্দই কারণ। অথবা প্রথম মাত্রায়—পৃথিবী অগ্নি ঋগ্বেদ পৃথিবীলোকনিবাসী—ইহারা সকলেই অবস্থিত। দ্বিতীয় মাত্রায়—অন্তরীক্ষ বায়ু যজুর্বেদ ও সেই অন্তরীক্ষ-লোকনিবাসিগণ—সকলেই অবস্থিত। তৃতীয় মাত্রায় দ্যুলোক, আদিত্য সামবেদ দ্যুলোকনিবাসী—সকলে অবস্থিত। এইজন্য উক্ত হইয়াছে "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বং।" যে ইহা জানে না, তাহার ঋক মন্ত্র দ্বারা কি হইবে? আর যে তাহা জানিয়া সেই ভাব প্রাপ্ত হয়—প্রণব বিগ্রহে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করায়—তাহার সহিত এক হইতে পারে, তাহার শান্তি হয়।"

শাকপূণির পুত্র এই ঋকের যে অধিযজ্ঞ অর্থ করিয়াছেন—তাহা নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

"এই অক্ষর আদিত্য-মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁহাতে সমুদায় ওতঃ-প্রোত। উপনিষদে আছে "যঃ এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে…"। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।১৩)। এই আদিত্যমণ্ডলে রশ্মিরূপ দেবগণ অধিনিষণ্ণ বা অবস্থিত। যে এই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে না জানে, ঋক্ সকল (বা আদিত্যমণ্ডলমাত্রকে উপাসনায়) তাহার কি হইবে?"

নিরুক্তে এই ঋকের যে আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তাহা এই—

"ঋক্ অর্থে শরীর—যাহা দ্বারা অর্চ্চনা করা যায়। ঋক্ মন্ত্রের দেবতারা—শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ। এই শরীর মধ্যে যিনি অবিনাশী চেতন সত্তামাত্র বিজ্ঞানঘন আত্মা তিনিই অক্ষর। তাঁহাতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দেবতাগণ অধিষ্ঠিত। বিষয়েতে প্রদ্যোতিত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ দেবতা।" *

অতএব ঋগ্বেদ অনুসারে এই অক্ষর—ওঁকার। ইহাই শব্দ ব্রহ্ম,—আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ—ইহাই আত্মা। ইহাই পরব্রহ্মবাচক। উপনিষদে ইহা বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্ব্বে এই অক্ষরের নিরুক্ত অনুযায়ী অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। যাস্ক বলিয়াছেন,—"যাহা কখন অন্যথা-ভাবাপন্ন হয় না (ন ক্ষরতি), অথবা যাহার কখন ক্ষয় হয় না (ন ক্ষীয়তে), অথবা যাহা সর্ব্ব বাক্যের নিবাস (বাক্ ক্ষয়ো ভবতি),—তাহাই অক্ষর।

* ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রের এইরূপে তিন প্রকার অর্থ হয়। যাস্ক অনেক স্থলে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এইরূপে অর্থ না করিলে, কেবল শব্দার্থ দ্বারা বেদ-মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানা যায় না। ইহা ব্যতীত ঋগ্বেদের ঐতিহাসিক অর্থ হয়, তাহাও যাস্ক উল্লেখ করিয়াছেন।

নাদই বর্ণ লক্ষণ বাক্যের নিবাস। অথবা অক্ষরই অক্ষ মত (বায়োঽক্ষঃ) অনুপ্রবেশ করিয়া ব্যঞ্জন সকল (ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যক্ত জগৎ) ধারণ করে। 'অক্ষ' অর্থে যান। স্বরই ব্যঞ্জন বর্ণের যান, ব্যঞ্জন বর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়াই বর্ত্তমান থাকে।"

এই অর্থে এই অক্ষর—মূল একাক্ষর ওঙ্কার। ইহাই শব্দ-ব্রহ্ম, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম। এই অক্ষর-ভাব প্রাপ্ত হইলে পরম গতি হয়। এইজন্য এই ওঙ্কারের বা প্রণবের আর এক নাম—তার। ইহাই তারক ব্রহ্ম মন্ত্র। ওঙ্কারই তারকব্রহ্ম।

এক্ষণে উপনিষদে এই ওঙ্কার-তত্ত্ব কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই ওঙ্কারের বিভিন্ন মাত্রার সহিত আত্মার বা ব্রহ্মের সাদৃশ্য প্রথমে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে প্রণবের অর্থ ভাবনা দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মভাবনা সিদ্ধ হয়, প্রণব কেন ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক, তাহা বুঝা যাইবে।

এই ওঙ্কারের বিভিন্ন মাত্রা ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবের উপলব্ধি হয়। ওঙ্কারের তিন ব্যক্ত মাত্রা অ+উ+ম্। এই ত্রিবিধ মাত্রা দ্বারা ব্রহ্মকে বা পরম পুরুষকে আজীবন ভাবনা করিলে, তাহার ফলে মৃত্যু কালে সেই ওঙ্কার ব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারিলে যে ফল হয়, তাহা প্রশ্নোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবনা করিতে করিতে ও পরম পুরুষের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে যে দেবযানে গতি হয় ও পরিণামে মুক্তি হয়, তাহা প্রশ্নোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে (৫।৫) আছে—

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈব ওম্ ইত্যেতেনৈব অক্ষরেণ পরং পুরুষং অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং 'স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং ঈক্ষতে...।"

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্ন হইতে পাওয়া যায় যে, এই ওঙ্কার পর ও অপর ব্রহ্ম। ইহার মধ্যে যিনি প্রথম মাত্রা 'অ'কার (অর্থাৎ আত্মার বৈশ্বানররূপ) ধ্যানকারী, (এবং ধ্যানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারেন), তিনি শীঘ্র আবার এই পৃথিবীতে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা—উকার (অর্থাৎ তৈজসরূপ আত্মার) ধ্যানকারী (অর্থাৎ ধ্যান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারেন), তিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন, ও তথা হইতে সোম (পিতৃ) লোকে উন্নীত হন, এবং সে লোকের মহিমা অনুভব করিয়া পরে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসেন। (প্রশ্ন উপঃ ৫।২-৪)। আর যাঁহারা ওঙ্কারের ত্রিমাত্রা (অ, উ, ম্) দ্বারা এই পরম পুরুষের ধ্যান করেন (এবং ধ্যানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারেন), তাঁহারা তেজোময় সূর্য্যলোকে উপনীত হন। যেমন সর্প ত্বক্-মুক্ত হয়, সেইরূপ তাঁহারা পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন। তাঁহারা সেই সূর্য্যলোক হইতে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। এবং সেই জীবঘন হিরণ্য-গর্ভাখ্য পদ বা লোক হইতে পরাৎপর পুরিশয় পুরুষকে দর্শন করেন। (প্রশ্ন উপঃ ৫।৫)।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও আছে,—

"সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।" (মুণ্ডক, ১।২।১১)

প্রশ্ন উপনিষদ্ হইতে আরও জানা যায়, যে 'ওঙ্কারের উক্ত তিনমাত্রা (অ-উ-ম)' ব্রহ্মদৃষ্টি বিনা স্বতন্ত্রভাবে যিনি উপাসনা করেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না। তিনি মৃত্যু-গোচর হন, পুনরাবর্ত্তন করেন। কিন্তু সম্যক্-সম্পাদিত বাহ্য আন্তর ও মধ্যম (অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাযুক্ত পুরুষের অভিধ্যান-লক্ষণ) ক্রিয়াতে অন্যোন্য-সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া ইহা প্রযুক্ত হইলে—জ্ঞানী বিচলিত হন না। অর্থাৎ তাঁহাকে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।' (প্রশ্ন উপঃ ৫।৬)।

কেবল জ্ঞানীই ওঙ্কার অভিধ্যান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক লাভ করেন,—যিনি 'তৎ' পদবাচ্য শান্ত অজর অমর অভয় ও পরম

"তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি।" (প্রশ্ন উপঃ ৫।৭)।

এই শ্রুতি হইতে পাওয়া যায় যে,পরমধাম লাভ করিতে হইলে ওঙ্কার-তত্ত্ব স্বরূপে জানিতে হইবে, এবং এই ওঙ্কারের ত্রিমাত্রা দ্বারা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাযুক্ত আত্মাকে ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে অনুধ্যান করিতে হইবে। ইহাই ধ্যানের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং" (কঠ, ২।১৭) ইহার ফলে জ্ঞানী মৃত্যুকালে পরমেশ্বরকে স্মরণ-পূর্ব্বক ওঙ্কারজপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া সংসার-মুক্ত হন ও পরমধাম প্রাপ্ত হন।

শ্রুতিতে প্রায় সর্ব্বত্র ওঁকার উপাসনা এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ এইরূপ ঃ—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত।" (১।১)

ইহাতে সর্ব্বত্র এই ওঁকার তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। উপনিষদুক্ত ওঁকার-উপাসনা-তত্ত্ব পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে (দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৯২ পৃষ্ঠা হইতে) বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ওঙ্কার কি ? ঋগ্বেদে ইহা যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে আমরা তাহা দেখিয়াছি। উপনিষদে পাওয়া যায় যে, এই ওঁকার ব্রহ্ম, এই ওঙ্কার জগৎ, এই ওঙ্কার আত্মা, সমুদায়ই এই ওঙ্কার।—

'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরং।' (কঠ, ২।১৬, ৩।১)।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি......ওমিত্যেতৎ।" (কঠ ২।১৫)

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।" (প্রশ্ন, ৫।২)।

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বং।" (তৈত্তিরীয়, ১।৮।১)।

"ওমিত্যেতদক্ষরং ইদং সর্ব্বং।" (মাণ্ডুক্য, ১)।

"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং।" (মুণ্ডক, ২।২।৬)।

এই ওঙ্কার ঈশ্বরেরও বাচক। যোগে ঈশ্বর ধ্যান করিতে হইলে—ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইলে, প্রণব (ওঁকার) জপ ও প্রণবের অর্থ ভাবনা করিতে হয়। কেন না ঈশ্বরের "বাচকঃ প্রণবঃ।" এবং প্রণব জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারাই সেই ঈশ্বর-প্রাণিধানরূপ সমাধিযোগ-সিদ্ধি হয়। (পাতঞ্জল-যোগ-সূত্র, ১।২৭, ১।২৮ দ্রষ্টব্য)। প্রণবের অর্থ ভাবনা করিতে করিতে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ঈশ্বর-তত্ত্ব জানা যায়।

এইরূপে পাতঞ্জল-যোগসূত্রে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক মাত্র বলা হইয়াছে। শ্রুতি হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ওঁকারের ত্রিমাত্রা দ্বারা পরম পুরুষের অভিধ্যান করিতে হয় (প্রশ্ন উপঃ, ৫।২)। কিন্তু ওঙ্কার কেবল ঈশ্বরবাচক নহে। এই ওঙ্কার পর ও অপর ব্রহ্মবাচক (প্রশ্ন উপঃ ৫।২)। এই ওঙ্কার কেবল ত্রিমাত্রক নহে, ইহার অর্দ্ধ অনুচ্চার্য্য চতুর্থ মাত্রা আছে। এই চতুর্থ মাত্রা দ্বারা ইহা পরব্রহ্মবাচক। ইহা যেমন ত্রিমাত্রা দ্বারা অপর ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর পরমপুরুষবাচক, সেইরূপ চতুর্থ অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা ইহা অক্ষয় পরম ব্রহ্মবাচক। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ হইতে প্রধানতঃ আমরা এই অর্থ জানিতে পারি।

এক্ষণে ওঙ্কারের এই বিভিন্নমাত্রার তত্ত্ব আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে এই ওঙ্কার তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায়ই ওঁকার। যাহা ত্রিকালাতীত, তাহাও ওঁকার। কেন? ওঁকার পর ও অপর ব্রহ্ম কেন? ইহার প্রথম উত্তর ওঙ্কারের সহিত ব্রহ্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য হেতু ওঙ্কার ব্রহ্মবাচক, ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। সেই সাদৃশ্য প্রথম বুঝিতে হইবে, তাহা বলিয়াছি। মুণ্ডক উপনিষদে আছে,—

"এই সমুদায় (ইদং) ব্রহ্ম, ইহাই আত্মা (অহং)। সেই আত্মা (পুরুষ-সূক্ত অনুসারে—পুরুষ) চতুষ্পাৎ। এই আত্মার বা ব্রহ্মের

প্রথম পাদ—বৈশ্বানর, তাহাই জাগরিত অবস্থা। ইঁহার দ্বিতীয় পাদ—তৈজস, তাহাই স্বপ্নাবস্থা। ইঁহার তৃতীয় পাদ—প্রাজ্ঞ, তাহাই সুপ্তাবস্থা। ইঁহার চতুর্থ পাদ—শান্ত, শিব, অদ্বৈত; ইহা প্রজ্ঞা-অপ্রজ্ঞার অতীত—অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্ম-প্রত্যয়-সার, প্রপঞ্চোপসম; ইহা তুরীয়।"—(মাণ্ডুক্য ৩-৭)।

ব্যষ্টিভাবে বা পৃথক ভাবে জীবাত্মার যে উল্লিখিত চারি অবস্থা পাওয়া যায়, সমষ্টিভাবে পরমাত্মা ব্রহ্মেও এই চারি অবস্থা কল্পিত হয়। ব্যষ্টিভাবে যাহা বৈশ্বানর, সমষ্টিভাবে তাহা বিরাট্ (মহেশ্বর)। ব্যষ্টিভাবে যাহা তৈজস, সমষ্টিভাবে তাহাই হিরণ্যগর্ভ (কার্য্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা)। ব্যষ্টিভাবে যাহা প্রাজ্ঞ, সমষ্টিভাবে তাহাই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম পরমপুরুষ, আর যাহা আত্মার তুরীয় অবস্থা তাহাই নির্গুণ ব্রহ্ম।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ হইতে আরও জানা যায় যে, "এই আত্মা অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন,—তিনি ওঁকার। তিনি ওঁকারের মাত্রা অধিকার করিয়া আছেন। আত্মার পাদ এই ওঁকারের মাত্রা। ওঙ্কারের তিন ব্যক্ত পাদ—অকার উকার ও মকার। এই মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। আত্মার জাগরিত স্থান বৈশ্বানর—অকার প্রথম মাত্রা। আত্মার স্বপ্নস্থান তৈজস—উকার দ্বিতীয় মাত্রা। আত্মার সুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ,—মকার তৃতীয় মাত্রা। আত্মার প্রপঞ্চোপশম অদ্বৈত তুরীয় অবস্থা—মাত্রাহীন, অব্যবহার্য্য। অকারের দ্বারা সর্ব্ব বাক্ ব্যাপ্ত, আর বৈশ্বানর দ্বারা (বিরাটরূপে) সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত। অকার সর্ব্ববর্ণের আদি, আর বৈশ্বানর আত্মার চারি পাদের মধ্যে প্রথম, সকলের আদি। উকার স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত। সেইরূপ তৈজস ও—বৈশ্বানর এবং প্রাজ্ঞের মধ্যস্থিত। উকার—অকার হইতে উৎকৃষ্ট, তৈজসও বৈশ্বানর অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। ওঙ্কার উচ্চারণ কালে যেমন অকারের উচ্চারণ উকারে ও উকারের উচ্চারণ মকারে অবসান হয়,—মকারের

সহিত একীভূত হয়, তেমনি সুষুপ্তি অবস্থা প্রাজ্ঞে—বৈশ্বানর ও তৈজস বিলীন ও একীভূত হয়। (মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ৮।১৩)।

এস্থলে যাহা উক্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা এই :—

	আত্মা	পুরুষ	জ্ঞানের অবস্থা	ওঁকার
চারি অবস্থা	বৈশ্বানর	বিরাট	জাগ্রত অবস্থা	অ
	তৈজস	হিরণ্যগর্ভ	স্বপ্নাবস্থা	উ
	প্রাজ্ঞ	পরম পুরুষ	সুষুপ্তি অবস্থা	ম
	তুরীয়	নির্গুণব্রহ্ম	নির্বিকল্প অদ্বয় অবস্থা	ঁ

মাণ্ডুক্য উপনিষদ ব্যতীত প্রশ্ন উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে এই ওঁকারের বিভিন্নমাত্রা ও তাহার অনুধ্যান তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি।

ওঁকারের—অ, উ, ম—এই তিন মাত্রা ব্যতীত মকারের উচ্চারণের পরে যে আরও একটু অনুচ্চার্য্য অংশ আছে, তাহাকে 'নাদবিন্দু' বলে। উপরে তাহাকেই "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ" (মাণ্ডূক্য, ১২)—বা মাত্রাহীন অব্যবহার্য্য বলা হইয়াছে। তাহাই পরমপদ—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥" তাহাকেই অনুচ্চার্য্য অর্দ্ধমাত্রা বলা হইয়াছে। চণ্ডীতে আছে,—

"সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥"

টীকাকার নাগোজীভট্ট উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ত্রিধা ইতি, অতঃ বিশেষতঃ ইতন্তেন প্রণবরূপতা চ উক্তা। মাত্রাত্রয়ম্ অকার-উকার-মকারাত্মকম্, তদূর্দ্ধং অর্দ্ধ মাত্রা। অত্র মাত্রাত্রয়ং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যভিমানি বিশ্ব-তৈজস-প্রজ্ঞাভিধেয়ম্, অর্দ্ধমাত্রা তু বেদান্তবাক্যার্থ-ভূতনিত্যমুক্ততুরীয়াভিধেয়া। তদুক্তম্—

"ব্যক্তা চ প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াঽব্যক্তসংজ্ঞিতা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্॥"

অতএব ইহা হইতে জানা যায় যে, ওঙ্কারের এই মাত্রার সহিত

আত্মার বা ব্রহ্মের চারি পাদের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা ব্যতীত ওঙ্কারের এই বিভিন্ন মাত্রার ও শব্দজগতের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বুঝিলে মাণ্ডূক্য উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রের অর্থ কতক জানা যাইবে।

অনন্ত শব্দজগতের মূল যেমন ওঙ্কার—বিশ্বজগতের মূল কারণ তেমনি ব্রহ্ম। অনন্ত শব্দজগতের সহিত ওঙ্কারের যে সম্বন্ধ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ব্রহ্মেরও সেই সম্বন্ধ। প্রথমে আমাদের এই সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে।

বাক্য বা শব্দের চারি অবস্থা। * 'বৈখরী' শব্দের ব্যক্তাবস্থা। সেখানে শব্দ পূর্ণ উচ্চারিত। 'মধ্যমা' শব্দের মধ্যব্যক্তাবস্থা—শব্দ অন্তরে উচ্চারিত। 'পশ্যন্তী' শব্দের অব্যক্তাবস্থা। আর 'পরা' শব্দের বীজাবস্থা। ওঁকার শব্দের 'পরা' অবস্থা। তাহাই মধ্যমা ও পশ্যন্তী অবস্থা দিয়া অনন্ত বৈখরী শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়। ওঙ্কারের মধ্যেই এই চারি অবস্থা আছে। ওঙ্কারের অকার পূর্ণ ব্যক্তস্বর, উকার মধ্যব্যক্তস্বর, মকার অব্যক্ত অস্ফুট স্বর, আর 'নাদ' বীজরূপে পূর্ণ অব্যক্ত।

* এই ওঙ্কার-মূল বাক্য যে চারি প্রকার, তাহা ঋগ্বেদে আছে,—

"চত্বারি বাকপরিমিতাপদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"

(ঋক্ সংহিতা, ২।৩।২২।৫।)

অর্থাৎ বাক্যের চারি পাদ। তাহার তিন পাদ গুহায় নিহিত। তাহার অর্থ অবিদিত। আর এক পাদ তুরীয় (চতুর্থ)। তাহাই মনুষ্যেরা বলিয়া থাকে। এই চারি পাদ কি, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। বৈয়াকরণিকেরা বলেন, ইহা নাম আখ্যাত উপসর্গ ও নিপাত। যাজ্ঞিকেরা বলেন, ইহা মন্ত্র কল্প ব্রাহ্মণ ও ব্যবহারিক। নিরুক্তকার বলেন, ইহা ঋক্, যজুঃ, সাম ও ব্যবহারিক। কেহ বলেন, ইহা বিভিন্ন ভূতের বিভিন্ন বাক্। কেহ বলেন, ইহা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী বাক্। মধ্যমা বাক্—মধ্যম বা অন্তরীক্ষ স্থানস্থ শব্দরূপা অবিজ্ঞাত অর্থ। পরা পশ্যন্তীরূপে ইনি দীপ্তিময়ী গৌরী। (ঋক্সংহিতা, ২।৩।২২।১-২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। বৈখরীবাক্ মনুষ্যের ব্যবহার্য্য। মনুষ্যের নিকট অর্থযুক্ত—ব্যক্তরূপা। এইরূপ নানা অর্থে আমরা বাক্যের চারি পাদ বুঝিতে পারি।

শব্দজগৎ অনন্ত। শব্দের অনন্ত রূপ। এই অনন্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি মাত্র মূল শব্দ। সেগুলিকে অক্ষর বলে। অক্ষর দুইরূপ,—স্বর ও ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জন—স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। ব্যঞ্জনের মূলও স্বর। অতএব স্বরবর্ণই সকল শব্দের—সকল অক্ষরের আদি ও আধার। এইজন্য স্বরবর্ণকেই প্রধানতঃ অক্ষর বলে।

এই স্বরের আদি 'অকার'। তাই "অকারের দ্বারা সর্ব্ববাক্ ব্যাপ্ত।" গীতায় তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, "অক্ষরাণামকারোঽস্মি।" মুখব্যাদান করিয়া সহজভাবে স্বর উচ্চারণ করিলেই পাওয়া যায়—'অ'। ইহারই দীর্ঘ 'আ'। 'অ' জোরে উচ্চারণ করিলে পাওয়া যায়—'আ'। তাহার পর মুখ সেই একই ভাবে বিস্তার করিয়া রাখিয়া, স্বর বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করিলে পাওয়া যায়—ই, ঈ, এ, ঐ…। অ উচ্চারণকালে মুখ যেরূপ ব্যাদান করিতে হয়, ঠিক সেইভাবে ব্যাদান করিয়া জিহ্বা একটু উর্দ্ধে তালুর দিকে লইয়া স্বর সহজভাবে উচ্চারণ করিলে পাই—'ই'। ইহারই দীর্ঘ উচ্চারণ 'ঈ'। তাহার পর মুখ সেই একই ভাবে রাখিয়া, জিহ্বাকে আরও একটু নীচে নামাইয়া স্বর উচ্চারণ করিলে পাই—'এ'। অ উচ্চারণের সহিত ঈ উচ্চারণ করিলে পাই 'ঐ'। অতএব এই ভাবে বুঝিলে বলা যায় যে, উক্ত স্বরসকল অকারেরই রূপান্তরমাত্র। মুখ ব্যাদান করিয়া সহজে উচ্চারিত স্বর—'অ', আর বিকৃতভাবে উচ্চারিত স্বর 'আ,' 'ই. ঈ,' 'এ,' 'ঐ'।

"উকার স্বরের মধ্যস্থিত।" মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা আকুঞ্চিত করিয়া (ঠোঁঠ গুটাইয়া লইয়া) স্বর সহজভাবে উচ্চারণ করিলেই উ উচ্চারিত হয়। উকারের দীর্ঘ ঊকার।

ও (অ+উ), ঔ (অ+ঊ), ঋ (অ+র্ বা র্+ই) ঌ (অ+ল্ বা ল্+ই) এগুলি মিশ্র স্বর, ইহার মূল 'অ'।

ইহার পর ম্‌কার (বা অনুস্বর 'ং')। "অকারের উচ্চারণ উকারে

ও;উকারের উচ্চারণ মকারে পর্য্যবসিত হয়।" মুখ পূর্ণ ব্যাদান করিয়া স্বর সহজে উচ্চারণ করিলে পাওয়া যায় 'অ'। (অথবা তাহার বিকৃত স্বর আ, ই, ঈ, এ, ঐ)। মুখ আকুঞ্চিত করিয়া স্বর সহজভাবে বাহির করিলে পাওয়া যায় উ (এবং ঊ); এবং মুখ বন্ধ করিয়া স্বর নাসিকা দিয়া উচ্চারণ করিলে পাওয়া যায়—'ম্' অথবা ং। তাহার পর সুর ক্রমে মিলাইয়া আইসে কেবল 'ধ্বনি' (ঁ) হয়, তাহা ক্রমে নাদ হইয়া অব্যক্ত হয়। মুখ পূর্ণ ব্যাদান-অবস্থায় স্বর উচ্চারণ করিয়া, এবং স্বর উচ্চারণ বন্ধ না করিয়া মুখ ক্রমে ক্রমে আকুঞ্চিত করিয়া শেষে বন্ধ করিলে, স্বরের চারি রূপ অবস্থা পাওয়া যায়—"অ+উ+ম্+ঁ" বা 'ওঁ'।

অতএব দেখা যায় যে, সকল স্বরের মূল এই তিন ব্যক্ত স্বর—অ, উ, ম্। অনন্ত শব্দজগতের মূল অক্ষর, অক্ষরের মূল স্বর, আর স্বরের মূল—(অ, উ, ম্ বা) ওঁ। সুতরাং বলা যায় যে, অনন্ত শব্দজগতের মূল, আদি বা আধার এই 'ওঁ'। অনন্ত শব্দের এই চারি বীজ। অ, উ, ম, ও 'নাদ'। অনন্ত শব্দ জগতের এই চারি অবস্থা।

এই অনন্ত শব্দজগতের মূল এই যে তিন ব্যক্ত স্বর—'অ' 'উ' ও 'ম্', ও অব্যক্ত স্বর 'ঁ',—ইহাই একীভূত হইয়া সমষ্টিভাবে প্রণব। এইজন্য প্রণব অনন্ত শব্দজগতের মূল। এই প্রণবের বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন মুখব্যাদান পূর্ব্বক স্বর সহজভাবে উচ্চারণ করিলে ধ্বনি হয়—'অ' ও সেই 'অ'র উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ আকুঞ্চিত করিলে সেই 'অ' 'উ'কারে পরিণত হয়, এবং সেই উকার উচ্চারণ করিতে করিতে, মুখ বন্ধ করিলে উকার মকারে বা অনুস্বরে পরিণত হয়, অর্থাৎ মুখ ব্যাদান-পূর্ব্বক স্বর সহজে উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ক্রমে আকুঞ্চিত করিয়া শেষে মুখ বন্ধ করিলে এই তিন সুর অ+উ+ম্ সম্মিলিত হইয়া অথবা সুরের পূর্ণ বিকাশ হইতে পূর্ণ বিরাম পর্য্যন্ত আসিলে ধ্বনি হয় 'ওম্'।

সেইরূপ মুখ বন্ধ করিয়া স্বর উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে প্রথম পাওয়া যায় 'ম্' বা 'ং'। ইহা উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ অল্প ব্যাদান করিলে পাওয়া যায় 'উ' এবং এই 'উ' উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ পূর্ণ ব্যাদান করিলে পাওয়া যায় 'অ'। অর্থাৎ মুখ পূর্ণ ব্যাদান করিয়া—স্বর উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে মুখ বন্ধ করিলে যেমন পাওয়া যায় 'অ উ ম্' বা ওঁম্, তেমনই মুখ বন্ধ অবস্থায় স্বর উচ্চারণ করিতে করিতে 'হাঁ' করিলে বা মুখ পূর্ণ ব্যাদান করিলে পাওয়া যায়—'ম্ উ অ' —ইহারই সহজ উচ্চারণ 'ম্ব' বা 'মা'। অর্থাৎ যেমন স্বরের পূর্ণ বিকাশ হইতে পূর্ণ বিরাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়—ওঁম্, তেমনই স্বরের বিরাম অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশাবস্থায় পাওয়া যায় 'মা'। স্বরের বা ধ্বনির উৎপত্তি হইতে বিলয় পর্য্যন্ত—সৃষ্টি অবস্থা হইতে প্রলয়াবস্থা পর্য্যন্ত—ওঁম্, আর স্বরের বিলীন বা প্রলয়াবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশাবস্থায় বা ব্যক্ত অবস্থা পর্য্যন্ত—'মা'। শব্দের প্রবৃত্তিতে 'মা' আর নিবৃত্তিতে 'ওম্'।

এইরূপে এই 'ওম্' ও 'মা'—সমুদায় শব্দজগতের মূল;—সকল শব্দের তিনরূপ ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা-বাচক। এস্থলে আরও এক কথা বলা যায়। যদি মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক স্বর উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ বন্ধ করা যায়, আবার স্বর উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ব্যাদান করা যায় এবং এইরূপ যদি বার বার করা যায়—তবে পাওয়া যায়—অউম্ মউঅ······সংক্ষেপে ওমা-ওমা। এই উচ্চারণ বা জপ দ্রুত হইলে পাওয়া যায় মা-মা-মা···।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে প্রণবের দুইরূপ ওঁম্ ও মা। ইহা ব্যতীত প্রণবের আরও রূপ আছে বলা যায়। এই অ, উ, ম্—বিভিন্ন রূপে সম্মিলিত করিয়া যে বিভিন্ন ধ্বনি হয়—তাহাদিগকেই প্রণবের বিভিন্ন রূপ বলা যায়। যথা—

অ+উ+ম+৺=ওঁম্।

৺+ম্+উ+অ=মা।

উ+অ+ম্+৺=বং, বম্ বা ব্যোম্।

উ+ম্+৺+অ=উমা

ইত্যাদি।

যাহা হউক, প্রণবের দুই প্রধান রূপ 'ওঁ' ও 'মা'। 'ওঁ' ব্রহ্মবাচক, আর 'মা' ব্রহ্মের পরাশক্তি মায়া বাচক। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই, মায়া ও মায়ীতে প্রভেদ নাই। এজন্য 'ওঁ' ও 'মা' উভয়ই ব্রহ্মবাচক প্রণব। প্রণবের চাদি পাদ। ওঁকাররূপে এই চারিপাদ আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে 'মা'রূপে এই চারিপাদ আমরা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিব। আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী যে এই প্রণব-রূপিণী, তিনি তিন মাত্রা ও অর্দ্ধ অনুচ্চার্য্য মাত্রারূপিণী, তাহা চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মাত্রায় সমষ্টিভাবে, ব্যক্তরূপে তিনি 'মা'। ইহাই বিশেষ করিয়া আমরা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে এই 'মা'রূপ প্রণবের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রণব	মাত্রা	ভাব	রূপ	বর্ণ	গুণ
৺	অনুচ্চার্য্য	আদ্যাশক্তি	অরূপ	অবর্ণ (নীল)	নির্গুণ
মা	ম	মহাকালী	আনন্দ	কৃষ্ণ	তমঃ
	উ	মহাসরস্বতী	চিৎ	শুক্ল	সত্ত্ব
	অ	মহালক্ষ্মী	সৎ	লোহিত	রজঃ (বা 'ত্রিগুণ')

যাহা হউক, এ তত্ত্ব এস্থলে আমাদের বুঝিবার আবশ্যক নাই। পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ত্রিগুণতত্ত্ব বিবৃতি কালে ইহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবে। এস্থলে অ+উ+ম্ এবং ৺ হইতে যে 'ওঁ' ও 'মা'

রূপ প্রণব পাওয়া যায়, এবং প্রণবের অন্তরূপ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নের চক্রের দ্বারা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রণবের এই নানা রূপ বুঝিতে হইলে নিম্ন অঙ্কিত স্বরচক্র দ্বারা তাহা সুগম হইতে পারে।—
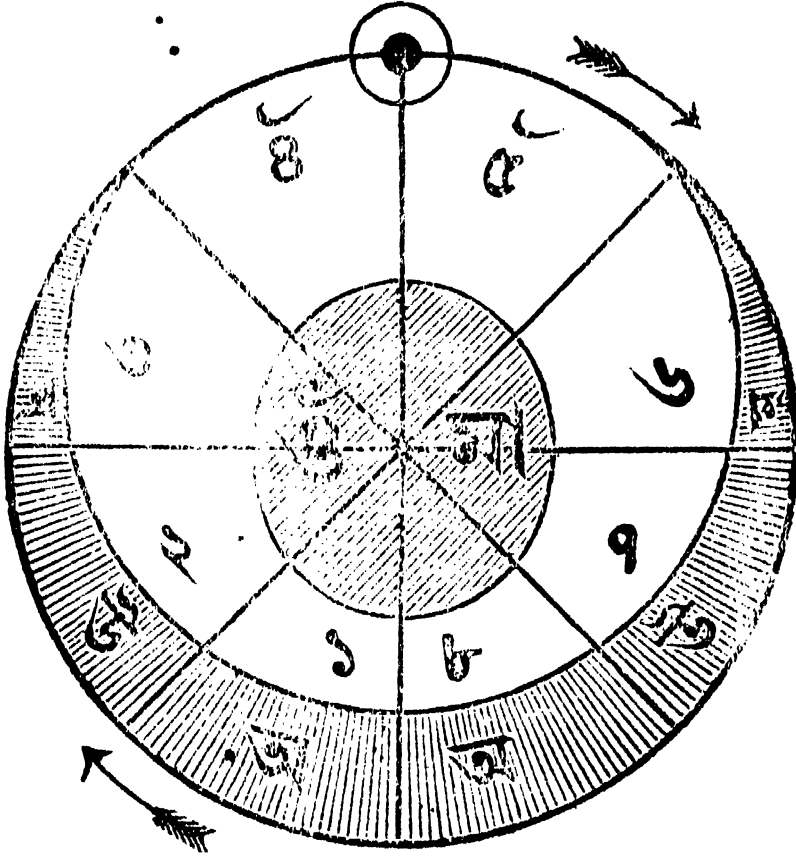
এই চক্রের অকার-স্থান (১ ও ৮) পূর্ণ উচ্চারিত, উকার-স্থান (২ ও ৭) অর্দ্ধ উচ্চারিত, আর মকার-স্থান (৩ ও ৬) অল্প উচ্চারিত বুঝিতে হইবে। ইহার ৺-স্থান (৪ ও ৫) অনুচ্চারিত—নাদ, ও এই উভয়ের মধ্য স্থান—স্বরের পূর্ণ বিলয়াবস্থা—বিন্দু। সেখানে নাদ-বিন্দুতে পর্য্যবসিত। অতএব স্বর সহজভাবে মুখব্যাদানপূর্ব্বক পূর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে মুখ বন্ধ করিলে যে ধ্বনি হয়—উক্ত চক্রে 'অ' পরে 'উ' পরে 'ম' পরে '৺' ও পরে '·' তাহার জ্ঞাপক। এই 'অ' হইতে 'উ',

তাহা হইতে 'ম', ও তাহা হইতে ঁ আসিলে,—অর্থাৎ ১ হইতে তীর-চিহ্ন ধরিয়া ৪এর শেষ পর্য্যন্ত আসিলে—পাওয়া যায় 'ওঁ'। সেইরূপ, বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া নাদ (ঁ), তাহা হইতে ম্.তাহা হইতে উ ও শেষে অকারে আসিলে,—অর্থাৎ ৫ হইতে ৮ পর্য্যন্ত আসিলে—পাওয়া যায় 'মা'। অর্থাৎ স্বরের পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থা 'ওঁ', আর পূর্ণ অব্যক্তাবস্থা হইতে পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা 'মা'। ...

এইরূপ প্রথম অকার (১) হইতে তীর-চিহ্ন ধরিয়া দ্বিতীয় অকার (৮) পর্য্যন্ত আসিলে পাওয়া যায় 'ওমা'। উ (২) হইতে অ (১) পর্য্যন্ত এই তীর-চিহ্ন ধরিয়া আসিলে পাওয়া যায়—'উমা'। এবং উ (৭) হইতে নাদ (৪) পর্য্যন্ত আসিলে পাওয়া যায়—ব্যোম্। স্বরের প্রতিলোম গতি বা অনুলোম গতি—উভয় হইতেই ইহা পাওয়া যায়। যাহা হউক, পূর্ণ-বিকাশাবস্থা হইতে স্বরের পূর্ণ বিরামাবস্থা বা ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থা যে 'ওঁ', আর স্বরের পূর্ণবিরামাবস্থা হইতে পূর্ণব্যক্তাবস্থা যে 'মা', তাহা আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি। ইহাকেই প্রকৃত প্রণব বলে। ইহাই সর্ব্ব বীজের মূল। ওঁরূপে প্রণব পরমপুরুষ বা নির্গুণ ব্রহ্ম-বাচক ; আর 'মা'রূপে প্রণব ব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তি পরমা মায়াবাচক। ইহাই সর্ব্বমূল, সর্ব্বাধার, সর্ব্বব্যাপক—পর ও অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। আমরা এস্থলে আরও বলিতে পারি যে নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞানসাধকের 'ওঁ'রূপে ব্রহ্ম উপাস্য, আর প্রবৃত্তিমার্গে শক্তিসাধক কর্ম্মীর 'মা'রূপে তিনি উপাস্য।

যাহা হউক, প্রণবের বিভিন্নরূপ এ স্থলে আলোচ্য নহে। প্রণবের যে মূল রূপ 'ওঙ্কার', তাহার সহিত ব্রহ্মের আত্মার ও জগতের সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য আমরা এস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রণবের তিন মাত্রা ও চতুর্থ অব্যবহার্য্য মাত্রার সহিত ব্রহ্মের বা আত্মার যে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা বলিতেছি। মূল শব্দের যেমন চারি অবস্থা—পূর্ণবিকাশাবস্থা, অর্দ্ধ-বিকাশাবস্থা, বিকাশোন্মুখাবস্থা ও বিরামাবস্থা,—পরমব্রহ্মেরও সেইরূপ।

চারি পাদ বা চারি অবস্থা,—বিরাটরূপে পূর্ণবিকাশাবস্থা, হিরণ্যগর্ভরূপে অর্দ্ধবিকাশাবস্থা, পরমেশ্বর পরমপুরুষরূপে বিকাশের মূল বা কারণাবস্থা ও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে তুরীয় প্রপঞ্চোপশম শান্ত অবস্থা। ব্রহ্মের প্রথম অবস্থা—ব্যক্ত, দ্বিতীয় অবস্থা—অর্দ্ধব্যক্ত বা অব্যক্ত, তৃতীয় অবস্থা-'চিৎ'-স্বরূপ ও চতুর্থ অবস্থা—পরম পদ। ব্রহ্মের বা আত্মার এই চারি অবস্থা। চৈতন্যের এইরূপ চারি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। বিষয়-গ্রহণকালে জাগরিত অবস্থায় আত্মা বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থায় আত্মা তৈজস ও সুষুপ্ত অবস্থায় আত্মা প্রাজ্ঞ, তুরীয় অবস্থায় আত্মা নির্গুণব্রহ্মস্বরূপ। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ হইতে আমরা এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে,প্রণবের অকার,ব্রহ্মের জাগরিত অবস্থা—বিরাটরূপ। অকার সকল স্বরের মূল বা আদি, সর্ব্ববাক্যে ব্যাপ্ত, সর্ব্ববর্ণের আশ্রয়,—আর বিরাটরূপ এই ব্যক্ত বিশ্বের মূল, বিরাটরূপে ব্রহ্ম এ জগতে ব্যাপ্ত, ওতঃ-প্রোত ও আশ্রয়। সেই প্রকার প্রণবের 'উ'কার ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভরূপ। 'উ'কার যেমন ব্যক্ত হইয়া 'অ' হন, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভও ব্যক্ত হইয়া বিশ্বরূপ হন। আর প্রণবের 'ম্' যেমন 'উ'কারের মূল, সেইরূপ পরমপুরুষও হিরণ্যগর্ভের মূল। * ব্রহ্মের যাহা নির্গুণ প্রপঞ্চোপশম শান্ত অবস্থা, তাহা প্রণবের 'অমাত্রা অব্যবহার্য্য' অংশ। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, প্রণবের চতুর্থ অমাত্রা বা অব্যবহার্য্য অর্দ্ধমাত্রা বাদ দিলে যে ত্রিমাত্রা 'অউম্' অবশিষ্ট থাকে, তাহা সগুণ ব্রহ্মবাচক বা দিব্য পরমপুরুষ—আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণের বাচক। আমরা আরও বলিয়াছি যে, 'ম উ অ' বা 'মা'-রূপে

---

* কেহ কেহ বলেন, প্রণবের তিন মাত্রা মধ্যে—অ=বিষ্ণু, উ=মহেশ্বর, ম্=ব্রহ্মা। স্মৃতিতে আছে—"অকারে বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারে প্রোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥" যদি বিষ্ণু অর্থে বিরাট্, মহেশ্বর অর্থে হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মা অর্থে দিব্য পুরুষ বা শব্দব্রহ্ম বলা যায়, তবেই এই অর্থ শ্রুতিসঙ্গত হয়।

অথবা ওঁকাররূপে ইহাই ব্রহ্মের পরাশক্তি মায়া বা দেবী ভগবতীর বাচক। চণ্ডী হইতে আমরা এ তত্ত্ব বুঝিতে পারি। এই দেবী ভগবতীই হৈমবতী উমা (প্রশ্নোপনিষদ্‌, ২৫)। তিনিই সাবিত্রী বা গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি "সর্ব্ববেদান্তসংবেদ্যা সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী।" (দেবীভাগবত, ১২।৩। ১৯)। যাহা হউক, এস্থলে সে কথার প্রয়োজন নাই। যিনি মুমুক্ষু, সংসারের অতীত হইতে চাহেন, তিনি শব্দের বিকাশরূপ হইতে যে বিরাম বা লয়রূপ 'ওঁ'—তাহাই জপ ও তাহারই অর্থ ভাবনা করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণরূপ অথবা দিব্য পরমপুরুষরূপ ধ্যান করিবেন। গীতায় এইজন্য এই 'ওঙ্কার' ব্যবহারের কথা উক্ত হইয়াছে। আমরা এইজন্য ওঙ্কারতত্ত্বই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। এই ওঙ্কারের সহিত ব্রহ্মের বা আত্মার যে সাদৃশ্য, ওঙ্কার ব্রহ্মের যে শ্রেষ্ঠ প্রতীক, তাহা উক্তরূপে আমরা বুঝিতে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে এই জগতের সহিত প্রণবের সাদৃশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই জগতের ক্রমবিকাশের চারি স্তর। প্রথম নীহারিক অবস্থা হইতে গ্রহ উপগ্রহযুক্ত সৌর জগতের পরিণতি হইয়া জড়জগৎ, পরে উদ্ভিদ্‌জগৎ, পরে পশুজগৎ, শেষে মনুষ্যজগৎ সৃষ্ট হয়। জীবজগতেরও চারি স্তর। প্রথম স্থাবর উদ্ভিদাদি, পরে কীটাদি হইতে পশু প্রভৃতি, পরে মানুষ, শেষে দেবতা। শক্তিজগতেও এইরূপ চারিস্তর;—প্রথমে জড়শক্তি, পরে উদ্ভিদের বিকাশশক্তি, পরে জীবের ইচ্ছাশক্তি, শেষে ইচ্ছা-নিরোধরূপ জ্ঞানশক্তি। (Schophenheaur's "World as Will and Idea" দ্রষ্টব্য।)

চৈতন্যজগতেও এই নিয়ম। জড়ে চৈতন্য অব্যক্ত বা নিদ্রিত, উদ্ভিদে চৈতন্য সুপ্ত বা অর্দ্ধব্যক্ত, জীবে চৈতন্য জাগরিত বা সুব্যক্ত, আত্মস্বরূপে চৈতন্য পূর্ণ ব্যক্ত। সর্ব্বত্র যে নানা ভাব দেখা যায়, তাহার মূল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ আর এই ত্রিগুণের অতীত

ভাব। এই সমুদায়ের সহিতও ওঁকারের মাত্রার সাদৃশ্য আছে। ত্রিভুবন ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ, এবং ব্রহ্ম লোকের সহিত এ জগতের এই চারি ভুবন। ভূঃ—ব্যক্তস্থান, ভুবঃ—মধ্যব্যক্ত মধ্যস্থান, স্বঃ—উর্দ্ধ অব্যক্ত স্থান। এই ত্রিভুবন ব্যক্ত। ইহার অতীত ব্রহ্মলোক অব্যক্ত। ইহাদের সহিত ওঁকারের মাত্রার সাদৃশ্য আছে। ভৌতিক জগতের অন্ন (solid) অপ্ (liquid) তেজঃ (gas) ও প্রাণের (vital energy) সহিত ওঙ্কারের মাত্রার উক্তরূপ সম্বন্ধ আছে। কালের বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ও ত্রিকালাতীত অবস্থার সহিত ওঙ্কারের মাত্রার সাদৃশ্য আছে স্থানের ঘন (solid), বর্গ (surface), রেখা (line), ও বিন্দুর সহিত ওঙ্কারের মাত্রার সাদৃশ্য আছে। অতএব জগতের সহিত, জগতের নানা ভাবের সহিত, ব্রহ্মের সহিত ও জীবের সহিত ওঙ্কারের এই বিভিন্ন মাত্রার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

ব্রহ্মের সহিত ওঙ্কারের এই সাদৃশ্য হেতু ওঁকার ব্রহ্মের 'প্রতীক', অর্থাৎ ব্রহ্মবাচক। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। ব্রহ্মের প্রপঞ্চাতীত অদ্বয় স্বরূপ আমাদের অজ্ঞানাবৃত, জ্ঞানের অতীত। আমাদের বৃত্তিজ্ঞান দ্বৈতাত্মক। ইহাতে জ্ঞাতা (অহং) ও জ্ঞেয় (বাহ্যজগৎ) ইহাদের নিত্য সম্বন্ধ থাকে। আমাদের একমাত্র অধিকার—জ্ঞাতা জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করিতে শিখিতে হইবে। চিত্ত নির্ম্মল করিবার জন্য ব্রহ্মের (সগুণ) উপাসনা করিতে হইবে। কোনরূপ "প্রতীক" বা প্রতিকৃতি দ্বারা ব্রহ্ম ধারণা করিতে হইবে। প্রতীক-মধ্যে "রূপ" অপেক্ষা "নাম" শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম অচিন্ত্য, অবাচ্য অনির্দ্দেশ্য এবং নেতি নেতি বা নিষেধমুখে নির্দ্দেশ্য হইলেও, নাম দ্বারাই কোন রূপে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়। নামের মধ্যে যে নাম যত অধিক ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করে,—ব্রহ্মের স্বরূপ ধারণায় সাহায্য করে, সেই নামই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরি, কালী, দুর্গা প্রভৃতি "নাম" ব্রহ্মের আংশিক তত্ত্বজ্ঞাপক।

কেবল ওঁকার পূর্ণরূপে ব্রহ্মবাচক—ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞাপক। প্রণবের চারি মাত্রা, ব্রহ্মের চারিপাদ। প্রণব বা ওঁকার শব্দের মূলরূপে শব্দজগতে সর্ব্বব্যাপক, ব্রহ্মও জগতে সর্ব্বব্যাপক। ওঙ্কার শব্দ-জগতের মূল কারণ, ব্রহ্মও এ ব্যক্ত জগতের মূল কারণ। অতএব যদি কোন শব্দ দ্বারাই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে হয়, তবে যে শব্দ সকল শব্দের মূল, যে শব্দ সর্ব্বব্যাপী, যে শব্দের মাত্রার সহিত ব্রহ্মপদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, যে শব্দ উচ্চারণ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, যাহা জপের বিশেষ সুবিধাজনক, যে শব্দ দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, যাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায়, যে শব্দের জপ সিদ্ধিতে সংসারাতীত হওয়া যায়, যে শব্দ প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপক, তাহার ব্যাহরণই মুমুক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত।

শব্দ জগতে ওঙ্কার সর্ব্বব্যাপী। কেননা, প্রত্যেক শব্দের মূল এই ওঙ্কার। আর যাহা কিছু মূল শব্দ, তাহাও এই ওঙ্কার। আমরা যে কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করি, অন্তরে ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক তাহা উচ্চারণ করিতে হয়। যাহা হউক সর্ব্বত্র ওঙ্কার ধ্বনি শুনিতে শিখিলে, ও ওঙ্কার ব্রহ্ম এই একাক্ষর ব্যাহরণ করিলে, আমরা সর্ব্বত্র অন্তরে বাহিরে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে পারি, এইরূপে প্রণব জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা ঈশ্বর প্রণিধানরূপ যোগ সিদ্ধি হয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যায় যে, ওঙ্কারের সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্য আছে মাত্র, ওঙ্কার কেবল ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। কিন্তু উপনিষদ্ অনুসারে ওঙ্কার সুধু ব্রহ্মের প্রতীক নহে, ইহা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, বা পর ও অপর ব্রহ্ম। একথা নানা শ্রুতিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়াছি। এই গূঢ়তত্ত্ব এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সৃষ্টির বাহিরে, জ্ঞানের বাহিরে, phenomenaর বাহিরে ব্রহ্ম কি, তাহা মানব জ্ঞানে ধারণা হয় না। মানব জ্ঞানের শেষ সীমায় গিয়া এই মাত্র জানিতে পারে যে, সৃষ্টি শব্দজ বা বাক্যজ। ব্রহ্মের 'সংকল্প'

বা 'ঈক্ষণ' শ্রুতি অনুসারে সৃষ্টির মূল। ("সঃ অকাময়ৎ বহু স্যাম প্রজায়েয় ..."ইত্যাদি শ্রুতি)। শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মের সংকল্পের পর তপস্যা এবং তপস্যা হইতে সৃষ্টি। সৃষ্টিমূলে যে কল্পনা, যে ঈক্ষণ, যে তপস্যা, যে কামনা, যে ধ্যানের কথা শ্রুতিতে আছে, তাহা ভাষা বা বাক্য ব্যতীত সম্ভব নহে। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কারণ, চিন্তা করিতে অস্ফুট অর্থাৎ চারি প্রকার শব্দের মধ্যে পশ্যন্তী বা মধ্যমা—কোন একরূপ শব্দের প্রয়োজন। চিন্তার মূল যে সামান্য জাতিত্ব যে concept, যে নাম, তাহাও শব্দ ব্যতীত ধারণা হয় না। ভাষা ব্যতীত চিন্তা করা যায় না।

অতএব কল্পনা, ধ্যান, চিন্তা, বা ঈক্ষণ সকলের মূল—ভাষা, বাক্য, শব্দ। একথা আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।

"The theory of thought and language being inseparable...has at last been recognised by modern philosophers also."

Max Muller's Vedant Philosophy P. 141.

দার্শনিক পণ্ডিতগণ আরও অগ্রসর হইয়াছেন। স্পাইনোজা (Spinoza) বলিয়াছেন,—ব্রহ্মের দুই ভাব—Thought (চিৎ) ও Existence (সৎ)। হেগেল বলিয়াছেন—"Thought and Being are one" চিৎই সৎ। চিৎ বা নিত্যবিজ্ঞানই সর্ব্ব অস্তিত্বের মূল।

"The ultimate unity of thought and being is a principle, to doubt which is impossible * * *. The Thought—which does not pertain to us individually, but is the universal life of all intelligence or the life of the universal,—is absolute Being."

(Caird's Philosophy of Religion pp. 148-150).

এইজন্ত জর্ম্মান পণ্ডিত হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন—

"The highest notion is the Absolute Idea—the unity of life and cognition ;—the Idea realising itself into activity is Nature, from which returning to itself is Spirit."

(Sewegler's History of philosophy p. 331.)

এই সকল কথাই বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত-মূলক। এই তত্ত্ব গ্রীক পণ্ডিতগণও বুঝাইয়াছেন। ষ্টোয়িক পণ্ডিতদিগের মতে,—

"The creative thoughts of the Supreme Being were called the logoi, and conceived as one, the Logos of God".

Max Muller's Vedant philosophy p. 151.

যাহা গ্রীক ষ্টোয়িকদের Logos, যাহা Platoর Idea, যাহা হেগেলের Absolute Idea, যাহা স্পাইনোজার Thought, যাহা ফরাসী দার্শনিক কুঁজের Absolute Reason, অথবা যাহা জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্টের মতে Transcendental Reason, তাহাই বেদান্তের চিৎ, জ্ঞান বা বিজ্ঞান বা ঈক্ষণ, তাহাই বাক্‌রূপে ব্যক্ত, তাহাই শব্দব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ ধারণ হইলে, এবং বাক্ বা শব্দই ব্রহ্মের ব্যক্তরূপ ইহা বুঝিলে, ওঙ্কার যে ব্রহ্ম তাহার ধারণা হইতে পারে। উপনিষদে এই সকল তত্ত্ব বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র। শ্রুতিতে আছে,—অক্ষরব্রহ্ম হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছে।

"তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।" (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৮)।

এই প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতরেয় ৩।৩)। সেই প্রজ্ঞাই বাক্—"কা প্রজ্ঞতা...বাক্ এব" (বৃহদারণ্যক ৪।১।১২)। সেই বাক্‌ই ব্রহ্ম,

বাক্যের দ্বারাই এ সকল সৃষ্টি হইয়াছে—"বাগ্ বৈ ব্রহ্ম" (বৃহদারণ্যক ১।৩।২১)। "স তয়া বাচা...ইদং সর্ব্বম্ অসৃজৎ" (বৃহদারণ্যক ১।২।৫)। এই বাক্ হইতেই সকল জানা যায়। "বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি" (ছান্দোগ্য ৭।২।১)। "যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্ হি বিজ্ঞাতা, বাগেনং তদ্ভূত্বাবতি" (বৃহদারণ্যক ১।৫।৮)। "সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব প্রজ্ঞায়ন্তে বাগ্ বৈ পরমং ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যক ৪।২।১, এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ৮।১।২ ও ৯।১।৬ দ্রষ্টব্য)।

এই বাক্য হইতেই নামরূপ। নাম (concepts) ও রূপ (percepts) দ্বারা জগৎ প্রকাশিত। "নামরূপে ব্যাকরবাণীতি" (ছান্দোগ্য,৬।৩।২)। "বাগেবাস্মিন্ সর্ব্বাণি নামানি অভিবিসৃজ্যন্তে বাচা সর্ব্বাণি নামানি আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া বাচং সমাসহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামানি আপ্নোতি।" (মৈত্রায়ণী ৩।৩।৫-৬)।

এইজন্য এই বাক্যকে ব্রহ্মশরীর কহে—

"যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো, যং বাঙ্ন বেদ, যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়তি......।" (বৃঃ আঃ ৩।৭।১৭)।

এই বাক্ তেজোময়ী (ছাঃ ৬।৫।৬), জ্যোতীরূপা ("বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি"—বৃঃ আঃ ৪।৩।৫)। ইহা আকাশের আয়তন ("বাগে-বায়তন আকাশঃ প্রতিষ্ঠা"—বৃঃ আঃ ৪।২।১)। ইহা সকল বেদের আয়তন ("সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেবায়তনম্"—বৃঃ আঃ ২।৪।১১)। এই বাক্যেই অগ্নি প্রতিষ্ঠিত (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৪, ও প্রশ্নঃ ২।১২)। ইহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত (বৃঃ আঃ ১ ৩।২৭)। এই লোকই বাক্ ("বাগেবায়ং লোকঃ"—বৃঃ আঃ ১।৫।৪)।

এই বাক্ই মাতা, ("বাঙ্মাতা"—বৃঃ আঃ ১।৫।৭)। এই বাক্ই অম্ভৃণ ঋষি (ওঁ + হ্রীং) হইতে উৎপন্না বাগ্দেবী—'দেবী-সূক্তের' বক্তা বা ঋষি। ইনিই হৈমবতী উমা ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মবিদ্যারূপে ব্যক্ত হইয়াছিলেন

(কেন উপনিষদ্)। ইনিই পরমা প্রকৃতি বা ব্রহ্মের পরা শক্তি মায়া। ইহাই বিশ্বের মূল কারণ, তাঁহা হইতেই বিশ্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ইনিই বিশ্ববীজ। এইজন্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক দেবীর স্তবে ইঁহাকে সার্দ্ধত্রিমাত্রারূপিণী বলা হইয়াছে। এইজন্য চণ্ডীতে দ্বিতীয় স্তবে উক্ত হইয়াছে যে, এই দেবী—

"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্য পদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥"

সে যাহা হউক, এই বাক্ ও শব্দ একই। "যঃ কশ্চ শব্দবাগেব।" (বৃঃ আঃ ১।৫।৩)। আর যাহা শব্দ—তাহাই ওঙ্কার, কেননা, ওঙ্কার সকল শব্দের আদি, সকল শব্দে ওতপ্রোত। "যঃ শব্দঃ তৎ ওঁ ইতি এতৎ অক্ষরম্।" (মৈত্রায়ণী ৬।২৩)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

"(প্রজাপতিঃ) তানি (অক্ষরাণি) অভ্যতপৎ, তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ। তৎ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সন্তৃণ্নানি এবং ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সন্তৃণ্না ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" (২।২৩।৪)।

অর্থাৎ প্রজাপতির তপস্যা হইতে ওঙ্কার আবির্ভূত হইল। যেমন একটি পর্ণনাল সকল পর্ণের আধার, তেমনি এক ওঙ্কার সকল বাক্যের আধার। ওঙ্কারই এই সমুদায়।

আমরা এই তত্ত্ব পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতএব ব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতে বাগ্‌রূপ হন। সর্ব্বশব্দমূল ওঁকার-রূপে প্রকাশিত হন, এবং এই ওঙ্কারের মধ্য দিয়া অনন্ত শব্দরূপে ব্যক্ত হন, এবং ওঙ্কাররূপে সকল শব্দে—সমুদয়বাক্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন।

এই ওঙ্কার দ্বারা সর্ব্ব বাক্—সমুদায় শব্দ বিধৃত,—আর বাক্ বা শব্দ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট ও বিধৃত। অতএব ওঙ্কারই 'এ সমুদায়'।

"ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সন্তৃণ্ণা ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্।"

(ছান্দোগ্য উপঃ—২।২৩।৪)

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 'তৎ'-ব্রহ্ম এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার জন্য ঈক্ষণ করেন বা কল্পনা করেন—'আমি বহু হইব।'—

"তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।"

(ছান্দোগ্য উপঃ—৬।২।৩)

অক্ষর ব্রহ্ম এই বহু হইবার কল্পনা হেতু শব্দরূপ হন। কেন না শব্দ বা বাক্ই এই মূল বহু কল্পনাকে ধারণ করে। যাহা মূল শব্দ,—তাহা ওঙ্কার, তাহাই Logos, তাহাই Word। সেই শব্দাত্মক ব্রহ্মই 'নাম' দ্বারা সেই সকল 'বহু হইবার কল্পনা' (Ideas) অভিব্যক্ত করেন। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"তদেনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি।
বাগেবাস্মিন্ সর্ব্বাণি নামানি অভিবিসৃজ্যন্তে
বাচা সর্ব্বাণি নামানি আপ্নোতি।"

(কৌশিতকী উপঃ—৩।৩-৪)

এইরূপে ওঙ্কার দ্বারা শব্দমূল সমুদায় জগৎ বিধৃত হয়। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'ওঙ্কারই এই সমুদায়'।

এই ওঙ্কারই 'একাক্ষর ব্রহ্ম' (গীতা, ৮।১৩)। ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনিই সমুদায় বাক্যের মধ্যে এই 'একাক্ষর',—"গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্" (গীতা ১০।২৫)। তিনিই একাক্ষর প্রণবরূপে সর্ব্ববেদে স্থিত (গীতা ৭।৮)। এই একাক্ষর বা পবিত্র ওঙ্কাররূপেই তিনি বেদ্য বা জ্ঞেয়,—

"বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ।" (গীতা, ৯।১৭)।

এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সর্ব্ব বাক্‌-মূল বেদের উৎপত্তি। তাই বেদকে 'ব্রহ্ম' বা 'শব্দব্রহ্ম' বলা হয়। তাই উক্ত হইয়াছে যে, অক্ষর হইতে 'ব্রহ্ম' বা শব্দব্রহ্ম সমুদ্ভূত।—

"ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্‌" (গীতা, ৩।১৫)।

অক্ষর পরমব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, 'বহু হইবার' কল্পনাকে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া, আত্মা দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ও বিজ্ঞানরূপে ধারণ করিয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হন। (ছান্দোগ্য উপঃ, ৬।৩।২)। যাহা আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় ও ভোগ্য সংসার,—তাহা বেদ বা শব্দব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। এই সৃষ্টির বা সংসার-অশ্বত্থের মূলে ব্রহ্মের এই শব্দরূপই আমাদের জ্ঞানে ধারণা হয়। পরম অক্ষর ব্রহ্ম এই শব্দব্রহ্মেরও অতীত। শ্রুতিতে আছে,—

"শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ"—(মৈত্রায়ণী উপঃ—৬।২৩)।

সংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে, এই শব্দব্রহ্মকে অতিক্রম করিতে হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।"—(গীতা, ৬।৪৪)

অতএব ব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্মের মূল অর্থ বেদ বা বেদমন্ত্র। ইহা পূর্ব্বে (৩।১৫ ও ৬।৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বিবৃত হইয়াছে।

এইজন্য শতপথ ব্রাহ্মণে (৬।১।১) উক্ত হইয়াছে,—প্রজাপতি 'বহু হইব' সংকল্প করিয়া প্রথমে ব্রহ্মকে (শব্দব্রহ্মকে) সৃষ্টি করিলেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে আছে,—প্রজাপতি সিসৃক্ষু হইয়া বাক্‌কে প্রেরণ করিলেন, এবং বাক্যের দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত হইল (২০।১৪।২)। অতএব এই ব্রহ্মই শব্দব্রহ্ম। ইহাই বাক্‌,—ইহাই বেদ।

"বৃহ বা বৃন্‌হ" ধাতু হইতে ব্রহ্ম। 'বৃহ ধাতুর এক অর্থ—বৃদ্ধি পাওয়া, আর এক অর্থ—শব্দরূপে স্ফুটিত বা ব্যাপ্ত হওয়া। বৃহ ধাতু হইতে' বৃহস্পতি' শব্দ পাওয়া যায়। বৃহস্পতির অর্থ বাচস্পতি। "বাগ্‌ বৈ

বৃহতী তস্যা এষঃ পতিঃ তস্মাৎ উ বৃহস্পতিঃ।” (বৃহদারণ্যকঃ—১৩২০; ছান্দোগ্য—১২১১)। অতএব ‘বৃহ’ ধাতুর মূল অর্থ যে ‘স্ফোট বাক্’, সেই অর্থে ব্রহ্ম ও বাক্ একার্থক—এক। ‘বাগ্ বৈ ব্রহ্ম’,—(বৃহদারণ্যক—১৩২১)। এইজন্য ব্রহ্ম—শব্দব্রহ্ম। এইজন্য বেদে মন্ত্র বা সূক্তের নামও ব্রহ্ম। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

“Brahman seems to me to have meant originally what bursts forth or breaks forth, whether in the shape of thought and word, in the shape of creative power or physical force.” (Vedant Philosopy, p. 22)

অতএব শব্দরূপে ও শব্দমূল ওঙ্কাররূপে আমরা পরম ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি। বিজ্ঞানঘনরূপে শব্দরূপে তাঁহার অভিব্যক্তরূপ আমরা ধারণা করিতে পারি। ওঙ্কার রূপে—ওঙ্কারের বিন্দু নাদ ও ধ্বনি রূপে পরম ভাবে, এবং ওঙ্কারের ব্যক্ত ত্রিমাত্র ভাবে আমরা পরমব্রহ্মকে কতকটা জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি। এই ধারণার এক হেতু এই যে, শব্দ নিত্য,—আমাদের উচ্চারণ বা অনুচ্চারণ দ্বারা শব্দের সৃষ্টি বা নাশ হয় না। শব্দকে যদি নিত্য বলা যায়, তবে শব্দ অবশ্য ব্রহ্ম। কেননা অদ্বৈতমতে এক ব্যতীত দ্বিতীয় সৎ-বস্তু থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, ওঙ্কারাত্মক শব্দ যে জগতের মূল, জগতে সর্ব্বব্যাপ্ত, তাহা অন্যরূপেও বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। শব্দ আকাশের তন্মাত্র। আকাশে যে ‘শব্দ’ তাহা ভগবানেরই বিভূতি (গীতা, ৭।৮)। সাংখ্য-মতে আকাশভূতের কারণ যে শব্দ-তন্মাত্র, তাহা প্রকৃতিজ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। আকাশ হইতে দিক্ কালের অভিব্যক্তি। তাহাতেই জগৎ বিধৃত। বেদান্তমতে “আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা।’ (ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১)। অতএব সৃষ্টিকল্পে যে নামরূপের অভিব্যক্তি হয়, শব্দাত্মক আকাশই তাহার নির্ব্বাহক। যাহা (আ) সর্ব্বত্র (কাশঃ)

প্রকাশমান, যাহা আকাশ—তাহাই ব্রহ্ম,—নামরূপ তাহারই অন্তর্গত। 'তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য ৮।১৪।১)।

এই শব্দাত্মক আকাশ যে ব্রহ্ম,—তাহা শ্রুতিতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্যত্র আছে (৩।১২।৭-৯) যে, এই ব্রহ্ম—পুরুষের বাহ্যেন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত মহাকাশ, তাহার অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত অন্তরাকাশ ও তাহার হৃদিস্থ হৃদাকাশ। সে যাহা হউক, এই আকাশই সৃষ্টির মূল। ইহা আত্মা বা ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ। 'আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ······" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়—২।১।১)। এই আকাশ হইতেই ভূতসৃষ্টি হয়। "ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি।" (ছান্দোগ্য—১।৯।১)।

অতএব এই আকাশ ও তাহার আধার শব্দরূপে ব্রহ্মই এ জগতের কারণ। এই শব্দ শক্তিরূপ। তাহার মূল—প্রাণ। এই প্রাণতত্ত্ব পূর্ব্বে (৭।৪ ও ৮।২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বিবৃত হইয়াছে। এই প্রাণই ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ—প্রাণই ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক, ৪।১।৩)। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"প্রাণং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ, প্রাণাৎ হি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্তি।" (তৈত্তিরীয় উপঃ—৩।৩।১) প্রাণন হইতে প্রাণ। "প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭ ; ছান্দোগ্য ১।৩।৯)। 'প্রাণন্' ও 'এজৎ' একার্থক। "এজৎ প্রাণন্ নিমিষৎ চ যৎ" (মুণ্ডক, ২।২।১)। সেই প্রাণন্ বা এজৎ (Rhythmical motion বা vibration) হইতে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহা হইতে জগতের বিকাশ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।" (কঠ, ৬।২)।

অর্থাৎ যাহা কিছু এই জগৎ, তাহা প্রাণে (শাঙ্করভাষ্য অনুসারে—প্রাণাখ্য পরব্রহ্মে) স্থিত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে, এবং তাহা হইতেই

নিঃসৃত বা নির্গত হইয়া নিয়মিত হইতেছে। অতএব এই জগৎ প্রাণের অনুকম্পন বা স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত ও প্রাণের সর্ব্বব্যাপক উন্মেষ নিমেষ ক্রিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণের মূল উন্মেষ (immanation) ক্রিয়ায় এ জগতের অভিব্যক্তি—আর নিমেষ (absorption) ক্রিয়ায় ইহার লয় হয়।

এইরূপে প্রাণের উন্মেষনিমেষরূপ স্পন্দনের দ্বারা জগতের সৃষ্টি লয় ব্যাপার নিয়ত চলিতে থাকে। অতএব এই প্রাণই অক্ষর ব্রহ্ম।

"তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণ স্তদু বাঙ্‌মনঃ।" (মুণ্ডক—২।২।২)।

এই প্রাণই প্রণব। আমরা বলিতে পারি যে প্রাণের অভিব্যক্তিতে (উন্মেষে) 'মা',—আর ইহার বিলয়ে (নিমেষে) ওঁ। আমাদের মধ্যে প্রাণ ক্রিয়ার শ্বাস গ্রহণে ওঁ, আর শ্বাস ত্যাগে 'মা'। ইহাই 'অজপা'। অতএব মুখ্যপ্রাণই ওঙ্কার।

এই জন্য মুখ্য প্রাণকে ওঙ্কাররূপে উপাসনার উপদেশ শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। (ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই জন্য শ্রুতিতে প্রাণ রূপে ব্রহ্ম উপাস্য।

এই প্রাণের প্রাণন হেতু বিকাশিত ব্রহ্মের যে প্রথম ব্যক্তরূপ—আকাশ, তাহার শব্দরূপ (rhythm) অনুকম্পন—সকল ক্রিয়ার মূল। তাহাই আকাশের শব্দ, তাহাই জীবে প্রাণ, তাহাই জড়ে শক্তি, তাহাই সর্ব্বভূতের তন্মাত্র। অতএব প্রাণই শব্দের মূলরূপ।

"প্রাণঃ স্বরঃ।" (ছান্দোগ্য, ১।১৩।২)।

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, 'প্রাণই স্বরের হেতুভূত। স্বরই সকল শব্দের মূল। ওঙ্কারই সকল স্বরের মূল। সুতরাং প্রাণই সকল শব্দের,—সর্ব্ব বাক্যের হেতুভূত। প্রাণই ওঙ্কার।

অতএব জগতের মূল প্রাণ—তাহাই প্রণব,—তাহা হইতে শব্দ। প্রাণের ক্রিয়া—স্পন্দন বা অনুকম্পন (এজৎ) ঘাত-প্রতিঘাত—আকর্ষণ-

বিক্ষেপ। সেই অনুকম্পনই শব্দ। যেখানে শক্তি-ক্রিয়া, সেইখানেই শব্দ। সকল শব্দ—সর্ব্বরূপ স্পন্দন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও, অনন্ত জগতে অনন্তরূপ শক্তিক্রিয়ার হেতু শব্দও অনন্তরূপ।. কিন্তু মূল শব্দ এক। অনন্তশব্দ-পল্লব যুক্ত সংসারবৃক্ষের মূল সেই এক শব্দ—সেই প্রণব। শব্দের মধ্যে যাহা আমাদের নিকট অর্থযুক্ত বাক্য, তাহার মূলও এই প্রণব। এই প্রণবের মূলরূপ ওঙ্কার,—সর্ব্বত্র মূলশব্দ ওঙ্কার। অতএব এই অর্থে ওঙ্কার সুধু শব্দজগতের মূল নহে, ইহা এই ব্যক্ত বিশ্ব-জগতের মূল। জগতে যে নিয়ত শক্তির ক্রিয়া—যে প্রাণন যে নর্ত্তন যে স্পন্দন চলিতেছে, তাহার মূল এই ওঙ্কার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়ত এই ওঙ্কারধ্বনি হইতেছে। জগৎ ওঙ্কারময়। এই ওঙ্কাররূপ আধারে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আমরা সর্ব্বত্র এই ওঙ্কার শুনিতে পাই না সত্য, কিন্তু এই ওঙ্কার যে সর্ব্বত্র নাদ অনাহত-রূপে ধ্বনিত হইয়া এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহা যোগিগণ সাধনাবলে জানিতে পারেন। শ্রুতিতে আছে,—

> "অনাহতং চ যৎ শব্দং তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
> ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি র্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
> তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥" (ইতি গীতাসার)

সেই অনাহত শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। তাহা যোগীর প্রত্যক্ষ গোচর। "বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক যে জন"। তাহা সকল শব্দের 'পরা' রূপ। তবে যে শব্দ ব্যক্ত' (বৈখরী), তাহার মধ্যে সহজে উচ্চার্য্য শব্দে প্রণব ধ্বনি চেষ্টা করিলে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রণবেব মূলরূপ ওঁ ও মা। সুতরাং ওঁকারের ন্যায় 'মা' ধ্বনিও চেষ্টা করিলে সাধনা দ্বারা সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা জানিতে পারি যে, যাহা কিছু অবিকৃত শব্দ সহজে আপনিই উচ্চারিত হয়, তাহার রূপ এই প্রণব—'ওঁ' বা 'মা'।

শিশু আপনিই অন্যবাক্য উচ্চারণ শিখিবার পূর্ব্বে 'মা' 'মা' বলে। গো মেষাদি পশু-শিশুও ম্যা ব্যা বা ওম্-মা' বলিয়া ডাকে। সেইরূপ সর্ব্বত্র অব্যাকৃত শব্দে প্রণবধ্বনি পাওয়া যায়। জীব যখন কথা কহে না, কেবল সুরের দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করে, তখন এই ওঙ্কার পাওয়া যায়। অনুকৃতিতে বা আদেশে ওঁ (তৈত্তিরীয় ১।৮), বালকের ক্রন্দনে ওঁ মা, বৃদ্ধের দুঃখপ্রকাশে ওঁমা, হাসিতে হো হো হা হা মধ্যে ওঁ, জন্তুদের অধিকাংশ উচ্চারণমূলে ওঁমা, যাতনা প্রকাশে ওঁমা, মেঘগর্জ্জনে ওঁ, সমুদ্রের তরঙ্গে ওঁ, গানের সুরে ওঁ, যন্ত্রের সুরে ওঁ। কোথাও 'ওঁ', কোথাও বা 'মা', কোথাও 'ওঁমা'। সর্ব্বত্র ওঁমা,—সর্ব্বত্র প্রণবধ্বনি।

যেমন বাহিরে এই প্রণব ধ্বনি তেমনি অন্তর্হৃদয়াকাশেও ঐ ধ্বনি,— 'অন্তর্হৃদয়াকাশশব্দং' (মৈত্রায়ণী—২।২২)। হৃদয়ে যে ধ্বনি নিয়ত হইতেছে, তাহা 'ব্যোম্ ব্যোম্', ফুসফুসের ক্রিয়াতে যে শোঁ শোঁ শব্দ, তাহাও ঐ ওঁ বা মা। অতএব বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র ওঁ। জগতের বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র ওঁ। ওঁ ব্রহ্ম। বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম—সর্ব্বত্র প্রণব। এই প্রণব সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বমূল, সর্ব্বাধার। প্রণব শব্দব্রহ্ম,—প্রণব ব্রহ্ম —প্রণব পর ও অপর ব্রহ্ম।

অতএব দেখা গেল যে,—সৃষ্টির মূল ব্রহ্মের কল্পনা। তাহার মূল বাক্য। তাহাই শব্দব্রহ্ম। তাহা হইতে নামরূপ। তাহা হইতে প্রাণরূপ অনুকম্পন ক্রিয়া। তাহা হইতে অথবা শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ। আকাশ হইতে ব্যক্ত জগতের বিকাশ। বাক্যের মূল অক্ষর। অক্ষরের মূল স্বর, স্বরের মূল অ, উ, ম্। ইহাই ওঁকার। ওঁকার মূল শব্দ—সকল শব্দে ওতপ্রোত। অতএব 'ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্'। অতএব ওঁকারই ব্রহ্ম।

বাইবেলেও প্রায় এই কথা আছে।—

"In the beginning was the Word, that Word was with

God, and that Word was God...All things were made by the Word and without the Word not anything was made that was made'.

এই Wordই ওঁকার। বাইবেলের ত্রিমূর্ত্তি (Trinity—God the Father, God the Son এবং God the Holy Ghost) ইহা এই ওঙ্কারের তিন মাত্রা—ব্রহ্মের তিন সগুণ অবস্থা। বাইবেলের ও ইহুদীদের "Amen" মধ্যে এই ওঁকার প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোরাণের অধিকাংশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে আলিফ্‌, লাম্‌, মীম্‌ বা 'আল্‌ম্‌'—বোধ হয় ওঁকারের রূপান্তর। অতএব সর্ব্বত্র ব্রহ্মের নাম এই ওঁ। ব্রহ্মই ওঁ। ওঁকার প্রণব, ওঁকার উদ্গীথ, ওঙ্কার পরম ব্রহ্ম।

এই ওঙ্কাররূপ প্রণব চিন্ময়। "চিন্ময়ো হ্যয়মোঙ্কারঃ।" (নৃসিংহ তাপনীয় উপঃ, ৮)। এই ওঙ্কারই আত্মা বা পরব্রহ্ম (নৃসিংহ তাপনীয়, ৬)। বলিয়াছি ত ইহার ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা অধিকার করিয়া ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। তাই ওঙ্কার "চতুরূপ" (নৃসিংহ তাপনীয়, ২), বা চতুষ্পাৎ (মাণ্ডুক্য ৬)। এই ওঙ্কারের ত্রিমাত্রারূপে পরমেশ্বর ধ্যেয়, আর মাত্রাতীত (বা অর্দ্ধমাত্রা) রূপে—নাদ বিন্দুরূপে অক্ষর ব্রহ্ম ও অক্ষরাতীত পরম ব্রহ্ম ধ্যেয়। ওঙ্কারের শব্দাতীত অশব্দরূপ বা নির্বিশেষ অনির্ব্বাচ্য-রূপই—পরম ব্রহ্ম। এই প্রণব রূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও ধ্যেয়।

এইরূপে আমরা ওঙ্কারের অর্থ ভাবনা করিলে জানিতে পারি যে, ওঙ্কারের মাত্রার সহিত ব্রহ্মের বা আত্মার তিন ব্যক্ত পাদ ও অব্যক্ত পরমপদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহা যে কেবল ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক, তাহা নহে। ওঙ্কারই ব্রহ্ম। ওঙ্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম। ওঙ্কারই শব্দ-ব্রহ্ম—ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ। আর এই ওঙ্কারই আত্মা, ওঙ্কারই এ সমুদায়। ওঙ্কারের ত্রিমাত্রাই পরমেশ্বর—দিব্য পরমপুরুষ। তাহার অব্যক্ত মাত্রাই অক্ষর ও অক্ষরাতীত পরম ব্রহ্ম। ওঙ্কারই 'মা'রূপে ব্রহ্মের পর-

শক্তি—পরমামায়া। তাহাই তাঁহার মহালক্ষ্মীরূপ। ওঁ-মা ই প্রণবের মূলরূপ, —জগতে সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত ব্রহ্মের পিতৃ-মাতৃ শক্তি,—জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা পরমা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্ম। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। যাউক, প্রণবের 'মা'রূপের রহস্য এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। গীতায় কেবল প্রণবের ওঙ্কাররূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাই বুঝিতে হইবে। *

• এই একাক্ষর ব্রহ্ম ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে, তবে পরমগতি লাভ হয়। আজীবন সততঃ এই ওঁকার জপ করিতে পারিলে, তবে মৃত্যুকালে এই ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে যোগস্থ হইয়া দেহ ত্যাগ সম্ভব হয়। এই ওঙ্কার কিরূপে উচ্চারণ করিতে হয়, এবং ওঙ্কার উচ্চারণকালে যোগস্থ হইয়া কিরূপে একাগ্র চিত্তে ভগবান্‌কে দিব্য পরমপুরুষরূপে—অথবা অন্য কোন বিশেষ ধ্যেয়রূপে ধ্যান করিতে হয়, তাহার তত্ত্ব গুরূপদেশলভ্য। গুরূপদেশ বিনা তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

* প্রণবের 'মা' রূপ এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন যে 'মা' যে প্রণবের একরূপ, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই। এ কথা এক অর্থে সত্য। তন্ত্রেই মাতৃরূপে ব্রহ্মের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। তবে শ্রুতিতেও তাহার ইঙ্গিত আছে। কেনোপনিষদে পরাবিদ্যারূপিণী ব্রহ্মশক্তিকে হৈমবতী "উমা" বলা হইয়াছে। 'উমা' যে প্রণবেরই এক রূপ, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই 'উমার'ই রূপান্তর 'মা'। 'মা' শব্দের উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয় যোগে মাতৃ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব 'মা'-ই মাতৃত্ববাচক মূল শব্দ। 'মা' কেবল মাতৃত্ব-বাচক নহে,—ইহা যে ব্রহ্ম-বাচক, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্বধু তাহাই নহে। 'মা' শব্দ হইতে 'মায়া',—ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। মায়া ব্রহ্মের জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা পরাশক্তি—ব্রহ্মের সান্ত সবিশেষ ভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হইবার শক্তি। অতএব 'মা'-ই ব্রহ্মের বিকাশ ভাব—manifest রূপ, ব্রহ্মের সগুণ—immanent স্বরূপ। ওঁ ব্রহ্মের নির্গুণ transcendent স্বরূপ বা তাহার নির্দ্দেশক, আর 'মা' ব্রহ্মের সগুণ immanent স্বরূপ বা তাহার নির্দ্দেশক।

অতএব প্রণবতত্ত্ব বুঝিতে হইলে—প্রণব যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশক ব্রহ্মের বাচক ও ব্রহ্ম যে প্রণব দ্বারা বাচ্য—সে তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, প্রণবের এই 'ওঁ' ও 'মা' রূপ উভয়ই বুঝিতে হয়। এ জন্ম এ স্থলে ইহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র।

ভগবান্ এস্থলে ওঙ্কার একাক্ষর ব্রহ্ম ব্যাহরণ করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। প্রণবের যে অন্যরূপ আছে আমরা দেখিয়াছি, তাহা ব্যাহরণ করিবার কথা এস্থলে উক্ত হয় নাই। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যিনি মুমুক্ষু—সংসারের অতীত হইতে চাহেন, তিনি এই ওঙ্কার জপ দ্বারা প্রথম মাত্রা 'অ' বা জাগরিত অবস্থা, তাহার পরে দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'বা স্বপ্নাবস্থা, তাহার পরে তৃতীয় মাত্রা—'ম্' বা নিদ্রাবস্থা অতিক্রম করিয়া, অমাত্র প্রপঞ্চোপশম তুরীয় অবস্থায় আসিতে পারেন,—তাঁহার লয়-যোগ সিদ্ধ হয়। তাই গীতায় মুমুক্ষুর সম্বন্ধে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রণবের যে অন্যপ্রকার রূপ আছে, তাহাতে জাগ্রৎ হইতে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি হয় না, বিকাশাবস্থা হইতে বিরাম অবস্থায় আসা যায় না। 'মা'—ব্রহ্মের পরা-শক্তিবাচক। তাঁহা হইতেই এই জগতের অভিব্যক্তি। সেই শক্তি হেতুই ব্রহ্মের তূরীয় বা বিরাম '৺' অবস্থা হইতে 'ম্' ও 'উ' অবস্থার মধ্য দিয়া 'অ' অবস্থায় আসিতে হয়। 'মা' প্রণব ব্যাহরণ ফলে 'প্রকৃতিলয়' হয়, ও নানারূপ সিদ্ধি লাভ হয়,—কিন্তু সংসার হইতে পরম মুক্তি হয় না। প্রণব হইতে যে সকল বীজের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জপেও আংশিক সিদ্ধি হয় মাত্র। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় না। কেন না শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে ও তন্ত্র হইতে জানা যায় যে, 'মা'ই 'স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী' ও 'মুক্তি-হেতু'। সে যাহা হউক, এই অবান্তর কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ওঙ্কার ব্যাহরণসহকারে দিব্য পরম-পুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে, কেন পরমগতি লাভ হয়, তাহাই আমাদের বুঝিতে হইবে, এবং সাধারণভাবে মৃত্যুর পর গতি-তত্ত্ব আমা-দিগকে বুঝিতে হইবে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে যে সকল গূঢ় ও অতি-দুর্বোধ্য তত্ত্ব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ধারণা করা দুঃসাধ্য। এজন্য বিস্তারিতভাবে এই স্থলে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

নবম অধ্যায়।

রাজগুহ্য-যোগ।

"পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥
নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুত বৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যেহি কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১
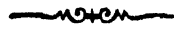
অসূয়াবিহীন তুমি, কহিব তোমারে
বিজ্ঞানসহিত এই জ্ঞান গুহ্যতম ;
জানি যাহা, মুক্ত হবে অশুভ হইতে॥ ১

অষ্টম অধ্যায়ে নাড়ীদ্বারে সগুণ ধারণাযোগ কথিত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে অর্চ্চিরাদি ক্রমে কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ অনাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু 'সেই যোগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, অন্য কোন উপায় নাই',—পাছে তাহা হইতে এইরূপ আশঙ্কা হয়, এইজন্য এই অধ্যায়ে সাক্ষাৎ বা সদ্যঃ মোক্ষপ্রাপ্তিসাধন ব্রহ্মজ্ঞান বা সম্যক্‌জ্ঞান—বাসু ই

সব, আত্মাই সব, এক অদ্বিতীয়,—এই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে (শঙ্কর)।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে—মূর্দ্ধন্য (সুষুম্না-মধ্যস্থ ব্রহ্ম বা চিত্রা) নাড়ীদ্বারে হৃদয় কণ্ঠ ভ্রূ প্রভৃতি মধ্যে ধারণা-সংস্কৃত সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বার-সংযমযুক্ত যোগে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎক্রান্ত প্রাণের অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, ও সেখানে সম্যক্ জ্ঞান লাভানন্তর কল্পান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ ক্রমমুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু গীতায় অন্যত্র (৮ম অধ্যায়ের ১৪শ এবং ২২শ শ্লোকে) অনন্যভক্তির দ্বারা পরমপুরুষপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ক্রমমুক্তির উপায় ক্লেশকর, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদ্-ভক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি অল্পায়াসসাধ্য। নবম অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে,—অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও সেই ধ্যাননিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে, আর নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও জ্ঞাননিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে (মধুসূদন)।

পরমেশ্বরতত্ত্ব ভক্তি দ্বারা সুলভ, অন্য উপায়ে সুলভ নহে,—ইহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও ভক্তের অসাধারণ প্রভাব উক্ত হইয়াছে (স্বামী)।

বিজ্ঞানানন্দঘন অসংখ্যেয় কল্যাণ-গুণ রত্নালয় সর্ব্বেশ্বর আমি বাসুদেব শুদ্ধভক্তিসুলভ,—ইহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইদানীং অর্থাৎ এই অধ্যায়ে ভক্তির উদ্দীপক ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও তাহার প্রভাব উক্ত হইয়াছে (বলদেব)।

এই অধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

এই অধ্যায়ে উপাস্য পরম পুরুষের মাহাত্ম্য ও ভক্তিরূপ উপাসনার স্বরূপ কথিত হইয়াছে (রামানুজ)।

কিরূপে ভগবান জ্ঞেয় হন, সেই প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে (হনু)।

ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি?—এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্নদ্বয় নবম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে (নীলকণ্ঠ)।

সপ্তম অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে (মাধ্বভাষ্য)।

শঙ্কর ও মধুসূদনের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, গীতায় দুইরূপ মুক্তির কথা উক্ত হইয়াছে,—ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি। যোগ অর্থাৎ ঈশ্বর বা অক্ষর ব্রহ্ম ধ্যান দ্বারা ক্রমমুক্তি হয়, আর জ্ঞান সাধনা সিদ্ধিতে সদ্যোমুক্তি হয়। ইঁহাদের মতে পূর্ব্ব অধ্যায়ে ধ্যানসিদ্ধিতে ক্রম-মুক্তির কথা উক্ত হইয়াছে, আর এ অধ্যায়ে সদ্যোমুক্তির উপায়ভূত জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই আছে—যোগের দ্বারাই কেবল ভগবান্‌কে সমগ্র বা সম্যক্‌রূপে জানা যায়। সেই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের কথা সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সেই অধ্যায়ে আছে—"নিত্যযুক্ত একভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ," কেননা,—'বাসুদেবই সব' এই জ্ঞান প্রকৃত-রূপে লাভ করিয়া বহু জন্ম পরে জ্ঞানী ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা মোক্ষলাভ জন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যোগ সাধন করেন, তাঁহারাই সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন—অর্থাৎ ব্রহ্মের অধ্যাত্ম, অধিকর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধি-যজ্ঞ প্রভৃতি তত্ত্ব জানিতে পারেন, এবং মৃত্যুকালেও তাঁহার সে জ্ঞান অবিকৃত থাকে। এজন্য অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, এইরূপে বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অন্তকালে, ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া যে কলেবর ত্যাগ করে, সে ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয়, (৫ম শ্লোক)। আর যে ওঙ্কার ব্যাহরণ পূর্ব্বক ভগবানকে স্মরণ করিতে

করিতে দেহত্যাগ করে, সে পরমগতি লাভ করিয়া পরম অক্ষর পদ প্রাপ্ত হয় (১১শ শ্লোক)। সেস্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্‌জন অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (২৪শ শ্লোক)।

সুতরাং গীতায়, বিশেষতঃ উক্ত দুই অধ্যায়ে সদ্যোমুক্তির কথা উক্ত হয় নাই। এ অধ্যায়েও তাহার কথা নাই। ক্রমমুক্তির ও পরম গতি প্রাপ্তির কথাই আছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের (২৪শ শ্লোকের) টীকায় উক্ত হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ, প্রভৃতিতে ও বেদান্তদর্শনে এই ক্রমমুক্তির কথাই আছে। কেবল বৃহদারণ্যকে (৪।৪।৬) "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এই উক্তির দ্বারা সদ্যোমুক্তির আভাস আছে। শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণের মতে গীতার নবম অধ্যায়ে এই সদ্যোমুক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এ অধ্যায়ে কোথাও সদ্যোমুক্তির কথা নাই, এবং এ অধ্যায়ে যে পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন ভক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহার ফলে যে সদ্যোমুক্তি লাভ হয়—মৃত্যুকালে আর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, তাহা উক্ত হয় নাই। গীতায় প্রধানতঃ 'অপুনরাবৃত্তি'র কথা আছে—এবং ঈশ্বরভাব ও অক্ষর ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং সেই মোক্ষ যেরূপে লাভ করা যায়, তাহার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উপায়মধ্যে কোন্ উপায়ের দ্বারা যে সদ্যোমুক্তি হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর প্রাণ উৎক্রমণ করে না,—তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই। এইজন্য এই অধ্যায় সম্বন্ধে স্বামী বলদেব রামানুজ প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অধিক সঙ্গত বোধ হয়। এ অধ্যায়ে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই অধ্যায় শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। সংক্ষেপতঃ সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ যে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—যে ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং ভগবানকে সমগ্র জানিবার উপায় যে ভক্তিযোগ বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই

অধ্যায়ে সেই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন ভক্তি ও উপাসনা বিবৃত হইয়াছে।

(১) অসূয়াবিহীন—দোষদৃষ্টিহীন। ভগবৎস্বরূপে উপদেষ্টা পুনঃপুনঃ স্বমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা দোষদৃষ্টি সম্ভব থাকিলেও, যিনি তাঁহাতে দোষদৃষ্টিবিহীন (স্বামী)। গুণে দোষদৃষ্টি—অসূয়া। সর্ব্বদা আত্মৈশ্বর্য্য উপাখ্যান দ্বারা আত্ম-প্রশংসা করিতেছেন বলিয়া, উপদেষ্টার প্রতি দোষদৃষ্টি সম্ভব হইলেও যিনি এরূপ দোষদৃষ্টিবিহীন। ইহা দ্বারা আর্জ্জব সংযম প্রভৃতি শিষ্যগুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (মধুসূদন)।

বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান—(সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। অনুভবযুক্ত সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিসাধন সম্যক্ জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান (শঙ্কর)। অনুভবযুক্ত অববোধ (হনু)। বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায়, তাহাই বিজ্ঞান, অর্থাৎ উপাসনা। তাহার সহিত জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান। (স্বামী)। জ্ঞান, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণজ ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান। বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান। পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত ধ্যান হইতে এই জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য আছে। এই জ্ঞানই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন। ধ্যান অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা সেই জ্ঞানের নিবর্ত্তক মাত্র। তাহা জ্ঞান উৎপাদন পূর্ব্বক ক্রমে মোক্ষের হেতু হয় মাত্র। (মধু)। জ্ঞান—ভক্তিরূপ উপাসনাখ্য জ্ঞান। আর উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞানই—বিজ্ঞান (রামানুজ)।

এই জ্ঞান—ঈশ্বর (মৎ) কীর্ত্তনাদি লক্ষণ ভক্তিরূপ জ্ঞান। ঈশ্বরানুভবে তাহার অবসান হইলে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান হয় (বলদেব)।

জ্ঞান—পরমাত্মজ্ঞান, বা ভক্তি-সমন্বিত পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান যাহা দ্বারা স্বরূপ মাহাত্ম্য জানা যায়। আর উপাস্য উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞানই

বিজ্ঞান (কেশব)। জ্ঞান—ভগবদ্‌বিষয়ক ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান। বিজ্ঞান—ভক্তি প্রতিফলনরূপ অনুভব (বল্লভ)।

এই ব্যাখ্যা হইতে দেখা যায় যে, শঙ্কর ও তাঁহার অনুবর্ত্তী মধুসূদন প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এস্থলে জ্ঞান অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে তাহার অপরোক্ষ অনুভব বুঝিয়াছেন। আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এইস্থলে জ্ঞানকে ভগবদ্‌-ভক্তি-লক্ষণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে উপাসনা ফলে ভগবদনুভবকে বুঝিয়াছেন।

এস্থলে যেমন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জ্ঞান ও ভক্তি একরূপ একার্থে গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্যও শ্রেষ্ঠজ্ঞান-লক্ষণ ভক্তিকে জ্ঞানাঙ্গ বলিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা-ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে। অতএব ইঁহাদের ব্যাখ্যায় প্রকৃত বিরোধ নাই। ভগবান্‌ এস্থলে যেমন জ্ঞান বা বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তিযোগে ভজনা—এই অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিযোগ এস্থলে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভের উপায় বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, জ্ঞান ও ভক্তি এস্থলে একার্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। জ্ঞান যে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান, বা ভক্তি-রূপ উপাসনাখ্য জ্ঞান, আর বিজ্ঞান যে উপাসনা-গত ভগবদনুভব তাহা বলা যায় না। সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের এরূপ অর্থ করেন নাই। সেস্থলে রামানুজ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান অর্থে অহং-ইদং এই দ্বৈতাত্মক জ্ঞান, আর বিজ্ঞান অর্থে বিবিক্ত বিষয় জ্ঞানের সহিত 'মৎ' বা পরমাত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান—বা 'অহং-ইদং' এই দ্বৈত জ্ঞানের অতীত 'অদ্বয়' জ্ঞান। সেই অর্থ এস্থলেও গ্রাহ্য হইতে পারে।

এস্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। ধ্যান ও জ্ঞানের সম্বন্ধ এস্থলে বুঝিতে হইবে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যান বা সগুণ ব্রহ্ম ধারণারূপ যোগ ও তাহার ফলে অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি ও ক্রমমুক্তির কথা

উক্ত হইয়াছে। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইহাই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়,—মোক্ষের অন্য উপায় নাই। এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য ভগবান্ এস্থলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়োক্ত জ্ঞান উপদেশ দিতেছেন। মূল শ্লোকে আছে, 'ইদং তু জ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি।' এই 'তু' শব্দের দ্বারা এই সম্যক্ জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষ-হেতু ইহাই বিশেষভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মধুসূদন আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, ধ্যানযোগ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির নিবর্ত্তক বা উপায় মাত্র। ধ্যানসিদ্ধিতে ক্রমে জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা ক্রমমুক্তি হয়। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ স্বতন্ত্র।

কিন্তু এ অর্থও সঙ্গত হয় না। পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—যোগী জ্ঞানী অপেক্ষাও অধিক (৪৬শশ্লোক)। আর যোগিদের মধ্যে যে ঈশ্বরগত-চিত্ত—ঈশ্বর-ভক্ত—তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৪৭শ শ্লোক)। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন,যিনি ঈশ্বরে আসক্তমনাঃ হইয়া ঈশ্বরাশ্রয়ে যোগযুক্ত হন বা যোগ সাধনা করেন, তিনি সেই যোগসাধনা দ্বারা সমগ্র পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন। দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রথমে সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ভগবান্ বলিবেন তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন (৭।২ শ্লোক)। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ভগবান্ উপদেশ দিতেছিলেন। মধ্যে অর্জ্জুন প্রশ্ন করায়, অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্ম অধ্যাত্ম প্রভৃতি তত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব বিবৃত করিয়া ভগবান্ পুনরায় সেই মূল প্রসঙ্গ—বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান এই অধ্যায়ে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান—ভগবানে আসক্তমনাঃ হইয়া ভগবান্‌কে আশ্রয়পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইলে তবে লাভ হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ঈশ্বরাশ্রয়ে ধ্যানযোগসাধ্য। ধ্যানযোগ পথ ও বিজ্ঞানযোগ পথ স্বতন্ত্র নহে।

এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত

ও শরণাপন্ন হইয়া ধ্যানযোগ অভ্যাস করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (৬।১৭)

জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত করিবার জন্য এইরূপে ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত ও অনন্যশরণ হইতে হয়। ইহাই ভক্তিযোগ। পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান পরিপাকের জন্য এই ভক্তিযোগের বা ভক্তি বিশিষ্ট ধ্যানযোগের প্রয়োজন। ভগবান্ গীতা শেষে বলিয়াছেন যে, নিত্য ধ্যানযোগপর যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভ করে, এবং সেই ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ ভগবানের অভিজ্ঞান লাভ করে, এবং এই অভিজ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিয়া তদনন্তর ঈশ্বরে প্রবেশরূপ পরমগতি লাভ করে (১৮।৫১—৫৫)। ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা। শাস্ত্রে যে জ্ঞান হইতে মুক্তি উক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞান বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান। বিজ্ঞান-সহিত ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভক্তিযোগের প্রয়োজন। এজন্য এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানোপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান্ ভক্তিযোগ বিবৃত করিয়াছেন। এই অর্থে এই বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

গুহ্যতম—অতি গোপনীয় (শঙ্কর, মধু)। ধর্ম্ম জ্ঞান—গুহ্য, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্যতর, আর পরমাত্মজ্ঞান অত্যধিক রহস্যযুক্ত বলিয়া—গুহ্যতম (স্বামী, কেশব)। অথবা দ্বিতীয়াদি অধ্যায়োপদিষ্ট দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্য, সপ্তমাদি অধ্যায়ে উপদিষ্ট ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বিষয়ক জ্ঞান—গুহ্যতর, আর এ অধ্যায়ে উপদিষ্ট কেবল ভক্তিলক্ষণ এই জ্ঞান গুহ্যতম (বলদেব)।

অশুভ—সংসারবন্ধন (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। ভগবান্‌কে পাইবার বিরোধী সমুদায় অশুভ (রামানুজ, কেশব)। সংসারে পুনঃ পুনঃ

আবর্ত্তন ও সদসৎ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও দুঃখ ভোগই 'অশুভ'। বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান লাভ করিলে, তাহার ফলে সংসার হইতে মুক্তি হয়, আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না। কেন না, এই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানলাভ হইলে, মৃত্যুকালেও এই জ্ঞানে স্থিতি অবিচলিত থাকে, এবং ঈশ্বর স্মরণপূর্ব্বক অষ্টম অধ্যায়ে উপদিষ্টমার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া পরাগতি লাভ করা যায়, আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য পবিত্র উত্তম
প্রত্যক্ষগোচর ইহা, হয় ধর্ম্মযুত
নিত্য ইহা—আচরণে অতি সুখকর॥২

(২) রাজবিদ্যা—সর্ব্ববিদ্যার রাজা, (রামানুজ, স্বামী, হনু. বল্লভ)। সর্ব্ববিদ্যা অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যাই নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর, গিরি)। সর্ব্ববিধ অবিদ্যার বিনাশক বলিয়া ইহা সর্ব্ববিদ্যার রাজা (মধু, কেশব)। শাণ্ডিল্য বৈশ্বানর দহরাদি সর্ব্ববিদ্যার রাজা (বলদেব)। এস্থলে এই বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা (শঙ্কর, বল্লভ), ভক্তিরূপ জ্ঞান (বল্লভ)।

রাজগুহ্য—গুহ্যদিগের মধ্যে রাজা (শঙ্কর, রামানুজ)। গোপনীয় বিদ্যার মধ্যে অত্যন্ত রহস্যযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ (স্বামী, বল্লভ)। অনেকজন্ম-সুকৃতসাধ্য বলিয়া অধিকাংশ লোকের অজ্ঞাত (মধু)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা জন্ম সহস্রেও বহু লোকের অজ্ঞাত বলিয়া ইহা সর্ব্বগুহ্য বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (কেশব)। ইহা জীবাত্মা যাথাত্ম্যাদি রহস্য অপেক্ষাও অধিক গুহ্য (বলদেব)।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য—অর্থাৎ রাজগণের বিদ্যা—রাজগণের গোপনীয়,—এরূপ অর্থও হইতে পারে (স্বামী)। যাঁহারা রাজাদিগের ন্যায় উদারচেতা ও স্বর্গাদি ভোগে নিস্পৃহ, যাঁহারা রাজগণের মন্ত্রণা গোপনের ন্যায় এই ব্রহ্মবিদ্যা অতি গোপনে সাধন করেন, এই বিদ্যা তাঁহাদের (বলদেব)। রাজার ন্যায় মহামনাগণই এই তত্ত্ব জানিতে পারেন (রামানুজ)।

উপনিষৎ—বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনেক স্থলে পাওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থলে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। আর গীতার চতুর্থ অধ্যায় হইতেও জানা যায় যে, এই গীতোক্ত যোগ ভগবান্ প্রথম বিবস্বান্‌কে, বিবস্বান্ মনুকে ও মনু পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়রাজগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং বিবস্বান্ প্রভৃতি রাজগণের দ্বারা ইহা গোপনে রক্ষিত ছিল (হনু)। সুতরাং এই বিদ্যা পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয়-রাজ-পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছিল। এ জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যাকে ক্ষত্রিয় রাজন্যগণের গোপনীয় বিদ্যা বলা যায়।

এই ব্রহ্মবিদ্যা গোপনীয় কেন, তাহার কতক কারণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬শ হইতে ২৯শ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

পবিত্র উত্তম—অত্যন্ত পূতকর, শুদ্ধিকর। শুদ্ধিকর যাহা কিছু আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্রহ্মজ্ঞান উৎকৃষ্ট। কেননা, অনেকসহস্রজন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মমূল ইহা দ্বারা ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হয় ও পুনর্ব্বার পাপ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব হয় (শঙ্কর)।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কোন একটি পাপ নিবৃত্ত হয়, নিবৃত্ত হইয়া স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, পুনরায় সূক্ষ্মাবস্থা হইতে পুরুষের সেই পাপে প্রবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান অনেকসহস্রজন্মসঞ্চিত সমুদায় স্থূল সূক্ষ্ম পাপ ও তৎকারণ অজ্ঞানকে সদ্যঃ উচ্ছেদ করে, এইজন্য ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রকর (মধু, কেশব)।

এই বিদ্যা অত্যন্ত পাবন (স্বামী, বল্লভ), অশেষ কলুষ নাশকারী (রামানুজ)। ইহা লিঙ্গ দেহ পর্য্যন্ত সর্ব্বপাপ প্রশমন করে (বলদেব)। শাস্ত্রে আছে,—

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥"

ইতি পদ্মপুরাণ।

প্রত্যক্ষগোচর—(মূলে আছে "প্রত্যক্ষাবগমং")। সুখাদির ন্যায় অনুভবযোগ্য (শঙ্কর)। স্বানুভব (হনু)। যাহার স্পষ্ট অববোধ হয়, বা যাহার ফল দৃষ্ট (স্বামী, গিরি)। অবগম—অর্থাৎ বিষয়, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। যে ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, আমি তাহারই অন্তরে প্রত্যক্ষ হই (রামানুজ)। অবগম—অর্থাৎ যাহা অবগত হওয়া যায়=বিষয়। প্রত্যক্ষভূত বিষয় যাহার—তাহা প্রত্যক্ষাবগম। ভক্তিরূপতাপন্ন জ্ঞানের দ্বারা উপাসিত হইলে, আমি ভগবান্ সে উপাসকের প্রত্যক্ষীভূত হই—ইহাই অর্থ (কেশব)। যে প্রত্যক্ষের ইহা বিষয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অভ্যাসে তাহার বিষয় আমি পুরুষোত্তম আবির্ভূত হই। তাই সূত্রকার বলিয়াছেন,—"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ"—ইতি (বলদেব)। অবগম—যাহা দ্বারা অবগম্য হয় বা জানিতে পারা যায়। অবগম অর্থাৎ প্রমাণ—অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। অথবা অবগম—যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অর্থে অবগম, অর্থাৎ ফল—যাহার ফল প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞান স্বরূপতঃ অন্তঃসাক্ষীপ্রত্যক্ষ,—এইজন্য ইহার অবগম বা প্রমাণ—প্রত্যক্ষ। ফলেতেও ইহা অন্তঃসাক্ষীপ্রত্যক্ষ, কেননা আত্মা দ্বারা ইহা বিদিত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি ইহা জানিয়াছি,—আমার এই সাক্ষীরূপে অনুভব সার্ব্বলৌকিক, ইহা সর্ব্ব লোকানুভবসিদ্ধ। 'আমি ইদানীং নষ্ট'—এই জ্ঞান অজ্ঞান মাত্র। পরন্তু আমি আছি—আমি জানিতেছি—এই সাধারণ আত্মজ্ঞান সর্ব্বলোকানুভব সিদ্ধ (মধুসূদন)।

অর্থাৎ এইরূপে সকলেই আপনার অন্তরে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা আত্মার অনুভব করেন।

মধুসূদন এস্থলে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভগবান্ যে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা এস্থলে বলিতেছেন, তাহা সুধু আত্মজ্ঞান নহে। তাহা সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান, অথবা ব্রহ্মজ্ঞান। সেই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ অনুভব সিদ্ধ হইতে পারে,—ভক্তিরূপ সাধনা দ্বারা তাহা আন্তর প্রত্যক্ষ হইতে পারে,—ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ অনুভবসিদ্ধ অথবা অন্তঃপ্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে। কিন্তু কেবল অধ্যাত্মভাব উপলব্ধির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। অধিভূত অধিযজ্ঞাদি ভাবে ব্রহ্ম অন্তঃপ্রত্যক্ষ না হইলে, সমগ্র জ্ঞেয় ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

ধর্ম্ম্যযুত—(মূলে আছে "ধর্ম্ম্য") ধর্ম্মসঙ্গত। বৈদিকযজ্ঞ (যেমন শ্যেন যাগ) অনেক গুণযুক্ত হইলেও হিংসাদি জন্য ধর্ম্মবিরোধী, কিন্তু আত্মজ্ঞান সেরূপ ধর্ম্মবিরোধী নহে (শঙ্কর)। যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থা আছে। এই বলি অহিংসা ধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা অনেক অদৃষ্ট ফল লাভ হয়— তাহাতে শুভাদৃষ্ট লাভ হয়। অতএব বৈদিক কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই লাভ হয়। এজন্য যজ্ঞফলে মুক্তি হয় না—স্বর্গভোগের পর সেই ধর্ম্মক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞান সেরূপে কোন ধর্ম্মবিরোধী নহে। এজন্য ইহা সম্পূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গত।

ইহা—অর্থাৎ এই জ্ঞান দ্বারা বেদোক্ত সর্ব্বধর্ম্মফল লাভ হয় (স্বামী)। ইহা ধর্ম্ম হইতে অনপেত বা ধর্ম্মযুক্ত, ইহা অনেকজন্মসঞ্চিত নিষ্কাম কর্ম্মের ফল (মধু)। ইহা নিঃশ্রেয়সরূপ আত্যন্তিক আমার প্রাপ্তিসাধন (রামানুজ)।

ইহা ধর্ম্ম্য, অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অনপেত, (হনু, বলদেব, কেশব)। ইহা গুরু শুশ্রূষাদি ধর্ম্মের দ্বারা নিত্য পুষ্ট। শ্রুতিতে আছে—'আচার্য্য-

বান পুরুষ বেদ।' (বলদেব)। ধর্ম্মই শ্রেয়ঃসাধন,—এই ধর্ম্ম সহস্র-জন্মান্তর-অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্ম লভ্য হেতু স্বরূপতঃ শ্রেয়োরূপ। কেন না ইহা আমার অত্যর্থ প্রিয়, ইহাতে আমার দর্শন লাভ হয়, ইহা আমার প্রাপ্তি স্থান পরম শ্রেয়োরূপ—এজন্য ধর্ম্ম্য। (কেশব)।

নিত্য—(অব্যয়ম্) ইহার ফল অক্ষয় (স্বামী, রামানুজ)। যে কর্ম্ম অল্পায়াসসাধ্য তাহার ফল অল্প, যাহা দুষ্কর তাহাতে মহৎ ফল লাভ হয়,—ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই ধর্ম্ম আচরণে সুখকর হইলেও ইহাতে অনন্ত ফল লাভ হয়। কেননা মোক্ষেও এই আত্মজ্ঞান থাকে (শঙ্কর, মধু)।

ইহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য জন্য প্রত্যবায়যুক্ত হয় না, বা তাহার ফলের ন্যায় বিনাশী নহে। আমাকে প্রাপ্তিরূপ ফল অক্ষয়, অর্থাৎ একবার আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর তাহার প্রচ্যুতি হয় না (কেশব)। অব্যয় = অবিনাশী. মোক্ষেও তাহার অনুবৃত্তি আছে (বলদেব)। ভক্তিসাধন ফলে যে ভগবান্ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ হয় তাহার ফল মোক্ষ,—তাহা হইতে প্রচ্যুতি নাই।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

(গীতা—১৮।৫৫)

আচরণে সুখকর—অল্পায়াসসাধ্য (স্বামী)। রত্নবিবেকজ্ঞানের ন্যায় ইহা সুখসম্পাদনীয় (শঙ্কর)। ইহাতে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নাই। শ্রবণ ও মনন দ্বারা গুরু-দর্শিত উপায়ে বেদান্ত বাক্য বিচার দ্বারা ইহা সহজে লাভ করা যায়। ইহা দেশকালাদি ব্যবধানের অপেক্ষা করে না। প্রমাণবস্তুপরতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান এরূপ অনায়াসসাধ্য (মধু)।

ভগবান জ্ঞানীর অত্যর্থ প্রিয় (গীতা ৭।১৭), এজন্য ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সাধনা উপাদেয় (রামানুজ)। সুখসাধ্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ব্যাপার মাত্র দ্বারা ও তুলসীপত্র জল প্রভৃতি সুলভ উপকরণ দ্বারা সাধ্য (বলদেব)। ইহা সদ্‌গুরূপদেশ জনিত সম্যক্‌ ব্যবসায় সহকৃত কর্ম্মার্পণ প্রভৃতি দ্বারা সুসাধ্য বা উপাদেয় (কেশব)।

ভগবান্‌ এই অধ্যায়ের প্রথমে ও সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে 'বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান' বলিবেন ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই জ্ঞান যে পরাবিদ্যা —'রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পবিত্র, উত্তম প্রত্যক্ষাবগম অব্যয়'—তাহা একরূপ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা ধর্ম্ম্য কেন, এবং তাহার অনুষ্ঠান কিরূপ, এবং কিজন্য সে অনুষ্ঠান সুসাধ্য তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই জ্ঞান 'কর্ত্তুং সুসুখং' কিরূপে হইতে পারে? তবে বিজ্ঞান অর্থে যদি এই জ্ঞানের সাধন, অর্থাৎ এই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়রূপ অনুষ্ঠান বলা যায়, তাহা হইলে এই কথার অর্থ বুঝা যাইতে পারে। যে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, অবশ্য তাহার সাধন বিশেষ প্রয়োজন। সেই সাধনও কর্ম্ম। তাহা এক অর্থে জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত।

ভগবান্‌ সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ও এই অধ্যায়ের প্রথমে যে 'জ্ঞান' বলিয়াছেন, তাহা সমগ্র পরমেশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান। পরমেশ্বরকে সমগ্র বিজ্ঞান সহিত জানিবার উপায়—ভক্তিযোগ। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥"

অতএব ভগবানকে আশ্রয় করিয়া, ভগবানে আসক্তমনাঃ হইয়া যোগ সাধন করিলে, তবে এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ হয়। ইহাই ভক্তিযোগ। গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"

তাই গীতাশেষে ভগবান্ সর্ব্বভাবে ঈশ্বরকে শরণ লইতে বলিয়াছেন, এবং এইরূপ শরণ লইবার জ্ঞানকে 'গুহ্যাৎ গুহ্যতর জ্ঞান' (১৮।৬৩) বলিয়াছেন। আরও

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

ও 'মামেব শরণং ব্রজ'—এই উপদেশ দিয়া, তাহাকেই 'সর্ব্বগুহ্যতম' জ্ঞান বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে জ্ঞানের লক্ষণ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—

'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।' (১৩।১০)

এই ভক্তি জ্ঞানেরই এক লক্ষণ। ভগবান্ নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানীকে বিশিষ্ট ও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াছেন (৭।১৭)। অতএব ইহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় ষট্‌কে যে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ভগবান্ প্রধানতঃ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন বা সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিবার উপায়—ভক্তিযোগ। এইজন্য এই দ্বিতীয় ষট্‌কে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন বা বিজ্ঞানে পরিণত করিবার উপায় এই ভক্তিযোগ,—এ উভয়ই প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং এই জন্য এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানকে ভগবান্ ধর্ম্ম্য ও অনুষ্ঠানে অতি সুখকর বলিয়াছেন। ইহা কেন অনুষ্ঠানে সুখকর,—তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য মধুসূদন প্রভৃতি এস্থলে ভক্তিযোগের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা এই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানলাভের উপায় বা এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের বেদান্ত শাস্ত্রোক্তাসিত উপায়—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যাপারকে ধর্ম্ম্য ও 'কর্ত্তুং সুসুখং' বলিয়াছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ষট্‌কে কেবল ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ও তাহা লাভের উপায় ভক্তিযোগ যখন বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, তখন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অর্থই এস্থলে অধিক সঙ্গত। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে এই ষট্‌কের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকার-

গণের অর্থ অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অর্থই অধিক সঙ্গত। আমরা তাহা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩

এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষ যাহারা,
না লভি আমারে তারা করে আবর্ত্তন,
হে অর্জ্জুন, মৃত্যুযুত সংসারের পথে ॥ ৩

(৩) এই ধর্ম্মে—আত্মজ্ঞানে (শঙ্কর,)। আত্মজ্ঞানাখ্য ধর্ম্মের স্বরূপে সাধনে ও ফলে (মধু)। জ্ঞানলক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে (হনু)। ভক্তিসহিত জ্ঞানলক্ষণ ধর্ম্মে (স্বামী)। উপাসনাখ্য ধর্ম্মে (রামানুজ)। ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মে (বলদেব, বিশ্বনাথ, বল্লভ)। ভক্তি সহিত জ্ঞান লক্ষণ পরম ধর্ম্মে। মূলে আছে 'ধর্ম্মস্য' ইহা কর্ম্মে ষষ্ঠী (কেশব)।

শ্রদ্ধাহীন—আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ে এবং তাহার ফলে শ্রদ্ধা-বিরহিত। নাস্তিক পাপকারী অসুরদের উপনিষদ্ হইতে দেহ মাত্র আত্মা এইরূপ দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে (শঙ্কর)।

শঙ্করাচার্য্য এস্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডের ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ্বাসপূর্ব্বক শ্রদ্ধা যাহার নাই (রামানুজ)। আস্তিক্য বুদ্ধিহীন। শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ এই ধর্ম্মকে যাহারা শ্রদ্ধা করে না, বা বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করে না (স্বামী)।

এই ধর্ম্ম পরম শ্রেয়ঃসাধন সুকর ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, কেন যে

ইহা সকলে গ্রহণ করে না, এবং সংসার হইতে মুক্ত হয় না,—তাহার কারণ এই যে, যাহাদের অন্তঃকরণ পাপবাহুল্য হেতু দূষিত, তাহারা মোক্ষার্থ সাধন করিতে পারে না, অথবা উপায়ান্তর কথঞ্চিৎ সাধন করে মাত্র (কেশব, মধু, বলদেব)।

না লভি আমারে—ঈশ্বরপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদ ভক্তি মাত্রও না পাইয়া (শঙ্কর)। আমাকে প্রাপ্তি জন্য অন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যত্ন করিয়াও আমায় না পাইয়া (স্বামী)।

বেদবিরোধী কু-হেতু-দর্শন-দূষিত অন্তঃকরণ বশতঃ এই ধর্ম্মকে প্রামাণ্য বলিয়া অস্বীকারকারী আসুরসম্পদ্‌যুক্ত পাপী লোক স্বকপোল-কল্পিত শাস্ত্রে-অবিহিত উপায়ে কথঞ্চিৎ সাধনা করিয়াও আমাকে পায় না (মধু)।

মৃত্যুযুত সংসারের পথে—নরক-তির্য্যগাদি প্রাপ্তিমার্গে (শঙ্কর, মধু)।

মৃত্যুর পর ভগবানকে প্রাপ্ত হইলে সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না, ইহা অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরকে আজীবন সতত অনুস্মরণ করিতে পারিলে, ও ঈশ্বরে যোগযুক্ত থাকিতে পারিলে, তবে মৃত্যুকালে ঈশ্বরস্মরণ পূর্ব্বক যোগে দেহত্যাগ সম্ভব হয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে। আজীবন অথবা সদাসর্ব্বদা ঈশ্বর অনুস্মরণ ও ঈশ্বরে যুক্ত থাকার উপায় যে ভক্তিযোগ, তাহা এই স্থলে উক্ত হইয়াছে। যাহারা ভক্তিযোগে এই সাধনায় সিদ্ধ না হয়, তাহারা, মৃত্যুকালে ঈশ্বর অনুধ্যানপূর্ব্বক যোগে দেহত্যাগ করিতে পারে না। এজন্য তাহাদের সংসারে আবার আসিতে হয়। ইহা এস্থলে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪

এ জগৎ সমুদায়, অব্যক্ত-মূরতি
আমা দ্বারা আছে ব্যাপ্ত—আমাতে সংস্থিত
সর্ব্বভূত, নহে আমি তাহে অবস্থিত ॥ ৪

(৪) অব্যক্ত-মূরতি—করণ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপ এই অব্যক্তভাবই ভগবানের পরম ভাব (গীতা ৭।২৪)। ইহা অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন ভাব (শঙ্কর)। অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি (স্বামী, বলদেব)। সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বপ্রকাশ, অদ্বয়, চৈতন্য, সদানন্দ রূপ (মধু)। অপ্রকাশিত স্বরূপ, অন্তর্য্যামিরূপ (রামানুজ, কেশব)। যাহার প্রকাশ নাই এরূপ মূর্ত্তি বা ভাব।

আমা দ্বারা—আমার শ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা (শঙ্কর)। কারণভূত আমা দ্বারা (স্বামী)। অন্তর্য্যামী আমা দ্বারা,—অধিষ্ঠান পরমার্থসত্তা স্ফুরণরূপ আমা দ্বারা (মধু)।

আছে ব্যাপ্ত—শ্রুতিতে আছে ;—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি" : এই শ্রুতি অনুসারে—এই সৃষ্টজগতের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। (স্বামী)।

যেমন রজ্জুতে সর্প—অজ্ঞানজ কল্পনাবলে ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত (মধু)। মায়াবাদ অনুসারে এ অর্থ এস্থলে সঙ্গত নহে।

ঈশোপনিষদের প্রথমেই আছে,—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" অর্থাৎ এ জগৎ আমার ঈশিত্ব বা নিয়ন্তৃতা দ্বারা ব্যাপ্ত।

এ জগৎ সমুদায়—ভূত, ভৌতিক ও তৎকারণরূপ দৃশ্যজাত আমার অজ্ঞান-কল্পিত সর্ব্বজগৎ (মধু)।

সর্ব্বভূত—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় (শঙ্কর)। চরাচর (স্বামী)। স্থাবর জঙ্গম সমুদায় (মধু)।

আমাতে সংস্থিত—ব্যবহারিক ভাবে নিরাত্মক কোন ভূত কল্পিত হয় না, এজন্য তাহারা আত্মস্বরূপ আমা দ্বারা আত্মরূপে স্থিত (শঙ্কর)।

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ সর্ব্বকারণের কারণ আমাতে আধেয়রূপে স্থিত। তাহাদের স্থিতি আমার অধীন। আমি ব্যতীত অন্যত্র স্থিতি প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে আছে,—"যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্ আবিশ্য ভূতানি সর্ব্বাণি বিদধাতি" ইতি (কেশব)।

অন্তর্য্যামিরূপে আমাতে স্থিত (রামানুজ)। শ্রুতিতে আছে,—"যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিব্যামন্তরং যময়তি যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরা যময়তি ইতি।" অতএব ভগবান্ নিয়ামকরূপে জগতে স্থিত (রামানুজ)। আধার নিয়ন্তা অন্তর্য্যামী কারণ রূপ আমাতে স্থিত।

নহি অবস্থিত—আমি অমূর্ত্ত, ভূতগণের সহিত অসংশ্লিষ্ট, আকাশকেও আমি ব্যাপিয়া আছি, এইজন্য (শঙ্কর)। মূঢ়বুদ্ধিরাই বলে যে, সেই সকল ভূতগণের আমি আত্মা ও এইজন্য আমি তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত। এইরূপ ধারণা নিবারণ জন্যই এস্থলে বলা হইয়াছে, "নহে আমি তাহে অবস্থিত" (শঙ্কর)। নিমিত্তকারণ মৃত্তিকা যেমন কার্য্যরূপ ঘটে অবস্থিত, আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া আমি সেরূপ অবস্থিত নহি (স্বামী)। পরমার্থতঃ আমি কল্পিত ভূতগণ মধ্যে অবস্থিত নহি, কেননা কল্পিত ও অকল্পিত মধ্যে সম্বন্ধযোগ নাই (মধু)। জগতের স্থিতি আমার অধীন, কিন্তু আমার স্থিতি জগতের আয়ত্ত বা অধীন নহে (রামানুজ)।

আমি সকলের আধার। আমার কোন আধার নাই। আমার স্থিতি প্রবৃত্তি অন্যের অধীন নহে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে, 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতে ইতি, স্ব মহিম্নি। ... স এব অধস্তাৎ স এবোপরিষ্টাৎ

স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি' (কেশব)।

ভগবান্ যে জ্ঞান বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান বলিবেন—এ অধ্যায়ের প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই পরম জ্ঞান এ শ্লোক হইতে ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি অনুসারে মতভেদ আছে। ইহা এই তিন শ্লোকে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ হইতে বুঝা যাইবে। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে এরূপ মতভেদ থাকিতে পারে না। ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে তাহা বিবৃত হইবে।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫

নহে পুনঃ ভূতগণ আমাতে সংস্থিত,—
হের মম ঐশ্বরীয় যোগ,—আত্মা মম
ভূতভর্ত্তা ভূতপাতা—নহে ভূতস্থিত ॥ ৫

(৫) নহে…আমাতে সংস্থিত—যাহার কিছুরই সহিত সংসর্গ নাই, যাহা অসঙ্গ বা সম্বন্ধ-বিরহিত, তাহা আধেয়ভাবেও থাকিতে পারে না। এ কারণ ভূতগণ আমাতে অবস্থান করে না, ইহা বলা যায় (শঙ্কর)। যেমন জলতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বহুরূপে প্রতিভাত, সেইরূপ ভূতগণও আমাতে কল্পিত। পরমার্থতঃ তাহারা আমাতে অবস্থিত নহে (মধু)। যেমন জল ঘটে অবস্থিত, কিন্তু ঘট জলে অবস্থিত নহে (রামানুজ)।

আমি অসঙ্গ এজন্য ভূতগণ আমাতে স্থিত নহে (স্বামী)। পূর্ব্বে

উক্ত হইয়াছে যে ভূতগণ ভগবানে সংস্থিত। ইহাতে ধারণা হইতে পারে যে, জীবগণ ভগবান্ হইতে ভিন্ন। এজন্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, জীবগণ ভগবানে স্থিত বলিয়া ভগবান্ হইতে যে ভিন্ন—তাহা নহে, কিন্তু তাহারা আমার বা ঈশ্বরের আত্মস্বরূপ। তবে যে ভেদ প্রতীত হয়—তাহাই মায়া (বল্লভ)। ঘটে জল যেমন ভারভূত হইয়া সংস্পৃষ্ট হয়, ভূতগণ ভগবানে সেরূপভাবে সংস্পৃষ্ট নহে (বলদেব)। ভূতগণ আমাতে স্থিত—অথচ স্থিত নহে। অর্থাৎ পাত্রে ঘৃত যেমন সংসক্ত হইয়া স্থিত—আমাতে ভূতগণ সেরূপ স্থিত নহে। ফলে আমি অসঙ্গ। শ্রুতিতে আছে,—"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ (কেশব)।

হের—প্রাকৃত বা সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেখ (মধু)। জান (বলদেব)। যোগ দৃষ্টিতে অপরোক্ষ ভাবে দর্শন কর।

ঐশ্বরীয় যোগ—(মূলে আছে 'যোগমৈশ্বরম্')। ঈশ্বরের এই যোগ -যুক্তি বা ঘটন। ইহা ঈশ্বরের যাথাত্ম্য বা স্বরূপ। (শঙ্কর)। অসাধারণ অঘটন-ঘটনা-চাতুর্য্য, যোগমায়া-বৈভব (স্বামী)। আমি কিছুরই আধেয় নহি, আধারও নহি। তথাপি সর্ব্বভূত আমাতে ও আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ইহাই মহতী মায়া (মধু)। ঘট যেমন জলকে ধারণ করে, সেইরূপ আমার যে ভূতগণকে ধারকত্ব—তাহা আমার সংকল্প দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহাই আমার ঐশ্বরীয় যোগ। আমার সংকল্পজাত এই যোগ—অন্যত্র অসম্ভব, ইহা অসাধারণ (রামানুজ)। অসাধারণ যোগ ; যাহা দ্বারা দুর্ঘট কার্য্যে যুক্ত হয় তাহা যোগ—তাহা অচিন্ত্য শক্তি-স্বরূপ। তাহা সত্যসংকল্পলক্ষণ ধর্ম্ম (বলদেব)। করিবার না করিবার বা অন্যথা করিবার যে সামর্থ্য—সেই আত্মার ক্রীড়াত্মক যোগ। অভেদে ভেদ-বোধ-কারক যোগ (বল্লভ)। পরমেশ্বর আমার অসাধারণ অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে—অন্যত্র অসম্ভব অঘটিত-ঘটনা-পটীয়সী সামর্থ্য (কেশব)।

পরমেশ্বর ভূতগণে অবস্থিত নহেন, ভূতগণ পরমেশ্বরে অবস্থিত অথচ

অবস্থিত নহে—এই পরস্পর বিরোধী ভাব অসাধারণ ও অচিন্ত্য হইলেও ইহা পরমেশ্বরেই সম্ভব। ইহাই ঐশ্বরীয় যোগ। পরের শ্লোকার্দ্ধে ইহাই বিবৃত হইয়াছে।

ভূতভর্ত্তা—(মূলে আছে 'ভূতভৃৎ') ভূতধারক (স্বামী)। কার্য্য-রূপ ভূতগণকে উপাদান স্বরূপে ধারণকর্ত্তা ও পোষণকর্ত্তা (মধু. বলদেব)।

ভূতপাতা—(মূলে আছে—"ভূতভাবনঃ") ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি-কর্ত্তা (শঙ্কর)। ভূতগণের পালনকর্ত্তা (স্বামী)। কর্ত্তৃত্ব হেতু সর্ব্বভূতের উৎপাদক (মধু)। এইরূপে অভিন্নভাবে ভূতগণের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ (মধু)। আমি ভূতগণের ভর্ত্তা, কিন্তু ভূতগণ কেহই মমাকার নহে। আমার আত্মাই ভূতভাব, আমার মনোময় সংকল্পই ভূতগণের ভাবী পিতা ও নিয়ন্তা (রামানুজ)।

আত্মা মম—আমার পরম স্বরূপ (স্বামী)। আত্মার অন্য আত্মা নাই। রাহুর শিরের ন্যায় ইহা কল্পনায় ষষ্ঠী; যেমন দেহধারী ও দেহ-পালক জীব অহঙ্কারবশে আপনাকে দেহসংশ্লিষ্ট মনে করে, কিন্তু অহ-ঙ্কারবিহীন বলিয়া আমি ভূতগণকে ধারণ ও পালন করিলেও আমি তাহাতে অবস্থিত নহি (স্বামী, শঙ্কর, কেশব)। পরমার্থ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ঘন অসঙ্গ অদ্বিতীয়স্বরূপ আমি (মধু)।

মম আত্মা অর্থাৎ আমার মন। আমি সত্যসংকল্পরূপ যোগের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ ও পালন করি, কিন্তু স্বমূর্ত্তিব্যাপার দ্বারা করি না। যদ্যপি স্বরূপতঃ মন ভিন্ন নহে, তথাপি 'সত্তা সতি' ইত্যাদিবৎ বিশেষ হেতু বাস্তব ভেদকার্য্য গ্রহণ করিয়া অবস্থিত হই। শ্রুতিতে আছে—'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত ইতি'। (বলদেব)।

আধারভাবে ভূতগণকে পরমার্থতঃ ধারণ ও পোষণ করি পালন করি আর ভাবনা করি অর্থাৎ স্বভাব দ্বারা ভাবিত করি। অথচ মম অক্ষর

ভাব বা আমার স্বরূপ ভূতস্থ হয় না। (বল্লভ)।

ভগবান্ আত্মাস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার আত্মা,—এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। তবে লোকে দেহাদি সমষ্টিকে বিভাগ করিয়া, তাহার মধ্যে কোন একটিতে অহঙ্কারের আরোপ করে। লোকে যখন মনে করে আমি কৃশ বা স্থূল, তখন সে দেহকে আত্মা মনে করে, ও তখন দেহকে 'আমার' আত্মা বলিতে পারে। ভগবান্ এ স্থলে লৌকিক পুরুষের ন্যায় লোকবুদ্ধি অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন—'আমার আত্মা'। নতুবা আত্মার আর এক আত্মা হইতে পারে না। (শঙ্কর)।

লোকে বস্তুতত্ত্ব না জানিয়া ভেদ আরোপ করিয়া 'ইহা আমার'—এইরূপ সম্বন্ধ অনুভব করে। আত্মাতে স্বতঃ ভেদ নাই। ভেদ অসত্য! সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে এই সম্বন্ধ ব্যপদেশ হয় না। কিন্তু লোকের এইরূপ সম্বন্ধবুদ্ধি আছে বলিয়া, তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবান্ আত্মার দেহাদি সংঘাত বিভাগ পূর্ব্বক তাহাতে অহঙ্কার আরোপের ন্যায় ইহা (অর্থাৎ আত্মা) আমার এই ভেদ ব্যপদেশ করিয়াছেন। দেহে মমত্ব আরোপ হয় ও দেহাদিতে আত্মা শব্দের নির্দ্দেশ হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে—আত্মা ভূতস্থ নহে। (গিরি)।

'মম' আকার মমাত্মাই ভূতভাব। আমার মনোময় সংকল্পই ভূতগণের ভাবী পিতা ও নিয়ন্তা, তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের স্থিতি ও প্রবৃত্তি, এবং উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। (রামানুজ)।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হেতু, এই শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা কঠিন। "মমাত্মা" শব্দের অর্থ কি? তাহা কি ভগবানের 'স্বভাব' (গীতা, ৮।৩)? না জীবাত্মা ভাব? না ভগবানের স্বরূপ? ইহাকে ভগবানের অধ্যাত্ম (Self) ভাব বা স্ব-ভাব বলাই অধিক সঙ্গত। সে যাহা হউক, এ শ্লোকের শেষার্দ্ধের সহজ অর্থ এই যে, ভগবান আত্মারূপে ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন হইলেও, তাঁহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহা ভূতস্থ নহে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর আত্মস্বরূপে ভূতভাবের কারণ, এবং তিনি সেই ভূতভাবের উৎপত্তি ও রক্ষার হেতু, অথচ তিনি স্বরূপতঃ ভূতস্থ নহেন। শ্রুতিতে আছে,—"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপেণ ব্যাকরবাণীতি।" (ছান্দোগ্য, ৬।৩।২)। এতদনুসারে এই অর্থই অধিক সঙ্গত।

নহে ভূতে স্থিত—পরমার্থতঃ ভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে—স্বপ্নে দৃষ্ট সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত মাত্র (মধু)। শ্রুতিতে আছে,—"অসঙ্গোহয়মাত্মা"। সাংখ্য-প্রবচনে আছে,—"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ।"

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬

—০—

মহান্ সর্ব্বত্রগতি বায়ু যেইরূপ
আকাশে সংস্থিত—নিত্য ; জানিও সেরূপে
সমুদায় ভূতগণ আমাতে সংস্থিত ॥৬

(৬) মহান্...নিত্য—যেমন এ লোকে আকাশস্থিত অর্থাৎ আকাশে অবস্থিত থাকিয়া বায়ু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে ও পরিমাণতঃ মহান্ (শঙ্কর)। যেমন আকাশকে অবলম্বন করিয়া, তাহার অবকাশ দ্বারা স্থিত হইয়াও মহান্ বায়ু সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকে (রামানুজ)। অবকাশ বিনা অবস্থান সম্ভব হয় না। আকাশরূপ অবকাশ অবলম্বনে স্থিত বায়ু মহান্ হইলেও এবং সর্ব্বত্রগামী হইলেও যেমন নিরবয়ব আকাশে সংশ্লিষ্ট হয় না (স্বামী)। অসঙ্গস্বভাব আকাশে সর্ব্বদা চলনশীল বা প্রবাহস্বভাব বায়ু সর্ব্বদা স্থিত, অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি সংহারকালে স্থিত

(মধু)। যেমন নিরালম্ব আকাশে নিরালম্ব মহান্ বায়ু স্থিত ও সর্ব্বত্র গমন করে (বলদেব)। যেমন সর্ব্বত্রগতি ও মহান্ হইলেও বায়ু নিত্য আকাশস্থিত থাকে, কিন্তু আকাশ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না (বল্লভ)। যেমন মহৎ পরিমাপক বায়ু অবকাশাত্মক আকাশে নিত্য স্থিত হইয়া সর্ব্বত্র— ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ গমন করে (কেশব)।

এ স্থলে আকাশ শব্দ দুই অর্থে গ্রহণ করা যায়। এক অবকাশাত্মক আকাশ—মহাকাশ। তাহাকে ইংরাজীতে Absolute Space বলা যায়। আর—আকাশ ভূত, ইহাকে ইংরাজীতে Æther বলা যায়। ব্যাখ্যাকারগণ প্রথম অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা আকাশকে অবকাশাত্মক বলিয়াছেন।

সংস্থিত—সংশ্লেষ ব্যতীত অবস্থিত (শঙ্কর, স্বামী, মধু)।

জানিও ··· সংস্থিত—সেইরূপ আকাশবৎ সর্ব্বগত আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অসংশ্লিষ্টভাবে সর্ব্বভূত অবস্থিত (শঙ্কর)। সেইরূপ সর্ব্বভূত অসংস্পৃষ্টভাবে আমাতে স্থিত, আমাদ্বারা বিধৃত (রামানুজ)। সেইরূপ আকাশাদি মহাভূতগণ অসঙ্গস্বভাব আমাতে অসংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত (মধু)। সেইরূপ সর্ব্বভূত অসংশ্লিষ্ট আমাতে স্থিত, আমারই সংকল্পমাত্রে বিধৃত ও নিয়মিত (বলদেব)। সেইরূপ সর্ব্বভূত সর্ব্বত্রগতি-যুক্ত হইয়া আমারই ক্রীড়া-ইচ্ছার দ্বারা আমাতে স্থিত। ইহা আমার সমীপে (উপ) দর্শন কর (ধারয়) বা জান (বল্লভ)। সেইরূপ অসঙ্গস্বভাব আমাতে সংশ্লেষ বিনা স্থাবর জঙ্গমরূপ সর্ব্বভূত স্থিত, অর্থাৎ তাহাদের স্থিতি প্রবৃত্তি মদায়ত্তভূত—ইহা জানিও (কেশব)।

ভগবানের সংকল্প হইতে যে সকলের স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"মেঘোদয়ঃ সাগরসন্নিবৃত্তি-
রিন্দো র্বিভাগঃ স্ফুরণানি বায়োঃ।

বিদ্যুদ্বিভঙ্গো গতিরুষ্ণরশ্মে-
বিষ্ণোর্বিচিত্রাঃ প্রভবন্তি মায়াঃ॥"

শ্রুতিতে আছে,—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"ইতি।
(বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)।

"ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
(তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৮।১)।

অতএব উক্ত সকল ইতর-নিরপেক্ষ ভগবানের সঙ্কল্প হইতে সমুদায়ের স্থিতি ও প্রবৃত্তি (রামানুজ)।

এইরূপ ভগবানের সঙ্কল্প হইতে সমুদায়ের স্থিতির ন্যায় যে উৎপত্তি ও প্রলয় হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, (রামানুজ)।

পূর্ব্বের দুই শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে (শঙ্কর)। এই শ্লোকে অসংশ্লিষ্টেরও আধার-আধেয় ভাব দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব)। পরমেশ্বর—ব্যাপক, জীব অণু—অব্যাপক। আধেয় জীব, আধাররূপ পরমেশ্বরে স্থিত, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা এ স্থলে বুঝান হইয়াছে (বল্লভ)। চরাচর সর্ব্বভূতের স্থিতি ও বৃত্তি পরমেশ্বরের সঙ্কল্পায়ত্ত, ইহারই দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত হইয়াছে (রামানুজ, বলদেব)।

এ স্থলে এই দৃষ্টান্ত আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। যেমন বায়ু আকাশে স্থিত, সেইরূপ জীব সর্ব্বাত্মা আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে স্থিত। বায়ু আকাশে কি ভাবে স্থিত? আকাশ আধার বা অধিকরণ, বায়ু তাহার আধেয়। আকাশ ব্যাপক, বায়ু ব্যাপ্য। শুধু তাহাই নহে। বেদান্ত-মতে আকাশ—কারণ, বায়ু—কার্য্য। 'আকাশাৎ বায়ুঃ'—ইতি তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। অতএব জীব ঈশ্বরে যে কেবল ব্যাপ্যব্যাপক বা আধেয়

আধার সম্বন্ধ,—তাহা নহে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধও আছে। পরের দুই শ্লোকে তাহা উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"মম যোনি র্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

(গীতা, ১৪।৩-৪)

ভগবান্ পূর্ব্বেও (৭।৬ শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতিই ভূতগণের যোনি। তাহাতেই পরমাত্মা পরমেশ্বর 'আত্মা-' রূপ গর্ভ নিষেক করেন,—আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহাতেই জীব-গণের উদ্ভব হয়। এইরূপে আকাশের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ হইতে ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত জানা যায়।

এই দৃষ্টান্ত হইতে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। বায়ু আকাশে নিত্য স্থিত বটে, আকাশরূপ আধার বা নিত্য কারণ ব্যতীত কখন থাকিতে পারে না বটে,—কিন্তু বায়ু এই আকাশ-আধারে নিত্যস্থিত হইয়াও সর্ব্বত্রগ ও মহান্। জীবকেও আমরা এক অর্থে সর্ব্বত্রগ ও মহান্ বলিতে পারি। জীব আত্মা স্বরূপে 'বিভু'। তাহা অণু পরিমাণ নহে। ইহা নিত্য সর্ব্বগত (গীতা, ২।২৪)। জীব পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব ঈশিত্ব ও অন্তর্য্যামিত্ব সত্ত্বেও যথেচ্ছা কর্ম্ম করিতে পারে,—জীব আপনাকে স্বাধীন স্ব-ইচ্ছাপরিচালিত মনে করিয়া কর্ম্ম করে ও কর্ম্মফল ভোগ করে। তাই জীবকে ঈশ্বরে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহে বলা যায়, তাই ঈশ্বর অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত থাকিলেও, তিনি তাহাতে অবস্থিত নহেন বলা যায়। বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত থাকিলেও আকাশের অবকাশদান-হেতু সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি, জীবও সেইরূপ ঈশ্বরে অবস্থিত থাকিয়াও স্বাধীন (free agent),

ইহা বলা যায়। জীব ঈশ্বরে সম্বন্ধ এইরূপে এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত তিন শ্লোকে যে ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা গুহ্যতম তত্ত্ব। বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানই রাজগুহ্য বিদ্যা। সুতরাং এস্থলে এই মূলতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা উক্ত তিন শ্লোক হইতে এই কয়টি তত্ত্ব জানিতে পারি :—

১। ভগবান্ অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত।

২। ভূত সকল তাঁহাতে স্থিত, অথচ ভূত সকল তাঁহাতে স্থিত নহে।

৩। ভগবান্ ভূতভর্ত্তা ও ভূতভাবন, অথচ তাঁহার আত্মা ভূত সকলে অবহিত নহেন।

অর্থাৎ ইহা দ্বারা (১) ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ এবং (২) ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। একে একে আমরা এই দুই তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত। এ বিশ্বজগৎ ভগবানের ব্যক্তমূর্ত্তি—তাঁহার বিশ্বরূপ। তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি কি? ইহা কি কূটস্থ চৈতন্য? কিন্তু এই 'অব্যক্ত মূর্ত্তির' অর্থ অন্যরূপ হইতে পারে। যাহা ব্যক্তমূর্ত্তি নহে, যাহার প্রকাশ (Manifestation) নাই, যাহাকে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—'অমাত্র, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব, শান্ত, অদ্বৈত, অচিন্ত্য, প্রজ্ঞা ও অপ্রজ্ঞার অতীত, একাত্মপ্রত্যয়সার' বলিয়াছেন, এবং যাহা অব্যক্তেরও অব্যক্ত, তাহাই ভগবানের পরম ভাব,—তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পরস্তস্মাৎ তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (গীতা, ৮।২০-২১)

যাহা Phenomenon রূপে ব্যক্ত হয় না, যাহা Immanent নহে, যাহা Noumenon, Absolute, Unmanifest,—এক কথায় যাহা Transcendent, তাহাই অব্যক্তের অব্যক্ত সনাতন ভাব। এই অব্যক্তের অব্যক্ত, প্রপঞ্চাতীত, নির্গুণ, নিঃসঙ্গ Transcendent ভাবে পরমব্রহ্ম আমাদের বিজ্ঞেয় নহেন। পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরভাবে বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকারণরূপে আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারেন। জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাহার স্রষ্টা নিয়ন্তা অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম-রূপে ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় হইতে পারেন। জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ হইতে, আমাদের এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ব্রহ্মের যে জ্ঞেয় অব্যক্ত ভাব—তাহা সগুণ (Immanent)। এই সগুণ (Immanent) সোপাধিক অব্যক্ত ভাবে বা জীব এবং জগৎরূপে ও তাহার অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা পরমাত্মাভাবে আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্ম অধিগম্য। পরমব্রহ্মের এই সগুণ জ্ঞেয় (Immanent) ভাব—নির্গুণ অজ্ঞেয় ভাবের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ ব্রহ্মের সগুণ (Immanent) ভাব নির্গুণ (Transcendent) ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত। আর ব্রহ্মের সগুণ অব্যক্ত ভাবদ্বারা তাঁহার সগুণ ব্যক্তভাব ব্যাপ্ত।

গীতায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মতত্ত্ব এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে যে বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের দুইরূপ প্রকৃতি,—জড়রূপা অপরা প্রকৃতি, আর জীবরূপা পরা প্রকৃতি। ইহাই জগতের যোনি। ইহাই মহদ্ব্রহ্ম বা সাংখ্য-দর্শনের অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি। ইহাই আদিশক্তিরূপে এই জগতের উপাদান-কারণ। আর এই সগুণ ব্রহ্মের পরম-পুরুষ-ভাব—বাক্ বা শব্দব্রহ্ম (Logos, Word) রূপে জগতের নিমিত্ত-কারণ। শব্দব্রহ্ম হইতে এ জগতের অভিব্যক্তি হয়। Logos-এর Ideas—বীজরূপে মহৎ ব্রহ্মে বা প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মে নিহিত হইলে, তদনুসারে প্রকৃতিতে জগতের অভিব্যক্তি হয়। সগুণ ব্রহ্ম বা পরম

পুরুষের সঙ্কল্প বা ঈক্ষণ হইতেই শক্তিময়ী ব্রহ্ম-প্রকৃতিতে এই জগতের বিকাশ হয়। বলিয়াছি ত, আমরা জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবিহীন নির্গুণ (Absolute Transcendent) ব্রহ্মতত্ত্ব এই জ্ঞানে অর্থাৎ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়রূপ দ্বৈতাত্মক জ্ঞানে জানিতে পারি না।—কিন্তু জগৎ ও জীবের সহিত সংসৃষ্ট বা সম্বন্ধযুক্ত সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনাবলে বিজ্ঞান-সহিত জানিতে পারি। আরও আমরা আমাদের এই মায়াবদ্ধ অজ্ঞানাবৃত দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছেদযুক্ত জ্ঞানে বলিতে পারি যে, ব্যক্ত জগৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। সসীম জগৎ অসীম ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অতএব আমাদের এই জ্ঞানে নির্গুণ পরম (Transcendent) ব্রহ্মের সগুণ ভাব (Immanence) মাত্র জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হয়। তাহাই সমগ্ররূপে জ্ঞেয় হইতে পারে। যাহা জ্ঞেয়, তাহা নিত্য অজ্ঞেয় সীমা দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

এইরূপে শ্রুতি ও গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মের দুই ভাব। এক—পরম অব্যয় অনুত্তম অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত (Absolute, Transcendent) ভাব। আর এক—অব্যক্ত সগুণ (Immanent) ভাব। ইহা হইতেই সমুদায় ব্যক্ত (বা manifest) হয় (গীতা—৭।২৪ ; ৮।১৮)। যাহা অব্যয় অক্ষর ভাব, এই অব্যক্ত ভাবেরও অতীত,—সেই ভাব হইতে পরম, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন (গীতা—৮।২০), গীতাতে সেই পরম (Transcendent) ব্রহ্মকে পরম পুরুষের পরম ধাম বলা হইয়াছে। পরমব্রহ্মের যাহা সগুণ ভাব,—বলিয়াছি ত তাহা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভাব এবং অব্যক্ত পরমা প্রকৃতি ভাব। পরমেশ্বর অজ, অনাদি, লোকমহেশ্বর (১০।৩)। পরমেশ্বরের এই পরম ভাবকে লক্ষ্য করিয়া, ইঁহাকে পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরমপবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, নিত্যবিভু বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে। ইনি কূটস্থ হইতে ভিন্ন (১৫।১৭) হইলেও, ইনিই

সোপাধিক (Immanent) ভাবে সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা, সর্ব্বভূতবীজ ও একাংশে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত (১০।১২)। জীবভূত পরাপ্রকৃতি তাঁহারই একাংশ। বিরাটরূপ ইঁহারই ব্যক্ত ঐশ্বরীয় রূপ (১১।৩)।

এইরূপে গীতা হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বরের যাহা পরম ভাব পরম ধাম, তাহা নির্গুণ প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধি ব্রহ্ম ভাব, তাহা জীবজড়ময় জগতের অতীত। পরমেশ্বরের যাহা অব্যক্তমূর্ত্তি—সগুণ ব্রহ্মরূপ, তাহা পরমাত্মারূপে অন্তর্য্যামিরূপে সূক্ষ্মরূপে বিশ্বজগতে অবস্থিত,—তাঁহার সেই অব্যক্তমূর্ত্তি দ্বারা বিশ্বজগৎ ব্যাপ্ত ও বিধৃত। পরমেশ্বরের যাহা ব্যক্ত-রূপ, তাহা বিশ্বরূপ, জীবজড়ময় জগৎরূপে অভিব্যক্ত। অব্যক্তরূপ আধারে এই ব্যক্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সগুণ (Immanent) ভাবে বা পরমেশ্বররূপেও ব্রহ্ম অব্যক্ত (Unmanifest) ও ব্যক্ত (Manifest)। ভগবানের ব্যক্তরূপ—তাঁহার বিভূতি ও যোগ—তাঁহার বিশ্বরূপ পরে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং তিনি যে মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া মানবের হিতার্থ অবতীর্ণ হন, তাহাও পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভগবানের অব্যক্তমূর্ত্তি তাঁহার পরমাত্মা-রূপ—সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মারূপ ও সর্ব্বনিয়ন্তৃস্বরূপ বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান্ এই সর্ব্বাত্মারূপে—অব্যক্ত ভাবে সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত। ভগবান্ অব্যক্তমূর্ত্তি দ্বারা কিরূপে ব্যাপ্ত, তাহা এইরূপে কতক বুঝা যায়। প্রথমতঃ, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি (Transcendent) ব্রহ্মভাব দ্বারা সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মভাব ব্যাপ্ত। যাহা পরম অক্ষর ব্রহ্মভাব—যাহা অব্যক্তের অব্যক্ত সনাতন ভাব—যাহা ভগবানের পরমভাব—পরম ধাম, যাহা শিব শান্ত অদ্বৈত অমূর্ত্ত অনির্দ্দেশ্য অব্যবহার্য্য নির্ব্বিশেষ প্রপঞ্চোপশম ভাব, যাহা প্রণবের অব্যবহার্য্য মাত্রা,—সেই সর্ব্বাতীত, (Transcendent) ভাব দ্বারা ব্রহ্মের সগুণ (Immanent) মূর্ত্ত ভাব ব্যাপ্ত। জীব-জড়ময়জগৎ-সংশ্লিষ্ট এই মূর্ত্তভাবে পরম। ব্রহ্ম—পরমেশ্বর বিশ্বরূপ।

তিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর, বিশ্বান্তর্যামী, পুরুষোত্তম হইয়াও বিশ্বরূপ হন।

দ্বিতীয়তঃ, সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের অব্যক্তমূর্ত্তি দ্বারা এই ব্যক্ত জগৎ ব্যাপ্ত। গীতায় এই তত্ত্বই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। এই সগুণ মূর্ত্ত ব্রহ্মভাব—দুইরূপ। এক—অব্যক্ত মূর্ত্তিরূপ, আর এক ব্যক্ত মূর্ত্তিরূপ। এই অব্যক্ত মূর্ত্তি—ভগবানের পরম ভাব,—তাহা পরমেশ্বর ভূতমহেশ্বর, সর্ব্বাত্মা, পুরুষোত্তম ভাব। আর এই ব্যক্ত মূর্ত্তি ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপ—এই জড়জীবময় জগৎরূপ। সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের এই অব্যক্তমূর্ত্তি দ্বারা তাঁহার ব্যক্তমূর্ত্তি এই জগৎ ব্যাপ্ত। অব্যক্তমূর্ত্তিতে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বনিয়ন্তারূপে ভগবান্ এ জগতের নিমিত্ত-কারণ—এ জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা। তিনিই মায়াহেতু তাঁহার প্রকৃতিরূপ উপাদান-কারণ দ্বারা মূর্ত্ত জগৎরূপে প্রকাশিত। যদি পরমেশ্বরের অংশ কল্পনা করা যায়, তবে বলিতে পারা যায় যে, তিনি একাংশে এই জগৎরূপে—এই বিরাট্ বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

(গীতা ১০।৪২)

ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

(গীতা, ১৫।৭)

সেই জীবভূত অংশ—আত্মা। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"

(গীতা, ১০।২০)

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবানের এক অংশ জড় জীবময়—বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎরূপে অভিব্যক্ত। তাহাই ভগবানের

ব্যক্ত মূর্ত্তি। আর তাঁহার যে অংশ জড়জীবনময় জগৎরূপে অভিব্যক্ত নহে—তাহা তাঁহার অব্যক্তমূর্ত্তি। ভগবানের এই অব্যক্তমূর্ত্তি দ্বারাই এই জগৎ ব্যাপ্ত। যাহা অব্যক্তমূর্ত্তি—তাহা ভূমা অনন্ত পূর্ণ। তাহা নির্ব্বিশেষভাবে পরমব্রহ্ম, আর সবিশেষভাবে পরমেশ্বর। আর যাহা ব্যক্তমূর্ত্তি—তাহা সসীম সান্ত—তাহাও পূর্ণ। কেননা, শ্রুতিতে আছে—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

(ইতি বৃহদারণ্যক, ৫।১।১)

ভগবানের অব্যক্তমূর্ত্তিই ব্যক্ত জগতের আধার বা অধিকরণ। অব্যক্ত মূর্ত্তি—আধার, ব্যক্ত জগৎমূর্ত্তি আধেয়। অব্যক্তমূর্ত্তি—ব্যাপক. ব্যক্তমূর্ত্তি—ব্যাপ্য। অব্যক্তমূর্ত্তি—কারণের কারণ, ব্যক্তমূর্ত্তি—কার্য্য। অব্যক্তমূর্ত্তি—নিয়ন্তা, ব্যক্তমূর্ত্তি তাহার দ্বারা নিয়মিত।

অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে. ভগবানের যাহা পরম ভাব, পরম ধাম, যাহা পরম অক্ষর ব্রহ্ম, অব্যক্তের অব্যক্ত সনাতন ভাব, যাহা শিব শান্ত অদ্বৈত অমূর্ত্ত নির্ব্বিশেষ অব্যবহার্য্য প্রপঞ্চোপশম ভাব (যাহা প্রণবের অব্যবহার্য্য মাত্রা) তাহা দ্বারা (বা সেই Transcendent ভাব দ্বারা) তাঁহার সগুণ (Immanent) মূর্ত্তভাব তাঁহার পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভাব ব্যাপ্ত হইলেও এস্থলে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। এস্থলে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইতেছে মাত্র। ভগবান্ পরমেশ্বররূপে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত। এই জড়জীবময় জগৎ বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের ব্যক্তমূর্ত্তি। যদি পরমেশ্বরের অংশ কল্পনা করা যায়, তবে বলা যায় যে, পরমেশ্বর একাংশে এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।"

অতএব ভগবানের যে অংশ জীবজড়ময় বা স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ রূপে অভিব্যক্ত নহে, সেই অংশ তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি। এই অব্যক্ত মূর্ত্তিদ্বারাই এই জগৎ—যাহা ভগবানের ব্যক্তমূর্ত্তি—তাহা ব্যাপ্ত। যাহা ভগবানের অব্যক্তমূর্ত্তি—তাহাই ব্যক্ত জগৎরূপের আধার বা অধিকরণ। অব্যক্ত মূর্ত্তি ব্যাপক—ব্যক্তমূর্ত্তি ব্যাপ্য। অব্যক্তমূর্ত্তি—কারণের কারণ, আর ব্যক্তমূর্ত্তি—কার্য্য বা কার্য্যকারণসংঘাত জগৎ। • •

এক অর্থে পরমেশ্বরের এই অব্যক্তমূর্ত্তিও প্রপঞ্চাতীত। পরমব্রহ্মের নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ভাব যেরূপ প্রপঞ্চাতীত, সেইরূপ সবিশেষ সোপাধিক ভাব যাহা অব্যক্তমূর্ত্তি—যাহা জগৎ সম্বন্ধে পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাব তাহাও প্রপঞ্চাতীত। তবে এই দুই ভাবের মধ্যে বিশেষ আমরা কল্পনা করিতে পারি। পরমেশ্বরের যাহা অব্যক্তমূর্ত্তি তাহা প্রপঞ্চাতীত হইলেও তাহা প্রপঞ্চের কারণ আধার ব্যাপক—তাহাতে মায়া হেতু প্রপঞ্চবীজ নিহিত। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবের সহিত এই প্রপঞ্চের বা বিশ্বজগতের কোন সম্বন্ধ জ্ঞানে ধারণা হয় না। তাহা অব্যক্তমূর্ত্তি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর ভাব হইতেও পরম ভাব। তাহা অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য অব্যবহার্য্য নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি অপ্রমেয়।

এইরূপে আমরা ভগবানেরও দুই ভাব ধারণা করিতে পারি। এক তাঁহার অব্যক্তমূর্ত্তি, প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও প্রপঞ্চের কারণ ও আধার। ইহা ভগবানের জগদতীত (Transcendent) ভাব। আর এক বিরাট্ বিশ্বরূপে ভগবানের ব্যক্ত মূর্ত্তি (Immanent ভাব)। পরমেশ্বর-ভাবেও ভগবান্ কেবল বিশ্বরূপ (Immanent) নহেন, বা কেবল বিশ্বাতীত (Transcendent) নহেন। এ উভয় ভাবেই তিনি জ্ঞেয় ও ধ্যেয়। তবে ভগবানের যাহা অব্যক্ত বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বের আশ্রয়, বিশ্বের পরম গতিরূপ পরম অব্যয় অনুত্তম ভাব, তাহাই শ্রেষ্ঠ ভাব।

ভগবান বলিয়াছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ (৭।২৪)

এই পরম ভাব—অজ, অনাদি, লোকমহেশ্বর (৯।৩), পুরুষোত্তম (১৫।১৯) ভাব। ভগবানের ভাব ও তাঁহার বিভূতিযোগ অনন্ত (১০।১৯)। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে মোহমুক্ত হইয়া তাঁহার পুরুষোত্তমরূপ পরম ভাব জানিয়াছে, সে তাঁহাকে সর্ব্বভাবেই জানিতে পারে। (১৫।১৯)।

এইরূপে আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়; কিন্তু তাঁহার ভাব অনন্ত। তাঁহার যাহা পরম ভাব—তাহা প্রপঞ্চাতীত (Iranscendent) নির্ব্বিশেষ, তাহা আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। তাঁহার যাহা জ্ঞেয় পরম ভাব—যাহা জড়জীবময় জগতের সহিত এবং 'আমার' সহিত সম্বন্ধ হইতে জ্ঞানে অধিগম্য হইতে পারে, তাহা তাঁহার পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাব ও অক্ষর ভাব। তাহা প্রপঞ্চের আধার হইয়াও প্রপঞ্চাতীত (Transcendent)। পরমেশ্বরের এই পরমভাবের অন্তর্গত,—তাঁহার স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎরূপ—এই বিরাট্ বিশ্বরূপ। এই বিরাট বিশ্বরূপেও ব্রহ্মের ভাব অনন্ত। ইহাই পরমেশ্বরের ব্যক্ত বিশ্বমূর্ত্তি (Immanent রূপ)। ভগবানের এই ব্যক্ত বিরাট্ বিশ্বরূপ—এই সমুদায় জগৎ তাঁহারই অব্যক্তমূর্ত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত। *

* ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্য দর্শন যাহাকে সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism) বলে, তাহার সহিত শ্রুত্যুক্ত ও গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বের বিশেষ প্রভেদ আছে। ভগবান্ বিশ্বরূপ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত, তিনি বিশ্বের আধার—নিত্য কারণ নিয়ন্তা ও প্রশাসক। Pantheism অনুসারে ঈশ্বর বিশ্বরূপ মাত্র,—তিনি বিশ্বের বিশ্বনিয়ন্তা ও বিশ্বাতীত নহেন।

আমরা ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় ও সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ উভয়ই পরমার্থতঃ একতত্ত্ব হইলেও তাহা ভিন্ন ভাবে বুঝিতে হয়। এস্থলে তাহার আর বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

২। এক্ষণে এস্থলে জীবের সহিত যে ঈশ্বরের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত, অথচ তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহেন। আবার সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত অথচ স্থিত নহে। ভগবানের আত্মা ভূতভৃৎ ভূতভাবন হইলেও ভূতস্থ নহে।

এই তত্ত্ব সহজে বোধগম্য হয় না। শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, জগৎ ও ভূত সকল মায়া বা অবিদ্যাকল্পিত। মায়া-হেতু একমাত্র সৎ বস্তু ব্রহ্মে এই জীব ও জগৎ ভাব কল্পিত হয়। অজ্ঞান-বশে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেই এই জগৎ কল্পিত বা বিবর্ত্তিত হয়। যাহা হউক, ব্যবহারিক অর্থে এই জগৎ সত্য—জীব সত্য। কিন্তু পারমার্থিক ভাবে জীব বা জগৎ সত্য নহে,—ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য। অতএব ব্যবহারিক অর্থে ভূতগণকে ব্রহ্মে অবস্থিত বলা যায়, আর পারমার্থিক অর্থে ভূতগণ ব্রহ্মে অবস্থিভ নহে বলিতে হয়। তাই ব্রহ্মে সর্ব্বভূত স্থিত হইয়াও স্থিত নহে, এবং ব্রহ্মও সর্ব্বভূতে স্থিত নহেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদ অনুসারে ভগবানের আত্মা কিরূপে ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীব ও জগৎ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, পদ্মপত্রে জলের মত ভূতগণ ব্রহ্মে স্থিত হইয়াও স্থিত নহেন। ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ—ভূত সকলের সহিত অসংশ্লিষ্ট। এজন্য ভূত সকল ব্রহ্মে স্থিত বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নহে। তাহাই ভগবান্ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। অসংশ্লিষ্ট আকাশে যেমন

বায়ু অসংশ্লিষ্ট ভাবে স্থিত, সেইরূপ ভূতগণ ব্রহ্মে স্থিত। পরেও ভগবান্ এই উপমার উল্লেখ করিয়াছেন,—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতে দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥" (গীতা. ১৩।১২)

ইহা হইতে এই তত্ত্ব বুঝিবার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহে সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও তাহাতে উপলিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট হন না। এস্থলেও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের 'আত্মা' ভূতভূৎ ও ভূতভাবন হইয়াও ভূতে স্থিত নহেন।

এই 'আত্মা'রূপ ভগবানের অংশই সর্ব্বভূতবীজ। তাঁহার এই অধ্যাত্ম-ভাবই স্ব-ভাব, (গীতা ৮।৩)। ইহা Self বা Absolute Self,— ইহা Ego নহে। তাঁহার এই আত্মারূপ সনাতন অংশই জীবলোকে জীবভূত হয় (১৫।৭)। তাহাই সর্ব্বভূতবীজ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥"
(গীতা, ১০।৩৯)

ভগবান্ এই আত্মারূপ বীজ প্রকৃতিতে বা প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে নিষেক করেন বলিয়া, প্রকৃতি হইতে সর্ব্বভূতের উদ্ভব হয়।

পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি (৭।৬)। পরে উক্ত হইয়াছে যে, মহদ্ ব্রহ্মই সেই যোনি। সুতরাং এই পরা ও অপরা প্রকৃতিই মহদ্‌ব্রহ্মাখ্য যোনি। তাহাতে ভগবান আত্মারূপ বীজ নিষেক করেন বলিয়া, তিনি সমুদায় জগতের প্রভব ও উদ্ভবের কারণ হন, এবং ব্রহ্মরূপ মহদ্‌যোনি হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়।

"মম যোনি র্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

(গীতা, ১৪।৩-৪)

ভগবান্ আত্মা স্বরূপে প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া পুরুষভাবযুক্ত হন। তাই প্রকৃতিপুরুষযোগে সর্ব্ব সত্তার উদ্ভব হয়। তিনি আত্মা বা পুরুষরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, প্রকৃতির পরিণামে বহু ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, এবং আত্মারূপে ভগবান্ প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হন—জীবাত্মাভাবযুক্ত হন। এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্তার উদ্ভব হয়।

"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥"

(গীতা, ১৭।২৬)

ভগবানের এই আত্মাভাবরূপ বীজ সর্ব্বক্ষেত্রে নিষিক্ত হয় বলিয়া, ক্ষেত্রে জীবভাবের বিকাশ হয়। জীবভাব ক্ষরভাব—ক্ষরপুরুষভাব। তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ভগবানের এই আত্মভাব নিত্য অব্যয়। তাহাই সর্ব্বভূতাত্মভূত ভাব। এই জীবতত্ত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে। পরে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবানের এই আত্মভাবে জীবভাব বিধৃত, তাহাতেই জীবগণ স্থিত। ভগবানের এই আত্মভাব তাঁহার অংশ মাত্র। এজন্য ভগবান্ জীবগণে অবস্থিত নহেন। অংশীর মধ্যে অংশ থাকিলেও, অংশের মধ্যে অংশী থাকিতে পারে না। এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।"

আরও সর্ব্বভূত ভগবানের আত্ম-ভূত হইলেও তাঁহার স্বরূপ নহে। ভগবানের অধ্যাত্মভাব—স্ব-ভাব মাত্র (৮।৩)। সেই আত্মভাব ক্ষেত্রে যুক্ত হইয়া জীবভাব হয় বটে, কিন্তু ভগবানের এই সর্ব্বাত্মভাব ব্যক্তিজীবভাব হইতে পৃথক্। আত্মার বা পুরুষের প্রতিবিম্ব ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রান্তর্গত অন্তঃ-করণে অথবা সূক্ষ্মশরীরে পতিত হইলে, সেই অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্মশরীর যে চেতনবৎ হয়;—চিত্ত যে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তৃ-ভাবযুক্ত হয়, তাহাই ক্ষর জীবভাব। পরমাত্মা সে ভাবের পর—অতীত। পরমাত্মা সর্ব্বভূতস্থ (৬।২৯)। ব্রহ্ম পরমাত্ম-ভাবে "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (গীতা ১৩।১৬)। তাহা এক অব্যয় অবিভক্ত ভাব (গীতা ১৮।২০)। ইহাই আত্মার স্বরূপ। সেই আত্মা উক্তরূপে ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন বা ভূতভাবের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও রক্ষার কারণ হইলেও ভূতস্থ নহেন। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা আবদ্ধ নহে। সেই এক আত্মাই ভূতভাবন হেতু ভূতাত্মা বা জীবাত্মারূপে সর্ব্বভূতাশয়-স্থিত হইলেও—যাহা ভূতভাব—যাহা জীবভাব, তাহা সেই আত্মার ভাব নহে। এজন্য ভূত সকল সেই আত্মাতে অথবা আত্মা যাঁহার অভিব্যক্ত ভাব, সেই পরমেশ্বরে স্থিত নহে। পরমেশ্বর সমভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।"

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" (গীতা ১৩।২৭)।

জীব স্ব-ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও পরমেশ্বরই পরম-আত্মারূপে পরম-ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থিত। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" (গীতা, ১৩।২)।

পরমেশ্বর এই অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতহৃদয়ে অবস্থিত।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি॥" (গীতা, ১৮।৬১)।

সে যাহা হউক, উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে,

নির্গুণ (Transcendent) ব্রহ্মের সহিত জীবভাবের কোন সংস্রব নাই। সগুণ (Immanent) ব্রহ্মেই তাহা অবস্থিত। এই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব সম্বন্ধেই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্॥" (১৩।১৫-১৬)

ব্রহ্ম সগুণ-(Immanent)-রূপে—পরমেশ্বররূপে সর্ব্বভূতের আত্মা, তাঁহারই একাংশ জীবরূপে অভিব্যক্ত, সুতরাং তিনি ভূতভাবন ও ভূত-ভর্ত্তা। কিন্তু—নির্গুণ-(Transcendent)-রূপে তিনি জগতে বা ভূত সকলে অবস্থিত নহেন—সে রূপে তিনি জগদতীত প্রপঞ্চোপশম (Unrelated Absolute)।

আরও এক কথা বলা যায় যে, যাহা ব্যাপক, তাহা ব্যাপ্য দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বায়ুর অংশ কোন পাত্রমধ্যে থাকিলে, সেই পাত্রস্থ বায়ুকে সমগ্র বায়ু বলা যায় না। অতএব পরমেশ্বরের অংশ ভূতভাবযুক্ত হইলেও—ভূত সকলে সেই পরমেশ্বর সমগ্রভাবে অবস্থিত হইতে পারেন না। নিষ্কল ব্রহ্মের অংশ-কল্পনা পরমার্থতঃ সত্য না হইলেও, এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, এরূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হইতে হয়। আর ব্যাবহারিক ভাবে এরূপ অংশ-কল্পনাও অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ এই জড়জীবময় জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে হইলে, তাঁহার অনন্ত ভাব হেতু তাঁহার অংশ-কল্পনা অনিবার্য্য। সগুণ ব্রহ্মে 'নানাত্ব' অংশত্ব কল্পনা অপরিহার্য্য।

যাহা হউক, এস্থলে এ বিষয়ের আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। এইস্থলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্বে পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য হইয়াছে। ব্রহ্ম ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত। ব্রহ্ম সগুণ (Immanent) অথচ নির্গুণ (Transcendent)।

ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত অথচ সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহেন। ভূত সকল ব্রহ্মে অবস্থিত অথচ অবস্থিত নহে। ব্রহ্মতত্ত্বে এই সকল দ্বন্দ্বের (thesis ও antithesisএর) সামঞ্জস্য (synthesis) বা একীভূত থাকাই আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ। জর্ম্মাণ পণ্ডিত সেলিং ও হেগেল প্রভৃতি—এই সামঞ্জস্য-তত্ত্ব এই Principle of Logical Identity and Contradiction বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। এ স্থলে তাহা বিবৃত করা সম্ভব নহে। যাহা হউক উক্তরূপে আমরা সংক্ষেপে জীব-ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে সম্বন্ধতত্ত্ব কতক বুঝিতে পারি। গীতার এ স্থলে অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না, তাহা আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি। দ্বৈতবাদাদি অন্যবাদ গ্রহণ করিলেও সঙ্গত অর্থ হয় না। এ সমুদায় বাদ বিবাদ সামঞ্জস্য করিলে, তবে এই তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা হয়। আমরা সংক্ষেপে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

-:*:-

সর্ব্বভূত, হে কৌন্তেয়, আমারই প্রকৃতি
প্রাপ্ত হয় কল্পক্ষয়ে। কল্পারম্ভে আর
আমিই তাদের পুনঃ করি বিসর্জ্জন ॥ ৭

পূর্ব্বে স্থিতিকালে পরমেশ্বরের সহিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বজগতের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রলয়কালে ও সৃষ্টিকালে জগতের সহিত পরমেশ্বরের কি সম্বন্ধ, তাহা সূচিত হইয়াছে। এস্থলে উক্তহইয়াছে যে, পরমেশ্বরই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। তিনি স্বপ্রকৃতি সহায়েই

জগতের সৃষ্টি-লয়ের কারণ। ব্রহ্মই যে বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয় উপঃ, ৩।১)। আরও উক্ত হইয়াছে,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্‌।" (ছান্দোগ্য উপঃ, ৩।১৪।১) এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' অতএব শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। ব্রহ্মই ইহার নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। (বেদান্তদর্শন, ১।৪।২৩-২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। কিরূপে ব্রহ্ম সগুণ সোপাধিক ভাবে ঈশ্বররূপে এই জগতের নিমিত্ত-কারণ হন, এবং অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে উপাদান-কারণ হন, তাহা এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে।

সর্ব্বভূত—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত (রামানুজ)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে উদ্ভূত সমুদায় সত্ত্বা (গীতা, ১৩।২৬)।

আমারই প্রকৃতি—আমার (পরমেশ্বরের) ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতি (শঙ্কর)। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া (স্বামী)। আমার শক্তি দ্বারা কল্পিত ত্রিগুণাত্মিকা মায়া (মধু)। প্রকৃতি-শক্তি (বলদেব)। আমার শরীরভূত তমঃশব্দবাচ্য নামরূপ বিভাগের অযোগ্য প্রকৃতি (রামানুজ)। প্রসবধর্ম্মী প্রকৃতি (হনু)। নিজ রতি ইচ্ছারূপা প্রকৃতি (বল্লভ)। আমার নিয়ম্যভূত, আমার অচেতন-বিচিত্র-পরিণামাহ-শক্তিভূত প্রকৃতি —ত্রিগুণাত্মিকা মায়া (কেশব)। এই প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অধীন ও অস্বতন্ত্র বলিয়া "আমার" বলা হইয়াছে (গিরি)।

এই প্রকৃতি কি অষ্টধা অপরা প্রকৃতি (গীতা, ৭।৪)? শঙ্কর ও গিরি তাহাই অর্থ করেন। কেন না, তাঁহাদের মতে ভগবানের যাহা পরাপ্রকৃতি, তাহা জীবভূত হইয়া এ জগৎ ধারণ করে (গীতা, ৭।৫)। কিন্তু পরা ও অপরা প্রকৃতি উভয়ই ভূতযোনি (গীতা, ৭।৬)। তাহাই

মহৎ ব্রহ্ম। তাহাতেই ভগবান্ গর্ভনিষেক করেন বলিয়া সর্ব্বভূতের উদ্ভব হয় (গীতা, ১৪।৩-৪)। এইরূপে পরমেশ্বর কৃৎস্ন জগতের প্রভব ও প্রলয়-কারণ হন (গীতা, ৭।৬)। সুতরাং এস্থলে প্রকৃতি অর্থে পরা ও অপরা প্রকৃতি উভয়ই। তাহাই অব্যক্ত (গীতা, ৮।১৮)। তাহাই মহৎ ব্রহ্ম। তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া (গীতা, ৭।৮), বা যোনিরূপে গ্রহণ করিয়া (গীতা, ১৪।৩) ভগবান্ এ জগতের সৃষ্টি করেন, লয় করেন ও ভূতভাব বিকাশ করেন।

প্রাপ্ত হয়—(যান্তি) প্রবিষ্ট হয়, সূক্ষ্মরূপে বিলীন হয়, বীজরূপে অবস্থিত হয়। পরমেশ্বরের প্রকৃতিতে লীন থাকে, সুতরাং পরমেশ্বরেই লীন থাকে, অন্যত্র থাকে না। (শঙ্কর, মধু)।

কল্পক্ষয়ে—প্রলয়কালে (শঙ্কর, স্বামী, গিরি)। চতুর্মুখ ব্রহ্মার অবসান-সময়ে (রামানুজ, বলদেব)। কল্পনা করা হয় (কল্প্যতে) বা সৃষ্টি করা হয় (সৃজ্যতে)—এই অর্থে কল্প=মহদাদি প্রপঞ্চ। তাহার ক্ষয় বা মহাপ্রলয়কালে (হনু)।

এস্থলে যে কল্পের উল্লেখ হইয়াছে, সে কোন্ কল্প? ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প। সেইকালে যে সৃষ্টি থাকে, তাহাকে কাল্পিক সৃষ্টি বলে। ব্রহ্মার দিবাবসানে যে প্রলয় হয়, তাহাকে দৈনন্দিন বা কাল্পিক প্রলয় বলে। ব্রহ্মার এই দিন সহস্র চতুর্যুগ পরিমিত কাল। ইহার মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। গীতায় পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে ১৭-১৯শ শ্লোকে এই প্রলয়ের কথা আছে। সে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে ভূত-গ্রাম অব্যক্ত-সংজ্ঞক প্রকৃতিতে বিলীন হয়। এ স্থলেও সেই প্রলয়ের কথাই উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্মার অবসানে যে মহাপ্রলয়ের কথা পুরাণে কল্পিত হইয়াছে, তাহা গীতায় উক্ত হয় নাই।

পুরাণে দৈনন্দিন বা কাল্পিক প্রলয়ের বিবরণ কিছু বিভিন্ন। ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে যে প্রলয় হয়, তাহাতে ত্রিলোকী নষ্ট হয় মাত্র। তাহাতে

ভূর্ভুর্বস্বর্লোকের ধ্বংস হয়, মহর্লোক উত্তপ্ত হয়, সে লোকবাসিগণ ঊর্দ্ধের লোকে গমন করে। ঊর্দ্ধের লোক অর্থাৎ জন তপঃ ও সত্য বা ব্রহ্মলোক নষ্ট হয় না। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুনাভিকমলে নিদ্রিত থাকেন।

কোন কোন পুরাণ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, আমাদের এ সৌর জগৎ, অথবা অন্য কোন নাক্ষত্র জগতের যে প্রলয়, তাহা এই কাল্পিক বা দৈনন্দিন প্রলয়। এ সৌর জগতের যে নীহারিকা (nebular) অবস্থায় পরিণতির কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন, তাহা এই কাল্পিক প্রলয়ের অনুরূপ। আর সমুদায় সৌর ও নাক্ষত্র জগতের বা এই বিশ্বের যে প্রলয়, তাহাই মহাপ্রলয়।

কিন্তু গীতা হইতে বোধ হয় যে, এই ব্রহ্মার দিবাবসানে তত্ত্ব সকল বা প্রকৃতির বিকৃতি মূলপ্রকৃতিতে লীন হয়, তখন কোন লোক থাকে না। তখন ভূতগ্রাম অবশ হইয়া সূক্ষ্মবীজরূপে অব্যক্তসংজ্ঞক মূল প্রকৃতিতে লীন থাকে। মূল অষ্টধা অপরা প্রকৃতি তখন অব্যক্তে বিলীন হয় মাত্র। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া হেতু সগুণ-ভাবে ব্রহ্ম যেরূপ কল্পনা করেন, তদনুসারে সৃষ্টি হয়। "তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়"—ইতি শ্রুতিঃ। এই যে ঈক্ষণ বা কল্পনা, ইহা হইতেই কল্পারম্ভ হয়। ইহাই এই বিশ্বের বিসৃষ্টির তত্ত্ব। ইহা কোন বিশেষ জগতের বিসৃষ্টির তত্ত্ব নহে। ভগবান্ এই বিশ্বজগতের ঈশ্বর-(Logos)-রূপে আপনার তত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন, কোন বিশেষ জগতের অধীশ্বর (এই Solar systemএর বা কোন গ্রহের Planetary Logos) রূপে আপনাকে বিবৃত করেন নাই। শ্রুতিতেও অন্যরূপ বিসৃষ্টির কথা নাই। তাহাতে একই রূপ বিসৃষ্টির কথা আছে। তাহা এই কাল্পিক সৃষ্টি। পূর্ব্বে ৮।১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই সৃষ্টি-প্রলয়-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

কল্পারম্ভে—উৎপত্তি-কালে, সর্গ বা বিসৃষ্টি-কালে।

বিসর্জ্জন করি—(বিসৃজামি) উৎপাদন করি (শঙ্কর)। বিশেষরূপে সৃষ্টি করি (গিরি); যাহা সংস্কাররূপে এক হইয়া অবস্থিত ছিল, তাহা বিবিধাকারে ব্যক্ত করি (নীলকণ্ঠ)। যাহা প্রকৃতিতে অবিভক্তভাবে ছিল, তাহা বিভাগ করিয়া প্রকাশ করি (মধু)। নামরূপ বিভাগ দ্বারা ব্যক্ত করি (কেশব)। প্রপঞ্চ-ক্রীড়া ইচ্ছায় সৃষ্টি করি (বল্লভ)।

মূলে আছে 'বিসৃজামি'—অর্থাৎ বিসর্জ্জন করি। সৃষ্টি ও বিসর্জ্জন ইহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। সৃষ্টি, এক অর্থে—যাহা কখন ছিল না, তাহার উৎপাদন। ইংরাজীতে তাহাকে creation বলা যায়। সৃষ্টি স্রষ্টা হইতে পৃথক্, তাহার উপাদান পৃথক্। কিন্তু বিসর্জ্জন অর্থ অন্যরূপ। বিসর্জ্জন অর্থে ত্যাগ। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, আপনিই আপনাকে উপাদান করিয়া এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হন। তিনিই একাংশে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত হন (গীতা, ১০।৪)। ইংরাজীতে ইহাকে Immanation বলে। ব্রহ্ম হইতে জড়জীবময় জগতের বিকাশ (immanation) হয়, আর ব্রহ্মেই লয় (absorption) হয়। যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) আপনার শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া জাল বিস্তার করে, এবং আপনার শরীরে তাহা লয় করে, ব্রহ্ম হইতে সেই-রূপে জগতের সৃষ্টি ও লয় হয়। এই জন্য ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ।

শ্রুতিতে আছে,—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"
(মুণ্ডক, ১।১।৭)।

"যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" (বৃহদারণ্যক, ২।১।২০)। ইহাই বিসৃষ্টি। ইহা সৃষ্টি বা creation নহে।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

করিয়া আশ্রয় এই প্রকৃতি আমার
সৃজি পুনঃ পুনঃ এই সর্ব্বভূতগ্রাম
অবশ তাহারা রহে প্রকৃতির বশে ॥ ৮

ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, 'পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্'। কিরূপে কল্পারম্ভে পুনর্ব্বার সেই ভূতসকলের উদ্ভব হয়, তাহা এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

করিয়া আশ্রয়—(অবষ্টভ্য) অধিষ্ঠান করিয়া (স্বামী)। স্বশক্তি স্ফূর্ত্তি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করিয়া (মধু)। বশীভূত করিয়া (শঙ্কর)। সঙ্কল্প মাত্রে মহদাদি পরিণাম দ্বারা (বলদেব)। আশ্রয় করিয়া (হনু)। রমণভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক অধিষ্ঠিত হইয়া (বল্লভ)। স্ব-ঈক্ষণ বিষয়ীভূত করিয়া (কেশব)। পরে আছে, এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য' (১৬।৯)। সেখানে অর্থ আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া। এখানেও সেই অর্থ।

আমার প্রকৃতি—(স্বাং) স্বকীয় (শঙ্কর, রামানুজ) বা আমার অধীন (স্বামী), অবিদ্যালক্ষণ (শঙ্কর) প্রকৃতি। আমাতে কল্পিত অনির্ব্বচনীয় মায়াখ্য প্রকৃতি (মধু)।

পুনঃ পুনঃ—কালে কালে (বলদেব)। ভূয়োভূয়ঃ (হনু)। ইহা দ্বারা সৃষ্টিলয়ের অনাদিত্ব সূচিত হইয়াছে (গিরি)। সংসারে আদি সৃষ্টি বা শেষ প্রলয় নাই। প্রলয়ের পর সৃষ্টি, সৃষ্টির পর প্রলয় দোলকের মত অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে, অনন্তকাল চলিতে থাকিবে। প্রলয়-শেষে সৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টিমত কল্পিত হয়। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বম্

অকল্পয়ৎ"। এইজন্য আব্রহ্ম ভুবন হইতে সর্ব্বলোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিলয়ের অধীন হয় (গীতা ৮।১৬)। এই সৃষ্টি বা ব্রহ্মের দিবস ও লয়-কাল বা ব্রহ্মের রাত্রির পরিমাণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (গীতা ৮।১৭)। যেকাল পর্য্যন্ত কাল্পিক সৃষ্টি থাকে, সেই কাল-পরিমিত সময় লয়ের অবস্থাও থাকে। লয়কালে কালের জ্ঞাতা যে পরমেশ্বর জ্ঞান, তাহা সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। সুতরাং এই কালের কিরূপে পরিমাণ হয়? সাগরোর্ম্মির অভিঘাতের ন্যায় ক্রিয়ার কাল ও ক্রিয়ার বিশ্রাম-কাল,—প্রবৃত্তির কাল ও নিবৃত্তির কাল—ইহাদের একই পরিমাণ—ইহাই জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। ইহাকেই Cycal of Time বলে। এই জন্য সৃষ্টি-কালের পরিমাণ হইতে লয়-কালের পরিমাণ কালতত্ত্ব-বিদ্‌গণ জানিতে পারেন। যাহা হউক, কালের ধারণার সহিত সৃষ্টিলয়ের এইভাবে অনাদিত্ব—প্রবাহরূপে নিত্যত্ব ধারণা অবশ্যম্ভাবী। তবে কালের বা দেশকালের অতীত অবস্থায় সৃষ্টিলয় নাই—সংসার নাই।

অবশ—এই বর্ত্তমান সমুদায় ভূতগণ আবিদ্যাদি দোষে অস্বতন্ত্র ও প্রকৃতি বা স্বভাবের বশীভূত (শঙ্কর)। পরতন্ত্র (হনু, কেশব)। প্রকৃতি বা মায়াবশে বা অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যা বা আবরণ বিক্ষেপাত্মক শক্তিপ্রভাবে অবশ (মধু)। প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত সেই সেই স্বভাব-বশে বশীভূত (স্বামী)। আমার (ঈশ্বরের) ইচ্ছাধীন (বল্লভ)।

ভূতগণ—দেব-মনুষ্য-তির্য্যক্-স্থাবরাত্মক চতুর্ব্বিধ জীব (রামানুজ)। অথবা জরায়ুজ স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্ব্বিধ জীব।

মধুসূদন এস্থলে অদ্বৈতমতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ঈশ্বরের এ সৃষ্টি ভোগের জন্য নহে। তাঁহাতে ভোক্তৃত্ব নাই। তিনি সাক্ষী চৈতন্যমাত্র। অথচ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য চেতনা নাই,—তিনিই সর্ব্বজীবে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। জীবের মুক্তির জন্য সৃষ্টি, ইহাও বলা যায় না।

কেননা, আত্মা নিত্যমুক্ত। সুতরাং এই সকল শ্লোকে সৃষ্টির মায়াময়ত্ব ও মিথ্যাত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে।” অতএব এ শ্লোকের অর্থ এইভাবে বুঝিতে হইবে। মায়াবী ভগবান্,—“আপনাতে কল্পিত আপনার অনির্ব্বচনীয় মায়াখ্য প্রকৃতিকে অবষ্টম্ভন অর্থাৎ আপনার সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা বিচলিত করিয়া, সেই প্রকৃতির পরবশতা-বশতঃ পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যার কারণ—বিক্ষেপ এবং আবরণাত্মক শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ-গোচর আকাশাদি ভূত-সমুদায়কে কল্পনামাত্র স্বপ্নের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।”

কিন্তু গীতার এই সকল শ্লোক হইতে এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। প্রপঞ্চাতীত নির্ব্বিশেষ অনির্দ্দেশ্য (Transcendent) ব্রহ্ম অচিন্ত্য। সে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি ধারণা করা যায় না। সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বে সৃষ্টি-লয় যেরূপ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়; তাহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্ম—পরম পুরুষ ও তাঁহার পরমা প্রকৃতি— এই দুই অনাদি ভাবে সৃষ্টিলয়-সম্বন্ধে—এই প্রপঞ্চ ব্যাপারে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। এই প্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তি—ইহাই মায়া। শ্রুতি ইঁহাকেই “দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈ-নিগূঢ়াং” বলিয়াছেন (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৩)। সৃষ্টির মূল—ইচ্ছা বাসনা বা কামনা। সে বাসনা—জীবের অনাদিকালপ্রবৃত্ত কর্ম্মজনিত সংস্কার হইতে পারে। প্রকৃতিতে তাহা প্রলয়াবস্থায় বীজরূপে নিহিত থাকে। সেই বাসনা কালবশে ফলোন্মুখ হইলে, ভগবৎ-জ্ঞানে সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়। তখন পরমেশ্বর স্বীয় পরাখ্য শক্তি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ও অধিষ্ঠান দ্বারা নিয়মিত করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। গীতার এই কয় শ্লোক হইতে তাহা বুঝা যায়।

বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন,—ভগবানের প্রপঞ্চ-ক্রীড়া-ইচ্ছাতেই এই সৃষ্টি হয়। কেশবাচার্য্য বলেন যে,—‘ভগবান্ এ জগতের বা ভূতগণের কারণ। কিন্তু তিনি নিমিত্ত-কারণ, না উপাদান-

কারণ ? যেমন কুম্ভকার ঘট উৎপাদনের নিমিত্ত-কারণ,সেরূপ হইলে ভগবান্ এ জগতের বা ভূতগণের আধার হইতে পারেন না। আর মৃত্তিকা যেমন ঘটাদির উপাদান-কারণ,—ঘট যেমন মৃত্তিকায় স্থিত, মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ও তাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, এবং পুনঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভগবান্ যদি এ জগতের উপাদান-কারণ হন, তবে ভগবান্ বিকারী বা পরিণামী হইয়া পড়েন। তাঁহাকে আর অসঙ্গ অব্যয় বলা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বরের দ্বারা নিয়মিত শক্তি বা মায়াখ্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিলে, এরূপ বিরোধ হয় না। সর্ব্বভূত লয়কালে এই প্রকৃতিতেই সূক্ষ্মরূপে লীন থাকে বা একীভূত থাকে। আর সৃষ্টিকালে এই প্রকৃতি হইতে নামরূপবিভাগ দ্বারা তাহাদের উদ্ভব হয়। ভগবান্ সর্ব্বশক্তির আশ্রয় পরমেশ্বর। প্রকৃতিই সেই শক্তিভূত। সর্ব্বভূত সেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়, স্থিতিকালে সেই প্রকৃতিতেই অবস্থান করে, ও লয়কালে সেই প্রকৃতিতেই লীন হয়। শক্তিমান্ হইতে শক্তি পৃথক্ ভাবে স্থিত বা প্রবৃত্ত হইতে পারে না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। ভগবান্ তাঁহার এই শক্তির আশ্রয় অধিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নিয়ন্তা। এজন্য ভগবান্ অসঙ্গ অব্যয় অপরিণামী হইয়াও এই শক্তিদ্বারে সর্ব্বভূতের উপাদান-কারণ। পরিণামাদি সেই প্রকৃতি-নিষ্ঠ। সেইরূপ অন্য কারণ না থাকায় প্রকৃতির অধ্যক্ষতা জন্য ভগবান্ই নিমিত্ত-কারণ। প্রকৃতি জড়—ভগবান্ তাহার নিয়ামক চৈতন্যরূপে নিমিত্ত-কারণ।'

কেশবাচার্য্য নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত। নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। গীতায় এই তত্ত্বই উক্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এস্থলে এ সকল 'জটিল তত্ত্বের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিরূপে পুরুষ প্রকৃতি বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে ভূতগণের সৃষ্টি হয়, এবং কিরূপে পুরুষ প্রকৃতির ত্রিগুণভাবে বদ্ধ থাকিয়া জীবভাব-

যুক্ত হয়, সে সব তত্ত্বজ্ঞানার্থ ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কাল্পিক সৃষ্টির আরম্ভে পরমেশ্বর স্ব-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কিরূপে এই ভূতগণকে সৃষ্টি করেন, তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে ঈশ্বরতত্ত্বই নিরূপিত হইতেছে। তাঁহার স্রষ্টৃত্ব মাত্র এস্থলে বুঝিতে হইবে। কিরূপে ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করেন, সর্ব্বভূত সৃষ্টি করেন, সে তত্ত্বজ্ঞানার্থ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তস্তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯

সেই সব কর্ম্ম কভু, ওহে ধনঞ্জয়
নাহি বদ্ধ করে মোরে। উদাসীন-মত
রহি আমি,—কর্ম্মে হেন আসক্তি-বিহীন ॥ ৯

সেই সব কর্ম্ম—সেই ভূতগ্রামের সৃষ্টিনিমিত্ত কর্ম্ম সকল (শঙ্কর)। সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম (রামানুজ)। নানাবিধ কর্ম্ম (স্বামী। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াখ্য কর্ম্ম (মধু)। সেই বিষমরূপ সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম (কেশব)।

নাহি বদ্ধ করে মোরে—(ন নিবধ্নন্তি) এই যে প্রাণিসৃষ্টিবৈষম্য, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে—এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর বদ্ধ হন না (শঙ্কর)। যদি ভগবান্ প্রাকৃত ভূতগ্রামকে স্বভাবহেতু অবিস্থাতন্ত্র বিষমত্ব বিধান করেন, তবে সেই বিষম সৃষ্টিপ্রযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব ভগবানে আরোপিত ও তাঁহার অধীশ্বরত্ব আপত্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য ইহা বলা হইয়াছে (গিরি)।

কর্ম্মাসক্তি বন্ধনের সাধারণ হেতু। কিন্তু আপ্তকাম ঈশ্বরে তাহা বন্ধন-হেতু হইতে পারে না (স্বামী)। ঈশ্বর স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় মায়াদ্বারা স্‌ষ্ট্যাদি করেন, সুতরাং তিনি অনুগ্রহ নিগ্রহ দ্বারা বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া সুকৃত-দুষ্কৃত-ভাগী হন না। পারমার্থিক অর্থে জগৎ মিথ্যা (মধু)। পূর্ব্বে ৪।১৪ ও ৫।১৪-১৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য, এবং বেদান্ত দর্শনের ২।১।২২ সূত্র—"ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ" এবং ২।১।৩৪ সূত্র—"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ" ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য। সে যাহা হউক, এস্থলে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মে সর্ব্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব। এজন্য তিনি এ জগৎ সম্বন্ধে কর্ত্তা হইয়াও জগদতীত ভাবে অকর্ত্তা—উদাসীন। পরমেশ্বর Immanent ভাবে জগৎরূপ—জগৎকর্ত্তা, আর Transcendent ভাবে জগদতীত, শান্ত শিব অদ্বৈত।

উদাসীন-মত···বিহীন—স্‌ষ্ট্যাদিকর্ম্মে ঈশ্বর বদ্ধ হন না। তাহার কারণ এই যে, তিনি "উদাসীন-মত আসীন"। তাঁহার কোন অপেক্ষা নাই—সকলই উপেক্ষণীয়। তিনি অবিক্রিয়স্বভাব বলিয়া অসক্ত ও ফল-সঙ্গরহিত। কোন কর্ম্মে "আমি করিতেছি" এ অভিমান ভগবানে নাই। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ-পরিত্যাগ করিতে পারিলে, কাহারও কর্ম্মবন্ধন হয় না (শঙ্কর)। ফলাসঙ্গ অভাবে ও কর্তৃত্বাভিমান অভাবে ভগবান্ স্‌ষ্ট্যাদি কর্ম্মে অসম্বদ্ধ থাকেন (গিরি)।

কর্ম্ম অনাদি। ক্ষেত্রজ্ঞ ভূতের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই পরস্‌ষ্টিতে তাহার দেবাদি ভাবের কারণ (রামানুজ)। ঈশ্বর তাহার কর্ত্তা নহেন। ঈশ্বর উদাসীনবৎ আসীন থাকেন। উদাসীনের কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না (স্বামী)। যেমন পরস্পর বিবদমান দুই জনের মধ্যে যে জয় বা পরাজয় গ্রাহ্য করে না, সে তৎফল হর্ষ বা বিষাদে অসংস্পৃষ্ট হইয়া নির্ব্বিকার থাকে,—ভগবান্ সৃষ্টিব্যাপারে সেইরূপ নির্ব্বিকার (মধু)। জীবদিগের

দেব-মানব-তির্য্যগাদিভাবে তাহাদের অভ্যুদয়ের যে তারতম্য বা প্রভেদ হয়, তাহা তাহাদিগের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মজন্য। ভগবান্ সেই বৈষম্য-যুক্ত কর্ম্মে উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত (বলদেব)। ভগবান্ উপেক্ষকের ন্যায় পক্ষপাতবিহীন ও সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্ম্মে ফলসঙ্গরহিত (হনু)। ভগবান্ তাঁহার লীলা বা ক্রীড়ার্থক-কর্ম্মে অনাসক্ত (বল্লভ)। ভগবান্ উদাসীন ভাবে থাকেন, তাহার হেতু এই যে, জগৎ সৃষ্টি অনুগ্রহ নিগ্রহাদি কর্ম্মে ভগবান্ আসক্তিশূন্য। কারণ, ভগবান্ আপ্তকাম। যিনি আপ্ত-কাম, তাঁহার কর্ম্মে আসক্তি থাকে না। যে আসক্ত, তাহারই কর্ম্মে বন্ধন হয় (কেশব)।

ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন, জগৎ লয় করেন, এজন্য তিনি কর্ত্তা সত্য, কিন্তু তিনি সেই সব কর্ম্মে 'উদাসীনবৎ আসীন' ও 'অসক্ত', এজন্য ভগবান্ অকর্ত্তা। তাঁহার কোন কর্ম্মবন্ধন হয় না। তিনি মূল কারণ, সমুদায় কার্য্য তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হইলেও, তিনি সর্ব্ব কারণের কারণ-রূপ হইতে প্রচ্যুত হন না। তাহার হেতু পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোক হইতে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। শঙ্কর ও গিরি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ যেন আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন ও উদাসীনবৎ আসীন থাকেন, এজন্য বিসৃষ্টি প্রভৃতি কোন কর্ম্মে ভগ-বানের কর্ম্মবন্ধন হয় না। সেইরূপ আমরাও যদি আসক্তিশূন্য হইয়া আপনার অকর্ত্তা, অসঙ্গস্বরূপ জানিয়া আসক্তিশূন্য ভাবে স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া অধ্যক্ষতা মাত্র করিয়া কর্ম্ম করিতে পারি, ও উদাসীনবৎ অবস্থান করিতে পারি, তবে আমাদেরও কর্ম্মে বন্ধন হয় না। এরূপ ভাবে যে কর্ম্ম করিতে না পারে, কেবল তাহারই কর্ম্মবন্ধন হয়। গীতায় এই তত্ত্ব নানাস্থানে নানা ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০

আমারই অধ্যক্ষে করে প্রকৃতি সৃজন
এই সব চরাচর। হয় সেই হেতু
হে কৌন্তেয়! জগতের বিপরিবর্ত্তন॥ ১০

আমারই অধ্যক্ষে—ভগবান্ উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াও কিরূপে ভূতসমূহের সৃষ্টির কারণ হন, তাহা এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—নির্ব্বিকার। তিনি অধ্যক্ষ-রূপে প্রেরণা করেন, তাই তাঁহার মায়া—ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণ প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। শ্রুতিতে আছে—

'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৬৷১১)।

"এই অধ্যক্ষতা নিমিত্ত স-চরাচর ব্যক্তাব্যক্তাত্মক জগতের সর্ব্বাবস্থায় বিপরিবর্ত্তন হয়। জ্ঞানের বিষয় বলিয়া, জগতের সকল ব্যবহার, সমস্ত প্রকার প্রবৃত্তি,—আমি ইহা ভোগ করিব, আমি ইহা দেখিতেছি, ইহা শুনিতেছি, আমি সুখানুভব করিতেছি বা দুঃখানুভব করিতেছি, আমি সুখের জন্য এই কার্য্য করিব, দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ইহা করিব, ইহা জানিব ইত্যাকার সর্ব্ব প্রবৃত্তি—অবগতির অর্থাৎ জ্ঞানের অবলম্বনেই সৎ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়, এবং জ্ঞানেতেই ইহাদের অবসান হয়। শ্রুতিতে আছে,—"যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্"।—অর্থাৎ এই জগতের

যিনি অধ্যক্ষ, তিনি পরম আকাশে বিরাজমান। অতএব সেই এক দেব সর্ব্বাধ্যক্ষ দ্যোতনাত্মক চৈতন্যস্বভাব। পরমার্থতঃ ভোগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। অন্য কোন ভোক্তা বা চেতনান্তরও নাই। অতএব কি নিমিত্ত এই সৃষ্টি,—এই প্রশ্ন বা ইহার উত্তর উপপন্ন হয় না।

"পরমার্থতঃ এই সৃষ্টি মিথ্যা। সুতরাং সৃষ্টিকর্তৃত্ব জন্য পরমাত্মার বিকার-সম্ভাবনা নাই। বেদমন্ত্রে আছে—

"কো অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।"

"ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" (গীতা, ৫।১৫)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টি পরমার্থতঃ মিথ্যা। জীবজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত বলিয়াই মুগ্ধ হয়।" (শঙ্কর)।

"ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব ও উদাসীনত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। এই বিরোধ পরিহারার্থ এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। উদাসীন ঈশ্বরের সাক্ষিত্বমাত্র নিমিত্ত (কারণ) হয় বলিয়া এ জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারাবস্থা গ্রহণ করে। কার্য্যবৎ কারণেরও (অব্যক্তাবস্থার) প্রবৃত্তি এই সাক্ষীর অধীন। প্রকৃতি বা জড়বর্গের চেতন সাক্ষী বিনা প্রবৃত্তি অসম্ভব। সাক্ষিত্ব বা অবগতির অবসানে সর্ব্ব প্রকৃতির নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ জ্ঞাতা (subject) ব্যতীত জ্ঞেয় (object) থাকিতে পারে না। সেই সাক্ষী বা জ্ঞাতা—পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বসাক্ষীভূত চৈতন্য। তিনি ব্যতীত অন্য চৈতন্য অন্য জ্ঞাতা নাই—অন্য ভোক্তাও নাই। অতএব পরমেশ্বরের সাক্ষিত্ব হেতু প্রকৃতি হইতে বা ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণ মায়া হইতে এই চরাচরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন ঈশ্বর ভিন্ন অন্য চেতন ভোক্তা নাই ও অচেতন ভোক্তা

স্ফুটনোন্মুখ কর্ম্মানুসারে প্রকৃতি সত্যসঙ্কল্প আমার অধ্যক্ষ বা ঈক্ষণ হেতু জগৎ প্রসব করেন (রামানুজ)।

ব্রহ্ম প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া জগতের নিমিত্ত কারণ। সন্নিধি মাত্রই ভগবানের অধিষ্ঠাতৃত্ব (স্বামী)।

সর্ব্বতঃ দৃশি (দ্রষ্টা)-মাত্র স্বরূপে,—বিক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্তার আভাস-রূপে, ও অধিষ্ঠাতা রূপে ভগবানই কর্ত্তা (মধু)।

সত্যসঙ্কল্প ভগবানের অধ্যক্ষতা দ্বারা জীবগণের পূর্ব্বপূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে প্রকৃতির যে বিপরিণাম হয়, ইহার কারণ তাঁহার ঈক্ষণ বা কল্পনা (বলদেব)। আমার অধ্যক্ষতায়—অর্থাৎ আমার সাক্ষিত্ব দ্বারা (হনু), আমার অধ্যক্ষত্ব দ্বারা বা অধিষ্ঠান হেতু (বল্লভ), আমার অধিষ্ঠাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব দ্বারা (কেশব)।

অধি+অক্ষ=অধ্যক্ষ। ইহার এক অর্থ প্রত্যক্ষ করা বা ঈক্ষণ করা। "তৎ ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" ইতি শ্রুতিঃ। ব্রহ্মের এই ঈক্ষণ হইতেই সৃষ্টি হয়। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অধ্যক্ষের আর এক অর্থ--ব্যাপ্ত হওয়া বা অধিকার করা। (অক্ষ ধাতুর এক অর্থ ব্যাপ্তি) ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'cover'। এই অর্থে দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রকৃতির সহিত ভগবানের রতি হইতে সৃষ্টি। বল্লভ সম্প্রদায় মতে—ভগবান স্ব-রতি-ইচ্ছারূপ রমণাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক রমণ ভাব অঙ্গীকার করেন, এবং তাঁহার অধ্যক্ষ বা ক্রীড়া হেতু অধিষ্ঠাতৃত্ব দ্বারা প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে। ভগবানের কামনা হইতে সৃষ্টি। "স অকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" ইতি শ্রুতিঃ। অতএব সৃষ্টি ভগবানেরই কাম বা ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত। গীতার অন্যত্র আছে—"মম যোনি র্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।" (১৪।৩)। কাম প্রবর্ত্তিত 'ঈক্ষণ' শব্দের—রমণার্থ ব্যাপ্তি অর্থও হইতে পারে। ব্রহ্ম বা আত্মা আপনাকে স্ত্রী-পুরুষ ভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিলে, পরস্পর মিথুন হইতে যে সচরাচর জগৎ সৃষ্টি হয়,

তাহা শ্রুতিতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে আছে (১।৪) যে—"প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তপস্যা (সংকল্প) দ্বারা রয়ি (অপরা অষ্টধা জড়প্রকৃতি বা আদি ভূত) এবং প্রাণ (বা পরা প্রকৃতি) এই মিথুন সৃষ্টি করিলেন। এই উভয় সংযোগেই বহু প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী এ উভয়ের মিথুনে যে প্রজা (বা জীব) সৃষ্টি হয়, তাহা ছান্দোগ্য-উপনিষদে (২।১৩।১-২) উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা মূলতত্ত্ব নহে। যে মিথুন হইতে সচরাচর জগৎ সৃষ্টি হয়, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১ ৪।৩ মন্ত্র) হইতে জানা যায়। তাহাতে আছে,—

"এই সৃষ্টির অগ্রে আত্মাই ছিলেন। তাহা পুরুষবিধ। সেই পুরুষবিধ আত্মা ঈক্ষণ করিয়া (অনুবীক্ষ্য) আপনাকে ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে তিনি রতি অনুভবই করিলেন না—(স বৈ নৈব রেমে।) একাকী রমণ বা আনন্দ অনুভব হয় না, (তস্মাৎ একাকী ন রমতে।) তিনি দ্বিতীয়ের জন্য ইচ্ছা করিলেন (স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।) তিনি এতাবৎ সম্মিলত স্ত্রীপুরুষ ভাবেই ছিলেন,—(স হ এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।) তিনি এইরূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন,—(স ইমমেব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ।) এবং পতি পত্নীরূপ হইলেন,—(ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্।)

অতএব ভগবানের অধ্যক্ষতায় যে প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহার মূলে এই 'রতি' বা রমণ ভাব যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন, এই শ্রুতিকে তাহার মূল বলা যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় এক আপত্তি এই যে, সৃষ্টির মূলে যদি পরমেশ্বরের কাম বা ইচ্ছা থাকে, যদি প্রকৃতির সহিত রমণ ভাব থাকে, তবে পরমেশ্বরকে উদাসীন অসক্ত বলা যায় না। তাঁহাকে উদাসীন ও অসক্ত বলিলে, তিনি কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান দ্বারা প্রকৃতির অধ্যক্ষতা করেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শঙ্কর তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা, সৎ বা অসৎ রূপে অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যালক্ষণ মায়া (মধু, শঙ্কর)। ঐশ্বরীয় শক্তি (স্বামী)।

প্রসব—(সূয়তে)—উৎপাদন করে, সৃষ্টি করে। 'সূয়তে' শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রসব করা। ভগবান্ পূর্ব্বে (৭।৬ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন, (১৪।৩ ৪ শ্লোকে)—মহৎব্রহ্ম তাঁহার যোনি। তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করিলে, তাহা হইতেই সর্ব্ব ভূতের উদ্ভব হয়। ভগবান্ বীজপ্রদ পিতৃ-রূপে মহদ্‌ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি মাতার গর্ভে বহু হইবার কল্পনারূপ বীজ নিষেক করেন, এবং আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। তাই প্রকৃতি সচরাচর জগৎপ্রসব করেন। ভগবানের বহু হইবার কল্পনা অনুসারে, ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে প্রকৃতির এই জড় জীবময় জগৎ রূপে, বিবর্ত্তন বা পরিণাম হয়। তাহার স্বতঃ স্বাধীন ভাবে পরিণাম হয় না। প্রকৃতি গর্ভে এই জগৎ বিধৃত হয়। কারণের মধ্যেই কার্য্য বিবৃত থাকে।

এই সব চরাচর—(সচরাচরম্)—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ। ব্যক্ত-অব্যক্তাত্মক জগৎ (শঙ্কর)।

সেই হেতু—এই অধ্যক্ষত্ব হেতু (শঙ্কর)। ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ম্মানুগুণ আমার ঈক্ষণহেতু (রামানুজ)। আমার অধিষ্ঠান হেতু (স্বামী)। আমার সন্নিধান হেতু (কেশব)।

বিপরিবর্ত্তন—সর্ব্বাবস্থায় পরিবর্ত্তন (শঙ্কর)। পুনঃ পুনঃ জন্ম বা উদ্ভব (স্বামী, বলদেব)। জন্ম হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত বিকারজাত সমুদায়ের অনবরত পরিবর্ত্তন (মধু)। বিশেষরূপে পরিবর্ত্তন। যাহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল, পরিণামী, তাহাকেই জগৎ বলে। এই জগৎ স্থিতিকালে নিয়ত পরিবর্ত্তন বা পরিণামের অধীন। জগৎ ও জগতের সম্বন্ধভূতভাব—জন্ম বৃদ্ধি স্থিতি বিপরিণাম ক্ষয় ও বিনাশরূপ ষড়্‌ভাববিকারের অধীন। বিকারী জগতের স্থিতিকালে যে এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহারও

হেতু প্রকৃতিতে ভগবানের অধিষ্ঠান ও ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব। জগতের স্থিতি কালে, এইরূপ বিপরিবর্ত্তন হয়।

যাহা হউক, এস্থলে যে বিপরিবর্ত্তন উক্ত হইয়াছে, তাহা সমষ্টিভাবে সমুদায় জগৎ সম্বন্ধে ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীব ও জড়সঙ্ঘাত সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। জগতের যেমন সৃষ্টি স্থিতি পরিবর্ত্তন ও লয় সম্বন্ধে নিয়ম, প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই বিপরিবর্ত্তন (এই change বা flux) নিয়ত চলিতেছে। ভগবানের অধিষ্ঠান হেতু, পরিণাম-স্বভাব প্রকৃতিতে নিয়ত এই পরিবর্ত্তন ও পরিণাম সাধিত হইতেছে।

এই শ্লোকে সংক্ষেপে যে জড়জীবময় জগতের উৎপত্তি ও পরিণতিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে এবং গীতার অন্যত্র এ সম্বন্ধে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূলে দুই তত্ত্ব আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। প্রথম পরমেশ্বরতত্ত্ব, দ্বিতীয় প্রকৃতিতত্ত্ব। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যে এই প্রকৃতি তাঁহারই। সেই প্রকৃতি দুইরূপ—অপরা ও পরা। এই প্রকৃতিই সর্ব্বভূতযোনি। আর ভগবান্ এই সমুদায় জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। ভগবান্‌ই পরমতত্ত্ব (গীতা, ৭।৪-৭)। তাঁহা দ্বারা সমুদায় ব্যাপ্ত। এই জগতে যে ব্রহ্মভুবন প্রভৃতি বিভিন্ন লোক আছে, তাহা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে,—পুনঃ পুনঃ তাহাদের সৃষ্টি লয় হয়। সৃষ্টির অবস্থাই কল্প—ব্রহ্মের দিবস। আর ব্রহ্মের রাত্রি অবস্থায় সেই কল্পের ক্ষয় হয়—প্রলয় হয়। কল্পারম্ভে বা সৃষ্টির আরম্ভে সমুদায়ই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, আর কল্পক্ষয়ে—ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে এই সমুদায় সেই অব্যক্তেই বিলীন হয়। এইরূপে যে পুনঃ পুনঃ এ জগতের সৃষ্টি লয় হয়, তাহতে ভূতগণের কোন কর্তৃত্ব নাই। তাহারা প্রকৃতিবশে অবশ ভাবে এই সৃষ্টি লয় ব্যাপারের অধীন থাকে (গীতা, ৮।১৬—১৯)। কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়া-

রন্তে সর্ব্বভূতভাব ভগবানের প্রকৃতিতেই লীন হয় বা প্রকৃতিকে (মূল প্রকৃতি—অব্যক্ত অবস্থাকে) প্রাপ্ত হয়, আর কল্পারন্তে প্রকৃতি হইতে ভগবান্ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সৃষ্টি (বা বিসর্জ্জন) করেন। প্রকৃতি-গর্ভে ভগবানের ভূতভাবের প্রভাবও উদ্ভবকর আত্মস্বরূপ বীজ নিষেক রূপ কর্ম্ম হেতু প্রকৃতি হইতে সেই ভূতভাবের বিসৃষ্টি হয়। (গীতায় ১৪।৩)। ভগবান্ এই সৃষ্টিস্থিতিলয় ব্যাপারে উদাসীন ও অসক্ত থাকিলেও, তিনি স্বপ্রকৃতিকে আশ্রয় বা অধিষ্ঠানপূর্ব্বক এই সমুদায় ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ বিসৃজন করেন। ভগবানের অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি হইতে এ জগতের বিপরিণাম হয় (গীতা, ৯।১০)।

ভগবান্ পরমপুরুষ—পুরুষোত্তম। তিনি ক্ষর পুরুষের অতীত, অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম। (গীতা, ১৫।১৮)। ভগবানেরই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবভূত হয়। সেই জন্য এ লোকে পুরুষ দুইরূপ,—ক্ষর ও অক্ষর। ভগবান্ উত্তম পুরুষরূপে তাহাদের অতীত—এ লোকের অতীত। সকল প্রকার পুরুষই এই উত্তম পুরুষের অভিব্যক্ত ভাব মাত্র। (গীতা, ১৫।৭,১৬)।

এই অনাদি জগৎসম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অনাদিতত্ত্ব (গীতা, ১৩।১৯)। পরমপুরুষ—পুরুষোত্তম পরমেশ্বর হইতে এই সৃষ্টি লয় হয়। তিনি মহৎ ব্রহ্মকে আপনার যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতে গর্ভ নিষেক করেন, তাহা হইতে সর্ব্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বীজপ্রদ পিতা আর মহৎ ব্রহ্মই যোনি বা উৎপত্তি স্থান (গীতা, ১৪।৩—৪)। ভগবান্ পিতারূপে মহৎ ব্রহ্মরূপ প্রকৃতির গর্ভে যে বীজ নিষেক হেতু সর্ব্বভূতের সম্ভব ও উদ্ভব হয়, সেই বীজ ভগবানেরই আত্মস্বরূপ অংশ। তাহাই প্রকৃতি গর্ভে প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্র বা শরীর গ্রহণ করিয়া জীবভাবযুক্ত হইয়া ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষর পুরুষ হয়, সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়, প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজগুণ ভোগ

করে, এবং গুণে আসক্তিহেতু সদসৎযোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে (গীতা, ১৩।২০-২১)।

ইহাই সংক্ষেপে গীতোক্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় তত্ত্ব। জগতের নিমিত্ত কারণ পরমেশ্বর আর উপাদান কারণ প্রকৃতি। লয় অবস্থায় এই প্রকৃতি, অব্যক্ত রূপা, আর সৃষ্টি অবস্থায় ব্যক্ত রূপে তাহা পরা ও অষ্টধা অপরা প্রকৃতি-রূপা। এই প্রকৃতি ও মায়া ঠিক এক নহে। ভগবান্ আপনার অবতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" (গীতা, ৪।৬)

এই মায়া ভগবানের আত্মমায়া—তাঁহার যোগমায়া। ইহা ভগবানের শক্তি—পরাশক্তি—জ্ঞান বল ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। ইহা দ্বারাই তিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন, প্রকৃতির অধ্যক্ষ হইয়া স-চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। আর এই প্রকৃতি—এই পরা ও অপরা প্রকৃতি—সর্ব্বভূতযোনি। প্রলয়ে তাহা অব্যক্তরূপা। তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা এই অব্যক্ত মহৎ ব্রহ্মকে ঈক্ষণ করিয়া ও আপনার প্রকৃতিরূপা যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতেই তাঁহার বহু হইবার কল্পনাবীজ নিষেক করেন। পরমেশ্বরের আত্মমায়াহেতু তাই ব্রহ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি ভাবে সর্ব্ব জীবের বা জীবভাবের ও জগতের অভিব্যক্তির কারণ হন। পরব্রহ্ম পরাশক্তিরূপা মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া এই যোগমায়া হেতু পরমেশ্বর ভাবে আপনাকেই ঈক্ষণ করেন, এবং ঈক্ষিত হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ হন। ব্রহ্মই আপনার মায়াশক্তি হেতু সগুণ হন। এই মায়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনুসারে—স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা। মায়াশক্তি হেতুই ব্রহ্মের জ্ঞান স্বরূপের অভিব্যক্ত হয়। শক্তির দুই ভাব—বিরাম বা বীজভাব ও বিকাশ বা ক্রিয়াভাব। ক্রিয়া অবস্থায় জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্ম আপনার জ্ঞানস্বরূপের অভিব্যক্ত অবস্থায় ঈক্ষণ করেন, আপনিই পরম দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভাবে, পরমপ্রকৃতি রূপে

আপনাকেই ঈক্ষণ করিয়া পুরুষোত্তম ও পরমা অব্যক্ত প্রকৃতি রূপ হন।

পরমেশ্বর স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। পরমব্রহ্মই পরমেশ্বরের পরম ভাব, পরম ধাম, তাহাই পরম গতি (গীতা, ৮।২১; ১৫।৬)। যখন এ জগৎ থাকে না, জ্ঞাতা জ্ঞেয় থাকে না—সর্ব্বভূতভাব কারণে লীন হইয়া যায়, তখন এই মূল অব্যক্তের অব্যক্ত সনাতন ভাব—এই পরম অক্ষর ব্রহ্মভাব মাত্র থাকে; অতএব ভগবান্ই পরমব্রহ্ম, তবে সগুণ ভাবে তিনি শাশ্বত দিব্য পুরুষ। (গীতা, ১০।১২)।

অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরম অক্ষর ব্রহ্ম এই সৃষ্টি সম্বন্ধে যেন আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। পরমা মায়া হেতু পরম ব্রহ্মে পরমেশ্বর পরম জ্ঞাতা পুরুষোত্তম ভাব ও পরম জ্ঞেয় পরা প্রকৃতি ভাব যেন অভিব্যক্ত হয়। এই দুই ভাব হইতে পরমব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ হন। পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে তিনি পরম জ্ঞেয় অব্যক্ত মহদ্‌ব্রহ্মরূপা আপনার প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন, এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অধ্যক্ষতা করিয়া সর্ব্বভূত সৃষ্টি করেন, ও ধারণ করেন। এইরূপে ব্রহ্মই জগতের কারণ হন। পরমব্রহ্ম এই জগৎ সম্বন্ধে পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বর ভাবে নিমিত্ত কারণ, আর পরাপ্রকৃতিরূপে উপাদান কারণ হন। সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এবং অষ্টম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরেও ইহা বিবৃত হইবে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

মানব-শরীরধারী আমারে মূঢ়েরা
করে হেয় জ্ঞান। নাহি জানে তারা কেহ
আমার পরম ভূতমহেশ্বর ভাব ॥ ১১

১১। মানবশরীরধারী—(মানুষীং তনুমাশ্রিতম্) মানুষ সম্বন্ধীয় তনুকে আশ্রয়কারী, মনুষ্যদেহকে আশ্রয় করিয়া ব্যবহারকারী (শঙ্কর)। ভগবান্ মনুষ্যশরীর আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইলেও, আমাদের ন্যায় ভগবানের দেহ সম্বন্ধে তাদাত্ম্যভাব নাই (গিরি)। ভক্তের ইচ্ছাবশতঃ শুদ্ধসত্ত্ব মানবাকার আশ্রয়কারী (স্বামী)। স্বেচ্ছায় ভক্তকে অনুগ্রহার্থ মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান মূর্ত্তি গ্রহণকারী, মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান দেহে ব্যবহারকারী (মধু)। কারুণ্যাদি গুণ-পরবশে সকলে যাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্য এবং ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্য আকার আশ্রয়পূর্ব্বক মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান। (কেশব)। মানুষী তনু=human form। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে মানুষী তনু নিত্য প্রাপ্ত। বলদেব বলেন,—মানুষের শরীর পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু ভগবানের শরীর সেরূপ নহে। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলে, অর্জ্জুন ভীত হইয়া তাঁহার সৌম্য মানুষী তনু দেখিতে চাহেন। তখন তিনি কৃপাপরবশ হইয়া প্রথমে চতুর্ভুজ রূপ ও পরে দ্বিভুজ মানুষ-রূপ দেখান্ গীতা, ১১।৫০-৫১)। শ্রীভাগবতে আছে,—ভগবানের এই মানুষীতনুও অলৌকিক নিত্যসিদ্ধ। ভগবানের অবতারতত্ত্ব পূর্ব্বে (গীতা, ৪।৬-৮ শ্লোকে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

করে হেয় জ্ঞান—(অবজানন্তি) অবজ্ঞা করে, পরিভূত করে (শঙ্কর)। সাধারণ মানুষ মনে করিয়া তিরস্কার করে (রামানুজ)। অনাদর করে, অবমাননা করে (স্বামী, বলদেব)। নিন্দা করে (মধু) ভগবান্‌কে সর্ব্বাধিষ্ঠাতা, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকারণ—সর্ব্বদোষাস্পৃষ্ট

স্বভাব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া মানে না, আদর করে না। তাঁহাকে যে সকলে আশ্রয় করিয়া মুক্ত হয় না, তাহার কারণ এস্থলে উক্ত হইয়াছে (কেশব)। অবজানন্তি অর্থাৎ অবজ্ঞান করে।

মূঢ়েরা—অবিবেকী জনেরা (শঙ্কর, মধু)। অনাদি পাপ বাহুল্যে আমার স্বরূপাদিবিষয়ক অজ্ঞানদ্বারা আবৃত মোহ-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা (কেশব)।

পরম ভূতমহেশ্বর ভাব—পরম ভাব অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভাব আকাশকল্প, আকাশেরও অন্তরতম পরমাত্মতত্ত্ব, আর সর্ব্বভূতের মহা অন্তর্য্যামী, অন্তরস্থ পরম ঈশ্বরভাব। পরমার্থতত্ত্ব—সর্ব্বেশ্বরভাব (মধু)। পরম ভাব=পরম তত্ত্ব (শঙ্কর)। এই প্রকার পরমেশ্বরের সর্ব্বাধিষ্ঠাতা, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বদোষশূন্য ভাব,—ও কারুণ্যাদি গুণে ভক্তাভিলাষ পূরণের জন্য মনুষ্যাদি আকারে আবির্ভবন-রূপ তাৎপর্য্য (কেশব)।

সর্ব্বাধিদৈবিক রূপ—পুরুষোত্তমরূপ আমার পরম শ্রেষ্ঠ ভাব। মূঢ়েরা মানুষীতনু-আশ্রিত আমাকে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানে না, আমার পরম ভাব জানে না। তাহারা ভগবান্ বাসুদেবকে প্রাকৃত মানুষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমার আশ্রয়গ্রহণ করে না (বল্লভ)।

মূঢ়েরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করে কেন? তাহার দুই কারণ এস্থলে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইতে পারেন, ইহা তাহারা স্বীকার করে না, তাঁহাকে সাধারণ মানুষ মনে করে। আর তাঁহার ভূতমহেশ্বর পরম ভাব কি, তাহাও ধারণা করিতে পারে না।

ভগবানের যাহা পরম ভাব—তাহা ভূতমহেশ্বর ভাব—পরমেশ্বর ভাব। তাহা সপ্তম অধ্যায়ে ও এই অধ্যায়ে পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার পুরুষোত্তম ভাব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। তাহা যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভগবান্ যে মনুষ্যাদি-দেহে অবতীর্ণ হন, এবং সে অবতারের প্রয়োজন কি, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি অজ, অব্যয় ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও, ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আত্মমায়া দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আবির্ভূত হন। (উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য-উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, 'সেই ভগবান্ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজ—এই ষড়ৈশ্বর্য্য দ্বারা সদা সম্পন্ন। তিনি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিরূপা বৈষ্ণবী মায়াকে বশীভূত করিয়া, অজ, অব্যয় সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াও স্বীয় মায়া দ্বারা দেহবানের মত হন—লোকদের অনুগ্রহার্থ যেন জাত, এইরূপ লক্ষিত হন। তিনি অংশরূপে বসুদেব হইতে দেবকীগর্ভে সম্ভূত হন।" শঙ্করের মতে মানুষীতনুআশ্রিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—নারায়ণের অংশাবতার। বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ভগবানের বিভূতি (গীতা, ১০।৩৭)।

পূর্ব্বে (৭।২৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, 'অজ্ঞানী লোকে, ভগবানের অব্যয় অনুত্তম পরমভাব না জানিয়াই অব্যক্ত তাঁহাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে।' মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া পরম অব্যক্ত ভগবানের যে ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ, তাহা কি অজ্ঞানীর ধারণা? কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাকার যে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ভগবান্ সকলের অন্তর্যামী—সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট—সর্ব্বাত্মা। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ" (তৈত্তিরীয়, ২।৬।১)। ইহা হইতে জানা যায়, ভগবান্ প্রত্যেক ভূতের অন্তরে আত্মাস্বরূপে অবস্থিত। এ সমুদায়ই ব্রহ্ম—('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম')। সকল জীবভাবই ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। শুধু সর্ব্ব জীবে নহে, সর্ব্বভাবে তাঁহারই বিকাশ। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, তিনি একাংশে সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত। শ্রুতিতে আছে, তাঁহার এক পাদ এই বিশ্বভুবন। জীবাত্মা সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের

স্বরূপ হইয়াও মায়া হেতু পরিচ্ছিন্ন ভাবযুক্ত আত্মা। সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা তাহার পরিচ্ছেদক মায়া আবরণ ভেদ করিয়া যে জীবে যত অধিক প্রকাশিত, তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তত অধিক প্রকটিত হয়। কিন্তু জীব ভাবের মধ্যে এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। যদি কখন কোন মনুষ্য দেহে আমার সেই সচ্চিদানন্দের—সেই পূর্ণ জ্ঞানশক্তি ও আনন্দস্বরূপের—সেই পরম ভাবের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অসাধারণ বা আমাদের ধারণাযোগ্য পূর্ণ প্রকৃষ্ট আদর্শরূপে বিকাশ দেখিতে পাই, তাঁহাকে যদি অলৌকিক জ্ঞান দ্বারা বা অলৌকিক কর্ম্ম দ্বারা মানবসমাজকে বিশেষ উন্নতির পথে—ধর্ম্মের পথে—মুক্তির পথে লইয়া যাইতে দেখি, যদি তাঁহাতে পূর্ণ আনন্দময়ত্বে অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তবে আমরা বিশেষভাবে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের অবতার বলিতে বাধ্য হই। এইরূপে লোকাতীত পুরুষ পুরুষোত্তম ভগবানের জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি বিভব ও আনন্দস্বরূপের যে মনুষ্যদেহে প্রকাশ, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বজগদ্ব্যাপ্তকারী অব্যক্ত স্বরূপের পরিচ্ছেদ হয় না, এবং তাঁহার সেই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত যে পরম জগদতীত (transcendent) ভাব, তাহারও হানি হয় না। তিনি অব্যক্ত ভাবে পূর্ণ, ব্যক্ত ভাবেও পূর্ণ। তিনি এইরূপে—ঐরূপে সর্ব্বরূপে পূর্ণ। তাঁহার অপূর্ণত্ব নাই। পূর্ণ (infinite) হইতে পূর্ণ বাদ দিলেও সেই "পূর্ণ"ই অবশিষ্ট থাকে। এই পরম তত্ত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বৃহদারণ্যক, ৫।১।১)।

সেই আত্মা বা ব্রহ্ম বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, স্বরূপতঃ এক,—পূর্ণ, অব্যয়, অনন্ত। অবিদ্যা-আবরণ হেতু তাহা ভিন্নবৎ অপূর্ণও দেশকাল-নিমিত্ত-পরিচ্ছিন্ন প্রতীয়মান হয়। যেখানে সে অবিদ্যা নাই, মায়া যেখানে আত্মভূত, সেখানে আত্মা পূর্ণ প্রকাশিত। তিনিই অবতীর্ণ

পূর্ণ ঈশ্বর। যে নরদেহে বা নরদেহ আশ্রয় করিয়া তিনি সর্ব্বাত্মাস্বরূপে পূর্ণ জ্ঞানাদিস্বরূপে আমাদের পরমাদর্শ পরমগতিরূপে পূর্ণপ্রকাশমান, তাঁহাকে অজ্ঞানীরাই সাধারণ মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে। তাহারা তাঁহার অবতারতত্ত্ব বুঝে না। যেখানে বা যেকালে ধর্ম্মের হানি হয়, সেখানে ও সে কালে যে তিনি মানুষী দেহ আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা তাহারা বুঝে না। জ্ঞানী তাঁহাকে চিনিয়া, তাঁহার সে পূর্ণ স্বরূপ—পরমভাব জানিয়া চারতার্থ হন।

এই শ্লোকের আর এক অর্থ হইতে পারে। তাহা আধ্যাত্মিক অর্থ। 'আমাকে' অর্থাৎ আত্মাকে। আমাদের ক্ষেত্রে যে জীবভাবের উদ্ভব হয়, তাহাতে এই আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া 'আমি' ভাব বিকাশ হয়। ইহাই মানুষী তনু-আশ্রিত 'আমি'। এই মানুষী-তনু-আশ্রিত আমি-ভাবকে আসুরী-প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহারা অন্য ঈশ্বর স্বীকার করে না। (গীতা ১৬।৮ ও ১৬।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাহারা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মার দেহে স্থিত "আমি"কে জানে না। এইরূপে তাহারা সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরস্বরূপের অবজ্ঞা করে। এস্থলে আরও এক অর্থ করা যায়। অবজ্ঞা অর্থে হীন অপূর্ণ ভাবে জানা। যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা পরমেশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের ভগবৎ-জ্ঞান—অবজ্ঞান। তাহারা মানুষীতনু আশ্রিত অবতীর্ণ ভগবান্‌কেই পূর্ণব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য গীতায় তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ, তাঁহার বিরাট্ বিশ্বরূপ, এবং বিশ্বাতীত স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাঁহাকে যে ভাবে জানিতে ও ভজনা করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সাধারণ ভাবে আরও এক অর্থ করা যায়,—যাহারা বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরম তত্ত্ব পূর্ণ ভগবান্ বলিয়ানা মানে, তাহারা মূঢ় খৃষ্ট ধর্ম্মেও এইরূপ আছে,—যাহারা খৃষ্টকে না মানে, তাহাদের

পরিত্রাণ নাই। কিন্তু এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। ভগবান্ "মাং" বা আমাকে অর্থে—তাঁহার পরমভাব—পরমেশ্বর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানুষী তনুআশ্রিত ভাব তাঁহার পরমভাব নহে। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

ব্যর্থ-আশ, ব্যর্থ-জ্ঞান, বিফল-করম—
বিচেতন তারা,—রহে করিয়া আশ্রয়
রাক্ষসী আসুরী—এই মোহিনী প্রকৃতি॥ ১২

(১২) ব্যর্থ-আশ—(মোঘাশা)—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত মূঢ়গণের কথা এস্থলে বিবৃত হইতেছে। এই মূঢ়গণের আশা অভিলাষ বৃথা হয় (শঙ্কর), নিষ্ফল হয় (স্বামী)। ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণবুদ্ধি না থাকায় (বল্লভ), অথবা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের নিকট ফল প্রার্থনা না করায়, তাহাদের কর্ম্মফলাশা পূর্ণ হয় না (মধু)। আমাকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা চণ্ডী ভৈরবাদি দেবগণের নিকট বাঞ্ছিত ফল আশা করে। তাহাদের আশা নিষ্ফল (কেশব)। এই শেষ অর্থ গীতার ৭।২১, ও ৯।২৩ এবং ৪।১২ শ্লোকের সহিত সঙ্গত নহে। এস্থলে অর্থ এই যে তাহারা এ সংসারে লিপ্ত, বিষয় হইতে তাহারা সুখ কামনা করে, তাই তাহাদের সুখ-আশা কখন পূর্ণ হয় না,—তাহাদের দুঃখ কখন দূর হয় না।

ব্যর্থজ্ঞান—(মোঘজ্ঞানা) নিষ্ফল জ্ঞান (শঙ্কর)। তাহাদের কুতর্কাশ্রিত ঈশ্বর-অপ্রতিপাদক শাস্ত্রজ্ঞান নিষ্ফল (স্বামী, কেশব)। যাহারা পরমার্থতত্ত্ব লাভ করে নাই—তাহাদের সংসার বা বিষয়

সম্বন্ধে যতই জ্ঞান লাভ হউক, সে জ্ঞান বৃথা। তাহাদের জ্ঞান—ঈশ্বর ও চরাচর সম্বন্ধে প্রাপ্তজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান (রামানুজ)। তাহাদের বেদাদিশাস্ত্র পরিশীলন-জনিত জ্ঞানও বৃথা (বলদেব)।

বিফল-করম—(মোঘ কর্ম্মাণঃ)—ভগবান্‌কে অবজ্ঞা হেতু, তাহাদের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সমুদায় নিষ্ফল (শঙ্কর)। এরূপ মানুষ, ইহ পরকালে সুখলাভের আশায় যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তাহা নিষ্ফল হয়। তাহারা ভগবৎসেবাতিরিক্ত বৃথাকর্ম্মকারী (বল্লভ)। তাহাদের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও অন্য দেবতা আরাধনা রূপ কর্ম্ম বৃথা। কর্ম্ম জড়, তাহার ফলদানে শক্তি নাই, 'ফলমতঃ উপপত্তে ইতি শাস্ত্রম্।' ভগবান্‌ই কর্ম্মফলদাতা। যাহারা ভগবানে বিমুখ, তাহাদের কর্ম্ম বিফল (কেশব)।

বিচেতন তারা—(বিচেতসঃ)—তাহাদের বিবেক বিগত হয়, তাহাদের সদসৎ জ্ঞান থাকে না (শঙ্কর)। তাহাদের যথার্থ জ্ঞান বিগত হয় (রামানুজ)। তাহারা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত (স্বামী)। যাহারা "মানুষী-তনু-আশ্রিত ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করে, তাহারা ঈশ্বর ভক্ত হইলেও, তাহাদের আশা কর্ম্ম জ্ঞান সকলই ব্যর্থ হয়। (বলদেব)। তাহারা যে ব্যর্থ-জ্ঞান, ব্যর্থ-কর্ম্ম ও ব্যর্থ-আশ, তাহার হেতু এই যে তাহারা বিচেতা। তাহারা চিত্তাধীশা বাসুদেবচিন্তাশূন্য সুতরাং বিক্ষিপ্ত চিত্ত (কেশব)। অব্যবস্থিত-মন (বল্লভ)।

রাক্ষসী আসুরী প্রকৃতি—রাক্ষসদের ও অসুরদের মোহকরী স্বভাব, দেহাত্মবাদীর ভাব (শঙ্কর)। আসুরী প্রকৃতি অর্থাৎ হিংসাদি-প্রচুর তামসিক প্রকৃতি, আর রাক্ষসী প্রকৃতি অর্থাৎ কামদর্পাদি-বহুল রাজসিক প্রকৃতি। বুদ্ধিভ্রংশকরী প্রকৃতি (স্বামী, কেশব)। রাক্ষসী প্রকৃতিই তামসী—তাহা হিংসাদ্বেষপ্রধান। আর আসুরী প্রকৃতি রাজসিক, তাহা রাগপ্রধান (মধু, হনু)। মোহিনী বা আমাকে বিস্মরণকরী প্রকৃতি। স্বদেহপোষণরূপ প্রকৃতি—রাক্ষসী; পরোপদ্রব করণরূপ প্রকৃতি—আসুরী

(বল্লভ)। পরম কারুণ্যাদি গুণের নিরোধনকারী রাক্ষসী স্বভাব আর মোহনকারী তামস স্বভাব (রামানুজ)। বর্ত্তমান দেহপাতের পরে তাহারা অতি ক্রূর আসুরী বা রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। এই আসুরী ও রাক্ষস প্রকৃতি উভয়ই তুল্যরূপে মোহকরী। রাক্ষস প্রকৃতি প্রাণি-হিংসারূপা, আর আসুরী প্রকৃতি পরস্বাপহরণরূপা প্রকৃতি (গিরি)। মূঢ়েরা এই রাক্ষসী এবং আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে।

গীতায় পরে দুইরূপ প্রকৃতির লোকের কথা উক্ত হইয়াছে—দৈবী ও আসুরী।

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ॥
(গীতা, ১৬।৬)

কিন্তু এস্থলে রাক্ষসী প্রকৃতির কথাও উক্ত হইয়াছে। তাহা এই আসুরী প্রকৃতিরই অন্তর্গত। আসুরী প্রকৃতিযুক্ত লোক রজঃ ও তমোগুণপ্রধান। যাহারা তমোগুণপ্রধান, তাহাদিগকে বিশেষভাবে রাক্ষসীপ্রকৃতি-যুক্ত বলে। আসুরীপ্রকৃতি লোকের বিবরণ ষোড়শ অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১৮শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। আর রজঃ ও তমঃপ্রকৃতিযুক্ত লোকের রাজস ও তামস কর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতি কিরূপ, তাহাও সপ্তদশ অধ্যায়ে ও কতক অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দৈবী প্রকৃতির কথা পর শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাহা সাত্ত্বিক প্রকৃতি। তাহা পরে ১৬।১-৫ শ্লোকেও বিবৃত হইয়াছে। দেবাসুর-সংগ্রাম শ্রুতিতে ও পুরাণে বিশেষতঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নানারূপে বিবৃত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক অর্থে প্রতি জীবে এই দেবাসুর-ভাব বিদ্যমান। তাহার শাস্ত্রোদ্ভাসিত প্রকাশ ও সুখাত্মক ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিই দৈব, আর তদ্বিপরীত বৃত্তি আসুর। শাস্ত্রোদ্ভাসিত বৃত্তির অধিদেবতা দেবগণ, আর রাজস ও তামস বৃত্তির অধিদেবতা অসুরগণ। প্রতি জীবদেহে এই দেবাসুর-সংগ্রাম—এই সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির সংগ্রাম নিয়ত অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত। যাহার মধ্যে দৈবী প্রকৃতি অভিভূত,

সে-ই আসুরী-স্বভাব-যুক্ত। যাহার মধ্যে আসুরী প্রকৃতি দৈবী প্রকৃতি দ্বারা অভিভূত, সে-ই দৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের দেবাসুর-সংগ্রাম সম্বন্ধে ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"দেবাঃ...শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ... স্বাভাবিকাস্তমাত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব।...ইত্যন্যোন্যাভিবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামঃ অনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥"

অতএব স্বাভাবিক তমোরূপ ও রজোরূপ প্রকৃতি—যাহা শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা শাস্ত্রীয় প্রকাশবৃত্তিকে বা দৈবী প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয়,—তাহাই আসুরী প্রকৃতি। রাক্ষসী প্রকৃতি তাহার অন্তর্গত। সেই প্রকৃতির লোকই মোঘাশা, মোঘকর্ম্মা, মোঘজ্ঞান বিচেতাঃ। তাহাদের বিবরণই ষোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রকৃতিতে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। তাহাতে পরমেশ্বর-তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে না।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

মহাত্মা যাঁহারা—দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত,
তাঁরা শুধু একমনে ভজয়ে আমারে—
জানি মোরে, ওহে পার্থ, 'ভূতাদি' অব্যয়॥ ১৩

(১৩) মহাত্মা যাঁহারা—যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণ মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত, যাঁহারা অক্ষুদ্রচিত্ত (শঙ্কর)। যাঁহারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমার শরণ লয়েন, সেই সব মহাত্মা (রামানুজ)। কামাদি দ্বারা

যাঁহাদের চিত্ত অভিভূত নহে (স্বামী)। বহুজন্মের সুকৃতি দ্বারা সংস্কৃত, ক্ষুদ্র কামাদি দ্বারা অনভিভূত যাঁহাদের চিত্ত তাঁহারা (মধু)। যজ্ঞাদি দ্বারা শোধিত সত্ত্ব (গিরি)। জন্মান্তরসহস্রার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হেতু ক্ষুদ্র কামাদি দ্বারা অনভিভূত পরমতত্ত্ব বিচার যোগ্যতা হেতু উদার চিত্ত (কেশব)। আমিই যাহার আত্মা—সেই মহাত্মা (বল্লভ)। যাঁহারা ক্ষুদ্র-সত্ত্ব নহেন, যাঁহাদের সর্ব্বাত্মভাব প্রস্ফুট, যাঁহারা পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে সমভাবে দর্শন করিয়া, সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারাই মহাত্মা। তাঁহাদেরই আত্মা সম্প্রসারিত—সর্ব্বাত্মভাবযুক্ত, তাঁহারা একত্বে অবস্থিত।

দৈবী-প্রকৃতি আশ্রিত—দেবগণের প্রকৃতি শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদি-লক্ষণ যে প্রকৃতি, তাহার সহিত যুক্ত (শঙ্কর)। সত্ত্বসংশুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা দৈবী স্বভাব প্রাপ্ত (স্বামী, মধু)। সাত্ত্বিক প্রকৃতি যুক্ত (কেশব)। পরে ১৬।১ ৩ শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে। দৈবী ক্রীড়াত্মিকা বা দেবরূপ স্বভাব (বল্লভ)।

দৈবী প্রকৃতি=সাত্ত্বিক-স্বভাব। সত্ত্বগুণবৃদ্ধির ফল কি, তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দৈবী সম্পদ্—অভয় সত্ত্ব-সংশুদ্ধি প্রভৃতি ১৬শ অধ্যায়ে ১-৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই দৈবী-সম্পদ্ মোক্ষ-হেতু (১৬।৫)। দৈবী বা সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ হইলে বুদ্ধি জ্ঞান শ্রদ্ধা কর্ম্ম প্রভৃতি কিরূপ হয়, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

একমনে ভজয়ে—(অনন্যমনসঃ ভজন্তি)—অনন্যচিত্ত হইয়া সেবা করে (শঙ্কর)। একান্ত ভক্তি সহকারে ভজনা করে। আমা ব্যতীত অন্য কেহ ভজনীয় নাই, এই ধারণায় ভজনা করে (শঙ্কর, মধু)। আমা ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুতে যাহার মন নাই সেই অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে (কেশব)।

জানি মোরে ভূতাদি অব্যয়—(মাং ভূতাদিম্ অব্যয়ং জ্ঞাত্বা)—আত্মাকে ভূতাদির অর্থাৎ বিষয়াদির ও প্রাণীদের আদি কারণ এবং অব্যয় জানিয়া (শঙ্কর)। সর্ব্বজগৎকারণ অবিনাশী ঈশ্বর আমাকে জানিয়া (মধু)। অব্যক্তমানসগোচর কর্ম্মস্বরূপ পরম কারুণিক হেতু সাধুদের পরিত্রাণজন্য মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ আমাকে (রামানুজ, বলদেব)। জগৎ-কারণ নিত্য আমাকে (স্বামী)। সকল ভূতের অন্তর্য্যামী আমাকে (হনু)। মানুষী-তনু-আশ্রিত সর্ব্বভূতাদি অজ অব্যয় আমাকে (বল্লভ)। সর্ব্ব-জগৎ-কারণ অব্যয় অজহৎ স্বরূপ, গুণশক্তি দ্বারা স্বীয় অনন্য ভক্তদের অনুগ্রহার্থ ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থ মনুষ্য সমানাকারে অবতীর্ণ আমাকে জানিয়া (কেশব)। এস্থলে মানুষী তনু আশ্রিত ভগবানের পরম স্বরূপ না জানিয়া ভজনার কথা উক্ত হয় নাই। তাঁহার পরম অব্যয় ভূতাদি ভূতমহেশ্বর-ভাব জানিয়া অনন্যমনে তাঁহাকে ভজনার তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এই শ্লোক হইতে প্রকৃত ভক্তিযোগে সাধনার তত্ত্ব বিবৃতি আরম্ভ হইয়াছে। যিনি মহাত্মা দৈবী-প্রকৃতি-আশ্রিত, যিনি ভগবান্‌কে ভূতাদি অর্থাৎ এই জড়জীবময় জগতের আদি অব্যয় কারণরূপে জানেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত ভক্তিযোগে ভগবান্‌কে সাধনা সম্ভব। শঙ্করাচার্য্য এই ভক্তিকে জ্ঞান-নিষ্ঠার অন্তর্গত পরাভক্তি বলিয়াছেন। পরে ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকের ভাষ্যে ইহা বিবৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ভূতাদি অব্যয় পরমেশ্বরকে জানিয়া ভক্তিযোগে প্রকৃত দৈবী প্রকৃতি-সম্পন্ন অধিকারীর সাধনা এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

সতত কীর্ত্তন করি, হ'য়ে দৃঢ়ব্রত,
যত্ন করি, করি নমস্কার ভক্তিভাবে—
হ'য়ে নিত্যযুক্ত,—করে মম উপাসনা॥ ১৪

(১৪) সতত কীর্ত্তন করি—দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মানুষ কিরূপে ভগবানের ভজনা করে, তাহা এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, স্বামী)। সর্ব্বদা আমাকে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্‌কে কীর্ত্তন করিয়া (শঙ্কর)। সর্ব্বদা অর্থাৎ শ্রবণাবস্থায় বেদান্ত শ্রবণ ও প্রণবজপ দ্বারা কীর্ত্তন করিয়া (গিরি)।

দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুই শ্রেণীর,—ভক্ত ও জ্ঞানী। তন্মধ্যে ভক্তদের ভজনা-প্রকার এস্থলে উক্ত হইয়াছে (বল্লভ)।

সুধাময় মধুর ভগবানের কল্যাণগুণকর্ম্মানুযায়ী নাম সকল উচ্চৈঃ উচ্চারণ-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া (বলদেব)। স্তোত্রমন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন করিয়া (স্বামী, রামানুজ)। আমিই অত্যর্থ প্রিয়হেতু আমার স্বরূপ গুণ ও নামে অভিনিবিষ্ট-অন্তঃকরণ হইয়া আমার গুণ ও লীলা-বিশেষ-দ্যোতক নাম সকল স্মরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ পুলকপূর্ণ ও হর্ষ গদগদ কণ্ঠ হইয়া—মাধব, মুকুন্দ মধুসূদন, কৃষ্ণ বাসুদেবাদি নাম ও স্তোত্র প্রবন্ধাদি সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া (কেশব)। লীলাস্বরূপ জ্ঞানে, শ্রীভাগবতে উপদিষ্ট প্রকারে গুণগান করিয়া, আমার উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া (বল্লভ)।

গুরু-সমীপে বেদান্তবাক্যবিচার দ্বারা ও অন্য সময় প্রণবজপ ও উপনিষৎ-পাঠাদি দ্বারা আমার উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া,—বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নরূপ শ্রবণ-ব্যাপারের বিষয়ীভূত করিয়া (মধু)

এই সকল ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, যাঁহারা শঙ্করের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা এই কীর্ত্তনকে শ্রবণ ও মননের অন্তর্গত বুঝেন, এবং আমাকে অর্থে পরমাত্মা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করেন। আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ,আমাকে অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝেন, এবং কীর্ত্তন অর্থে তাঁহার নাম গুণাদি কীর্ত্তন বলেন। এই উভয় অর্থ সমন্বয় করিয়া এস্থলে কীর্ত্তন অর্থে পরমেশ্বরতত্ত্ব আলোচনা বুঝিতে হইবে।

হ'য়ে দৃঢ়ব্রত যত্ন করি—(যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ)—ইন্দ্রিয়ের উপসংহার, শম, দম, দয়া প্রভৃতি-লক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি জন্য প্রযত্নপরায়ণ হইয়া ও স্থির বা চাঞ্চল্যরহিত ব্রতের অনুষ্ঠান-নিরত হইয়া (শঙ্কর)। অর্চ্চন, বন্দন, স্তবন প্রভৃতি ব্যাপারে দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া (রামানুজ)। ব্রত বা নিয়মাদিতে দৃঢ় হইয়া, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানাদিতে প্রযত্ন করিয়া (স্বামী)। আমার প্রসাদ লাভের সাধারণ কারণভূত, আমার অর্চ্চন বন্দন, নর্ত্তন নমস্কার লীলা অনুকরণ প্রকৃতি ব্যাপারে প্রযত্ন-পর, এবং ভজনানন্তর বিক্ষেপ দূর করিতে দৃঢ় সংকল্পযুক্ত (কেশব)। কীর্ত্তনে বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রযত্ন করিয়া ও মদেকনিষ্ঠ হইয়া (বল্লভ)।

যত্ন করি—অর্থাৎ শ্রবণানন্তর মনন-পরায়ণ হইয়া এবং মনন-ফলে বেদান্তবাক্যের সত্যে স্থিরনিশ্চয় বা অটল হইয়া, অথবা শমদমাদি-সাধনসম্পন্ন হইয়া (মধু)। ভগবৎ-স্বরূপ ও গুণাদি নির্দ্ধারণে যত্নযুক্ত হইয়া ও একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত পালন করিয়া (বলদেব)।

করি নমস্কার—সাষ্টাঙ্গ (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দুই হাত, দুই পদ ও শির দ্বারা) ধরণীতলে দণ্ডবৎ হইয়া (রামানুজ)। কায়মনোবাক্যে নমস্কার করিয়া (মধু)। ভক্তিভাবে অনন্য ভক্তিসহকারে নমস্কার করিয়া (রামানুজ)।

নিত্যযুক্ত—নিত্য যোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়া (রামানুজ)। কীর্ত্তনাদিতে

নিত্যযুক্ত হইয়া (স্বামী)। মদেকপরচিত্ত হইয়া (বল্লভ)। আমার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ ও অসহ্য বোধ করিয়া (কেশব)। সর্ব্বদা সংযুক্ত হইয়া (মধু, গিরি)। ইহা দ্বারা সাধনার প্রতিবন্ধকরাহিত্য লক্ষিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

পাতঞ্জলে "ঈশ্বর-প্রণিধান" যোগসিদ্ধির উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ক্রিয়াযোগ—নিয়মের অন্তর্গত।

করে উপাসনা—সেবা করে (শঙ্কর, কেশব)। বিজাতীয় প্রত্যয় অন্তরিত করিয়া, সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ দ্বারা শ্রবণ-মননানন্তর নিদিধ্যাসন করে (মধু)।

মম—ব্রহ্মস্বরূপ আমার—সর্ব্ব হৃদয়স্থিত আত্মার (শঙ্কর)। মানুষ-রূপে অবতীর্ণ আমার (মধু, স্বামী, বলদেব, রামানুজ)।

এই স্থলে যে উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা। উপাসনার অর্থ উপাস্যের সমীপবর্ত্তী থাকা। উপাস্যকে চিত্তে ধ্যেয়রূপে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখা। চিত্তের ধ্যেয়াকার বৃত্তি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত করা বা চিত্তকে উপাস্যে একাগ্র করা। এই উপাসনা যদি ভক্তি পূর্ব্বক, বা বিশেষ ভাবের সহিত সাধিত হয়, তবেই তাহা ভক্তি- যোগ। নতুবা তাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগমাত্র। শঙ্কর গিরি ও মধু তাহাই বুঝাইয়াছেন।

পরমাত্মাকে (গিরি)। ভগবান্‌কে (বল্লভ)। পরমেশ্বরকে (কেশব)।

কিন্তু এই শ্লোকে ভাবসমন্বিত ভক্তিযোগে উপাসনাই উক্ত হইয়াছে। তাহাই যে অব্যয় ভূতাদি ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপ অসাধারণ মানুষী তনুতে পরমশ্রদ্ধাপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিতে উপাসনা, তাহা বৈষ্ণব ভাষ্য-কারগণের অভিপ্রেত। তবে অদ্বৈতবাদ-মতে ইহা পরমাত্মা ব্রহ্মের উপাসনা,—জ্ঞানাকারে ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি। ভক্তি সেই জ্ঞানেরই

বিশেষভাব। পরমাত্মা পরমেশ্বরভাবে ব্রহ্মই ভক্তিযোগে উপাস্য। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যে ঈশ্বর প্রণিধান উক্ত হইয়াছে, এক অর্থে তাহা ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা। এই ভক্তিযোগ বা ঈশ্বর-প্রণিধান ক্রিয়াযোগ—নিয়মের এক অঙ্গ। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় মাত্র। ইহাতে চিত্তমল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানপথ পরিষ্কৃত হয় মাত্র। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এ সকল অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু এরূপ মতভেদ থাকিলেও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা এস্থলে সমধিক গ্রাহ্য। মধুসূদনও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অনধিগম্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা উপাস্য নহেন। অক্ষর অদ্বয় ব্রহ্মভাবে পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলেও উপাস্য হইতে পারেন না। উপাসনায় উপাস্য-উপাসকে প্রভেদ-কল্পনা করিতে হয়। অদ্বয় ব্রহ্মে—সে ভেদ কল্পিত হয় না। এজন্য সগুণ ব্রহ্ম—পরমেশ্বরের উপাসনাই সম্ভব। এজন্য এস্থলে ভগবান্‌কে ভূতমহেশ্বরভাবে উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পরমেশ্বর সর্ব্বহৃদিস্থিত পরমাত্মা বা বিশ্বরূপ বিশেশ্ব ভাবে উপাস্য হন। এই দুইভাবে উপাসনার প্রভেদ করা নিরর্থক। মনুষ্যতনু গ্রহণপূর্ব্বক অবতীর্ণ পরমেশ্বরের উপাসনাও ইহার অন্তর্ভূত। তাহা স্বতন্ত্র নহে। শঙ্করাচার্য্য ভক্তিযোগে হৃদিস্থিত পরমাত্মার উপাসনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। পরাভক্তি যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহাতে যে উপাস্য-উপাসকে ভেদ থাকে না, ইহা শঙ্করের অভিমত। যাহাতে উপাস্য-উপাসকের ভেদ-বোধ থাকে, শঙ্করের মতে তাহা অপরা বা নিকৃষ্টা ভক্তি। যতক্ষণ জ্ঞাতা জ্ঞেয়, ধ্যাতা—ধ্যেয়, উপাসক-উপাস্য ভেদ থাকে, ততক্ষণ উপাসক উপাস্যের ভাবপ্রাপ্ত হয় না। ততক্ষণ পরাভক্তি লাভ হয় না। এক অর্থে শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য। কেন না বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, পরম ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে স্তুতিকালে তন্ময় হইয়া, আমি

ইন্দ্র, আমি চন্দ্র, আমি বিষ্ণু ইত্যাদি ভাবে আপনারই স্তব করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শঙ্করের এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য্য যে এস্থলে উপাসনা অর্থে "হৃদয়েশয়মাত্মানং মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তঃ সন্তঃ" উপাসনা বলিয়াছেন, ইহা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রধানতঃ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা উল্লেখ করিয়াছেন। পরমাত্মারূপে উপাসনা—আন্তর—মানসিক। বিশ্বেশ্বররূপে উপাসনা—বাহ্য। এই বাহ্য উপাসনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের উপাসনা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মত। মনুষ্যরূপী অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। এবং সেই পরমেশ্বররূপেই আপনাকে উপাস্য বলিয়াছেন। সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব গীতার এই দ্বিতীয় বট্‌কে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই পরমেশ্বরের উপাসনাই এই স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি পূর্ব্বক সেই উপাসনা ফলে তাঁহাকে সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান সহিত জানা যায়। যে ভক্তি সাধনায় তাঁহাকে এইরূপে তত্ত্বতঃ জানা যায়, তাহাই পরাভক্তি (গীতার ১৮।৫৪-৫৫)। অতএব উপাস্য উপাসকে অভেদ ভাব পরাভক্তির স্বরূপ নহে। তাহা পরাভক্তির চরম ফল—পরামুক্তি। ভাব-সমন্বিত জ্ঞানই ভক্তি। সেই জ্ঞানে ভাবসমন্বিত সাধনাই ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা। অতএব শঙ্করাচার্য্যের মত ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত সমন্বয় করিয়া এই ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

আদিকর্ত্তা নারায়ণই যে বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহবানের ন্যায় হইয়াছিলেন, তাহা শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীভগবানের উপাসনা শঙ্করাচার্য্যের মতের বিরোধী হইতে পারে না। তবে ভগবানের পরম ভাব তাঁহার অজ অনাদি ভূতাদি ভূতমহেশ্বর ভাব না জানিয়া প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের যে উপাসনা বা ভক্তিযোগে

ভজনা, তাহা অজ্ঞানীর উপাসনা। ইহা পূর্ব্ব ১১শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এ শ্লোক সম্বন্ধে মধুসূদন যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে হইবে। তাঁহার মতে উপাসনার অর্থ নিদিধ্যাসন। বেদান্ত অনুসারে শ্রবণের পর মনন, তাহার পর নিদিধ্যাসন—বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। যাঁহারা শমদমাদি সাধন সম্পন্ন, বেদান্ত শ্রবণ ও মনন-পরায়ণ, তাঁহারা পরম গুরু পরমেশ্বরে প্রেমভরে নমস্কারাদি দ্বারা বিঘ্নমুক্ত হইয়া, ও সর্ব্বসাধন পরিপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরকে উপাসনা করে, অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয় অন্তরিত পূর্ব্বক সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দ্বারা শ্রবণ মননাদির পর তাহা চিন্তা করে। ইহাই চরম সাধন নিদিধ্যাসন। এই সাধন পুষ্কল হইলে বেদান্ত বাক্যোক্ত অখণ্ডগোচর সাক্ষাৎকাররূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান সিদ্ধ হয়। তাহা উৎপত্তি মাত্র, দীপের দ্বারা অন্ধকার নাশের ন্যায়, অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য নাশ করে। ইহাই নিরপেক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ মোক্ষ হেতু। দেবযানে গতির দ্বারে যে ক্রমমুক্তি হয়, তাহা হইতে, ইহা শ্রেষ্ঠ,—সদ্যোমুক্তির হেতু। মধুসূদনের এই অর্থ এ স্থলে সঙ্গত হয় না। এ শ্লোকোক্ত উপাসনা নিদিধ্যাসন নহে। শ্রবণ কীর্ত্তন নমস্কার প্রভৃতি সহকারে ভক্তিদ্বারা একাগ্রভাবে উপাসনাই ভক্তিযোগের অঙ্গ। এ অধ্যায় শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" গীতা শেষেও (১৮।৬৫) ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাই গীতোক্ত ভক্তিযোগ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫

অন্যে জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা করিয়া যজন
একত্বে বা ভিন্ন ভাবে, কিম্বা বহুরূপে,
বিশ্বমুখ আমাকেই করে উপাসনা ॥ ১৫

১৫। জ্ঞানযজ্ঞ—ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই যজ্ঞ (শঙ্কর)। যাহা দ্বারা পরমেশ্বর পূজিত হন, সেই জ্ঞানই যজ্ঞ শব্দ বাচ্য (গিরি)।

বাসুদেবই সর্ব্ব—এই যে সর্ব্বাত্মদর্শন জ্ঞান, তাহাই যজ্ঞ (স্বামী)।

'তত্ত্বমসি'—তাহাই তুমি,—ইত্যাদি শ্রুতি-উক্ত অহং-গ্রহোপাসনাই জ্ঞান যজ্ঞ (মধু)।

পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনাদিই জ্ঞানযজ্ঞ (বলদেব)। পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনাদি রূপ জ্ঞানাখ্য যজ্ঞ (রামানুজ)। "জ্ঞানযজ্ঞেন চ"—এই 'চ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কীর্ত্তনাদিও উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহারা কীর্ত্তনাদির সহিত জ্ঞানযজ্ঞ করিয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করেন (কেশব)।

জ্ঞানযজ্ঞের কথা পূর্ব্বে ৪।২৮ ও ৪।৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। গীতা-পাঠরূপ স্বাধ্যায় ও এই জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত। (গীতা ১৮।৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

যজন করিয়া—পূজা করিয়া, প্রীত করিয়া (স্বামী, রামানুজ)। আরাধনা করিয়া।

অন্যে—(চ অপি অন্যে) আর অপরেও। পূর্ব্বে যাহাদের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাদের হইতে ভিন্ন অন্য উপাসক (বলদেব)। অন্য কোন মহাত্মা (রামানুজ)।

পূর্ব্ব শ্লোকে যাঁহাদের কথা উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের হইতে ভিন্ন—অন্যে। তাঁহারা অন্যরূপ উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা উপাসনাকারী (শঙ্কর)। ইঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ (গিরি)।

কেহ বলেন যে এই শ্লোকে জ্ঞানীদের ভজনা-প্রকার উক্ত হইয়াছে।

এবং ‘অপি’ শব্দ দ্বারা এই সাধনার হীনত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে (বল্লভ)। গিরি বলেন—‘চ’ শব্দ অবধারণে, এবং ‘অপি’ শব্দ দেবতান্তর ত্যাগ সূচনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

মধুসূদন বলেন, যাহারা পূর্ব্বোক্ত সাধনাদিতে অসমর্থ, তাহাদের সাধন প্রণালী এস্থলে উক্ত হইয়াছে। শঙ্কর ও গিরি বলেন এ স্থলে উপাসনার প্রকার-ভেদ উক্ত হইয়াছে। রামানুজ বলেন পূর্ব্বে ১৩শ শ্লোকে যে মহাত্মাদের ভজনার কথা উক্ত হইয়াছে এ শ্লোকের মধ্যে কোন কোন মহাত্মার ভজনা প্রণালী উক্ত হইয়াছে। কেশবাচার্য্য বলেন যে এই মহাত্মারা পূর্ব্বে ১৪শ শ্লোকোক্ত মহাত্মা হইতেও বিশিষ্ট। ইঁহারা ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ সমুচ্চয় ভাবে সাধন করেন।

শঙ্করাচার্য্য প্রকৃত (পরা) ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। বল্লভাচার্য্য ভক্তিযোগ যে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বুঝাইতে ‘অপি’ শব্দের উক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। মধুসূদনও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের গুরু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত কেশব ভারতী জ্ঞানযজ্ঞেরই শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ ইহাদের মধ্যে এস্থলে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। পূর্ব্ব শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তিযোগে উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এ শ্লোকে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভগবানেরই উপাসনার এক প্রণালী উক্ত হইয়াছে।

বিশ্বমুখ আমাকে—(বিশ্বতোমুখং মাম্)—সর্ব্বতোমুখ বা বিশ্বরূপ আমাকে (শঙ্কর)। [illegible] অবস্থিত আমাকে (রামানুজ)। বিশ্বান্তর্য্যামী আমাকে (কেশব)। সর্ব্বাত্মক আমাকে (স্বামী)। ‘বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।’ (গীতা, ৭।১৯)। এই সর্ব্বভাবে ভগবান্ বিশ্বতোমুখ।

একত্বে······বিশ্বরূপে—(একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা) সেই জ্ঞান-

যজ্ঞ দ্বারা একত্ব দর্শন হয়, পরব্রহ্মই যে একমাত্র সৎ—এই পরমার্থ দর্শন হয়। অতএব যাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ করেন, তাঁহারা এই পরমার্থ দর্শন পূর্ব্বক যজন ও উপাসনা করেন। কেহ বা আদিত্য চন্দ্রাদি দেবতা পৃথকরূপে ভাবে—সেই ভগবান্ বিষ্ণুই আদিত্যাদি রূপে অবস্থিত জানিয়া সেই ভগবানকেই উপাসনা করেন। আর কেহ বা বিরাট বিশ্বরূপে বহুভাবে ভগবান্‌কে অবস্থিত জানিয়া তাঁহাকে বহুপ্রকারে উপাসনা করেন (শঙ্কর)। বহু প্রকারে অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি রূপে (গিরি)।

ভগবান্ বাসুদেবে নামরূপ বিভাগ নাই, তিনি সূক্ষ্ম চিৎ-বস্তু। তিনি সত্য সঙ্কল্প দ্বারা বিবিধরূপে বিভক্ত নামরূপ দ্বারা স্থূল চিৎ—অচিৎ বস্তু রূপে বিভিন্ন হইব,—এই সংকল্প দ্বারা তিনিই দেব তির্য্যক মনুষ্য স্থাবরাদি বিচিত্র জগৎশরীর গ্রহণ করিয়া অধিষ্ঠান করেন। ইহা অনুসন্ধান করিয়া সেই বিশ্বতোমুখ এককে—এক, পৃথক্ ও বহুরূপে উপাসনা করেন (রামানুজ)।

কেহ অভেদ ভাবে, কেহ দাস্যাদি বিবিধ ভাবে, কেহ ব্রহ্মরুদ্রাদি সর্ব্বাত্মক রূপে উপাসনা করেন (স্বামী)।

যাঁহারা উত্তম সাধক, তাঁহারা সাধনান্তর-নিস্পৃহ হইয়া উপাস্য উপাসকের অভেদ দৃষ্টিতে জ্ঞানযজ্ঞে ভেদজ্ঞান হীন হইয়া আমাকে উপাসনা করেন। যাঁহারা মধ্যম সাধক, তাঁহারা উপাস্য-উপাসক ভেদজ্ঞানে আদিত্য হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি ভাবে শ্রুত্যুক্ত প্রতীক উপাসনা করেন। তাঁহারাও জ্ঞানযজ্ঞকারী। আর যাঁহারা অধম সাধক—একোপাসনা বা প্রতীকোপাসনায় অসমর্থ, তাঁহারা বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মাকে বহু প্রকারে বিভিন্ন দেবতারূপে উপাসনা করেন। এই রূপে জ্ঞানের নিম্ন সাধনস্তর হইতে ক্রমে উপরের স্তরে সাধক উত্থিত হন (মধু)।

একত্বে—অর্থাৎ "সোহহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকারে; পৃথক্ ভাবে—

অর্থাৎ যোগে শরণাগমন রীতিতে; বহুরূপে—অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মক আমাকে অনেক প্রকারে; (বল্লভ)।

একত্বে—অর্থাৎ ব্রহ্মাত্ম ঐক্য জ্ঞানে, পৃথকত্বে—অর্থাৎ উপাস্য উপাসক ভেদ জ্ঞানে, আর বহুত্বে—অর্থাৎ বহু উপাস্য কল্পনা করিয়া অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবরূপে সেই ভগবানেরই উপাসনা করেন। প্রথম উপাসকগণ উত্তম, দ্বিতীয় উপাসকগণ মধ্যম ও তৃতীয় প্রকার উপাসকগণ নিম্ন শ্রেণীর (গিরি)।

কেশবাচার্য্য ইহার ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"এ স্থলে জ্ঞান যজ্ঞের প্রকার উক্ত হইয়াছে। একত্বে অর্থাৎ সর্ব্ব অভেদে, পৃথকত্বে অর্থাৎ সর্ব্বভেদে, আর বহুধা অর্থে বহুত্বের দ্বারা ও তাহা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথকভাবে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর একমাত্র অন্তর্য্যামী রূপে এক, আর ব্যষ্টি অন্তর্য্যামিরূপে বহুপ্রকার। শ্রুতিতে আছে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি।" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।" স্মৃতিতে আছে "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি।" সকল 'ইদং' সকল 'অহং'—সেই বাসুদেবই। তিনিই পরমপুরুষ পরমেশ্বর। তিনিই—এক সর্ব্বগত অনন্ত। তিনিই 'অহং' ভাবে অবস্থিত। এইরূপে শ্রুতি স্মৃতি হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর সমুদায় চেতনাচেতন—জগদাত্মক বিশ্বরূপ। এই জ্ঞানে আমার সহিত তাঁহার একত্ব অবগত হইয়া, একত্বে তাহার উপাসনা করিতে হয়। আর শ্রুতিতে আছে—

"নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।"

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোপৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ……।"

"বায়ু র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥"

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"

এই প্রকারে বহুরূপ হইলেও আমি সেই সেই বস্তুধর্ম্ম দ্বারা অস্পৃষ্ট স্বভাব। এজন্য পৃথক সমুদায় চেতনাচেতন জগৎ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। ইহা জানিয়া জ্ঞানযজ্ঞকারী পৃথক্ ভাবে আমার উপাসনা করেন।

এইরূপে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ এই শ্লোকের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। যাঁহারা চতুর্ব্বর্গ সাধন সম্পত্তি লাভ করিয়া, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন—তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞকারী। শাস্ত্র অনুসারেই বিভিন্ন মার্গে—একত্বে, পৃথক্ত্বে ও বহুত্বে সেই একেরই উপাসনার ভেদ উল্লিখিত আছে। শ্রুতিতে (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬) আছে—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিম্ আহুঃ অথো দিব্যঃ স সপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বা তমাহুঃ॥"

অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেষু কেষু ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি।" (গীতা, ১০।১৭)। ভগবান্ বলিয়াছিলেন, তাঁহার আত্ম-বিভূতির অন্ত নাই।" এই জন্য বহুত্বে ও পৃথকত্বে ভগবানের উপাসনা হয়।

এই রূপে উপাসনা ভেদ হয়। উপাসনা ভেদের ও জ্ঞান-সাধনার প্রভেদের অন্য কারণও আছে। গীতাতে পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২০-২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে জ্ঞান তিন প্রকার—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক জ্ঞানে "সর্ব্বভূতে এক অব্যয়ভাব দর্শন হয়।" রাজসিক জ্ঞানে "পৃথক্ ও নানা ভাব—সর্ব্বভূতে দর্শন হয়।" আর তামসিক জ্ঞান,—"তত্ত্বজ্ঞানবিহীন, তাহা কোন এক কার্য্যে পরিপূর্ণবৎ আসক্ত। তাহাতে প্রকৃত উপাসনা হয় না।" যাহাহউক এস্থলে সাত্ত্বিক জ্ঞানীদের কথাই উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের জ্ঞানে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনাবলে পরিস্ফুট হয়—সম্পূর্ণ একত্ব-দর্শন সিদ্ধ হয়, অথবা একত্ব ও পৃথকত্ব সামাঞ্জস্য করিয়া প্রকৃত একত্ব দর্শন বা ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়।

সে যাহা হউক, এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শঙ্কর এই অদ্বয় পরমার্থ তত্ত্ব যে অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম ইহাই স্বীকার করেন, তিনি সগুণ ব্রহ্মকে মায়াময় বলেন। রামানুজ অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মকে পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি সগুণ বা অনন্ত কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট ভগবান্‌কেই পরমব্রহ্ম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন ও তাঁহার ঈশ্বর (চিৎ) জীব (চিদচিৎ) ও জড় (অচিৎ) এই ত্রিবিধ ভাব নিত্য—ইহা প্রতিপন্ন করেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত কেশব নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব, ও ঈশ্বর (প্রেরয়িতা অন্তর্য্যামী) জীব (ভোক্তা) ও জড় (ভোগ্য) রূপে অভিব্যক্ত সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব—এ উভয়ই স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ঈশ্বরই পরম ব্রহ্ম, এবং জীব ও জড় অথবা তাহার কারণ প্রকৃতি, ঈশ্বর হইতে পৃথক, অথবা তাঁহার অধীন এই মাত্র স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মতে পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জীবজড়ময় জগৎ হইতে ভিন্ন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ রূপ নিত্য। সেইরূপেই তিনি মানুষী তনু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পরম তত্ত্ব, এক মাত্র ভক্তি দ্বারা তিনিই লভ্য। বলা বাহুল্য যে এই বিভিন্ন মতানুসারে এই কয় শ্লোকের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন হইয়াছে।

কিন্তু গীতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শুধু জগদতীত অব্যবহার্য্য অচিন্ত্য 'নেতি নেতি' বাচ্য অজ্ঞেয় তত্ত্ব নহেন। তিনি শুধু নির্গুণ (Transcendent) অক্ষর ব্রহ্মও নহেন। তিনি স্বধু জগদতীত অথচ জগতের নিয়ন্তা সগুণ ঈশ্বর নহেন। তিনি শুধু জগদাকারে জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণরূপে (Immanent ভাবে) নিজ মায়া বা প্রকৃতি শক্তি দ্বারা বিবর্ত্তিতও নহেন। তিনি এ সমুদয়, এক অদ্বয়তত্ত্ব। কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মের এই সগুণ (immanent) অবস্থা যদি শুধু মায়াময় মিথ্যা স্বপ্নবৎ হয়, তবে ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থাই সত্য, ও সগুণ অবস্থা মিথ্যা বলিতে হয়। যদি নির্গুণ অর্থে

সর্ব্বহেয়গুণবর্জ্জিত অনন্তগুণবিশিষ্ট বলিতে হয়, তবে কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম (Transcendent) মিথ্যা কল্পনা বলিতে হয়। কিন্তু গীতায় কোথাও নির্গুণ অক্ষর ভাবকে অস্বীকার করা হয় নাই, এবং কোথাও এই ব্রহ্মের সগুণ অবস্থাকে মিথ্যা বা কেবলমাত্র ব্যবহারিক সত্য বলা হয় নাই। ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীত 'অবিজ্ঞেয়' হইয়াও প্রপঞ্চ সম্বন্ধে তিনি জ্ঞেয়। নির্গুণ অক্ষর ও সগুণ ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। এই সগুণ ভাবে ব্রহ্ম—ঈশ্বর, জীব ও জড়রূপে বিবর্ত্তিত। মায়া তাঁহারই প্রকৃতি। তাঁহার পরা প্রকৃতি জীব-ভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। তাঁহার অপরাপ্রকৃতি জড়—বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চ মূলভূত—এই অষ্টরূপা (গীতা, ৭।৪ শ্লোক)। প্রতি জীবে দেহী আত্মারূপে তিনি ক্ষর পুরুষ, কূটস্থ আত্মা রূপে তিনিই অক্ষর পুরুষ। আর ঈশ্বর রূপে তিনিই পরম পুরুষ। তিনি সমষ্টিভাবে বিরাট পুরুষরূপে বা বিশ্বরূপে জগৎ শরীরী হইয়া প্রকাশিত। তিনিই অক্ষর পরম ব্রহ্ম। তাঁহাতেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। তিনি স্ব-ভাবেই সর্ব্বভূতের অন্তর্ভূত আত্মা। ব্যক্ত বিশ্বরূপে তাঁহারই অধিভূত অধিকর্ম্ম অধিদৈবত ও অধিযজ্ঞ ভাব প্রকটিত। ইহা ব্যতীত ভগবান্ অলৌকিক মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া স্বীয় মায়াবলে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কর্ম্ম করেন। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা ভগবানের এই স্বরূপ জানিয়া,—এইরূপে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া তাঁহাকে পরাভক্তি সহকারে একত্বে পৃথকত্বে ও বহুভাবে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা উপাসনা করেন। আর যাহারা মূঢ়, তাহারা তাঁহার এই অবতার-তত্ত্ব এই ব্যক্তিভাব স্বীকার করে না, তাহারা ভগবানের ভূত মহেশ্বর ভাবও জানিতে পারে না। তাহারা তাঁহার প্রকৃত উপাসনাও করিতে পারে না।

দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মারাই তাঁহার অব্যয় ভূতাদি ভাব জানিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভক্তিমার্গে উপাসনা করেন। কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা জ্ঞানমার্গে তাঁহার উপাসনা করেন। ব্রহ্মাত্ম ঐক্য জ্ঞানে—

একত্ব দ্বারা, অথবা উপাসক জীবাত্মার সহিত উপাস্য ব্রহ্মের পৃথকত্ব ধারণা দ্বারা, অথবা সেই আত্মা বা ব্রহ্মের মহা ভাগ্য বা পরম ঐশ্বর্য্য হেতু তিনি দেবাদি বহুরূপে অভিব্যক্ত (নিরুক্ত)—এইরূপ বহুভাবে ধারণ দ্বারা জ্ঞানযজ্ঞে জ্ঞানী সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। এইরূপে তাঁহারা সেই বিশ্বতোমুখ ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে একরস নির্গুণ ভাবে অথবা সগুণ ঈশ্বর ভাবে বা পুরুষরূপে দেবাদিভাবে কিংবা বিশ্বরূপে বহুভাবে উপাসনা করেন—জ্ঞানে ধারণা করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হইবার জন্য উপাসনা করেন। অদ্বয় ব্রহ্মোপাসনা নানারূপ—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবে অহংগ্রহোপাসনা, ওঁকারস্বরূপ প্রতীকোপাসনা, হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণরূপে, পুরুষরূপে, জ্যোতীরূপে তাঁহার উপাসনা ইত্যাদি,—পৃথক্‌ভাবে উপাসনা। ইহাই সংক্ষেপে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। গীতায় এস্থলে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা সেই ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হইয়াছে;—বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বরূপ একত্র জ্ঞানে ধারণা করা সম্ভব নহে। তাহার জন্য দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। এজন্য পরে একাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, অর্জ্জুন ভগবৎপ্রসাদে দিব্য চক্ষু পাইয়া সে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অদ্ভুত রূপ দর্শনে ভীত আশ্চর্য্যান্বিত ও দেখিতে অসমর্থ হইয়া অর্জ্জুন ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাই ভগবানের ধ্যেয় ও উপাস্য ব্যক্তরূপ। অর্জ্জুনকে সে রূপ দেখাইয়া পুনর্ব্বার ভগবান্ তাঁহার নিকট মানুষীতনু গ্রহণ করিয়া প্রকট হইলেন। সুতরাং বিশ্বরূপে উপাসনা একরূপ অসম্ভব। অসমর্থ সাধক তাই বহু ভাবে তাঁহাকে আরাধনা করে—তাঁহার বিভিন্ন বিভূতির উপাসনা করে। সে যাহা হউক গীতার এই কয় শ্লোক হইতে যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব জানা যায়, তাহাই এস্থলে বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকোক্ত বিভিন্ন ভাবে উপাসনা জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত। পূর্ব্ব শ্লোকে ভক্তিযোগে উপাসনা উক্ত হইয়াছে;—এই

শ্লোকে জ্ঞানযোগে উপাসনা উক্ত হইল। মহাত্ম-গণ দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, ভগবানের ভূতাদি অব্যয়ভাব জানিয়া তাঁহাকে যে অনন্যমনে ভজনা করেন, তাঁহাদের সেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা দুই প্রকার। এক—নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তির দ্বারা উপাসনা। আর এক—জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা তাঁহার যজনা ও উপাসনা। ঈশ্বরের কোন না কোন ধ্যেয় ভাবে মনকে একাগ্র করিয়া ভজন করিতে পারিলে, এই উপাসনা-সিদ্ধি হয়। এই উপাসনা ভাবময় হইলে ভক্তিযোগে উপাসনা-সিদ্ধি হয়। ইহা শুদ্ধ জ্ঞানময় হইলে জ্ঞানযোগে উপাসনা-সিদ্ধি হয়। কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন, ভক্তিযোগের সহিত জ্ঞানযোগ সমন্বয় করিয়া উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাহা শুদ্ধ ভক্তিযোগে উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরা ভক্তি ও পরম জ্ঞান যোগে এই উপাসনা জ্ঞানময় ও ভাবময় হয়। তাহাই শ্রেষ্ঠ! গীতায় এই জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা হই,
আমিই ঔষধ, মন্ত্র, আমি আজ্য হই,
আমি হই অগ্নি, আর আমি হুত হই॥ ১৬

১৬। যদি উপাসনা বহুপ্রকারই হয়, তবে তাহা দ্বারা তোমার উপাসনা কিরূপে হইবে? এই প্রশ্ন সম্ভাবনায় তাহার উত্তরে কিরূপে বিশ্বতোমুখ ভগবান্‌কেই বহুধা উপাসনা করা যায়, তাহা এই শ্লোক হইতে চারি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, হনু, মধু)। এস্থলে ভগবান্

যে বিশ্ব-শরীর তাহা দেখান হইয়াছে (রামানুজ)। এস্থলে ভগবানের সর্ব্বাত্মত্ব প্রপঞ্চিত করা হইয়াছে (স্বামী)। এই চারি শ্লোকে ভগবানের বিশ্বরূপ প্রপঞ্চিত হইয়াছে (মধু), আত্মার বহুপ্রকারত্ব প্রপঞ্চিত হইয়াছে (কেশব), অথবা ভগবানের জগৎরূপে অবস্থান বিবৃত হইয়াছে (বলদেব)।

ক্রতু—শ্রৌত অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্ম। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ।

যজ্ঞ—স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম, স্মার্ত্ত বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম-পর মহাযজ্ঞ।

অথবা ক্রতু ও যজ্ঞ উভয়ই বৈদিক কর্ম্ম। ক্রতু—অগ্নিতে ঘৃতাদি দ্বারা সম্পাদ্য। আর যজ্ঞ,—সোমরসাদি দ্বারা সম্পাদ্য (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪।৯ মন্ত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

স্বধা—পিতৃগণকে যে অন্ন প্রদান করা হয়, শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞে প্রদত্ত পিতৃগণ-পুষ্টিকর যে অন্ন তাহা স্বধা।

ঔষধ—ওষধি-প্রভব অন্ন, যাহা সর্ব্বপ্রাণী ভোজন করে। অথবা স্বধা অর্থে সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণের অন্ন, আর ঔষধ অর্থে যাহা ব্যাধির উপশম করে, সেই অন্ন। ঔষধ অর্থে ভেষজ। কাহারও মতে এই ঔষধ হব্যান্ন বা ওষধি-প্রভব অন্ন।

মন্ত্র—ঋত্বিক যজ্ঞকালে পিতৃগণের বা দেবগণের উদ্দেশে যে ঋক্ মন্ত্র বা স্তুতি উচ্চারণ করিয়া হব্যাদি দান করেন, সেই মন্ত্র।

মনন হইতে যাহা ত্রাণ করে, এক অর্থে তাহাকে মন্ত্র বলা যায়। এ মনন বাহ্যবিষয় চিন্তা। যে বাক্য বা শব্দ-বিশেষ অনুধ্যান করিলে মন একাগ্র হয়, আর বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না, সে শব্দনির্দ্দিষ্ট ধ্যেয় আকারে চিত্ত আকারিত হয়, তাহাই মন্ত্র।

আজ্য—হোমাদি সাধন হবিঃ।

হুত—হোম, হোমক্রিয়া।

অগ্নি—যে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করা হয়।

এস্থলে ক্রতু যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে, সকল ব্যাখ্যাকারই উক্ত রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন যাহা কিছু, সকলই ভগবান্। তিনি যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আধিদৈবত রূপে যজ্ঞফল দাতা। এস্থলে ঔষধ অর্থে সোম বুঝিলে ভাল হয়। বৈদিক যজ্ঞ তিন প্রকার—(১) সাত প্রকার হবির্যজ্ঞ, (২) সাত প্রকার সোমযজ্ঞ ও (৩) সাত প্রকার পাকযজ্ঞ।

গীতায় পূর্ব্বে ৪।২৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা যজ্ঞ করিবার সময় 'অর্পণ'কে ব্রহ্ম 'হবি'কে ব্রহ্ম, অগ্নিকে ব্রহ্ম, হোতাকে ব্রহ্ম, ফলকে ব্রহ্ম—এই ধারণা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ কর্ম্মে সমাহিত হন, সেই ব্রহ্মযজ্ঞকারী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই জ্ঞানিগণ—এই বিভিন্ন বস্তু মধ্যে এক মাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই ধারণা করেন,—যজ্ঞের উপাদানে ব্রহ্মের সত্তা, আর যজ্ঞ কর্ত্তাও 'অহং গ্রহ' ভাবে ব্রহ্ম, ইহা জ্ঞান করেন। ব্রহ্ম-সত্তাতেই এই বহু ভাবের বিবর্ত্ত বা বিলাস হয়। ভগবানই সগুণ ব্রহ্ম। তিনিই সকলের অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত; তাঁহার সত্তায়, তাঁহার শক্তিতে—জ্ঞেয় বিষয় রূপে এই সমুদায় জ্ঞানে প্রতিভাত। বস্তুতঃ কিছুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং এই সকল যজ্ঞদ্রব্যে ব্রহ্মসত্তা ও শক্তির ধারণা করিলে—একত্ব জ্ঞান সিদ্ধি হয়,—তাঁহার অধিযজ্ঞ স্বরূপ অধিকর্ম্ম-স্বরূপ প্রভৃতি জানা যায়। যাহা হউক, এ সকল যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর নহে, তাহারা ব্রহ্মের সত্তাজ্ঞাপক। তাহাদের মধ্য দিয়া ভগবান্ "আমি আছি" ইহা নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন (যোগ-বাশিষ্ঠ ১৮।২৬ দ্রষ্টব্য)। এই অর্থে পৃথক্ত্বও ধারণা হয়।

এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া যজ্ঞ করিলে, যজ্ঞের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হয়

না। ইহা জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত। ইহাই বহুধা ভগবানকে যজনপূর্ব্বক উপাসনা।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩)। যজ্ঞকর্ম্ম কখন ত্যাজ্য নহে (১৮।৫)। যজ্ঞে যখন উক্তরূপে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত হইয়া যখন যজ্ঞার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং অর্পণ হবিঃ প্রভৃতিতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয়, তখন তাহা জ্ঞানযজ্ঞ (৪।২৩।২৪)। সে যজ্ঞে বিশ্বতোমুখ ভগবান্‌কে বহুধা উপাসনা করা হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান্ বিশ্বতোমুখ, তাঁহার বহুধা যজন পূর্ব্বক উপাসনার কথা বলিয়াছেন। এ শ্লোকে তাঁহার ক্রতু যজ্ঞ প্রভৃতি রূপদ্বারা তাহার অর্থও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ॥ ১৭

এই জগতের আমি—পিতা, মাতা, ধাতা,
পিতামহ,—আমি বেদ্য পবিত্র ওঙ্কার,
আমিই ত হই ঋক্ সাম যজু আর॥ ১৭

১৭। পিতা—জনয়িতা। মাতা—জনয়িত্রী,—যোনি। প্রাণিগণের সমষ্টিভাবে সৃষ্টি মূলে যেমন এ জগতের পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি, সেইরূপ জগতের স্থিতিকালে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক সত্তায় উৎপত্তি মূলে সেই পিতৃ-শক্তি ও মাতৃশক্তি বর্ত্তমান (গীতা, ১৪.৩-৪)। ইহা ভগবানেরই রূপ।

ধাতা—কর্ম্মফলবিধাতা, ধারয়িতা বা পোষয়িতা। এ স্থলে ধাতৃশব্দ

দ্বারা মাতা পিতা ব্যতিরিক্ত উৎপত্তির প্রয়োজক অন্যজন বা চেতনবিশেষ ইঙ্গিত করা হইয়াছে (রামানুজ, কেশব)।

পিতামহ—দক্ষাদি প্রজাপতির বা আদি পিতৃগণের পিতা অর্থাৎ ব্রহ্মা। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভের উৎপাদক।

এই জগতের—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের, সর্ব্ব প্রাণিজাতদিগের।

আমি বেদ্য পবিত্র ওঙ্কার—আমি বেদিতব্য পাবন ওঙ্কার (শঙ্কর)। পবিত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধি-কারণ। বেদ্য অর্থাৎ বেদিতব্য ব্রহ্মে বেদন (জ্ঞান) সাধন ওঙ্কার (গিরি)।

যাহা কিছু বেদবেদ্য পবিত্র পাবন সে অনাদি বেদবীজভূত প্রণব (রামানুজ)। আমিই জ্ঞেয় বস্তু, আমি শোধক প্রায়শ্চিত্তাত্মক, আমি ওঙ্কার (স্বামী)। পবিত্র—পাবন গঙ্গাস্নান গায়ত্রীজপাদি শুদ্ধি হেতু। বেদ্য—বা যাহা দ্বারা বস্তু বিদিত হওয়া যায়—যাহা ব্রহ্মের বেদন (জ্ঞান) সাধন—তাহা ওঙ্কার। জ্ঞেয় বস্তু পাবন ওঙ্কার বা প্রণব আমিই (কেশব) আমি জ্ঞেয়বস্তু, শুদ্ধিকর ও জ্ঞেয় ব্রহ্মে জ্ঞানহেতু ওঙ্কার (বলদেব)।

এইরূপে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বেদ্য, পবিত্র ও ওঙ্কার—এই তিন পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা বেদ্য ও পবিত্র ওঙ্কারের বিশেষণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শেষ অর্থই সঙ্গত। ওঙ্কার—ব্রহ্মবেদন সাধন বলিয়া বেদ্য। ওঙ্কারই ব্রহ্ম, ওঙ্কারই আত্মা। ইহা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। ওঙ্কারই ঈশ্বরের বাচক। ওঁকার দ্বারা তিনি বাচ্য—তিনি জ্ঞেয়। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে ওঙ্কারের অর্থ ভাবনা দ্বারা, তাহার মাত্রা অভিধ্যান দ্বারা, ঈশ্বরকে জানা যায়। অতএব প্রণব দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য বা বাচ্য। সেই প্রণবই ঈশ্বর। তিনি কেবল প্রণব দ্বারা বাচ্য নহেন, কেবল প্রণব দ্বারা বেদ্য নহেন, তিনিই প্রণবস্বরূপ।

ঋক্ সাম যজু আর—নিয়তাক্ষর পাদ—ঋক্, তাহা গীতি-বিশিষ্ট

হইলে সাম, আর গীতি-শূন্য অনিয়তাক্ষর—যজু (বলদেব, মধু,)। এই স্থলে এই তিন বেদ উক্ত হইয়াছে। ইহাকেই ত্রয়ী বা ত্রিবিদ্যা (৯।২০) বলে। অথর্ব্ববেদ ইহার অন্তর্গত নহে। কিন্তু বলদেব মধু ও গিরি বলেন যে, এ স্থলে 'চ' শব্দদ্বারা তাহা উপলক্ষিত হইয়াছে।

এই তিন বেদকে ত্রয়ী বা ত্রিবিদ্যা বলে; তাহা পরে ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সর্ব্ববেদের সার এই ওঙ্কার প্রণব। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ববেদে প্রণব (গীতা ৭।৮)।

এই শ্লোকোক্ত ওঙ্কার-তত্ত্ব অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই ওঙ্কারই ব্রহ্মবীজ (বল্লভ)। ইহার ত্রিমাত্রা বা তিন ব্যক্ত মাত্রাই ঈশ্বরবাচক—ঈশ্বরের স্বরূপ।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮

গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ
সুহৃৎ—আমিই হই,—প্রভব, প্রলয়,
স্থান ও নিধান আমি,—অব্যয় কারণ ॥ ১৮

১৮। গতি—কর্ম্মফল (শঙ্কর)। ইন্দ্রলোক প্রভৃতি প্রাপ্যস্থান (রামানুজ) মোক্ষাদি ফলরূপ (স্বামী, বল্লভ)। গম্যতে ইতি—প্রকৃতি-বিলয় পর্য্যন্ত কর্ম্মফলই গতি (গিরি)। স্বর্গলোকাদি ফল (কেশব)।

"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকামিতি গতিরাহুর্মনীষিণঃ ॥"

ইতি মনুসংহিতা।

ভর্ত্তা—পোষণকর্ত্তা, পোষ্টা (মধু, স্বামী, শঙ্কর)। কর্ম্মফলের প্রদাতা (গিরি)। আধার (রামানুজ)। পতি (বলদেব)। পোষক ধারয়িতা (বল্লভ, কেশব)। সুখসাধনদাতা (মধু)।

প্রভু—স্বামী, (শঙ্কর)। শাসনকর্ত্তা, (রামানুজ)। সর্ব্বনিয়ন্তা (স্বামী)। 'ইহা মদীয়' এরূপ স্বীকর্ত্তা (মধু)।

সাক্ষী—সর্ব্বপ্রাণীর শুভাশুভ দ্রষ্টা (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। দ্রষ্টা (বল্লভ, রামানুজ)। সাক্ষাৎ শুভাশুভ কর্ম্মদ্রষ্টা (কেশব)। ভগবান্ পরমাত্মা দ্রষ্টা অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি জীবের অন্তরে অবস্থিত। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (মুণ্ডক, ৩।১।১) ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

নিবাস—ভোগস্থান (মধু, স্বামী, বলদেব) বাসস্থান (রামানুজ, কেশব)। প্রাণিগণের বাসস্থান (শঙ্কর) কার্য্য কারণ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান (গিরি)। সর্ব্বদেহস্বরূপাত্মক স্থান (বল্লভ)।

শরণ—ইষ্ট-প্রাপক ও অনিষ্ট-নিবারক হেতু সকলের আশ্রয়ণীয় (রামানুজ) ও রক্ষক (স্বামী, কেশব)। আর্ত্ত দুঃখ-নিবারণ জন্য যাঁহাকে প্রপন্ন হইলে, যিনি সে আর্ত্তি হরণ করেন (শঙ্কর, মধু)। প্রপন্নের আর্ত্তি-হরণকারী (বলদেব)। অভয়দাতা (বল্লভ)।

সুহৃৎ—হিতৈষী (রামানুজ, বলদেব)। প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হইয়া উপকারী (শঙ্কর, মধু)। বিনা কারণে বা বিনা প্রার্থনায় উপকারী (বল্লভ)।

প্রভব—যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি (শঙ্কর, গিরি)। উৎপত্তি-স্থান (রামানুজ)। জগৎস্রষ্টা (বলদেব)।

প্রলয়—বিনাশ-স্থান, (রামানুজ)। যাঁহাতে (শঙ্কর) বা যাঁহা দ্বারা (কেশব) বা যাঁহা হইতে বিশ্বের লয় হয়। সংহর্ত্তা (স্বামী)।

স্থান—আধার (কেশব, স্বামী, মধু)। অবস্থান-স্থান, অধিকরণ। যাহাতে স্থিতি হয় (শঙ্কর)।

রামানুজ 'স্থান' শব্দ প্রভব ও প্রলয়ের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং—অর্থে প্রভবস্থান ও প্রলয়স্থান। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ স্থান স্বতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। স্থান অর্থে স্থিতি-কারণ। পরমেশ্বর এ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কারণ।

নিধান—অবলম্বন-স্থান, সূক্ষ্মরূপে সর্ব্ব বস্তুর অধিকরণ (মধু)। প্রাণিগণের কালান্তরে উপভোগ্য ফল সকল নিক্ষেপ করা হয় যাঁহাতে (শঙ্কর)। অনন্ত ভোগযোগ্য অনন্ত ফল যাঁহাতে নিহিত। লয় স্থান (স্বামী, মধু, রামানুজ, কেশব) রক্ষক (বল্লভ)। শঙ্খ পদ্ম মহাপদ্ম প্রভৃতি নববিধ নিধি (বলদেব)।

বীজ—প্ররোহ-ধর্ম্মি জগতের প্ররোহ-কারণ (শঙ্কর)। উৎপত্তি-কারণ (মধু)। কারণ (স্বামী)।

অব্যয়—এই সংসার-প্ররোহ নিত্য বলিয়া সংসারের কারণ ও অব্যয়। সে কারণ নিত্য বর্ত্তমান (শঙ্কর) অব্যয়—বীজের বিশেষণ। অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী (বল্লভ, বলদেব, স্বামী)। ব্যয়-রহিত (কেশব)। ব্রীহি-যবাদির বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদনের পর নষ্ট হয়, ইহা সেরূপ নহে (বলদেব)। পরমেশ্বর নিত্যকারণ। জগৎ কার্য্য—জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়, তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হইলেও তিনি সে কারণরূপেও অব্যয়। ইহাই সৎ-কারণ বাদ।

এই দুই শ্লোকে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপাসনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। এ জগতের সম্বন্ধে ও আমাদের সম্বন্ধে ভগবান্‌কে কিরূপে ধারণা করিয়া, ভক্তিযোগে বা জ্ঞানযোগে তাঁহাকে উপাসনা করা যাইতে পারে, তাহা উক্ত হইয়াছে। তিনি নানাভাবে বেদ্য। তিনি শব্দব্রহ্ম,—এজন্য তিনিই বেদ ও মূল শব্দরূপ পবিত্র ওঙ্কার। এজন্য তিনি বিশেষ ভাবে

পবিত্র প্রণব বা ওঙ্কার রূপেই বেদ্য হয়েন। তিনি জগতের অব্যয় বীজ বা মূল কারণ—জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় স্থান। তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও তাঁহাতেই লয় হয়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (বেদান্তদর্শন,১।১।২)। তাঁহাতেই জগৎ অবস্থিত—তিনিই জগতের নিধান। তিনি এ জগতের—সুতরাং আমাদের—পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ। তিনি সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী বা অন্তর্যামী, সুহৃৎ, আশ্রয় ও শরণ। পরমেশ্বরকে জ্ঞানযোগে এইরূপ ভাবে জানিয়া ভজনা ও উপাসনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবে তাঁহাতে নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তিযোগে উপাসনা করিতে হয়।

এই দুই শ্লোকে, ভগবান্‌কে পৃথক্‌রূপে উপাসনারও ইঙ্গিত আছে। উপাসনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ উপাস্য-উপাসকে ভেদ বা পৃথক্‌ত্ব কল্পনা করিতে হয়। তাহার পর উপাস্যের স্বরূপ জানিতে হয়, ভাবনা করিতে হয়। পরে সেই উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করিয়া, সেইভাবে ভাবিত হইয়া ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিতে হয়। ভগবান্ জগতের পিতা, তিনি আমারও পিতা। এই ধারণায় পিতৃভাবে ভগবান্‌কে উপাসনা করা যায়। তিনি জগতের ও আমার মাতা, ধাত্রী, পালয়িত্রী, এই ধারণায় মাতৃভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে পারা যায়। এইরূপে আমি দাস, তিনি আমার ও জগতের প্রভু, অথবা তিনি আমার ও জগতের ভর্ত্তা বা স্বামী, কিংবা তিনি আমার সুহৃৎ—এইরূপ নানা ভাবের মধ্যে কোন একভাবে বা এই সর্ব্বভাবে ভগবান্‌কে উপাসনা ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করা যায়।

পূর্ব্বে এ জগতের ও ভূতগণের সহিত সম্বন্ধ সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত মূর্ত্তিদ্বারা ভগবান্ এ জগতে ব্যাপ্ত, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তিনি জগদতীত। তাঁহাতে ভূতগণ স্থিত, অথচ তিনি তাহাতে স্থিত নহেন (গীতা ৯।৪-৫)। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাঁহার আত্মা

ভূতভাবন, ভূতভৃৎ হইয়াও ভূতস্থ নহে। তিনি আত্মা-রূপে সর্ব্বভূতাশয় স্থিত (গীতা ১০।২০)। এস্থলে এই দুই শ্লোকে বিশেষভাবে ভগবানের সহিত এ জগতের ও জীবগণের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। শব্দব্রহ্মরূপে জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। জগৎকারণরূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারে অব্যয় কারণরূপে তাঁহার সম্বন্ধ। জগতের ও জীবের গতি, নিবাস শরণরূপে তাঁহার সম্বন্ধ। সাক্ষিরূপ তাঁহার সম্বন্ধ এবং সর্ব্বোপরি জগৎ ও জীবের সহিত পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, ভর্ত্তা, প্রভু সুহৃদ্‌রূপে তাঁহার সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। পিতা, মাতা প্রভৃতিরূপে তাঁহার সহিত জগতের যে সম্বন্ধ—যে ভাব—তাহা অতি মধুর। সেই সম্বন্ধের উপরই প্রধানতঃ ভক্তিযোগে ভাবসমন্বিত প্রীতিপূর্ব্বক সাধনা প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্ম জ্ঞাতা পরমপুরুষরূপে জগতের পিতা; তিনি আত্মাশক্তি বা পরমা-প্রকৃতিরূপে জগতের মাতা। অনেক সম্প্রদায় ভগবান্‌কে পিতৃভাবে উপাসনা করেন। শাক্তগণই প্রধাণতঃ তাঁহাকে মাতৃভাবে উপাসনা করেন। অনেক সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রভুভাবে ধারণ করিয়া দাস্যভাবে উপাসনা করেন। বৈষ্ণবগণ যে মধুরভাবে উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধুর রাধাভাবে উপাসনাই প্রধান। যে ভাব যাহার প্রকৃতির অনুযায়ী, সেই ভাবে উপাসনাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

যে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে ভগবান্‌কে ধারণা ও উপাসনা করা যায়, তাহা এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ চিত্ত, কি কি ভাবে ভগবান্‌কে গ্রহণ করিয়া ভক্তিযোগে ও পরম প্রেমে তাঁহার উপাসনা করিতে পারে, তাহাই প্রধানতঃ এস্থলে উক্ত হইয়াছে। সমাজের মধ্যে থাকিয়া পরিবারের মধ্যে লালিতপালিত হইয়া, পিতা মাতা গুরুজনের প্রতি ভক্তি, স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি প্রেম, পুত্রের প্রতি স্নেহ—প্রভৃতি বৃত্তি চিত্তে অভিব্যক্ত হয়। তাহার অনুশীলন

ও সম্প্রসারণ দ্বারা যখন এই বৃত্তির কোন একটি ঈশ্বরে অভিমুখী হয়, তখন ভক্তিযোগে সাধনা সম্ভব হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" (গীতা, ৪।১১) অতএব ভগবানের পরম আশ্বাসবাণী এই যে, যে ভক্ত সাধক পিতৃ বা মাতৃ-ভাবে ঈশ্বরকে প্রপন্ন হয়, পরমেশ্বরও তাহার প্রতি পুত্রভাবে অনুগ্রহ করেন। যে ভক্ত পুত্রভাবে বাৎসল্যরসে ভগবানে প্রপন্ন হয়, ভগবান্ মাতা বা পিতা ভাবে তাহাকে ভজনা করেন। যিনি সখাভাবে ভগবান্‌কে দেখেন, ভগবান্ তাঁহার সখা হন। যে ভক্ত ভগবান্‌কে পতিভাবে গ্রহণ করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাকে স্ত্রী (রাধা)-ভাবে ভজনা করেন। এই দুই শ্লোকে এই বিভিন্ন ভাবের সহিত ভক্তিযোগে ভাবসমন্বিত প্রীতিপূর্ব্বক (গীতা ১০।৮-১০) ভজনার উপদেশ আছে। শ্রীভাগবতে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। গীতার পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রে ইহা বিবৃত হয় নাই।

ভক্তিযোগে সাধারণভাবে ভগবান্‌কে দয়াময় করুণাময়, প্রেমময়, ধাতা, জগতের পালনকর্ত্তা সংহর্ত্তা সর্ব্বকারণ প্রভৃতি ভাবেও ধারণা করিয়া উপাসনা করা যায়। কিন্তু তাহাতে ভাবের সেরূপ বিকাশ হয় না। তাহাতে ভক্তিযোগের স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয় না।

সে যাহা হউক, এস্থলে যে উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে তাহা আর বুঝিবার স্থান নাই। আমরা দেখিয়াছি যে,ওঁকারজপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা অথবা তিনি জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা সর্ব্বকারণ এই জ্ঞানে যে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে। ইহা জ্ঞানযোগে উপাসনা—ধ্যানযোগে ইহা সিদ্ধ হয়। জ্ঞানযোগ পূর্ব্বষট্‌কে উক্ত হইয়াছে। এ ষট্‌কে ভক্তিযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে আমরা ভক্তিযোগে উপাসনাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞানযোগে বিভিন্ন ভাবেও যে ব্রহ্মের উপাসনা

এস্থলে উক্ত হইল, তাহা এখন বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজনও নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞান দ্বৈতাত্মক। জ্ঞানের যখনই বিকাশ হয়, তখন তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাব বিকাশিত হয়। এই বৃত্তিজ্ঞান অবস্থায় আমরা এই দ্বৈতবোধ অতিক্রম করিতে পারি না। কেবল নির্ম্মল জ্ঞানরূপ বুদ্ধিতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হইলে, সেই যোগাবস্থায় এই দ্বৈতবোধ অতিক্রম করা যায়। ব্রহ্ম—আমার আত্মা, অন্তর্য্যামী, এই অহংগ্রহোপাসনায়—জ্ঞানে জ্ঞাতা 'অহং' এর পরিবর্ত্তে পরমাত্মা ব্রহ্ম (ওঁ) প্রকাশিত হন। আর প্রতীকোপাসনায় 'জ্ঞেয়' জগতের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বভূতাত্মা, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসত্তা-স্বরূপে ধারণা করিয়া, 'জ্ঞেয়'কে সেই ব্রহ্মসাগরে সেই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এইভাবে বিলীন করিয়া সর্ব্ব জ্ঞেয়কে সেই একের মধ্যে দর্শন করিয়া দিয়া আমরা জ্ঞেয়—সগুণ ব্রহ্মের ধারণা করি। সর্ব্বাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব—ধারণার অতীত, অপ্রমেয়, অজ্ঞেয় অচিন্ত্য, অপার, প্রপঞ্চাতীত, অব্যবহার্য্য। তিনি জ্ঞেয় ধ্যেয় বা উপাস্য হইতে পারেন না। কোন রূপে সেই অনধিগম্য তত্ত্বের সমীপবর্ত্তী হওয়া যায় না। তবে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে আমরা তাহার আভাস পাই মাত্র।

সুতরাং জ্ঞানযোগে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে—একত্ব ধারণার সহিত তাঁহার পৃথক্ত্ব ও বহুত্ব ধারণা করিতে হয়। অদ্বয় ব্রহ্ম সগুণ ভাবে এইরূপ একত্ব বহুত্ব ও পৃথকত্ব ধারণার মধ্য দিয়া জ্ঞেয় হইতে পারেন। নির্বিশেষ ভাবে তিনি 'অবিজ্ঞেয়'; সুতরাং উপাস্য নহেন।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯

আমি দিই তাপ, বারি করি বরষণ,
লই আকর্ষিয়া পুনঃ। আমিই অমৃত,
মৃত্যু আর,—হে অর্জ্জুন, আমি সদসৎ ॥ ১৯

(১৯) আমি দিই তাপ—(অহং তপামি) আমি আদিত্যরূপে উত্তাপ প্রদান করি (শঙ্কর); আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে রস গ্রহণ করি (রামানুজ, স্বামী)। আদিত্যরূপে উত্তপ্ত করি (কেশব)। গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত করি (বলদেব)।

ঋগ্বেদ অনুসারে তাপদাতা ভাবে ঈশ্বরের তিনরূপ। দ্যুলোকে আদিত্যরূপ (সূর্য্য, মিত্র, বিষ্ণু, বরুণ প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যরূপ) অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপ আর পৃথিবীতে অগ্নিরূপ। ইহাই অগ্নির তিন রূপ।

বারি......পুনঃ—(অহং বর্ষং নিগৃহ্লামি উৎসৃজামি)—আমি আদিত্যরূপে রশ্মি দ্বারা আট মাস কাল সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে জল বাষ্পাকারে শোষণ করিয়া বা নিঃশেষরূপে গ্রহণ করিয়া অবরুদ্ধ করি, এবং পরে বর্ষার চারিমাস তাহা রশ্মিবিশেষ দ্বারা—বৃষ্টিরূপে ভূতলে প্রেরণ করি (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ, মধু)। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, 'আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ (গিরি)। গীতা ৩।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর বলেন,—সূর্য্যরশ্মির মধ্যে কোন রশ্মি তাপপ্রদ, কোন রশ্মি বারিশোষক, আর কোন রশ্মি বর্ষণকারক।

ঋগ্বেদ-মতে এই বর্ষা ক্রিয়ার অধিদেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্ররূপে পরমাত্মা অন্তরিক্ষে বৃত্র বা অহি নামক অসুর (অর্থাৎ মেঘকে) বজ্র দ্বারা নিহত করিয়া বৃষ্টি প্রদান করেন। ইন্দ্র অন্তরিক্ষের দেবতা (যাস্ক)। আদিত্য দ্যুস্থানস্থ দেবতা।

অমৃত—দেবগণের অমরত্বের কারণ (শঙ্কর, মধু)। সে অমরত্ব কল্পান্তস্থায়ী। মোক্ষ (বলদেব)। জীবন (মধু, স্বামী, কেশব)।

মৃত্যু—মানুষের ও মর্ত্ত্য সকলের মৃত্যুস্বরূপ বা মৃত্যুর কারণ (শঙ্কর) সংসারের কারণ (বলদেব)। প্রাণিগণের বিনাশ (কেশব, মধু)।

যাহা অমৃত তাহা নিত্য বর্ত্তমান—নিত্য সৎ। আর যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল—ষড়ভাববিকারযুক্ত, পরিণামী তাহা মরণধর্ম্মী, তাহা এক অর্থে অসৎ। ভগবান্ অমরত্বের ও মৃত্যুর কারণ বা স্বরূপ।

শ্রুতিতে আছে, 'নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়া শনায়া হি মৃত্যুঃ।" (বৃহদারণ্যক, ১।২।১)।

সদসৎ—কার্য্য (manifested), সৎ, আর কারণ (unmanifested)=অসৎ। অর্থাৎ কার্য্য যখন কারণে—অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাহা অসৎ, ব্যক্তাবস্থায় তাহা সৎ। অথবা যে কারণে সম্বন্ধরূপে যে কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সেই কারণ হেতু সে কার্য্যকেও সৎ বলা যায়। সৎকারণে লীন কার্য্য অসৎ। এ অসৎ অত্যন্ত অসৎ নহে (শঙ্কর)।

সৎ=বর্ত্তমান, অসৎ=অবর্ত্তমান। সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ অচিৎ রূপ বস্তু ভগবানের শরীর বলিয়া, তিনি সেই সেই বস্তুরূপে অবস্থিত। এইরূপে ভগবান্ বহুধা—নানাবিধ নামরূপে অভিব্যক্ত। এইরূপে অনুসন্ধান করিয়া বহুরূপে ভগবানের উপাসনা করা যায় (রামানুজ, বলদেব)। সৎ=স্থূল, দৃশ্য ; অসৎ=সূক্ষ্ম, অদৃশ্য (স্বামী, কেশব, বল্লভ)। যাহা ভগবানের সত্তায় অবস্থিত, তাহা সৎ ; আর যাহা তাঁহার সত্তায় অবস্থিত নহে, তাহা অসৎ (মধু)।

যাহা যাহার সম্বন্ধে বিদ্যমান, তাহা সৎ। তাহার বিপরীত—অসৎ। আর অত্যন্ত অসৎ কার্য্য বা কারণকে অসৎ বলে। অভাব—অসৎ (হনু)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অসতের ভাব নাই, আর সতেরও অভাব নাই, (গীতা ২।১৬)। কারণকে অসৎ বলিলে, তাহা হইতে ভাব বা কার্য্য হয় না। ইহাতে অসৎকার্য্যবাদ আসে। সুতরাং এস্থলে অসৎ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

এ স্থলে অসৎ অর্থে অত্যন্ত অভাবও নহে। এস্থলে অসৎ = অব্যক্ত কারণাবস্থা; আর সৎ = ব্যক্ত কার্য্যাবস্থা। সৎ ও অসৎ—জগতের ব্যক্ত (কার্য্য) ও অব্যক্ত (কারণ) অবস্থা সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীম্।" (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।১)।

এস্থলে সদসৎ = জগতের ব্যাকৃত কার্য্যাবস্থা ও অব্যাকৃত কারণাবস্থা। এই প্রপঞ্চের যাহা অতীত—প্রপঞ্চের কার্য্যকারণ ভাবে অভিব্যক্তির অগ্রেও যিনি ছিলেন, তিনি "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যপঃ কিঞ্চ নাস।" (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২)। এই প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক অক্ষর ব্রহ্ম। "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।" (গীতা, ১৩।১২)। প্রপঞ্চের সদসদ্‌ভাব তাঁহাতে নাই। কিন্তু তিনি 'সৎ' কি 'অসৎ' এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে বিচার আছে। প্রথমে উক্ত হইয়াছে,—

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ। (ছান্দোগ্য, ৬।২।১)

তাহার পর উক্ত হইয়াছে,—

"তদ্ধৈক আহু অসদেব ইদমগ্র আসীৎ।"

"তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত।" (ছান্দোগ্য, ৬।২।১)।

"অসতো মা সদ্‌গময়" (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৮)

তাহার পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে—

"সত্ত্বেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥" (ছান্দোগ্য ৬।২।২)

গীতায় এস্থলে সদসৎ এ অর্থে উক্ত হয় নাই। এস্থলে সদসৎ—জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে।

প্রশ্নোপনিষদে আছে, যে প্রজাপতির তপ হইতে প্রাণ ও রয়ি উৎপন্ন হয়। এই প্রাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যোমঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ॥" (প্রশ্ন, ২।৫)।

সদসৎ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শ্রুতিতে আছেঃ—

অসতো মা সদ্‌গময় (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৮) এস্থলে যাহা অসাধু ভাব তাহা অসৎ, যাহা সাধুভাব তাহা সৎ (গীতা, ১৭।২৬)।

পূর্ব্বে যে ভক্তিযোগে ও জ্ঞানযোগে ভগবানের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই এই শ্লোক বুঝিতে হইবে। ভগবান্ আপনার উপাস্য বহু ভাব বিবৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বের দুই শ্লোকেও তাহা উক্ত হইয়াছে। এ শ্লোকে প্রথম ভগবানের আদিত্য ইন্দ্রাদি অধিদেব-ভাব—এবং সেই ভাবে যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহাকে উপাসনাপূর্ব্বক মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

এস্থলে ভগবান্ 'আমি' ভাবে বা সর্ব্বাত্ম-ভাবে আপন পরমেশ্বর-তত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন; তাঁহার একত্ব, পৃথকৃত্ব ও বহুত্ব ভাব বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে তিনি 'নসদসৎ' সমুদায়। তাই ভগবান্ বলিতেছেন — আমি সৎ, আমি অসৎ। কিন্তু পরমব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভগবান্ পরে বলিয়াছেন, 'সৎ তন্নাসদুচ্যতে' (১৩।১২)। অর্থাৎ পরমব্রহ্ম সর্ব্বাতীত নির্ব্বিশেষ ভাবে এই 'সৎ বা অসৎ' কোনরূপে বাচ্য নহেন। এই প্রভেদ লক্ষ্য করিলে তবে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যাইবে। পরব্রহ্ম অবাচ্য অবিজ্ঞেয়, তিনিই পরমেশ্বর-পরমাত্ম-ভাবে সগুণ ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয়।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

-০০-

ত্রয়ীবিৎ যারা সোমপান ক'রে
হ'য়ে পূত-পাপ, যজ্ঞে পূজি মোরে,—
চাহে স্বর্গে গতি ; পুণ্য ইন্দ্রলোক
পেয়ে ভুঞ্জে তারা—দিব্য দেবভোগ ॥ ২০

(২০) কেশবাচার্য্য বলেন যে, পূর্ব্বে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানহীন অভক্ত রাক্ষসী আসুরী প্রকৃতিযুক্ত লোকের কথা উক্ত হইয়াছে। তৎপরে দৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন জ্ঞানভক্তি-নিষ্ঠ মহাত্মা ভক্তের কথা নিরূপণ করা হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা ভগবদ্ বিরোধী বা অভক্ত কিন্তু স্বর্গাদি ফলকামুক— কেবল ইন্দ্রাদি দেবভক্ত, তাহাদের যে উপাসনা-ফল সংসারে গতাগতি, তাহা এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। শঙ্কর বলেন যাহারা কামকামী তাহাদের কথা এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। রামানুজ বলেন, জ্ঞানীর বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য এস্থলে এই অজ্ঞানীদের কথা উক্ত হইয়াছে। মধুসূদন বলেন, যাহারা উক্ত প্রকারে নিষ্কাম উপাসক তাহাদের সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মুক্তি হয়। আর যাহারা সকাম উক্ত কোন প্রকারে ভগবানের উপাসনা করে ও কার্য্যকর্ম্ম করে, তাহাদের জ্ঞানোৎপত্তির অভাবে যে ফল হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

ত্রয়ীবিৎ— জুঃ সাম এই তিন বেদবিদ্যাবিৎ (শঙ্কর, গিরি, মধু)। ঋক্-যজুঃ-সাম-লক্ষণ তিন বিদ্যা যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছে, যাহারা

এই ত্রিবিধ বিদ্যানিষ্ঠ, (স্বামী, রামানুজ)। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাধিকারী। এই তিন বেদের কথা পূর্ব্বে ১৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

বেদকে শ্রুতি বলে। মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ বেদের এই চারি বিভাগ। আবার বেদসংহিতা—ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত। বেদ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক। ঋক্, যজুঃ, সামবেদসংহিতা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক। এই কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদকে সাধারণতঃ ত্রয়ী বলে। চারি বেদ হইলেও, অথর্ব্ববেদ নানা কারণে এই ত্রয়ীমধ্যে গৃহীত হয় নাই। যজ্ঞার্থ উক্ত তিন বেদেরই প্রয়োজন। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদ অনুসারে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ, অগ্নিচয়ন, যজ্ঞদ্রব্যাদি আহরণ প্রভৃতি কর্ম্ম করেন। হোতা ঋক্-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতার আহ্বান করেন ও হোম করেন। আর উদ্গাতা সাম গান করিয়া দেবতার স্তোতগান করেন। আর সর্ব্ব বেদজ্ঞ 'ব্রহ্মা' যজ্ঞের তত্ত্বাবধারণ করেন। সুতরাং যজ্ঞ-প্রবর্ত্তক বেদ—ঋক্ সাম যজুঃ—এই তিন ভাগে বিভক্ত। এজন্য বেদের নাম ত্রয়ী। যাহারা এই ত্রয়ীবিৎ, তাঁহারা যাজ্ঞিক। তাঁহারা বেদবাদরত (গীতা ২।৪২)। তাঁহারা সিদ্ধিকামী, দেবযাজী। মানুষীলোকে যে ক্ষিপ্রকর্ম্মজা সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন. (গীতা ৪।১২)।

সোমপান ক'রে—সোম যাগ করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস-পান করিয়া (শঙ্কর. কেশব, স্বামী)।

হ'য়ে পূত-পাপ—সোমপান দ্বারা পূত-পাপ (শঙ্কর)। স্বর্গগতি বিরোধী পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত (কেশব, রামানুজ)। তাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজী বলিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন (গীতা, ৩।১৩ দ্রষ্টব্য)।

যজ্ঞে—অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে (শঙ্কর)। বেদোক্ত যজ্ঞমধ্যে সাত প্রকার পাকযজ্ঞ, সাতপ্রকার হবির্যজ্ঞ ও সাতপ্রকার সোমযজ্ঞই প্রধান। তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে

মোরে—বেদত্রয় বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদিরূপে আমাকেই যজনা করিয়া, অথচ আমার স্বরূপ না জানিয়া (কেশব)। অগ্নি, ইন্দ্র, বসু প্রভৃতি দেবতা যে পরমেশ্বরেরই বিভূতি তাঁহার বিশ্বরূপের অন্তর্গত, তাহা পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। (এই অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

চাহে স্বর্গে গতি—ইন্দ্রাদিকর্তৃক অধিষ্ঠিত স্বর্গলোকে গমন প্রার্থনা করে। যজ্ঞফল স্বর্গগতি প্রার্থনা করে (কেশব)। ইঁহারা সকাম উপাসক।

পুণ্য ইন্দ্রলোক পেয়ে—পুণ্যফল ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া। পুণ্যফলরূপ যে সুরেন্দ্রলোক তাহা লাভ করিয়া। পিতৃযানে গতি দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়া।

দিব্য দেবভোগ—(দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্) দিব্য বা দিবি ভব—স্বর্গে ভোগ্য দেবগণের ভোগসমূহ উপভোগ করে (শঙ্কর) স্বর্গে দ্যুলোকে উৎপন্ন দিব্য দেবসম্বন্ধীয় ভোগ উপভোগ করে (কেশব)। তাহা দেবদেহে উপভোগ্য ভোগ (মধু), তাহা অনুত্তম ভোগ (স্বামী)।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

ভুঞ্জি সে বিশাল স্বর্গলোক তারা
পুণ্য ক্ষীণ হ'লে মর্ত্ত্যলোকে পশে,
ত্রয়ী-ধর্ম্মরত—এইরূপে যারা
লভে গতায়াত কামনার বশে॥ ২১

২১। বিশাল—বিস্তীর্ণ (শঙ্কর, মধু, কেশব)। বিপুল (স্বামী)। সর্ব্ব-বিষয়-ভোগযোগ্য (বল্লভ)।

পুণ্য ক্ষীণ হ'লে—যজ্ঞোদ্ভূত পুণ্য (কেশব), বা স্বর্গলোক অনুভব-হেতুভূত পুণ্য (রামানুজ), বা স্বর্গভোগপ্রাপক পুণ্য (স্বামী, মধু) ক্ষীণ হইলে। ভোগের দ্বারা সেই স্বর্গলোক প্রাপ্তিহেতু পুণ্য ক্ষীণ হইলে (গিরি)।

মর্ত্ত্যলোকে—এই মর্ত্ত্যলোকে (শঙ্কর)। যে লোক মৃত্যুর অধীন, তথায়। কর্ম্মভূমিতে (কেশব)।

পশে—(বিশন্তি) প্রবেশ করে (শঙ্কর)। স্বর্গ হইতে সোম, পর্জ্জন্য, শস্য রেতঃ গর্ভ মধ্য দিয়া এ লোকে জন্মগ্রহণ করে। পরে ৪।৩।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে।

এইরূপে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে।

বেদধর্ম্মরত—(ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্না) কেবল বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী (শঙ্কর)। হোতা প্রভৃতির বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্ম সমাহারে ত্রয়ী ধর্ম্ম, তাহাতে অনুগত (গিরি)।

কামনার বশে—(কামকামাঃ)—যাহারা কাম কামনা করে, তাহারা সেই কামনার বশে—সকাম হেতু (শঙ্কর)।

লভে গতায়াত—(গতাগতং লভন্তে) মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গে এবং স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে গতায়াত অর্থাৎ গমনাগমন করে (শঙ্কর)। জন্মমরণাত্মক প্রবাহমধ্যে পতিত হয়। তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে (রামানুজ)। তাহাদের মোক্ষ হয় না।

ইহারা অর্থাৎ এই সকাম সাধকগণ বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপক অপূর্ব্ব অদৃষ্ট পুণ্যাখ্য ধর্ম্ম লাভ করে। সেই হেতু মৃত্যুকালে তাহারা (পিতৃযানে গতিলাভ করিয়া) ইন্দ্রাদি লোক

প্রাপ্ত হয়। সেই লোকে তাহারা দেবভোগ্য ভোগ উপভোগ করে। পরে সেই ভোগ দ্বারা উক্ত পুণ্য ক্ষয় হইলে, তাহারা এ লোকে আবার জন্মগ্রহণ করে। আবার তাহারা গর্ভবাসাদি দুঃখ অনুভব করে, আবার তাহারা উক্ত প্রকারে সকাম বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মে রত হয়—অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কার বশে অনুরক্ত হয়। তাহার ফলে আবার তাহাদের স্বর্গে গতি হয়। আবার সে পুণ্য ক্ষয়ে মর্ত্তালোকে জন্ম হয়। এইরূপে তাহারা সংসারে গতায়াত করে। ভুর্ভুব স্বঃ—এই ত্রিলোকই সংসার। তাহাদের এইরূপে এ সংসারে বারবার আবর্ত্তন হয়। (মধু, কেশব)।

উপরি উক্ত দুই শ্লোকে অজ্ঞান কামকামীর কথা বলা হইয়াছে। ভগবানের যে বহুপ্রকার ভাব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা না জানিয়া, যাহারা দেবোদ্দেশে ফল-কামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে, সেই সকামগণের কথা এস্থলে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের কথা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২-৪৪ শ্লোকেও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্য লাভ জন্য বহু বৈদিক ক্রিয়াকারী। এই সকল লোক অজ্ঞানী। বৈদিক ক্রিয়ার ফলে তাহাদের ভোগৈশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে, স্বর্গ পর্য্যন্ত গতি হইতে পারে, কিন্তু মুক্তি হয় না। ইহাতে সংসারে গতায়াত অবশ্যম্ভাবী। এই যাজ্ঞিকগণ ধূম বা কৃষ্ণমার্গে অর্থাৎ পিতৃযানে মৃত্যু-কালে প্রয়াণ করে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এইরূপে গীতায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যাহারা অজ্ঞানী, কাম-কামী, স্বর্গাদি-লাভ-কামনায় বৈদিক কর্ম্ম করে, তাহাদের মুক্তি হয় না, ইহাই গীতায় বারবার উক্ত হইয়াছে।

গীতার শেষ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, নিত্য বৈদিক কর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য। তবে মুমুক্ষুকে তাহা নিষ্কামভাবে করিতে হইবে। 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' (৪।২৪) ইত্যাদি অথবা 'অহং ক্রতুঃ' ইত্যাদি জ্ঞানে, (৯।১৬)

বৈদিক যজ্ঞকারী, কর্ত্তা, উপকরণ, উপাস্য দেবতা—সকলেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর দর্শনপূর্ব্বক যে যজ্ঞ করেন, তাহা জ্ঞানযজ্ঞ,—তাহাতে বন্ধন হয়না। সে যজ্ঞের যে প্রয়োজন গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম বন্ধন-কারণ। কেননা, সেই যজ্ঞকর্ম্ম সৃষ্টিরক্ষার সহায়; যজ্ঞই ভগবান, 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'—ইতি শ্রুতিঃ। তিনিই অধিযজ্ঞ-রূপে সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত (গীতা, ৮।৪)। যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারাই জীবজগতের অভ্যুদয় হয়। যজ্ঞকর্ম্ম—ভূতভাব-উদ্ভবকর-ত্যাগাত্মক কর্ম্ম (গীতা, ৮।৩)। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই জন্য নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম দ্বারা ভগবানকেই অর্চ্চনা করা হয়—সেই যজ্ঞকর্ম্মদ্বারা জ্ঞানে ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। তাহার ফলে সিদ্ধি লাভ হয়, আর সংসারে আসিতে হয় না। (গীতা, ১৮।৪৬)। অতএব জ্ঞানীর পক্ষে বৈদিক যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করা নিন্দনীয় নহে। ইহা কর্ত্তব্য। ইহা কখন ত্যাজ্য নহে ; ইহা পাবন বা চিত্তশুদ্ধি-কর (গীতা, ১৮।৫)। যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য—ইহাই ভগবানের 'নিশ্চিত মত।' (গীতা, ১৮।৬) যে নিষ্কাম ভাবে কার্য্য কর্ম্ম করে, সে সন্ন্যাসী এবং সেই যোগী, ইহা পূর্ব্বে (গীতা, ৬।১) উক্ত হইয়াছে। সকাম যজ্ঞই নিন্দনীয়, তাহাই বন্ধনকারণ।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধে এইরূপ সকামভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের নিন্দা শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে এই যজ্ঞতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে উক্ত হইয়াছে—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।

এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা-মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥"

সংসার-সাগর পারের জন্য এই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ় (বিনাশী), তাহা দ্বারা জরা মৃত্যু অতিক্রম করা যায় না। এইরূপে

সকাম ভাবে বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম অশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

মুণ্ডক উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥
ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরঞ্চা বিশন্তি॥"

মুণ্ডক, ১।২।৯-১০।

ইহার অর্থ অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে আছে যে, বৈদিক যজ্ঞ হিংসাহেতু অবিশুদ্ধ, তাহার ফল ক্ষয়শীল, এবং সে ফলেরও তারতম্য আছে। স্বর্গে ফলানুসারে ভোগ ও সুখের তারতম্য হয়। এজন্য বৈদিক উপায়ে পরমপুরুষার্থ—অর্থাৎ দুঃখ হইতে একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু যাজ্ঞিকগণ সাধারণতঃ এই স্বর্গে গতিই পরম পুরুষার্থ মনে করেন। স্বর্গকামী হইয়া তাঁহারা যজনা করেন। যাহা হউক সাধারণের পক্ষে এই বৈদিক যজ্ঞ—সকাম হইলেও নিন্দনীয় নহে। তাহার ফলেও উচ্চগতি হয় এবং তাহাতে জগৎচক্র প্রবর্ত্তিত হয় (গীতা, ৩।১৬) দেবগণ তাহাদ্বারা ভাবিত হইয়া বর্ষাদি কর্ম্মদ্বারা জীবগণকে ভাবিত করেন। এইরূপে পরস্পর ভাবিত হন। (গীতা, ৩।১১) যাহা হউক, যদি এমন কোন সংসারবিরাগী নির্ম্মলচিত্ত লোক থাকেন, যিনি স্বর্গও চাহেন না, কেবল মুক্তি চাহেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি দ্রব্যময় যজ্ঞ না করিয়া কেবল জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন (গীতা, ৪।৩৩)। কিন্তু ভগবান্ গীতায় তাঁহাদিগকেও নিষ্কামভাবে, ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া, যজ্ঞে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিয়া যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সে যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞেরই অন্তর্গত। এ লোকের রক্ষার ও উন্নতির জন্য দেবতাদিগকে বৃষ্টি প্রদান

প্রভৃতি কর্ম্মে সাহায্য জন্য বৈদিক যজ্ঞের প্রয়োজন। তাহা নিত্যকর্ম্ম, তাহা কার্য্য—তাহা ত্যাজ্য নহে (গীতা, ১৮।৫)।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

যে জন অনন্য ভাবে চিন্তয়ে আমারে,
করে মম উপাসনা, নিত্যযুক্ত তার
যোগক্ষেম সদা করি আমিই বহন ॥ ২২

(২২) যে জন—যাঁহারা নিষ্কাম ও সম্যগ দর্শী, (শঙ্কর); যাঁহারা অত্যন্ত নিষ্কাম ও সম্যগদর্শী (গিরি, মধু) যাঁহারা নিষ্কাম—ঈশ্বরে ভক্তিনিষ্ঠ (কেশব)। পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে সর্ব্বস্বরূপ আমার অংশ মাত্র জানিয়া, সে সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা কেবল আমাকেই ভজনা করেন (বল্লভ)।

অনন্য ভাবে—যাঁহারা (অনন্য) আপনাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন না, অর্থাৎ ভগবান্ পরম দেব নারায়ণকে যাঁহারা আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহারা অনন্য (শঙ্কর)। আমা ব্যতীত যাঁহার অন্য কামনা নাই (স্বামী), বা যাঁহার অন্য প্রয়োজন নাই (রামানুজ, বলদেব)। আমা ব্যতীত যাঁহার অন্য প্রাপ্য বা উপাস্য নাই (কেশব)। সর্ব্বত্র আত্মদর্শী, সর্ব্বভোগে নিস্পৃহ, ভগবান্ বাসুদেব—সর্ব্বাত্মা, তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, এই জ্ঞানযুক্ত (মধু)। আমা হইতে অন্য আর কিছু নাই এই জ্ঞানযুক্ত (গিরি)। তাঁহারা সন্ন্যাসী (শঙ্কর), তাঁহারা অদ্বৈতদর্শী (মধু) তাঁহারা ভক্ত (স্বামী, কেশব বল্লভ)।

কিন্তু এ স্থলে ভক্ত বা জ্ঞানীর মধ্যে কোন পার্থক্যের উল্লেখ নাই।

যাঁহারা অন্য সর্ব্বরূপ চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের চিন্তা করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদের কথামাত্র উক্ত হইয়াছে। ইঁহারা ঈশ্বর-ধ্যাননিষ্ঠ। ধ্যানযোগেই এইরূপে চিত্ত একাগ্র হয়। যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরে এইরূপ সর্ব্বদা একাগ্র থাকে, যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তা-নিষ্ঠ, তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ—পরানিষ্ঠ। সে জ্ঞান ভাবসমন্বিত হইলে তাঁহারা পরাভক্তিনিষ্ঠ হন। সে শ্রেষ্ঠভক্ত। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

(গীতা, ১২।৮)

চিন্তয়ে······উপাসনা—অনবরত চিন্তাপর হইয়া অন্তর্য্যামী আমার উপাসনা করেন (শঙ্কর)। সর্ব্বতঃ চিন্তাপূর্ব্বক সেবা করেন (স্বামী)। সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ভগবান্‌কে আত্মস্বরূপে চিন্তা করেন (মধু)। ধ্যান করেন ও সর্ব্বতঃ অনবচ্ছিন্নভাবে ভগবানকে দর্শন করেন (গিরি)। ভগবানেরস্বরূপ চিন্তা করেন ও সর্ব্বত বা দেহেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ দ্বারা সেবা করেন (কেশব)। ধ্যান করেন ও পর্য্যুপাসনা করেন অর্থাৎ ভগবানের কল্যাণ গুণরত্ন আশ্রয় দ্বারা বিচিত্র অদ্ভুত লীলা পীযূষ আশ্রয় দ্বারা ও দিব্য বিভূতি আশ্রয় দ্বারা উপাসনা করেন (বলদেব)। আমাকে সেবা করা ভিন্ন যাঁহার অন্য প্রার্থনা নাই, তিনি সর্ব্বদা মন নিরোধ করিয়া কেবল আমাকেই চিন্তা করেন (বল্লভ)।

নিত্য-যুক্ত তার—(নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাম্)=সেই অনবরত আমাতে আদরের সহিত অভিযুক্ত,—আমার ধ্যান-নিরত ব্যক্তিদের (শঙ্কর)। যাঁহারা দেহযাত্রার কথাও বিস্মৃত হইয়া সতত আমাতে অভিযুক্ত তাঁহাদের (বলদেব)।

আদরের সহিত বলায় ইঁহারা যে পরম ভক্ত ও জ্ঞানী তাহা শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন।

যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি=যোগ, আর প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা বা প্রতিপালন=ক্ষেম (শঙ্কর, মধু)।

ঈশ্বর প্রাপ্ত-লক্ষণ--যোগ,আর অপুনরাবৃত্তি-লক্ষণ—ক্ষেম (রামানুজ, কেশব)। অন্নাদি আহরণ=যোগ, তাহার সংরক্ষণ=ক্ষেম (বলদেব)। যোগ=ধনাদি লাভ ; ক্ষেম=তাহা পালন বা রক্ষা (স্বামী)।

করি আমিই বহন—তাঁহাদের অন্নাদি আহরণ ও রক্ষা-ব্যাপার সম্বন্ধে কামনা বা চেষ্টা না থাকিলেও, এবং তাঁহারা স্বয়ং অপ্রযত্নবান্ হইলেও, তাঁহাদের শরীর-রক্ষার্থ যে বিষয় বা বস্তু সংগ্রহ বা রক্ষা করায় প্রয়োজন হয় তাহা আমি প্রাপ্ত করাই (বলদেব)। এস্থলে যোগ ক্ষেম সম্বন্ধে রামানুজ ও কেশবাচার্য্যের অর্থ দুরার্থ। তাহা শ্রুতিসঙ্গত নহে। যোগ ক্ষেম সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।১০ ও কঠোপনিষদ, ২।২ দ্রষ্টব্য।

ভগবান জ্ঞানীর ও ভক্তের ন্যায় অন্য সকলেরই যোগক্ষেম নিজে বহন করেন সত্য, কিন্তু বিশেষ এই যে, যাহারা পৃথগ্‌দর্শী (অজ্ঞানী), যাহারা নিজের ভোগেচ্ছায় নিজেই আপনাদের যোগক্ষেম বহন জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও ভক্ত যাঁহাদের ভোগেচ্ছা নাই, যাঁহারা ভগবানে একান্ত নিরত, তাঁহারা নিজে যোগক্ষেম জন্য চেষ্টা করেন না। তাঁহাদের যদি আহার উপস্থিত না হওয়ায় মৃত্যু আসন্ন হয়, তথাপি তাঁহারা কোন চেষ্টা করেন না, ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া—নিশ্চেষ্ট থাকেন। ভগবানের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস,—তাঁহাদের ভগবদনির্ভরতা অটল থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকদিগকে ভগবান্ বিষয় সংগ্রহ ও রক্ষার বুদ্ধি দিয়া, সেই বুদ্ধিরূপে তাহাদের নিয়ন্তা হইয়া তাহাদের যোগক্ষেম পরোক্ষভাবে বহন করেন। আর শেষোক্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেম স্বয়ং বহন করেন (শঙ্কর, গিরি, মধু)। ইঁহারা অর্থ চাহেন না, গৃহ চাহেন না, স্ত্রী পুত্রাদি চাহেন না, এমন কি আহার্য্যও চাহেন না। তাঁহারা ভগবান্‌কেই চাহেন। এজন্য ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের সকল অভাব দূর করেন।

যিনি জ্ঞানযোগে অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবানকে উপাসনা করেন,—অথবা যিনি ভক্তিযোগে অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবানকে উপাসনা করেন এবং ঈশ্বর চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন থাকেন যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্ত বোধ থাকে না, ক্ষুধাদি নিবারণ জন্য আহারাদি সংগ্রহের চিন্তা বা প্রবৃত্তি থাকেনা, ভগবান্ তাঁহাদের যোগ ক্ষেম স্বয়ং বহন করেন। ইহা ভগবানের পরম আশ্বাস-বাণী ও সাধকদের প্রত্যক্ষ সত্য।

এই যোগক্ষেম বহন সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, শ্রীধরস্বামী এই সত্য স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এই শ্লোক ব্যাখ্যার পূর্ব্বে পরীক্ষা জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ভিক্ষায় বাহির হন নাই, উপবাসী থাকেন। কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ স্বয়ং বালকরূপে তাঁহার দ্বারে প্রচুর অন্ন আনিয়া দেন।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩

আর যারা ভক্ত হয় অন্য দেবতার,
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে যজে,—সেও হে কৌন্তেয়।
অবিধিপূর্ব্বক করে আমারই যজনা ॥ ২৩

(২৩) ভক্ত অন্য দেবতার—ভগবান্ ব্যতীত ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার সেবাকারী (রামানুজ)। যজ্ঞাদি সাধন ও যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে আমারই বিভূতি, তাহা না জানিয়া পৃথগ্ভাবে সেবাকারী (বল্লভ)।

ভগবানই যখন অন্য সকল দেবতার স্বরূপ, তখন অন্য দেবতার ভজনা অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলে, সে অন্য দেবতা যে ভগবানেরই বিভূতি তাহা না জানিয়া সে ভজনা হইলে, তাহা অন্য দেবতার ভজনা। এই ভাবে যে অন্য দেবতার যজনা করে (শঙ্কর, গিরি)।

শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ভজে—আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত হইয়া সেই অন্য দেবতার ভজনা করে। (শঙ্কর, মধু)। তাঁহারা নিশ্চয় ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন—এই আস্তিক্যবুদ্ধিতে ভজনা করেন (বলদেব)। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (কেশব, স্বামী)।

অবিধি······যজন—যেহেতু ভগবান্ এই সকল অন্য দেবতার স্বরূপ—তাঁহাদের আত্মভূত, এ কারণ সেই সকল দেবতার ভজনাও ভগবানের ভজনা সত্য, কিন্তু বিশেষ এই যে তাঁহারা অবিধি অর্থাৎ অজ্ঞান পূর্ব্বক আমারই উপাসনা করেন (শঙ্কর, গিরি)। অন্য দেবতা ভগবানই। কেননা, তিনি ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইন্দ্র রুদ্র বসু প্রভৃতি দেবতারূপে তিনিই অবস্থিত। সুতরাং ইন্দ্রাদির ভজনা তাঁহারই ভজনা। কিন্তু ইন্দ্রাদির ভক্তেরা তাঁহার স্বরূপ জানে না—ইন্দ্রাদির মধ্যে সেই অন্তর্য্যামীকে দেখিতে পায় না (মধু)। ভগবান্ ব্যতীত স্বরূপতঃ অন্য দেবতা নাই, এজন্য ইন্দ্রাদির উপাসকেরা ভগবানেরই উপাসক। কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রাদি ভজনা অবিধিপূর্ব্বক ভজনা। কেননা, তাহাতে মোক্ষ হয় না (স্বামী)। ইন্দ্রাদি অন্য দেবতা ব্রহ্মেরই শরীর, সুতরাং তাহারা ঈশ্বরাত্মক ইন্দ্রাদিশব্দবাচ্য বস্তু ব্রহ্মই। কিন্তু যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ইন্দ্রাদির আরাধনা করে, বৈদিক যজ্ঞদেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহারা সেই ইন্দ্রাদি লোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। তাহাদের পুনরাবর্ত্তন হয়, কেননা তাহাদের ইন্দ্রাদিতে ব্রহ্ম দর্শন না হওয়ায় তাহারা অজ্ঞানী। তাহাদের উপাসনা সকাম বলিয়া অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা (রামানুজ)। যে বিধিতে ভজনা করিলে গতাগতির নিবৃত্তি হয়,

ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের ভজনা সে বিধিযুক্ত নহে (বলদেব, কেশব)। ৪।১১ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

এই তত্ত্বই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।"

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

— ০ —

আমিই ত হই ভোক্তা সকল যজ্ঞের,
হই প্রভু আর। কিন্তু তারা ত জানে না,
স্বরূপে আমারে,—তাই করে আবর্ত্তন ॥ ২৪

২৪। আমি...যজ্ঞের—ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাত্মকরূপে আমি শ্রৌত স্মার্ত্ত সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা (শঙ্কর, গিরি, কেশব)। আমি সকল দেবতার অন্তর্য্যামিরূপে ভোক্তা (গিরি)। যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আমরই অংশ, এই হেতু সেই সেই দেবতারূপে আমি সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা (বল্লভ)। যে যে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়, সেই সেই দেবতারূপে অন্তর্য্যামী ভাবে আমি সে যজ্ঞের ভোক্তা হই (স্বামী, মধু)। আমিই সেই সেই যজ্ঞীয় দেবতারূপে কর্ম্মফলদাতা।

প্রভু হই আর—আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের স্বামী বা ফলদাতা। (শঙ্কর, রামানুজ, গিরি, কেশব, স্বামী, মধু) ভগবানই যজ্ঞ স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, (শঙ্কর)।

স্বরূপে—(তত্ত্বেন) ইন্দ্রাদি দেবতা যে পরমপুরুষ আমিই, সেই সেই দেবতা শরীররূপে ব্যক্ত যে আমিই,—এই তত্ত্ব তাহারা জানে না। আমিই যে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, ইহা তাহারা জানে না (মধু)। যথাবৎ জানে না (শঙ্কর)। ইহাই পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা (শঙ্কর) ভগবানকে 'তত্ত্বেন অভিজানন্তি'—অর্থ আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে

হইবে। তত্ত্বতঃ ভগবানের অভিজ্ঞান 'অর্থে অসংশয় সমগ্রভাবে বিজ্ঞান সহিত ভগবানকে জানা। এই জ্ঞান হইলে বাসুদেব সর্ব্ব ইহা বিজ্ঞান সহিত জানা যায়। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (গীতা, ১৮।৫৫)।

ভগবান্‌কে তত্ত্বত জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে, সেই উপাসনা সিদ্ধির ফলে আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না।

করে আবর্ত্তন—(চ্যবন্তি)—তাহারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক উপাসনা করে বলিয়া উপাসনার সম্যক্ ফল হইতে প্রচ্যুত হয় (শঙ্কর)। পুনরাবর্ত্তন করে (স্বামী, বলদেব)। আর যাহারা আমাকে সর্ব্ব দেবতাত্মকরূপে জানে—আমাকে তত্ত্বতঃ জানে, সে পুনরাবর্ত্তন করে না (স্বামী)। আমাতে যজ্ঞফল অর্পণ না করায়, তাহারা ধূমযানে সেই সেই দেবলোকে গিয়া বাস করে, পরে কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকে পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে (মধু)। আমাকে সর্ব্বকর্ম্মফল অর্পণ করে না বলিয়া কর্ম্মের সম্যক্ ফল যে অপুনরাবর্ত্তন তাহা হইতে প্রচ্যুত হয় (গিরি) তাহারা পরিমিত ফলভাগী হয় (রামানুজ)। আমাকে তত্ত্বতঃ না জানায় তাহারা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, সেই ভোগান্তে পুনঃ দেহগ্রহণ জন্য ধূমমার্গে আবর্ত্তন করে (কেশব)। তাহারা আমা হইতে ভ্রষ্ট হয় (বল্লভ)। বল্লভাচার্য্যের মতে এই শ্লোকের ভাব এই যে, ভগবানের অংশ দেবতাদিগকে যজ্ঞাদির দ্বারা ভজনায় যে ফল হয়, মহাপ্রভুর ভজনায় সে সমুদায়ই লাভ হয়। কিন্তু দেবতা ভগবানের অংশ নহে—ভগবানের বিভূতি। কেশব বলেন, অবিধিপূর্ব্বক ভজনার-ফল এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ২৩শ শ্লোকে বৈদিক ও স্মার্ত্ত যজ্ঞকারী—অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ড অনুসরণকারী যাজ্ঞিকদের কথা উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকেরা বেদোক্ত প্রত্যেক দেবতাকে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ ধারণা করিয়া, সেই সেই দেবতা

উদ্দেশে স্বতন্ত্র যজ্ঞ ও স্তুতি করেন। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, বেদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন প্রকার। যাজ্ঞিকেরাই বহুদেবতাবাদী। কিন্তু যাঁহারা বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা জানেন, তাঁহারা বেদোক্ত দেবতায় সেই এক আত্মাই দর্শন করেন। যাস্ক বলিয়াছেন, 'মহাভাগ্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।' দুর্গাচার্য্য অর্থ করেন, 'একস্ত আত্মনঃ অন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।' দুর্গাচার্য্য আরও বলেন, "একোঽপি সন্ বহুধা স্তূয়তে।" নিরুক্ত ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, 'অতএব মহাভাগ্য বা ঐশ্বর্য্য হেতু একই আত্মার বহু নাম। এই বহু নামধেয় মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য এই তিনের মহাভাগ্য বা ঐশ্বর্য্য যোগহেতু আত্মাই অনেক ভাগে বহু নামানুসারে বিভক্ত হন। যে ঋষি যেরূপ ইচ্ছা করিয়া যে ভাবে স্তুতি প্রয়োগ করেন, সেই দেবতারূপেই আত্মা তাঁহার নিকট অভিব্যক্ত হয়েন।' ঋগ্বেদে আছে, সেই এককেই অগ্নি, ইন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি বলা হয়।

উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে সমুদায় বেদ মন্ত্রই সেই—এক ওঁকারাখ্য ব্রহ্মপদ-জ্ঞাপক। বেদ তাঁহারই স্তুতি করেন,—'সর্ব্বে বেদাঃ যৎপদম্ আমনন্তি।" (কঠঃ উপঃ ২।১৫)। অতএব ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতা তাঁহারই রূপ। ইন্দ্রাদির উদ্দেশে যজ্ঞ-স্তুতি সমুদায়ই তাঁহারই যজ্ঞ ও স্তুতি। (গীতা ১১।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অতএব যাজ্ঞিকেরা এই অধ্যাত্মতত্ত্ব না জানিয়া, ভিন্ন ভাবে দেবতাদের উদ্দেশে যে যজ্ঞ করেন, তাহা অবিধি পূর্ব্বক উপাসনা। যাঁহারা ভগবান্‌কেই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু বলিয়া জানেন, তাঁহাদের যজ্ঞ অবিধিপূর্ব্বক নহে, তাঁহারা যজ্ঞরূপী ভগবানের উদ্দেশেই নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞকারী। তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাঁহারা পরিণামে ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হন। কেশবাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পর শ্লোকে অবিধিপূর্ব্বক দেবাদির যজ্ঞকারীদের গতি উল্লিখিত হইয়াছে।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫

দেবযাজী যায় দেবলোকে ; পিতৃব্রত
পায় পিতৃলোক ; লভে ভূতযাজিগণ
ভূতলোক ; পায় মোরে আমার যাজক ॥ ২৫

২৫ । দেবযাজী—(দেবব্রতাঃ)—যাহারা অন্য দেবতা অবিধি-পূর্ব্বক অথচ ভক্তির সহিত যজনা করে, তাহাদের যাগফল অবশ্যম্ভাবী ইহা উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। দেবব্রত অর্থাৎ দেবোপাসকগণ, দেবতা ভক্তগণ যাহাদের দেবে ব্রত নিয়ম ভক্তি আছে (শঙ্কর, স্বামী, গিরি, কেশব)। সংকল্প করিয়া যাহারা দেব বিশেষ উদ্দেশে ব্রত বা যজ্ঞ করে। যাঁহারা দর্শ পৌর্ণমাসাদি কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রাদিকে সংকল্পপূর্ব্বক যজনা করে (রামানুজ)। দেবতাপূজক (মধু, বলদেব)। ইন্দ্র আমাদের ঈশ্বর, আমরা তাঁহার উপাসক, পূজা দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট ফললাভ করিব, এই ধারণায় ইন্দ্র বা অন্য দেবতার এইরূপে পূজাকারী (বলদেব) ইহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিযুক্ত উপাসক (মধু)। (গীতা, ১৭।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সাত্ত্বিক উপাসক, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন নিষ্কাম যজ্ঞকারী (১৭।১১) তাঁহাদের সাত্ত্বিক জ্ঞানে সর্ব্বত্র এক ভাব—এক আত্মার দর্শন হয় (১৮।২০)। সুতরাং ইহারা সাত্ত্বিক যজ্ঞকারী নহেন, অজ্ঞানী সকাম সাধক মাত্র।

যায় দেবলোকে—(যান্তি দেবান্) দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে আছে 'দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ।'—যে দেবতাকে ইষ্টরূপে নিয়ত ভাবনা করা যায়, সেই ভাবনা হেতু পরিণামে সেই দেবতাত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতিঃ। (মধু)। যে দেবতাকে যজনা করে, সেই দেবতা বিশেষকেই প্রাপ্ত হয় (কেশব)। দেবগণকে প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ দেবতার লোক বা স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহারা পুনরাবর্ত্তন করে (স্বামী)। তাহারা পূর্ণফল না পাইলেও কথঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হয় (গিরি)।

কেশব বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ভগবান্ দেবযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন এবং যজ্ঞের প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন। (পূর্ব্বে ৩।১০-১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।) যদি দেবারাধকগণের চ্যুতি হয়, তবে ভগবান কেন এরূপ উপদেশ দিয়াছেন? ইহার উত্তর এই যে, দেবারাধনা নিষ্ফল নহে। যে যেরূপ উপাসনা করে, তাহার ফলও সেইরূপ হয়। সে যাহা হউক, দেবোদ্দেশে যজ্ঞ যে কার্য্য, তাহা ত্যাজ্য নহে তাহা পরে উক্ত হইয়াছে (গীতা, ১৮।৫)। তবে যাঁহারা জ্ঞানী, ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানেন,—ভগবানকে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু জানিয়া যজ্ঞ করেন, তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাঁহারাই অপুনরাবর্ত্তনরূপ সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হন। আর যাহারা তাহা জানে না, ইন্দ্রাদি দেবগণকে পৃথক্ ভাবে জানে ও পৃথক্ ভাবে ভজনা করে, তাহারা মরণান্তে পিতৃযানে, কখন বা উৎকৃষ্ট পুণ্য ফলে দেবযানে দেবলোক প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গভোগ করে। কর্ম্মক্ষয়ে তাহারা দেবলোক বা স্বর্গলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া আবার জন্মগ্রহণ করে।

পিতৃব্রত—শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকারী। (শঙ্কর, মধু), যাহারা পিতৃযজ্ঞকারী (রামানুজ)। বেদে পিতৃযজ্ঞের বিধান আছে।

পায় পিতৃলোক—অগ্নিষাত্ত আজ্যপ বর্হিষদাদি সপ্ত পিতৃগণের লোক বা স্থান প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রলোককেই সাধারণতঃ পিতৃলোক বলে। মৃত্যুর পর জীবের পিতৃযানে গতি হইলে এই পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। মধুসূদন ও বলদেব বলেন, এই পিতৃযাজীরা—রাজসিক সাধক। কিন্তু গীতায় (১৭।৪) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যে রাজসিক প্রকৃতিসম্পন্ন

লোকেরা যক্ষ রক্ষের পূজা করে। তাহারা ধনাধিপতির (Mammon) পূজা করিয়া থাকে। অতএব পিতৃযাজিগণকে রাজসিক প্রকৃতিসম্পন্ন বলা যায় না।

গীতায় এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে দুইরূপ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। এক দেবযজ্ঞ, আর এক পিতৃযজ্ঞ। এই উভয়বিধ যজ্ঞই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই পিতৃযজ্ঞ (ancestor worship) অনেকের মতে—সকল ধর্ম্মের মূল। ইহা অনেক দেশে এখনও প্রচলিত আছে। পিতা প্রভৃতি মৃত্যুর পর পরলোকে থাকেন, এই বিশ্বাস ধর্ম্মের মূলসূত্র।

নভে...ভূতলোক—যাহারা ভূতগণকে অর্থাৎ বিনায়ক, মাতৃগণ, চৌষট্টি যোগিনী প্রভৃতিকে পূজা করে, তাহারা তাহাদের লোককে প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর)। নিয়ম—অর্থাৎ বলি উপহার প্রদক্ষিণ ইত্যাদি প্রকারে ইহারা ভূতাদির আরাধনা করে (গিরি)। ইহারা অবশ্য তামসিক উপাসক। ইহারা যক্ষ রক্ষ বিনায়কগণ মাতৃগণ প্রভৃতি ভূতপূজক (মধু, কেশব), ভদ্রকালী প্রভৃতি ভূতপূজক (হনু)। কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান, তাঁহারা দেবগণের উপাসক, যাহারা রজঃপ্রধান তাহারা পিতৃগণের উপাসক, আর যাহারা তমঃপ্রধান তাহারাই ভূতগণের উপাসক। পরে (১৭।৪ শ্লোকে) উল্লিখিত হইয়াছে যে, তামসিক লোক ভূতপ্রেতের পূজা করে। ঋগ্বেদেও 'যাতুধান প্রভৃতি প্রেতযোনির কথা আছে। উহারা অন্তরিক্ষচারী, বায়বীয় (astral) শরীরধারী জীব। ইহাদের লোক বা স্থান অন্তরিক্ষ। সুতরাং ভূত-যাজিগণের আর ঊর্দ্ধগতি হয় না।

যান্তি...মাম্—আমার যজনশীল বৈষ্ণবগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। তাহারা ঈশ্বরের সালোক্য লাভ করে। সকল পূজায় আয়াস সমান, তবে যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা

আমার উপাসনা করে না (শঙ্কর)। ভগবান্‌কে আরাধনা করিলে অনন্ত ফল হয়, ইহা সত্ত্বেও অল্পজ্ঞানী বা অজ্ঞানী বলিয়া তাহারা দেবতান্তরের আরাধনা করে, ভগবান্‌কে আরাধনা করে না (গিরি)। একই উপাসনা কর্ম্মে বর্ত্তমান, অথচ সঙ্কল্পমাত্রভেদে এইরূপ ফলের তারতম্য হয়। যাহারা দেবপিতৃ-ভূতগণের মধ্যে ভগবান্‌কে বা সেই একই আত্মাকে দেখিতে পায়, তাহারা ভগবান্ বাসুদেবকেই ভজনা করে। তাহারা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করে (রামানুজ)।

উক্ত প্রকারে সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ উপাসক স্বস্ব আরাধ্য দেবতা পিতৃগণ বা ভূতগণ দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তত্তৎ সমান ঐশ্বর্য্য সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্যাদির কোন একটি ভাব বা এই সর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই ভোগাবসানে আবার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর যাঁহারা বিশিষ্ট সাত্ত্বিক-প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকে ভজনা করেন ও পরিণামে আমাকেই প্রাপ্ত হন, আর আবর্ত্তন করেন না (কেশব)।

সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব সেই সেই দেবতাদিরূপে অবস্থিত, তিনিই আরাধ্য, সর্ব্বফলদাতা, ইহাই ভগবানের সেবকদিগের ভাবনা (বলদেব)।

দেবযাজী প্রভৃতি সেই সেই দেবতাদি প্রাপ্ত হইয়া সেই সঙ্গে পরম্পরা ক্রমে আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা কর্ম্মাদি দ্বারা কর্ম্মের অধিদৈবতরূপ আমাকে যজন করে—তাহারা সাক্ষাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হয়, (বল্লভ)।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

পত্র পুষ্প ফল জল—ভক্তি-সহকারে,
যে করে অর্পণ মোরে, করি তা গ্রহণ,
সংযত চিত্তের সেই ভক্তি-উপহার ॥ ২৬

(২৬) পত্র···জল—কেবল যে আমার ভক্তগণের অনাবৃত্তি-লক্ষণ অনন্ত ফল লাভ হয়, তাহা নহে। আমার আরাধনা সুখকর বা. সুসাধ্য, তাহাই এস্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, গিরি)। পত্র পুষ্প প্রভৃতি পূজার এ সকল সামান্য উপকরণ, এ সকল তুচ্ছ বস্তু (মধু)। পত্র হউক, পুষ্প হউক, ফল হউক, জল হউক, যা কিছু (রামানুজ)। পত্র=নবপল্লব—দূর্ব্বাঙ্কুর তুলসীপত্র প্রভৃতি। পত্র পুষ্প জল প্রভৃতি এইরূপ অনায়াসলব্ধ যাহা কিছু বস্তু (কেশব)। এই সকল পূজোপকরণ বৈদিক ও স্মার্ত্ত যজ্ঞের উপকরণ হইতে পৃথক্। যজ্ঞের উপকরণ বহু ব্যয় ও আয়াসে সংগ্রহ করিতে হয় (কেশব)। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, ভগবদারাধনায় যেমন অনাবৃত্তি লক্ষণ অনন্ত ফল লাভ হয়, তেমনি সে আরাধনা সুখসাধ্যও বটে। ভগবদারাধনার প্রধান উপকরণ—ভক্তি।

ভক্তিসহকারে—(ভক্ত্যা)। বাসুদেব হইতে পরম বা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই—এই বুদ্ধিপূর্ব্বক, প্রীতিসহকারে (মধু, কেশব)।

যে—যে কোন ভক্ত।

সংযত চিত্তের—শুদ্ধ-বুদ্ধির (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। শুদ্ধচেতা তপস্বীর (গিরি)। আত্মাকে প্রদানই একমাত্র প্রয়োজন, যে এইরূপ মন বা বুদ্ধি-যুক্ত (রামানুজ)। যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে আমার অর্চ্চনায় সম্যক্ নিবিষ্ট-মনা, তাঁহাদের বা শুদ্ধ চিত্তের (কেশব)।

ভক্তি উপহার করি গ্রহণ—আমি সর্ব্বেশ্বর, জগতের সৃষ্টি-লয় করি। আমি আপ্তকাম, সত্যসঙ্কল্প, আনন্দময়। সুতরাং আমার কিছুই ত্যাজ্য বা গ্রহণীয় নাই। কিন্তু আমার একান্তভক্ত প্রীতিসহকারে আমাকে

যাহা কিছু অর্পণ করে, তাহা যত সামান্যই হউক, আমি তাহা প্রীতিপূর্ব্বক বা সাদরে প্রতিগ্রহণ করি (রামানুজ)। ক্ষুদ্র দেবতারা বহু-বিত্ত-সাধ্য যজ্ঞাদিতে পরিতুষ্ট হন, কিন্তু আমি ভক্তের অতি তুচ্ছ দানও সাদরে গ্রহণ করি (স্বামী)। সে উপহার অনেক সময় আমি সাক্ষাৎ হইয়া, ভক্তের প্রত্যক্ষ হইয়া ভক্ষণ করি (মধু)। আমার অনুগ্রহ লাভার্থ যে ভক্ত 'এই সকল গ্রহণ বা অঙ্গীকার কর' বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আমাকে অর্পণ করে, সেই 'একান্ত' ভক্তের যথাবিধি ভক্তি-উপহার আমি সর্ব্বেশ্বর আপ্তকাম হইলেও ভক্ত্যধীন-স্বভাব বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। শাস্ত্রে আছে,—

"যাঃ ক্রিয়াসম্প্রযুক্তাশ্চ হ্যেকান্তি-গতিবুদ্ধিভিঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্লাতি বৈ স্বয়ম্॥" (কেশব)।

এই শ্লোকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনার বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে (বল্লভ)।

যে ভক্ত প্রযতাত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধ-মনা অথবা নিষ্কাম, নিষ্কামভাবে আমার অনুরক্ত, সে যখন ভক্তির আবেশে আমায় এইরূপ ফলাদি প্রদান করে, আমিও আবেশে তাহা গ্রহণ করি (বলদেব)। তাহা আমার প্রীতির কারণ হয় (হনু)।

অতএব এই যে সামান্য পত্রপুষ্পাদি দিয়া পূজা, ইহা সাধারণ পূজা নহে। এই শ্লোকে সেই জন্য ভক্তির কথা দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তির অত্যন্ত বিকাশে যখন আবেগময় ভাব হয়, তখন ভগবান্‌কে আমার নিজ জন বলিয়া মনে হয়। আমি যাহা ভালবাসি, ভগবান্‌কে তাহা দিতে ইচ্ছা হয়, তখন ভগবান্ যে অনন্ত, পূর্ণ আপ্তকাম, আমি অতি ক্ষুদ্র, তাহা মনে থাকে না—একাত্মভাব হয়। সেই ভাবে সেই ভক্তির অত্যন্ত উচ্ছ্বাসে ভগবান্‌কে এই সকল অতি তুচ্ছ দ্রব্য সাদরে অর্পণ করিলে, ভগবান্ ভক্তের প্রীত্যর্থ তাহা গ্রহণ করেন। ভগবানের উদ্দেশে প্রহ্লাদের-নিবেদিত বিষ, ইহার পৌরাণিক দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, মধুসূদন

শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "দেবগণ ভোজন করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন।"

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭

যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর,
যাহা কর দান, কিংবা যেবা তপ কর,—
হে কৌন্তেয়! কর তাহা আমাকে অর্পণ ॥ ২৭

(২৭) যেহেতু ভগবান্‌কে ভক্তিপূর্ব্বক যাহা অর্পণ করা যায়, তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন ও উপভোগ করেন, সেই হেতু তাঁহাকে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করা উচিত, ইহা উক্ত হইতেছে (শঙ্কর, গিরি)। যে হেতু মহান্ ভক্তের এরূপ প্রভাব, যে যিনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তিনিও তাহার প্রদত্ত অতি তুচ্ছ বস্তুও গ্রহণ করেন, অতএব সেই ভক্তের অসাধারণ ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কি, তাহাই এস্থলে দেখান হইয়াছে (কেশব)। ভগবানের ভজন কীদৃশ, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে (মধু)।

যাহা কর—তুমি স্বতঃ যে (গমনাদি) কর্ম্ম কর (শঙ্কর, গিরি, মধু)। দেহযাত্রাদি নির্ব্বাহ জন্য যে লৌকিক কর্ম্ম কর (রামানুজ, বলদেব)। স্বভাবতঃ বা শাস্ত্রতঃ যে কিছু কর্ম্ম কর (স্বামী)। লৌকিক বা বৈদিক যে কোন কর্ম্ম কর (বল্লভ)।

যাহা খাও—যাহা কিছু ভক্ষণ কর (শঙ্কর)। দেহধারণার্থ যে আহার কর (রামানুজ, বলদেব)।

যাহা হোম কর—যে শ্রৌত অথবা স্মার্ত্ত হবনক্রিয়া কর (শঙ্কর)
হোম-লক্ষণ শ্রৌত স্মার্ত্ত—যে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম কর অর্থাৎ যে যজ্ঞ কর,
(মধু)। যে বৈদিক যজ্ঞ কর (রামানুজ, বলদেব)।

যাহা কর দান—ব্রাহ্মণাদিকে ধন অন্নাদি যাহা দান কর (শঙ্কর,
বলদেব, মধু)।

যে বা তপ কর—যে তপস্যা বা তপ আচরণ কর (শঙ্কর)। প্রতি
সংবৎসরে অজ্ঞাত প্রামাদিক পাপ নিবৃত্তির জন্য যে চান্দ্রায়ণাদি আচরণ
কর বা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি নিরাশ জন্য যে শরীরেন্দ্রিয়ের সংযম কর (মধু)।
যে চান্দ্রায়ণাদি তপ কর (বলদেব)।

তাহা—লৌকিক গমন অশনাদি কর্ম্ম এবং বৈদিক বা শাস্ত্রীয় যজ্ঞ
হোম দান ও তপঃ সমুদায় কর্ম্ম। উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক উপলক্ষিত কর্ম্ম
অর্থাৎ প্রাণি-স্বভাব-সিদ্ধ অশন-গমনাদি লৌকিক কর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম—
উপলক্ষিত সমুদায় কর্ম্ম (কেশব)। সাধারণ কর্ম্ম, আর শাস্ত্রানুসারে
অবশ্যকার্য্য হোম দানাদি বৈদিক কর্ম্ম—এই সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক
কর্ম্ম (মধু)। নিত্য নৈমিত্তিক সমুদায় কর্ম্মের ইহা (অর্থাৎ যৎ
করোষি ইত্যাদি) উপলক্ষণ মাত্র। যৎকিঞ্চিৎ স্বভাব প্রাপ্ত আহার
বিহার ঈক্ষণাদি কর্ম্ম, যাহা শাস্ত্রবিহিত হোম দান ব্রত স্নানাদি কর্ম্ম—
সে সমুদায় কর্ম্ম (কেশব)। এই শ্লোকে যে যজ্ঞ দান ও তপঃ কর্ম্মের
বিষয় উক্ত হইয়াছে—তাহা নিত্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা ত্যাগ করিতে নাই।
তবে তাহার ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিতে হইবে, এবং তাহা ঈশ্বরে অর্পণ
করিতে হইবে। গীতায় ১৮।৫ শ্লোকে আছে—

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

আমাকে অর্পণ—আমাতে সমর্পণ কর (শঙ্কর)। লৌকিক
বৈদিক কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আরাধ্যত্বাদি সমুদায় যাহাতে আমাতে

সমর্পিত হয়, তাহা কর (রামানুজ, কেশব, গিরি)। যাহাতে আমাতে অর্পিত হয়, তাহা কর (স্বামী, মধু) অর্থাৎ যে ভাবে অর্পণ করিলে আমাকে অর্পণ করা-হয়, তাহা কর। (বলদেব)। তাহা দ্বারা আমাকে আরাধনা কর (হনু)।

বলদেব বলেন; সতত কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে নিরপেক্ষদিগের ভক্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত লোকসংগ্রহার্থ নিখিল কর্ম্ম করিয়া তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। দেহযাত্রা সাধক লৌকিক কর্ম্ম দেহ ধারণার্থ অন্নাদি ভোজন, বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি হোম কর্ম্ম,সৎপাত্রে অন্ন ধনাদি দান কর্ম্ম, পাপক্ষয় জন্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপঃকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্ম যাহাতে ঈশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা করিতে হইবে।

কায়মনোবাক্যে—নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুসারে ও শাস্ত্র-শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া মানুষে বর্ণাশ্রমানুযায়ী যে কর্ম্ম করে, তাহা তাহার স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। তাহা পরম গুরু ভগবান্‌কে অর্পণ করাই ভগবানের ভজনা। স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে হয় (গীতা ১৮।৪৬)।

ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণের তত্ত্ব পূর্ব্বে ৩।৩০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে আছে,—

"আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যৎ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।৫)।

এই গুণান্বিত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া সর্ব্বভাব বিনিয়োজিত করিবার অর্থ শাঙ্কর ভাষ্যে এইরূপ আছে—

"বিনিয়োজয়েৎ—ঈশ্বরে সমর্পয়েৎ। যস্ত্বেষামীশ্বরে সমর্পিতত্বাদাত্ম-সম্বন্ধাভাবস্তদভাবে পূর্ব্বকৃতকর্ম্মণাং নাশঃ।"

অতএব ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে, তাহাদের আত্মসম্বন্ধের অভাব হয়, তাহা আর আমার কর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না। এই মমত্বাভাবে, আত্মসম্বন্ধাভাবে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

যাহা হউক, এই অর্পণ কিরূপে করিতে হইবে, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হয় নাই। "এতৎ সর্ব্বকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অধুনা যে পূজাদি কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করা হয়, তাহাই যথেষ্ট নহে।

ভগবান্ প্রভু—আমি তাঁহার বা তাঁহার দাস, তিনি যে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ব্যাপারের কর্ত্তা—আমি তাঁহারই যন্ত্রস্বরূপ, তাঁহারই কর্ম্ম করি, আমি যাহা কিছু করি, তাঁহারই জন্য করি—এই ধারণায় তাঁহাকে কর্ম্ম সমর্পণ করা হইতে পারে। আমি যে কর্ম্ম করি, তাহা সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বকর্ত্তা ভগবানের নিমিত্ত—এ ভাবেও তাঁহাকে কর্ম্ম সমর্পণ হইতে পারে। যে কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি, তাহা তাঁহারই আজ্ঞা পালন মাত্র। কিন্তু ইহাতেও পূর্ণ অভিমান থাকে। কায়মনোবাক্যে সমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিয়া ভগবৎ-প্রেরণায় সেই কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইতে পারে, কোন কোন টীকাকার এই অর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ রামানুজের ভাষ্য হইতে বুঝা যায়। লৌকিক কর্ম্ম সম্বন্ধে—আমাদের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি দূর হইলে, সে কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা যায়। কেশবাচার্য্যও বলিয়াছেন, "কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব, উপায়, উপেয় এ সমুদায় ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ভগবানে নির্ভর করিতে হইবে। ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দ্বারা সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা বলিয়া আপনাদিগকে সে কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করি। দেবীসূক্তে আছে,—জীব যে ভোজন-পানাদি কর্ম্ম করে, তাহা সেই দেবীই করান। ভগবান্ জীবকে মায়া দ্বারা কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করান

(গীতা, ১৮।৬১)। তাই জীবে কর্ম্মের অধ্যাস হয়। কর্ম্ম ভগবানের জীব নিমিত্ত মাত্র। ভগবান্ ১১শ অধ্যায়ে ৩৩শ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, ভগবান্ই কালরূপে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই নিহত করিয়া রাখিয়াছেন, তবে অর্জ্জুনকে কেবল সে কর্ম্মের নিমিত্ত মাত্র হইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে ভগবৎ-শক্তি প্রকৃতিই একমাত্র কর্ত্রী। ভগবানের অধিষ্ঠান অধ্যক্ষতা বা নিয়ন্তৃত্ব হেতু প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন। জীব নিমিত্ত মাত্র। জীব অজ্ঞানবশে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। জীব যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভগবানের মায়া দ্বারা পরিচালিত হয় মাত্র।

এই জ্ঞানে ব্রহ্মে কর্ম্ম আহিত করা যায় (গীতা, ৫।১০) ও ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যস্ত করা যায় (গীতা ৩।৩০ ; ১২।৬) ইহা ব্যতীত কর্ত্তব্য বোধে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—যজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। প্রজাপতির জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তনরূপ মহা কর্ম্মের সহায়তার জন্ম যে যজ্ঞাদি, তাহা ত্যাজ্য নহে (গীতা ৩।১৩)। বরং ভগবানের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করিলে প্রত্যবায় হয় (গীতা ৩।১৬)। এইরূপ লোকসংগ্রহার্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেও কর্ম্ম করিতে হইবে (৩।২০) এই সব কর্ম্ম সকামভাবে যজ্ঞার্থ বা ঈশ্বরার্থ করিলে তাহা বন্ধন-কারণ হয় না গীতা (৩।৯)। ঈশ্বরার্চ্চনার্থ স্বধর্ম্মাচরণ করিতেছি, এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলেও বন্ধন হয় না (গীতা ১৮।৪৬)। সুতরাং এই সকল বৈদিক বা শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক করিতে হইবে। কিন্তু এই ফলার্পণমাত্র-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলেও তাহাতে অভিমান বা 'আমি কর্ত্তা' এই বোধ থাকিলে সেই অভিমান বন্ধন-কারণ হয়। সুতরাং ইহার কর্ত্তৃত্বও ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল—সমুদায়ই

ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হইবে—কিছুতেই অভিমান থাকিবে না, তবে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

বল্লভাচার্য্য বলেন যে, যখন ভক্তের উপহৃত সকলই ভগবান্ গ্রহণ করেন, তখন যে কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করা হউক, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিলে আর ফলভোগরূপ প্রতিবন্ধক থাকে না। দেহাদি-ধর্ম্ম হেতু বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, অশনাদি, নিদ্রা, জাগরণ, মূত্র-পুরীষ-ত্যাগ—তাহাও ভগবানের সেবা জন্য করিতেছি—তিনিই করাইতেছেন, ইহা নিজ সুখেচ্ছায় নহে, সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮

শুভাশুভ ফল রূপ কর্ম্মপাশ হতে
এরূপে বিমুক্ত হবে; সন্ন্যাস যোগেতে
যুক্তচিত্ত, হয়ে মুক্ত—পাইবে আমারে ॥ ২৮

(২৮) শুভাশুভ ফল—ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল যে সব কর্ম্মের, সেই সব কর্ম্মফল (শঙ্কর)। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা যে অনাদি কাল হইতে কর্ম্মবন্ধন হইয়াছে, ও যাহার ফল শুভ ও অশুভ—তাহা (রামানুজ)। কর্ম্ম নিমিত্ত ইষ্টানিষ্ট ফল (স্বামী)। ইষ্টানিষ্টফলরূপ বন্ধনযুক্ত কর্ম্ম (মধু)। ইষ্ট ও অনিষ্টফল যাহাদের সেই কর্ম্মবন্ধন (কেশব)। পুণ্য পাপফল (হনু)। শুভ কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, এবং অশুভ কর্ম্মফলে অধর্ম্ম লাভ হয়। সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারই অদৃষ্ট। ইহাই কর্ম্মবন্ধন। কাহারও মতে ইহাই দৈব। শুভাশুভ ফলত্যাগে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ত্যাগ হয়। এজন্য গীতার শেষ উপদেশ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (১৮।৬৬)।

কর্ম্মপাশ—কর্ম্মরূপ বন্ধন (শঙ্কর)। প্রাচীন কর্ম্মার্থ বন্ধন (রামানুজ)। যতদিন এই কর্ম্মবন্ধন থাকে, ততদিন এ সংসার হইতে মুক্তি হয় না, পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়।

এরূপে—উক্তরূপে সর্ব্বকর্ম্মফল আমাকে সমর্পণ করিলে। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সমুদায় কর্ম্মফল আমাকে অর্পণ বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইলে (১৮।৬৬)। পূর্ব্ব শ্লোকে যে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, তদনুরূপ করিলে তাহার যে ফল হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইতেছে (শঙ্কর, কেশব)।

বিমুক্ত হবে—(মোক্ষ্যসে)। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে (রামানুজ)। সর্ব্বকর্ম্ম, কর্ম্মফল আমাকে সমর্পণ করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে (শঙ্কর)।

সন্ন্যাস-যোগেতে যুক্তচিত্ত—(সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা)— উল্লিখিত কর্ম্মার্পণকৌশলই সন্ন্যাসযোগ।

সন্ন্যাস অর্থাৎ আমাকে সমর্পণপূর্ব্বক সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই যোগ, এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্ত অন্তঃকরণ হইয়া (শঙ্কর, বল্লভ, স্বামী)। সন্ন্যাস ও যোগযুক্ত আত্মা (রামানুজ)। ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণই যোগ, তাহা চিত্তশোধক হেতু যোগের ন্যায় (মধু)। আমাতে উক্ত প্রকারে সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদি সমর্পণই সন্ন্যাস, তাহাই যোগ (কেশব)। আমাতে কর্ম্মার্পণই সন্ন্যাস, তাহাই চিত্ত বিশোধক হেতু যোগ (বলদেব)।

সন্ন্যাস ও যোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে (৬।১-২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে যিনি কর্ম্ম ফলে আশ্রয় না করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী। অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেও ইহা বিবৃত হইয়াছে। যিনি ঈশ্বরযোগী নহেন, যিনি আত্মযোগী, তিনি এইরূপ ফলত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

আর যিনি ঈশ্বরযোগী, তিনি এইরূপে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম ও কর্ম্মফল অর্পণ করিয়াই কর্ম্মসন্ন্যাসী ত্যাগী ও যোগী হইয়া কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হন। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥" (গীতা, ১৮।৪৯)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥" (গীতা, ১৮।৫৬)।

ভগবান্‌কে কর্ম্মার্পণ ও ভগবান্‌কে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অর্থ একই। উভয় অবস্থাতেই কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হয়।

হয়ে মুক্ত—(বিমুক্তঃ) কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। সম্যক্ দর্শন দ্বারা অজ্ঞানাবরণ নিবৃত্ত হইয়া (মধু)।

পাইবে আমারে—(মাম্ উপৈষ্যসি) আমাতে আগমন করিবে (শঙ্কর)। আমাকে প্রাপ্ত হইবে (স্বামী)। সাক্ষাৎ পাইবে। "অহং ব্রহ্ম" এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া এই শরীরেই জীবন্মুক্ত হইয়া বা বিদেহকৈবল্যরূপে আমাকে পাইবে। তখন সর্ব্বোপাধি নিবৃত্তি হইবে (মধু)। আমার সমীপবর্ত্তী হইবে (বলদেব)। আর সংসারে আসিতে হইবে না (কেশব)। বিদেহ কৈবল্য লাভ হইবে (গিরি)। বাসুদেব আমাকে প্রাপ্ত হইবে (হনু)।

পূর্ব্বে ২৫শ শ্লোকে, ভগবান্‌কে যে ভজনা করে—সে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিরূপ সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, তাহা এ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি সিদ্ধ, তিনিও আপনাকে এইরূপে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিলে,

সেই সন্ন্যাসযোগ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, এবং এই জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনের সহকারী কারণ হন।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ ২৯

সর্ব্বভূতে সম আমি—দ্বেষ্য কিংবা প্রিয়
নাহি মম ; কিন্তু ভক্তিভাবে যেই,
ভজে মোরে, সে আমাতে—আমি তা'তে স্থিত॥ ২৯

(২৯) সর্ব্বভূতে সম আমি—আমি সর্ব্বভূতে তুল্য (শঙ্কর)। অর্থাৎ বৈষম্যবিহীন। দেব তির্য্যক্ মনুষ্য স্থাবরাদিতে, জাতি আকার স্বভাব ও জ্ঞান দ্বারা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান সর্ব্বভূতে আমি সমানভাবে আশ্রয়ণীয় হেতু সম (রামানুজ, কেশব)। আমার প্রকাশ ও আনন্দরূপে স্বাভাবিক উপাধি দ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে আমি 'সর্ব্বপ্রাণীতে তুল্য' (মধু)। পর্জ্জন্য যেমন সকলকে সমভাবে বর্ষণ করেন, সেইরূপে সম (বলদেব)। তুল্যচিত্ত (হনু)।

ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করেন। (গীতা, ১৩।৬) তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করেন (গীতা,১৩।২৭)। তাঁহারই এক অংশ জীবভূত হইয়াছে—তিনিই সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্মা, তিনি অন্তর্যামী। তিনিই সর্ব্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করেন এবং সকলকে মায়াদ্বারা পরিচালিত করেন—ইত্যাদি গীতাবাক্য হইতে এই 'সম' শব্দের অর্থ সহজে বুঝা যায়। ইহার অর্থ পরে বিবৃত হইবে।

দ্বেষ্য কিংবা প্রিয় নাহি মম—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ তাঁহার ভক্তদের বিশেষ অনুগ্রহ করেন। কেননা, তাঁহার ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে, তিনি রাগ-দ্বেষ-যুক্ত পক্ষপাতী, এবং বন্ধ মুক্তি প্রভৃতি বৈষম্য সৃষ্টি করেন। এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই। তবে ভক্তদের প্রতি তাঁহার এ বিশেষ অনুগ্রহের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর পরে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যে উদাসীন নির্ব্বিকার—তাঁহাতে বৈষম্যাদি নাই, তাহা বেদান্ত-দর্শনের 'বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ।' (২।১।২৪) সূত্রে ও ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু···স্থিত—কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর জ্ঞানে আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করেন, স্বভাবতঃ তাঁহারা আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন বা অবস্থান করেন এবং স্বভাবতঃ আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি। ইহা আমার ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও অভক্তের প্রতি দ্বেষ জন্য নহে (শঙ্কর)। তিনি আমাতে বা ঈশ্বরে নিবাস করেন, আমিও তাহাতে নিবাস করি (হনু)। আমার প্রিয়ভাজন না হইয়াও আমার একনিষ্ঠ ভক্তগণ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জাতি হইলেও আমার সমান 'বল লাভ করিয়া, আমাতে অধিষ্ঠান করেন, সুতরাং আমি তাঁহাতে অধিষ্ঠান করি—প্রকটরূপে থাকি (রামানুজ)। যে অপকৃষ্ট জাতিস্বভাব সেও ভগবানের দ্বেষ্য নহে, বা তাঁহার নিকট অপকৃষ্ট নহে। সেই যে উৎকৃষ্ট জাতিস্বভাব, সেও ভগবানের প্রিয় নহে। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জাতি নির্ব্বিশেষে যে ঈশ্বরকে অনন্ত ভাবে ভজনা করে, সে ভগবানে অবস্থান করে (কেশব)।

যিনি অগ্নির নিকটে থাকেন, তিনিই যেমন অগ্নির তাপ গ্রহণ করিয়া শীত নিবারণ করিতে পারেন, দূরে থাকিলে তাপ দ্বারা শৈত্য নিবারণ

হয় না, সেইরূপ যিনি ভক্তি দ্বারা ভগবানের সন্নিধি লাভ করেন, তিনিই ভগবানে অবস্থান করিতে পারেন (শঙ্কর, গিরি, স্বামী)।

আমাতে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা যাহাদের চিত্ত শোধিত হওয়ায় রজস্তমোমল দূর হইয়া সত্ত্বোদ্রেক হেতু অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হইয়াছে, তাহাদের চিত্তে উপনিষদ্‌বেদ্য মদাকারবুদ্ধির উৎপাদন হেতু, তাহারা আমাতে অবস্থান করে, আমিও তাহাদের অতি স্বচ্ছ চিদ্‌বৃত্তিতে সূর্য্যের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাতে অবস্থান করি। ইহা স্বচ্ছ দ্রব্যের স্বভাব। সকল চিত্তেই অন্তর্যামিরূপে ভগবান্ অবস্থিত। চিত্ত নির্ম্মল হইলে তবে তাহাতে ভগবানের স্বরূপ প্রতিভাত হয় (মধু), তাহার চিত্তবৃত্তি মমাকার হয় (কেশব)।

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে আমাকে অর্চ্চনা করে, সেই ভজনার অচিন্ত্য মাহাত্ম্যে তাহার বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হওয়ায় এবং তাহার চিত্ত আমার অভিব্যক্তির উপযুক্ত হওয়ায় সে আমার সমীপে বর্ত্তমান থাকে (গিরি)। নিকৃষ্টজন্ম গজেন্দ্র শবরী গুহক চণ্ডালাদিতে ও উৎকৃষ্টজন্ম ভীষ্ম পাণ্ডবাদিতে তিনি সমভাবে স্থিত ও সমান অনুগ্রাহক। কেন না তাহারা পরমভক্ত (কেশব)।

অতএব ভক্তে ভগবানের অবস্থান, এবং ভগবানে ভক্তের অবস্থান বৈষম্য নহে। ভগবান্ অতি দূরে, আবার অতি নিকটে বা অন্তরে অবস্থিত। যাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত, তিনি ভগবান্‌কে অতি নিকটে আপনার মধ্যে দেখিতে পান। আর ভক্তিবৃত্তির বিকাশে সেই ভক্তির আকর্ষণে তিনি ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। অচিন্ত্যমাহাত্ম্যযুক্ত ভজনা দ্বারা (গিরি) পরিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিরা আমাতে বা আমার সমীপে থাকে। তাহাদের নির্ম্মল চিত্ত ভগবানের অভিব্যক্তি অথবা নিবাসস্থান। ইহা ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-লক্ষণ—ইহা বৈষম্য নহে। তাঁহার বাৎসল্য সকলে সমান। ভক্ত ব্যতীত তাহা অন্যে অনুভব করিতে

পারে না। ভক্তই তাঁহাকে আপনার নির্ম্মলচিত্ত মধ্যে দেখিতে পায়। সে 'ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ' অনুভব করিতে পারে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

অতি দুরাচার যেই—সেও যদি ভজে
আমারে অনন্য ভাবে, জানিও তাহারে
সাধু-সম,—উপযুক্ত উদ্যম তাহার ॥ ৩০

(৩০) ভগবানের এই সর্ব্বভূতে সমত্ব—এই রাগদ্বেষের বা পক্ষপাতের অতীত ভাবের আর এক দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য বা অলৌকিক প্রভাবও দেখান হইয়াছে। (শঙ্কর, মধু, স্বামী, কেশব)। ইহা দ্বারা পাপীরও ভগবদ্‌ভজনে অধিকার আছে এবং সে ভজনা-ফলে পরিণামে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাও প্রচারিত হইয়াছে (বলদেব)। পাপিগণেরও ভগবান্‌কে ভজনার অধিকার আছে, ইহাই এ স্থলে সূচিত হইয়াছে (গিরি)।

অতি দুরাচার যেই—যদিও কেহ অতীব কুৎসিতাচার হয় (শঙ্কর)। অত্যন্ত দুরাচার হয় (স্বামী)। যে জাতিতে যাহার জন্ম, সেই জাতির আচরণীয় কর্ম্মের বিরুদ্ধ-কর্ম্মকারী (রামানুজ)। উচ্চ যোনিতে জন্মিয়াও বলিষ্ঠ প্রাচীন কর্ম্মজনিত বাসনানুযায়ী স্বভাব হেতু, অথবা নীচযোনিতে জন্মহেতু, যাহারা শাস্ত্রবিহিত আচারত্যাগী ও যথেচ্ছাচারী।

আমার ভক্ত কখনও দুরাচার হইতে পারে না। তবে যদি

কথনও সম্ভব হয়, এই জন্য 'অপি' শব্দ দ্বারা তাহার কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

সেও যদি···ভাবে—(ভজতে মামনন্যভাক্)—অনন্য-ভক্তির সহিত আমার ভজনা করে (শঙ্কর)। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমাকে ভজনাই একমাত্র প্রয়োজন—ইহা ধারণা করিয়া ভজনা করে (রামানুজ)। আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে ভজনা করে না (হনু)। একমাত্র আমাকে অবলম্বন করিয়া ভজনা করে (কেশব)।

যে কোন দেবতাকে 'বাসুদেব' এই বুদ্ধিতে ভজনা করিয়াও কেবল আমাকেই ভজনা করে (স্বামী)। কোন পূর্ব্ব সুকৃতিবলে একচিত্তে আমার ভজনায় নিরত হয় (মধু)।

জানিও···সাধু সম—সম্যক্ প্রবৃত্ত—সাধু (শঙ্কর)। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য (রামানুজ)। শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। পূর্ব্বে অসাধু থাকিলেও, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিও। ধার্ম্মিক বলিয়া জানিবে (হনু)। ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানিও (গিরি)। সদাচারবান্ একান্ত ভক্ত বলিয়া জানিও (কেশব)।

উপযুক্ত উদ্যম তাহার— (সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ)—তাহার ব্যবসায় দৃঢ়তা বা কৃতনিশ্চয়তা সুসমীচীন। ভগবান্ নিখিল জগতের আধারভূত পরব্রহ্ম নারায়ণ আমার গুরু, সুহৃদ্ স্বামী, এইরূপ স্থির—সংশয়হীন বুদ্ধিই—ব্যবসায়। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিহেতু ভগবৎকার্য্য এবং নিরন্তর ভগবদ্ ভজনা ব্যতীত তাহার অন্য কর্ত্তব্য থাকে না (রামানুজ)। তাহার শোভন অধ্যবসায় (স্বামী)। সে সাধু নিশ্চয়বান্—সৎকর্ম্মে কৃতনিশ্চয় (মধু)।

ইহাদিগকে সাধু মনে করিতে হইবে তাহার কারণ এই যে, তাহারা সম্যক্ ব্যবসায়-সম্পত্তি যুক্ত। সে ভগবান্‌কে আশ্রয় করে। সে পাপ-বাহুল্য হেতু বৈদিক আচারযোগ্য না হইলেও ভগবান্ তাহাকে অনুকম্পা করেন বলিয়া সে পাপমুক্ত হয় (কেশব)।

এরূপ একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত নিশ্চয়ই সাধু। অর্থাৎ সে প্রশংসার্হ; কেননা, সত্বর তাহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি উপযুক্তরূপে সদ্‌ভাবে বা সাধুভাবে একনিষ্ঠ হয়।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

শীঘ্র সে ধর্ম্মাত্মা হয়, চিরশান্তি সেই
করে লাভ, প্রতিজ্ঞাত হও হে কৌন্তেয়,
আমার ভকত কভু বিনষ্ট না হয় ॥ ৩১

(৩১) শীঘ্র সে ধর্ম্মাত্মা হয়—বাহ্য দুরাচার সকল পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরে সম্যক্ ব্যবসায়-সামর্থ্য হেতু বা অন্তরে আন্তরিক সাধু নিশ্চয়ের সামর্থ্যে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় (শঙ্কর)। আমার প্রিয়কারী, আমা ব্যতীত অন্য প্রয়োজন নাই যাহার, সে আমার ভজনরূপ বিভূতি দ্বারা রজস্তমোমুক্ত হইলে নির্ম্মলচিত্ত হয় (রামানুজ)। উক্ত রূপ বিশ্বাসাত্মক দৃঢ় নিশ্চয়তা হেতু সে দুরাচার ত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা বা মহা-ভাগবত-লক্ষণ-সম্পন্ন হয় (কেশব)।

তাহারা পূর্ব্বে অধর্ম্মনিরত, দুরাচার থাকিলেও, সেই সম্যক্ ব্যবসায় হেতু আমাকে ভজনা করিয়া শীঘ্র ধর্ম্মচিত্ত হয় (স্বামী)। সদাচার হয় (মধু)।

চিরশান্তি লাভ—(শশ্বচ্ছান্তিং) নিত্য শান্তি বা উপশম প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর)। দুরাচার হইতে উপশম লাভ করে (গিরি)। অপুনরাবৃত্তি-লক্ষণ আমার প্রাপ্তির বিরোধী আচার হইতে নিবৃত্ত হয় (রামানুজ)।

চিত্তের উপপ্লবের উপরতিরূপ পরমেশ্বরে নিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় (স্বামী)। বিষয়ভোগস্পৃহা নিবৃত্তি হয় (মধু)। পুনঃ পুনঃ অনুতপ্ত হইয়া আমার প্রতিকূল বিষয় হইতে নিরতিশয় নিবৃত্ত হয় (বলদেব)। মোক্ষ-লক্ষণ শান্তি পায় (হনু)। তথাবিধ ব্যবসায়বান্ আমার ভক্ত পরিশেষে চিরশান্তি লাভ করে (কেশব) ।

প্রতিজ্ঞাত হও— (প্রতিজানীহি)—এই পরমার্থ শ্রবণ কর, এই নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা কর (শঙ্কর)। এই অর্থে প্রতিজ্ঞা কর (রামানুজ)। সার সগর্ব্বভাবে সকলের মধ্যে প্রতিজ্ঞা কর (স্বামী, মধু)। অর্থাৎ স্থিরনিশ্চয়রূপে জান, এবং তাহা লোকমধ্যে প্রচার কর (বলদেব)। লোকমধ্যে এই তত্ত্ব প্রচার কর, নিজে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সকলকে বুঝাইয়া দাও। এই ভক্তিযোগ প্রচার কর। (বল্লভ)। প্রতিজ্ঞা কর (কেশব) ।

"প্রতিজানীহি" অর্থে প্রতিজ্ঞাত হও, ও অন্যকে প্রতিজ্ঞাত করাও। ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া স্থিরনিশ্চয় রূপে জান, এবং সেইরূপ দৃঢ়ভাবে অন্যকে জানাও বা প্রচার কর। ব্যাখ্যাকারগণ এই দুই অর্থে ইহা বুঝিয়াছেন। প্রথম অর্থ অধিকতর সঙ্গত ।

আমার ভকত—আমাতে যাহার চিত্ত সমর্পিত, এরূপ ভক্ত (শঙ্কর)। আমি পরমকারুণ্য, বাৎসল্য, সৌহার্দ্দ্য, ক্ষমা, অনুকম্পাদি অনন্তকল্যাণ-গুণ-সাগর সত্য-সংকল্প ভগবান্; আমার ভক্ত (কেশব)।

বিনষ্ট না হয়—সুদুরাচার হইলেও—অতি মূঢ় হইলেও, প্রনষ্ট হয় না (মধু)।

সে দুরাচার সম্পন্ন হইলেও এবং সর্ব্বসাধন-হীন হইলেও, অনন্যশরণ হেতু প্রনষ্ট হয় না,—আর মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারী হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত—অজামিল, ভিক্ষু, গজ, গণিকা, ব্যাধ প্রভৃতি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে (কেশব)। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

'পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥"
(গীতা, ৬।৪০)।

যাহারা দুরাচার পাপী, তাহাদের যে এক জন্মের সাধনায় সিদ্ধি হয়, তাহা নহে। সাধনার আরম্ভে, তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ-প্রবৃত্তির প্রাবল্যে, তাহারা এই অনন্তভক্তি হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের আর দুর্গতি হয় না। যোগভ্রষ্টের গতির ন্যায় তাহাদের ক্রমে উন্নতি হয়। এ জন্মের সংস্কার পরজন্মে কার্য্য করে, তাহারা ক্রমে ক্রমে—প্রত্যেকবার উপযুক্ত জন্ম লাভ করিয়া, এই ভক্তি-পথে ক্রমে অগ্রসর হয়। তাঁহারা ভগবদনুগ্রহে অপেক্ষাকৃত অল্প জন্ম পরেই ধর্ম্মাত্মা হন, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন, ও ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের আর প্রণাশ বা অধোগতি হয় না।

যে দুরাচার ধর্ম্মহীন কুক্রিয়া-নিরত, সে ভগবান্‌কে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করিবে কিরূপে? এবং ভজনা করিলেও কিরূপে ধর্ম্মাত্মা হইবে? যাহারা এইরূপ দুরাচার, তাহারা শুধু যে আচারভ্রষ্ট, তাহা নহে; তাহারা পাপযোনি—রজস্তমঃ প্রকৃতিযুক্ত, স্ত্রী বৈশ্য শূদ্রাদিও হইতে পারে (পর শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। যাহারা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন; গীতায় তাহাদিগকে রাক্ষস বা অসুর বলা হইয়াছে। বহুজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-বন্ধনহেতু মানুষ জন্মকালে যে স্বভাব লাভ করে, সে স্বভাব সহজে পরি-বর্ত্তনীয় নহে। সেই ফলোন্মুখ কর্ম্ম অনুসারেই সে জন্মকালে উপযুক্ত পিতামাতা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং পিতামাতা বা বংশানুক্রমিক গুণ তাহার সেই স্বভাব বিকাশের অনুকূল হয়। এ অবস্থায় তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় কিরূপে? যে রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, সে কিরূপে সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিবে অথবা ত্রিগুণাতীত হইবে? মানুষ জন্মকালে যে প্রকৃতি লাভ করে—পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাহাকে (Intrinsic

character) মূল স্বভাব বলেন। চরিত্রও তদনুরূপ হয় অনেক দার্শনিক পণ্ডিতদের মতে তাহা একরূপ অপরিবর্ত্তনীয়।

এই স্বভাববশে যে অধার্ম্মিক হয়, সে ধার্ম্মিক হইবে কিরূপে? শিক্ষার দ্বারা স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না।

খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মতে এই পরিবর্ত্তনের হেতু ভগবৎ কৃপা (grace)। শাক্ত পণ্ডিতগণের মতে ইহা কেবল আদ্যাপ্রকৃতি রূপিণী দেবী ভগবতীর প্রসন্নতার ফল।

কিন্তু গীতায় এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানের দ্বেষ্য প্রিয় কেহ নাই; সুতরাং তিনি কাহাকেও বিশেষ অনুগ্রহ করেন না। তবে ভক্ত হইলে, সেই ভক্তি বলে ক্রমে সে ভগবানে স্থিত হইতে পারে এবং ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারে। কিন্তু কিরূপে প্রথমে ভক্ত হওয়া যায়? ইহার উত্তর "সুকৃতি"। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য বা ধর্ম্মফল। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।" (গীতা, ৭।১৬)

এবং এই ভজনা করিতে করিতে পরে যখন সর্ব্বপাপ অন্তগত হয়, তখন তাহারা মুমুক্ষু হয়, ও পরা ভক্তিযোগে তত্ত্বতঃ ভগবান্‌কে জানিতে পারে (গীতা, ৭।২৮-২৯)। ভগবান্ ইহাদেরই অনুকম্পা করেন। যাহারা তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক সতত যুক্ত হইয়া ভজনা করে, তাহাদের তিনি বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন (গীতা, ১০।১০)। এবং—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।" (গীতা, ১০।১১)।

ভগবান্ আত্মভাবস্থ হইয়া তাহাদের অনুকম্পা করেন।

মানুষ আত্মস্বরূপ—জ্ঞাতা। জ্ঞান তাহার স্বরূপ। প্রকৃতি মলিন হইলে, এই জ্ঞান মলিন থাকে—অথবা বিকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতি শুদ্ধ হইলে, এই জ্ঞানস্ফুরণ হেতু বুদ্ধিতে সাধু অধ্যবসায় হয়, তবে

মনকে ভগবানে একাগ্র করিয়া ভক্তি সাধন করিতে চেষ্টা হয়, এবং সেই চেষ্টা যত অধিক প্রবল হয়, ততই তাহার চিত্তের বিক্ষেপ ক্রমশঃ দূর হইতে থাকে, উদ্দাম স্বভাবের শক্তি ততই ক্ষীণ হইতে থাকে,—এবং পরিশেষে সেই রজস্তমঃ-স্বভাব অভিভূত হইয়া সাত্ত্বিক স্বভাব লাভ হইলে ভক্তির বিকাশ হয়। সত্ত্বগুণের উদ্রেকে রজঃ ও তমোগুণ ক্রমে অভিভূত হয় (১৪।১০)। তাহাতেই চিত্তমল পরিশেষে দূর হয়। ইহা বিশেষ-সাধনা-সাপেক্ষ। অতএব স্বভাব যে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বিশেষসাধনাসাধ্য। যাহা হউক, যে সাধনা জন্য যত্ন করে, ভগবান্ তাহাকে কৃপা করেন—অনুকম্পা করেন,—এজন্য সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইতে পারে।

যাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি থাকে, সেই সুকৃতি যদি এ জন্মে কখন ফলোন্মুখ হয়, তবেই এইরূপ ভগবদারাধনায় মতি হয়, এবং সে ক্রমে ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে।

পূর্ব্বে (৩।৩৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, রজোগুণ-সমুদ্ভব কাম ও ক্রোধবশে মানুষ পাপাচরণ করে। তাহারাই জ্ঞানকে আবরিত করে। আর এই রজোগুণ হেতু মন বায়ুতাড়িত দীপের মত সতত চঞ্চল থাকে। এই কাম, ক্রোধ ও মনের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত করিতে না পারিলে, পাপী কিরূপে ভগবদ্ভজনায় একাগ্রচিত্ত হইয়া ধর্ম্মাত্মা হইবে? ইহার উত্তরে ভগবান্ পূর্ব্বে (৬।৩৫) বলিয়াছেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য-বলে চিত্ত ক্রমশঃ নিগৃহীত হয়।

অতএব আমাদের 'বিষয়প্রাগ্‌ভবা' চিত্তনদীর অধঃস্রোত নিরোধ-পূর্ব্বক ভক্তি বলে তাহাকে ভগবন্মুখী করিতে হয়। চিত্তবৃত্তি ভক্তিযোগে ভগবন্মুখী করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন বা অভ্যাস প্রধান উপায়। (গীতা ১২।৮)। তাহাতে অসমর্থ হইলে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম-যজন-পূজনাদি করিতে হয়, এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে ফলত্যাগ বা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে

কর্ম্ম করিতে হয় (গীতা ১২।৯-১০)। যাহা হউক এই ভক্তি-সাধনাই আমাদের সেই প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারজ পাপকে ক্ষীণ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বভাব পরিবর্ত্তন দ্বারা দৈবী সম্পদ লাভ করিবার উপায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে, কল্যাণকারী কখন বিনষ্ট হয় না। ভগবানের উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ক্ষয় নাই। তাহা ক্রমে সঞ্চিত হইয়া প্রবল শক্তিযুক্ত হয়। এজন্য অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তির পরিপুষ্টি করিতে হয়। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার প্রবৃত্তির বিকাশ করিতে হয়। এইরূপে শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত হইয়া তাহা অশুভ অদৃষ্টকে ক্ষীণ করিয়া দেয়, চিত্তকে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল শুদ্ধ করিতে থাকে। অবশ্য এক জন্মে তাহা সিদ্ধ হয় না। অনেক জন্ম ধরিয়া সাধনাফলে পরিশেষে নিষ্পাপ শুদ্ধচিত্ত হওয়া যায় (৬।৪৫)।

এস্থলে যে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া চিরশান্তি লাভের কথা আছে, তাহার কোন কাল নির্দ্দেশ নাই। ক্ষিপ্র অর্থে এ জন্মে বা বহু জন্ম পরেও হইতে পারে। ভক্তি সাধনার উপর তাহা নির্ভর করে। যে "তীব্রসংবেগযুক্ত", সে বাস্তবিকই শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া রজস্তমোমলবিহীন হয় (পাতঞ্জলদর্শন দ্রষ্টব্য)। এই তীব্রসংবেগও পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল। যাহা হউক, একবার শুভসংকল্প করিতে পারিলে—ভগবানে প্রকৃত ভক্তি করিতে শিখিলে, সে যত বড় পাপীই হউক, তাহার আর বিনাশ নাই। শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তাহার শ্রেষ্ঠ গতি লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২

আমাকে আশ্রয় করি—পাপযোনি যারা—
স্ত্রী বৈশ্য অথবা শূদ্র হয় যারা আর—
তাহারাও করে পার্থ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ ॥ ৩২

(৩২) আমাকে আশ্রয় করি—আমাকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া (শঙ্কর)। আমাকে সম্যক্‌রূপে সেবা করিয়া (স্বামী)। শরণাগত হইয়া (মধু)।

পাপযোনি যারা—পাপজন্ম (শঙ্কর)। ভক্তি অধিকারে জাতি নিয়ম নাই (গিরি)। নিকৃষ্টজন্মা, অন্ত্যজ (স্বামী, কেশব, মধু)। অন্ত্যজ বলিয়া সহজ দুরাচার (বলদেব)।

যে সকল সংস্কার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রদ্যোতিত হয়, তাহার ফলে পরজন্মে "জাতি আয়ু ও ভোগ" লাভ হয়। কর্ম্মফলে উচ্চ নীচ যোনিতে গতি হয়। পাপকারীদিগকে কর্ম্মফলদাতা ভগবান্ আসুর কিংবা মূঢ়যোনিতে নিক্ষেপ করেন। উপনিষদে আছে যে, যে কুৎসিত আচারী, সে কুৎসিত যোনি লাভ করে, অর্থাৎ তাহার সেই কর্ম্মফলজনিত স্বভাব বিকাশের উপযুক্ত পিতামাতা ও শরীর সে লাভ করে। সুতরাং পূর্ব্বজন্মে পাপকারী এ জন্মে হীনজাতিমধ্যে পাপপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহারা পাপযোনি।

"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"
(বলদেব-উদ্ধৃত শুকবচন)

স্ত্রী বৈশ্য অথবা শূদ্র—পূর্ব্বে যে পাপযোনিদের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারাই এই স্ত্রী বৈশ্য বা শূদ্র (শঙ্কর) অথবা স্ত্রীবৈশ্য শূদ্র।

পাপযোনি হইতে অন্ত (রামানুজ, স্বামী,কেশব, মধু)। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অনুসারে চতুর্ব্বর্ণ-সমাজ বহির্ভূত অনার্য্যজাতিই পাপযোনি স্ত্রী। বেদাধ্যয়নাদিতে অনধিকারহেতু নিকৃষ্ট। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। সুতরাং সাধারণ স্ত্রীলোকও,—কেবল সংসারকার্য্যে নিরত, ভক্তি অনুশীলনে শ্রদ্ধাহীন কেবল তাহারাই নিকৃষ্ট। বৈশ্য কেবল কৃষিবাণিজ্যে নিরত ও শাস্ত্রানুশীলনে বীতরাগ বলিয়া নিকৃষ্ট। আর শূদ্রও অধ্যয়নাদি অভাবে নিকৃষ্ট (স্বামী, মধু)। শূদ্র অর্থে যে সর্ব্বদা শোক করে, যে সর্ব্বদা দুঃখ করে। যে নীচ বৃত্তির বা নীচ প্রবৃত্তির আশ্রিত, সে শূদ্র। রুদ্রাচার্য্য বলেন যে স্ত্রী—পরতন্ত্রা, বৈশ্য—কেবল কৃষিকর্ম্মাদি-পরায়ণ উদরম্ভর, আর শূদ্র—শোকে দ্রবীভূত। কেশব বলেন, স্ত্রীগণ অধ্যয়নাদি বর্জ্জিত. বৈশ্য কৃষি প্রভৃতি নিকৃষ্টবৃত্তিরত, আর শূদ্র উত্তর বৈদিক ধর্ম্মহীন অধমগতি যোগ্য (কেশব)।

পরা গতি—প্রকৃষ্টগতি (শঙ্কর)। আমাতে গতি (রামানুজ)। মুক্তি। তাহারা যে প্রনষ্ট হয় না, ইহার হেতু এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (গিরি)। পূর্ব্বে দুঃখাদি দোষদুষ্ট দুরাচারীর কথা উক্ত হইয়াছে। ইদানীং জাতি-স্বভাব-দোষদুষ্টের কথা উক্ত হইতেছে (কেশব)। যাহারা জন্মতঃ ও স্বভাবতঃ পরাগতি লাভের অযোগ্য তাহারাও একান্তে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে, সেই পরা গতি লাভ করে। অতএব ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় না হইলে, দৈবী সম্পদ্ বা সাত্ত্বিক প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ না করিলে, যে পরাগতি লাভ হয় না—তাহা নহে। বৈশ্য রজস্তমঃ প্রকৃতিযুক্ত, শূদ্র তামসিক প্রকৃতি যুক্ত, স্ত্রী ও সাধারণতঃ তামসিক প্রকৃতিযুক্ত। পরে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্ম ও স্বাভাবিক গুণবিভাগ হইতে বৈশ্য-শূদ্রাদি বর্ণবিভাগ হইয়াছে (গীতা, ১৮।৪১)। যাহা হউক, পাপযোনি বা হীন বর্ণে জন্ম লাভ করিলেও, ভক্তি সাধনা দ্বারা ধর্ম্মাত্মা হইয়া মুক্তি লাভের বাধা হয় না। ইহাই এস্থলে গীতার উপদেশ।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩

পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ, ভক্ত রাজর্ষির কথা
কি কহিব আর! কর ভজনা আমার
অনিত্য ও সুখহীন এ লোকে আসিয়া ॥ ৩৩

৩৩। পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ—পুণ্যযোনি ব্রাহ্মণ (শঙ্কর)। সুকৃতিযুক্ত ব্রাহ্মণ (স্বামী)। ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ বেদাধ্যায়নপরায়ণ (বল্লভ)।

ভক্ত রাজর্ষি—ভক্তিমান্ রাজা ও ঋষি উভয়ের গুণে স্বভাবতঃ অন্বিত। (শঙ্কর, কেশব)। ক্ষত্রিয় (বলদেব)।

অথবা পুণ্যযোনি ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ (রামানুজ)। যাঁহারা পুণ্য ধর্ম্মাদি আচরণকারী প্রজাপ্রতিপালক, তাঁহারা রাজর্ষি—তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ঋষি, ব্রহ্মকর্ম্মনিষ্ঠাযুক্ত উত্তমাধিকারী (বল্লভ)।

পুণ্য—অর্থাৎ যাঁহাদের পাপসংস্কার দূর হইয়া পুণ্যসংস্কার অর্জ্জিত হইয়াছে, যাঁহারা নীচ জন্মহেতু স্বভাবতঃ দুরাচারী নহেন বা যাঁহারা সঙ্গাদি দোষেও দুরাচারী নহেন। ভক্ত—যাঁহারা ঈশ্বরে অনন্যভক্তিযুক্ত, যাঁহারা শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বভাবতঃ ধর্ম্মাত্মা ও ঈশ্বরভক্ত।

যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, তাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন, নিষ্কাম কর্ম্মনিরত। তাঁহারা শ্রেষ্ঠগুণকর্ম্মান্বিত। তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি-সম্পন্ন (গীতা, ১৮।৪১)।

কি বলিব আর—(কিং পুনঃ) তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? (শঙ্কর, হনু, স্বামী, মধু)। তাহাদের সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি? (কেশব)। অর্থাৎ তাঁহারা যে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে পরা গতি লাভ করিবেন, ইহা আর বলিতে হইবে না। জন্মতঃই তাঁহাদের পাপপ্রকৃতি ক্ষীণ।

তাঁহাদের প্রকৃতি প্রকাশস্বভাব সুখস্বভাব সত্ত্বপ্রধান। সে প্রকৃতিতে ধর্ম্মবীজ বা ভক্তিবীজ উপ্ত হইলে, তাহা অতি সহজে বর্দ্ধিত ও পূর্ণ বিকাশিত হয়। তাঁহারাই অতি শীঘ্র পরা গতি লাভ করেন। তাঁহাদের চিত্ত অধিক মলিন না থাকায়, তাহা সত্বর নির্ম্মল হয়, এবং তাহাতে "তীব্র সংবেগ" উপস্থিত হয়।

অনিত্য ও সুখহীন এ লোক—অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর ও সুখবর্জ্জিত এই মনুষ্যলোক (শঙ্কর)। অস্থির তাপত্রয়াভিহত এই লোক (রামানুজ)। অধ্রুব বিনাশী সুখরহিত এই মর্ত্ত্যলোক (স্বামী)। গর্ভবাসাদি অনেক দুঃখবহুল হইলেও, সর্ব্ব পুরষার্থসাধনযোগ্য দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ (মধু)। অধ্রুব জন্মমরণাদি অনেক দুঃখনিলয় এই লোক বা এই মনুষ্য-দেহ (কেশব)। এ লোক অর্থাৎ মনুষ্যলোক, পুরুষার্থসাধন মনুষ্যদেহ ব্যতিরিক্ত অন্য দেহে ভগবদ্‌ভজন অসম্ভব (গিরি)।

এ সংসার যে দুঃখবহুল, ইহাতে সুখ যে আশা-মরীচিকামাত্র, ইহা আমাদের দেশে সকল দার্শনিক পণ্ডিত ও ঋষিগণ স্বীকার করেন। ইহাই মুমুক্ষুত্বের মূল। এ পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্যাদি প্রাপ্তিতে বা পরলোকে স্বর্গাদি-লাভেও পূর্ণ সুখ নাই। তাহাতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। সংসারের ত্রিবিধ তাপের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পূর্ণসুখলাভই পরম পুরুষার্থ। ইহাই বেদান্তের, গীতার এবং সর্ব্ব মোক্ষশাস্ত্রের সার উপদেশ। ইহ পরকালে পরিচ্ছিন্ন সুখলাভের নানা উপায় আছে। সে সকল উপায় লৌকিক বা শাস্ত্রীয়। কিন্তু তাহা দ্বারা সর্ব্ব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, ভূমা সুখও লাভ হয় না।

কর ভজনা আমার—পুরুষার্থ-সাধন শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আমাকেই ভজনা কর (শঙ্কর)। স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া আমার ভজনা কর (রামানুজ)। শীঘ্র আমার শরণ লও (মধু)। তুমি রাজর্ষি, দৈবী প্রকৃতিযুক্ত,—তুমি স্বধর্ম্ম পালন করিয়া আমার ভজনা দ্বারা জন্ম

সফল কর (মধু)। রাজ্যস্পৃহা ত্যাগ করিয়া আমাকে উপাসনা কর এবং তাহাতে অনন্ত আনন্দ লাভ কর (বলদেব)। আমাকে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ লাভের অসাধারণ হেতু, ইহা জানিয়া মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ দেহ নাশ না হয়, তাবৎ অন্য সুখসাধন সমুদায় ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর। সেই ভজনা দ্বারা এজন্ম সফল হইবে। অন্যথা উন্নত কূলে জন্ম ব্যর্থ হইবে (কেশব)।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

হও আমা-গত মন, আমার ভকত,
যজহ—প্রণম মোরে,—তবে পাবে মোরে
হয়ে আমা-পরায়ণ, যোগযুক্ত-মন॥ ৩৪

(৩৪) হও আমা-গত মন—(মন্মনা ভব)—আমাতে যাহার এরূপ হও (শঙ্কর)। আমাতে মন নিবেশিত কর। সংসারে কোন বিষয়েই মনকে লিপ্ত রাখিও না (বলদেব)।

ভগবান্ বাসুদেব আমার স্বামী, আমার পুরুষার্থ—এই বুদ্ধিতে অবিচ্ছিন্ন মধু-ধারাবৎ সতত মনকে আমাতে নিযুক্ত রাখ (বলদেব)।

সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকল্যাণাকর, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, জগৎকারণ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মে ......নির্নিমেষমনা হও (রামানুজ)।

আমাতে অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে—স্বভাবতঃ অপাস্ত-সমস্ত-দোষ, অশেষ-কল্যাণ-গুণৈকরাশি, সর্ব্বজ্ঞ সত্যসংকল্প, সর্ব্ব জগতের অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ পুরুষোত্তমাখ্য পরব্রহ্মে আপ্তকাম, সর্ব্বাভীষ্ট প্রদাতা,সর্ব্বস্বামী,সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্যাদি-নিধি-মূর্ত্তি আমাতে মনোনিবেশ

কর। বিষয়িগণের বিষয়ে অনপায়িনী প্রীতিবৎ অনবচ্ছিন্ন গঙ্গাপ্রবাহবৎ আবিষ্টমনা হও (কেশব)।

আমার ভকত—(মদ্ভক্তঃ)—আমার সেবক (স্বামী)। আমাকে একমাত্র প্রিয় মনে করিয়া, আমার প্রতি ভক্তিমান্ হও (রামানুজ)। আমাকে ভজনা কর (গিরি)। যদি দৃষ্ট শ্রুত অনুভূত অনেক বাহ্য পদার্থে আসক্ত মন ঝটিতি আমাতে আবিষ্ট করিতে না পার, তবে তাহা সাধনভূত ভক্তি কর (কেশব)। 'হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া সৈব ভক্তিঃ।'

যজহ মোরে—(মদ্‌যাজী)—আমাতে যজনশীল হও (শঙ্কর)। আমাতে পূজনশীল হও (স্বামী, মধু)। আমার অর্চ্চন-নিরত হও (বলদেব)।

এই যজনই ভক্তি সাধন। প্রত্যহ ত্রিকাল দ্বিকাল অন্ততঃ এককাল বিবিধ গন্ধপুষ্প তুলসী ধূপ দীপ বস্ত্র ভূষণ নৈবেদ্যাদি দ্বারা শালগ্রামাদি আমার মূর্ত্তি অতিপ্রীতিপূর্ব্বক অর্চ্চনা কর; আর যথাসামর্থ্য আমার জন্মাদি উৎসব অনুকরণ, একাদশীতে উপবাস জাগরণ নৃত্য গীতাদির অনুষ্ঠান কর (কেশব)।

আমা হইতে অধিক বা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই—আমি অতিশয় প্রিয়—এইরূপ অনুভবযুক্ত হইয়া আমার যজনপর হও। অর্থাৎ পরিপূর্ণ অশেষ ঔপচারিক সাংস্পর্শিক অভ্যবহারিকাদি সকল ভোগ-প্রদানরূপ যাগে, নিরতিশয় প্রিয়কারী আমাকে যজনা করিতেছ—এইরূপ অনুভব কর, (রামানুজ)। অর্থাৎ সর্ব্ব যজ্ঞে আমাকে যজ্ঞেশ্বররূপে অনুভব করিয়া যজ্ঞ কর।

প্রণম মোরে—(মাং নমস্কুরু)—কায়মনোবাক্যে নমস্কার কর (মধু)। আত্মনতি মাত্র স্বতঃই নিশ্চয় কর (রামানুজ)। ভজনা সাঙ্গ করিয়া তাহার সিদ্ধি জন্য কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি করিতে কায়মনোবাক্যে আমায় প্রণাম কর। অতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর।

ইহাতে অহংতা ও মমতা সমুদায় ঈশ্বরে অর্পিত হইবে। এই জন্য প্রণাম-মাহাত্ম্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

পাবে মোরে—ঈশ্বর-আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আমাতে আগমন করিবে। আমি সর্ব্বভূতের আত্মা, আমিই পরাগতি, এবম্ভূত আমাকে তুমি প্রাপ্ত হইবে (শঙ্কর)।

আমা পরায়ণ—আমিই পরম গতি বা আশ্রয় যাহার, এরূপ ধারণা-যুক্ত (শঙ্কর)। মদেকশরণ (মধু, বলদেব)।

যোগযুক্ত মন—(যুক্ত্বা এবম্ আত্মানম্) এইরূপে আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারা আমাকে অনুভব করিয়া (রামানুজ)। আমাতে যোগনিরত-চিত্ত থাকিয়া।

এইরূপে আত্মা অর্থাৎ মন বা দেহ আমাকে নিবেদন করিয়া দিয়া (বলদেব)। এইরূপ অঙ্গ সহিত যজন দ্বারা আমাতে মনোনিবেশ করা সুকর হইবে; এজন্য উক্ত হইয়াছে যে এই প্রকারে মন আমাতে যুক্ত করিয়া মৎপরায়ণ, মদেকশরণও অন্য সর্ব্ব প্রযত্নত্যাগী হইলে নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাকে ভোগ্যরূপে পাইবে (কেশব)।

ভগবানে মতি স্থির করিবার এবং চিত্তকে ভগবানে যুক্ত করিয়া, তাঁহাকে যজনা করিবার এবং ভগবৎপরায়ণ হইবার উপদেশ এস্থলে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই শ্রেষ্ঠভক্তি যোগ-ভগবানে যাঁহার মন নিবিষ্ট—স্থির, তাঁহাকে ঈশ্বর-যোগী বলা যায়। তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। ভক্তি যাগে ভগবান্‌কে যজনাদি কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। বুদ্ধি বৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি ও ভোগবৃত্তি (যাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঈশ্বরে পরানুরক্তি) সমুদায়ই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। তবে পরাভক্তি লাভ হইবে।

রামানুজ বলেন, লৌকিক শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম বৈদিক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ভগবানের প্রীতি জন্য করিবে, সতত প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানকে কীর্ত্তন

যজন ও নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এইরূপ-লক্ষণ উপাসনা দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবে।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কেশবাচার্য্য যে ভক্তি সাধনার ক্রম উল্লেখ করিয়াছেন, পরে দ্বাদশ অধ্যায় হইতে তাহা জানা যায়। পূর্ব্বেও তাহার উল্লেখ আছে। ভক্তি সাধনার পরিণাম পরাভক্তি লাভ। পরাভক্তির অবস্থা 'মন্মনা ভব'। দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥" (গীতা ১২।৮)

ইহাই ঈশ্বরে স্থিরভাবে চিত্তকে সমাহিত রাখা (১২।৯)। যাহারা ইহাতে অসমর্থ, তাহারা এইরূপ চিত্তকে ঈশ্বরে সমাহিত রাখিবার জন্য অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে। ইহাই ভক্তি উপাসনা (৯।১৪)। ইহাতেও যে অসমর্থ, সে ঈশ্বরকে যজন নমস্কারাদি করিবে। অর্থাৎ সে 'মৎকর্ম্মপরম' হইবে বা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে (গীতা, ১২।১০)। তাহাতেও অসমর্থ হইলে ঈশ্বরে অর্পণ-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে বা সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে (গীতা, ১২।১১) পূর্ব্বে ২৬শ-২৭শ. শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। এই সাধনা ক্রমে, পরিশেষে ঈশ্বরে যোগযুক্ত মন হওয়া যায়। তখন ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। তখন ভক্তি পরাভক্তিতে পরিণত হয়।

এই শ্লোকোক্ত তত্ত্বই সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্ব (গীতা ১৮।৬৪) ইহা গীতা শেষে পুনরুক্ত হইয়াছে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। (গীতা, ১৮।৬৫)

এই পরাভক্তি দ্বারা সবিজ্ঞান সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (গীতা ১৮।৫৫)

ইহাই এক অর্থে গীতোক্ত সাধনার মূল কেন্দ্র।

গীতার নবম অধ্যায়—শেষ হইল। যে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, আর অশুভ সংসারে আসিতে হয় না, সেই "জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ" পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে তাহারই অন্তর্গত "অক্ষর ব্রহ্মযোগ" বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সেই জ্ঞান—সেই পরাবিদ্যা বা রাজবিদ্যা এবং বিজ্ঞান-সহিত সেই জ্ঞান লাভের উপায় যে 'রাজগুহ্য' ভক্তিযোগ—তাহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান-সহিত এই জ্ঞান লাভ হইলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না,—সর্ব্বাত্মা ভগবান্‌কে অসংশয় ভাবে সমগ্র জানা যায়, এবং এই জ্ঞানের সংসিদ্ধিতে পরিশেষে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুসংসারসাগর পার হওয়া যায়। তাই ভগবান্ এই অধ্যায়োক্ত বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পবিত্র, উত্তম, অব্যয় বলিয়াছেন। এজন্য এই অধ্যায়ের নাম—"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ"।

জ্ঞানের অর্থ—এই অধ্যায়ে যে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহার অর্থ জানিতে হইবে। গীতায় নানা স্থানে এই জ্ঞান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কাম ও ক্রোধ দ্বারা দেহীদের জ্ঞান আবৃত হয় (৩।৩৯-৪০) ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিনষ্ট হয় (৩।৪১)। চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৪।৩৩); এই জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই (৪।৩৮); যে শ্রদ্ধাবান্, সেই এই জ্ঞান লাভ করে, এবং জ্ঞান লাভ করিয়া পরাশান্তি প্রাপ্ত হয় (৪।৩৯)। পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকে, জ্ঞানের দ্বারা যাহার অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহারই নিকট সেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয় (৫।১৫-১৬)। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা যুক্ত যোগী,

তাঁহারা 'জ্ঞান-বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা'। সপ্তম অধ্যায়ে এই 'সবিজ্ঞান জ্ঞান' (৭।২) উক্ত হইয়াছে, এবং অষ্টম অধ্যায়ে অন্তকালে এই জ্ঞানে স্থিতির ফল বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়েও সেই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান (৯।১) এবং যেরূপে তাহা লাভ করা যায়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, তিনিই জ্ঞানবানের জ্ঞান—অর্থাৎ জ্ঞান তাঁহারই বিভূতি (১০।৩৮); বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয় (১০।৪); তাঁহা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান অপোহন প্রভৃতি চিত্তে অভিব্যক্ত হয় (১৫।১৫)। আর ব্রহ্মই—জ্ঞানজ্ঞেয় জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন (১৩।১৭)।

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, গুণভেদে জ্ঞান ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (১৮।১৯)। ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা সাত্ত্বিক, তাহাতে সর্ব্বভূতে এক অব্যয়ভাব—বিভক্তের মধ্যে অবিভক্ত ভাব দর্শন হয় (১৮।২০), সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয় (১৪।১৭)। কিন্তু রজোগুণ হেতু সেইজ্ঞানে পৃথক্‌রূপে সর্ব্বভূতে পৃথগ্‌বিধ নানা ভাব অনুভূত হয়. আর তমোগুণ হেতু জ্ঞান মোহযুক্ত হইয়া অহৈতুক অতত্ত্বার্থবৎ অল্প এবং কোন এক কার্য্যে সম্পূর্ণ আসক্তিযুক্ত হয় (১৮।২১-২২)। এইরূপে জ্ঞান নানাপ্রকার হইতে পারে। যাহা হউক. যাহা আমাদের সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান (১৪।১), তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই জ্ঞানের স্বরূপ যে অমানিত্বাদি, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (৬—১১ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে।

এইরূপে গীতায় নানা স্থানে এই জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, তাহা সহজে বুঝা যায় না। চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে, আমরা এই জ্ঞানের অর্থ সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহা আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। গীতায় এই জ্ঞান দুইভাবে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥"
(গীতা,—৫।১৬)

"অর্থাৎ 'আত্মনঃ' বা আত্ম বিষয়ক জ্ঞানের অথবা চিত্তের জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের চিত্তের সেই জ্ঞানের আবরক অজ্ঞান নাশিত হয়, তাঁহাদের সেই পরম জ্ঞান (বা 'তৎ'-আখ্য পরমব্রহ্ম জ্ঞান) আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়। (উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞান ও পরম জ্ঞান পৃথক্।

যাহা সাধারণ জ্ঞান—তাহা প্রকৃতিজ-বুদ্ধির একরূপ, তাহা বৃত্তি-জ্ঞান। সে জ্ঞান অজ্ঞানজড়িত—দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন। সে জ্ঞান সত্ত্ব হইতে সঞ্জাত হইলেও—সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে তাহা ত্রিবিধ হয়, অথবা রজঃ ও তমোগুণ হেতু সত্ত্ব হইতে সঞ্জাত জ্ঞান অজ্ঞান ও মোহদ্বারা আবরিত হয়। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক ও অনাবিল বলিয়া, তাহা দেহীকে জ্ঞানে আসক্ত করিয়া বদ্ধ করে। সত্ত্ব-বিবৃদ্ধি কালে দেহে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে এই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। ইহাই বৃত্তি জ্ঞান। ইহাই চিত্তে বা অন্তঃকরণে প্রকাশিত জ্ঞান। প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হেতু চিত্ত ত্রিগুণাত্মক হয়, এবং তাহাদের মধ্যে যে গুণ অপর দুইগুণকে অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয় (১৪।১০), সেই গুণ-প্রধান হয়। চিত্ত সত্ত্বগুণপ্রধান হইলে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয়। [সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে।

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধি র্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্‌বিপর্য্যস্তম্॥" (কারিকা, ২৩)

এই যে বুদ্ধির অষ্ট রূপ বা ভাব—জ্ঞান ধর্ম্ম বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য, ও ইহার বিপরীত অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য,—ইহাদের মধ্যে শেষ সাতটি ভাব বন্ধনের কারণ, কেবল জ্ঞানই মুক্তির হেতু।—

রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥" (কারিকা,৬৩)।

যখন সম্যক্‌জ্ঞান অধিগত হয় (কারিকা, ৬৭), যখন তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয় (কারিকা, ৬৪), তখন সেই জ্ঞানই মুক্তির কারণ হয়। সেই জ্ঞানই ঋষি কপিলের উপদিষ্ট গুহ্য পুরুষার্থ জ্ঞান (কারিকা, ৬৯)। এই জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, মোহ দূর হয়। এই জ্ঞানই সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান। ভগবান্ তাহাকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান বলিয়াছেন, এবং তাহাই যে জ্ঞান, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন (গীতা, ১৩।২)।

যাহা হউক, সাংখ্য শাস্ত্রে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, যে জ্ঞান মুক্তির কারণ—তাহা সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধিরই পরম ভাব। তাহা হইতেই পরম-পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়। গীতায় অনেক স্থলে বুদ্ধির ভাব যে জ্ঞান,তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং এই জ্ঞানের যে স্বরূপ 'অমানিত্বাদি', তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (৭।১১ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই একমাত্র জ্ঞান নহে। ইহা সাত্ত্বিক প্রকাশাত্মক চিত্তের বা বুদ্ধির স্বভাব।

এই চিত্তের ক্রিয়া অবস্থায় যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। তাহাতে বিষয় ও বিষয়ীর প্রমা-জ্ঞান প্রকাশিত হয়। চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল না হইলে, যে বাহ্য মাত্রাস্পর্শজ জ্ঞান—ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবিষয়-সংযোগে যে বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বহু জ্ঞেয় বিষয়াকারে আকারিত হইয়া বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হয়। সে জ্ঞানে বিষয়ের স্বরূপও প্রকাশিত হয় না। সে জ্ঞান হেতু জ্ঞাতা বিষয়ী, সে বিষয়জ্ঞান হইতে সুখদুঃখাদি অনুভব করে, এবং সে জ্ঞান কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়। তাহা রাজসিক জ্ঞান। আর চিত্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইলে, তাহার যে প্রকাশভাব—জ্ঞানভাব হয় এবং তাহাতে যে জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয় ও সে জ্ঞান যে জ্ঞেয় বিষয়াকারে আকারিত হয়, তাহা নির্ম্মল সুখস্বরূপ,

তাহা সুখদুঃখদ নহে। সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। বাহ্য বিষয়াকারে আকারিত হইয়া, তাহাতে বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহাও বাহ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

এই মাত্রাস্পর্শজ সুখদুঃখদ জ্ঞান, এই বাহ্য বিষয়াকারে আকারিত সবিশেষ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের সহিত অভিব্যক্ত জ্ঞাতা বিষয়ীর জ্ঞান (apperception) এক কথায় এই বৃত্তিজ্ঞান নিরুদ্ধ করিয়া, চিত্তকে বৃত্তি-শূন্য করিয়া, এই জ্ঞানের ক্রিয়াকালে অভিব্যক্ত বিষয়ি-বিষয়-জ্ঞান (Subject-object জ্ঞান) বা 'অহং-ইদং' জ্ঞান বা অহঙ্কারতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থিত হইলে যে জ্ঞান অন্তর্মুখ হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই আন্তর জ্ঞান। চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ বা অধঃস্রোত নিরুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধস্রোত দ্বারা অন্তর্ম্মুখ হইয়া জ্ঞানের উৎসের সম্মুখীন হইলে চিত্ত এই জ্ঞানাকার হয়। চিত্তে তখন কেবল বিষয়ী বা দ্রষ্টার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। চিত্ত এই ভাবে অবস্থিত হইলে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, অন্তরাত্মার দর্শন হয়, চিত্তে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হয়, অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি হয়, চিত্তে ক্রমে অক্ষর ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-অন্তর্যামী ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঈশ্বরে পরাভক্তি ভাব প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় পরম ব্রহ্ম (গীতা, ১৩।১২)। সেই জ্ঞান জ্ঞেয় ব্রহ্মাকার হইয়া অবস্থিত হইলে, পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয়।

এইরূপে বৃত্তিশূন্য শুদ্ধ স্বচ্ছ সাত্ত্বিক চিত্ত যে জ্ঞানাকার হয়, তাহার হেতু এই যে, তখন তাহাতে 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট প্রকাশিত হয়,—তাহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয়। ইহাই নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ভাব—ইহাই সর্ব্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান। দেহী আত্মার বা পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া নির্ম্মল চিত্ত যখন এই আত্মাকার হয়, তখন এই চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মজ্ঞানকে সাংখ্যজ্ঞান বলা যায়। ইহা প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষের জ্ঞান।

চিত্ত শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল হইলে, তাহা আত্মজ্ঞান-প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ হইলেও, সেই জ্ঞান প্রকাশকালে বৃত্তিজ্ঞানরূপে যখন ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিয়া সেই বিষয়াকার হয়—সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়দ্বারে যে প্রকাশ হয়—সে সাত্ত্বিক জ্ঞানও বন্ধনের কারণ (গীতা, ১৪।৬)। এ জ্ঞান-প্রমাণজনিত প্রমাজ্ঞান। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে প্রমাণ—চিত্ত-বৃত্তির একরূপ। এ জ্ঞানে মুক্তি হয় না। যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, তাহা স্বতন্ত্র। তাহা নির্ম্মল শুদ্ধ স্বচ্ছ বৃত্তিশূন্য চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্ম-জ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে প্রমাণাদি সর্ব্বরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক সমাহিত হইলে—নির্ব্বিকল্প সমাধিতে—নির্ম্মলচিত্তে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহা বৃত্তিজ্ঞান নহে।

যে আত্মজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, সেই আত্মা সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ—তাহা প্রত্যগাত্মা, তাহা জীবাত্মা। বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে সেই আত্মা—পরমাত্মা, শান্ত আত্মা (কঠ, ৩।১৩), তাহাই সর্ব্বাত্মা—ব্রহ্ম (মাণ্ডূক্য, ২), বেদান্তে এই ব্রহ্মজ্ঞান উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ—বিজ্ঞানঘন। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ নিত্যবোধস্বরূপ। ব্রহ্মই পরম জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান—চিৎ বা নিত্যবোধ, তাহা বৃত্তিজ্ঞান নহে। তাহা বৃত্তিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত এক অবিভক্ত ভূমা নিত্যজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান তাহারই পরিচ্ছিন্ন চিত্তরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত রূপ।

জ্ঞান একই। সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম। তাহা ভূমা অনন্ত অখণ্ড নিত্য-প্রকাশস্বরূপ। তাহা পাশ্চাত্যদর্শনের ভাষায়—Absolute Transcendental Universal Impersonal Reason তাহাই জীবচিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। চিত্তরূপ উপাধিযুক্ত হইয়া তাহা পরিচ্ছিন্ন, অজ্ঞানা-বরিত ও বিভক্তের ন্যায় হয়। যে চিত্ত সেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব যে ভাবে যতটুকু গ্রহণ করিতে পারে, সে চিত্ত ততটুকু জ্ঞানস্বরূপ হয়। আমরা চিত্তে প্রতিবিম্বিত এই জ্ঞানহেতু জ্ঞাতা ভাবে, জ্ঞেয় স্বরূপ জানিতে

পারি এবং তাহা হইতে, যে পরম অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান এইরূপে চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি মাত্র।

যখন আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হয়, সর্ব্বরূপ বৃত্তিশূন্য হয়, তখন এই পরম জ্ঞানের প্রতিবিম্ব চিত্তে স্পষ্টতর হয়—বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়। কাচের আবরণের মধ্য দিয়া যে আলোক প্রকাশিত হয়, আবরণের দোষে তাহা মলিন ও পরিচ্ছিন্ন হয়। সে আবরণ নির্ম্মল হইলে, সে আলোক স্পষ্টতর হয়। নির্ম্মল বৃত্তিশূন্য সমাহিত চিত্তে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান—তাহাই পরাবিদ্যা। সে জ্ঞান চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও চিত্তের নির্ম্মলত্ব হেতু তাহাই আমাদের পরম জ্ঞান। সে জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নহে। তাহা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম অধিগম্য হয় বলিয়া তাহা পরাবিদ্যা (মুণ্ডক ১।১।৫)। শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহাতেই অমৃতত্ব লাভ হয় (কেন, ১২)। এই ব্রহ্মজ্ঞানই 'হৈমবতী উমা'-রূপে ইন্দ্রের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন (কেন, ২৫)। ইনিই দেবী ভগবতী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যা মহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥" (৪।৯)।

অতএব জ্ঞান দুইরূপ ;—অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান, এবং পরিচ্ছিন্ন চিত্ত উপাধিযুক্ত জীবজ্ঞান। এই জীবজ্ঞানও দুইরূপ—বৃত্তিশূন্যচিত্তে-প্রতিবিম্বিত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান এবং বৃত্তিজ্ঞান। আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপ। জীবচিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া চিত্তও পরিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানস্বরূপ হয়। চিত্তবৃত্তিতে এই জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর বৃত্তিশূন্য চিত্তে বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে—চিত্তে সে জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হইয়া সূর্য্যবৎ প্রকাশিত হইলে, তাহা পরমজ্ঞানস্বরূপ হয়।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে বৃত্তিশূন্য চিত্তে যে কেবল জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা আত্মজ্ঞান—তাহা প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষের জ্ঞান।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে পুরুষ 'জ্ঞ' স্বরূপ চেতন, আর প্রকৃতি জড় অচেতন। সুতরাং প্রকৃতিজ বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতি সমুদায়ই জড় অচেতন। তবে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ-হেতু প্রকৃতিজ লিঙ্গ শরীর বা ক্ষেত্র অচেতন হইয়াও চেতনবৎ হয়।

তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।

(কারিকা, ২০)।

বুদ্ধি এই লিঙ্গশরীরের প্রথম ও প্রধান অভিব্যক্ত রূপ। আর এই বুদ্ধি ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার ও মন এই তিনের সমবায়ে আমাদের অন্তঃকরণ বা চিত্ত। চিৎস্বরূপ পুরুষ বা আত্মা হইতে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তাহার সন্নিধান মাত্র অধিষ্ঠাতৃত্বে চিত্ত চেতনবৎ হয়, এবং সেই 'জ্ঞ'-স্বরূপ পুরুষের বা আত্মার জ্ঞান চিত্তে চৈতন্যের সহিত প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তও জ্ঞানস্বরূপ হয়। ইহা হইতেই জীবভাবের উৎপত্তি। অতএব সাংখ্য ও বেদান্ত অনুসারে যাহা পরম জ্ঞান, তাহা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। তাহা Absolute Transcendental Reason। যাহা বৃত্তিজ্ঞান বা চিত্তের জ্ঞানভাব, তাহা সেই পরম জ্ঞানের প্রতিবিম্ব (phenomenal ভাব) মাত্র। চিত্ত নির্ম্মল হইলে—শুদ্ধ সাত্ত্বিক স্বচ্ছ হইলে—তাহার জ্ঞানভাব দ্বারা অজ্ঞান নাশিত হইলে, তখন নির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণবৎ চিত্তে সেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়। তখন সে বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত জ্ঞানে ও পরমাত্ম জ্ঞানে বড় ভেদ থাকে না। তখন দেহী আত্মা সেই চিত্তের জ্ঞানভাবের প্রতিবিম্ব পুনঃ গ্রহণ করিয়া, আপনার জ্ঞানস্বরূপ জানিয়া, তাহাতে অবস্থান করে,—আর প্রকৃতির গুণ দ্বারা বদ্ধ থাকে না। ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা (গীতা ১৮।৫০)।

চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া এই জ্ঞানস্বরূপ লাভ করিতে হইলে, যে সাধনার প্রয়োজন, তাহাকে জ্ঞানযজ্ঞ বলা হইয়াছে (গীতা, ৪।৩৩, ৯।৩৫ ও ১৮।৭০ দ্রষ্টব্য)। ইহাই সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ (৩।৩)। এই জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ, তাহা সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া দেয় (৪।১৯, ৪।৩৭) তাহাতে সর্ব্ব কলুষ দূর হইয়া যায় (৫।১৭), তাহা দ্বারা আত্মসংযম যোগাগ্নি দীপ্ত হয় (৪।২৭), অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিতি হয় (১৩।১১)। এই জ্ঞানচক্ষু যিনি লাভ করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শন করিতে পারেন (১৩।৩৪ ; ১৫।১০)। তিনিই তত্ত্বদর্শী হন (৪।৩৪), তিনিই ঈশ্বরে প্রপন্ন হন (৭।১৯), তিনিই জ্ঞানী নিত্যযুক্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন (৭।১৭)। সেই জ্ঞানীই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। সেই জ্ঞানীই আত্মা স্বরূপ (আত্মৈব—৭।১৮)।

জ্ঞানবানের চিত্তে যে জ্ঞান এইরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা আত্মজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। ভগবান্ বলিয়াছেন, সে জ্ঞান তিনিই, অর্থাৎ তাহা তাঁহারই বিভূতি। ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপে সর্ব্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত। অতএব নির্ম্মল চিত্তে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সে জ্ঞান এই পরম জ্ঞান—'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মজ্ঞান—ভগবদ্ জ্ঞান বা চিৎস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান। চিত্তে প্রকাশিত সর্ব্ব জ্ঞানের মধ্যে ইহাই উত্তম জ্ঞান, পরম গুহ্য জ্ঞান,—তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এ জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নহে। ইহা কেবল সাংখ্য বা আত্মজ্ঞান নহে,কেবল সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা কেবল নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান নহে। এ জ্ঞান এ তিনের সমবায়ে চিত্তে প্রকাশিত পরমব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর নির্ম্মলচিত্তে এই পরম ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয়। বৃত্তিতে ক্রিয়াকালে প্রতিবিম্বিত হইয়া এই জ্ঞান পরিজ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুট হয় (গীতা, ১৮।১৮), জ্ঞানে 'অহং' ও 'ইদং' ভাব অভিব্যক্ত হয়। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্র মতে বুদ্ধি হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার, বেদান্তমতে জ্ঞান ক্রিয়াকালে এইরূপ ত্রিপুট হয় বলিয়া ব্রহ্মে সৃষ্টির প্রারম্ভে 'অহমস্মি' ও 'বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' এইরূপ ঈক্ষণ হয়।

নির্ম্মল চিত্তেও এই জ্ঞান-প্রতিবিম্বিত হইয়া ক্রিয়া অবস্থায় জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এই ত্রিপুট হয়। যাহা জ্ঞাতা, তাহা আত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞাতা ভাবের প্রতিবিম্ব,—বেদান্তের ভাষায় তাহা প্রমাতা চৈতন্য—তাহা ব্রহ্ম। যাহা জ্ঞেয় তাহা প্রমেয় চৈতন্য, তাহা ব্রহ্ম। আর জ্ঞাতা জ্ঞেয় একীভূত হইয়া যে জ্ঞান যে প্রমাণ চৈতন্য, তাহাও ব্রহ্ম। জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা এই ত্রিপুট সগুণ ব্রহ্মের বা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের জ্ঞানের প্রতিবিম্বিতরূপ। জ্ঞান যখন শান্তভাবে স্বরূপে অবস্থান করে, তখন তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হয়, পার্থক্য থাকে না। কেবল জ্ঞাতা আত্মার সহিত একীভূত হইলে সে জ্ঞান আত্মজ্ঞান—অথবা সর্ব্বাত্মা অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞেয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইলে সে জ্ঞান সর্ব্বং খল্বিদং। ব্রহ্মজ্ঞান—বিশ্বের সৎকারণরূপ সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান ; আর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের সহিত একীভূত হইলে সে জ্ঞান পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের মধ্য দিয়া পরম ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্রহ্মই জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সর্ব্ব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (গীতা, ১৩।১৭)। এই পরম জ্ঞানে বিমুক্তি হয়। অশুভ হইতে মুক্তি হয়। পরম শান্তিলাভ হয়, আর মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না। এই জ্ঞান লাভ করিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। এই জ্ঞানই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই পরম জ্ঞান কি, এবং চিত্ত নির্ম্মল শুদ্ধ স্বচ্ছ সাত্ত্বিক হইলে এই পরম জ্ঞান কি উপায়ে লাভ হয়, তাহা গীতায় যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতোক্ত উত্তম গুহ্যতম জ্ঞান—প্রথমে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বিবৃত করিয়াছেন। সেই আত্মা দেহস্থ—দেহাভিমানযুক্ত দেহী। দেহাভিমানযুক্ত হইলেও সে আত্মা দেহ-ব্যতিরিক্ত, অব্যয়, অপ্রমেয়। দেহ-নাশে তাহার বিনাশ হয় না। দেহের সহিত তাহার জন্ম হয় না। তাহা অজ, অব্যয়, অবিনাশী, তাহা ষড়্‌ভাববিকারযুক্ত নহে। সেই আত্মার দ্বারা এই সমুদায়—এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপ্ত। আত্মা সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন। সর্ব্বদেহে সেই দেহী আত্মা নিত্য। এই আত্মজ্ঞানই সাংখ্যজ্ঞান বা সাংখ্যবুদ্ধি। এই সাংখ্যবুদ্ধির সহিত যোগবুদ্ধি—বা কর্ম্মযোগবুদ্ধি ও সমাধিতে অচল বুদ্ধির কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং এই বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে ও অন্তকালে ইহাতে স্থিত হইলে যে ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ বিবৃত হইয়াছে এবং কর্ম্মাঙ্গভূত বিভিন্ন যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞান-যজ্ঞ যে শ্রেয়ঃ তাহাও উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা, বিশেষতঃ জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা, যে জ্ঞান লাভ হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে (৩৫শ শ্লোকে) তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু সেই জ্ঞান কেবল সাংখ্যজ্ঞান বা দেহসংযুক্ত অথচ দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান নহে। তাহা দ্বারা আত্মাতে অশেষে অভেদভাবে সর্ব্বভূতকে দর্শন হয়, এবং তদনন্তর পরমাত্মা পরমেশ্বরে আত্মাকে দর্শন লাভ হয়।—

"যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।"

(গীতা, ৪।৩৫)।

সাংখ্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, যথাকালে যোগ বা যোগ-সংসিদ্ধি লাভ করিয়া 'আত্মাতেই' এই জ্ঞান—এই পরমাত্মজ্ঞান ও এই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হয়।—

"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

(গীতা, ৪।৩৮)

পঞ্চম অধ্যায়ে এই জ্ঞান সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যোগযুক্ত হইলে, তবে সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা হওয়া যায়, সর্ব্বগত আত্মার অকর্তৃত্ব ও প্রকৃতির কর্তৃত্ব দর্শন সিদ্ধ হয়, এজন্য প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্ম করিলেও আত্মা আর লিপ্ত হয় না, জীবভাবে বদ্ধ হন না।

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥"

(গীতা, ৫।৭)

যখন কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তসংশুদ্ধি হেতু অজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন আদিত্য-বৎ এই পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় (গীতা ৫।১৬)। এই জ্ঞানে ব্রহ্ম-যোগযুক্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞান বিজ্ঞানসহিত লাভ করিলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া যায়। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ হয়। আত্মজ্ঞানী, এইরূপে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন (গীতা ৫।২৫-২৬), এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বভূতসুহৃৎ ভগবান্‌কে জানিয়া পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

এই জ্ঞানে স্থিত হইতে হইলে, ধ্যানযোগের প্রয়োজন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে। যিনি যোগারূঢ় যুক্ত যোগী, তিনি 'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা'—সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি। তিনি এই ধ্যানযোগে যুক্ত হইয়া যোগসংসিদ্ধি-ফলে—'ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন,—

"সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।"

(গীতা ৬।২৮)।

তিনি যোগযুক্ত হইয়া 'আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ, ও আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

(গীতা ৬।২৯)।

আর তিনি ঈশ্বরযোগী হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা বাসুদেবকে দর্শন করেন, এবং বাসুদেব পরমেশ্বরে এই সমুদায় দর্শন করেন,—ভগ-বান্‌কে সর্ব্বভূতস্থিত দর্শন করেনএবং 'বাসুদেব সর্ব্ব'—এই একত্বে আস্থিত হইয়া ভগবান্‌কে ভজনা ও আত্ম-উপমায় সর্ব্বত্র সমদর্শন করেন। (গীতা, ৬।৩০-৩২)

এইরূপে এই ধ্যানযোগের সংসিদ্ধিতে এই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ হয়, চিত্তে প্রতিবিম্বিত জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান একীভূত হয়, পরম জ্ঞান সিদ্ধি হয়। আর ভক্তিযোগের সহিত ধ্যানযোগের, সংসিদ্ধিতেই ঈশ্বরযোগী বিজ্ঞানসহিত সমগ্র পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই জন্য সে যোগী "যুক্ততম"—বা শ্রেষ্ঠ যোগী।—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

(গীতা, ৬।৪৭)।

যে যোগী সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরে আসক্তমন হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয় পূর্ব্বক যোগে যুক্ত হইয়া ভগবানে মন নিবেশপূর্ব্বক (মদ্গতান্তরাত্মা) হইয়া ভগবান্‌কে অনন্যচিত্তে ভজনা করেন, তিনি অসংশয় ভাবে বিজ্ঞানসহিত সমগ্র পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ও সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইতে পারেন (গীতা, ৭।১)।

সেই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান কি এবং কিরূপে তাহা বিজ্ঞানে পরিণত হয় বা বিজ্ঞানসহিত লাভ হয়, তাহা ভগবান্ এইরূপে ইঙ্গিত করিয়া, সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় ষট্‌কে অশেষে বা সমগ্রভাবে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। সেই জ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্ব সংশয় দূর হইয়া যায়, অন্য আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না,—সেই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়, এবং সংসার হইতে মুক্তি হয়। এজন্য ভগবান্ বিস্তারিত ভাবে এই দ্বিতীয় ষট্‌কে এই সর্ব্ব গুহ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন।

ইহা হইতে এস্থলে বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা সঙ্ক্ষেপে বুঝিতে পারা যায়। এ জ্ঞান চিত্তের সাত্ত্বিক ভাব হইতে সঞ্জাত বৃত্তি-জ্ঞান নহে। এ জ্ঞান বৃত্তিনিরোধ পূর্ব্বক চিত্তে অভিব্যক্ত আত্মজ্ঞান বা দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত কেবল সাংখ্যজ্ঞান বা দেহস্থ আত্মার জ্ঞান নহে। এই জ্ঞান কেবল পঞ্চমাধ্যায়োক্ত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। প্রথম ষট্‌কে যে

'আত্মার শান্ত কূটস্থ নির্ব্বিকার ব্রহ্মভাব উক্ত হইয়াছে, ও অক্ষর ব্রহ্ম-তত্ত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে—সেই শান্ত অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান নহে। আত্ম-জ্ঞান হইতে যে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হইতে পারে, এ সেই জ্ঞান। পরমার্থতঃ আত্মা, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ভিন্ন নহেন। তত্ত্ব একই। সেই পরমতত্ত্ব পরমব্রহ্ম। ব্রহ্মই আত্মা ব্রহ্মই অক্ষর, ব্রহ্মই পরমেশ্বর —ব্রহ্মই এ সমুদায়। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে তাহা এইরূপ ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। এইজন্য আত্মজ্ঞান অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান আমরা ভিন্ন ভাবে লাভ করিয়া তাহার সমন্বয়ে অদ্বয় পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভ করিতে পারি। আমরা বিশ্লেষ ও সমন্বয় দ্বারা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারি। গীতায় এই জন্য সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান, এইরূপে পৃথক্ ভাবে, অথচ সমন্বয়পূর্ব্বক উপদিষ্ট হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে আত্মযোগী ও ঈশ্বর-যোগীর কথা উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যজ্ঞানে যে আত্মতত্ত্ব—প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, আত্মধ্যান দ্বারা সেই আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়। তাহা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র মতে নির্ব্বিকল্প সমাধিসিদ্ধিতে এই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি হয় ও দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাই সাধনার শেষ নহে। ইহাতে বহুপুরুষবাদের নিরাশ হয় না, দ্বৈতভাব দূর হয় না,—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং এই আত্মজ্ঞান হইতে পরমাত্মজ্ঞান—"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (গীতা ১৩।১৬) অক্ষর কূটস্থ শান্ত অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান (গীতা, ১২।৩)—লাভ করিতে হইবে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রণব—ধনুঃ, শর—আত্মা, আর ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। সেই ব্রহ্ম অক্ষরব্রহ্ম (মুণ্ডক উপঃ, ২।২।৪) আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারাই সেই ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হয়, ও তাহা হইতে 'দেব'কে বা পরমেশ্বরকে জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১৫)।

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারাই অক্ষরব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হয়, আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, এবং তাহা হইতেই 'দেব' পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অতএব অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সাধনার শেষ নহে। শ্রুতি অনুসারে—পরমব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি, নির্গুণ, অথচ সবিশেষ সোপাধিক, সগুণ। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এ জন্য আত্ম-তত্ত্ব বিজ্ঞান হইতে যে অক্ষর নির্গুণ কূটস্থ অচল ধ্রুব ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, তাহাও যথেষ্ট নহে। সগুণ [illegible] ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানও লাভ করিতে হইবে। নতুবা জ্ঞা[illegible] ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগম্য হয় না। সেই সগুণ ব্রহ্মই পর[illegible] সম্বন্ধে তাহার কারণ, তাহার স্রষ্টা পাতা ও সংহ[illegible] সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা। তিনিই এ বিশ্ব জগৎ [illegible] এই বিশ্বরূপ পুরে শায়ী বিশ্বের আধার ও পূরক[illegible] সগুণ ভাবে ব্রহ্ম এ বিশ্ব সম্বন্ধে তাহার নিমিত্ত ও উপাদা[illegible]

অতএব যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, [illegible] লাভ করিতে পারিলে অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, সর্ব্ব[illegible] মুক্ত হওয়া যায়, ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া সর্ব্বত্ব লাভ হয়—পরম [illegible] বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কেবল আত্মজ্ঞান নহে, কে[illegible] কূটস্থ ব্রহ্মজ্ঞানও নহে। সে জ্ঞান আত্মজ্ঞান [illegible] জ্ঞান ও সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমেশ্বর জ্ঞান—এই [illegible] ভূত জ্ঞান—তাহা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান,—তাহা সগুণ [illegible] সর্ব্ববিশেষরহিত

পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান। তাহাই বিজ্ঞান সহিত লাভ করিলে, তবে পরম নির্ব্বাণ সিদ্ধ হয়।

আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের দেশ-কাল-নিমিত্ত-পরিচ্ছেদযুক্ত জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান, তাহা দ্বৈতমূলক। এই জ্ঞান প্রকাশকালে 'অহং'-'ইদং' এই দ্বৈতমধ্যদিয়া বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এই অহংতত্ত্বের মধ্য দিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা ইদং-বিযুক্ত বা সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষতত্ত্বজ্ঞান ও সেই জ্ঞানের পরিণামে অক্ষরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে। সেইরূপ 'ইদং' এর মধ্য দিয়া, এই 'ইদং' এর অন্তরালে সর্ব্বকারণ সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইতে পারে। আর এই উভয় তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিয়া উভয়ের মধ্য দিয়া—পরম জ্ঞাতা 'অহং' ও পরম জ্ঞেয় 'ইদং' তত্ত্বের মধ্য দিয়া পরিশেষে জ্ঞান প্রসারিত হইলে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়। [illegible] রতত্ত্ব জানা যায়,—সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বাধিষ্ঠাত [illegible] ্যাপক সর্ব্বরূপে অভিব্যক্ত পরমেশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ [illegible] জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, [illegible] হইলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।

এই প [illegible] উপরেই পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ বলি [illegible] রের প্রতিষ্ঠা,—

"ব্রহ্মণ [illegible] (গীতা, ১৪।২৭)। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন [illegible] রুই তাঁহার পরম ভাব, পরম ধাম, তাহাই পর [illegible] ।—পরম অক্ষর, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, স [illegible] ১১)। তাহা সূক্ষ্মত্ব হেতু অবিজ্ঞেয়। (সূক্ষ্মত্বাৎ [illegible] ১৩।১৫)। ভগবান্ আপনার এই সূক্ষ্ম পরমব্র [illegible] করিয়া বলিয়াছেন, "মাস্তু বেদ ন কশ্চন" ([illegible] হা হউক, পরম ব্রহ্মের পরম

স্বরূপ অবিজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার সগুণ ভাব পরমেশ্বরভাব—বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ভাব—আমাদের জ্ঞেয়। এই 'ইদং' বা বিশ্বজগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে সেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের জ্ঞেয়। আর তাঁহার নির্গুণ কূটস্থ অক্ষর ভাব—তাঁহার পরমাত্ম ভাব আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয়,—'অহং' এর সহিত সম্বন্ধ হইতে তাহা জ্ঞেয়। এইরূপে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরতত্ত্বের উপর পরমব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বজ্ঞেয় 'ইদং' তত্ত্বের সহিত সর্ব্বজ্ঞাতা নিয়ন্তা 'অহং' তত্ত্বের সম্মিলনে পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব গীতায় পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও তাহার উপর পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে যে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না,—ইহাতে স্থিত হইলে যে মুক্তি হয়, ইহাই যে পরম গুহ্য তত্ত্বজ্ঞান, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি।

"আমাকে জান"—ইহার অর্থ। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেও এই অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান্ যে সবিজ্ঞান জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই পরম গুহ্য জ্ঞান, তাহা সবিজ্ঞান এই পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান। ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান দ্বারা 'সমগ্রং মাং' বা সমগ্রভাবে 'আমাকে' জানা যায়,—আর কোন সংশয় থাকে না, আর কোন জ্ঞাতব্য থাকে না। ভগবান্ যে 'আমাকে জান' বলিয়াছেন, সে 'আমি'র স্বরূপ প্রত্যগাত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য নহে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই আমিই পরমেশ্বর—সর্ব্বাত্মা বাসুদেব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরভাবেই গীতায় সর্ব্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তিনি গীতার উপদেষ্টা—তখন তিনি ঈশ্বরে যোগযুক্ত, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন,—পরমব্রহ্ম স্বরূপ। ইহাই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ। মানুষী তনু-আশ্রিত বৃষ্ণিবংশসম্ভূত বাসুদেব তাঁহার পরমভাব নহে—তাঁহার বিভূতি মাত্র (গীতা ১০।৩৭)। তিনি তাঁহার পরম ভাবই গীতায় উপদেশ

দিয়াছেন। তাহা "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" এই পরম ভাব। ইহাই গীতোক্ত 'আমি'—সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর।

ইহা হইতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধারণ আচার্য্যগণ আপনাদিগকে যে ব্রহ্মরূপে উপাস্য বলিয়া খ্যাপন করিয়া থাকেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কি সেই ভাবে আপনাকে জ্ঞেয় ধ্যেয় ও উপাস্য বলিয়াছেন? ঋষি বামদেব এইরূপে আপনার ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রুতি (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০ ও বেদান্তদর্শন ১।১।৩০ সূত্র) হইতে জানা যায়। শ্রীভাগবত হইতে জানা যায় যে, ঋষি কপিল এইরূপে আপনার আত্মস্বরূপ পিতার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন (শ্রীভাগবত, ৩।২৪। ৩৮-৩৯ শ্লোক)। ঋষি ঋষভও এইরূপে আপনার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন (শ্রীভাগবত, ৫।৫।৩)। এইরূপে সিদ্ধ পুরুষগণ—আপনাদিগকে ব্রহ্মে যোগযুক্ত করিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া যেমন আপনাদের ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ ইন্দ্র দেবতাও—ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে ব্রহ্মরূপে খ্যাপন করিয়াছেন,—শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব জীব সাধারণত বদ্ধ হইলেও,দেবতা হউন, মনুষ্য হউন, যে জীব সাধনবলে সিদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারেন, আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া তিনি আপনার ব্রহ্মস্বরূপ খ্যাপন করিতে পারেন, এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে উপাস্যরূপে উপদেশ দিতে পারেন। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে পরমভক্ত প্রহ্লাদও ভগবান্‌কে স্তব করিতে করিতে ভগবানের সহিত তন্ময় হইয়া আপনাকে সর্ব্বাত্মা-রূপে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি সূর্য্য, আমি ইন্দ্র, আমিই এ সমুদায়'—ইত্যাদি।

ইহার কারণ কি? শ্রুতি হইতেই আমরা ইহার উত্তর পাই। শ্রুতিতে আছে'—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তৎ আত্মানম্ এব অবেৎ 'অহং ব্রহ্ম

অস্মি' ইতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ। তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্। তৎ হ এতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে 'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' ইতি। তৎ ইদম্ অপি এতর্হি যঃ এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি সঃ ইদং সর্ব্বং ভবতি। আত্মা হি এষাং সঃ ভবতি।"

অর্থাৎ এই সমুদায় অগ্রে ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি আপনাকে 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাবে জানিয়াছিলেন। সেইজন্য সেই ব্রহ্ম সর্ব্ব বা এই সমুদায় হইয়াছিলেন। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি এইরূপ আপনাকে বোধ করেন, তিনিও সেইরূপ হন। ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ মধ্যে যিনি এইরূপে আপনাকে এই সমুদায় বলিয়া জানেন, তিনিও সেই ব্রহ্ম হন। ঋষি বামদেব এইরূপ দর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, 'আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম'...ইত্যাদি। অতএব এক্ষণেও যিনি 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাবে আপনাকে জানিতে পারেন, তিনিও এই সমুদায় হন।...তিনি এই সমুদায়ের আত্মা হন।

অন্য শ্রুতি হইতেও আমরা একথা জানিতে পারি। প্রশ্নোপনিষদে আছে,—

> "বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
> প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
> তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
> স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥" (প্রশ্ন উপ, ৪।১১)।

অর্থাৎ যে অক্ষর ব্রহ্মে বিজ্ঞানাত্মা সহ সমুদায় দেবগণ প্রাণগণ ও ভূতগণ সংপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্ব মধ্যেই প্রবেশ করেন।

অতএব যিনি আত্মার পরমাত্মত্ব প্রত্যক্ষ করেন (শঙ্কর), অথবা যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার শরীররূপে অবগত হন (রামানুজ,)

অথবা যিনি 'তত্ত্বমসি' 'সোঽহং' প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ দর্শন করেন, বা জ্ঞানে একাকারতা—অর্থাৎ জীবজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান অভিন্ন দর্শন করেন, তিনিই এইরূপে আপনাকে ব্রহ্মভাবে ধারণা করিয়া, 'আমাকে জান,' 'আমাকে উপাসনা কর,' এই প্রকার উপদেশ দিতে পারেন। অথবা সাধারণ ভাবে অস্মদ্ শব্দের অর্থ সেই পরমাত্মা বা সর্ব্বাত্মা—সর্ব্ব 'আমি'—সর্ব্বজ্ঞাতার জ্ঞাতা। আত্মা ও আমি একার্থক (বলদেব)। এজন্য সকল আত্মদর্শী বলিতে পারেন—'আমাকে জান' বা 'আত্মাকে জান', ও সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।

এখন কথা হইতেছে, শ্রীভগবান্ কি এইরূপে যোগস্থ হইয়া, আপনাতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া, আপনার পরমেশ্বরত্ব—ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, ও বিজ্ঞানসহিত আপনাকে জানিবার ও উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন? অনুগীতা হইতে আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—যোগযুক্ত হইয়া তিনি গীতায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। অতএব যদি এই অর্থই গ্রহণ করা যায়,—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ঈশ্বর নহেন, তিনি মহাপুরুষ বা সিদ্ধ পুরুষ বা সিদ্ধ ঈশ্বর অথবা ঋষি নারায়ণের অবতার মাত্র, তিনি পরমেশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নভাবে সমগ্র আপনাকে জানিবার উপদেশ দিয়াছিলেন—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলেও এ স্থলে 'আমাকে' অর্থে 'পরমেশ্বরকে' বুঝিতে হয়, এবং ভগবান্ যে তাঁহার সমগ্র তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে দিয়াছেন, তাহা এই সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানই বুঝিতে হয়। কিন্তু অনুগীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

গীতা হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তরূপ ইন্দ্রের ন্যায় বা বামদেবাদি ঋষির ন্যায়, আপনার ঈশ্বরত্ব ও উপাস্যত্ব খ্যাপন করেন নাই। আপনি অজ অব্যয়াত্মা সর্ব্বভূতমহেশ্বর হইয়াও, যে ধর্ম্মগ্লানি ও

অধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত নিধন জন্য বহুবার জন্ম গ্রহণ করেন, মানুষী তনু আশ্রয় করেন, এবং জগতের স্থিতি ও রক্ষার জন্য অতন্দ্রিতভাবে কর্ম্ম করেন, ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ এ কথা বলেন নাই। ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ যে স্বীয় প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া এই জড়জীবময় জগৎকে বারবার প্রকৃতি হইতে, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতাপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন ও স্বপ্রকৃতিতে তাহাকে লয় করেন, বিশ্বমধ্যে ওতঃপ্রোত থাকিয়া এবং সর্ব্বব্যাপ্ত থাকিয়াও সর্ব্বাতীত অসংসৃষ্ট ভাবে অব্যয় স্বরূপে অবস্থান করেন—এ কথা কোথাও বলেন নাই। আর কেহ যে আত্মমায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, ও স্বীয়যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকেন, তাহা বলেন নাই। আর কেহ আপনাদের বিভূতি ও বিশ্বরূপ—একাংশে জগৎরূপে ও জীবভাবে অবস্থিত স্বরূপ ব্যক্ত করেন নাই। আর কেহ আপনাদের সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মারূপে সর্ব্বভূতস্থিত—সর্ব্বভূতান্তর্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বররূপে প্রকাশ করেন নাই। উক্ত আচার্য্যগণ জ্ঞানাংশে সর্ব্বময় ব্রহ্মের সহিত আপনার একাকারত্ব অনুভব করিয়া পরমাত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া তাহার ফলে অক্ষয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ ব্রহ্মভাবযুক্ত হইয়া আপনাদের অক্ষরব্রহ্মরূপ খ্যাপন করিয়াছেন, কখন বা সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব আমি রূপ খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহারা, সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বরভাবযুক্ত হইলেও, তাঁহাদের নিত্য ঈশ্বরত্ব খ্যাপন করেন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আপনার নিত্য ঈশ্বরত্ব উপদেশ দিয়াছেন। তিনি নিত্য ঈশ্বর—পরমদিব্যপুরুষ—পুরুষোত্তম, তিনি সিদ্ধেশ্বর নহেন। তিনি নিত্য সর্ব্বাত্মা বাসুদেব। তিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ জন্য মানুষীতনু গ্রহণ করিয়াও নিত্য আপনার পরম ভাবে সর্ব্বলোকমহেশ্বর সর্ব্বাত্মা ভাবে বা পরম ব্রহ্মভাবে পরমধামে নিত্য স্থিত।

গীতায় সর্ব্বত্র 'অস্মদ্' শব্দের দ্বারা ভগবান্ আপনার এই পরমস্বরূপ খ্যাপন করিয়াছেন। 'মৎপরঃ' (২।৬১) 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং' (৩।২২), 'বর্ত্ত

এব' চ কর্ম্মণি' (৩।২২), 'মম বর্ত্ম' (৩।২৩) 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য' (৩।৩০) 'মে মতং' (৩।৩১), 'অহং অব্যয়ম্' (৪।১) 'সম্ভবামি আত্মমায়য়া' (৪।৬) 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং' (৪।৯) 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' (৪।১১) 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং' (৪।১৩) 'তস্য কর্ত্তারমপি মাং অকর্ত্তারম্ অব্যয়ম্ বিদ্ধি' (৪।১৩), 'ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি' (৪।১৪) 'যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি' (৪।৩৫) 'জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি' (৫।২৯), 'মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ,' (৬।১৪) 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি' (৬।৩০), 'সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি' (৬।৩১), 'মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে' (৬।৪৭) 'সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি' (৭।১), 'মে অপরা পরা প্রকৃতিঃ,' (৭।৫) 'অহং জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ঃ' (৭।৬) 'মত্তঃ পরতরং নান্যদস্তি', 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং' (৭।৭) 'অহম্ অপ্সু রসঃ...' (৭।৮-১১) 'মত্ত এব সাত্ত্বিকা...ভাবা...ন ত্বহং তেষু তে ময়ি' (৭।১২), 'মম এষা দৈবী গুণময়ী মায়া' (৭।১৪) 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং' (৭।১৬), 'মামেব অনুত্তমাং গতিম্ (৭।১৮) 'জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে' (৭।১৯) 'শ্রদ্ধাং বিদধাম্যহম্' (৭।২১) 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ' 'মম অব্যয়ম্ অনুত্তমং পরং ভাবং' (৭।২৪) 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ' (৭।২৫), 'অহং...ভূতানি বেদ মাং তু বেদ ন কশ্চন' (৭।২৬), 'সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং' (৭।৩০), 'অধিযজ্ঞোঽহং' (৮।৪) অন্তকালে মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরং যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি' (৮।৫), 'সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর' 'মামেবৈষ্যসি' (৮।৭), 'যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ' (৮।১৪) 'মামুপেত্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' (৮।১৫-১৬) 'তদ্ধাম পরমং মম' (৮।২১)—প্রভৃতি স্থলে ভগবান্ পূর্ব্বে কয় অধ্যায়ে আপনাকে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে এই অধ্যায়ে ও পরবর্ত্তী কয় অধ্যায়ে 'অস্মদ্' শব্দের দ্বারা তিনি আপনার স্বরূপ খ্যাপন করিয়াছেন। এস্থলে তাহা আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব আমরা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যে ভাবে 'অস্মদ্' শব্দ দ্বারা আমাদিগকে উল্লেখ করি, অথবা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে একাকার হইয়া আমাদের বিজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মভাব ধারণা করি, ভগবান্ গীতায় সে ভাবে 'অস্মদ্' শব্দের প্রয়োগপূর্ব্বক আপনাকে নির্দ্দেশ করেন নাই। ভগবান্ পরমেশ্বর-স্বরূপেই আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া এইরূপ 'অস্মদ্' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত 'অস্মদ্'-শব্দবাচ্য উত্তম পুরুষ। তিনি সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ—সর্ব্ব আমি। তিনি সর্ব্বপরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতারও জ্ঞাতা,—তিনি কোন পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি 'আমি' নহেন। ব্যক্তি ভাবে 'আমি'—ক্ষেত্রস্থ চিত্তে এই আত্মার প্রতিবিম্ব আমি ভাব মাত্র (তাহা Phenomenal Ego মাত্র—তাহা Absolute Ego বা Self নহে)। সে 'আমি' মূল প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার মাত্র। জীব এই অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করে (গীতা ৩।২৭), এবং দেহাদিতে সেই 'আমি'র অধ্যাস করে।

প্রকৃত 'আমি'র যাহা স্বরূপ, তাহা শ্রুতি হইতে জানা যায়। শ্রুতিতে আছে,—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ। ততোঽহন্নামাভবৎ। তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি … …।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১)।

অর্থাৎ সৃষ্টির অগ্রে আত্মাই ছিলেন, তিনি পুরুষবিধ। তিনি অনুবীক্ষণ করিয়া আপনাকে ব্যতীত আর কিছু দেখিলেন না। তখন তিনি 'অহমস্মি' ইহাই অগ্রে উচ্চারণ করিলেন। তাহা হইতেই 'অহং' নাম হইল।

এই তত্ত্ব অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে।—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০)

অর্থাৎ সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি আপনাকে 'অহং' ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাই ব্রহ্ম অস্মদ্‌শব্দবাচ্য।

এই জন্য সেই ব্রহ্ম পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমের—নাম "আমি।" অর্থাৎ অস্মদ্ শব্দ দ্বারা তিনি আপনাকে অভিব্যক্ত করেন, অস্মদ্‌শব্দ বাচ্য হন। অতএব এই অস্মদ্‌শব্দবাচ্য পরমেশ্বর কোন বিশেষ পুরুষ নহেন। তিনি কোন সিদ্ধেশ্বরও নহেন। তিনি নিত্যেশ্বর হইলেও, কোন পুরুষবিশেষ নহেন। তিনিই পরমব্রহ্ম—সগুণ পরমেশ্বর—পরমপুরুষ তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনাকে ঈক্ষণ করিয়া 'অহমস্মি' বলিয়াছিলেন।

সাংখ্যদর্শনে নিত্যেশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ বহু। তাহার মধ্যে কতক পুরুষ বদ্ধ, কতক পুরুষ নিত্যমুক্ত। যাঁহারা বদ্ধ, তাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হইতে পারেন, অথবা সিদ্ধ হইতে পারেন। যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিরণ্য-গর্ভাদি হন। তাঁহারাই সিদ্ধেশ্বর। ইহা ব্যতীত কোন নিত্যেশ্বর নাই। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত সকল পুরুষ ব্যতীত নিত্যেশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি ক্লেশকর্ম্মবিপাক আশ্রয় দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ—সর্ব্বজ্ঞ। গীতায় কিন্তু ত্রিবিধ পুরুষ উক্ত হইলেও তাহা একই "পুরুষবিধ" আত্মার ত্রিবিধ ভাব মাত্র। পরম পুরুষ পুরুষোত্তম সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর ভাবে পরমেশ্বর। জীবাত্মা, তাঁহারই অংশরূপে প্রকৃতিবদ্ধভাবে ক্ষরপুরুষ ও মুক্ত ভাবে—অক্ষরপুরুষ। তিনিই ব্রহ্মের সগুণরূপ। তিনিই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বক্ষেত্রে একই আত্মা—একই ক্ষেত্রজ্ঞ। (গীতা, ১৩।২) তিনিই সর্ব্বভূতে সমভাবে অধিষ্ঠিত (গীতা, ১৩।২৭)। এই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান এ স্থানে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্ব্বাত্মা বাসুদেব পরমেশ্বর ভাবে 'আমাকে' বিজ্ঞানসহিত জান—এই উপদেশ দিয়াছেন। এ উপদেশ বামদেবাদি ঋষিদের উপদেশের ন্যায় নহে। এ উপদেশ

সাধনাসিদ্ধ ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত—কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন সিদ্ধ ঈশ্বরের এমন কি নিত্যেশ্বররূপ কোন পুরুষবিশেষেরও নহে। যাঁহার মানস ভাব হইতে সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, 'মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা' উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই উপদেশ,সেই নিত্য অব্যয় অজ সর্ব্বলোক-মহেশ্বর বিশ্বজগতের 'প্রভব' ও 'প্রলয়' সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভক্তগণকে অনুগ্রহ জন্য মানুষীতনু শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমূর্ত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিমিত্ত বা উপলক্ষ করিয়া স্বয়ং পরমেশ্বর পুরুষোত্তম এ উপদেশ দিয়াছেন।

ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায়ই জীব। জীবাত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত সত্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'সোহহং' কিন্তু যতকাল জীবভাব থাকে, ব্যক্তিত্ব থাকে, ততকাল পরমাত্মা বা ব্রহ্ম-ভাব প্রকৃতপ্রস্তাবে লাভ করা যায় না, অথবা পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয় না। আর ব্রহ্মভাব বা পরমেশ্বরভাব লাভ হইলেও, তাহার জগৎস্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি শক্তিলাভ হয় না। বিন্দু সাগরে মিলাইয়া গেলেও তাহার সাগরত্ব সিদ্ধ হয় না, তখন সাগরের সহিত তাহার প্রভেদভাব থাকে না, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, এই মাত্র। সাগরের যে শক্তি, যে লীলা, যে রঙ্গ, যে উচ্ছ্বাস, যে তরঙ্গভঙ্গ,—বিন্দুতে তাহা সম্ভব নহে। তবে বিন্দু সাগরের সহিত মিলাইয়া গেলে, তাহার ভাগী হয়, এই মাত্র। সুতরাং যে জীব সাধনাবলে আপনার স্বতন্ত্র 'আমিত্ব' বা ব্যক্তিত্ব দূর করিয়া ব্রহ্ম-সাগরে মিশিয়া গিয়া 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞানাকারে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন, তাঁহারা (স্বতন্ত্রভাবে) আপনাকে ব্রহ্ম বলেন না। অথবা যাঁহারা সাধনা-সিদ্ধিতে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে ঈশ্বররূপে অনুভব করেন না। প্রত্যেক সিদ্ধ পুরুষ স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর হইলে বহু ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। আর যদি সেই ঈশ্বর স্রষ্টা হন, তবে বহু স্রষ্টা স্বীকার করিতে হয়, এবং প্রত্যেক ঈশ্বর অপরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এ

সিদ্ধান্ত যে হেয়, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হয় না। এজন্য জীব সাধনাবলে মুক্ত হইয়া অক্ষরব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইলেও, তিনি জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা ঈশ্বর হইতে পারেন না। জগৎ মায়িক বলিয়া স্বীকার করিলেও, জীবাত্মার স্রষ্টৃত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদান্তদর্শনে (চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ১৭শ হইতে ২২শ সূত্রে) জ্ঞানীর জগৎস্রষ্টৃত্ববাদ নিরাকরণাধিকরণে ইহা বিবৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও এতদনুসারে জীবাত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াও জীবাত্মার স্রষ্টৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

অতএব দেব হউন, ঋষি হউন, মনুষ্য হউন, কোন জীব সাধনাবলে সিদ্ধ হইয়া বা মুক্ত হইয়া, আপনাকে জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা পরমেশ্বর বলিতে পারেন না। যে অনন্ত পরাশক্তি দ্বারা বা যে মায়া দ্বারা এ জগতের সৃষ্টি হয়, তিনি আপনাকে সে শক্তির বা সে মায়ার অধীশ্বর নিয়ন্তা বা সে শক্তিমান্ বলিতে পারেন না, এবং সে ভাবে আপনাকে উপদেশ দিতে পারেন না। তিনি 'একত্বে' আস্থিত হইলেও, আপনাকে নিত্য ঈশ্বররূপে খ্যাপন করিতে পারেন না। যিনি নিত্য ঈশ্বর, যিনি অজ অব্যয় সর্ব্বভূতমহেশ্বর, তিনিই কেবল মানুষী তনু গ্রহণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আপনার পরমেশ্বরস্বরূপ—আপনার স্রষ্টৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি খ্যাপন করিতে পারেন। এইজন্য গীতাবক্তা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সমসাময়িক জ্ঞানিগণ—ভীষ্ম প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ও ব্যাস শুকদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য শঙ্করাচার্য্যও তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গীতাভাষ্য-ভূমিকায় বলিয়াছেন,—সেই আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্য বিষ্ণু জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহার স্থিতি ও পরিপালনের অভিপ্রায়ে ··অংশরূপে বসুদেব হইতে দেবকীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।···জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজ দ্বারা সদা সম্পন্ন সেই ভগবান্ স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া বা মূল

প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, অজ অব্যয় সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হইয়াও লোকানুগ্রহ জন্য স্বীয় মায়াদ্বারা দেহবান্ ও জাত মনুষ্যের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন।” এইরূপে শঙ্করাচার্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণাখ্য বিষ্ণুর বা পরমেশ্বরের অংশাবতার বলিয়াছেন, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধেশ্বর নহেন। তিনি নিত্য ঈশ্বর, এক মাত্র জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। অংশরূপেই হউন আর পূর্ণভাবেই হউন, তিনি মানুষীতনু গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়াছেন, ও ‘আপনাকে’ সমগ্রভাবে ও অসংশয়রূপে বিজ্ঞান-সহিত জানিবার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব গীতার এই দ্বিতীয় ষট্‌কে ‘আমাকে জান’ বলিয়া ভগবান্ যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান। যে ভাবেই হউক, আমাদের একথা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ যে ‘আমাকে’ জান বলিয়াছেন, তাহা তিনি পরমেশ্বর-স্বরূপই বলিয়াছেন। তাঁহাকে সাধারণ মানুষভাবে জানিলে বা সিদ্ধ মহাপুরুষ-ভাবে জানিলে এই জ্ঞান লাভ হইবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥” (গীতা ৭।২৪)
“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥” (গীতা, ৯।১১)

যে ভক্ত বিশ্বাসী জিজ্ঞাসু,—তাঁহারই নিকট এই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। মূঢ়েরা তাঁহার অজ অব্যয় স্বরূপ জানে না (গীতা ৭।২৫)। যে তাঁহাকে অসূয়া করে, ভগবান্ তাহার নিকট গীতার্থ প্রকাশ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন (গীতা, ১৮।৬৭)। ভগবদ্-বাক্যে তাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে না। সে নিঃসংশয়ভাবে এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, ভগবানের

অবতারতত্ত্ব বুঝিতে হয় ও স্বীকার করিতে হয়; তবেই তাঁহাকে সমগ্র জানা যায়। আমরা অবতারতত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। অতএব গীতাবক্তা 'আমি' অস্মদ্‌শব্দবাচ্য পরমেশ্বর।

বিজ্ঞানের অর্থ।—ভগবান্ বলিয়াছেন, বিজ্ঞানসহিত সমগ্র আমার জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ সবিজ্ঞান সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই বিজ্ঞানের অর্থ এবং কিরূপে বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞান—বিশেষভাবে জানা। আমাদের জ্ঞান দুইরূপ,—সামান্য বা সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা একথা বুঝিতে পারি। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারা দ্রব্যে সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। তাহা বৈশেষিক দর্শনে বিবৃত হইয়াছে। প্রমাণ দ্বারা—তর্ক যুক্তি দ্বারা—বাদ বিবাদ বিতণ্ডা জল্পনা প্রভৃতি দ্বারা যে প্রমেয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ন্যায়দর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এরূপ কোন দ্রব্যজ্ঞান বা গুণ কি কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান নহে। এই জ্ঞান—পরমার্থজ্ঞান পরমব্রহ্ম জ্ঞান। এই জ্ঞান সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারা বা প্রমাণ দ্বারা কি তর্কযুক্তির দ্বারা লাভ করা যায় না। ইহা ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে। আর যদি সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য দ্বারা বা বিচার বিতর্ক দ্বারা তাহা লাভ হয় বলা যায়, তবে তাহা বাহ্য (superficial), পরোক্ষ, ভাসা ভাসা, নিরর্থক নিষ্ফল, অব্যবহার্য্য। তাহা বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান নহে,—তাহা পরমার্থ নহে।

সাধারণ ভাবে বুঝিলেও কোন জ্ঞানই বিজ্ঞানে পরিণত না হইলে, তাহা কার্য্যকর হয় না। বস্তুজ্ঞানও বিজ্ঞানে পরিণত হইলে, তাহাকে ইংরাজীতে Science বলে বা Scientific knowledge বলে। ইংরাজীতে দুইটি শব্দ আছে—Knowledge ও Wisdom। Know-

ledge—সামান্য সাধারণ জ্ঞান, আর Wisdom—বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান। শুধু তাহাই নহে। যে জ্ঞানকে আপনার আত্মভূত করা যায়, যাহা দ্বারা আমাদের চিন্তা কার্য্য প্রভৃতি সমুদায় নিয়মিত করা যায়, তাহাই বিজ্ঞান। সদা সত্যকথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা বলিবে না—এই নীতিজ্ঞান, যতক্ষণ আমরা প্রকৃত সত্যবাদী না হই, ততক্ষণ প্রকৃতরূপে লাভ হয় না। সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় না।

সাধারণ ভাবে সকল প্রকার জ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু গীতায় যে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র। এই জ্ঞান পরমার্থজ্ঞান। ইহা পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জ্ঞানের তিন স্তর। প্রথম আত্মজ্ঞান, দ্বিতীয় অক্ষর নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান, তৃতীয় সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান। এই ত্রিবিধ জ্ঞান একই, তাহাদের সমন্বয়েই পরম অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞান কিরূপে বিজ্ঞানসহিত লাভ করা যায়, কিরূপে পূর্ণ আয়ত্ত করা যায়, আপনার করিয়া লওয়া যায়, অপরোক্ষানুভবসিদ্ধ করা যায়, realige করা যায়, তাহা গীতা হইতে আমাদের বুঝিতে হইবে।

এই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারিলে, বিজ্ঞানসহিত লাভ করিতে পারিলে কি ফল হয়, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। আত্মবিজ্ঞানলাভ করিলে অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিত হইলে, দ্রষ্টা 'জ্ঞ'স্বরূপ আত্মভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয়, আত্মাতে সর্ব্বভূতকে ও সর্ব্বাত্মাতে বা পরমাত্মাতে আপনাকে ও সর্ব্বভূতকে দর্শন সিদ্ধ হয়। আত্মবিজ্ঞান হইতে অক্ষর নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শান্ত কূটস্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইলে, ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়, ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়। আর সগুণ সর্ব্বকারণ সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম-ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হইলে ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়—ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ হয় ও শাশ্বত অব্যয়পদপ্রাপ্তি হয়। এইরূপে বিজ্ঞানসহিত সমগ্র জ্ঞেয় পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, সর্ব্ব পরি-

চ্ছেদ দূর হয়, সর্ব্ব নামরূপ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মপদে প্রবেশ লাভ হয়—পরম মুক্তি হয়—সর্ব্বরূপ সংসারবন্ধন ঘুচিয়া যায়।

আত্মজ্ঞান অক্ষর নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক সদা সেই ভাবে ভাবিত হইলে, যখন সেই ভাব লাভ করা যায়, তখন সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। যে, যে ভাব সতত ভাবনা করে, সে সেই ভাব লাভ করে। যে কোন দেবতা ভাবনা করে, সে দেবব্রত—সে-ই দেবভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভাবনা দ্বারাই সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। একাগ্র ভাবে যাহা ভাবনা করা যায়, যাহা ধ্যান করা যায়, যাহাতে সমাহিত বা যোগযুক্ত হওয়া যায়, সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে আছে 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।' শ্রুতিতে আছে 'দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি।' (বৃহদারণ্যক, ৪।১।২)। যে দেবতার যজনা করিতে হইবে—সেই দেবভাবযুক্ত না হইলে সে দেব যজনা সিদ্ধ হয় না। দেবভাবযুক্ত না হইলে সে দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সর্ব্বত্র এই নিয়ম। এজন্য আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হইতে হইলে আত্মধ্যান করিতে হয়। সেই আত্মধ্যানসিদ্ধিতেই আত্মবিজ্ঞান লাভ হয়—অধ্যাত্ম জ্ঞানে স্থিতি হয়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনা-ফলে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিলে ব্রহ্মভাবযুক্ত ব্রহ্মভূত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" (মুণ্ডক, ৩।২।৯)। যিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০) এই ভাবনা করেন, তিনি 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' (বৃহদারণ্যক ৪।৪ ৬)। বিজ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয় ও ব্রহ্মভাবযুক্ত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি।' (মুণ্ডক, ২।২।৭)। সেইরূপ যে সর্ব্বভাবে ভগবান্‌কে পর ভক্তিযোগে নিত্য সর্ব্বদা ভাবনা দ্বারা তাঁহাকে বিজ্ঞানসহিত জানিতে পারে, সে ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয়, তাঁহাতেই প্রবেশ করে—ইহা গীতায় ও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের যে এইরূপ ফল হয়, ভগবান্‌কে বিজ্ঞানসহিত জানিলে যে পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, তাঁহাতে প্রবেশ হয়, ইহার হেতু কি ? পাশ্চাত্যদর্শন হইতেও আমরা ইহার আভাস পাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে Thought is Being. যেরূপ চিন্তা করা যায়, সেই ভাবও প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ইহার আরও গূঢ় অর্থ আছে। ইহার মূলে সৃষ্টিরহস্য নিহিত। এই সৃষ্টি জ্ঞানমূলক। এই সৃষ্টি জ্ঞানে কল্পিত, জ্ঞান-বিধৃত। সেই জ্ঞান—নিত্য এক অখণ্ড (Absolute) জ্ঞান,—তাহা ব্রহ্মজ্ঞান। এজন্য ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' (তৈত্তিরীয়, ২।১।১)। এই সৃষ্টি যেরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানে বিধৃত, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত—সৎ। যাহা জ্ঞান-স্বরূপ তাহাই সৎ-স্বরূপ। যাহা Thought, তাহাই Being। এই জন্য ব্রহ্ম যখন জ্ঞানস্বরূপে ঈক্ষণ করেন—'আমি বহু হইব,' তখন নামরূপদ্বারা সেই বহু কল্পনাতে—বহু ঈক্ষিত 'ইদং' মধ্যে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক দ্রষ্টা আত্মারূপে তাহাতে অবস্থিত হন, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় স্থিত হন,—আপন সদ্ভাব দ্বারা তাহাদের সত্তাযুক্ত করেন ও নিয়মিত করেন। ব্রহ্মজ্ঞান যখন এই বহু হইবার সঙ্কল্প দ্বারা অভিব্যক্ত হয়—তখন তাহা বিজ্ঞান। শ্রুতি বলিয়াছেন,—বিজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য ৭।৭।২ ; বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮)। এই বিজ্ঞান ব্রহ্মেরই শরীর।

"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাৎ অন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২২)—এই বিজ্ঞানেই সর্ব্বভূত সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

"বিজ্ঞানাৎ হি ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রযন্তি।"

(তৈত্তিরীয় উপঃ, ৩।৫।১)।

অতএব বিজ্ঞানশরীর ব্রহ্মে এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সেই বিজ্ঞানেই সর্ব্ব-ভূতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়। ব্রহ্ম বিজ্ঞানই সৎরূপে নানাভাবে

বিবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্মকল্পনা ব্রহ্ম সত্তায় সত্তাযুক্ত হয়, তাহা অসৎ নহে, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

এই অদ্বয় অনন্ত নিত্য অবিকৃত জ্ঞান বা বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য বা ভিন্ন কোন জ্ঞান নাই, বলিয়াছি। এই জ্ঞান—পরম জ্ঞান, ইংরাজী দর্শনের ভাষায় ইহা Absolute Transcendent Universal Reason। জীবচিত্তে এই জ্ঞানই সান্ত সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানাবৃত হইয়া প্রকাশিত হয়। চিত্তে ইহার অভিব্যক্তি হয়, চিত্তের পরিচ্ছেদ হেতু ইহা পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ (Limited) হয়। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই এই জ্ঞান অজ্ঞান নষ্ট করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে আরও বলিয়াছি যে, চিত্তে বা বুদ্ধিতে আত্মা—বা আত্মজ্ঞান ও আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া জড়চিত্ত চেতনবৎ হয়, বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপ হয়। সাত্ত্বিক বুদ্ধির রূপ যে এই জ্ঞান—ইহা সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্ত। চিত্তবদ্ধ আত্মাই আবার এই চিত্তপ্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া দর্পণে মুখ দর্শনের ন্যায়, আপনার রূপ দেখিতে পায়,—আপনার জ্ঞানস্বরূপ জানিতে পারে। চিত্ত যত সাত্ত্বিক যত নির্ম্মল স্বচ্ছ হয়, তত এই জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। দেহবদ্ধ দেহী আত্মা সেই চিত্তপ্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া সেই ভাবযুক্ত হয়। সে যাহা হউক, উক্তরূপে সেই এক নিত্য অদ্বয় অবিশেষ পরমব্রহ্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তে 'বৃত্তিজ্ঞানের' বিকাশ হয়। এই বৃত্তিজ্ঞান-বিকাশকালে 'অহং' ও 'ইদং' এই দ্বৈতভাবযুক্ত হয়। এইজন্য সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব হইয়া সাত্ত্বিক বৈকারিক ও ভূতাদি ত্রিবিধ ভাবযুক্ত হয়। বেদান্তের ভাষায় জ্ঞান,—জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়, বা প্রমাতাচৈতন্য প্রমাণচৈতন্য ও প্রমেয়চৈতন্য-রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এ জটিল তত্ত্ব এস্থলে আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

ইহাই জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞান নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ হইলেও বিকাশ-কালে অজ্ঞানাবৃত হয়—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়স্বরূপ হয়। এই বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধেও ব্রহ্মজ্ঞান পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় রূপ হন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সে যাহাহউক এই পরমজ্ঞানের প্রতিবিম্বচিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে বৃত্তি-জ্ঞান হয়, তাহাও বিকাশকালে এইরূপ 'জ্ঞাতা-জ্ঞেয়' বা 'অহং-ইদং' বা 'অহং-ত্বং'-এইরূপ দ্বৈতাত্মক হয়, এবং অহংকে ইদং হইতে ও ত্বং হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। এই দ্বৈতত্ব দূর হইলে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান একীভূত হইলে, জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করে। তখন বৃত্তিজ্ঞান—ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহ অতি-ক্রম করিয়া নিত্যজ্ঞানে একীভূত হয়। তখন জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যখন আমাদের জ্ঞানে আত্মা জ্ঞেয় হন, তখন সেই জ্ঞেয় আত্মা স্বরূপে জ্ঞানের পরিণতিতে, জ্ঞাতার সেই জ্ঞেয় আত্মাস্বরূপ লাভ করাতে সেই আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তখন ইদং বিবিক্ত 'আমি' জ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। সেই-রূপ জ্ঞানে পরমাত্মা অক্ষর ব্রহ্ম যখন জ্ঞেয় হন, তখন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্তিতে বা জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম একীভূত হইলে—জ্ঞাতা সর্ব্বাত্মা শান্ত অক্ষর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। আর জ্ঞানে যখন সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে জ্ঞেয় হন, তখন সেই পরমেশ্বর ভাব প্রাপ্তি হইলে—জ্ঞাতা জ্ঞেয় পরমেশ্বর ভাবে ভাবিত হইলে, সেই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এইরূপে এই জ্ঞানের সিদ্ধিতে বা বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভে জ্ঞাতা জ্ঞেয় একীভূত হয়, Subject Object মিলিয়া যায়, জ্ঞান অজ্ঞান মুক্ত হইয়া মায়াবন্ধন (Limitations) দূর করিয়া স্বরূপ লাভ করে—পরম ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিতি হয়। আত্মার জীবভাব ঘুচিয়া যায়—আর বৃত্তিজ্ঞানের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে পরিচ্ছিন্ন ভাবে দর্শন করে না। চিত্ত বৃত্তিশূন্য হওয়ায় ব্রহ্মাকারে স্থিতি সিদ্ধ হয়।

আমাদের জ্ঞানে এইরূপে এই এক নিত্য ভূমা জ্ঞানসাগরে মিলাইয়া

যাইতে পারে। বলিয়াছি ত, আমাদের জ্ঞান—বুদ্ধিরই একরূপ—এক ভাব। তাহাই তাহার আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্বিত রূপ। বুদ্ধি সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হইলে, বৃত্তিশূন্য হইলে, সেই প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর হয়, বৃত্তিজ্ঞানে আত্মজ্ঞানই প্রকাশিত হয়। এই নির্ম্মল বুদ্ধির স্বরূপ বা ভাব যে জ্ঞান, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, তাহাতে অমানিত্ব অদম্ভিত্ব প্রভৃতি যে সকল ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই জ্ঞান (গীতা, ১৩।৭-১১)। সেই জ্ঞানের এক প্রধান ভাব 'অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব' আর অন্য এক প্রধান ভাব ভগবানে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন ও সেই জ্ঞানের এক স্বরূপ। এই জ্ঞানেই জ্ঞেয়—'ব্রহ্ম অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম।' এই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হইলে, এই জ্ঞেয়-ব্রহ্মাকার হইলে পরমব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়—পরামুক্তি লাভ হয়। Thought is Being,—এই তত্ত্বের ইহাই পরম অর্থ। Absolute thought বা নিত্য অদ্বয় পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই Absolute Being বা নিত্য অদ্বয় ব্রহ্ম-ভাব লাভ করাই আমাদের পরম পুরুষার্থ।

আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মজ্ঞান, অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান বিজ্ঞানসহিত পরিণামে লাভ করিলে তবে পরমব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, এক পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয়, পরামুক্তি—পরম নির্ব্বাণ লাভ হয়। এক্ষণে এই জ্ঞান কি উপায়ে কিরূপ সাধনায় বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান কিরূপে বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হয়, তাহা এস্থলে জানিতে হইবে। কেন না ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান। নির্গুণ অক্ষর 'ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের সহিত সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, তবে সেই পরম জ্ঞেয় পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব-দর্শন সিদ্ধ হয়, পরমেশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞানেই অক্ষর পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য বিজ্ঞান সহিত এই পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।

বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভের উপায়।—কিরূপে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ হইতে পারে, পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। আমরা ইহা আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিরূপে আত্মজ্ঞান অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান, অব্যয় সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমেশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, কিরূপে এই জ্ঞান একীভূত হইয়া বিজ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আমরা আলোচনা করিব।

জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, ইহা আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেই জ্ঞান কিরূপ জ্ঞান এবং কিরূপে তাহা হইতে মুক্তি হয়, তাহা বিশেষ ভাবে আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। কেবল গীতা হইতেই আমরা তাহার সমগ্র তত্ত্ব জানিতে পারি। ন্যায়-দর্শন অনুসারে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থ জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়। ন্যায়-দর্শন তর্ক শাস্ত্র। ন্যায়-দর্শন অনুসারে তর্ক যুক্তি দ্বারা বাদ বিতণ্ডা জল্পনা প্রভৃতি দ্বারা প্রমেয় বিষয়ের জ্ঞান-সিদ্ধি হয়। আত্মা এই 'প্রমেয়'র অন্তর্গত। ন্যায়দর্শন এইরূপে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু কেবল তর্ক ও যুক্তির দ্বারা সে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ, ২।৯) ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত। কেবল 'মনন' দ্বারা আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় না। আর আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন 'প্রমেয়' বিষয় জ্ঞান মুক্তির কারণ হইতে পারে না।

ন্যায় দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনেও দ্রব্য গুণ প্রভৃতি ষট্ পদার্থ-জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। দ্রব্য নয় প্রকার, তাহার মধ্যে 'আত্মা'—মন দিক্ কাল প্রভৃতির ন্যায়—এক দ্রব্য মাত্র। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারা সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান হইতে এই আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। ঐরূপ যুক্তি তর্ক বা বিচার দ্বারা যে প্রকৃত আত্ম-

বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে 'ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের কোন কথা নাই। তবে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ আত্মাকে সামান্য ও বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া, বিশেষ আত্মা বা পরমাত্মা ঈশ্বরতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। সে যাহা হউক ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞান লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে না। আর সে আত্মজ্ঞানও যথেষ্ট নহে।

সাংখ্যদর্শনেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য 'আত্মজ্ঞান'কে সাংখ্যজ্ঞান বলে। এই আত্মাই সাংখ্যের পুরুষ। আত্মা প্রকৃতিজ শরীরে বদ্ধ হইয়া 'পুরিশায়ী' হন বলিয়া পুরুষ। প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত,—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষতত্ত্ব জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই সাংখ্যজ্ঞান; ইহাকে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান দ্বারা স্বরূপ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—প্রকৃতিজ বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে ভিন্ন—ভৌতিক দেহ হইতে ভিন্ন—ইহা সিদ্ধান্ত হয়। প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্ত্বে যে বৃত্তিজ্ঞানের বিকাশ হয়, আত্মা সে জ্ঞানের প্রকাশক মাত্র,—সে জ্ঞানের স্বরূপ নহে, প্রকৃতিজ অহংকারে যে 'ইদং' হইতে পৃথক অহং ভাবের বিকাশ হয়; আত্মা যে 'অহং'-স্বরূপ নহেন, সাংখ্যদর্শন হইতে সে জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হইবার উপায় কি? সাংখ্যদর্শনে আছে,—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"
(সাংখ্যকারিকা, ৬৪)।

অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্ত তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরসহকারে অনুষ্ঠান করিলে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তত্ত্বের এইরূপ অভ্যাস দ্বারা

তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। সংশয় ও বিপর্য্যয় দূর হওয়ায় সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ হয় এবং সে জ্ঞান আর বিপর্য্যয় বা মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হয়না বলিয়া—অর্থাৎ তখন মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হয় বলিয়া, তাহা 'কেবল' হয়—কৈবল্য মুক্তির কারণ হয়। এইরূপে তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা যে বিশুদ্ধ 'কেবল'-জ্ঞান বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার আকার 'ন অস্মি, ন মে, ন অহং' অর্থাৎ আমার কোন ক্রিয়া নাই, কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই, আমি কর্ত্তা নহি। অর্থাৎ অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিতে, অভিমানাত্মক অহঙ্কারে, সঙ্কল্পাত্মক মনে, আলোচনাত্মক ইন্দ্রিয়ে বা স্থূলদেহে—যে আমি বোধ—যে আত্মাধ্যাস—তাহা আত্মা নহে, বুদ্ধি প্রভৃতির যে ধর্ম্ম বা বৃত্তি ও যে সমুদায় বাহ্যব্যাপার, তাহা আত্মার নহে। আত্মাতে কোন ব্যাপারের সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমি নহি বা আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, 'আমি জানি—আমি যজ্ঞদান হোম করি, ভোগ করি ইত্যাদি কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম আত্মাতে নাই। (গৌড়পাদ ভাষ্য)। এইরূপে আত্মাতিরিক্ত বা আত্মা হইতে ভিন্ন অনাত্মবস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া, বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় প্রকৃতিজ তত্ত্ব হইতে ভিন্ন করিয়া আত্মতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ যত্নপূর্ব্বক আলোচনা বা অভ্যাস দ্বারা যখন সে সম্বন্ধে আর সংশয় বা ভ্রম থাকে না, কেবল সেই আত্মজ্ঞানে অবস্থিত হওয়া যায়, তখন আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

এইরূপে তত্ত্বাভ্যাসই যে আত্মবিজ্ঞান লাভের উপায়, তাহা সাংখ্য-দর্শনে বিবৃত হইয়াছে। এই অভ্যাস—এক অর্থে ধ্যানযোগেরই অন্ত-র্গত। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই ধ্যান-সিদ্ধি হয়। চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য যে চেষ্টা বা বৃত্তিহীন চিত্তের প্রশান্ত ভাবে স্থিতির জন্য যে দীর্ঘকাল নিরন্তর প্রযত্ন, তাহাই পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে অভ্যাসের লক্ষণ। সাংখ্যদর্শন অনুসারে তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান—অনাত্ম বস্তু হইতে ভিন্নপ্রকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মজ্ঞান এইরূপে অভ্যাস করিলে সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। কেন না, এই ধ্যান দ্বারা চিত্তের রাগ দ্বেষ দূর

হয়, চিত্ত শান্ত নির্ম্মল হয় এবং নির্ম্মল চিত্তেই আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়— দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়।

পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে দ্রষ্টা আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। সমাধি সিদ্ধিতে চিত্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে এই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। মূঢ় ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন চিত্ত একাগ্র হয় অথবা সর্ব্ববৃত্তি শূন্য হইয়া সমাধিস্থ হয়, তখন নির্ম্মলচিত্তে আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইলে আত্মার-স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। এজন্য পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র অনুসারে আত্মজ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইলে, ধ্যানযোগ সাধনা দ্বারা সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হয়।

বেদান্ত শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আত্মজ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিবার উপায় বা বিজ্ঞানসহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রুতিতে আছে যে

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি; আত্মনো বা অরে দর্শনেন
শ্রবণেন, মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।

(বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৪।৫)।

এইরূপ শ্রুতি মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, আত্মবিজ্ঞান লাভ করিবার উপায় দর্শন (শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা দর্শন) শ্রবণ (বা আচার্য্যের নিকট শ্রবণ অথবা স্বাধ্যায় কিংবা শাস্ত্র শ্রবণ) মনন (বা তর্কযুক্তি বা বিচার বিতর্ক দ্বারা অনুচিন্তন) ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যান আত্মার উপাসনাও অনেক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপঃ ৫।১২।১-২ দ্রষ্টব্য)। তাহা নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত।

এইরূপে বহু সাধনা দ্বারা বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"
(কঠ, ২।২৩ ; মুণ্ডক, ৩।২।৩)

মুণ্ডক উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তমসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"

অর্থাৎ 'প্রবচন দ্বারা',মেধা দ্বারা বা বহু শ্রুতি বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা আত্মা লভ্য নহেন। বলহীনেরা অর্থাৎ যাহাদের সাধন-সামর্থ্য নাই তাহারা এ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। প্রমাদ (ঔদাস্য) অলিঙ্গ (সন্ন্যাসাদি আশ্রয়-বিরহিত) অবস্থা এমন কি তপস্যা দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। যে বিদ্বান্ বেদান্ত-বিহিত উপায়সকল দ্বারা প্রযত্ন করেন, তাঁহারই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

উপনিষদ্ অনুসারে জীবাত্মা ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম (মাণ্ডূক্য, ১)। এই আত্মা বা ব্রহ্ম—সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বান্তর, সর্ব্বভূতাত্মভূত আত্মা (বৃহদারণ্যক ৩।৪।১)। এই আত্মাই এই সমুদায় (ছান্দোগ্য ৭ ২৫।২)। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মবিজ্ঞান দ্বারা 'ইদং সর্ব্বম্' বিদিত হয়। আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিলে, এইরূপে আত্মাকে অক্ষর কূটস্থ, সর্ব্বগত অবর্ণ নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবে জানা যায় এবং তাহা হইতে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়। শ্রুত্যুক্ত এই আত্মজ্ঞান-পরমব্রহ্ম বিজ্ঞানের অন্তর্গত। তাহা পৃথক্ ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই।

বিজ্ঞান সহিত এই আত্মজ্ঞান লাভের আর এক উপায়, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ অবরোধ— সে জ্ঞানের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থার বিশেষ জ্ঞান ওঁকারের ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধ বা অমাত্রার জ্ঞান। এ সকল তত্ত্ব এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

গীতায় এই আত্মজ্ঞান ও তাহা বিজ্ঞানে পারণত করিবার উপায় প্রথম ষট্‌কে উক্ত হইয়াছে। তাহা সংক্ষেপতঃ ত্রয়োদশ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে,—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥"
'অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।'

(গীতা, ১৩।২৪, ২৫)

অতএব শ্রবণ ও উপাসনা দ্বারা আত্মা সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞাম হয়। কিন্তু সাংখ্য ও যোগ দ্বারা, ধ্যানযোগ দ্বারা বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। আমরা ব্যাখ্যাভূমিকায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, যদিও এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আত্মস্বরূপে স্থিত হইতে হইলে—আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হইলে—এই বিভিন্ন উপায় সমুচ্চয়ভাবে পরিশেষে সাধন করিতে হয়। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ সমুচ্চয় ভাবে সাধনাই আত্মবিজ্ঞান লাভের উপায়। গীতার প্রথম ষটকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিজ্ঞান সহিত অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আত্মজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। বেদান্তদর্শনে ও গীতায় ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্য কোন

দর্শনে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। ন্যায়—বৈশেষিক দর্শনে বহু আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং প্রমেয় দ্রব্য বা বস্তু মধ্যে আত্মা এক দ্রব্য বা বস্তু এবং অন্য বস্তু হইতে তাহার ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে; এই রূপে আত্মার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনেও বহু পুরুষ বা বহু আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরিণতি বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে পুরুষের প্রভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল দর্শন শাস্ত্র হইতে অদ্বৈত এক অর্থ ও ভূমা আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। আত্মা যে সর্ব্বান্তর, সর্ব্বগত অপরিচ্ছিন্ন অবিভক্ত—সর্ব্বভূতান্তর্ভূত—তাহা সিদ্ধ হয় না। সেই সর্ব্বান্তর সর্ব্বভূতান্তর্ভূত এক অদ্বয় আত্মাই ব্রহ্ম। তাহাই শান্ত আত্মা—তাহাই জ্ঞানাত্মা, মহানাত্মা, অব্যক্ত হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা (কঠ, ৩।১৩); তাহাই অক্ষয়, কূটস্থ, নির্গুণ ব্রহ্ম। গীতা অনুসারে এই ব্রহ্ম 'অক্ষর অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ধ্রুব (গীতা, ১২।৩)। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ, সম (গীতা, ৫।১৬)। ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত (গীতা, ১৩।১৬)। ব্রহ্ম সর্ব্বদেহে—দেহ ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা (গীতা, ১৩।২২)।

এইরূপে "আত্মতত্ত্ব দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান হয় (শ্বেতাশ্বতর, ২।১৫), যে আত্মতত্ত্ব দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষিত হয় (মুণ্ডক, ২।২।৩-৪) যে আত্মধ্যান দ্বারা সর্ব্বাত্মা অক্ষর ব্রহ্মধ্যান সিদ্ধ হয় (শ্বেতাশ্বতর, ১।১৪) সেই অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতি, (উপনিষদ্) বেদান্ত ও গীতা হইতেই জানা যায়। এই অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিবার উপায়ও শ্রুতিতে ও বেদান্তে বিশেষ ভাবে (গীতা ১৩।৪) উপদিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়; জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ইহা পরিস্ফুট হয়, ও ধ্যানযোগ এবং উপনিষদুপদিষ্ট উপাসনা দ্বারা (গীতা ১২।৩-৪) ইহা বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

(গীতা, ৬।২ শ্রুতিতেও আছে ,—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি অত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতি॥"

(ঈশোপনিষদ্, ৬)।

অন্যত্র আছে—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

(কঠ, ৫।১২)।

যিনি কেবল ধ্যানে চিত্ত দ্বারা আপনার মধ্যে এই সর্ব্বাত্মাকে দর্শন করিয়া, সেই আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বভূতকে মায়িক স্বপ্নবৎ কল্পিত ভাবিয়া মায়িক দেহরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাকেই ব্রহ্ম রূপে ধারণা করিতে পারেন ; কিন্তু যদি তিনি সর্ব্বভূতে এই আত্মাকে দর্শন করেন, তবে আর সর্ব্বভূতকে মায়িক বলিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম দর্শন করিয়া অক্ষর কূটস্থ ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হইতে পারেন।

যাহা হউক, এই অক্ষর অব্যক্ত কূটস্থ ব্রহ্মজ্ঞান—এই সর্ব্বভূতাত্মভূত আত্মজ্ঞান কিরূপে বিজ্ঞানে পরিণত হয়, কিরূপে তাহার উপাসনা করিতে হয়, তাহা গীতায় বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই, ভগবান্ বলিয়াছেন যাহারা অব্যক্তে বা নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত-চিত্ত, তাহাদের ক্লেশ অধিকতর—দেহিগণ অতিকষ্টে এই অব্যক্ত গতি বা নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় (গীতা, ১২।৫)। যাহা হউক, এই দ্বাদশ অধ্যায়ে বিজ্ঞান সহিত অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় যে উপাসনা, তাহার ইঙ্গিত

আছে (১, ৩ ও ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এবং অষ্টম অধ্যায়ে (১১-১২, ১৩, ২০ ও ২১ শ্লোক) এই কূটস্থ অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মধ্যান পূর্ব্বক মৃত্যু ফলে যে গতি হয়, তাহার তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। ধ্যানযোগে উপাসনার সিদ্ধিতেই যে এই অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি।

বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান—আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে—কেবল কূটস্থ অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান যথেষ্ট নহে। তাহা পরম ব্রহ্মজ্ঞান নহে। পরম ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ, এবং এই সগুণ বা নির্গুণ—সর্ব্বভাবাতীত, সর্ব্বাতীত অনির্ব্বার্য্য, অপ্রমেয়, নির্ব্বিশেষ। শ্রুতিতে এই রূপেই ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন, এস্থলে এবং ব্যাখ্যা ভূমিকায় আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব আত্ম-জ্ঞানের মধ্য দিয়া, অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়া, ও সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-জ্ঞানের মধ্য দিয়া এই জ্ঞানকে একীভূত করিয়া সেই অবিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম (গীতা, ১৩।১৫) ব্রহ্মতত্ত্ব—যে পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় হইতে পারেন তাহা জানা যায়; এবং সেই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মজ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারা যায়। এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব পরে তৃতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লে-খের প্রয়োজন নাই। যে পরমেশ্বর-তত্ত্ব বা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা প্রধানতঃ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই এই দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। এই তত্ত্ব পূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই পরমেশ্বর-জ্ঞান কিরূপ, এবং কি উপায়ে তাহা বিজ্ঞানে পরিণত হয়, তাহাই বিশেষ ভাবে এস্থলে বুঝিতে হইবে।

এই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান আমাদের দর্শন শাস্ত্র মধ্যে বেদান্ত দর্শন ব্যতীত অন্য কোন দর্শন হইতে লাভ করা যায় না। এই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভূত মহেশ্বর সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান

বেদান্ত ব্যতীত অন্য কোন দর্শন শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই তাহা বলিয়াছি, পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত 'ঈশ্বর' জ্ঞানানবচ্ছিন্ন নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বিশেষ মাত্র। শ্রুতিতে—বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা এই পরমেশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারি, পরম ব্রহ্মে অক্ষর এবং ভোগ্য, 'ক্ষর' প্রধান বা প্রকৃতি ভোক্তা, অক্ষর আত্মা, ও সর্ব্ব ঈশ্বর সর্ব্ব প্রেরয়িতা এক দেব সর্ব্বভূত মহেশ্বর, এই তিন ভাব প্রতিষ্ঠিত তাহা জানিতে পারি (শ্বেতাশ্বতর ১।৭, ১০) এই প্রেরয়িতা ভাবে ব্রহ্ম এ বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা, (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৭), পরম মহেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ৬।৭)। তিনি পরাখ্য মায়াশক্তিযুক্ত (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮), তিনি সর্ব্বভৃৎ ঈশ—ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বকে ভরণ করেন (শ্বেতাশ্বতর, ১।৮)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই পরমেশ্বর-তত্ত্ব যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা করা যাইতে পারে। এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ এই ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে আছে যে—এই ঈশ্বর এক, জ্ঞানবান্ (মায়াবী), স্বশক্তি দ্বারা সর্ব্ব লোককে নিয়মিত করেন। তিনিই জগতের একমাত্র উদ্ভব ও সম্ভব বা স্থিতির কারণ (১)। তিনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বলোককে ঈশন—বা শক্তি দ্বারা নিয়মিত করেন, তিনি সর্ব্বজনের পশ্চাতে বর্ত্তমান, তিনিই সমুদয় ভুবন সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও অন্তকালে সংহার করেন (২)। সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র বাহু, সর্ব্বত্র পাদ। তিনি পৃথিবীর স্রষ্টা (৩)। তিনি দেবগণের প্রভব ও উদ্ভবের কারণ, সেই বিশ্বরূপ রুদ্র হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছেন (৪)। তিনি জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, মহান্, প্রতি শরীরে স্থিত,—সর্ব্বভূতে গূঢ় বা প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত, বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা বা ব্যাপক ঈশ্বর (৭)। তিনিই পরম পুরুষ তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অমৃতত্ব লাভের আর অন্য পন্থা

নাই (৮)। তাঁহা হইতে পর বা অপর কিছুই নাই, তাঁহা হইতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছুই নাই, তিনি অদ্বিতীয়, বৃক্ষের ন্যায় স্থির, আকাশে (সূর্য্য-মণ্ডলে ধ্যেয় পুরুষ রূপে) স্থিত। সেই পুরুষ দ্বারা এই সমুদায় পূর্ণ (৯), অথচ তিনি এ জগতের অতীত অরূপ, অনাময় (১০)। সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বানন-শিরগ্রীবাযুক্ত (সর্ব্বভূতরূপ) সর্ব্বভূতের হৃদয় উহাতে স্থিত, সর্ব্বগত শিব (১১)। তিনি মহান্ প্রভু, পুরুষ, সর্ব্ব সত্তার প্রবর্ত্তক, সুনির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, অব্যয়, পরম পদ প্রাপ্তির নিয়ন্তা (১২)। তিনিই সর্ব্বজনের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট অন্তরাত্মা পুরুষ ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও ব্যাপক (অঙ্গুষ্ঠমাত্র)। তিনিই সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ্ পুরুষ—পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া তাহার উর্দ্ধে অবস্থিত, (১৪)। যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সেই পুরুষই এ সমুদায়, তিনি অমৃতত্বে ও অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত সকলেরই ঈশান (১৫)। তিনিই সর্ব্বতঃ পাণিপাদ...বিশ্বরূপ। সকলের প্রভু ঈশান বৃহৎ, ও সকলের শরণ (১৬, ১৭)। তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা, হইয়াও নবদ্বার দেহে দেহী হইয়া স্থিত ও দেহের বাহিরে গমন করেন (১৮)। তিনি হস্তপদশূন্য হইয়াও বেগবান্ ও গ্রহীতা, তিনি অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন, অকর্ণ হইয়াও শ্রবণ করেন, তিনিই জ্ঞেয় বিষয় জানেন, তাঁহার অন্য জ্ঞাতা নাই, তিনিই আদি মহান্ পুরুষ (১৯)। তিনিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতে মহত্তর আত্মারূপে জন্তুগণের হৃদয়গুহায় নিহিত (২০)। তিনি অভয় পুরাণ, সর্ব্বাত্মা বিভু বলিয়া সর্ব্বগত, তাঁহার জ্ঞানই জন্ম-নিরোধের কারণ (২১)।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অন্যত্রও এইরূপে এই ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তিনিই দেবগণের অধিপ, তাঁহাতেই সমুদায় লোক অধিষ্ঠিত, তিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বের একমাত্র অধিষ্ঠাতা। তিনি অনেক-রূপ তিনি ভুবনের গোপ্তা, বিশ্বের অধিপতি,

সর্ব্বভূতে গূঢ়, সদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৩-১৭)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্বের দ্বারাই এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব এই অজ ধ্রুব—সর্ব্বতত্ত্ব দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বও জানা যায় (শ্বেতাশ্বতর, ২।১৫);—যে দেব সর্ব্বদিক্‌-রূপে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রথম সম্ভূত হন, জীবরূপে গর্ভের মধ্য দিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, সকলের পশ্চাতে বর্ত্তমান থাকেন (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৪) তাঁহাকে জানা যায়।

"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু…"শ্বেতাশ্বতর ২।১৭)—তাঁহাকে জানা যায়।

পরম ব্রহ্মই যে জগৎকারণরূপে পরাখ্য মায়া শক্তিমান্‌রূপে পরমেশ্বর তাহা অন্য শ্রুতিতেও উপদিষ্ট হইয়াছে। এই 'ঈশ' দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত ("ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং'—ইতি ঈশোপনিষদ)। এই ঈশই সগুণ ব্রহ্ম পরম পুরুষ পুংলিঙ্গ 'সঃ' শব্দ দ্বারা অভিহিত।

তিনি দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ অজ বাহ্যান্তরস্থ পর অক্ষর হইতেও পর বা শ্রেষ্ঠ (মুণ্ডক, ২।১।২)। তিনিই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (মুণ্ডক, ২।১।৪)। তিনিই পুরুষরূপে এই বিশ্ব—তিনি কর্ম্মরূপ পর—অমৃত ব্রহ্ম। তৎপদ-বাচ্য অক্ষর ব্রহ্মও তিনি (মুণ্ডক, ২।২।২)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেদ (মুণ্ডক, ২।২।৭), তিনি রুক্ম বর্ণ, কর্ত্তা ঈশ পুরুষ, ব্রহ্মযোনি (বা হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মের উৎপত্তি-কারণ) (মুণ্ডক, ৩।১।৩; শ্বেতাশ্বতর, ৫।৬) তাই গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—মহৎব্রহ্ম তাঁহার যোনি (গীতা, ১৪।৩)। তিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী (মাণ্ডুক, ৬)।

এইরূপে উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই ঈশ্বরতত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, অন্য কোন উপনিষদে ইহা সেরূপ বিবৃত হয় নাই। ইহার

কারণ এই যে, উপনিষদ শাস্ত্রে ব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদ্য। উপনিষদে সর্ব্ব ভাবে এই ব্রহ্মতত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ—আত্মা বা পরমাত্মাস্বরূপে, সগুণ ঈশ্বর স্বরূপে বা পুরুষরূপে অক্ষর কূটস্থ নির্গুণরূপে ও সর্ব্বাতীত, নির্ব্বিশেষ, অনিবার্য্য অজ্ঞেয় ভাবে সেই ব্রহ্মকেই উপদেশ করিয়াছেন। উপনিষদে সাধারণতঃ এ ভাবে বিশ্লেষ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই। তবে উপনিষদ্ নির্গুণ, নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ, প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মকে 'তৎ' শব্দ দ্বারা ও 'নেতি নেতি' এই নিষেধ মুখে ইঙ্গিত করিয়াছেন, আর সগুণ, সোপাধিক, সবিশেষ, বিশ্বকারণরূপে ব্রহ্মকে "সঃ" এই পুংলিঙ্গ-বাচক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পুংলিঙ্গ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পুরুষরূপে জ্ঞেয় ও ধ্যেয় সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর।

বেদান্ত দর্শনেও এই ব্রহ্মতত্ত্বই বিচার্য্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। এবং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই তটস্থ লক্ষণা দ্বারা—বেদান্ত শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা ও শাস্ত্র সমুচ্চয় পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বই নির্ণীত হইয়াছে। সগুণ ভাবেই যে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন, তাহা বেদান্ত দর্শন হইতে সিদ্ধান্ত হয়। তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, পরমাত্মারূপে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বের নিয়ন্তা—কর্ত্তা হন; এবং তিনিই লয়কালে এ বিশ্ব সংহার করেন, চরাচর গ্রাস করেন। এ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে। এইরূপে এজগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে সগুণ ভাবে—সোপাধিক ভাবে তটস্থ লক্ষণা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে জানিতে পারি। এই সোপাধিক সগুণ ভাবেই ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ পরমেশ্বর, আর উপাদান কারণ রূপে 'অব্যক্ত' রূপে জগদ্‌যোনি, এই অব্যক্তই পরমাত্মা পরমেশ্বরের কারণ-শরীর। (বেদান্ত দর্শন, ২।৪।১-৭ সূত্র)।

উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদান্ত দর্শনে তাহা সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; এবং ব্রহ্মের যে সগুণ ভাব যে পরমেশ্বর ভাব তাহা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদে

ব্রহ্মতত্ত্ব নানাস্থানে নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যিনি জ্ঞেয় ধ্যেয় ও উপাস্য তাঁহাকে শ্রুতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও শ্রুতি তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন। পরম ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচর,—অনির্ব্বাচ্য, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নেতি নেতি নিষেধ মুখে কেবল নির্দ্দেশ্য—সুতরাং অবিজ্ঞেয়। আবার শ্রুতিই ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন। ব্রহ্মই—নির্গুণ, অক্ষর কূটস্থ, শান্ত শিব, অদ্বৈত প্রপঞ্চোপসম, কেবল—'তৎ' শব্দবাচ্য। আর ব্রহ্মই সগুণ সবিশেষ 'সঃ'শব্দবাচ্য পরমেশ্বর,—বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বকারণ। জ্ঞেয় ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। তিনি বাক্, প্রাণ, আকাশ, মন, অন্ন প্রভৃতি রূপে, সত্যজ্ঞান-আনন্দস্বরূপে, অক্ষররূপে ওঁকাররূপে নানাভাবে জ্ঞেয়। ব্রহ্মই 'অহং'-পদবাচ্য আত্মা। ব্রহ্মই ইদং-পদবাচ্য—"ইদং সর্ব্বং"। আর যে স্থলে উপাস্য সম্বন্ধে উপনিষদে উপদেশ আছে,—সে স্থলেও প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ, চক্ষুর অন্তর্বর্ত্তী পুরুষ, আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, জলে অগ্নিতে বিদ্যুতে বা চন্দ্রে অধিষ্ঠাতা পুরুষ বা অধিদৈবত পুরুষ, ওঙ্কার, তেজঃ, আত্মা, প্রভৃতিই উপাস্যরূপে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আপাত-বিরোধ বোধ হয়। বেদান্তদর্শন সেই সমুদায় সমন্বয় করিয়া এই সমুদায় আপাত-বিরোধের মীমাংসা করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মতত্ত্বই স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সর্ব্বভাবে ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয় ধ্যেয় ও উপাস্য। আমরা ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন অনুসন্ধান করিয়া এইরূপে নানা ভাবে উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্বকে বিশ্লেষ করিয়া দুই ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। এক নির্গুণ নিরুপাধি, নির্ব্বিশেষ, অনির্দ্দেশ্য অপ্রমেয় ব্রহ্মতত্ত্ব,—আর এক সগুণ, সোপাধিক, সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। সেই এক পরম অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব

প্রধানতঃ এই দুইভাবে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই বিশ্লেষণেই শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্যের বিশেষত্ব। কিন্তু তাঁহার মতে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব মায়িক। উপাসনার সাহায্যার্থ এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষদে নানা ভাবে কল্পিত হইয়াছে। অতএব নিরুপাধিক নির্গুণ ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। তিনি নির্বিশেষ সর্ব্বাতীত, অবিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বকে এই অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। তাহার আর বিশ্লেষণ করেন নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রধানতঃ এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন। কেবল নিম্বার্কাচার্য্য এই উভয়বাদ সমন্বয় করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাভূমিকায় ইহা বিবৃত হইয়াছে। সেস্থলে আমরা এই বিভিন্ন বাদ-বিবাদের সমন্বয় করিয়া, উপনিষদুপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরম ব্রহ্ম 'শান্ত আত্মা'স্বরূপে অক্ষর কূটস্থ নির্গুণভাবে যেরূপ জ্ঞেয়, এবং অব্যয় সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা পাতা বিধাতা নিয়ন্তা ও সর্ব্বরূপে—সগুণভাবে যেরূপ জ্ঞেয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত নিরুপাধিক নির্বিশেষভাবে অবিজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য, এই সগুণ ও নির্গুণ ভাবের অতীত কেবল ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ্য। উক্ত সগুণ ও নির্গুণ অব্যয় ভাব—সেই অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞেয় অচিন্ত্য ভাবেরই অন্তর্ভূত। ইহাই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব। এইরূপে এই ত্রিবিধভাবে আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরমব্রহ্ম সগুণ সবিশেষভাবে আমাদের ধ্যেয় ও উপাস্য হন। সেই ভাবই প্রধানতঃ উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বেদান্তদর্শনেও তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা বলিয়াছি যে 'আত্মতত্ত্বের' বা সর্ব্ব 'অহং' তত্ত্বের মধ্য দিয়া নির্গুণ অক্ষর কূটস্থরূপে তিনি জ্ঞেয় হন; আর সর্ব্ব 'ইদং' তত্ত্বের মধ্য দিয়া এই 'অহং'-'ইদং' উভয় তত্ত্ব সমন্বয় বা সংশ্লেষপূর্ব্বক, এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের জ্ঞেয় হন, এবং সেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান হইতে সেই বিশ্ব-কারণ বিশ্বরূপ বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর আমাদের ধ্যেয় ও উপাস্য

হন। এই সগুণ ব্রহ্মের অনন্তভাব মধ্যে যাহা যাহা প্রধান ভাব বা বিভূতি, বিশেষতঃ যাহা পরম ভাব তাহাই এইরূপে আমাদের ধ্যেয় ও উপাস্য হয়। এইরূপে উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন হইতে আমরা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমেশ্বরতত্ত্ব ও পরমেশ্বরের যাহা পরম ভাব পুরুষোত্তমস্বরূপ তাহা জানিতে পারি। এইরূপেই গীতায় ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার ন্যায় এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্ব্বক, এক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। গীতা হইতেই আমরা বিশেষভাবে এই পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অন্যান্য উপনিষদে এবং বেদান্তদর্শনে তাহার ইঙ্গিত আছে মাত্র। ইহা গীতার এক বিশেষত্ব *।

গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব—আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে গীতার প্রথম ষট্‌কে আত্মজ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট অক্ষর কূটস্থ ব্রহ্মজ্ঞান ও সেই জ্ঞান লাভের উপায় উক্ত হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান ও তাহা লাভ করিবার উপায় বিবৃত হইয়াছে; আর গীতার তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব পুরুষোত্তমতত্ত্ব প্রকৃতিজ ত্রিগুণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্ব-জ্ঞানের সাধন বিবৃত হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক হইতে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইবে। দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সে স্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব এই সকল তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা বিবৃত হইয়াছে? অষ্টম অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে; এবং প্রয়াণকালে ঈশ্বর কিরূপে জ্ঞেয় হন, তাহা বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে

* গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রণীত উপাদেয় গ্রন্থ 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' দ্রষ্টব্য।

এই নবম অধ্যায়ে বিজ্ঞানসহিত ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে অন্য জ্ঞাতব্যতত্ত্ব যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বা জড়-জীবময় জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে তটস্থ লক্ষণা দ্বারা প্রথমে এই ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিতে হয়। এজন্য এ অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥" (গীতা, ৯।৪-৬)।

আমরা পূর্ব্বে উক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে (এই খণ্ডের ৩২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই কয় শ্লোকোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম—সৎ বা অসৎ কোন-রূপ শব্দদ্বারা যিনি বাচ্য নহেন, যিনি প্রপঞ্চাতীত—সেই অজ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব যে আমাদের ধারণার অতীত তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার নির্গুণ অক্ষর কূটস্থ পরমভাব যাহা জগতের আধার বা অধিকরণ হইয়াও জগদতীত, তাহা আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারে, এবং যাহা তাঁহার সগুণ সোপাধিক ভাব—যাহা এ বিশ্ব জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তাহাও আমাদের জ্ঞেয় ও উপাস্য হইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সগুণ ভাবেই ব্রহ্ম ঈশ্বর। তিনিই বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা জগতে ওতপ্রোত (Immanent)। আর তিনিই বিশ্ব জগতের আধার, ব্যাপক নিত্য কারণরূপে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমুদায় ব্যাপ্ত, সর্ব্বভূতের আধার ও নিয়ন্তা হইয়াও সর্ব্বাতীত (Transcendent)। তাঁহাতে ভূতগণ স্থিত হইয়াও স্থিত নহে, ভূতগণেও তিনি অবস্থিত অথচ অবস্থিত

নহেন। পরমেশ্বর আত্মারূপে ভূতভৃৎ ভূতভাবন হইয়াও ভূতস্থ নহেন। এই পরম ঐশ্বরীয়-যোগ—এই পরম গূঢ়তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে পরমেশ্বরের এই নির্গুণ (Transcendent, ও সগুণ (Immanent) স্বরূপ আমরা যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরেও তাহা উল্লিখিত হইবে। সুতরাং এ স্থলে আর তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

ঈশ্বরের এই যে বিশ্বানুগরূপ (Immanent) এবং বিশ্বাতীত (Transcendent) ভাব,—ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ মাত্র এ স্থলে বুঝিতে হইবে।

যাহা নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ অপ্রমেয় অবিজ্ঞেয়, যাহা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা সর্ব্বসম্বন্ধাতীত হেতু আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেয় নহেন ; এজন্য তাঁহাকে জ্ঞানাতীত (unknowable) বলা হয়। তাঁহাকে সর্ব্বাতীত (Transcendent) বা সর্ব্বরূপ (Immanent) কিছুই বলা যায় না। তিনি কোনরূপেই বাচ্য নহেন। আমাদের সহিত ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে ব্রহ্ম অক্ষর-ভাবে ও সগুণ পরমেশ্বর-ভাবে আমাদের জ্ঞেয়। পরমেশ্বরের দুই ভাব—এই বিশ্বাতীত বিশ্বাধার বিশ্বনিয়ন্তা (Transcendent) ভাব, এবং বিশ্বরূপে প্রকাশিত বিশ্বে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত (Immanent) ভাব। এ দুই ভাব স্বরূপতঃ এক হইলেও আমাদের জ্ঞানে পৃথক্ ভাবে তাহার ধারণা হয়। পৃথক্ ভাবে ধারণা হয় বলিয়া, গীতায় এই বিশ্বরূপ ভাবকে বিশ্বাতীত পরম (Transcendental) ভাবের অন্তর্ভূত, তাহার অংশ বলা হইয়াছে। এই বিশ্বরূপ ভগবানের 'ব্যক্তি' ভাব বা ব্যক্তরূপ। আর তাঁহার বিশ্বাতীত বিশ্বাধার বিশ্বনিয়ন্তারূপ তাঁহার অব্যক্ত পরম ভাব। ভগবানের এই ব্যক্তরূপও দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অর্জ্জুন তাই বলিয়াছিলেন,—

"ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ।"

(গীতা, ১০।১৪)

অর্জ্জুন ভগবানের এই ব্যক্তি বা ব্যক্তরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এই বিশ্বরূপই তাঁহার ব্যক্তরূপ। আর এই বিশ্বে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত তাঁহার বিভূতিও তাঁহার বিশেষ ব্যক্তরূপ। এই বিশেষ প্রকাশ বা বিভূতি দ্বারা ব্যক্ত—ঈশ্বরের রূপই ধ্যেয় ও উপাস্য। এজন্য অর্জ্জুন—

'কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া।' (১০।১৭)।

এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ তাঁহার দিব্য আত্মবিভূতি সকল বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরে দশম অধ্যায়ে এই বিভূতি-যোগ বিবৃত হইয়াছে। সেই অধ্যায়-শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সমষ্টিভাবে এ বিশ্বরূপে অভিব্যক্তিই তাঁহার পরম বিভূতি। অর্জ্জুন তাহা দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ দিব্যচক্ষু দিয়া অর্জ্জুনকে সে পরম অদ্ভুত আশ্চর্য্যরূপ দেখাইয়াছিলেন। পরে একাদশ অধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এই বিশ্বরূপই ভগবানের পরম ব্যক্ত (Immanent) রূপ।

কিন্তু এই ব্যক্তরূপ ভগবানের পরম ভাব নহে। যাহা পরম ভাব—তাহা অব্যক্ত। এই পরম অনুত্তম (Transcendantal) ভাবে ভগবান্ ভূতাদি, অব্যয় ভূতমহেশ্বর। ভগবানের সে পরম ভাব জ্ঞানী ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥"
(গীতা, ৭।২৪)

সে পরম ভাব যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া, অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানী ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় না। (গীতা, ৭।২৪)।

এই অব্যক্ত পরম ভাবের সহিত ভগবানের 'ব্যক্তি' ভাবের সম্বন্ধ কি, তাহা গীতা হইতে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীতা, ১৫।৭)

ভগবানের এই জীবভূত অংশ তাঁহার আত্মা। শ্রুতিতে আছে, 'অনেন

জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানাতি।" (ছান্দোগ্য, ৬।৩।২)।
ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ (গীতা, ১০।২০)।

আর এই জীব যেমন ভগবানের সনাতন অংশ, সেইরূপ এ বিশ্ব ও তাঁহার অংশ মাত্র। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।' (গীতা, ১০।৪২)

অতএব ঈশ্বরের যাহা ব্যক্ত জড়জীবময় বিশ্বরূপ—যাহা তাঁহার (Immanent) ভাব, তাহা তাঁহার অব্যক্ত পরম অনুত্তম (Transcendent)ভাবের অংশরূপে আমরা ধারণা করিতে পারি। অব্যক্ত ভাব আধার—আর ব্যক্ত ভাব আধেয়। অব্যক্তভাব ব্যাপক, ব্যক্ত ভাব ব্যাপ্য। অব্যক্ত ভাব—নিত্যকারণ, আর ব্যক্ত ভাব তাঁহার কার্য্যরূপ, তাহা কারণে বিধৃত। সৎকারণবাদী শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'কারণান্তর্ভূতা শক্তিঃ শক্তেরন্তর্ভূতং কার্য্যম্।" ভগবান্ পরাশক্তিমান্ বলিয়াই জগৎ কারণ, আর এই পরা শক্তি হেতুই এই কার্য্য বা জগৎরূপে অভিব্যক্ত হন। সর্ব্ব কারণরূপে ভগবান্ অব্যক্ত (unmanifest), আর সর্ব্বকার্য্যরূপে তিনি ব্যক্ত (manifest)। ভগবান্ অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে কার্য্যরূপে ব্যক্ত হইলেও কারণরূপ পরম অব্যক্ত ভাব হইতে তাঁহার প্রচ্যুতি হয় না। কার্য্যরূপ তাঁহার অংশমাত্র। অতএব ভগবানের অব্যক্ত ভাবই তাঁহার পরম ভাব—তাঁহার স্বরূপ। আর তাঁহার ব্যক্ত ভাব—এই জীব জড়ময় জগৎরূপ তাহারই অন্তর্গত। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায়—'God is all Transcendent and some Immanent। *

* পাশ্চাত্যদর্শন পাঠকগণ জানেন যে এই বাদ সম্প্রতি বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত মর্টিনো আংশিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পরমার্থতঃ কিন্তু এইরূপ অংশ-অংশী ভাব সত্য নহে। যিনি নিরংশ নিষ্কল, তাঁহার সম্বন্ধে এই অংশ কল্পনা ব্যবহারিক। আমাদের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে আমরা অবিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারি না বলিয়া, যে ভাবে আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি, ভগবান্ তাহারই উপদেশ দিয়াছেন।

জগতের সৃষ্টিলয়ের কারণ।—সে যাহা হউক, এই জগতের স্থিতি বা ব্যক্তাবস্থায়, তাহার সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি। আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ একাংশে বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, এবং পরম অব্যক্তভাবে তাহার আধার ও নিয়ন্তা হইয়া এ জড়-জীবময় জগৎকে ধারণ করেন। এক্ষণে এ জগতের সৃষ্টি ও লয় ব্যাপারের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিয়াই তাঁহার পরম কারণরূপে আমরা ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে জানিতে পারি। বেদান্তদর্শন অনুসারে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই তটস্থ লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্রহ্মতত্ত্ব প্রথম জানিতে পারেন। অতএব ঈশ্বরতত্ত্ববিজ্ঞান লাভের জন্য প্রথমে এই ব্যক্ত জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ জানিয়া, তাহার পর এই জগতের সৃষ্টি ও লয় ব্যাপারের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ, তিনি তাহার কিরূপ কারণ, তাহা জানিতে হয়।

এ সংসার বা এ সৃষ্টি অনাদি। দেশ কাল নিমিত্ত জ্ঞানের সহিত, এ সংসারজ্ঞান নিত্য সম্বন্ধ। কোনকালে বা স্থানে এ জগৎ ছিল না বা থাকিবে না, তাহা আমরা দেশকালনিমিত্ত পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং প্রথম সৃষ্টি কিরূপে কোথা হইতে হইল—এ প্রশ্ন নিরর্থক। যাহাহউক, এ জগতের বিকাশ অবস্থা, বীজভাবে স্থিতি বা লয় অবস্থা, এবং এ ব্যক্ত জগৎ দিক্‌কালের ন্যায় নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহার স্থিতি কালে নিয়ত পরিবর্ত্তিত কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা দ্বারা নিত্য নিয়মিত

অবস্থা, এবং এইরূপ বারবার জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার আমাদের জ্ঞানে ধারণা হয়। আর এ ধারণা অবশ্যম্ভাবী, কেন না এ ধারণা আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ। আর স্বতঃসিদ্ধ না হইলেও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে যাহা হউক, এইরূপে এ জগতের অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত বারবার সৃষ্টি ও বারবার নাশ (নাশঃ কারণলয় ইতি সাংখ্যদর্শন) হয়, ইহা আমরা জ্ঞানে অবস্থিত হইলে সিদ্ধান্ত করিতে পারি। শাস্ত্র তাহার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ বারবার সৃষ্টি লয়তত্ত্ব পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ১৮শ ও ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

এই যে এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, ইহার কারণ জ্ঞানে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা পরিশেষে ব্রহ্মতত্ত্বে বা ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। এ সম্বন্ধে অবশ্য নানা 'মুনির' নানা মত আছে। নানাশাস্ত্রে ইহা নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ জগৎকারণ (First cause) অনুসন্ধান করিতে গিয়া সকলেই যে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন, তাহা নহে। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, সাধনা দ্বারা যাহার চিত্ত শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল হয়, 'অমানিত্বাদি' (গীতা, ১৩।৭-১১) জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহার নিকটই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন— জগৎ কারণরূপে ব্রহ্মই তাঁহার জ্ঞানে প্রকাশিত হন। সে যাহা হউক, বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিভিন্নরূপ জগৎকারণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কাহারও মতে জড় পরমাণু—যাহা অনাদি অনন্ত, যাহাদের কখন সৃষ্টি নাশ নাই—সেই জড় ভূত বা পরমাণু (Matter) হইতে, অর্থাৎ তাহাদের পরস্পর বিভিন্নরূপ সংযোগ বিয়োগ হইতে, বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ হয়, এবং তাহা হইতেই এ জগতের সৃষ্টি-লয় হয়। কাহারও মতে অনাদি অনন্ত অক্ষয় জড়শক্তি (Energy) হইতে এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। কেহ বলেন,—এ উভয়ই

নিত্য অনাদি; এ উভয় হইতেই সৃষ্টি লয় হয়। কেহ বা আকাশ ভূতই (Æther) এ জগতের কারণরূপে সিদ্ধান্ত করেন। কেহ বলেন, জড় প্রকৃতি (Nature) হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। যাঁহাদের এইরূপ অভিমত—তাঁহারা জড়বাদী পণ্ডিত। তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, ঈশ্বরকে জগৎ কারণ বলেন না।

অন্যদিকে অনেক বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিত আদৌ এ জগতের বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এ জগৎ আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। যেমন আমাদের স্বপ্নাবস্থায় আমরা মনের মধ্যেই দেশ কাল আধারে জগৎ গড়িয়া লই,—জ্ঞানের জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমরা সেইরূপ জগৎ কল্পনা করি। অতএব আমাদের জ্ঞানের জাগ্রৎ অবস্থায় যে জগতের ব্যবহার হয়, তাহার ব্যবহারিক সত্তা জ্ঞানে যে ধারণা হয়,—তাহার সৃষ্টি স্থিতি লয় যে জ্ঞানে সিদ্ধান্ত হয়, তাহার কারণ আমাদের এই জ্ঞান। কেহ এ জ্ঞানকে নিত্য বলেন, কেহ তাহাকে ক্ষণিক বলেন। আমাদের বিজ্ঞানপ্রবাহ নিয়ত চলিতে থাকে, এক বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া ক্ষণপরে তাহা অন্য বিজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যেক বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞাতা 'অহং' ও জ্ঞেয় 'ইদং' এ উভয় যুগ্ম ভাবে প্রকাশিত হয়, আর ক্ষণপরেই তাহা বিনষ্ট হয়। সুতরাং এ জগৎ আমাদেরই এই ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহের রূপ বিশেষ মাত্র। প্রতিক্ষণে তাহার সৃষ্টি লয় হয়।

কেহ বলেন, এ জগৎ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন নিত্য কারণ নাই। কার্য্য উৎপন্ন করিয়াই বা কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াই কারণের ধ্বংস হইয়া যায়। কেহ বলেন কার্য্যরূপে পরিণত হইলেও কারণের নাশ হয় না—সে কারণ মধ্যেই কার্য্যের প্রকাশ হয়। কেহ বলেন,—কারণ নিত্য, তাহার কার্য্যরূপে পরিণাম অসম্ভব, তাহাতে কার্য্য কল্পিত বা বিবর্ত্তিত হয় মাত্র। কারণে কার্য্যদর্শন—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় অসৎ। এই-রূপে জগৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দার্শনিক পণ্ডিতগণ সর্ব্ববাদি-

সম্মত কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না, সর্ব্বাস্তিবাদ সর্ব্বনাস্তিবাদ প্রভৃতি নানামত স্থাপন করিতে গিয়া বাদ বিবাদ করেন, কোন স্থির মীমাংসা করিতে পারেন না। আমাদের দর্শন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে, আমরা এইরূপ মতভেদ দেখিতে পাই। নাস্তিক দর্শনের কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আস্তিক দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শন ব্যতীত অন্য কোন দর্শনে জগৎ কারণ ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র বেদান্ত-দর্শনেই জগতের মূল কারণ যে অদ্বয় ব্রহ্ম তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অন্য দর্শন মধ্যে কাহারও মতে সে মূল কারণ দুই, কাহারও মতে বহু, আর কাহারও মতে অসংখ্য। ন্যায় বৈশেষিক মতে—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এই চারিভূত, আর আকাশ দিক্ কাল মন আত্মা এই কয়টি নিত্যতত্ত্ব, আর তাহাদের মধ্যে ক্ষিতি হইতে আত্মা পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতীয় বস্তুও অসংখ্য। ইহাদের মধ্যে সংযোগ বিয়োগ বিশেষ দ্বারাই সৃষ্টি লয় হয়। আত্মা-মন-সংযোগে জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিত এক বিশেষ আত্মা—ঈশ্বর স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে ঈশ্বর এই সৃষ্টি-লয়ের নিয়ন্তা মাত্র। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ নহেন। সাংখ্য পাতঞ্জলদর্শনে—এক প্রকৃতি ও বহুবদ্ধপুরুষ জগতের অনাদি কারণরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি এক হইলেও এক অর্থে তাহা অসংখ্য। প্রকৃতি তিনটি গুণ বা দ্রব্যের সমষ্টি। আর কাহারও মতে প্রত্যেক সত্ত্বাদি গুণও অসংখ্য, সত্ত্বাদি জাতীয় গুণের সমষ্টিমাত্র। ত্রিগুণ অসংখ্য বলিয়াই এইরূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্ভব। পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শন অনুসারে অনাদি কর্ম্মই—এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ।

এইরূপে এ জগতের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দার্শনিক পণ্ডিত-গণ বিভিন্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা যত বড় পণ্ডিত হই না কেন,

যদি আমরা তর্ক যুক্তির সাহায্যে অনুমানমূলক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে এরূপ মতভেদ —এরূপ বাদ-বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। জর্ম্মাণ দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট ইহাকে antinomy of pure reason বলিয়াছেন। আমরা যত বড় পণ্ডিত হই না কেন, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন মলিন। এজন্য এ সকল অপ্রমেয় তত্ত্বের সিদ্ধান্ত জন্য, আমরা শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিতে বাধ্য হই। শ্রুতি—অপৌরুষেয়। তাহা পুরুষ-বিশেষের সীমাবদ্ধ অজ্ঞানজনিত জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। ইহা ব্যতীত যদি আমরা ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারি এবং মানুষের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স যাহা হইতে সম্ভব হয়, সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অবতারে যদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, তবে সেই ভগবদ্‌বাক্যরূপ গীতামৃত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া যদি আমরা অগ্রসর হইতে পারি, যদি বিহিত উপায়ে চিত্তকে নির্ম্মল শুদ্ধ স্বচ্ছ করিয়া ধ্যান দ্বারা যোগজ দৃষ্টি লাভ করিতে পারি, তবে আমরা সে সকল মূলতত্ত্ব অপরোক্ষ ভাবে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারি। অতএব এই জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে শ্রুতিতে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং সেই শ্রুতির সমন্বয় পূর্ব্বক বেদান্তদর্শনে যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আর গীতায় তাহা যেরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে, এবং উপদিষ্ট উপায়ে সাধনা দ্বারা সে জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব তর্কযুক্তিদ্বারা জানা যায় না। সাধারণ মনুষ্য দ্বারা উপদিষ্ট হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। কেন না, অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকার ভাবে। তবে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ যাঁহারা তত্ত্বদর্শী বেদান্তবাক্যে সুনিশ্চিতার্থ, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ দ্বারা তিনি সুবিজ্ঞেয় হন।

'ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ, সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যনীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥'

(কঠোপনিষদ্, ২।৮-৯)।

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ সম্বন্ধে যখন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তখন বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থ তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদের নিকট উপগত হইয়া তাহা জানিতে হয়, এবং ধ্যান-যোগ বা তপস্যা দ্বারা তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে হয়। শ্বেতাশ্বতর উপ-নিষদের প্রথমে আছে,—

"কিং কারণং ব্রহ্ম? ......
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ১।১-২)

এ জগৎ কারণ সম্বন্ধে এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে যে ধ্যানযোগ-পরায়ণ ঋষিগণ সেই আদি কারণকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রকৃততত্ত্ব জানা যায়।

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥" (শ্বেতাশ্বতর, ১।৩)

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে আছে যে বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন। বরুণ বলিলেন,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্মেতি।"

অর্থাৎ যাহা এই সমুদায় ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ তাহাই ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিতে যত্ন কর। ভৃগু এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই মূল কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যা করিয়া তিনি প্রথম জানিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন হইতেই ভূতগণের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ হয়। অন্ন অর্থে জড়পদার্থ (Matter)। ভৃগু পিতার নিকট গিয়া এই কথা বলিলে, বরুণ তাহাকে বলিলেন, ব্রহ্মকে জানিবার জন্য আরও তপস্যা কর। ভৃগু আরও কতকদিন ধরিয়া তপস্যা করিয়া—অর্থাৎ বিশেষ ভাবে চিন্তা ও ধ্যান করিয়া জানিলেন, যে প্রাণই এই মূল কারণ ব্রহ্ম। প্রাণ অর্থে জৈবশক্তি (Vital energy)। বরুণ তাঁহাকে আরও তপস্যা করিতে বলিলেন। ভৃগু আরও তপস্যা করিয়া জানিলেন—মনই সেই ব্রহ্ম। এই মন পাশ্চাত্যদর্শনের ভাষায় (Mind stuff)। বরুণ আবার তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। ভৃগু আবার তপস্যা করিয়া জানিলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই বিজ্ঞান পাশ্চাত্য-দর্শনের ভাষায়—Absolute Reason। বরুণ তাঁহাকে আবার তপস্যা করিতে বলিলেন। সেবার তপস্যা করিয়া ভৃগু জানিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হইতেই এ সমুদায় ভূতগণের উৎপত্তি, তাহাতেই তাহাদের স্থিতি, এবং তাহাতেই তাহাদের লয় হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে ইন্দ্র প্রজাপতিসংবাদে, এইরূপ বহুবর্ষ ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রের ব্রহ্মবিদ্যা লাভের বিবরণ আছে। এইরূপে তত্ত্বদর্শী অধিকারী ও জিজ্ঞাসু গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা দ্বারা ধ্যানযোগে সাধনা করিলে, তবে এ জগতের মূল কারণ যে বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রহ্ম, তাহা বিজ্ঞান সহিত জানা যায়। তখন আর কোন মতবিরোধ থাকে না, কোন সংশয় থাকে না।

গীতোক্ত সৃষ্টিলয়তত্ত্ব—সে যাহা হউক, এই জগতে সৃষ্টি ও লয়ের আদি কারণ গীতায় যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, এবং তাহার সহিত শ্রুতি ও বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত সমন্বয় করিয়া বুঝিয়া দেখিব। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে॥"

(গীতা, ৯।৭—১০)।

ইহার অর্থ আমরা উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে ভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

(গীতা, ৭।৪-৬)।

ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন যে, তিনি এ জগতের "প্রভবঃ প্রলয়ঃ। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, তিনি এ জগতের "স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।" (গীতা, ৯।১৮)।

ভগবান্ পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে যে ব্রহ্মার দিবস-পরিমিত কালে কাল্পিক সৃষ্টি অভিব্যক্ত থাকে এবং ব্রহ্মার রাত্রি-পরিমিতকালে যে সৃষ্টি লীন থাকে তাহার পরিমাণ বলিয়া দিয়াছেন,—

"সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥"

(গীতা, ৮।১৭)।

কল্পারম্ভে কিরূপে সৃষ্টি হয়, এবং কল্পক্ষয়ে কিরূপে লয় হয়, তাহাও ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥" (গীতা, ৮।১৮-১৯)

যাহা এই সৃষ্টি লয়ের অতীত—এই লোকের অতীত,—এ অব্যক্তের অতীত,—তাহা ভগবানের পরম ভাব, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন ভাব, তাহা অব্যক্ত অক্ষর, তাহাই পরম গতি,—তাহাই ভগবানের পরম ধাম।—

"পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

(গীতা, ৮।২০-২১)।

আর তাহা ভগবানের পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম ভাব।—

"পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥"

(গীতা, ৮।২২)।

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুই তত্ত্ব অনাদি। এ লোকে পুরুষ দ্বিবিধ—ক্ষর ও অক্ষর। আর যিনি এ লোকাতীত পুরুষ তিনিই ভগবান্—উত্তম পুরুষ। তাঁহা হইতেই জগতের প্রভব প্রলয় হয়। আর প্রকৃতির যে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতাত্মক অপরা রূপ এবং যাহা পরা রূপ বা প্রাণ—সেই প্রকৃতি বা অব্যক্তই সর্ব্বভূতযোনি, তাহাই মহৎ ব্রহ্ম। এই প্রকৃতি হইতে বহুক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। পুরুষ তাহাতে বদ্ধ হইয়া ক্ষরপুরুষ হয়, এবং প্রকৃতিজ ত্রিগুণ দ্বারা বদ্ধ হইয়া ও তাহাতে আসক্ত হইয়া সদসৎ নানা যোনিতে সৃষ্টিকালে বারবার জন্মগ্রহণ করে। প্রলয়কালে সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতেই সর্ব্বভূতভাব বিলীন হয়, আর সৃষ্টির আরম্ভকাল সেই অব্যক্ত প্রকৃতি বা মহৎ ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বভূতের আবার উদ্ভব হয়। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

(গীতা, ১৪।৩-৪)।

এ সকল তত্ত্ব যথা স্থানে ব্যাখ্যাত হইবে। যাহা হউক ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সগুণ ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি লয় হয়। পরম ব্রহ্মই সগুণভাবে পরমপুরুষ পরমেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি লয়ের নিমিত্ত কারণ, আর পরমেশ্বরের স্ব-ভূত অব্যক্ত প্রকৃতি বা মহদ্ব্রহ্মরূপে এ জগতের সৃষ্টি লয়ের উপাদান কারণ। পরমেশ্বর অব্যক্ত প্রকৃতি বা মহৎ ব্রহ্মরূপ যোনিতে বীজ নিষেক করেন বলিয়া, সেই প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ হইতেই এ জগতের সৃষ্টি হয়, আর লয়কালে সর্ব্বভূত সেই অব্যক্তেই বিলীন হয়। এইরূপে অনাদি সৃষ্টি লয়-প্রবাহ চলিতে থাকে।

অতএব গীতা অনুসারে পরম ব্রহ্মই অনাদি প্রকৃতি-পুরুষরূপে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি ও লয়ের কারণ। পরম ব্রহ্মই পরমপুরুষ পরমেশ্বররূপে এ জগতের সৃষ্টি লয় সম্বন্ধে নিমিত্ত কারণ হন। অর্জ্জুন তাই ভাগবানকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, দিব্য শাশ্বত পুরুষ বলিয়াছেন—(গীতা ১০।১২)। তিনি উদাসীন, আসক্তিহীন হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে অবষ্টম্ভন করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও লয় করেন, অর্থাৎ তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। উপাদান কারণরূপ প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি ও লয় হয়। সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে এবং এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকের ব্যাখ্যা-শেষে আমরা ইহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ঋগ্বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব—এক্ষণে শ্রুতি হইতে আমাদের এ সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। প্রথমে ঋগ্বেদে এই সৃষ্টিতত্ত্ব কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। কবয় ঋষি অনুধ্যান করিলেন, 'সেই বনই বা কি, সেই ব্রহ্মই বা কি, যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে'? তিনি দেখিলেন যে দ্যুলোক ও ভূলোক ইহারাই শেষ নহে। ইহার উপর আরও একজন আছেন, যিনি প্রজা-সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু। যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই তখনও তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর-উপাদান) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।' (ঋগ্বেদ, ১০।৩১।৭-৮)।

যিনি এই স্রষ্টা তিনিই পরম পুরুষ। প্রসিদ্ধ পুরুষ-সূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০।৯০ সূক্তে) তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল মাত্র।—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্‌।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষঙ্‌ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি॥"

(ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১-৪)।

ইনিই আত্মা পুরুষবিধ। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।" (১।৩।১)

ইনিই প্রথম পুরুষ। ইঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি। তাহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হয়। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

তস্মাদ্‌বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। (ঋগ্বেদ, ১০।৯০।৫)।

দেবগণ ইঁহাকে বলি দিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহা হইতে এই জড়জীবময় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,—তাই তিনি বিশ্বরূপ।

উক্ত হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে। তাহা ১২১ সূক্ত। তাহার প্রথম ঋক্‌ এই—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে—
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

সায়ণাচার্য্য ইহার অর্থ করেন যে, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভভূত প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ এই প্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্ব্বে মায়াধ্যক্ষহেতু সিসৃক্ষু পরমাত্মা হইতে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম। "তিনি আত্মদা (জীবাত্মা দিয়াছেন) ও বলদা (বল দিয়াছেন)। তিনি দেবগণের উপাস্য—শাস্তা। এ সসাগর পর্ব্বতসঙ্কুল পৃথিবী তাঁহার সৃষ্টি। তিনি

পৃথিবীকে ও আকাশকে স্বস্থানে ধারণ করেন। তিনি প্রলয়কালীন কারণবারি বা অপ্ দর্শন বা ঈক্ষণ করিয়া সমুদায় সৃষ্টি করেন।

"যশ্চিদাপোমহিনা পর্য্যপশ্যৎ
দক্ষং দধানা জনয়ন্তী যজ্ঞম্।
যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ
কস্মৈ দেবায়ে হবিষা বিধেম॥" (ঋগ্বেদ, ১০।১২১।৮)

ইহার পর এ স্থলে প্রসিদ্ধ দেবীসূক্ত (ঋগ্বেদ, ১০।১২৫) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সূক্তের ঋষি অম্ভৃণ (ওঁ+হ্রীং) কন্যা বাগ্‌দেবী। বাক্ আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনিই ইন্দ্র বসু প্রভৃতি দেবগণরূপে বিচরণ করেন, তিনিই দেবগণ প্রভৃতি সকলকে ধারণ করেন। তিনি বহু ভাবে প্রপঞ্চাত্মকরূপে অবস্থিতা, বহু জীব ভাবে আবিষ্ট। জীবগণ তাঁহা দ্বারাই দর্শন শ্রবণ শ্বাস গ্রহণ ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। তিনি ইচ্ছা করিয়া (কাম হেতু তাঁহাকে উগ্র তেজস্বী করেন, কাহাকে ব্রহ্মা করেন, কাহাকে ঋষি করেন, কাহাকে বা মেধাবী করেন, তিনিই রুদ্রের ধনু বিস্তার করেন, লোকের জন্য যুদ্ধ করেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক মধ্যে অবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনিই উপরে পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছেন, কারণবারিরূপ সমুদ্রই তাঁহার উৎপত্তি স্থান। সেই স্থান হইতে তিনি সর্ব্বভুবন বিস্তারিত করিয়া তাহাতে অবস্থিত হন। তিনি কারণভূত শরীর দ্বারা দ্যুলোক প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপ্ত হন। তিনিই সর্ব্ব ভূবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমানা হন। তাঁহার এতাদৃশ মহত্ত্ব দ্যুলোক ও ভূলোক অতিক্রম করিয়া আছে।

ঋগ্বেদে সৃষ্টি সম্বন্ধে দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তেই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা হইতেই আমরা মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারিব। এই সূক্তের প্রথমে আছে,—

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্॥ ১
"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ বাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ২

অর্থাৎ তদানীং—সৃষ্টির অগ্রে বা কালের অভিব্যক্তির অগ্রে অসৎ ছিল না, সৎ ও ছিল না। তখন রজঃ (পৃথিবী) ছিল না, এবং যাহা শ্রেষ্ঠ ব্যোম তাহাও ছিল না। কোনও আবরক তখন ছিল কি? কোন আধার স্থান ছিল কি? তখন কোন সুখাদির ভোক্তা ছিল কি? তখন দুর্গম গভীর জল (কোনরূপ কারণবারি) ছিল কি?

তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃতত্ব ছিল না, তখন দিবারাত্রির প্রভেদ ছিল না। এখন সেই এক :স্বধা [অর্থাৎ আপনাতে ধৃত বা আশ্রিত মায়া) দ্বারা অবিভাগাপন্ন বায়ুহীন অথচ প্রাণ বা চৈতন্যযুক্তযুক্ত ছিলেন। তাঁহা ব্যতীত অন্য বা পর আর কিছুই ছিল না। (এই স্বধার অর্থ পরে বিবৃত হইবে।)

"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে
প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছেনাভ্ব পিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥ ৩

এই সৃষ্টির অগ্রে (প্রলয় অবস্থায়) তমঃ দ্বারা গূঢ় তমঃই বিদ্যমান

ছিল। তাহা অপ্রকেত বা অপ্রজ্ঞায়মান ছিল। * কেন না তখন এই সমুদায় সলিল (বা আদি কারণে সঙ্গত বা কার্য্যরূপে অবিভাগাপন্ন) ছিল। সর্ব্বত্র (আ) ব্যাপ্ত (ভূ) তুচ্ছ (সদসদ্ বিলক্ষণ ভাবরূপ অজ্ঞান) বা তুচ্ছ কল্পনা দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত ছিল। সেই এক (অর্থাৎ তমোরূপ কারণে একীভূত বা অবিভাগ প্রাপ্ত তাহার কার্য্যজাত জগৎ) তপস্যার মহিমায় (যাহা সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার পর্য্যালোচনারূপ তপস্যার মাহাত্ম্যে) উৎপন্ন হইয়াছিল।

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। ৪

এই জগৎসৃষ্টির অগ্রে মনের উপরে যে প্রথম অভিব্যক্ত রেতঃ যে কাম, সেই কাম (বা সৃষ্টির ইচ্ছা) সঞ্জাত হইয়াছিল।

সায়ণ বলেন যে, এই সিসৃক্ষার হেতুই মন। ইহা অন্তঃকরণ। তাহার সম্বন্ধী বাসনাই কাম। এই অন্তঃকরণ প্রলয়ে লীন সর্ব্বপ্রাণীর সমবেত অন্তঃকরণ। তাহা অধিকরণ করিয়াই কাম বা ঈশ্বরের সিসৃক্ষা হয়। তাহাই রেতঃ বা ভাবী প্রপঞ্চের বীজভূত। তাহা প্রথম বা অতীতকল্পে প্রাণিগণদ্বারা কৃত কর্ম্মের বীজ। তাহা হইতেই সৃষ্টি সময়ে সিসৃক্ষা (বা সেই বীজ ফলোন্মুখ) হইয়াছিল।

* মনু বলিয়াছেন,-

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

(মনুসংহিতা, ১১)।

সায়ণ বলেন, এই তমঃই সর্ব্বাবরক মায়া। তাহাই তমঃ শব্দবাচ্য। মৈত্রায়িণী শ্রুতিতে আছে, এই সৃষ্টির অগ্রে তমঃই বিদ্যমান ছিল। 'সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বৈষম্য হেতু তাহা হইতে রজঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং রজঃ হইতে সত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতি এই ত্রিগুণবিশিষ্ট। তমঃ ইহার মূলরূপ। আদিতে রজঃ বা সত্ত্ব থাকে না।' ইহাই উক্ত প্রথম ঋকে উল্লিখিত হইয়াছে।

"তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম্‌
অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্‌
স্বধা অধস্তাৎ প্রযতিঃ পুরস্তাৎ ॥" ৫

ইহাদিগের (অর্থাৎ অসৎ বা অবিদ্যা কাম, ও অন্তঃকরণের কর্ম্মবীজ রশ্মি (বিশ্বসৃষ্টিকারণ রশ্মি সদৃশ মুহূর্ত্তমাত্রে সর্ব্বব্যাপক শক্তি) বিতত (বা সর্ব্ব কার্য্যবর্গ মধ্যে বিস্তৃত) হইয়াছিল; এবং তির্য্যগ্‌ভাবে অধোভাবে ও উর্দ্ধভাবে (অর্থাৎ ত্রিভুবন প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে) শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে বিতত সৃষ্টিকার্য্য সাধ্য রেতধা (সর্ব্ব কর্ম্মের বীজভূত যে রেতঃ তাহার ধাতা বা বিধাতা ঈশ্বর ও ভোক্তা জীবগণ অভিব্যক্ত) হইয়াছিলেন, এবং মহান্‌ ব্যাপ্তরূপ (আকাশাদি ভোগ্য সমুদায়) হইয়াছিলেন। সায়ণ বলেন যে এইরূপে মায়াসহিত পরমেশ্বর সর্ব্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং স্বয়ং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে সমুদায় বিভাগ করিয়া, তাহার নিয়ন্তৃ-ভাবে অবস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বধা বা অন্নভোগ্য প্রপঞ্চ অবর বা নিকৃষ্ট হইয়াছিল, আর ভোক্তা (প্রযতিতা) উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি বলিয়াছেন, 'কেই বা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানে? কেই বা ইহা এ লোকে বর্ণনা করিতে পারে? এই যে বিসৃষ্টি বা বহু প্রকার সৃষ্টি, ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহার নিমিত্ত বা উপাদান কারণ কি? কেই বা ইহা সম্যক্‌ জানে বা বলিতে পারে? দেবগণও এই বিয়দাদি বিসৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারাই বা কিরূপে ইহা জানিবেন বা বলিবেন? অতএব এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, তাহা কেই বা জানিবে বা বলিবে? এই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি যাহা (উপাদানভূত যে পরমাত্মা) হইতে আসমন্তাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি যাহা ধারণ করেন

কি ধারণ করেন না, তাহা যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ—ঈশ্বর পরম ব্যোমে (পরমানন্দস্বরূপে,) অথবা দেশ কাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন—পরম পদে বা পরম জ্ঞাতৃ-স্বরূপে—সায়ণ) প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ইহা জানেন, অথবা জানেন না। অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর ব্যতীত তাহা কেহই জানিতে পারে না।'

এই সূক্তের যিনি ঋষি সেই প্রজাপতিই এক অর্থে হিরণ্যগর্ভ। তিনিই প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন (পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদ ১০।১২১।১ ঋক্ ও শ্বেতাশ্বতর ৩।৪, ৪।১২ দ্রষ্টব্য।) সুতরাং তাঁহার উৎপত্তির পূর্ব্বের অবস্থা সম্বন্ধে এবং কিরূপে সৃষ্টি হইল সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান পরোক্ষ। এজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, সেই অজ অব্যয় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই এ সৃষ্টি কিরূপে কোথা হইতে হইল তাহা জানেন।

সে যাহা হউক, এই প্রপঞ্চের সৃষ্টির পর লয়, এবং লয়ের পর আবার সৃষ্টি যে অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত, ধাতা যে পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ পর সৃষ্টি করেন, পূর্ব্বসৃষ্টার্থ ঋত (সত্যসংকল্প) ও সত্য (সত্যবাক্) অভিধ্যানপূর্ব্বক, বা কি সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, তাঁহার মায়াধিষ্ঠানরূপ উপাদান হইতে (অভিধ্যাৎ) রাত্রি (বা তমঃ) এবং তাহা হইতে (কারণ) সমুদ্র, ও তাহা হইতে সম্বৎসর তাহা হইতে অহোরাত্র প্রভৃতি অভিমানী দেবতা, ও তাহা হইতে ধাতা যে পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বঃ সৃষ্টি করেন তাহাও ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের ১৯০ সূক্তে উক্ত হইয়াছে। তাহা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে (১৮২ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য)। সে ঋকের এ স্থলে কেবল সেই সংক্ষেপ সূক্তটি উদ্ধৃত হইল।

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীধ্যাত্তপসোঽধ্যজায়ত।

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মীষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥"

অতএব ঋগ্বেদ হইতে জানা যায়, যে যিনি প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্ম) তিনি অবিজ্ঞেয়। এই প্রপঞ্চের অব্যাকৃত কারণাবস্থাকে অসৎ বলে, আর ইহার কার্য্যোন্মুখ অবস্থাকে সৎ বলে। পরমব্রহ্ম তাহার অতীত। তিনি সৎ বা অসৎ কোনরূপ বাচ্য নহেন। তিনি অবাচ্য। সৃষ্টির অগ্রে এ সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না; সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল। সেই এক তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই পরম পুরুষ পরমাত্মা। প্রাণ তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত। প্রাণাখ্য হিরণ্যগর্ভ তাঁহা হইতেই জায়মান দ্বিতীয় পুরুষ। তিনি কার্য্যব্রহ্ম। বাক্ তাঁহা হইতেই প্রথম আবির্ভূতা, তিনিই শব্দ-ব্রহ্ম।

পরমপুরুষের তপস্যা—জ্ঞানময় কল্পনা বা ঈক্ষণ বা অধ্যক্ষতা হইতে, এবং সেই তমোমধ্যে বীজভাবে নিহিত কর্ম্মশক্তি বা রেতঃ সম্ভূত কামনা হইতে এ বিশ্ব জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কাম বা সিসৃক্ষা হেতুই তপস্যা বা সৃষ্টিকল্পনা। সেই তপস্যা হইতেই প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ও বাক্যের উৎপত্তি হয় এবং তাঁহাদের হইতে এই বিশ্ব জগতের ও সর্ব্বভূতের অভিব্যক্তি হয়। ভোগ্য ভোক্তা ও প্রেরয়িতা রূপে এ জগতে পরমপুরুষই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অধিষ্ঠান করেন। এইরূপে এই প্রপঞ্চের কারণরূপে এক দিকে পরমজ্ঞাতা পরমপুরুষ ও অন্যদিকে পরম জ্ঞেয় তমঃ বা প্রকৃতি তত্ত্বের আভাস—আমরা ঋগ্বেদ হইতে প্রাপ্ত হই। যাহা জ্ঞেয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। তাহাই এক অর্থে মায়া। আর এক অর্থে তাহাই পরমেশ্বরের পরাশক্তি পরম উপাদান কারণরূপ।

উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব—এইরূপে সৃষ্টিসম্বন্ধে যাহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহাই উপনিষদে নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুণ্ডক উপনিষদ বলিয়াছেন,—যাহা বিভু সর্ব্বগত সূক্ষ্ম অব্যয়—তাহাই ভূতযোনি (১।১।৬)। ইহাই এক অর্থে মহদ্ ব্রহ্ম—অব্যক্তপ্রকৃতি, আর যিনি পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মা ও নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত জগৎ হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানময় তপঃ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপময়ঞ্চ জায়তে॥" (১।১।৯)

তিনি দিব্য অমূর্ত্তপুরুষ—অক্ষর হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম হইতেও পর বা শ্রেষ্ঠ (২।১।২) তাঁহা হইতেই প্রাণাদির উৎপত্তি।

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" (২।১।৩)

সেই পরম ব্রহ্মধামেই বিশ্ব নিহিত হইয়া প্রকাশিত থাকে (৩।২।১)। পরম পুরুষই বিশ্বরূপ হন। তিনি

'অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥' (২।১।৪)

তাঁহা হইতে কিরূপে সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥' (১।১।৭)

'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।

তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥' (২।১।১)

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনো:চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব মেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (বৃহদারণ্যক, ২।১।২০)।

প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—আত্মা হইতেই প্রাণ উৎপন্ন হয় (৩.৩)। পুরুষই প্রাণকে সৃষ্টি করেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অপ পৃথিবী, ইন্দ্রিয়গণ, মন ও অন্ন উৎপন্ন হয় (৬।৪)। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এই কথা আছে—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী॥" (২।১।৩)

তৈত্তিরীয় উপনিষদ আরও বলিয়াছেন—

'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততোবৈ সদজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎসুকৃতমুচ্যতে॥'' (২।৭।১)

অর্থাৎ এই নামরূপবিশিষ্ট জগৎ নামরূপবিশেষরহিত অব্যাকৃত বা অসৎ ছিল, তাহা হইতেই নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্ম স্বয়ং আপনাকেই এই জগৎ রূপে ব্যাকৃত করেন।

এই যে আত্মা হইতে এ জগতের অভিব্যক্তি, সে আত্মাই ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

'যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ইতি। (৩।১।২)।

তাঁহার কাম ও তপ হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহাও তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপো ঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু প্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।' (২।৬।২)।

এইরূপে 'কাম' ও 'তপঃ' দ্বারা সৃষ্টি হয়। ঈক্ষণ ও তপঃ দ্বারা যে এ সৃষ্টি হয়, তাহা ঐতরেয় উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে। আত্মাই ঈক্ষণ করেন, এবং সেই ঈক্ষণ হইতেই সৃষ্টি হয়।

'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।

"স ইমাঁল্লোকানসৃজত।" ... ...

'স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং (হিরণ্যগর্ভাখ্যং) সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ।' (১।১।১)।

* * * *

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি।'

সোঽপো ঽভ্যতপৎ তাভ্যো ঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়ত অন্নং বৈ তৎ।' (১।৩।১-২)।

'স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাৎ ইতি। ......
স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত॥"
(১।৩।১১-১২)।

এই যে ঈক্ষণপূর্ব্বক, তপঃ ইহাই ঋগ্বেদোক্ত কল্পনা। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ (ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।৩)। ইহাই সৃষ্টি সংকল্প। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই ঈক্ষণ বা কল্পনাপূর্ব্বক সৃষ্টি এবং কল্পনাপূর্ব্বক সৃষ্ট বস্তুতে আত্মারূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বিবৃত হইয়াছে। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই সৃষ্টির কারণ যে ব্রহ্ম, তিনিই যে বিশ্বস্রষ্টা (৪।১৪). বিশ্বকর্ম্মা (৪।১৭) ভুবনের গোপ্তা বিশ্বাধিপ (৪।১৫)

তাহা উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু ব্রহ্মই পরাশক্তিযোগে পরমেশ্বর পরমদেব প্রেরয়িতারূপেই যে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই দেব স্বগুণের দ্বারা নিগূঢ় আত্মশক্তিদ্বারা কালাত্মযুক্ত নিখিল কারণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগৎসৃষ্টি ও লয় করেন (১৷৩)। তিনিই ঈশ্বর।

"য একো জালবানীশিত ঈশিনীভিঃ
সর্ব্বাংল্লোকানীশিত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥" (৩৷১)

তিনিই বিশ্ব সৃষ্টি করেন আর অন্তকালে রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন (৩৷২)। তিনি বহু শক্তিযোগহেতু এক অবর্ণ হইয়াও অনেক বর্ণ সৃষ্টি করেন,—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
* * * (৪৷১)।
'পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ ॥" (৬৷৮)

এই পরাশক্তিই মায়া, তাহাই প্রকৃতি। আর এই শক্তিমান্ পরমেশ্বরই মায়ী।

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥" (৪৷১০

এই দেব মায়ী পরমেশ্বর প্রকৃতি বা প্রধানজ তন্তু বা গুণ দ্বারা আবৃত থাকেন।

"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ ॥" ৬৷১০

এইরূপে উক্ত উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এবং তাঁহার পরাশক্তি মায়া বা প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি ও লয় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে

এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি॥"

এই সমুদায়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতেই ইহার (এ বিশ্বের) সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। সেই ব্রহ্ম সৎ কি অসৎ তাহা বিচার করা হইয়াছে,—

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই এই সৃষ্টির অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ বলেন সৃষ্টির অগ্রে 'অসৎ'ই ছিল। (শূন্যবাদী বা অসদ্‌বাদী এই কথা বলেন। এস্থলে সৎ-অসৎ পূর্ব্বোক্ত 'সৎ-অসৎ' হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত)। কিন্তু ইহা কিরূপে হইতে পারে? অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইতে পারে? "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত ইতি। কুতস্তু: খলু সৌম্যৈবং স্যাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত ইতি।" (ছান্দোগ্য ৬।২।১-২)। এইরূপে অসৎকারণবাদ নিরাস পূর্ব্বক সৎকারণবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত হইয়াছে,—অতএব এ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সত্তাই বিদ্যমান ছিলেন (৬।২।২)। সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুই ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন।

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তত্তেজো অসৃজত। তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তদপো অসৃজত।"

"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাং প্রজায়েমহি ইতি। তা অন্নমসৃজন্ত।"

(ছান্দোগ্য, ৬।২।৩-৪);

"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজ মুদ্ভিজ্জমিতি। সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ। অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।"

(ছান্দোগ্য ৬।৩।১-২)।

সেই সৎ এক অদ্বিতীয় বস্তুর ঈক্ষণ হইতে যে তেজ অপ্ ও অন্ন-এই তিন দেবতার আবির্ভাব হইয়া, তাহাদের ঈক্ষণ হইতে জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ সর্ব্ব জীব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, সেই জীব-বীজে তিনি আত্মা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নামরূপ দ্বারা তাহাদের ব্যাকৃত করেন। আকাশ এই নামরূপের নির্ব্বাহিতা। যাহা আকাশের অন্তর তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা, তাহাই অমৃত।

"আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বাহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।" (ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১) এই জন্য আকাশ বা আকাশাখ্য ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে।

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"

(ছান্দোগ্য, ১৷৯৷১)।

ব্রহ্মের বা আত্মার পুরুষরূপ হইতেই এ বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়। সেই পুরুষের—

"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" ছান্দোগ্য, ৩।১২।৬)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে আমরা এইরূপে জগতের সৃষ্টি লয় তত্ত্ব জানিতে পারি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে, এই সৃষ্টিতত্ত্ব যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। এই সৃষ্টির অগ্রে কি ছিল? ইহার উত্তর বৃহদারণ্যকে নানা স্থানে নানা ভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে উক্ত হইয়াছে,—

"নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়া অশনায়া হি মৃত্যুঃ। তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যাম্ ইতি।"

(বৃহদারণ্যক, ১।২।১)

অর্থাৎ যিনি প্রলয়কালে এ বিশ্বগ্রাস করিয়া অবস্থিত থাকেন, সেই

মৃত্যু ব্যতীত এ সৃষ্টির অগ্রে আর কিছুই ছিল না। তিনি এই সমস্ত অশন বা গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মৃত্যু। তিনি প্রথম মনকে সৃষ্টি করিলেন ও মনের দ্বারা তিনি 'আত্মন্বী' বা আত্মবান্ হইলেন।

"সোঽর্চ্চন্নচরত্তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্ত।" এই অপ্ই কারণ-বারি।

"আপো বৈ অর্কঃ তদ্‌যদপাং শরঃ আসীৎ তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ। তস্যামশ্রাম্যৎ। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ।" (বৃহদারণ্যক, ১।২।২)।

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং। স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। (বৃহদারণ্যক, ১।২।৩)।

এজন্য পরে উক্ত হইয়াছে,—

"আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিম্, প্রজাপতির্দেবান্, তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে।" এই সত্যই আদিত্য বা আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ। (বৃহদারণ্যক, ৫।৫।১)।

সে যাহা হউক, এইরূপে সৃষ্টির প্রথমে মৃত্যু, মন সৃষ্টি করিয়া আত্মাস্বরূপ হইলেন। তখন,—"সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েত ইতি। স মনসা বাচং সমভবৎ। অশনায়া মৃত্যুঃ। তদ্ যদ্ রেতঃ আসীৎ স সম্বৎসরো অভবৎ। * * * তমেতাবন্তং কালবিভঃ। জাতং ত মভিব্যাদদাৎ। স ভান্ অকরোৎ। সেব বাক্ অভবৎ। * * * স তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ।' (বৃহদারণ্যক, ১।২।৪-৫)।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে মৃত্যুরূপ সেই সর্ব্বগ্রাসকারী ব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্ব্বে মন সৃষ্টি করিয়া, আত্মস্বরূপ হন। তিনি আমার দ্বিতীয় আত্মা হউক, ইহা কামনা করিয়া, মন হইতে বাক্‌কে সৃষ্টি করেন। এবং রেতঃ হইতে কালাখ্য সম্বৎসর সৃষ্টি করেন, ও সেই মন হইতে অভিব্যক্ত আত্মা ও বাক্ হইতে এই সমুদায়ের সৃষ্টি করেন। তিনি অর্চ্চনা করেন। তাঁহার সেই অর্চ্চনা হইতে কারণবারি উৎপন্ন হয়। এবং তেজ ও ক্ষিতি-

সমুৎপন্ন হয়। তিনি আত্মাকেই পুরুষ রূপে অধ্যাত্মাদি ভেদে ত্রিধা বিভক্ত করেন। তিনি প্রাণকে এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত করেন।

এইরূপে যিনি এই সৃষ্টিকে সংহার করেন বলিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত, তাঁহা হইতে সৃষ্টি বিবৃত করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আবার আত্মা বা পুরুষ রহইতে সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। "আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নানাদাত্মনোঽপশ্যৎ। সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোঽহন্নামভবৎ।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১)।

এইরূপে আবার ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিও উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি ইতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ।" (১।৪।১০)। ব্রহ্মই এইরূপে 'অহং' ভাবে আত্মা হইয়া কেবল আপনাকে দেখিয়া ও অন্য আর কিছু না দেখিয়া আনন্দানুভব করিলেন না।

"স বৈ নৈব রেমে।......। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।"

এই সকল সামঞ্জস্য করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, যে যাহা হইতে এই জগতের লয় হয়, এবং সেজন্য তাঁহাকে মৃত্যু বলা যায় তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই আত্মন্বী বা আত্মা স্বরূপ হন, এবং সেই আত্মারূপেই তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন। কিরূপে এই সৃষ্টি হয়? "স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাম্। তস্মাৎ অয়ং আকাশঃ। স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব।* তাং সমভবৎ। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।৩)।

---

* আকাশে এই স্ত্রীরূপের অভিব্যক্তি কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। প্রথমে ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট 'যক্ষ' ব্রহ্ম প্রকাশ হইয়া অন্তর্হিত হন। তাহার পর আকাশে তাঁহার স্ত্রীরূপের প্রকাশ হয়।

"তস্মিন্নেব আকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীং ... ...।" (কেন, ২।১২)। তিনি বাক্‌রূপা—পরাবিদ্যারূপিণী হৈমবতী উমা। ইন্দ্র তাঁহার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন।

এই আত্মার স্ত্রীরূপ (পুরাণ মতে শতরূপা) ক্রমে ক্রমে মানবীরূপ হইতে গাভী, অশ্বী, গর্দ্দভী, একশফী, মেষী, অজা···প্রভৃতি হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় জীবের স্ত্রীরূপা হন, আর আত্মাই তত্তজ্জাতীয় পুরুষরূপে তাহাতে উপগত হন।—

"যদিদং কিঞ্চ মিথুনম্ আপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত।"

(বৃহদারণ্যক, ১।৪।৪)।

"সোঽবেদহং বাঽবসৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্ব্বমসৃক্ষীতি। ততঃ সৃষ্টিরভবৎ॥" (বৃহদারণ্যক, ১।৩।৫)।

উক্ত রূপে সর্ব্বজীবজাতি কল্পিত হইলে, আত্মা অগ্নি সৃষ্টি করেন, পরে অপ্ ও পরে অন্ন সৃষ্টি করেন। ইহাকে অতিসৃষ্টি বলে।

এই সমুদায় সৃষ্টি প্রথমে অব্যাকৃত (কারণরূপে) থাকে। পরে তাহা ব্যাকৃত হয়।—

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ। তৎ নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায় ইদংরূপ ইতি। তদিমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে তৎ সৌ নামায়মিদংরূপ ইতি। স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। * * *। স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্, পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ছোত্রং মন্বানো মনঃ। তানি অস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭)।

অর্থাৎ উক্তরূপে আত্মার পুরুষ-স্ত্রী বিভাগ হেতু, বিভিন্ন জাতীয় জীবভাবের প্রকাশ, ও প্রাণাদির উৎপত্তি হইলেও, তখন এই জগৎ বীজাবস্থায় অব্যাকৃত ছিল। নামরূপের দ্বারা তাহা পরে ব্যক্ত হইয়াছিল। এই নামের এই রূপ হউক, এইরূপে বহুজাতীয় কল্পনায় অভিব্যক্তি হেতুই জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছিল। তখন সেই আত্মা প্রত্যেক নামরূপের মধ্যে আত্মাস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রাণন্ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা তাহাদের অভিব্যক্তি করিয়াছিলেন।

আত্মার এই পুরুষ-স্ত্রী ভেদ হইতে যে এ জগতের উৎপত্তি, তাহা বৃহদারণ্যকে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে।—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব। সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ, অথ প্রজায়েয়।……মন এব অস্য আত্মা, বাক্ জায়া, প্রাণঃ প্রজা।"

(বৃহদারণ্যক, ১।৪।১৭)।

এইরূপে এই সমুদায় ভূতগণ উৎপন্ন হইয়া সেই পিতামাতার মধ্যেই অবস্থান করে।—'যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চেতি। (বৃহদারণ্যক, ৬।২।২)।

অতএব যাহা হইতে ঐ জগতের ও সর্ব্বভূতগণের উৎপত্তি হয়—তিনি জগতের অন্তকারী মৃত্যু। তিনিই ব্রহ্ম,—তিনিই আত্মা। যিনি এ জগৎ লয় করিয়া আবার উৎপাদন করেন, তিনিই বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বফলদাতা, কর্ম্মফল দান জন্যই তিনি জগতের আবার সৃষ্টি করেন।—

"জাত এব ন জায়তে কোঽন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্॥"

(বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮)।

এই জগৎকারণ ব্রহ্মই যক্ষ—সর্ব্বশক্তিমান্। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি "মহদ্ যক্ষং" (বৃহদারণ্যক ৫।৪।১ ; কেন উপনিষদ্, ১৫—২৫)। *

এইরূপে বিভিন্ন উপনিষদে এ জগতের সৃষ্টি লয় সম্বন্ধে যাহা উক্ত

* কেন উপনিষদে আছে যে, দেবগণ অসুরদিগকে জয় করিয়া যখন স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট প্রকাশ হন। তিনিই যে যক্ষ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নিকট দেবগণ যে সম্পূর্ণ শক্তিহীন তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন। ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। তাঁহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন এই 'যক্ষ' কে? তখন তাঁহাদের হৃদয়াকাশে পরম শোভমানা হৈমবতী উমা প্রকাশিত হইলেন।

"তস্মিন্নেব আকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানাং উমাং হৈমবতীং……।" (প্রশ্ন, ২৫)। ইনিই বাক বা পরা বিদ্যারূপা হৈমবতী উমা। শ্রুতিতে ইহার নামান্তর গৌরী। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহারই নিকট সেই 'ব্রহ্মতত্ত্ব যক্ষ' জানিয়াছিলেন।

হইয়াছে, তাহা যে বিভিন্ন ভাবে ঋগ্বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা মাত্র, তাহা আমরা কতক বুঝিতে পারি। যিনি প্রপঞ্চাতীত, অনির্দ্দেশ্য, নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক, তাঁহাকে পরমার্থতঃ জগৎকারণ বলা যায় না। তিনি মায়াখ্য পরাশক্তিযোগে সগুণ ব্রহ্ম ভাবেই এ জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, জগতের সৃষ্টি লয়ের কারণ হন। তিনি পরমাত্মা পরমপুরুষ পরম জ্ঞাতা ঈক্ষিতারূপে ও পরম জ্ঞেয় পরমা প্রকৃতিরূপে আত্মাকে দ্বিধা বিভক্তের ন্যায়, ব্যক্ত করিয়া স্ব-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ও অধ্যক্ষতা পূর্ব্বক এই জড়জীবময় জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন। পরমপুরুষরূপে তিনি জগতের পিতা, আর পরমা প্রকৃতি রূপে তিনি জগতের মাতা। ব্রহ্মই এ পিতৃমাতৃরূপে আপনাকে যেন বিভক্ত করিয়া, পুনঃ আনন্দ-অনুভব জন্য পরস্পর মিলিত হন বলিয়াই যেন পুরুষের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি মাতা এ জগৎ প্রসব করেন। গীতায়ও এই ভাবেই সৃষ্টিতত্ত্ব ও জগতের সৃষ্টি লয়ের কারণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

শ্রুতি শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধে যে ব্রহ্মই কারণ, তাহা এইরূপে সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ শ্রুতি সমন্বয় করিয়া বেদান্ত দর্শন, ব্রহ্মই যে জগৎ কারণ, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বেদান্ত-দর্শনোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব।—বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" ইহার দ্বিতীয় সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" অর্থাৎ যাঁহা হইতে এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, সেই ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। অতএব বেদান্ত অনুসারে যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অদ্বিতীয় একমাত্র কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই জানিতে হইবে। বেদান্ত দর্শনে জগতের অন্য কোন কারণ উক্ত হয় নাই। কারণ সাধারণতঃ দুইরূপ—নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সুতরাং বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—সর্ব্বরূপ কারণ।

কিন্তু এই ব্রহ্ম কি? যিনি জগতের একমাত্র কারণ, তাঁহার স্বরূপ

কি? বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র-প্রমাণের উপর—বিশেষতঃ শ্রুতি শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হয়। তাই বেদান্তের তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্র "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ," ও "তত্তু সমন্বয়াৎ।" শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। এই ঈক্ষণ গৌণার্থক নহে। কেন না, শ্রুতি ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়াছেন। আত্মস্বরূপে তিনি ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন। বেদান্ত দর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র এই :—

"ঈক্ষতে র্নাশব্দম্।" গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।"

অতএব যে ব্রহ্ম জগৎকারণ তিনি জড় (Matter) নহেন, বা জড়-শক্তিও (Energy) নহেন। তিনি সাংখ্যোক্ত 'সৎ' শব্দবাচ্য প্রধান বা প্রকৃতিও নহেন। ইহা দ্বারা জড় একত্ববাদ (material monism) নিরস্ত হইয়াছে। জগৎকারণ (সর্ব্বব্যাপক এক অদ্বিতীয় কারণ) ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ আত্মা (Absolute Self Absolute Reason স্বরূপ)। কেননা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে তিনি আত্মা স্বরূপে ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন। এই অধিকরণ সম্বন্ধে বৈয়াসিক ন্যায়মালায় ভারতীতীর্থ মুনীশ্বর বলিয়াছেন,—

"তদৈক্ষতেতি বাক্যেন প্রধানং ব্রহ্ম বোধ্যতে।
জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণম্॥
ঈক্ষণাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়া জ্ঞানে তু মায়য়া।
আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যে প্রধানস্য বিরোধিনী॥"

অর্থাৎ শ্রুতি উক্ত "ঈক্ষণ" এবং 'সদেব ইদমগ্র আসীৎ" হইতে চেতন সৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্মই জগৎকারণ, মায়া হেতু তাঁহাতে জ্ঞান ক্রিয়াশক্তি সম্ভব হয়।

উক্ত সূত্র সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। "ন অশব্দম্" ইহার অর্থ কি? যিনি ঈক্ষণপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ

হন, তিনি "অশব্দম্" নহেন। ইহার অর্থ আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রুতি নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ অনির্দ্দেশ্য নেতি নেতি নিষেধ মুখে জ্ঞেয় 'তৎ' ব্রহ্মকে 'অশব্দম্' বলিয়াছেন।—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।" (কঠ. ৩।১৫)। জগৎকারণ ব্রহ্ম 'অশব্দম্' নহেন। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, অনির্দ্দেশ্য, অবাচ্য, অবিজ্ঞেয় ব্রহ্মকে শ্রুতি জগৎকারণ বলেন নাই। তাঁহাকে জগৎকারণ বলিলে, তিনি সবিশেষ, সোপাধিক হইয়া পড়েন। যিনি সর্ব্বাতীত, প্রপঞ্চাতীত সর্ব্ব সম্বন্ধশূন্য, যিনি আমাদের দেশকালনিমিত্ত-সংখ্যাদি-পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অবিজ্ঞেয়,—আমরা আমাদের এ জ্ঞানে তাঁহাকে জগৎ কারণরূপে ধারণা করিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান যেমন দেশকাল পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, কোন বস্তুকে দেশ কারণ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ধারণা করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের জ্ঞান নিমিত্তপরিচ্ছিন্ন, বা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলবদ্ধ বলিয়া, সেই কার্য্যকারণ সূত্র দিয়া পরিশেষে এক অদ্বিতীয় মূল কারণে উপনীত হইতে পারিলেও, সেই কার্য্য-কারণ সূত্রের যাহা অতীত, তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমাদের জ্ঞান শেষ সীমায় বা বেদান্তে গিয়া সেই এক মূলকারণকে সগুণ ব্রহ্মরূপে ধারণা করিতে পারে। জগৎকারণ রূপে সেই ব্রহ্ম সবিশেষ সোপাধিক রূপেই আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য হন। তিনি সৎ, তিনি ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, তিনি পরমাত্মা, (কোন উপাধি পরিচ্ছিন্ন আত্মা নহেন)। শ্রুতি এইরূপেই সেই জগৎকারণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋগ্বেদে আছে—

"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চ নাস॥" (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২)

ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। সায়ণাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে। সায়ণ বলিয়াছেন,—

"তৎ সকলবেদান্তপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্ত্বং 'আনীৎ' প্রাণিতবৎ। নমু

এবং প্রাণনকর্ত্তুঃ জীবভাবাপন্নস্ত ব্রহ্মণঃ সত্ত্বং স্যাৎ, ন। বিবক্ষিতস্ত নিরুপাধিকস্ত ব্রহ্মণঃ অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুদ্ধ ইতি তস্ত প্রাণসম্বন্ধাভাবাৎ। তত্রাহ—'অবাতম্' ইতি। অয়মাশয়ঃ আনীদ্ ইতি। * * *। ইদানী-ন্তনেন উপলক্ষিতং "যন্নিরুপাধিকং পরমং ব্রহ্ম তস্যৈব ভূতকালসত্ত্বাবিধীয়ত ইতি। নকশ্চিদ্দোষ ইতি। নন্থ ঈদৃশস্ত ব্রহ্মণঃ মায়য়া সহ সম্বন্ধাভাবাৎ সংখ্যাভিমতা স্বতন্ত্রা সদ্রূপা—মূলপ্রকৃতিরেব অভিমতা ইতি? কিং নো সদিতি নিষেধঃ? তত্রাহ 'স্বধা' ইতি। স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্ততে ইতি স্বধা—মায়া। তয়াসহ তদ্ব্রহ্ম 'একম্'—অবিভাগাপন্নম্ আসীৎ। অত্র তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিবার্য্যতে। যদ্যপি অসঙ্গস্য ব্রহ্মণঃ তয়া সহ সম্বন্ধে ন সম্ভবতি তথাপি তস্মিন্ অবিদ্যয়া তৎস্বরূপমিব সম্বন্ধোপি অধ্যস্যতে। এতেন তস্যাঃ (মায়য়া) সদ্রূপত্বং প্রত্যাখ্যাতম্। নন্থ যদি মায়া ব্রহ্মণা সহ অবিভাগাপন্না তর্হি তস্যানিবার্য্যত্বাৎ ব্রহ্মণোপি তৎপ্রসঙ্গ ইতি। কথং তস্য সত্ত্বমুক্তম্ আনীদবাতমিতি।

* * * *

মায়াংশস্ত অনির্বাচ্যত্বং ব্রহ্মণঃ সত্ত্বং চ প্রতিপাদিতম্। নন্থ দৃশ্-দৃশ্যৌ ইতি দ্বৌ এব পদার্থৌ আনীদবাতং স্বধয়া ইতি তৌ চেৎ অঙ্গী-ক্রিয়তে তৎ কিম্ অপরম্ অবশিষ্যতে। যৎ নাসীদ্রজ ইত্যাদিনা প্রতিসিধ্যেৎ। তত্রাহ তস্মাদিতি। পূর্ব্বোক্তমায়াসহিতা ব্রহ্মণঃ অন্যৎ কিঞ্চন কিমপি বস্তু ভূতভৌতিকাত্মকং জগৎ ন আস,—সৃষ্টেঃ ঊর্দ্ধং বর্ত্তমানং ইদং জগৎ তদানীং ন বভূব।"

বাহুল্য ভয়ে ইহার অর্থ এস্থলে লিখিত হইল না। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র 'আনীদং অবাতং' বা প্রাণক্রিয়ার মূল যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যস্বরূপ স্বধার সহিত একীভূত বা মায়া উপাধিযুক্ত অদ্বয় ব্রহ্মই সৎ রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সায়ণ অদ্বৈতবাদ অনুসারে ইহার উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সে যাহাহউক, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মায়াসহ অবিভাগাপন্ন সুতরাং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ। মায়াযুক্ত বলিয়া তিনি সগুণ। তিনি সৎস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ, আত্মাস্বরূপ। তিনি 'অশব্দম্' বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম নহেন। এইরূপে সগুণ ভাবে—মায়া উপাধিযুক্ত বা মায়াবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম ঈক্ষণপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করেন।

তাহার পর বেদান্তদর্শনে উক্ত হইয়াছে—

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥" (১।১।১২ সূত্র)।

অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে, এই জগৎকারণ ব্রহ্ম আনন্দময়। ব্রহ্ম যে আনন্দময় অর্থাৎ 'প্রচুর' আনন্দস্বরূপ, তাহা শ্রুতিতে বারবার উক্ত হইয়াছে। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। অতএব যিনি জগৎকারণ ব্রহ্ম—তিনি কেবল সৎস্বরূপ ও বিজ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞাতা বা ঈক্ষিতা স্বরূপ নহেন, তিনি আনন্দস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব যিনি জগৎকারণ, তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। ইহাই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। এই সচ্চিদানন্দঘন ভাবে ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর।

ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিয়াছি যে সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই 'আনীদ' 'অবাত'স্বধার সহিত একীভূত—সেই এক ছিলেন, এবং তাঁহা হইতে অন্য বা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর কিছু ছিল না। তিনিই জগৎকারণ—তিনিই সচ্চিদানন্দঘন সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। তিনি প্রাণশক্তিযুক্ত ও স্বধার সহিত একীভূত। সায়নের মতে এই স্বধাই মায়া। ইহাই জগতের উপাদান কারণ; ইহাকেই এক অর্থে প্রকৃতি বলা যায়। প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র নহে। তাহা ঈশ্বরের স্বভূত—'স্বধয়া তদেক'। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা ঈশ্বরেই একীভূত—অবিভক্ত ভাবে থাকে। অতএব আমরা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে 'এক' অদ্বয় তত্ত্ব প্রাণন্ শক্তিমানরূপে

স্বপ্রকৃতির সহিত একীভূত ছিলেন, তিনিই সৃষ্টি কল্পে পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতিরূপে—ঈক্ষিতা দ্রষ্টা পরমপুরুষরূপে এবং ঈক্ষিত দৃষ্ট পরমাপ্রকৃতি-রূপে পরাশক্তি মায়া হেতু অভিব্যক্ত হন। সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মই মায়াশক্তি হেতু পমমেশ্বররূপে জগতের নিমিত্ত কারণ, আর পরমাপ্রকৃতি বা অব্যক্ত রূপে জগতের উপাদান কারণ। ইহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও, কিরূপে তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পারেন, তাহা বেদান্তদর্শনে স্পষ্ট বিবৃত হয় নাই। নির্গুণ নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে যদি জগৎকারণ বলা যায়, তবে তিনি কিরূপে জগৎ-কারণ হইতে পারেন, তাহার উত্তর বেদান্তদর্শনে পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য্য কেবল নির্গুণ নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিয়াছেন। মায়া হেতু তাঁহাতে জগতের বিবর্ত্তন হয়—রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে মায়াহেতু জগতের অধ্যাস হয়,—জগৎ বাস্তবিক অসৎ, ব্রহ্মে কল্পিত মাত্র। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি ব্রহ্মে মায়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে মায়ার অর্থ যাহাই হউক সে মায়াযোগে অবশ্য ব্রহ্ম সগুণ, সোপাধিক হন। অতএব সকল মতানু-সারেই বলিতে হয় যে, সগুণ সোপাধিক সবিশেষ ব্রহ্মই জগৎ-কারণ।

বেদান্তদর্শনের সকল ব্যাখ্যাকারগণই ব্রহ্মের সহিত মায়া বা প্রকৃতি-তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া জগৎকারণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে এই মায়া বা প্রকৃতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। শঙ্করাচার্য্য মায়াতত্ত্ব যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিরূপে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন, তাহা শ্রুতি সমন্বয় করিয়াই বেদান্তদর্শন হইতে বুঝিতে হইবে।

বেদান্তদর্শন অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্ম বিক্রিয়াহীন হইলেও দ্রষ্টৃমাত্রস্বরূপে অধ্যক্ষ হইয়া ঈক্ষণ করেন, আর তাঁহার স্বধা বা

মায়াখ্য পরাশক্তি অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্ত সেই দ্রষ্টার অধ্যক্ষতায় জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ (Absolute Reason)। মায়াহেতু সগুণ পরমেশ্বর স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের জ্ঞানে বহু হইবার ঈক্ষণ কল্পনা বা কামনার অভিব্যক্তি হয়। তাঁহার সেই বহু কল্পনা হেতু তিনি বাক্ (Logos) বা শব্দ ব্রহ্মরূপে প্রাণশক্তিসহ বিবর্ত্তিত হন। সেই বহু কল্পনাকে য়ুনানী দার্শনিক প্লেতোর ভাষায় (Ideas) ও শ্রুতির কথায় নামরূপ (Name এবং Form) বলা যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে আমরা এ তত্ত্ব জানিতে পারি। এক অর্থে নাম— Concepts—জাতি বা সামান্য। আর রূপ—Percpts। সেই নাম-রূপময় বহু কল্পনাতে আত্মারূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ হেতু ঈক্ষিত প্রকৃতি তাহা গ্রহণ করিয়া সৎরূপে পরিণত করেন। প্রকৃতিতেই পরিণাম হয়। প্রকৃতিতেই এই পরিণাম শক্তি নিহিত। প্রকৃতি সেই বহু নামরূপ বীজ গ্রহণ করিয়া আবার প্রত্যেক নামরূপকে—প্রত্যেক জাতি বা সামান্যকে বহু করেন, অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিকে বহু ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্ত করেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ভাবের মধ্যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধারণ করেন। প্রকৃতি দ্বারাই কালবশে সেই সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির বা ব্রহ্মে কল্পিত নামরূপানুযায়ী বিশেষ ভাবের ষড়্ভাবের বিকাশ অনুসারে, জন্ম স্থিতি ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া ক্রম-বিবর্ত্তন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ নামরূপের বিবর্ত্তন বা পরিণাম ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি দ্বারা সংসাধিত হয়। আমরা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এ তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত বহু কল্পনাকে এই প্রকারে সৎরূপে বিকাশ ও পরিণতি করিবার শক্তি—মূল 'কাম' বা ইচ্ছাশক্তি। শ্রুতি বলিয়াছেন,

'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়।' (তৈত্তিরীয়, ২।৬)

'স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ।' (বৃহদারণ্যক, ১।৪।৩)

'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

(ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৪)

ইহা হইতে জানা যায় যে সৃষ্টির মূলে এই কাম বা ইচ্ছা নিহিত। আধুনিক জর্ম্মাণ দার্শনিক সপেনহর ইহাকে Will আখ্যা দিয়াছেন। এই ইচ্ছাশক্তি পূর্ব্ব কল্পের প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন বহুজীবের কর্ম্ম-জনিত বাসনার সমষ্টি হইতে পারে। অথবা তাহা প্রকৃতির শক্তি, প্রলয়ে প্রকৃতিতে বীজভাবে স্থিত ইচ্ছাশক্তি হইতে পারে। কিংবা ইহা ব্রহ্মে বা ব্রহ্মময়ী পরাশক্তি মায়াতে নিহিত কামবীজ হইতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—তাহা 'অধিমনসঃ রেতঃ।' ইহার অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই কাম বা ইচ্ছা বীজ হেতুই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হয়, তিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করিয়া ঈক্ষণ করেন, এবং পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় আবার সৃষ্টির কল্পনা করেন।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" (ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।৩।১)

অতএব সৃষ্টির মূলে এক দিকে, জ্ঞান অন্য দিকে ইচ্ছা পরমেশ্বরের স্বাভাবিকী জ্ঞানবলাত্মিকা বিবিধ শক্তির এই দুই ভাবে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্ফুরণ হয়। জ্ঞানক্রিয়াহেতু যেরূপ কল্পনা বা ঈক্ষণ হয়, আর ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হেতু তাহা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত পরিণত ও নিয়মিত হয়। এইরূপে সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর ও পরাপ্রকৃতিরূপে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন। ইহাই বেদান্ত-উক্ত সৃষ্টিরহস্য।

আমরা দেখিয়াছি যে বেদান্ত অনুসারে মূলতত্ত্ব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। সেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বই এইরূপে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। বেদান্তে সৎ কারণ-বাদ প্রতিষ্ঠিত। যাহা সৎকারণ তাহা অপরিণামী, তাহা নিত্য অব্যয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাহাই ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে তাহা কখন কার্য্যরূপে পরিণত হইতে পারে না। কার্য্য তাহাতে বিবর্ত্তিত হয় মাত্র। মায়া হেতু তাহাতে

কার্য্যের বা এ জগতের অধ্যাস হয় মাত্র। কিন্তু গীতা ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য এই মায়াকেই শক্তি ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়াছেন। মায়াকে এই শক্তি-স্বরূপ ও প্রকৃতি-স্বরূপ স্বীকার করিলে, এবং শঙ্কর যে বলিয়াছেন, কারণের অন্তর্ভূত শক্তি ও শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য, তাহা সিদ্ধান্ত করিলে, সেই শক্তি হইতেই যে পরিণাম হয়, তাহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই পরিণাম হেতু সেই পরিণামের যে মূলকারণ প্রকৃতি তাহা অসৎ হয় না, ব্যক্ত বা অব্যক্ত সর্ব্ব অবস্থায় কার্য্য তাহারই অন্তর্ভূত থাকে; এবং যিনি এই পরিণামের অধ্যক্ষ তাঁহারও কার্য্যরূপে প্রচ্যুতি হয় না। তিনি নিত্য অব্যয় থাকেন। শঙ্কর মায়াকে, সদসাত্মিকা বলিয়াছেন, এবং পরিণাম-বাদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অপর ব্যাখ্যাকারগণ প্রকৃতিকে সৎ বলিয়াছেন, এবং সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিয়া প্রকৃতির পরিণাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল বাদ বিবাদ এ স্থলে বিচার-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক ভগবানের পরা শক্তি প্রকৃতি গীতা অনুসারে অনাদি। ভগবানের অধ্যক্ষতায় ও অধিষ্ঠাতৃত্বে সেই প্রকৃতিই এ জগৎ প্রসব করেন ও তাহাতেই লয় করেন। প্রকৃতি পরমেশ্বরের স্বভূত, তাঁহার অধীন। সাংখ্য-শাস্ত্র যে, প্রকৃতি স্বাধীন, স্বতঃপরিণামশীল বলিয়াছেন, তাহা শ্রুতি-সম্মত নহে। আর এই প্রকৃতিকে শ্রুতি উক্ত ব্রহ্ম বলা যায় না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ—ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন। আর প্রকৃতি জড় অচেতন। সাংখ্য শাস্ত্র প্রকৃতির পরিণামের নিয়ন্তা কোন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। পাতঞ্জল দর্শনে পুরুষ বিশেষকে নিত্য ঈশ্বর স্বরূপে স্বীকৃত হইলেও তিনি যে প্রকৃতির পরিণামের নিয়ন্তা তাহা স্বীকৃত হয় নাই। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে দিক্ কাল আকাশ চারিভূত মন আত্মা এই সকলকে জগতের বহুকারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে এইরূপ বিভিন্ন-

মত সকল বিচার পূর্ব্বক খণ্ডিত হইয়াছে। তাহা এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই।

বেদান্ত দর্শন এইরূপে বিভিন্ন মত খণ্ডনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্রহ্মই জগৎকারণ। ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর স্বরূপে জগতের নিমিত্ত কারণ, আর মায়া শক্তি হেতু পরমাপ্রকৃতি রূপে জগতের উপাদান কারণ। ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বয় তত্ত্ব—Absolute। তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন,—পরম দ্রষ্টা (Subject) স্বরূপ, ও পরম দৃষ্ট (Object) স্বরূপ হইয়া বা এইরূপে পরমেশ্বর ও পরমাপ্রকৃতিরূপে তিনি জগতের কারণ হন। বেদান্ত দর্শনের যে ইহাই সিদ্ধান্ত তাহা আমরা গীতা হইতেও বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহাই যে বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত, তাহা সকলে স্বীকার করেন না। বেদান্ত দর্শনোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব—অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানারূপ বাদ অনুসারে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। অনেকে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ—উভয় কারণরূপে স্বীকার করেন। অনেকে আবার ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাকে কেবল নিমিত্ত কারণ রূপে স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদ মতে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ভিন্ন। এই সকল মতভেদ এস্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যা-ভূমিকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই সকল বিভিন্নবাদ সামঞ্জস্য করিয়া এবং শ্রুতি-সমন্বয় করিয়া যাহা বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে শ্রুতির যাহা সিদ্ধান্ত, বেদান্ত দর্শনের যাহা সিদ্ধান্ত, গীতারও তাহাই সিদ্ধান্ত।

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধে আরও এক কথা মনে রাখিয়া এ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই জগৎ দেশ কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানে জ্ঞেয় হয়। কাল পরিচ্ছেদ হেতু

এ জগৎ প্রবাহরূপে অনাদি অনন্ত। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি অনাদি কাল প্রবর্ত্তিত। সুতরাং শ্রুতি অনুসারে কোন আদি সৃষ্টি নাই। অতএব যে সৃষ্টি বিবৃত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব প্রলয়ের পর সৃষ্টি। গীতায় সেই সৃষ্টি লয়-তত্ত্বই উক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে এ জগতের সৃষ্টি হয়, আর প্রলয়ে এই জগৎ অব্যক্তেই লীন থাকে, প্রলয়ে ভূতগণ অবশ ভাবে অব্যক্তে বিলীন থাকে, আর সৃষ্টিকালে সেই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপে অব্যক্ত বা প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। আর পরমেশ্বর প্রকৃতিকে অবষ্টম্ভনপূর্ব্বক অধ্যক্ষতা করেন, তাই তাঁহারই সে প্রকৃতি হইতে এরূপ সৃষ্টি লয় হয়, জগতের বিপরিবর্ত্তন হয়। অতএব এইরূপে পরমেশ্বর জগতের অধ্যক্ষরূপে নিমিত্ত কারণ। সে যাহাহউক এ সৃষ্টি—পূর্ব্ব সৃষ্টি-সাপেক্ষ কাল-সাপেক্ষ শক্তির বিকাশ ও বিরাম অবস্থা সাপেক্ষ, ভূতগণের কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিত কাম বা বাসনা-সাপেক্ষ। তবে এ সকল কারণ অবান্তর। 'স্বগুণে নিগূঢ় দেবাত্ম-শক্তি দ্বারা এই সমুদায় কারণ নিয়মিত হয় মাত্র। প্রলয়ের পর যখন আবার সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়, তখন সে সৃষ্টি কিরূপে হয়, সে সৃষ্টির আবার কিরূপে লয় হয়, এবং প্রকৃতি পুরুষরূপ দুই অনাদিতত্ত্ব বা সগুণ ব্রহ্মের এই দুই ভাবের সহিত সে সৃষ্টির সম্বন্ধ কি এবং তাহা কিরূপে এ সৃষ্টির কারণ হয়, তাহাই প্রধানতঃ বুঝিতে হইবে। আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের সকল শাস্ত্রে এই সৃষ্টি লয়-তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেরও তাহাই সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে এই সৃষ্টি লয়-তত্ত্ব যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। আমরা এস্থলে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত এই জগতের সৃষ্টি লয়ের কারণ উল্লেখ করিব মাত্র।

চণ্ডী-উক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব।—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে পরমা বৈষ্ণবী শক্তি

দেবী ভগবতীই যে জগতের কারণ তাহা উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরও তাঁহার পরাশক্তি—দেবী ভগবতী হইতেই এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। শক্তিবাদী পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—

"ত্বয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।" (১।৫১)

অর্থাৎ সেই মহামায়া দেবী ভগবতী দ্বারাই এই চরাচর জগতের বিসৃষ্টি হয়। তিনি মুক্তি-হেতু—বিদ্যারূপিণী, আবার বন্ধন-হেতু অবিদ্যারূপিণী। তিনি নিত্যা, তিনিই জগদ্‌-মূর্ত্তি, এবং তাঁহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত।—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্॥" (১।৫৭)

তিনিই পরা জননী (১।৬৭) তাঁহাকে স্তব কালে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥"
"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥" (১।৭৮-৭১)

তিনিই সকলের প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা—

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।" (১।৭৩)

তিনিই শক্তিরূপা,—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥" (১।৭৮)

এই মায়াখ্য পরাশক্তি—পরমাপ্রকৃতি জগৎ প্রসব করেন ও জগৎরূপা হন সত্য—এবং সকলের মধ্যে শক্তিরূপে ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে অবস্থান করেন, এবং সর্ব্বভূত মধ্যে চিতিরূপে, বুদ্ধিরূপে, জাতিরূপে, ক্ষান্তি শান্তি লজ্জা প্রভৃতিরূপে এক কথায় ক্ষেত্ররূপে সংস্থিতা সত্য, কিন্তু তিনি স্বাধীনা নহেন। তিনি পরমা বৈষ্ণবী শক্তি—পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায়ই জগৎ প্রসব করেন। তাহা চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে।—

"যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥ (১।৭৯)

জগতের যিনি স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা—তিনি ভগবান্ বিষ্ণু, পরমেশ্বর। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় তাঁহারই প্রকৃতি এ জগৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন—জগৎরূপা হন।.

আবার তাঁহার সেই প্রকৃতির বিরাম অবস্থা হয়, প্রকৃতি তমোরূপা হন, তখন ভগবান্ নিদ্রিত হন, তাঁহার ঈক্ষণের বা অধ্যক্ষতার বিরাম হয়—সৃষ্টির লয় হয়। আবার প্রকৃতির বিকাশ অবস্থায় ভগবান্ জাগরিত হইয়া ঈক্ষণ করেন, তখন সৃষ্টি হয়।

গীতায়ও এই তত্ত্বই অন্যভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণে এই তত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মই যে মায়াখ্য পরাশক্তি-যোগে সগুণ ভাবে—পরমেশ্বর ও পরমাপ্রকৃতিরূপে জগৎকারণ হন, তাহা আমরা শাস্ত্র-সমন্বয় করিয়া গীতার্থ বুঝিলেই জানিতে পারি।

ঈশ্বরের সহিত জগতের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ—গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই অধ্যায়ে উক্ত আর এক তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে, পরমেশ্বর জগদতীত (Transcendent), অথচ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত, তাঁহাতেই সমুদায় ভূত অবস্থিত, তিনিই জগতের আধার ও অধিকরণ এবং নিয়ন্তা অন্তর্যামী। আবার তিনিই (Immanent) ভাবে জগতে অনুপ্রবিষ্ট ও জগৎরূপ ব্যক্ত মূর্ত্তিতে অবস্থিত। তিনি আত্মারূপে ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন হইয়াও ভূত সকলে অবস্থিত নহেন। আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু স্থিত, এ জগৎ সেইরূপ তাঁহাতে অবস্থিত। তাঁহারই প্রকৃতি, তাঁহারই অধ্যক্ষে জগৎ সৃষ্টি করেন ও জগতের স্থিতি লয়রূপ পরিণাম করেন। তিনি স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন এজন্য তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন।

অথচ ঈশ্বর এই সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে অসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকেন। এইরূপে পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় ও নিয়ন্তৃত্বে তাঁহার প্রকৃতি হইতে বিশ্ব জগতের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়। এই স্বপ্রকৃতির অধীশ্বর ও অধ্যক্ষতা হেতু স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তারূপে পরমেশ্বর জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু ইহাই শেষ তত্ত্ব নহে। তাঁহার সহিত স্থিতিকালে এই জড় জীবময় জগতের অন্য সম্বন্ধ আছে।

পরমেশ্বর 'সাধিভূতাধিদৈব সাধিযজ্ঞ' (গীতা, ৭।৩০), তিনি অধ্যাত্ম অধিযজ্ঞ ও অধিকর্ম্মরূপ আর তদাখ্য পরম ব্রহ্মস্বরূপ। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

এই অধ্যায়েও ভগবানের অধিযজ্ঞ, অধিকর্ম্ম অধিদৈব স্বরূপের ইঙ্গিত করা হইয়াছে,—তিনি যে জগতের অধিদৈব ও অধিকর্ম্মরূপ তাহা উক্ত হইয়াছে,—

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ (৯।১৬)

ইহার অর্থ আমরা যথা স্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহার দ্বারা তাঁহার অধিযজ্ঞ ও অধিকর্ম্মরূপ সূচিত হইয়াছে। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥" (৯।১৯)।

ইহার অর্থও যথা স্থানে উক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভগবানের অধিদৈবত স্বরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই অধিদৈবত্ব ও অধিকর্ম্ম বা অধিযজ্ঞরূপে তিনি এ জগতের স্থিতিকালে তাঁহার সহিত (Immanent ভাবে) সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু এ সম্বন্ধ বাহ্য। ভগবানের সহিত এ জগতের যাহা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তাহা বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥" (৯।১৭)

তিনি যে পবিত্র ওঙ্কাররূপে ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদরূপে—বা বাক্‌রূপে বেদ্য বা জ্ঞেয়, তাহা আমাদের এ স্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে ভগবান্ যে আপনাকে এ জগতের সুতরাং সর্ব্বভূতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন'—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥" (৯।১৮)

অতএব ভগবান্ যে কেবল এ জগতের প্রভব প্রলয় স্থান, কেবল অব্যয় বীজ বা অনাদি কারণ, তাহা নহেন, তিনি স্থিতিকালে এই জগতের ও সর্ব্বভূতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস শরণ ও সুহৃদ্ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

ভগবান্ যে এ জগতের 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্' তিনি যে 'বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ' তাহা শ্রুতি বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেও জানা যায়। কিন্তু তিনি যে এইরূপে পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভু সুহৃদ প্রভৃতি ভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত—তাহা গীতা ব্যতীত আর কোন শাস্ত্রে এ রূপ স্পষ্ট ভাবে উক্ত হয় নাই। ইহাই গীতার বিশেষত্ব। উপনিষদে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে দ্যাবাপৃথিবীকে পিতা মাতা বলা হইয়াছে মাত্র। কোথাও ইন্দ্রাদি দেবতা সখা সুহৃদ্‌রূপে স্তুত হইয়াছেন এইমাত্র। যাহাহউক, এই সম্বন্ধ হেতুই ভগবানকে ভাবযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক পরা ভক্তিযোগে বা জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তিযোগে উপাসনা সম্ভব হয়

আমরা পরে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভের উপায় ভক্তিযোগ বুঝিবার সময় ইহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এইরূপে আমরা গীতায়ই এই অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব ঈশ্বরের সহিত জড়জীবময় জগতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিতে পারি। এইরূপে আমরা সবিজ্ঞান পরমেশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারি। এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সাধনা দ্বারা তাহা বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারি, এবং এইরূপে সাধনা দ্বারা সেই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি— ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারি। এই জ্ঞান সিদ্ধিতে আমাদের মুক্তি হইতে পারে।

পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়—ভক্তিযোগ।—বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় উপাসনা। ভগবান্ বলিয়াছেন,

"মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥" (৯।১৩)

এই উপাসনা জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়। তাহাদের মধ্যে অনন্যভক্তিযোগে উপাসনাই প্রধান। প্রথমে আমাদের এই ভক্তিযোগতত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। গীতোক্ত উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে,উপনিষদ কি ভাবে তাহার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

উপনিষদ্ অনুসারে বিজ্ঞান সহিত এই পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়—ধ্যান ও উপাসনা। অবশ্য উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভের উপায় স্বতন্ত্র উক্ত হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদ্ হইতে জানা যায় যে, আত্মধ্যান হইতে যেরূপ সর্ব্বাত্মা অক্ষর ব্রহ্ম-জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, সেইরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানও বিজ্ঞান সহিত লাভ করা যায়। ধ্যানে আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, সেই আত্মার নিয়ন্তা যময়িতা পরমাত্মার দর্শন লাভ

হয়।—সর্ব্বাত্মার নিয়ন্তা এক 'দেবের' বিজ্ঞান লাভ হয়। বেদান্ত দর্শনে আছে—"অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ (১।২।১৮ সূত্র)। এ সম্বন্ধে বৈয়াসিক ন্যায়মালায় ভারতীতীর্থ বলিয়াছেন,—

"জীবৈকত্বামৃতত্বাদেরন্তর্যামী পরেশ্বরঃ।
দ্রষ্টৃত্বাদে র্ন প্রধানং ন জীবোঽপি নিয়ম্যতঃ॥"

এইরূপে আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলে সেই দেবকে অর্থাৎ ব্রহ্মের সগুণ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর ভাবকে বিজ্ঞান সহিত জানা যায়, এবং সেই দেবকে জানিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মন্ত্রই পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (২।১৫ মন্ত্র)—তাহা দ্রষ্টব্য। আত্মধ্যান দ্বারা যে পরমেশ্বর তত্ত্ব বা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়. তাহা উপনিষদে নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। তিনি যে "অধ্যাত্ম যোগাধিগম্য" (কঠ ২।১২), তাহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের জন্য উপাসনাই প্রধানত উপদিষ্ট হইয়াছে। ওঁকারের ত্রিমাত্রারূপে, প্রাণরূপে, জ্যোতীরূপে, আত্মারূপে, বিশেষতঃ অধিদৈবত পুরুষরূপে, নানা ভাবে তাঁহাকেই উপাসনা করিতে হয়। উপনিষদে নানারূপ উপসনার উল্লেখ থাকিলেও তাহা যে, এক ব্রহ্মেরই উপাসনা, তাহা যে নানা ভাবে এক এক পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা তত্ত্বেরই তাহা বেদান্ত দর্শনে "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ।" (৩।৩।১) প্রভৃতি সূত্রে 'সর্ব্ব-বেদান্ত প্রত্যয়োঽপাসনায়া একত্ব' অধিকরণে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্ত-উক্ত সর্ব্বরূপ উপাসনাই ব্রহ্মের উপাসনা।—শঙ্করের মতে তাহা সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা।

শ্রুতি যে বিবিধ উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিষ্কাম ভাবে পরম পুরুষরূপ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। যে আত্মজ্ঞ সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া এইরূপে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। প্রথমে আত্মজ্ঞ হইতে হয়। মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্‌।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥"

(মুণ্ডক, ৩।১।৫)।

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব—
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ…।" (মুণ্ডক ৩।১।৮-৯)

এইরূপে সাধনাদ্বারা আত্মজ্ঞ হওয়া যায়। (মুণ্ডক, । ৩।১।১০)।

"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥"

(মুণ্ডক, ৩।২।১)

অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞই এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহাতে এই বিশ্ব নিহিত, ও যিনি শুভ্র বা উর্দ্ধ জ্যোতীরূপে প্রকাশমান। যাঁহারা পুরুষভাবে সেই ব্রহ্মকে উপাসনা করে, তাঁহারাই শুক্রকে বা জন্মকে অতিক্রম করেন—মুক্ত হন।

এই পুরুষ দিব্য পরাৎপর পুরুষ—পরম পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম। বিদ্বান্‌ নামরূপ-মুক্ত হইয়া তাঁহাতেই প্রবেশ করেন, সেই পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হন।—

"তথা বিদ্বান্‌ নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌।"
"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥"

(মুণ্ডক, ৩।২।৮-৯)।

অতএব শ্রুতি অনুসারে আত্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে পরম পুরুষ ভাবে উপাসনা করিলে তাহার সংসিদ্ধিতে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে বেদান্ত-ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এইরূপে উপাসনা দ্বারা 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থ' হওয়া যায় (মুণ্ডক ৩।২।৬)। উপাসনাই ইহার প্রধান সাধন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"ধনু র্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধীয়ত।" (মুণ্ডক, ২।২।৩)।

এই উপাসনার অর্থ (উপ+আ+সদ্+অন্) সমীপবর্ত্তী হওয়া— আত্মাতে বা চিত্তে ধ্যেয় রূপকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখা,—এক অর্থে ধ্যান করা। 'উপসরণানি ইতি উপাসীত।" (ছান্দোগ্য, ১।৩।৮) অর্থাৎ ধ্যেয় বোধে উপাসনা করিতে হয়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। চিত্তকে উপাস্যের ভাবগত করিতে হয়। উপাস্যের ভাবে চিত্তকে ভাবিত করিতে হয়। মুণ্ডক শ্রুতির উক্ত মন্ত্রের শেষার্দ্ধে আছে,—

"আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥"

কিন্তু এই "ভাব" অর্থে উপাস্যের ভাব বা সত্তা (Being) লাভ করা। এই ভাবের মধ্যে ভজনা বা ভক্তিভাব কোথাও স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। কিন্তু গীতায় যে ভাব-সমন্বিত ভজনা (১০।৮) উক্ত হইয়াছে—তাহা প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা—প্রেমভক্তিযোগে ভজনা (গীতা ১০।৯-১০)। ভাবগত চিত্তে ভজনাকে সুতরাং ভক্তিযোগ বলা যায়। উপনিষদে—অর্থাৎ প্রামাণ্য কয় খানি উপনিষদের মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এক স্থানে এই ভক্তির উল্লেখ আছে, যথা—

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর, ৬।২৩)

এই দেব যে পরমেশ্বর—("ঈশতে দেব একঃ"—শ্বেতাশ্বতর, ১।১০) যিনি অগ্নিতে জলেতে, সর্ব্বত্র বিদ্যমান (শ্বেতাশ্বতর ২।১৭), যাঁহাকে জানিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় (শ্বেতাশ্বতর, ১।৮) যাঁহাকে অভিধ্যান করিলে যাঁহাতে সংযুক্ত হইলে, যাঁহার সহিত একত্ব বা যাঁহার তত্ত্বভাব লাভ করিলে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়—

"তস্যাভিধানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্

ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ১।১০),

এই দেব যে সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বপ্রেরয়িতা পরমেশ্বর তাহা এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে জানা যায়।

অতএব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনুসারে সেই দেবতাতে পরাভক্তি দ্বারাই তাঁহার তত্ত্বার্থ বিজ্ঞান লাভ হয়। বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভের উপায়—প্রথম ঈশ্বরে অনন্য ভক্তি—ঈশ্বরে একনিষ্ঠ পরাভক্তি। তাহার পর ঈশ্বর-তত্ত্ব উপদেষ্টা আচার্য্য বা গুরুর প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বর-তত্ত্ব শ্রবণ।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

(মুণ্ডক, ১।২।১২)।

ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।"

(গীতা, ৪।৩৪)।

যিনি সেই দেবে বা পরমেশ্বরে পরাভক্তিপূর্ব্বক ও উপদেষ্টা গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করেন, সেই মহাত্মগণের নিকটই পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।—

"তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"

(শ্বেতাশ্বতর (৬।২৩)।

এই শ্রবণ গুরু বা আচার্য্যের নিকট হইতে পারে, অথবা স্বাধ্যায় বা উপনিষদ্ প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র পাঠ ও তাহার অর্থ গ্রহণ দ্বারাও হইতে পারে (গীতা, ৪।২৮)। এইরূপে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ ও তাহার মননই জ্ঞান-যজ্ঞ।

প্রমাণ বিনা অর্থ প্রতিপত্তি হয় না। (প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তিঃ—প্রমাণান্তরেণ ন অর্থ-প্রতিপত্তিঃ"—ইতি বাৎস্যায়নভাষ্য।) এস্থলে ঈশ্বরার্থ-প্রতীতির জন্য আপ্ত বাক্য বা শাস্ত্র বচনই প্রমাণ, এবং সেই প্রমাণ মনন দ্বারাই ঈশ্বর-ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয়। তাহার পরে তাহার "অভিধ্যানাৎ, যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ ভূয়শ্চ" সেই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়—তবে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। ঈশ্বরকে এইরূপে জানিয়া, তাঁহাকে অভিধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে, ঈশ্বর তত্ত্বভাবে ভাবিত হইতে হইবে বা সেই ভাব লাভ করিতে হইবে এবং সে জন্য ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এইরূপ তপঃ প্রভাবে ও সেই দেবের প্রসাদে বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে (শ্বেতাশ্বতর,৬।২১), এবং তাহার পরিণামে সমগ্র জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ হইবে,—সগুণ-নির্গুণ সবিশেষ-নির্বিশেষ পরম ব্রহ্ম বিজ্ঞান অধিগত হইবে,—ও তাহার ফলে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হইবে। ইহাই বেদান্তে উপদিষ্ট পরম গুহ্য তত্ত্ব। (শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২)। ইহাই বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভের গুহ্যতম উপায়।

এইরূপে বেদান্ত হইতে আমরা বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় জানিতে পারি। গীতাতেও এই উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে যোগী আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করে, সমুদায়কে পরমেশ্বরে দর্শন করে, যাহার নিকট ঈশ্বর

কখন অদৃশ্য হন না। যে একত্বে আস্থিত হইয়া সর্ব্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে ভজনা করে (গীতা, ৬।৩০-৩১), যে যোগী শ্রদ্ধাবান্ ও ঈশ্বরগত অন্তরাত্মা হইয়া ভগবানকে ভজনা করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী (গীতা ৬।৪৭)। কেননা সে এইরূপে ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক, ঈশ্বরে আসক্তমনা হইয়া যোগযুক্ত হওয়ায়, নিশ্চয়ই বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে, আর তাহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না (গীতা, ৭।১-২)।

প্রথমে স্ব-কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে হইবে। (গীতা, ১৮।৪৬)। জিতাত্মা বিগত-স্পৃহ হইয়া অথচ বুদ্ধিতে এইরূপে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আচরণ করিলে এবং স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিতেছি, এই বুদ্ধি-যোগে কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্মযোগ-সংসিদ্ধিতে সংন্যাস লাভ হইবে (গীতা ৬।১), ও পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হইবে (গীতা, ১৮।৪৯)। এবং তদনন্তর ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া, তাহার ফলে ব্রহ্ম ভাব লাভ করিয়া— সর্ব্বভূতে সমদর্শন বা ব্রহ্ম দর্শন করিয়া—তাহার পরিণামে পরমেশ্বরে পরা ভক্তি লাভ হইবে (গীতা ১৮।৫৪)। সেই পরাভক্তি লাভ হইলে, তবে পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ বিজ্ঞান সহিত জানিয়া, সেই পরমেশ্বর ভাব প্রাপ্তি হেতু, তাঁহাতে প্রবেশ লাভ হইবে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (গীতা ১৮।৫৫)

ইহাই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞান। ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভপূর্ব্বক, তাঁহার শরণ লইয়া, তাঁহাকে ভজনা করিলে, তাহার পরিণামে যে বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় ও ঈশ্বর-প্রসাদে মোক্ষ হয়,—ইহাই গীতোক্ত সর্ব্ব গুহ্যতম জ্ঞান (গীতা, ১৮।৬৪)।

কিরূপে এই জ্ঞানে অবস্থিত হওয়া যায় ও তাহার ফলে মুক্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি মুক্তির জন্য পরমেশ্বরকে

আশ্রয়পূর্ব্বক প্রযত্ন করেন, বা গীতোক্ত উপায়ে আরাধনা করেন, তিনি বিজ্ঞান সহিত—অক্ষর-ব্রহ্মজ্ঞান অথবা পরমেশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকালে সেই জ্ঞানে স্থিতি লাভ হইতে পারেন। (গীতা, ৭।২৩-৩০)। মৃত্যুকালে অক্ষর ব্রহ্ম-জ্ঞানে স্থিত হইলে—ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ হয় (গীতা ২।৭২; ৮।১২-১৩)। আর যে জ্ঞানী অন্তকালে পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয় প্রয়াণকালে—দেবযানমার্গপ্রাপ্ত হইয়া—ঈশ্বর ভাবই লাভ করেন (গীতা, ৮।৮-১০; ৮-১৪)। যে যে ভাবে সদা ভাবিত হয়—সে সেই ভাব স্মরণপূর্ব্বক অন্তে দেহত্যাগ করিয়া সেই ভাব প্রাপ্ত হয় (গীতা, ৮।৬)। এইজন্য সর্ব্বকালে পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে হইবে. সর্ব্বদা পরমেশ্বরে মন বুদ্ধি সমর্পণ করিতে হইবে, অনন্যচিত্তে ঈশ্বরে অভ্যাসযোগযুক্ত হইতে হইবে। (গীতা, ১৮।৭-৮)। তবে প্রয়াণকালে ঈশ্বর ধ্যানপূর্ব্বক দেহত্যাগ হইবে, ও তাহার ফলে ঈশ্বরকে লাভ হইবে—ঈশ্বরভাব সিদ্ধি হইবে। সুতরাং যিনি অনন্যচিত্তে সতত নিত্য ঈশ্বরকে অনুস্মরণ করেন, তাঁহাতে নিত্যযোগযুক্ত হন, সেই পরম ভক্ত যোগীই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন—তাঁহার পরম সংসিদ্ধি লাভ হয়, তাঁহার আর জন্ম হয় না। (গীতা, ৮।১৪-১৫)। এই রূপে পরমেশ্বর অনন্যভক্তি দ্বারাই লভ্য হন (গীতা, ৮।২২)। এইজন্য ভগবান, অনন্য-ভক্তিযোগে সর্ব্বকালে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। (গীতা, ৮।২৭)। ইহাই গীতোক্ত ভক্তিযোগে ঈশ্বর উপাসনা। ভগবান্ বলিয়াছেন—

> ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে
> শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"

(গীতা, ১২।২)।

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা—অব্যক্ত অক্ষর কূটস্থ ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা ভক্তিযোগ-সাধ্য নহে। কেবল সগুণ ঈশ্বরভাবে ব্রহ্মো উপাসনাই ভক্তি

যোগ-সাধ্য। একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—এস্থলে আর বুঝিবার আবশ্যক নাই।

অতএব বিজ্ঞানসহিত পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অন্তকালে সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া—অর্থাৎ পরমেশ্বর অনুস্মরণপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাতে স্থিতিপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া—সংসারমুক্ত হইতে হইলে, সেই বিজ্ঞানসহিত পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। আর সেই জ্ঞানলাভ করিবার উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ হইলেও তাহার প্রধান উপায় গীতোক্ত ভক্তি-যোগ। গীতায় এই অধ্যায়ে—এই সমগ্র দ্বিতীয় ষট্‌কে সেই বিজ্ঞানসহিত পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান ও সেই জ্ঞান লাভের উপায় ভক্তিযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। এই ভক্তিযোগতত্ত্ব আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতোক্ত ভক্তিযোগের অধিকারী।—এই ভক্তিযোগ লাভের অধিকারী কে, তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহা হইতে বা তাঁহারই দৈবী গুণময়ী মায়া হইতে যে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দ্বারা এই সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে, এই হেতু জীব পরমেশ্বরের পরমভাব জানিতে পারে না (গীতা, ৭।১২-১৩)। যাহারা দুষ্কৃত, মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও আসুরী ভাবযুক্ত তাহারা ভগবানে প্রপন্ন হয় না (গীতা, ৭।১৫)। আর ভগবানে প্রপন্ন না হইলে, সে মায়াকে অতিক্রম করিয়া ভগবানের পরমতত্ত্ব জানা যায় না (গীতা, ৭।১৪)। যাঁহারা সুকৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু বা জ্ঞানী হইলে ভগবান্‌কে ভজনা করেন। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে 'এক ভক্তি' অর্থাৎ ঈশ্বরে অনন্যভক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ (গীতা,৭।১৬-১৭),কেন না সেই যুক্তাত্মা ঈশ্বরে অবস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিতে পারেন, তিনি ভগবানের আত্মাই হন (গীতা, ৭।১৮)। যিনি জ্ঞানবান্ তিনি বহু জন্মান্তে 'বাসুদেব সর্ব্ব'—এই সুদুর্লভ জ্ঞানে সংসিদ্ধ হইয়া (গীতা,৭।১৯)।

মৃত্যুকালেও সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া পরম গতি লাভ করিতে পারেন, তাহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, যে, যে পুণ্যকর্ম্মকারীর পাপ দূর হইয়াছে, যিনি ইচ্ছা দ্বেষ-সমুত্থিত দ্বন্দ্বমোহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি দৃঢ়ব্রত হইয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন,—তিনিই ভক্তিযোগ সাধনার প্রকৃত অধিকারী (গীতা, ৭।২৮)। তিনিই ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমেশ্বরতত্ত্ব (কৃৎস্ন অধ্যাত্ম কর্ম্ম প্রভৃতির তত্ত্ব—ও সাধিদৈব, সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ পরমেশ্বরতত্ত্ব) জানিতে পারেন, এবং প্রয়াণ কালেও তিনি জ্ঞানে অবস্থিত থাকিতে পারেন (গীতা, ৭।৩০)।

এইরূপে কীদৃশ ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইতে পারেন, তাহা ৭ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। আমরা ৭ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা মূঢ় বিক্ষিপ্তচিত্ত অজ্ঞানী মোহিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি-আশ্রিত তাহারা পরমেশ্বরের পরম ভূতমহেশ্বর ভাব জানিতে পারে না। যাঁহারা মহাত্মা দৈবীপ্রকৃতি-আশ্রিত, তাঁহারাই ভগবানের ভূতাদি মহেশ্বর ভাব জানিয়া অনন্যমনে তাঁহাকেই ভজনা করে। (গীতা, ৯।১১-১৩)। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ জীবাত্মা দেহীকে দেহবদ্ধ করে। (গীতা ১৪।৫)। এই ত্রিগুণ দ্বারা বদ্ধ হয় বলিয়া কাহারও প্রকৃতি সত্ত্ব-প্রধান, কাহারও রজঃপ্রধান ও কাহারও বা তমঃপ্রধান হয়। যাহাদের প্রকৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহারা দৈবীসম্পদ্-যুক্ত। যাহাদের প্রকৃতি রজঃপ্রধান, তাহারা আসুরীসম্পদ্‌যুক্ত, আর যাহাদের প্রকৃতি তমঃপ্রধান, তাহারা রাক্ষসভাবযুক্ত। ভগবান্ এই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে সমষ্টি ভাবে—আসুরী সম্পদ্ বলিয়াছেন। এই জন্য পরে ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, এ লোকে ভূতসৃষ্টি দ্বিবিধ দৈব ও আসুর (গীতা, ১৬।৬)। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা দৈবী সম্পদযুক্ত—অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান সেই দৈবী সম্পদ্—তাঁহাদের বিমুক্তির

কারণ হয়। পক্ষান্তরে যাহারা আসুরী সম্পদযুক্ত—তাহারা বদ্ধ থাকে। (গীতা, ১৬।৫)। অতএব যাঁহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক বা সত্ত্বপ্রধান—যাঁহারা দৈবী সম্পদযুক্ত—তাঁহারাই মোক্ষপথে—মোক্ষার্থ সাধনামার্গে অগ্রসর হইবার প্রকৃত অধিকারী। তাঁহারাই দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক ভগবানের স্বরূপ—তাঁহার পরম অব্যয় ভূতাদি ভূতমহেশ্বর ভাব জানিয়া তাঁহাকে অনন্যমনে ভজনা করিতে পারে। যাহারা আসুরী-প্রকৃতি-সম্পন্ন,—

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম।' (গীতা, ১৬।৮),—

তাহারা ঈশ্বর স্বীকার করে না। তাহারা মানুষী তনু আশ্রিত ভগবানকে অবজ্ঞা করে (গীতা ৯।১১)। তাহারা স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত পরমাত্মা ঈশ্বরকে দ্বেষ করে,—

"মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।" (গীতা, ১৬।১৮)।

সে যাহাহউক, কোন অসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি ভগবানকে যে কোন ভাবে হউক অনন্যমনে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, যদি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে তাহার ঈশ্বরে ভক্তির উদয় হয়, তবে তাহাকেও সাধু বলিতে হয়; কেন না সে সম্যক্ ব্যবসিত বা উপযুক্ত অধ্যবসায়রূপ বুদ্ধিযুক্ত হয়—সে মোক্ষার্থ সাধনমার্গে প্রবেশের পথ পায়—তাহার প্রথম সোপানে আরোহণ করিতে পারে। (গীতা, ৯।৩০)। সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়, সে নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারে। যে ভক্ত হয়, সে আর বিনষ্ট হয় না—আর অধোগতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব, যাঁহারা দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত, যাঁহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অথবা সাত্ত্বিক-রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত ক্ষত্রিয়,—তাঁহারা ঈশ্বরভক্ত হইলে—যে সেই ভক্তিপূর্ব্বক সাধনা ফলে মুক্ত হইবে, তাহারত কথাই নাই (গীতা ৯।৩৩; ও ১৮।৪২-৪৩)। যিনি দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত হন—সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত হন, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল প্রকাশস্বভাব হয়, তাঁহার সেই জ্ঞান ঈশ্বরে অনন্য-যোগে অব্যভিচারিণী ভক্তিস্বরূপ হয় (গীতা ১৩।১০)।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, নিষ্কামভাবে স্বকর্ম্ম অনুষ্ঠানরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিতে করিতে যখন বুদ্ধি আসক্তিহীন হয়—রাগ দ্বেষ দূর হয়, দ্বন্দ্ব মোহ ঘুচিয়া যায়, চিত্তজয় হয়, কোনরূপ স্পৃহা থাকে না, তখন পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিরূপ সন্ন্যাসভাব লাভ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নিত্য ধ্যানযোগ পরায়ণ হইলে, অহঙ্কার দর্পাদি দূর হইয়া অমানিত্বাদি জ্ঞানলাভপূর্ব্বক ব্রহ্মভূত হওয়া যায়, ও তখন ভগবানে পরাভক্তি লাভ হয় (গীতা, ১৮।৪৫-৫৪)। এইরূপে যাঁহার দেবে বা পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয়—তিনি উক্ত পরাভক্তি-বলে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন (গীতা, ১৮।৫৫), তাঁহারই বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধি হয়। আর তাহাতে স্থিত হইলে ও অন্তকালে তাহা হইতে প্রচ্যুত না হইলে, মুক্তি হয়—আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অতএব মুক্তির জন্য যে বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানলাভের—যে তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান লাভের উপায় পরাভক্তি—তাহার প্রকৃত অধিকারী সাত্ত্বিক-প্রকৃতিযুক্ত—দৈবী সম্পদ্-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানব। বহু জন্ম ধরিয়া সাধনার পর মানব এই দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে পারে। বহু জন্ম ধরিয়া সাধনা করিলে দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত মানুষ—এই পরাভক্তি লাভ করিতে পারে, এবং এই পরাভক্তি ফলে সমগ্র ঈশ্বর-তত্ত্ব—বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারে। বহুজন্ম ধরিয়া সাধনা করিলে, এই বিজ্ঞানে স্থিতি হইতে পারে—সেই বিজ্ঞেয় ঈশ্বরভাবে বা অক্ষরব্রহ্মভাবে অবস্থান হইতে পারে, ও মৃত্যুকালে সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

(গীতা, ৭।৩)।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" (গীতা, ৭।১৯)।

আর এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইতে হইলে—জ্ঞান সাধনার দ্বারা সর্ব্বপাপ রূপ সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে (গীতা ৪।৩৬) এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রযত্নপূর্ব্বক যোগযুক্ত হইয়া সাধনা করিয়া সংসিদ্ধি লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইতে হইলে, অনেক জন্ম কাটিয়া যায়।

ভগবান্ সেই কারণ বলিয়াছেন,—

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ (গীতা, ৬।১৫)।

ভক্তিযোগ সাধনা।—সে যাহা হউক, যে মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তির পথে যাইবার জন্য প্রযত্ন করেন, তাঁহাকে উক্তরূপে অধিকারী হইয়া ভক্তি সাধনা করিতে হয়। আমরা ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরমব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভের উপায় গীতায় যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়,—কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান-যোগ। এই ত্রিবিধ উপায়ের ক্রম আছে, অথচ সমন্বয় আছে। অধিকারি-ভেদে কাহারও পক্ষে কর্ম্মযোগই—মোক্ষমার্গের প্রথম সোপান, কাহারও পক্ষে ভক্তিযোগ প্রথম সোপান, কাহারও জ্ঞানযোগ প্রথম সোপান। কিন্তু অধিকারী সাধক প্রথমে যে সোপানই আশ্রয় করুন,—কতক দূর অগ্রসর হইলে এই তিন পথ একীভূত হয়, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সমুচ্চয় ভাবে সাধনা করিতে হয়।

পূর্ব্বে আরও উক্ত হইয়াছে, এই রজোবিশাল মনুষ্যলোকে, মানুষ সাধারণতঃ রজোগুণপ্রধান বা প্রবৃত্তির বশীভূত। কর্ম্মে তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কর্ম্মেই তাহাদের অধিকার। এইজন্য কর্ম্মমার্গে সাধনা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সহজ সাধ্য। তাহারা মুমুক্ষু হইলে কর্ম্মযোগ

তাহাদের পক্ষে প্রথম অবলম্বনীয়। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মযোগী হইতে হইলে যে রাগদ্বেষাদিশূন্য, যে আসক্তিহীন নিষ্কামভাব লাভ করিতে হয়, সে কামসংকল্প ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও সুলভ বা সুসাধ্য নহে। যিনি প্রকৃত নির্ম্মলচিত্ত—যিনি ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগ-সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন। যে সাংখ্যজ্ঞানী আত্মার স্বরূপ জানিয়া—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া নির্দ্বন্দ্ব নির্ম্মম হইতে পারিয়াছেন, তিনিই কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। অতএব কর্ম্মযোগ সাধনা যেমন এক অর্থে সহজ, সেইরূপ আর এক অর্থে অতি কঠিন।

সেইরূপ জ্ঞানযোগ-সাধনাও অতি কঠোর। যে ব্যক্তির চিত্ত প্রকৃত সাত্বিক নির্ম্মল না হয়, তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগ সাধনা সম্ভব নহে। জ্ঞানযজ্ঞ অতি কঠিন ; তাহাতে সিদ্ধিও বহু-জন্ম-সাধ্য।

ভগবান্ অবশ্য বলিয়াছেন,—

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥" (গীতা ৪।৩৬)

কারণ জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব পাপকে ভস্মসাৎ করে। অবশ্য এ স্থলে এই জ্ঞান প্রধানতঃ আত্মজ্ঞান বা সর্ব্বাত্মা অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান। বহুজন্মের সাধনা ফলে আত্মজ্ঞান সর্ব্বাত্মবিজ্ঞানে পরিণত হয়—'বাসুদেব সর্ব্ব' এই জ্ঞান সিদ্ধ হয় (গীতা, ৭।১৯)। কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ সাধনা দ্বারা ও উপাসনা দ্বারা এই জ্ঞান সাধনা করিতে হয়। তবে এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়—অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধি হয়। এই জ্ঞান সিদ্ধির জন্য অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। সে উপাসনাও অতি কঠিন কঠোর ও দুঃসাধ্য (গীতা, ১২।৫)।

এই জ্ঞানযোগে সাধনা-পথ অপেক্ষা ভক্তিযোগে সাধনা ও উপাসনার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম (গীতা, ১২।২), ইহাই ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু এই ভক্তিযোগে অধিকারী হইতে হইলেও যে সুকৃতির প্রয়োজন, যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি যে দৈবীসম্পদলাভ করিতে হয়, তাহা সুলভ নহে। তাহার জন্তও কত জন্ম সাধনা করিতে হয়, তাহা কে বলিতে পারে। অতএব মোক্ষ মার্গ প্রবেশের পথে আসিতে হইলে, এবং সে মার্গ লাভ করিয়া তাহাতে অগ্রসর হইতে হইলে, যে বিরাট সাধনার প্রয়োজন, এবং সেই সাধনা দ্বারা যে চিত্ত-শুদ্ধির প্রয়োজন, যে শম দমাদি সাধন সম্পত্তিযুক্ত হইবার প্রয়োজন, তাহা আমরা এইরূপে ধারণা করিতে পারি। মোক্ষ-মার্গে সাধনা যে অতি কঠোর, তাহা পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। যাহা হউক আপাততঃ এইরূপ কঠোর বিরাট বহু জন্মব্যাপী সাধনার কথা শুনিলে, সাধারণ রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিযুক্ত আমাদের হতাশ হইতে হয়। আমরা বৃথা মুমুক্ষু হই মনে হয়।

কিন্তু ভগবান্ আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভয়-বাণী অনুসরণ করিয়া, এই ভক্তিপথে প্রথম হইতে যদি অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি, তবে অবশ্য কোন না কোন সময়ে আমাদের সিদ্ধি হইতে পারে। ভগবান্ ত বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

(গীতা, ৯।৩০-৩২)।

ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥"

(গীতা ১২।৬-৭)।

পাতঞ্জল দর্শনেও উক্ত হইয়াছে যে ক্লেশ-কর্ম্মাদিদ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ ঈশ্বর প্রণিধানদ্বারা সমাধিসিদ্ধি হয়। তাঁহার স্বরূপ যে প্রণব তাহার জপও অর্থ ভাবনাদ্বারা, ব্যাধি প্রভৃতি (ব্যাধি স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব প্রভৃতি যে সকল চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ ও যোগের অন্তরায় তাহা) দূর হয়। (পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৩,২৭,২৮,২৯, ৩০ এবং ২।৪৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে যে এই সকল অন্তরায় দূর হয়, তাহা পাতঞ্জলদর্শনে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। এবং ভক্তিযোগে যে এই ঈশ্বর প্রণিধান করিতে হয়, তাহাও পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হয় নাই। বেদান্ত দর্শনে এই ভক্তিযোগে উপাসনার কোন কথা নাই। সুতরাং কোন দর্শন শাস্ত্র হইতে এই ভক্তিযোগে উপাসনার তত্ত্ব জানা যায় না। অথচ ভগবান্ গীতায় এই ভক্তিযোগে উপাসনা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহার কৃপায় যে এই ভক্তিযোগে সাধনায় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়, এবং সকলেই যে এই ভক্তিযোগে সাধনা আরম্ভ করিতে পারে, তাহা বলিয়াছেন। বলিয়াছি ত, ইহাই গীতার এক বিশেষত্ব।

অবশ্য যাঁহারা মহাত্মা, দৈবীসম্পদযুক্ত, যাঁহারা ভগবানের ভূতাদি অব্যয় স্বরূপ—তাঁহার পরমভাব জানিয়াছেন, সেই জ্ঞানিগণই ভগবান্‌কে অনন্যমনে ভজনা করিতে পারেন। তাঁহারা পরাভক্তি লাভ করেন (গীতা, ১৮।৫৪)। এই পরাভক্তি দ্বারা ভগবানকে তত্ত্বতঃ বা বিজ্ঞান সহিত জানা যায় (গীতা ১৮।৫৫)। সেই পরাভক্তিদ্বারাই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (গীতা, ১৮।৬৮)। এই পরাভক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্-গত-চিত্ত

হইতে হইবে (গীতা, ১৮।৫৭-৫৮), তাঁহাকে হৃদিস্থিত জানিয়া (গীতা, ১৮।৬১) সর্ব্বভাবে তাঁহার স্মরণ লইতে হইবে (গীতা, ১৮।৬২), সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একমাত্র তাঁহারই শরণ লইতে হইবে (গীতা, ১৮।৬৬)। দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত মহাত্মারা কিরূপে এই পরাভক্তি সাধন করিবেন, তাহা ভগবান্ গীতায় বারবার স্পষ্টভাবে উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ গীতা শেষে এই পরম গুহ্যতম সাধনতত্ত্ব বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

(গীতা, ১৮।৬৫)।

ইহাই ভক্তিযোগে পরম সাধনা। গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে, ইহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। নিত্যযুক্ত একভক্তিমান্ জ্ঞানীর, ও ঈশ্বরে গতান্তরাত্মা হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরকে ভজনাকারী শ্রেষ্ঠ যোগীর যে পরাভক্তি যোগে সাধনা, তাহা এই দ্বিতীয় ষট্‌ক হইতে, বিশেষতঃ এই অধ্যায় হইতে বুঝিতে হইবে। এবং যাহারা দুরাচার পাপযোনি হইয়াও সুকৃতিবলে ভগবান্‌কে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের সাধনা হইতে, নিষ্পাপ পুণ্যকর্ম্মা দ্বন্দ্বমুক্ত মহাত্মাদের দৃঢ়ব্রত হইয়া এই ভক্তিযোগে যে সাধনা, তাহার পার্থক্য বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা জরামরণ হইতে মোক্ষ জন্য অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরকে আশ্রয় পূর্ব্বক সাধনা করেন, সেই মহাত্মাগণই অসংশয় সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। তাঁহারা আর্ত্ত বা অর্থার্থী নহেন। তাঁহারা নিষ্কাম তাঁহারা জিজ্ঞাসু বা জ্ঞানী। তাঁহারা যেমন জ্ঞানযোগী—সেইরূপ কর্ম্মযোগী। তাঁহারা প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মী। যাঁহারা সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ দান করেন—তাঁহাদের জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিয়া অজ্ঞানজ তমঃ দূর করেন (গীতা, ১০।১০-১১)। এই বুদ্ধিযোগ পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৩৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। এই বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম

দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চনা করিতে হয় (গীতা ১৮।৪৫), ও সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সংন্যস্ত করিতে হয় (গীতা, ১৮।৫৬-৫৭)। এইরূপে ভক্তিযোগ সাধনা জন্য ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

(গীতা, ৯।২৭)।

ইহা ব্যতীত সতত কীর্ত্তন করিয়া নমস্কার করিয়া, যত্ন করিয়া ভক্তি সহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে হয়।—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" (গীতা, ৯।১৪)।

ভগবান্ এই অধ্যায় শেষে আবার বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মমেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।" (গীতা, ৯।৩৪)।

বুধগণের যে ভাব-সমন্বিত ভজনা (গীতা, ১০।৮), তাহার এই প্রণালী ভগবান্ পরে দশম অধ্যায়েও বিবৃত করিয়াছেন।—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" (গীতা, ১০।৯)।

ভগবান্ গীতার শেষেও সাধনার এই সর্ব্ব গুহ্যতম তত্ত্ব বলিয়া গীতার উপসংহার করিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

(গীতা, ১৮।৬৫)।

এইরূপে প্রীতিপূর্ব্বক ভাব-সমন্বিত হইয়া বুধগণ ভগবানের ভজনা করিলে, ভগবান্ তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, তাঁহাদের 'আত্ম-ভাবস্থ হইয়া জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন। (গীতা, ১০।১০), তাহার

ফলেই সেই মহাত্মারা সবিজ্ঞান সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং তাহার ফলে তাঁহাতে প্রবেশ করেন।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি যে আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন সুদুরাচার, সেও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে ভক্তিযোগে অনন্য ভাবে ভগবানের ভজনা আরম্ভ করিতে পারে। তাহারা অবশ্য নিম্নস্তরের সাধক। আর যাঁহারা দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা জ্ঞানী একভক্তিমান্, তাঁহারা উচ্চস্তরের সাধক। সুতরাং ভক্তদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং তাঁহাদের সাধনারও বিভিন্ন স্তর আমরা ধারণা করিতে পারি।

যে সকল মহাত্মা ভগবানের প্রিয়ভক্ত, তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর সাধক। তাঁহাদের লক্ষণ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে (১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সকল ভক্তই ভগবানের প্রিয় হইলে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী পরাভক্তিমান্, তাঁহারাই ভগবানের অত্যর্থ প্রিয় (একভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ সাধক)। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর ভক্তগণের সাধনার স্তর—চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম বা নিম্ন স্তর—ঈশ্বরযোগে আশ্রিত হইয়া, যতচিত্ত হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, তাহার ফলত্যাগ বা ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ—অর্থাৎ ঈশ্বরাশ্রয়ে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান। ইহার দ্বিতীয় স্তর—ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান। ইহার তৃতীয় স্তর—অভ্যাসযোগ, অর্থাৎ চিত্তকে একাগ্র করিয়া ঈশ্বরধ্যান ও সেই ধ্যানে স্থিত হইবার জন্য প্রযত্ন। ইহার চতুর্থ স্তর—সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরে চিত্তকে সর্ব্বদা স্থির বা বিক্ষেপশূন্য ভাবে সমাহিত রাখা—অর্থাৎ ঈশ্বরেই মনকে স্থির ভাবে রাখা এবং বুদ্ধিকে তাঁহাতেই নিবেশিত রাখা।

মহাত্মাদিগের অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরভজনার আরম্ভ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে। ভক্তিযোগের অন্তর্গত যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, তাহার দুই স্তর। প্রথম সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ (গীতা, ১২।১৩)।

অর্থাৎ ত্যাগ বুদ্ধিতে বা ভগবান্‌কে স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছি, এই বুদ্ধিতে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—বর্ণ ও আশ্রমাদি-বিহিত কর্ম্মাচরণ (গীতা, ১৮।৪৫-৪৬)। ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ ইহারই শেষ পরিণতি। দ্বিতীয় ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান। ভগবান্ বলিয়াছেন,—'মৎকর্ম্মপরম' হও বা 'মদর্থ' কর্ম্ম কর (গীতা, ১২।১০)। এক অর্থে যেমন কীর্ত্তন পূজন যজন নমস্কারাদি কর্ম্ম—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম, সেইরূপ ঈশ্বর যে জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন, ধর্ম্ম স্থাপন ও অধর্ম্ম দমন জন্য অবতীর্ণ হইয়া সকলের হিতার্থ বা লোকসংগ্রহার্থ যে কর্ম্ম করেন, তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহায় বা নিমিত্তরূপে সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান। অর্জ্জুনকে এইরূপে কর্ম্ম করিতেই ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সংন্যাসপূর্ব্বক অনন্যযোগে ঈশ্বরকে ধ্যান করেন ও উপাসনা করেন, তাঁহাদের মন এই সাধনার পরিণামে ঈশ্বরেই স্থির—বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া অবস্থান করে, তাঁহাদের বুদ্ধিও ভগবানে নিবেশিত হয়। ইহাই ভক্তিযোগের পরাকাষ্ঠা। ইহারই ফলে মৃত্যু-সংসারসাগর পার হওয়া যায় (গীতা, ১২।৬-৮)। চিত্ত এইরূপে ঈশ্বরে স্থির সমাহিত রাখিতে হইলে, তাহার জন্য অভ্যাসযোগ সাধন করিতে হয় (গীতা ১২।৯)। এই অভ্যাসযোগ ধ্যানযোগের অন্তর্গত। যাহা এক অর্থে জ্ঞানযজ্ঞ, তাহাও কর্ম্মের অন্তর্গত। ইহার দ্বারা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন সিদ্ধ হয়, ঈশ্বরে অবিচলিত ভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয় (গীতা ৬।৩০), ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয় এবং পরমেশ্বরকে সমগ্র ভাবে তত্ত্বতঃ জানা যায়, সবিজ্ঞান পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় (গীতা, ৭।১ ও ১৮।৫৮) এবং পরিণামে ঈশ্বরে প্রবেশ বা ঈশ্বর-ভাব-প্রাপ্তি হয় (গীতা, ১৮।৫৫)। এইরূপে শ্রেষ্ঠ সাধক ভক্তি সাধনার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন।

বলিয়াছি ত, যাহারা দুরাচার আসুরীপ্রকৃতিযুক্ত, তাহারাও সুকৃতি-বলে ভক্তিযোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিতে পারে। তাহারা যে যে 'তনু'—

যে ভাগবতী তনু বা দেবাদি তনু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করে, ভগবান্ সেই সেই তনুতে তাহাদের অচলা শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রদান করেন। অবোধ লোক অব্যক্ত ব্যক্তিভাবাপন্ন মানুষীতনু আশ্রিত বিগ্রহরূপে বা ভক্তানুগ্রহার্থ বিশেষভাবে গৃহীতমূর্ত্তি অবলম্বনে ভগবানকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিলেও, তাহারা পরিণামে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয় (গীতা ৭।২১-২৩)। আর তাহারা যদি দেবযাজী হয়, তবে দেবগণও যে তাঁহার বিভূতি, তাহা না জানিয়া তাহারা অবিধিপূর্ব্বক ভগবান্‌কেই ভজনা করে সত্য, কিন্তু তাহারা সেই দেবাদি লোকই প্রাপ্ত হয় ও আবার সংসারে আবর্ত্তন করে (গীতা, ৯।২০-২১,২৩,২৫)। যাঁহারা ভগবানে প্রপন্ন হন, তাঁহারা নানাভাবে ভগবান্‌কেই উপাসনা করেন। ইঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা করিতে পারেন (৯।২৩)। ইঁহাদের প্রথম ভক্তিযোগে সাধনা-পথ সে সুগম ও সুসাধ্য—তাহাও উক্ত হইয়াছে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

(গীতা ৯।২৬)।

যে অজ্ঞানী সাধক, এইরূপে ভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, সে অন্যদেবতাপূজক অপেক্ষা প্রশস্ততর; কেননা উক্ত সাধকগণের এইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনায় ভগবানে ভক্তিরই বিকাশ হয়। যে এইরূপে অনন্যচিত্তে ভগবান্‌কে ভজনা করে, সে দুরাচার হইলেও সাধু; কেননা সে "সম্যক্ ব্যবসিত"। এইরূপ সাধনা দ্বারা সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইতে পারে (গীতা, ৯।৩০-৩১)।

সে যাহা হউক, এ স্থলে যে অনন্যভক্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি॥"
(গীতা, ৯।৩০-৩১)।

সুদুরাচার পাপযোনি প্রভৃতি যে ভক্তির আশ্রয়ে সাধু হয়, ধর্ম্মাত্মা হয়, নিত্য শান্তি লাভ করে—পরাগতি প্রাপ্ত হয়, সে ভক্তি যে-সেরূপ ভক্তি নহে, তাহা অসাধারণ ভক্তি—তাহা অনন্যভক্তি। আর কিছু আশ্রয় না করিয়া, কেবল ভগবান্‌কে আশ্রয় করিতে পারিলে, মন প্রাণ প্রভৃতি সমুদায় ও যাহা কিছুতে আমার বলিয়া অভিমান আছে তাহা, ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলে ও অন্য কোন দেবতা প্রভৃতি কিছুরই কখন আশ্রয় না লইলে, এই অনন্যভক্তি লাভ হয়। গীতার সর্ব্বত্র এই অনন্যভক্তির কথাই উক্ত হইয়াছে। তাহাই সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়, তাহারই চরম পরিণাম পরাভক্তি।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তিনি অনন্যভক্তিতেই লভ্য।

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া॥" (গীতা, ৮।২২)।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, অনন্যচিত্ত হইয়া সতত তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে, তবে তিনি সুলভ হন।—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" (গীতা, ৮।১৪)।

এই অনন্যভক্তির অর্থ এই যে, চিত্ত যাহাতে আর কিছুতেই গমন না করে, কেবল ঈশ্বরেই সমাহিত থাকে, অভ্যাসযোগ দ্বারা তাহা ভক্তি পূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে।

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥"
(গীতা, ৮।৮)।

ভগবান্ এই অধ্যায়েও বলিয়াছেন—

"অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

ভগবান্ এই অধ্যায়ে মহাত্মগণের এই ভক্তিযোগে উপাসনাই বিবৃত করিয়াছেন,—

"মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥" (গীতা, ৯।১৩)।

এই অনন্যভক্তির লক্ষণ ভগবান্ দশম অধ্যায়েও উল্লেখ করিয়াছেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং ... ... ॥"

(গীতা, ১০।১০)।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীতা, ১১।৫৪)।

অর্থাৎ অনন্যভক্তি দ্বারা প্রথমে ভগবান্‌কে এই বিশ্বরূপে জানা যায়; পরে তাঁহাকে এইরূপে দর্শন হয়—অপরোক্ষ অনুভব হয়—তাহাই সবিজ্ঞান জ্ঞান। তাহার ফলে ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ হয়। এই অনন্যভক্তির আর এক নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। ইহা জ্ঞানেরই স্বরূপ,—

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী॥" (গীতা, ১৩।১০)

অতএব যে ভক্তিযোগে দুরাচারীও ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরিশেষে পরাগতি লাভ করে, যে ভক্তিযোগ গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরমেশ্বরে এই একান্ত অব্যভিচারিণী অনন্যভক্তি।

যাঁহারা এই অনন্যভক্তিযোগে সাধনা আরম্ভ করেন, তাঁহারা ক্রমে পাপমুক্ত হন, বহু জন্ম ধরিয়া সুকৃতিবলে সাধনা করিয়া তাঁহারা দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত মহাত্মা হন, ও ভগবানের পরমভাব জানিয়া তাঁহাকে অনন্য-

চিত্তে পরাভক্তিযোগে ভজনা করেন। তাঁহাদের ভজনাপ্রণালী উপরে উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ভজনা—ভাবসমন্বিত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা। তাঁহারা পরমেশ্বরকে এই বিশ্বের পিতা, মাতা; ধাতা, পিতামহ, পতি, ভর্ত্তা প্রভু…প্রভৃতিরূপে জানিয়া (গীতা, ৯।১৭-১৮) সেইভাবে যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক এই পিতা, মাতা, ধাতা, ভর্ত্তা, প্রভু, সুহৃদ্ প্রভৃতি ভাবে পরমেশ্বরকে ভজনা করেন। ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

এইরূপে ভক্তিযোগে ভজন সাধন করিতে করিতে, সেই সাধনার সিদ্ধিতে যখন পরাভক্তি লাভ হয়, তখন ভগবান্‌কে অসংশয়রূপে সমগ্রভাবে বিজ্ঞানসহিত জানিয়া তাঁহাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত, ও মন বুদ্ধি তাঁহাতে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়। ইহাই ভক্তিযোগ-সাধনার চরম ফল। ইহাই ধ্যানযোগের পরাকাষ্ঠা। যে যোগী ঈশ্বরে গতান্তরাত্মা হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাকে এইরূপে ভজনা করেন, ঈশ্বরে আসক্তমন হইয়া ঈশ্বরাশ্রয়ে যোগযুক্ত হন—সমাহিত হন,—তিনিই ভক্তিযোগ সাধনায় সিদ্ধ হন, তাঁহারই পরাভক্তি লাভ হয়, এবং সেই পরাভক্তি যোগেই তিনি সমগ্র ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। যদি মরণকালে তিনি এই যোগে অবস্থিত হইতে পারেন, পরমেশ্বরের পরম ভাবে—দিব্য পরম পুরুষরূপে বা অক্ষর ব্রহ্মভাবে যোগযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন, তবেই তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ইহাই ভক্তিযোগের পরম পরিণতি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে এই পরাভক্তিযোগ সাধনার জন্য কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সহিত ভক্তিযোগ সমুচ্চয়ভাবে সাধনা করিতে হয়।

এই ভক্তিযোগ সাধনায় কর্ম্মযোগ যে ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হয়, তাহাই যে প্রথম সোপানরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি। গীতায় কর্ম্ম কোথাও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সকল প্রকার সাধনার অঙ্গ "কর্ম্ম।" জ্ঞানযোগ সাধনার

জন্ত যে জ্ঞানযজ্ঞ ও যে ধ্যানযোগ তাহা কর্ম্ম। আর এই ভক্তিযোগ সাধনার জন্ত যে কীর্ত্তন, নমস্কারাদি, যে পত্রপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা, যে সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে বা কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করিতেছি এই বুদ্ধিতে ভক্তিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমুদায়ই কর্ম্মের অঙ্গীভূত। তাহা ভক্তিপূর্ব্বক বৈদিক দেবাদি যজনরূপ কর্ম্ম হইলে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভূত হয়। আর পরমেশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত উক্তরূপ কর্ম্ম হইলে, তাহা সাধারণ অর্থে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভূত না হইলেও তাহা'কর্ম্ম'। আমরা দেখিয়াছি যে ভক্তিযোগে সাধনার যে চারি স্তর তাহার প্রথম স্তর সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ বা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম ভাবে কার্য্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান, ঈশ্বরকে অর্চ্চন বুদ্ধিতে স্বধর্ম্ম বা নিজ বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্মাচরণ। ইহাই কর্ম্মযোগ। অতএব কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের প্রথম সোপান। এক অর্থে কর্ম্মানুষ্ঠানকালে চিত্ত ঈশ্বরে ভক্তিভাবে সমাহিত থাকে, তবে সেই কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের অন্তর্ভূত হয়। কার্য্য কর্ম্ম কথন ত্যাজ্য নহে,—পরাভক্তি লাভ হইলেও ত্যাজ্য নহে। তাহার পর ভক্তিযোগের যে দ্বিতীয় স্তর—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম—অর্চ্চন পূজন কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম ও ঈশ্বরের জগৎচক্র প্রবর্ত্তনরূপ ও ধর্ম্ম-স্থাপনাদিরূপ জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্ম তাহাও কর্ম্মযোগের অঙ্গীভূত। ভক্তি সাধনের তৃতীয় স্তর যে অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ তাহাও যে এক অর্থে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরে মন প্রাণ সমাহিত করিয়া ঈশ্বরভাবগত ঈশ্বরে প্রীতিযুক্তচিত্ত হইয়া কার্য্য কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করিলে তবে সেই কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত হয়।

আর নিষ্ক্রিয় প্রকৃতি বিবিক্ত আত্মভাবে অবস্থান করিলে কর্ম্মযোগ হয় না, তাহা ভক্তিযোগের অঙ্গীভূতও হয় না। চিত্তের ভাবের দ্বারা কর্ম্মযোগ নিয়মিত হয়। এইরূপে কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের সমুচ্চয় ভাবে সাধনা সম্ভব হয়।

জ্ঞানযোগের সহিত যে ভক্তিযোগ সমুচ্চয় ভাবে সাধন করিতে হয়, তাহা এ স্থলে আর বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভগবানের উপাসনার কথা উল্লিখিত হইবে। তবে এ স্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যখন এই ভক্তিযোগে সাধনার চরম উদ্দেশ্য অসংশয় রূপে ও সমগ্র ভাবে ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ বা বিজ্ঞানসহিত জানা, যখন ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য সেই পরম জ্ঞান লাভ, তখন ভক্তিযোগ এই জ্ঞানযোগেরই অন্তর্গত,—তাহারই অঙ্গ। অথবা জ্ঞানযোগ এই ভক্তিযোগের অন্তর্গত। এ উভয়ের মধ্যে সমুচ্চয় আছে,—বিরোধ নাই; এইরূপে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সমুচ্চয়-তত্ত্ব আমরা কতক ধারণা করিতে পারি।

ভক্তিযোগ তত্ত্ব।—ভক্তি সাধনা সম্বন্ধে যাহা মূল তত্ত্ব, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল। এক্ষণে এই ভক্তিযোগের যাহা মূলতত্ত্ব তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। সেই ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে প্রকাশিত হয়, এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে যে তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ, নিত্যবোধস্বরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ নহেন। ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ, তেমনই আনন্দস্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন,

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮)।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

(তৈত্তিরীয়, ২।৪।১)

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (তৈত্তিরীয়, ৩।৬।১)

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে যে ব্রহ্ম—

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" (মুণ্ডক, ২।২।৭)

ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ—যাহা প্রাজ্ঞ, তাহাও, শ্রুতি অনুসারে আনন্দময়। প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ (মাণ্ডূক্য ৮)

অর্থাৎ ওঙ্কারাক্ষর ব্রহ্মের যাহা তিন মাত্রা বা তিন পাদ যাহা ঈশ্বর, তাঁহার তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞস্বরূপ। তাহা প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় আনন্দভুক্ ও চেতোমুখ। আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই আনন্দস্বরূপ,—

"আত্মা আনন্দময়ঃ। ••আনন্দ আত্মা।" (তৈত্তিরীয় ২।৫।২)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে আছে যে ভৃগু পিতার নিকট জানিলেন যে, যাঁহা হইতে এ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় সেই ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। ভৃগু তদনুসারে তপস্যা করিয়া অবশেষে জানিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি। (তৈত্তিরীয় ৩।৬।১)।

বেদান্তদর্শনে "আনন্দময় অভ্যাসাৎ।" (১।১।১২)। এই সূত্রে ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে শ্রুতি হইতে আমরা ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ জানিতে পারি। আমাদের নিকট এই আনন্দ পঞ্চাবয়বযুক্ত।" "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈত্তিরীয় ২।৫।২)। ব্রহ্মে এই আনন্দ প্রচুর বা অসীম বলিয়া ব্রহ্ম আনন্দময়। আনন্দ ব্রহ্মরূপ আধারে (পুচ্ছ) প্রতিষ্ঠিত। সে আমাদের পার্থিব আনন্দের যে কত কোটী গুণ অধিক তাহার ইয়ত্তা হয় না। তাহা অপরিমিত। ইহা বিজ্ঞানের সার।

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে,—

'আনন্দং বিজ্ঞানস্য রসঃ।' (৬।১৩)

অর্থাৎ বিজ্ঞানের যাহা রস বা সার তাহাই আনন্দ। অতএব বিজ্ঞানে ও আনন্দে প্রভেদ নাই। আরও বলা যায় যে, রস কেবল বিজ্ঞানের সার নহে—যে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ভাবময় তাহাই রস। রসই বিজ্ঞানকে আনন্দময় করে। রস আনন্দেরই নামান্তর। এই জন্যই শ্রুতি ব্রহ্মকেই রসস্বরূপ বলিয়াছেন,—

'স এষ রসানাং রসতমঃ।' (ছান্দোগ্য, ১।১।৩)

এ স্থলে যাহাকে রসতম বলা হইয়াছে, তাহা উদ্গীথ—তাহা অক্ষর—ওঙ্কার। তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, তাঁহা শ্রুতিতে আরও স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে,—

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা
আনন্দী ভবতি।......এষ হি এব আনন্দয়তি।'

(তৈত্তিরীয়, ২।৬।১)

অর্থাৎ যে আত্মা হইতে নামরূপ দ্বারা অব্যাকৃত (অসৎ) অবস্থার পর নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত (সৎ) বিশ্বের প্রকাশ হয়, সেই আত্মাই রসস্বরূপ। জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দী বা সুখী হয়, তিনিই জীবকে আনন্দ দান করেন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম 'রসঘন' (বৃহদারণ্যক, ৪।৫।১৩)।

এই রসের আর এক নাম মধু। শ্রুতি বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম বা আত্মাই মধু।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধু বিদ্যায় ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা—

'যশ্চ অয়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং...অমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চ অয়ং শারীর... পুরুষঃ অয়মেব সঃ (মধু)। যঃ অয়ম্ আত্মা ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্।" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১)।

ব্রহ্মের এই মধুস্বরূপ হইতে এ জগতের সমুদায়ই মধুময় হয়। এবং এই জন্য শ্রুতিতে "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবো...সর্ব্বাশ্চ মতুমতীঃ অহমেব ইদং সর্ব্বং ভূয়াসং।" (বৃহদারণ্যক, ৬।৩।৬) এই মন্ত্র যজ্ঞশিষ্ট ভোজনের কালে স্মরণের ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম বা আত্মা আনন্দঘন রস-স্বরূপ—মধুস্বরূপ, ব্রহ্মই ভূমা সুখস্বরূপ। এই জন্য ব্রহ্ম সংস্পর্শে অত্যন্ত সুখ হয় (গীতা, ৫।২১ ; ৬।২৮) গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে,

তিনিই ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (গীতা, ১৪ ২৭)। সগুণভাবে ব্রহ্মই সর্ব্বকারণ—তিনিই সর্ব্ব আনন্দের, সর্ব্ব রসের উৎস। তাঁহা হইতেই জগতে সর্ব্ব আনন্দের সর্ব্বরূপ সুখের বিকাশ হয়, সর্ব্ব রসের অভিব্যক্তি হয়, সমুদায় মধুময় হয়। জগতে সর্ব্বত্র যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তাহার কারণ ও সেই "সত্য শিব সুন্দর" ব্রহ্ম। সর্ব্ব 'অহং' ও সর্ব্ব 'ইদং' এর মধ্য দিয়া পরিচ্ছিন্ন ভাবে এই ব্রহ্মানন্দের বিকাশ হয়, সৌন্দর্য্য শ্রী তেজ প্রভৃতির অভিব্যক্তি হয় (গীতা, ১০।৪১)। তাই আমরা সেই অপূর্ব্ব রসের—সেই অনন্ত আনন্দের উপভোগ অন্তরে বাহিরে করিতে সমর্থ হই।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে এই আনন্দ পরমেশ্বরের পরাশক্তি। এই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। ভগবান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ—সন্ধিনী সম্বিত ও হ্লাদিনী শক্তিযুক্ত। এই হ্লাদিনী শক্তিমান্ বলিয়াই ভগবান্ আনন্দ স্বরূপ, সুখস্বরূপ, মধুময়। ভূমা ঐকান্তিক সুখ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত।

সেই রসতম পরিপূর্ণ আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দ-চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া চিত্ত ভাবময় হয়—সুখ দুঃখ ভোক্তা হয়। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব ভোগ হয়। আর চিত্ত নির্ম্মল হইলে, এই আনন্দের প্রতিবিম্ব যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া চিত্ত সুখস্বরূপ হয়। কিন্তু মানুষের আনন্দ বা সুখ—তাহার সর্ব্বাবস্থায় পরিচ্ছিন্ন। চিত্তে প্রতিবিম্বিত আনন্দ চিত্তের পরিচ্ছেদ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়। এজন্য মানুষের যাহা পূর্ণানন্দ—ব্রহ্মানন্দ সে আনন্দের যে অসংখ্য গুণ অধিক, তাহা কল্পনা করা যায়। শ্রুতিতে তাহা উক্ত হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৩, এবং তৈত্তিরীয় ২।৮।১ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং যে সাধনায় চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া, কেবল শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ করিয়া, তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সেই জ্ঞানে অবস্থান করা যায় সে সাধনা যথেষ্ট নহে। চিত্ত নির্ম্মল হওয়ায়—তাহা সুখ-

স্বরূপ হওয়ায়, তাহাতে ব্রহ্মানন্দ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া সেই আনন্দেও অবস্থান করিতে হয়। যদি আমাদের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে হয়, তবে কেবল জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থান যথেষ্ট নহে। জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা বা জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হইয়া সেই অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান যথেষ্ট নহে। কেবল কর্ম্মযোগ দ্বারা, নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা—বা ঈশ্বরার্থ, ঈশ্বরের আদর্শে লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মশক্তির—বা সন্ধিনীশক্তির সম্প্রসারণে কেবল সৎস্বরূপে অবস্থানও যথেষ্ট নহে। আমাদের এ আনন্দস্বরূপও লাভ করিতে হইবে।

সেই আনন্দস্বরূপ লাভের উপায় ভক্তিযোগ। নির্ম্মলচিত্তে ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি হইলে, চিত্ত সুখস্বরূপ হয় এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির বিকাশ হয়। এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি দ্বারা নানাভাবে সৌন্দর্য্যাদির উপভোগ হয়। এই বৃত্তির শ্রেষ্ঠরূপ প্রেমভক্তি। ইহাই ভাবযুক্ত প্রীতি-পূর্ব্বক—সর্ব্বসৌন্দর্য্যের উৎস, সর্ব্ব আনন্দের আকর ঈশ্বরোপাসনার মূল। আমরা ব্যাখ্যাভূমিকায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে,এই ভক্তিযোগে উপাসনা দ্বারাই প্রধানতঃ আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া তাহাতে ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বের বিভাগ হয়, তখন চিত্ত স্বচ্ছদর্শবৎ সেই আনন্দভাবের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট গ্রহণ করিতে পারে। ব্রহ্ম—সর্ব্ববিশেষণ রহিত—সর্ব্বাতীত হইলেও আমাদের সহিত সম্বন্ধ হইতে তাঁহাকে সবিশেষ ভাবে আমরা সচ্চিৎরূপের ন্যায় আনন্দস্বরূপে ধারণা করিতে পারি। সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সম্বন্ধেই এই আনন্দরসস্বরূপের বিশেষ ধারণা হয়। তাই শ্রুতি পুংলিঙ্গবাচক সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধেই বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।"

ভগবান্ এই আনন্দস্বরূপ-রসস্বরূপ বলিয়া, তিনি হ্লাদিনী শক্তিযুক্ত বলিয়া, এ জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ—তাহাও আনন্দময়, মধুময়। তিনি কেবল জগৎকারণ জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা নহেন, তিনি কেবল সর্ব্বভূতের প্রভব প্রলয় স্থান ও নিধান নহেন, কেবল সর্ব্বভূতের

হৃদিস্থিত থাকিয়া তাহাদের সাক্ষী অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা নহেন। তাঁহার সহিত আমাদেরও এ জগতের সম্বন্ধ আরও আনন্দময়—মধুময়। তিনি জগতের ও সর্ব্বভূতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, শরণ, সুহৃদ। তাঁহার আনন্দময় রসময় স্বরূপ হেতু, তাঁহার সহিত এ জগতের ও আমাদের এইরূপ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আমরা ধারণা করিতে পারি। পূর্ব্বে আমরা যথাস্থানে এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের চিত্তে ভগবানের এই আনন্দস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, আমরাও এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে আনন্দ বা সুখ অনুভব করি। পিতামাতার স্নেহে, পুত্রের পিতৃমাতৃ ভক্তিতে, দাম্পত্যপ্রেমে, সুহৃদ্‌গণের পরস্পর ভালবাসায়, প্রভুর কৃপায়, ভৃত্যের অহৈতুকী সেবায় যে অপূর্ব্ব ভাব—যে আশ্চর্য্য আনন্দ, যে রস আমরা অনুভব করি, তাহা হইতে আমরা সেই সর্ব্বরসের উৎস সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরে সেইভাবে তাঁহার সহিত এ জগতের সম্বন্ধও আমরা ধারণা করিতে পারি। এবং সেই সর্ব্বকারণ ভগবানকে জগতের, সুতরাং আমাদের, সকলের পিতা, মাতা, প্রভু, সুহৃদ্ ভর্ত্তা প্রভৃতি ভাবে ধারণা করিয়া আমরা সেইভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারি,—সেই ভাব-অনুযায়ী-ভাবযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিতে পারি। আর সেইভাবে আরাধনা করিয়া আমরা চিত্তের নির্ম্মল ভোক্তা ভাবের—এই সুখ ও আনন্দ ভাবের বিকাশ ও পরিণতি করিতে পারি।

পরমেশ্বরের সহিত জগতের যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহার মূলতত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্ব্বে শ্রুতি হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে বিজ্ঞানস্বরূপে আত্মভাবে—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবে ঈক্ষণ করেন, এবং ঈক্ষণ করিয়া আপনাকে ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না। তাহাতে 'আনন্দস্বরূপ' ব্রহ্ম আনন্দ অনুভব করেন না,—'ন রেমে।' এজন্য তিনি পূর্ব্বে স্ত্রী-

পুরুষরূপে একীভূত আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন, পুং-স্ত্রীরূপে যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হন এবং এই পুং স্ত্রীরূপে বা পুরুষপ্রকৃতিরূপে আপনাকে বিভক্ত করিয়া ও উভয়ভাবে সম্মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন। আত্মার এই উভয় ভাবের সংযোগে—এই পুরুষপ্রকৃতির সংযোগে এই সমুদায় সৃষ্ট হয়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, এই আনন্দ বা 'রস' উপভোগের জন্য (বা রাসের জন্য) অথবা 'রমণার্থ', ব্রহ্ম সগুণভাবে নামরূপ দ্বারা সমুদায় ব্যাকৃত করিয়া এই জড় জীবময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। তিনি জ্ঞানস্বরূপে অসঙ্গ অনাসক্ত উদাসীন হইলেও এই আনন্দস্বরূপে আনন্দ উপভোগের জন্য তাঁহার অধ্যক্ষতায় তাঁহারই প্রকৃতি এই জড়-জীবময় জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব এই অর্থে এই সৃষ্টির মূল 'কাম' বা আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে, এ সৃষ্টির মূল যেমন বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা সংকল্প তেমনই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের 'কাম' বা আনন্দভোগের ইচ্ছা। সগুণ ভাবে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন 'ঈক্ষণ' করেন ও সংকল্প করেন "আমি বহু হইব" সেইরূপ কামনাও করেন (অকাময়ত) আমি বহু (বা বহুরূপে) ভোক্তা হইব। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য চেতন বা অন্য ভোক্তা নাই। অতএব পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা বা ঈক্ষণ ও কাম এই জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ। এই আনন্দ হইতে সর্ব্বভূতগণের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়-তত্ত্ব তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে উক্ত হইয়াছে।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, ভগবান্ এ জগৎ সৃষ্টি করিয়া এই আনন্দভোগ জন্য তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন এবং এ জগতের সহিত ও ভূতগণের সহিত, তাঁহার বহুরূপ আনন্দ-রসময় সম্বন্ধ হয়। সর্ব্বাত্মা

পরমেশ্বররূপে এই আনন্দ বা রস উপভোগ জন্য, তাঁহার সহিত এ জড় জীবময় জগতের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে এই পিতা, মাতা, ধাতা, পতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃদ্ প্রভৃতিরূপে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

এই সম্বন্ধ হইতেই ভগবান্ পরমাত্মা-রূপে বা পরম আত্মীয়রূপে আমাদের পরমপ্রিয় হন, এবং আমাদের প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞেয় ধ্যেয় ও উপাস্য হন।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।৮)

"আত্মনস্তু কামায় পতিঃ—প্রিয়ো ভবতি।" ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫)।

যিনি পরমাত্মা পরমেশ্বরকে এইরূপে জানিয়া, তাঁহাকে পরম প্রিয়-বোধে উপাসনা করেন, সেই জ্ঞানী ভক্তই পরমেশ্বরের অত্যর্থ প্রিয় হন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

(গীতা, ৭।১৭)।

ভগবান্ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন,—

"যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।" (গীতা, ১২।১৪-২০)

ভগবান্ এ অধ্যায়ের শেষেও বলিয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

(গীতা, ৯।২৯)।

অতএব ভগবানের পক্ষে সকলে সমান হইলেও, সর্ব্বভূতে তিনি সমভাবে অবস্থিত হইলেও, এবং স্বরূপতঃ তাঁহার কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য না

থাকিলেও এই সাধারণ সত্যের বিশেষ এই যে, যে ভক্ত ভগবান্‌কে প্রিয়-বোধে উপাসনা করেন, সেই ভক্ত ভগবানের প্রিয় হন, তিনি ভগবানেই অবস্থিত হন।

ইহার কারণ কি? ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা তাঁহাকে প্রপন্ন, হয় (গীতা, ৭।১৯)। তাহারা ভিন্নভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনা করে, সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥" (গীতা, ৪।১১)। সুতরাং যে জ্ঞানী ভক্ত পরম প্রিয়ভাবে তাঁহাকে প্রপন্ন হয়, ভগবান্‌ও সেই প্রিয়ভাবে তাহাকে ভজনা করেন। এই প্রিয়ভাবে ভগবানের উপাসনাই এক অর্থে ভক্তিযোগে ভাবসমন্বিত প্রীতিপূর্ব্বক উপাসনা।

ইহা হইতে আমরা উক্তরূপ পিতা, মাতা, পতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সুহৃৎ প্রভৃতি প্রিয়ভাবে ভগবান্‌কে উপাসনার মূলসূত্র বুঝিতে পারি। যে জ্ঞানী ভগবান্‌কে প্রিয়তম জ্ঞানে পিতৃভাবে প্রীতিপূর্ব্বক প্রপন্ন হয়, ভগবান্ তাহাকে পুত্রভাবে ভজনা করেন। যে মাতৃভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হয়, তাহাকেও পুত্ররূপে ভগবান্ ভজনা করেন। যে সখা ভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হয়, তিনি তাহার সখা হন। যে দাস ভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হয়, তিনি তাহার পরম কৃপাময় প্রভু হন। আর যে পতি ভাবে (গোপী ভাবে) তাঁহাতে প্রপন্ন হয়, তিনি তাহাকে স্ত্রীরূপেই ভজনা করেন। ভগবান্ সাধকের নিকট এইরূপে তাহার এবং জগতের পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি ভাবে প্রকাশিত হন। তাই জ্ঞানী ভক্ত সাধক ভগবানকে পরম প্রিয় বোধে, পিতা মাতা পতি সখা প্রভৃতি যে কোন ভাবে—ভাব সমন্বিত প্রীতিপূর্ব্বক উপাসনা করিতে পারেন, এবং এই উপাসনায় তাঁহার আনন্দের বা রসের ক্রম-পরিণতি হয়। এই সাধনায় সে সাধক 'অত্যন্ত' ঐকান্তিক সুখ—তাহার পরিচ্ছিন্নচিত্তে ভোগের উপযোগী পরম আনন্দ লাভ করে। এইরূপে তাহার আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়।

এইরূপ সাধনায় আনন্দের পূর্ণ পরিণতিতে আমরা পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া পরমানন্দস্বরূপে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারি। আমাদের চিত্তের ভোক্তা ভাবের বা চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিতেই আমরা আনন্দরসের পূর্ণ আস্বাদ পাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, প্রভু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হইতে আমাদের চিত্তের সাত্ত্বিক নির্ম্মল ভক্তি স্নেহ প্রীতি দয়া প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ হয়, এবং সেই বৃত্তির বিকাশকালে আমরা সুখ বা আনন্দ ভোগ করি। অবশ্য চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, যত স্বার্থমলশূন্য হয়—ততই এই সুখ বা আনন্দ অধিক পরিমাণে বিকশিত হয়। আর যখন আমাদের চিত্তের এই সকল ভাব বা বৃত্তির মধ্যে কোন এক ভাব ঘনীভূত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখ ঈশ্বরে পরানুরাগযুক্ত হয়, যখন পিতা মাতা সখা সুহৃৎ প্রভু পতি প্রভৃতি কোন বিশেষ ভাবে—আমরা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি, এবং সেই ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করিতে পারি, এবং তাঁহাকে জানিয়া এইরূপ কোন ভাবে সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে তাঁহাকে রাখিতে পারি, তবে তখন এই ভাব-সমন্বিত প্রীতি-পূর্ব্বক উপাসনা-সিদ্ধি হয়, এবং তাহার ফলে পরাভক্তি লাভ করিয়া আমরা পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারি।

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে পতি ভাবে সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের উৎস, সর্ব্বরসের আধার পরমেশ্বরকে ভজনাই শ্রেষ্ঠ মধুর রসে ভজনা—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ প্রেম-ভক্তি-মূলক উপাসনা। শ্রুতিতেও ইহার ইঙ্গিত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—

"তদ্‌ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌ এবমেব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌। তদ্‌বা অস্যৈ তদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্‌।"

(বৃহদারণ্যক, ৪।৩।২১)।

অর্থাৎ, যেমন প্রিয়তমা স্ত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে পুরুষ বাহ্য বা আন্তর কিছুই অনুভব করেন না, সেইরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া কি বাহ্য কি আন্তর কিছুই অনুভব করেন না। ইহাই তাঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকরহিত রূপ।

এ স্থলে এইরূপে উপমা দ্বারা পরমাত্মার সহিত "প্রাজ্ঞ" জীবাত্মার সম্বন্ধ উক্ত হইলেও, ইহা হইতে পতিভাবে ভগবান্‌কে উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব আমরা বুঝিতে পারি। এ ভাবে সাধনায় পরমেশ্বরে এইরূপ পরমানু-রক্তিহেতু তাঁহার সহিত অনায়াসে তন্ময় হওয়া যায়, আর বাহ্য বা আন্তর কিছুই জ্ঞান থাকে না। উপনিষদের ভাষায়, সে অবস্থায় পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোক সকল অলোক, দেবগণ অদেব ও বেদসকল অবেদ হয়। এ অবস্থায় চোর সাধু, ভ্রূণঘাতী নিষ্পাপ, চণ্ডাল অচণ্ডাল, ভিক্ষু অভিক্ষু, তাপস অতাপস হয়। এ অবস্থায় পুরুষ পুণ্যরহিত ও পাপরহিত হইয়া সর্ব্বশোক-মুক্ত হয়। এই অবস্থায় তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভাবে দৃশ্য কিছুই দেখেন না, স্পৃশ্য কিছুই স্পর্শ করেন না, বিজ্ঞাতব্য কিছুই জানেন না। এ অবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ সাগরে একীভূত জলের ন্যায় পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া অদ্বৈত হন। (বৃহদারণ্যক, ৪।৩। ২২-৩২)। ইহাই পরাভক্তিযোগ। ইহাই পরম গতি—পরম সম্পদ—পরমলোক। ইহাই তাঁহার পরমানন্দ।

"এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রা-মুপজীবন্তি।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩২)।

অর্থাৎ অন্য ভূত সকল এই আনন্দেরই মাত্রা বা অংশমাত্র লাভ করিয়া আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে।

এই ভক্তিযোগ রহস্য আরও একভাবে এস্থলে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত চিত্তে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু

জীবভাবের বিকাশ হয়, এবং দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই জীবভাবযুক্ত হইয়া আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করে। দেহী—পুরুষ বা আত্মা—কেবল প্রত্যগাত্মা নহেন। আত্মা—ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দস্বরূপ। চিত্তরূপ উপাধিবদ্ধ আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া চিত্ত চেতনবৎ হয়, তাহাতে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবের বিকাশ হয়। তাই চিত্ত জ্ঞানবৃত্তি ইচ্ছাবৃত্তি ও ভোগবৃত্তিযুক্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাধনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিলে. চিত্তের জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তৃভাবের বিশেষ বিকাশ হয়। এবং তাহার পূর্ণ পরিণতিতে, জীবভাবে—আত্মার সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের পূর্ণবিকাশ হয়,—জীব তখন সচ্চিদানন্দ আত্মাস্বরূপ হয়। তখন জীবাত্মার জীব-ভাব ঘুচিয়া যায়, স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। ব্যাখ্যাভূমিকায় ইহা বিবৃত হইয়াছে।

বলিয়াছি ত, এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভই মুক্তি। ইহারই জন্য সাধনা। এই কারণ, কেবল সৎ স্বরূপ লাভের জন্য সাধনা যথেষ্ট নহে, কেবল চিৎ স্বরূপ লাভের জন্য সাধনা যথেষ্ট নহে, আনন্দ স্বরূপ লাভের জন্যও সাধনা করিতে হয়। এ তিন স্বরূপতঃ একই। তাহা সমুচ্চয় ভাবে লাভ করিতে হয়। 'সৎ' ভাব লাভের জন্য সাধনা কর্ম্ম-যোগ—কর্ত্তৃ-ভাবের মধ্যদিয়া এই সাধনা করিতে হয়। চিৎ 'ভাব' লাভের জন্য সাধনা জ্ঞানযোগ—জ্ঞাতৃ-ভাবের মধ্যদিয়া এই সাধনা করিতে হয়। আর আনন্দভাব লাভ করিবার জন্য সাধনা—ভক্তিযোগ,—ভোক্তৃভাবের মধ্য দিয়া এই সাধনা করিতে হয়। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, এ জন্য যে সাধনাই প্রথমে আরম্ভ হউক,—পরিণামে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিয়া তাহাতে কর্ত্তা জ্ঞাতা ও ভোক্তা এই তিনটি ভাবের পূর্ণবিকাশ ও পরিণতির জন্য এ তিনের সমুচ্চয় ভাবে সাধন করিতে হয়।

আরও এক কথা এস্থলে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ—বিজ্ঞানঘন। তিনি বিজ্ঞানঘন বলিয়াই আনন্দঘন। এবং চিদানন্দস্বরূপ বলিয়াই তিনি সৎস্বরূপ। তিনি বিজ্ঞানস্বরূপে ঈক্ষণ করেন, এবং আপনাকে বহুরূপে ঈক্ষণ করিয়া—বহুরূপ হইবার জন্য তপ (বা অভিধ্যান) করিয়া, বহুরূপ হইবার কামনা করিয়া, নামরূপ দ্বারা বহুরূপ কল্পনার অভিব্যক্ত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপনার সৎস্বরূপ দ্বারা সমুদায়কে ধারণ করেন এবং এই সমুদায় মধ্যে আপনার আনন্দ স্বরূপ অনুভব করেন। বলিয়াছি ত, ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ ও তাঁহার সৎস্বরূপ অভিন্ন। তাই তাঁহার চিৎস্বরূপে যাহা ঈক্ষিত দৃষ্ট বা কল্পিত, সৎস্বরূপে তাহা অভিব্যক্ত। এই সৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত হইবার শক্তিই তাঁহার পরাখ্যা মায়া। এ অভি-ব্যক্তিতে কোন বাধা নাই—কেননা সে শক্তি অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্মে Thought is Being। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জীবচিত্তে প্রতিবিম্বিত এই ব্রহ্মজ্ঞান এই Thought, চিত্তের পরিচ্ছেদ ও মলিনতা হেতু এরূপে 'Being' হয় না। জীব আপনার জ্ঞান কল্পনা, Thought বা Idea অনুসারে সাধনা দ্বারা আপনাকে ভাবিত করিলেই তদনুরূপ সত্তাযুক্ত হইতে পারে, নতুবা পারে না। চিত্তের পরিচ্ছেদ যথাসম্ভব দূর করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারিলে, সাধনা দ্বারা এই ভাবনা সিদ্ধ হয়।—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

সেই জন্য চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া তাহার সহায়তায় পুরুষ আপনার জ্ঞানস্বরূপ লাভ করিয়া মুক্তস্বভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে, সে Thoughtকে Beingএ realize করিতে হইলে, যে ভাবনা যে সাধনার প্রয়োজন,—তাহা চিত্তের জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত্তা এই তিনটি ভাবের পূর্ণ বিকাশ দ্বারা সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যদর্শনের ভাষায় Thought is realized into Being by and through Feeling and Willing or Activity। আমাদের

পরম ভাব পরম জ্ঞান (Highest Thought—Ultimate Idea) বা (Ideal of Reason)—ব্রহ্ম। তাহাই পরমাত্মা পরম অক্ষর পরমেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—তিনিই সত্যং শিবং সুন্দরং পরম ব্রহ্ম। সেই ভাব লাভ করিতে হইলে আমাদের ভোক্তৃ ভাব (Feeling) এবং কর্তৃ-ভাব (Willing) এ উভয়ের মধ্য দিয়া—এ উভয় ভাবে সাধনা দ্বারা তাহা সিদ্ধ (realize) করিতে হয়, সদা সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সেই Thoughtকে 'Being' বা সৎরূপে পরিণত করিতে হয়।* এই জন্য আত্মভাব, অক্ষর ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাব লাভ করিতে হইলে, পরিশেষে জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগও সাধন করিতে হয়। আত্ম-ভাব বা অক্ষর ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইলে, ভক্তিযোগ সাধনার পরিবর্ত্তে আনন্দস্বরূপের—শান্ত প্রসন্ন ভাবের ও অত্যন্ত সুখ ভাবের অভিব্যক্তি জন্য সাধনা করিতে হয়। আর পরমেশ্বর-স্বরূপ লাভের জন্য তাঁহার রসস্বরূপের অভিব্যক্তি জন্য ভক্তিযোগ সাধন করিতে হয়। Feeling —বা ভোগবৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারা উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা ঈশ্বরের পরম ভাব দ্বারা ভাবিত হইলে এই ভক্তিযোগসাধন সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে অনায়াসে আমাদের আনন্দস্বরূপ প্রাপ্তি হয়।

---

* এইরূপে ভাবসমন্বিত ভক্তিযোগ সাধনা দ্বারা আমাদের যাহা পরম (Absolute ভাব যাহা আমাদের Highest Ideal of Reason. তাহা লাভ বা realize হয়। ভাবসমন্বিত—প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তিযোগ সাধনা দ্বারা যে পরমেশ্বর অধিগম্য হন, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিক সেলিং (Schelling) আভাষ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"The mind does not attain or realise the Absolute either as intelligence or as action, but as the feeling of the beautiful in nature and in art, (cf Kant). Art, religion and revelation are one and the same thing, superior even to philosophy. Philosophy conceive God ; art is God. Knowledge is the idal presence, Art is the real presence of the Deity" (cf New Platonism). Weber's History of Philosophy p 493.

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—সে যাহাহউক, এইরূপ ভক্তিযোগ সাধনা দ্বারা আমাদের যে আনন্দময়ত্বের বিকাশ হয়, সেই ভক্তিযোগ সাধনা সগুণব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সম্বন্ধেই সম্ভব। পরমেশ্বর-জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হইলে, যে সাধনা প্রয়োজন তাহাকেই ভগবান্ ভক্তিযোগ বলিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভক্তিযোগে উপাসনা সম্ভব নহে। তাহার কারণ এ স্থলে আর বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরা কেবল জ্ঞানযোগে সাধনা করিতে পারি। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে—উভয়রূপে সাধনা করিতে পারি। এই অধ্যায়ে এই দুইরূপে ভগবানের ভজনা ও উপাসনা উক্ত হইয়াছে।

ভগবান্ প্রথমে ভক্তিযোগে উপাসনার কথা বলিয়াছেন,—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" (৯।১৪)

তাহার পর ভগবান্ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা উপাসনার কথাও বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥" (গীতা, ৯।১৫)

যাঁহারা মহাত্মা দৈবীপ্রকৃতি-আশ্রিত, যাঁহারা ভগবানের ভূতাদি অব্যয় ভাব জানেন। তাঁহারা অনন্যমনে ভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালী এই দুইরূপ হইতে পারে। কেহ বা ভাবসমন্বিত হইয়া বা ভক্তিযোগে উপাসনা করেন, কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা কেবল জ্ঞানে অবস্থান পূর্ব্বক উপাসনা করেন, কেহ বা এই উভয় ভাবে অর্থাৎ ভাবসমন্বিত হইয়া জ্ঞান সাধনা দ্বারা ভগবান্‌কে উপাসনা করেন।

শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, পরা-ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগেরই অন্তর্গত, তাহা ভিন্ন নহে। যাহা হউক, এই জ্ঞানযজ্ঞে উপাসনার ভেদ—ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। তাহা ত্রিবিধ।

মধুসূদন আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে উপাসনা প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ—সদ্যোমুক্তির কারণ। তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ত্রিবিধ জ্ঞানযজ্ঞ এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। এ অর্থ সঙ্গত নহে। যাহা হউক এই ত্রিবিধ উপাসকের মধ্যে কেহ উপাস্য-উপাসক অভেদ জ্ঞানে বা একত্বে—'অহংগ্রহোপাসনা করেন, কেহ বা উপাস্য-উপাসক ভেদজ্ঞানে পৃথক্ ভাবে উপাসনা করেন,—অধিদৈবত পুরুষরূপে প্রধানতঃ উপাসনা করেন, আর কেহ বা বিশ্বতোমুখ ভগবান্‌কে বহু দেবতারূপে শ্রৌতযজ্ঞাদি দ্বারা উপাসনা করেন। যাঁহারা জ্ঞানে অবস্থিত-চিত্ত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মাচরণ করেন (গীতা, ৪।২৩), তাঁহারা ব্রহ্ম কর্ম্মে সমাহিত-চিত্ত। তাঁহারাই—

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।' (গীতা, ৪।২৫)

এ স্থলেও ভগবান্ সেই জ্ঞানযজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥"

(গীতা, ৯।১৬)।

"তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ॥" (গীতা, ৯।১৯)

ভগবান্‌ই বিশ্বতোমুখ,—তিনি অগ্নিমুখে সর্ব্বমুখে সর্ব্বহুত গ্রহণ করেন। বৈদিক যজ্ঞ এইরূপে জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত করিয়া তাহা দ্বারা ভগবান্‌কে উপাসনা করা যায়। যাঁহারা 'জ্ঞানাবস্থিত-চিত্ত' 'গতসঙ্গ' 'মুক্ত' 'যজ্ঞার্থ কর্ম্মকারী' তাঁহারা এইরূপে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন। কিন্তু যাহারা এরূপ জ্ঞানযজ্ঞানুষ্ঠানে অসমর্থ, 'দৈবযজ্ঞের পর্য্যুপাসনা' করে (গীতা, ৪।২৫), এবং ফল কামনা করিয়া যজ্ঞ করে, তাহাদের মুক্তি হয় না। ভগবান্ তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥"
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥"

(গীতা, ৯।২০-২১)

সকাম সাধকগণ যজ্ঞদ্বারা ভগবান্‌কে উপাসনা করিলেও কামনাহেতু তাহারা স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মুক্তি হয় না। আর তাহারা যদি সর্ব্বদেবময় ভগবান্‌কে না জানিয়া,

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥" (৯।২৪)

এই তত্ত্ব না জানিয়া অন্য দেবতার যজনা করে,—সে যাজক যদি ভক্তির সহিত এবং শ্রদ্ধার সহিত যজনা করে—তাহারা ভগবান্‌কেই, অবিধিপূর্ব্বক যজনা করে সত্য (গীতা ৯.২৩), কেন না ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, কিন্তু এ তত্ত্ব তাহারা না জানিয়া উক্তরূপে দেবযজ্ঞ করে, সেজন্য সেই দেবব্রতগণ দেবগণকেই প্রাপ্ত হয়। তাহারা যদি এইরূপে পিতৃগণের ভজনা করে—তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তবে তাহারা পিতৃগণকে বা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। কেহ বা ভূতযোনি বিশেষকে ভজনা করিয়া সেই ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় (গীতা ৯।২৫)। তাহাদের যজ্ঞ—জ্ঞান-যজ্ঞ নহে। তাহাদের সাধনা জ্ঞানযোগ নহে। এইরূপে যে জ্ঞানযজ্ঞ মুক্তিহেতু সেই জ্ঞান-যজ্ঞের সহিত অন্য যজ্ঞের পার্থক্য বুঝিতে হয়।

যাহাহউক এই অজ্ঞানীদের কথা এস্থলে প্রয়োজন নাই। যাঁহারা জ্ঞান-যজ্ঞকারী, সর্ব্বসঙ্গমুক্ত, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম আচরণকারী, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বা ভগবান্‌কে দর্শনপূর্ব্বক সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মকারী, তাঁহারাই এইরূপে

জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা বিশ্বতোমুখ ভগবান্‌কে বহু ভাবে যজনা ও উপাসনা করেন। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে স্থিত হইয়া এইরূপে ভগবান্‌কে যজন ও উপাসনা করেন আর যাঁহারা বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত, তাঁহারা এইরূপ যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বা দ্রব্যময় যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকেই আহুতি দেন (গীতা ৪।২৫)। সেইরূপ কোন জ্ঞানযজ্ঞকারী প্রাণায়ামাদি অন্যরূপ জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। গীতা, ৪।২৬-২৯)। দ্রব্যময় যজ্ঞত্যাগপূর্ব্বক যে জ্ঞানযজ্ঞ, তাহা দুইরূপ। একত্বের দ্বারা ভগবান্‌কে যজনা ও উপাসনা, আর পৃথক্‌ত্বের দ্বারা ভগবান্‌কে যজনা ও উপাসনা। এ উভয় উপাসনাই এক অর্থে ধ্যানযোগের অন্তর্গত। ধ্যানে আত্মা-স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মাতেই ভগবান্‌কে দর্শন—সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া আত্মভাবে তাঁহার উপাসনা বা স্থিরভাবে সমীপবর্ত্তী থাকাই একত্বের দ্বারা উপাসনা। আর জ্ঞানে অবস্থান পূর্ব্বক 'সর্ব্ব ইদং' মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন এবং সর্ব্বভাবে তাঁহাকে ধ্যান ও উপাসনা—পৃথক্‌ত্ব দ্বারা উপাসনা। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা এইরূপ বিভিন্ন রূপে ভগবানের যজন ও উপাসনা হইতে পারে। এ তত্ত্ব পূর্ব্ব ১৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে আপনার তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। এ অধ্যায়ে তাঁহার পরম ভাব ও জড়জীব-জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তিনি যে জগতের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ, তাহা বলিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার উপাসনার সুবিধার জন্য তাঁহার উপাস্যরূপ বিবৃত করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥" (৯।১৬-১৯),

যিনি এইরূপে ভগবান্‌কে জানিয়াছেন, তিনি এই জ্ঞানে স্থিত হইয়া উক্তরূপ বিভিন্ন জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা তাঁহার ভজনা ও উপাসনা করিতে পারেন, এবং ভক্তিযোগ দ্বারাও ভগবানের ভজনা ও উপাসনা করিতে পারেন। ভগবানের ভজনা ও উপাসনা যদি শুদ্ধ জ্ঞানমূলক হয়, যদি সাধক কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক এইরূপে ভগবান্‌কে ভজনা ও উপাসনা করেন, যদি চিত্ত শুদ্ধ সাত্বিক নির্ম্মল হওয়ায় কেবল তাহাতে আত্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হওয়ায়—সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া ভগবানের যজনা ও উপাসনা করা যায়,—অর্থাৎ নিয়ত তাঁহার সমীপবর্ত্তী বা তাঁহাতে একীভূত থাকা যায়, এবং সেই জ্ঞানে স্থিতি হয়—তবে তাহা জ্ঞানযজ্ঞে ভগবানের যজনা ও উপাসনা,—তাহা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা। আর যদি সেই ভজনা ও উপাসনা ভাবময় হয়, প্রীতিপূর্ব্বক সেই উপাসনা করা যায়, যদি সাধক কেবল দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান না করিয়া রস-স্বরূপে আনন্দস্বরূপেও অবস্থান করিতে পারেন, চিত্ত:শুদ্ধ সাত্বিক নির্ম্মল হওয়ায়, ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ ও রসস্বরূপ যদি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, যদি উক্ত কোনরূপ ভাব সমন্বিত হইয়া ধ্যানে জ্ঞানে নিয়ত তাঁহার সমীপ-বর্ত্তী থাকা যায়, তবে সেই ভাবে প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ভগবানের উপাসনাই ভক্তিযোগে উপাসনা। বলিয়াছি চিত্ত নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্বিক হইলে যে কেবল তাহাতে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা নহে। তাহাতে আত্মানন্দ ব্রহ্মানন্দও প্রতিবিম্বিত হয়, বিজ্ঞানের সার বা রস যে আনন্দ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ—উভয়ই নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সেই স্বরূপে

অবস্থান জন্য যে যজনা ও উপাসনা, তাহা শুদ্ধ জ্ঞানযোগও নহে, শুদ্ধ ভক্তিযোগও নহে। তাহা এ উভয়ের সমবেত পরম জ্ঞান-ভক্তি যোগ। পরমেশ্বরকে সমগ্র তত্ত্বতঃ না জানিলে এই পরাভক্তি যোগ সিদ্ধ হয় না। জ্ঞানের যাহা পরানিষ্ঠা, যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, তাহারই ফল ভগবানে পরাভক্তি (গীতা, ১৮।৫০, ৫৪)। সেই জ্ঞানের পরানিষ্ঠায় পরাভক্তি লাভ করিলে ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানা যায়—মুক্তি হয়,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

(গীতা, ১৮।৫৫)।

এইজন্য ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ হইলেও জ্ঞানযজ্ঞের সহিত তাহার সাধনই শ্রেষ্ঠ। পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানযজ্ঞ এই ভক্তিযোগেরই অন্তর্গত। রামানুজ কেশবাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবব্যাখ্যাকারগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক অর্থে ইহাই শঙ্করাচার্য্যের অভিমত। তাঁহার মতে যাহা পরা ভক্তি, তাহা জ্ঞানেরই পরম ভাব। সেই ভক্তিযোগই এই দ্বিতীয় ষটকে,—প্রধানত এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং তাহার বিভিন্ন সোপান বা স্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ভক্তিযোগে সাধনার শেষ স্তর—শেষ পরিণাম যে পরাভক্তি যোগ, তাহার সহিত পরম জ্ঞানযোগের প্রভেদ নাই। পরম জ্ঞাননিষ্ঠা ও পরাভক্তিনিষ্ঠা সে স্থলে একীভূত। সেই পরাভক্তি যোগেই বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়। গীতোক্ত ভক্তিযোগ এই ভাবে বুঝিতে হইবে। এবং এই অধ্যায়োক্ত জ্ঞানযজ্ঞ, যে ভক্তিযোগের অন্তর্গত, তাহা যে ভক্তিযোগে উপাসনার এক বিশেষ উপায়, তাহা বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা-পরিশিষ্ট।

[গীতার অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত ছাপা হইলে পরে আচার্য্য কাশ্মীরী কেশবভারতী-প্রণীত "তত্ত্ব-প্রকাশিকা" নামক গীতাভাষ্য*হস্তগত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে মুদ্রিত ছিল না। বর্দ্ধমানস্থ অস্থলের মোহান্ত মহারাজ সম্প্রতি এই ভাষ্য ছাপাইয়াছেন। কেশবভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু ছিলেন। ইনি ভেদাভেদবাদী নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত। ইঁহার প্রণীত গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বেদান্তকৌস্তভের ন্যায়, অতি উপাদেয় ও বৈষ্ণবগণের বিশেষ আদৃত। বলদেব অনেক স্থলে ইঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহার ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নবম অধ্যায় হইতে তাঁহার ভাষ্যার্থ মূল ব্যাখ্যার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় সম্বন্ধে এই অভাব দূর করিবার জন্য, এই পরিশিষ্টে কেশবাচার্য্য-প্রণীত ব্যাখ্যার সারাংশ সংগৃহীত হইল। শুদ্ধি-পত্র দ্বারাও তাহার কতক মূল ব্যাখ্যার অন্তর্গত করা হইয়াছে।]

সপ্তম অধ্যায়।

শ্লোক * * যে পৃষ্ঠায় ও পংক্তিতে * * যে বিষয়ের ব্যাখ্যায় যাহা
সংখ্যা * * সন্নিবেশিত হইবে। * * সন্নিবেশিত হইবে।

২।১৩—কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন—'মুমুক্ষুগণের পরম পুরুষার্থ ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্তিলক্ষণ, তাহার প্রাপ্তির উপায় অনন্য ভক্তি-যোগ।' প্রথম ষট্‌কে তাহার সাধনভূত 'ত্বম্' পদার্থ-জ্ঞান বা প্রত্যগাত্ম-জ্ঞান এবং তাহার সাধন নিষ্কাম কর্ম্ম উপশম বৈরাগ্য ও যোগ নিরূপিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ষট্‌কে ভগবদ্‌ভক্তিযোগ ও ভজনীয় গুণশক্তিঐশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট 'তৎ' পদার্থ পরব্রহ্ম বাসুদেব স্বরূপ এবং ভক্তভেদ নিরূপিত হইয়াছে। এতদর্থে এই সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায় শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন, যোগিগণ মধ্যে যে মদ্গতান্তরাত্মা ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, সেই যুক্ততম। ইহা হইতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'সে ভজনীয় তোমার স্বরূপ কি,

এবং ভক্ত তোমায় জানিয়া তোমাগত অন্তরাত্মা হইয়া কিরূপে তোমার ভজনা করে?' এই প্রশ্ন অপেক্ষায় ভগবান্ ইহার উত্তর দিবার জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন।

৭৬—আমাতে,—অনন্ত কল্যাণগুণশক্তির আশ্রয় ভগবান্ বাসুদেবে (কেশব)।

৭।৭—অর্পিয়া মন (আসক্তমনাঃ)—মন অর্পণ করিয়া অর্থাৎ মন নিরুদ্ধ করিয়া (কেশব)। পরে উক্ত হইয়াছে "মন্মনা ভব", "ময্যেব মন আধৎস্ব" (১২।৮)। ইত্যাদি।

৭।১১—আমার আশ্রয়ে—অন্য দেবতাদি কাহাকে সমাশ্রয় না করিয়া (কেশব)।

৭।১২—যোগরত—মন সমাধান করিয়া (কেশব)।

১০।১২—না থাকিবে জ্ঞাতব্য তোমার—মুমুক্ষুর পক্ষে এই জ্ঞান অন্য জ্ঞাতব্য নিরপেক্ষ (কেশব)।

১১।২৪—সিদ্ধি তরে করে যত্ন—কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—মনুষ্যগণ শাস্ত্রীয় অধিকার যোগ্য। তাহাদের মধ্যে সহস্রে একজন সিদ্ধির জন্য বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্ন করে। তাহাদের মধ্যে কচিৎ কেহ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধের মধ্যে সহস্রে একজন পরমাত্মা আমাকে জানিতে পারে; আর পরমাত্মজ্ঞানীদের মধ্যে কচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে। পরাভক্তি বিনা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানা যায় না।

১৬।৭—অপরা—জড়ত্ব হেতু ও পরার্থত্ব হেতু এই অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্ট (কেশব)।

১৬।১২—জীব হয়ে—পরা ও অপরা প্রকৃতি ভগবানের শক্তিদ্বয়। পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ—অত্যন্ত বিজাতীয়। পরা প্রকৃতি ভোক্তা, জীবভূত চেতনা। তাহা ভগবানের 'মদীয়' বা ভগবদাত্মক। (কেশব)

১৬।১৫—করে যাহা জগৎ ধারণ—পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অনাদি কর্ম্মবশে ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই শরীরাদিরূপ জড় জগৎকে ধারণ করে। বিষ্ণু

পুরাণে আছে,—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।" ইত্যাদি (কেশব)।

২৭।২২—সকল ভূতের যোনি—আমার এই জড়-চেতন বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞক দুইপ্রকৃতি—আমার কার্য্যরূপ হইলেও চরাচর সর্ব্বভূতের—প্রাণযুক্ত সর্ব্বশরীরের যোনি বা কারণ। অচেতনপ্রকৃতি—স্বরূপ-পরিণাম দ্বারা আর চেতনপ্রকৃতি স্বকর্ম্ম নিমিত্ত তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভোক্তৃ-স্বরূপে আধাররূপে সর্ব্বভূতের যোনি। জীব বিনা শরীরের স্থিতি বৃদ্ধি সম্ভব নহে। (কেশব)।

২৮।৮—আমি জগতের উৎপত্তি প্রলয়—এই সর্ব্বভূতযোনি আমার এই দুই প্রকৃতি হইলেও, আমিই এ জগতের সৃষ্টিলয়ের মূল কারণ। এই দুই প্রকৃতি আমারই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধে পৃথক্ স্থিতি বা প্রবৃত্তি নাই। শক্তি আমারই অধীন আমাতে পর্য্যবসিত। এ জন্য আমিই এ জগতের পরম কারণ। (কেশব)।

২৯।১৫—পরতর—যেহেতু সর্ব্ব জগৎ-যোনীভূত চেতনাচেতনাত্মক প্রকৃতিদ্বয় আমার আশ্রিত, অতএব সর্ব্বেশ্বর আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জগৎকারণ-ভূত স্বতন্ত্র বস্তু কিছু নাই। শ্রুতিতে আছে,—

"ন তৎসমশ্চাপাধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

"স কারণং কারণাধিপাধিপঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ। স বিশ্বকৃৎ বিশ্বকৃদাত্মযোনিঃ প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণেশঃ॥" ইত্যাদি। (কেশব)।

২০।২২—আমাতে গ্রথিত—এই চিৎজড়জাত জগৎ সমুদায়ের আত্ম-স্বরূপ আমাতে অবস্থিত বা আশ্রিত (কেশব)।

৩১।৫—রস—রস তন্মাত্ররূপে আমি জলের আশ্রয় (কেশব)।

৩১।২০—প্রণব—বৈখরীরূপে আবির্ভূত সর্ব্ববেদে তাহার মূলভূত ওঙ্কার (কেশব)।

৩৫।৬—বীজ—কারণ। ইহা সনাতন বা নিত্য কারণ সর্ব্বকার্য্যে অনুস্যূত (কেশব)।

আমাকে জানিও—অর্থাৎ আমার বিভূতিরূপে জানিও (কেশব)।

১০ ৩৬।১—বুদ্ধি—তত্ত্ব বিবেচনা রূপা প্রজ্ঞা এই বুদ্ধি। অভাবে পশুতুল্য হইতে হয়। শাস্ত্রে আছে 'জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'। (কেশব)

" ৩৬।১০—তেজ—পরাভিভবন-সামর্থ্য (কেশব)।

১১ ৩৭।১০—কামরাগ-বিবর্জ্জিত—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি-অভিলাষ—কাম, অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি হইলেও ইহা আমার সদা থাকুক, যেন কদাপি ক্ষয় না হয় এইরূপ রাজস চিত্তরঞ্জনাত্মক—রাগ। এ উভয়-বর্জ্জিত যে বল তাহা সাত্ত্বিক—তাহা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ বল (কেশব)।

" ৩৮।৫—ধর্ম্ম-অবিরোধী কাম—বেদ-বিহিত সদাচাররূপ ধর্ম্ম তাহার অনুকূল কাম বা স্ত্রী পুত্র বিত্তবাদি বিষয়ে যে অভিলাষ (কেশব)।

১২ ৩৯।১১—সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ভাব—ভাব—অর্থাৎ চিত্ত-পরিণাম। সাত্ত্বিক ভাব—শমদমাদি, রাজস ভাব—ঈর্ষাদি, তামস ভাব—শোক মোহ প্রমাদাদি। এই সকল ভাব প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্ম্মবশে উৎপন্ন হয়। অথবা সাত্ত্বিক ভাব—দেবগণ, রাজস ভাব—মনুষ্যগণ, আর তামস ভাব—তির্য্যগাদি। (কেশব)।

" ৪২।২৫ আমা হতে—এই সর্ব্বভাবের আমিই কারণ, অর্থাৎ প্রাণি-গণের অনাদি কর্ম্মানুসারে আমা দ্বারাই অনুভাবিত (কেশব)।

" ৪৩।৩—আমি আমাতে—এই সকল ভাব আমা হইতে জাত হইলেও আমি তাহাদের হইতে বিলক্ষণ। আমি তাহাদের মধ্যে স্থিত নহি—জীববৎ তাহাদের অধীন নহি। সেই সকল ভাবই আমার অধীনরূপে আমাতে থাকে—বা আমার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। ভাবের অর্থ—দেব মনুষ্যাদি ভাব হইলে, আরও লক্ষ্য এই যে, কার্য্যার্থ বা লীলার্থ দেব বা মনুষ্য কোন ভাবে অবতার গ্রহণ করিলেও, অজহৎ গুণশক্তি হেতু, আমি তাহার সজাতীয় হই না। এই সকল বিভিন্ন ভাবের স্থিতি আমার অধীন বলিয়া তাহারা সদা আমাতেই বর্ত্তমান থাকে। অতএব চেতনাচেতনাত্মক অখিল জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হয় আমাতেই স্থিত হয়, ও আমাতেই লীন হয়। এ জগৎ কারণাবস্থায় ও কার্য্যাবস্থায় মূল কারণ বা আশ্রয়রূপ আমাতে অবস্থিত হইলেও, আমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এ জন্য গুণ বা শক্তিতঃ কোন বস্তু আমা হইতে 'পরতর' নাই।

১৩ ৪৫।৪—তিন গুণময় ভাব—সত্ত্বাদি গুণকার্য্যভূত বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শরীর, এবং হর্ষ লোভ কাম ক্রোধাদি (কেশব)।

" ৪৫।১০—মোহিত এ জগৎ—এই জীবজাত জগৎ মোহিত—বা আচ্ছাদিত-জ্ঞান (কেশব)।

" ৪৬।৩—নাহি জানে অব্যয় আমাকে—এই গুণময়ী ভাব হইতে পরম—তাহা হইতে বিলক্ষণ তাহা দ্বারা অস্পৃষ্ট, ও অব্যয় অর্থাৎ কখনই গুণ-শক্তি প্রভৃতি হইতে অন্যথা ভাবশূন্য আমাকে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রবর্ত্তক সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্মস্বরূপ অবতীর্ণ বাসুদেবকে সামান্য ভাবে জানিলেও স্বরূপে বা সাক্ষাৎ ভাবে জানে না, এবং উক্ত ত্রিগুণময়ী ভাবের হেতুভূত মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না (কেশব)।

১৪ ৪৬।১৮—দৈবী-গুণময়ী মায়া—দৈবী—অর্থাৎ দেবের বা দেব সম্বন্ধীয়। শ্রুতিতে আছে "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা।" এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত দেব—স্বতঃ দ্যোতমান চিদানন্দঘন সর্ব্বানিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপক হইলেও চেতনাচেতন জগৎরূপ দোষসম্বন্ধবর্জ্জিত অতিশয় সাম্যশূন্য। সেই দেবের বা ভগবানের যাহা নিয়ম্যভূত—তাহা দৈবী। ত্রিগুণময় কার্য্য দ্বারা তাহা গুণময়ী—সত্ত্বরজস্তমঃ—এই গুণত্রয়াত্মিকা। এই মায়া এ জন্য দৈবী ও গুণময়ী। এই মায়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের সর্ব্বকার্য্যোৎপাদন শক্তি। এই মায়া ভগবানেরই—তিনিই মায়ী। শ্রুতিতে আছে "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" এই মায়া "গৌরনাদবতী সা তু জনিত্রী ভূতভাবিনী। সিতাসিতা চ রক্তা চ।" (চুলিকা উপঃ, ৫)। অতএব এই মায়াগুণ-প্রবাহ অনাদি অনন্ত। জীব এই মায়াদ্বারা মোহিত—সুতরাং সাধারণতঃ জীব মায়াকে পরিহার করিতে পারে না।

১৫ ৫০।১৮—আমাতে প্রপন্ন হয়—এই মায়া আমার ও ইহার গুণ-প্রবাহ অনাদি অনন্ত এবং জীবগণ মায়াগুণ দ্বারা মোহিত বলিয়া, তাহারা অস্বতন্ত্রভাবে ইহাকে পরিহার করিতে পারে না। আমার অনুগ্রহ বিনা সহস্র উপায়ে মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিলেও, তাহা দুরতি-ক্রমণীয়। তবে দেব-মনুষ্যাদি অসংখ্য জীবগণের মধ্যে যদি কেহ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মায়ানিয়ন্তা আমাকে প্রপন্ন হয়—সর্ব্বাত্মভাবে আমাকে

ভজনা করে,—আমার শরণাগত হয়, তবে সেই এ মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে। অন্যে পারে না।

১৫ ৫২।৬—কেশব বলিয়াছেন—যাহারা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে জানিয়াছে যে, ভগবদনুগ্রহ বিনা এই সর্ব্বানর্থের হেতুভূত মায়া অতিক্রম করা যায় না,—তাহারা সকলে ভগবানে প্রপন্ন হয় না কেন? ইহার কারণ দুষ্কৃতযোগ। অনাদি পাপ সঞ্চয় হেতু, তাহারা আমাকে জানিয়াও আমাকে প্রপন্ন হয় না, আমার ভজনা করে না। দুষ্কৃতের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ও আসুরভাবাশ্রিত। যাহারা মন্দবুদ্ধি বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ভগবত্তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে না—প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ে রত থাকে, তাহারা মূঢ়। যাহারা বুদ্ধিমান—শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ভগবত্তত্ত্ব শ্রবণ ও বোধগম্য করিয়াও প্রাকৃত বিষয়াসক্তি হেতু আমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নরাধম। যাহারা আমার স্বরূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদি-বিষয়ক জ্ঞান শাস্ত্র হইতে সম্যক নির্ণয় করিয়াও দুষ্কৃত বাহুল্য হেতু, আমার সম্বন্ধে অসম্ভাবনা বা বিপরীত ভাবনা-জনিত তাহার বিপরীত অর্থ-প্রতিপাদক যুক্তিরূপা কপটপর্য্যার্থ মায়া দ্বারা অপহৃত বা নাশিত জ্ঞান, তাহারা মায়াপহৃত জ্ঞান। আর যাহারা অনাদি কাল হইতে আমার প্রতি বিমুখ, আমার স্বরূপ. গুণ ঐশ্বর্য্যাদি বিষয়ক জ্ঞান সুদৃঢ় থাকিলেও আমাকে অঙ্গীকার করে না, প্রত্যুত আমাকে ও আমার ভক্তগণকে বুদ্ধিপূর্ব্বক দ্বেষ করে, তাহারা আসুরাভাবাশ্রিত। ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুষ্কৃত। দুষ্কৃতির তারতম্যানুসারে, ইহাদের এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যায়:

১৬ ৫৬।৩—যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিসঞ্চয় আছে, তাঁহারা পুণ্য-কর্ম্মকারী, শ্রদ্ধ-প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেও সুকৃতির তারতম্যানুসারে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম আর্ত্ত—শত্রু ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত। তাঁহারা সুকৃতিসম্পন্ন হইলে সেই আর্ত্তি নিবৃত্তি জন্য ঈশ্বরকে ভজনা করেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত—জরাসন্ধ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত রাজগণ, দ্যূতসভায় বস্ত্রাকর্ষণ।বস্থায় দ্রৌপদী, গ্রাহগৃহীত গজেন্দ্র, বৃকাসুর হইতে পলায়মান রুদ্র, ইত্যাদি। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু—তত্ত্বজ্ঞানার্থী মুমুক্ষু। যথা,

রহুগণ, যদু, মুচুকুন্দ প্রভৃতি। তৃতীয় অর্থার্থী—ভোগৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট পদ-ভ্রংসহেতু সেই পদলিপ্সু। যথা,—ইন্দ্র, ধ্রুব, সুগ্রীব, বিভীষণ ইত্যাদি। এই তিন শ্রেণীর সুকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বরভজনাকারীরা সকাম। ইঁহারা স্বীয় অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াও আমার ভজনে নিরত থাকেন, ও ক্রমে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন। চতুর্থ—জ্ঞানী। ইঁহারা নিষ্কাম। ইঁহারা সম্যক্‌নির্ণীত আত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব বিবেকজ্ঞ। ইঁহারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে পরম প্রাপ্য রূপে জানিয়া আমাকে ভজনা করেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত—সনকাদি, নারদ, শুক, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, উদ্ধব ইত্যাদি। (কেশব)।

১৭ ৭।৩—উক্ত চতুর্ব্বিধ সুকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বর ভজনাকারীর মধ্যে যিনি জ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানবান্, তিনিই শ্রেষ্ঠ—বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা নিত্যযুক্ত—অর্থাৎ তাঁহারা আমাতে (ভগবানে) সদা অবিচ্ছেদভাবে আবেশিত-চিত্ত, এবং তাঁহারা একভক্তি অর্থাৎ দেবান্তর, সাধনান্তর, ফলান্তর, সম্বন্ধান্তর নিরসন দ্বারা সর্ব্বদেব-সাধন-ফল-সম্বন্ধরূপ এক ঈশ্বর চিদানন্দঘন আমাতে মদ্‌বিষয়ক ভক্তি অর্থাৎ অর্চ্চন-বন্দন-কীর্ত্তন-ধ্যানাদি দ্বারা ভজন-পরায়ণ। ভক্তির লক্ষণ এই,—

"ভজনং ভক্তিরিত্যুক্তং বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।
ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী॥"

(কেশব)।

" ৭।২২—প্রিয় আমি—অত্যর্থ প্রিয় অর্থাৎ অনবধিক প্রীতির বিষয়। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের উক্তি এই :—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

পরাশর ও বলিয়াছেন—

"স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥"

১৭ ৭।১১—যে প্রিয় আমার—সে জ্ঞানীও আমার অতিপ্রিয়। শ্রুতিতে আছে,—

"যথা ত্বং সহ পুত্রৈশ্চ যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ।
যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥"

(ইতি কেশব)।

১৮ ৭।১১—উদার—জ্ঞানী আমার অত্যর্থ প্রিয় হইলেও অন্য তিন শ্রেণীর ভক্তও যে আমার প্রিয়, ইহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, উক্ত চতুর্বিধ ভজনাকারীই তাঁহার প্রিয়, কেননা তাঁহারা সকলেই উদার বা বদান্য। তাঁহারা জন্মান্তরে অবশ্য বহু পুণ্য করিয়াছিলেন, কেন না, অল্প পুণ্যে কেহ ভগবানের ভজনাকারী হয় না। শাস্ত্রে আছে,—

"জন্মান্তরসহস্রেষু তপোদানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥"

পূর্ব্বজন্মের বিশেষ পুণ্য বিনা কেহ পরমেশ্বরে ভক্তিমান্ হয় না। আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও রুদ্রাদি অন্য দেবতা ভজনাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাকে ভজনা হইতেই তাঁহারা ক্রমে নিষ্কাম হইয়া মোক্ষার্হ হন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।'

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

(কেশব)।

৭।২১—আত্মার স্বরূপ—আত্মা অর্থে মন বা দেহ (কেশব)। এস্থলে উল্লেখ করা উচিত, যে মন আত্মবাদ বা দেহাত্মবাদ গ্রহণ না করিলে, এ অর্থ সঙ্গত হয় না। এস্থলে আত্মা দেহাদি ব্যতিরিক্ত পরম শান্ত আত্মাকে বুঝিতে হইবে। এস্থলে আত্মার ইংরাজী প্রতিশব্দ Self। ইহা Ego নহে।

" ৬০।৫—আমাকে আশ্রয়—আত্মার অধিক আর কিছু প্রিয় হয় না। ইঁহারা যুক্তাত্মা বা আমার একান্ত ভক্ত। এজন্য ইঁহারা আমাতে আস্থিত হন—সর্ব্বাত্মা আমাতে আশ্রিত হন। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি বা গম্য স্থান। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগতি আর নাই। (কেশব)

১৯ ৬২।১০—জ্ঞানবান্‌গণে—জ্ঞানী ভক্ত যে অতি দুর্ল্লভ, ইহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে। যাহারা অল্প সুকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাহাদের মৎপ্রাপ্তি

সম্বন্ধে নিষ্ঠা হয় না। কিন্তু বহু পুণ্যাচার বিশিষ্ট জন্মের পরে চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া তাহারা আমায় প্রপন্ন হয়, আমাকে সাধনফল সম্বন্ধরূপ নিশ্চয় করিয়া নিরতিশয় প্রেমের সহিত আমার ভজনা করে। তাহারা যে জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানবান্ হয়, সেই জ্ঞানের স্বরূপ বাসুদেব এই সর্ব্ব। শ্রুতিতে আছে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তজ্জলান্" "শান্ত উপাসীত" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা সর্ব্ব জগতের ব্রহ্মত্ব নিরূপিত হয়। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ।
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ॥"

অতএব বাসুদেব সর্ব্বগত—সর্ব্বরূপ—এবম্ভূত জ্ঞানবান্ যিনি, তিনি মহাত্মা অর্থাৎ মহাবিবেকসম্পন্নবুদ্ধিযুক্ত। এরূপ ব্যক্তি মনুষ্য মধ্যে অতি দুর্লভ। শ্রীভাগবতে আছে,—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রসন্নাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

(কেশব)।

২০ ৬৬।৬—যে যেরূপ কামনায়—সেই সেই অনাদিবাসনানুযায়ী স্ত্রী পুত্র বিত্ত বশীকরণ মোহন স্তম্ভন শত্রুমারণ উচাটন প্রভৃতি বিষয়ক কাম বা অভিলাষ হেতু (কেশব)।

জ্ঞান-হৃত—পরমেশ্বরে বৈমুখ্য উৎপাদনপূর্ব্বক সেই সেই অভিলাষ পূরণের অভিমত অন্য দেবতা অভিমুখীকৃত জ্ঞান—অর্থাৎ জ্ঞানের করণ অন্তঃ-করণ যাহাদের (কেশব)।

অন্য দেবতায়—ভগবান্ বাসুদেব হইতে অন্য দেবতা (কেশব)।

৬৬।১১—সে সে নিয়মেতে—সেই সেই দেবতা সম্বন্ধীয় নিয়ম—ব্রত, দীক্ষা, চিন্তাবধারণ, তাঁহার মন্ত্র স্তোত্র জপ প্রভৃতিরূপ বিহিত নিয়ম, তাহাতে আস্থিত হইয়া অর্থাৎ দৃঢ় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া প্রপন্ন হয়, অর্থাৎ অর্চ্চন, স্তবন, প্রদক্ষিণ নমস্কারাদি লক্ষণ ভজনা দ্বারা আশ্রিত হয় (কেশব)।

২১ ৬৭।১৮—মূর্ত্তি—শাস্ত্রে আছে, 'সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ'। অতএব হরিরই

সর্ব্ব দেবতা মূর্ত্তি। ইহা হইতে অবশ্য বলা যায়, যে সেই সকল দেবতা মূর্ত্তি মধ্যে যে মূর্ত্তিই কেহ ভজনা করুক, তাহাতেই হরির ভজনা হয়,। কিন্তু অজ্ঞানহেতু তাহা হয় না। তাহারা সেই সেই মূর্ত্তিকে ভগবান্ হইতে অন্য বা স্বতন্ত্র জ্ঞানে ভক্তির সহিত ভজনা করে, শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করে (কেশব)।

৬৮।১১—আমিই বিধান—সেই সকাম দেববিশেষ ভক্তকে সেই দেবতার অর্চ্চনার্থ—তাহার প্রবর্ত্তক সেই দেবতাবিষয়ক যে শ্রদ্ধা—যাহা পূর্ব্ব বাসনার অনুরূপ, তাহা আমিই দৃঢ় করিয়া দিয়া তাহাকে নিয়োজিত করি (কেশব)। ভগবান্‌ই সর্ব্ব ভাবের কারণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥" (৭।১২)

পরেও উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধি জ্ঞান অসংমোহ প্রভৃতি—

"ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥" (১০।৫)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (১০।৮)

অতএব এ শ্রদ্ধারূপ ভাবও ভগবান্ বিধান করেন। কেশব বলিয়াছেন, ভগবান্ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার অনুসারে তাহা প্রবর্ত্তিত করেন। চণ্ডীতে আছে,—

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥"

অর্থাৎ পরমেশ্বরের পরাশক্তি দেবী ভগবতীই বুদ্ধি লজ্জা প্রভৃতিরূপে সর্ব্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিতা। তিনিই সেই দেবী, যিনি শ্রদ্ধারূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা॥"

শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই।

২২ ৬৮।২২—শ্রদ্ধা—আমা দ্বারা বিহিত সেই সেই দেবতা-বিষয়ক শ্রদ্ধা। (কেশব)।

৬৯।৯—করি আমিই বিধান—সেই সেই দেবতাতনু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আরাধনা হেতু, সকামগণের যে পূর্ব্ব সংকল্পিত কাম্য ফল লাভ হয়, সে সকল

কাম্য ফল-প্রদাতা, সেই সেই দেবতা নহে, কেন না তাঁহারা আমা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। কিন্তু সে কর্ম্মফল-প্রদাতা আমিই সর্ব্ব কর্ম্মফল-প্রদাতা—আমিই সেই সকল দেবতার অন্তর্যামিরূপে, সেই আরাধনা অনুসারে তাহা বিধান করি। শ্রুতিতে আছে, "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ।" (কেশব)। দেবতারা যে স্বতন্ত্র ভাবে শক্তিহীন, তাহা 'কেন' উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে।

২৩ ৭।১।৭—হয় বিনশ্বর—যদি অন্য দেবতা ভক্ত অন্য দেবতার আরাধনা ফলে, তোমার দত্ত কাম্য ফলই লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদের আর ক্ষতি কি হইল, তোমার ভক্ত হইতে তাহাদের বিশেষত্ব কি? এই প্রশ্ন সম্ভাবনায় উক্ত হইয়াছে যে, সেই সকল সকাম অন্যদেবতাভক্তগণ অল্প জ্ঞানী—মন্দবুদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞান-হীন। আমা হইতে তাহারা সেই সেই দেবতা আরাধনায় যে ফল লাভ করে, তাহা আমার আরাধনার অভাবে অন্তবৎ বা বিনাশী হয়। (কেশব)।

৭।১।৮—দেবলোকে—সেই ফল যে অন্তবৎ তাহার কারণ এই যে, দেবযাজী সেই ভজন ফলে দেবলোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন, বা সে দেবত্বই লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রযাজী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন মাত্র। কিন্তু সেই ইন্দ্রাদি দেবগণও অন্তবন্ত—কালবিদ্রুত। দেবগণ যে অমর, তাহার অর্থ—তাহারা কল্পান্তস্থায়ী। কল্পান্তে আব্রহ্মভুবন লোক সকলের ধ্বংস হয়। সুতরাং সেই দেবলোক প্রাপ্ত হইলেও—তাহার ধ্বংস আছে। এ জন্য দেবারাধনা-লব্ধ চরম ফল—যে দেবলোক প্রাপ্তি তাহা অন্তবৎ। কেশব)।

৭।১।৯—আমাকে লাভ—যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রসাদে প্রথম কাম্য ফল লাভ করেন, অপিচ পশ্চাৎ আমার ভজন প্রভাবে নিষ্কাম হইয়া আমার অনন্ত স্বরূপ গুণ মহিমা জানিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব আমার ভক্ত সকলে (আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু) সকাম হইলেও অন্য দেবতা-ভক্তের ন্যায় পরিশেষে আর তাঁহার সংসারে গতায়াত করিতে হয় না। ইহাই আমার ভক্তগণের মহা বিশেষত্ব। (কেশব)।

২৪ ৭।৩।৬—অব্যক্ত ব্যক্তি ভাব প্রাপ্ত—যদি ভগবানের আরাধনাই সর্ব্বোত্তম, তবে সর্ব্ব লোকে দেবান্তরের আরাধনা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বেশ্বর ভগবান্

আমায় আরাধনা কেন করে না, ইহার কারণ এস্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন। ভগবান্ অব্যক্ত স্বরূপ,—

"যং ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং নচ শঙ্করঃ।
জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

অতএব তিনি ব্রহ্মাদিরও অগোচর, তাঁহাদের দ্বারা ইষ্ট লাভার্থ আরাধিত। পরম কারুণ্যহেতু আশ্রিতবৎসলতাহেতু, সর্ব্বলোকহিতার্থ অজহৎস্বস্বরূপ গুণশক্তি হইয়াও সেই পরম অব্যক্ত পরমেশ্বর বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হন। এইরূপ অব্যয় পরম বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুত্তম যে ভগবানের ভাব—বা প্রাদুর্ভাব, তাহা না জানিয়া, সদ্‌গুরুর আশ্রয়াভাবে পরমেশ্বর-জ্ঞানার্থ বুদ্ধিহীন হইয়া এই সকল অল্পবুদ্ধি লোক,—পূর্ব্বে অব্যক্ত—অনভিব্যক্ত, কিন্তু ইদানীং কর্ম্ম বিশেষ হেতু বসুদেব গৃহে ব্যক্তি ভাবাপন্ন—বা জন্ম প্রাপ্ত ভগবানকে—ক্ষত্রিয় সজাতীয় কোন জীব বিশেষ মনে করে। পরমেশ্বর মানিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে তাহারা আরাধনা করে না, তাহারা ভগবান্ বাসুদেবকে মনুষ্য বুদ্ধিতে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি অপর দেবতার আরাধনা করে। (কেশব)।

২৫ ৭।২২—(২৫)—সর্ব্বযোগী—ধ্যেয় দিব্য-অপ্রাকৃত-অদ্ভুত-আবিষ্কৃত শঙ্খ-চক্র-গদাদি-দিব্য-আয়ুধ ধারী চতুর্ভুজ শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বনমালা-কিরীট-কুণ্ডলাদি দিব্যশ্রীযুক্তরূপধারী সর্ব্বজীববিজাতীয়স্বভাবগুণৈশ্বর্য্য-যুক্ত ভগবানের জ্ঞান—সকল লোক কেন লাভ করিতে পারে না, তাহার কারণ এস্থলে উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

,, ৭।১৫—যোগমায়া সমাবৃত—আমি স্বীয় অপ্রাকৃত রূপে সর্ব্ব-লোকের নিকট প্রকাশ হই না, কিন্তু কোন কোন অনন্যভক্তের নিকট প্রকট হই। শ্বেতদ্বীপপতি নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন,—

"একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহর্ষয়ঃ।
ইদং মে সমনুপ্রাপ্তা মম দর্শনলালসাঃ॥
ন চ মাং তে দদৃশিরে নচ দ্রক্ষ্যতি কশ্চন।
ঋতে হ্যৈকান্তিকং শ্রেষ্ঠাং ত্বং চৈবৈকান্তিকো মম॥"

এই যে ভগবান্, সকলের নিকট প্রকাশ হন না, ইহার কারণ—তিনি যোগ-

মায়া-সমাবৃত। যোগ, অর্থাৎ ভগবানের সঙ্কল্প, তাহারই অধীন—মায়া, ইহাই যোগমায়া। যোগমায়া—অর্থাৎ মনুষ্য-সমানরূপতা। এই যোগমায়া হেতু অভক্ত লোক পরমেশ্বর আমার যথাবস্থিত দিব্য অপ্রাকৃত স্বরূপ জানে না। তাহা আমার ইচ্ছার বশবর্ত্তী মায়ারূপ যবনিকা দ্বারা সমাবৃত বা সম্যক্ আচ্ছন্ন। সে জন্য আমি দর্শনীয় হই না। সেইরূপ এই যোগমায়া দ্বারা মূঢ় অর্থাৎ মদ্‌ভক্তব্যতিরিক্ত আবৃতজ্ঞান লোক সকল,—অজ অর্থাৎ জীববৎ কর্ম্মনিমিত্ত জন্ম শূন্য কেবল স্বেচ্ছায় লীলার্থ আবির্ভূত, এবং অব্যয় অর্থাৎ অজহৎ-স্বরূপ গুণশক্তিক পরমেশ্বর আমাকে অভিজ্ঞাত হয় না। ইনিই যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তাহা জানে না। কিন্তু আমাকে মনুষ্যবিশেষ বলিয়া মনে করে। (কেশব)।

২৬ ৭।২৬—জানি আমি—যোগমায়ার নিয়ন্তা বলিয়া সে মায়া দ্বারা ভগবানের জ্ঞান কখন আবরিত হয়না। কেবল সেই মায়াদ্বারা বশীভূত জীবগণের জ্ঞান আবৃত হয় বলিয়া তাহারা ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। এজন্য এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন পরমেশ্বর আমি যোগমায়া দ্বারা সর্ব্বজীবকে বিমোহিত করি। কিন্তু আমি সর্ব্বদা অপ্রতিবন্ধজ্ঞান। আমি কালত্রয়বর্ত্তী স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতগণকে জানি। আমি সর্ব্বদা অখণ্ড জ্ঞান হেতু সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু মায়াবশে কেহ—অর্থাৎ আমায় ভক্তিবর্জ্জিত কেহ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আমাকে জানে না। সেই হেতু বা মায়া-মোহিত হওয়ায় প্রায়ই লোকে আমাকে ভজনা করে না (কেশব)।

২৭ ৭।২৭—দ্বন্দ্বমোহ—কেশব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মায়াই জীবগণের ভগবতত্ত্বজ্ঞানাভাবের হেতু। এক্ষণে সেই মায়া কাযা যে ইচ্ছা দ্বেষ, ও তাহা হইতে উদ্ভূত দ্বন্দ্বমোহ যে সেই অজ্ঞানের হেতু তাহা উক্ত হইয়াছে। অনুকূল বিষয়ে রাগ=ইচ্ছা, প্রতিকূল বিষয়ে অপ্রীতি=দ্বেষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অভ্যস্ত এ উভয় হইতে সম্যক্ উৎপন্ন শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহ। ইহা দ্বারা আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি বিপর্য্যয়রূপ চিত্তবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বপ্রাণী স্থূলদেহ উৎপত্তি হইলে সম্মোহিত হয়। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি বিশিষ্ট নশ্বরদেহে আত্মাভিমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা দেহাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষকেই জানিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বান্তর্য্যামী আমাকে কিরূপে জানিবে?

রাগ-দেষ-জন্ম-সম্মোহাভিভূত-অন্তঃকরণ প্রাণিগণ সেই জন্ম সর্বেশ্বর আমাকে জানিতে পারে না।

২৮ ৮৫।৯—দ্বন্দ্বমোহ বিনির্ম্মুক্ত—যদি জন্ম হইতেই সর্ব্বভূত সম্মোহ প্রাপ্ত হয়—মায়া মোহিত হয়, তবে কেহ কেহ ভগবান্‌কে ভজনা করে দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম-সুকৃত পুণ্যকর্ম্মা ও সেই সুকৃতকার্যভূত উত্তর জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যবলে এ জন্ম হইতেই জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপ অন্তগত বা অবসান প্রাপ্ত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া অর্থাৎ রাগ দ্বেষনিমিত্ত দ্বন্দ্ব মোহ বা বিপর্য্যয় জ্ঞান হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া এবং তত্ত্ব জ্ঞান লাভার্থ দৃঢ়ব্রত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্বেশ্বর সর্ব্বকারণ সর্ব্বকর্ম্মফল প্রদাতা আমাকে ভজনা করেন। (কেশব)

২৯ ৮৭।১৬—জানে তারা—এইরূপে দৃঢ়ব্রত হইয়া পাপহীন পুণ্যকারী ব্যক্তি জরা মরণ হইতে মোক্ষ জন্ম ভগবান্‌কে আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করিলে, তাঁহারা যাহা জ্ঞাতব্য তাহা জানিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহারা ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করেন। তাঁহারাই শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব কৃৎস্ন অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিল কর্ম্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। (কেশব)

৩০ ৮৮।১—মরণকালে—যাঁহারা অধিভূত অধিদেব এবং অধিযজ্ঞ সহ আমাকে উক্ত প্রকারে সাধনা দ্বারা যে জানিতে পারেন, তাঁহারা মরণ সময়েও স্বপ্রাপ্য ফলানুগুণ আমাকে জানিতে পারেন। এই অধ্যায়োক্ত ব্রহ্ম অধ্যাত্ম প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ যথাধিকারে জ্ঞেয়। তাহার অর্থ পরের অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নে বুঝাইয়াছেন। (কেশব)

অষ্টম অধ্যায়।

১ ১০৮।১৬—কি সে ব্রহ্ম—পূর্ব্ব অধ্যায়-নির্দ্দিষ্ট মুমুক্ষুদের দ্বারা জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি পদার্থ জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন প্রথম দুই শ্লোকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। জরা মরণ মোক্ষার্থ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা যত্নবান হন, তাঁহাদের জ্ঞাতব্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা কি ?। (কেশব)।

১১০।১—কি অধ্যাত্ম—আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে অধিকার করিয়া তাহাতে প্রাধান্য ভাবে স্থিত যে অধ্যাত্ম তাহা কি ? (কেশব)

১১২।৬—অধিভূত কি—ভূত সকল বা আকাশদি অধিকার করিয়া যে কার্য্য, তাহাই কি অধিভূত শব্দের অর্থ ? না অন্য কিছু ? (কেশব)

১১১৮—অধিদৈব কি ?—দেবগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রাদি, কি অন্য কিছু ? (কেশব)।

২ ১১১।১৫—অধিযজ্ঞ—যজ্ঞে অধিকৃত—যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই তৎ সম্প্রদানভূত—এই যজ্ঞাধিকারী কে ? ইন্দ্রাদি দেব বিশেষ কি ? না সর্ব্বাধিষ্ঠাতা সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর ? যদি পরমেশ্বর হন, তবে তিনি এই দেহে না তাহার বাহিরে স্থিত ? সেই যে অধিযজ্ঞ—কি প্রকারে তাঁহার অধিযজ্ঞত্ব।

৩ ১১৪।১৭—অক্ষর পরম ব্রহ্ম—কেশবাচার্য্য বলেন,—যাঁহার ক্ষরণ বা বিনাশ হয় না, তাহা অক্ষর। তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ সমষ্টিরূপ। ('অবিনাশী বা অরে অয়ম্ আত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিঃ।' অতএব অক্ষর-শব্দ দ্বারা বদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু পরম অক্ষর প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মশব্দার্থ দ্বারা এস্থলে জ্ঞেয়। প্রকৃতি বিযুক্ত আত্মার ধর্ম্মভূত জ্ঞান বিকাশ হেতু ব্রহ্মবৎ সর্ব্বজ্ঞ যোগ হয়। ইহাই অর্থ। যদিও শ্রুতিতে আছে যে 'এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি', এবং এজন্য বলা যাইতে পারে যে এস্থলে অক্ষর শব্দ দ্বারা পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এস্থলে অক্ষর পরমব্রহ্ম শব্দ দ্বারা পরমাত্মা উক্ত হন নাই। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে যে

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।"

এই সার্দ্ধ শ্লোক দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং অক্ষর হইতে পরমাত্মার ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

১১৬।১২—স্বভাব অধ্যাত্ম—স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি। আত্মাকে বা জীবাত্মাকে অধিকার পূর্ব্বক কার্য্যকারণকর্তৃত্বাদিহেতুরূপে বর্ত্তমান যাহা, তাহাই স্বভাব। পরে উক্ত হইয়াছে, "কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।" অতএব বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ভূতসূক্ষ্মরূপে পরিণত প্রকৃতি-আখ্য স্বভাব চেতনাধিষ্ঠিত। তাহাই এস্থলে অধ্যাত্মশব্দ বাচ্য। (কেশব)।

১১৮।২০—কর্ম্ম তারে কহে—স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদ দ্বারা ভিন্ন ভূতগণের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্ভব অর্থাৎ বৃদ্ধি, যাহা দ্বারা কৃত হয় সেই বিসর্গ বা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগলক্ষণ যজ্ঞ দানাদিরূপ ধর্ম্ম কর্ম্মসংজ্ঞিত। যেমন প্রাপ্য হেতু ও ত্যাজ্য হেতু অক্ষর পরম ব্রহ্ম ও স্বভাব অধ্যাত্ম-মুমুক্ষুর জ্ঞাতব্য, সেইরূপ কর্ম্ম ও পুনরাবৃত্তির হেতু সুতরাং হেয়। এজন্য তাহাও মুমুক্ষুর জ্ঞাতব্য। (কেশব)। এই যজ্ঞ যে প্রজা-উদ্ভবের হেতু, তৎসম্বন্ধে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ৯ম হইতে ১০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২৭৭—অধিভূত—অধিভূত-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট ক্ষর বা বিনাশী ভাব, আকাশাদি ভূত পরিণাম বিশেষ—তাহার আশ্রয়। শব্দ স্পর্শাদি গুণ—ঐহিক আমুষ্মিক সমুদায়ই ক্ষরণ স্বভাব,—তাহা ভূতমাত্রকে অধিকারপূর্ব্বক থাকে, এজন্য ইহাকে অধিভূত বলে। (কেশব)

১২৬।৫—পুরুষ—পুরুষ—হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টি জীবাত্মা সর্ব্বজীবাভিমানী শ্রুতিতে আছে,—

"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥"

দৈব—দিক্-বাত-অর্ক বর্ষণ-অশ্বি-ইত্যাখ্য দেবতা ভাব অধিকার করিয়া সমুদায় শ্রোত্রাদি করণের অনুগ্রাহকরূপে সেই পুরুষ অধিদেবতা। (কেশব)।

১৩৪৮—অধিযজ্ঞ—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা সর্ব্ব কর্ম্ম প্রবর্ত্তক। যজমানের দেহে অন্তর্যামি-ভাবে বর্ত্তমান আমি পরমেশ্বরই অধিযজ্ঞ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। যজ্ঞ দেহায়ত্ত—দেহ দ্বারা সম্পাদিত হয়। দেহ সজীব—পরমেশ্বর আমার আয়ত্ত, তাহার স্থিতি প্রবৃত্তি। এজন্ত আমার দ্বারা প্রবর্ত্তিত। অতএব আমি পরমে-

যরেরই অধিযজ্ঞ। অথবা অধিযজ্ঞ—সর্ব্বযজ্ঞাধিষ্ঠাতা সর্ব্বযজ্ঞফলদাতা, এই যজ্ঞাভিমানী ইন্দ্রাদি দেবতাদেহে অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, সর্ব্বযজ্ঞ ফল-প্রদাতা তাহার ভোক্তা আমিই। ঐশ্বর্য্যার্থীদের জ্ঞাতব্য বলিয়া এই অধিভূতাদি পদার্থ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (কেশব)

১৩৯।১৫—মম ভাব—এই শ্লোকে অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। প্রয়াণ সময়ে সর্ব্বাভিলাষপূর্ব্বক আমাকে (ভগবান বাসুদেবকে) স্মরণ-পূর্ব্বক কলেবর-মুক্ত হইয়া যিনি প্রয়াণ করেন, তিনি আমায় যে ভাবে—যথোক্ত অধিযজ্ঞাদিরূপ বা সত্যজ্ঞান-আনন্দস্বরূপ যে কোন ভাবে আমাকে অনু-সন্ধান করেন তথাবিধ আকার প্রাপ্ত হন। (কেশব)।

১৪৩।১৩—সতত ভাবনা করান—কেশব বলিয়াছেন যে, অন্তকালে যে কেবল ভগবানাক স্মরণ করিলে তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হয় তাহা নহে। কিন্তু যে কোন ভাব স্মরণ হয়, তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাই নিয়ম। ঈশ্বরাদি বিশেষ ভাব, অথবা অন্য যে কোন ভাব অন্তিমে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ হয়, সেই স্মর্য্যমাণ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই যে অন্তিমে কোন বিশেষ ভাব স্মরণ হয়, তাহার হেতু সর্ব্বকালে সেই ভাবের ভাবনা বা অনুচিন্তন দ্বারা ভাবিত বা বাসিত-অন্তঃকরণ। (কেশব)।

১৪৩।২৩—স্মরহ আমারে—যেহেতু এইরূপে সামান্য বিষয় ভাবনা বিশেষ হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিয়ম, অতএব আমাকে (পরমেশ্বরকে) প্রাপ্তির জন্য মুমুক্ষুদের সতত আমাকে স্মরণ করিতে হইবে। সদাকালাভ্যস্ত বিষয়ই অন্তকালে মনোনিষ্ঠ হয়, সুতরাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সর্ব্বেশ্বর আমাকে সর্ব্ব-কালে নিরন্তর স্মরণ বা অনুচিন্তন করিতে হইবে। (কেশব)।

১৪৪।৭—যুদ্ধ কর—অর্থাৎ আমার স্মরণবিরোধী পাপ নিরসন জন্য যুদ্ধ কর। শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত বর্ণাশ্রমোচিত যুদ্ধাদি নিত্যনৈমি-ত্তিক কর্ম্ম কর, ইহাই অর্থ। এইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হইবে। ও তাহাতে সর্ব্বেশ্বর আমাতে মনবুদ্ধি অর্পিত হইবে ও সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা-পরায়ণ হইবে, ও অন্তিমে আমাকে নিশ্চয়ই স্মরণ হইবে এবং তাহার ফলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে (কেশব)।

৮ ১৪৮।১১—অভ্যাসযোগ—অভ্যাস—অহরহঃ সর্ব্বদা উচিত কালে উপাস্তের স্বরূপ গুণাদি মন দ্বারা সংশীলন। তাহাই যোগ—সমাধি, তাহাতে যুক্ত বা অভিনিবিষ্ট অতএব স্বধ্যেয় বিষয় বিনা অন্য কোন বিষয়ে গমনশীল নহে এরূপ মন বা চিত্ত দ্বারা, (কেশব)।

" ১৪৯।৮—পরম পুরুষ দিব্য—দিব্য অর্থাৎ দ্যোতনাত্মক আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যস্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর। (কেশব)।

" ১৫১।১—করে লাভ—কেশবাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বেকার শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে ও আত্মপ্রাপ্তির প্রকার অভিহিত হইয়াছে। ইদানীং যোগীদের উপাসনা প্রকার ও তাহা দ্বারা যাহা প্রাপ্য তাহা উক্ত হইতেছে।

৯ ১৫৩।১০—অণু হতে সূক্ষ্ম—অণু পরিমাণক জীবাদি হইতেও তদ্ব্যাপকত্ব হেতু সূক্ষ্মতর (কেশব)।

" ১৫৪।৫—তমঃ পারে—তমঃ শব্দবাচ্য প্রকৃতি কাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন (কেশব)।

১০ ১৫৮।২০—(১১)—কেশবাচার্য্য বলেন, যে সামান্য যোগ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইদানীং যাহা যোগের শিরোমণি বা শ্রেষ্ঠ তাহা উক্ত হইতেছে।

১১ ১৫৬।১৭—অক্ষর—বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যাদি শ্রুতিবচন দ্বারা যাঁহাকে প্রতিপাদন করেন (কেশব)। বলা বাহুল্য যে এস্থলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অক্ষর শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে তৃতীয় শ্লোকের 'অক্ষর' পরমব্রহ্ম শব্দের ব্যাখ্যার সহিত সঙ্গত হয় নাই।

" ১৫৯।১৮ যতিরা—বীতরাগ বা নিবৃত্তসর্ব্ববিষয়স্পৃহ যত্নশীল যতিগণ। (কেশব)।

" ১৫৯।২০—পরে—নিজ নিজ আত্মার নিয়ামক ব্যাপক পরম আধাররূপ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া প্রকৃতি সম্বন্ধ বিনির্মুক্ত হইয়া তাঁহারই আত্মীয় নিয়ম্য ব্যাপ্য আধেয় ভাবে তাঁহা হইতে পৃথক্ স্থিতি প্রবৃত্তির অযোগ্য এই ভাবে অবস্থান করেন। (কেশব)।

" ১৫৯।২১—পাইতে যাঁহারে—যাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা করিয়া (কেশব)।

" ১৬০।৩—পদ—যাহা গম্য বা প্রাপ্য। তাহা প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে ভগবান্ বলিতেছেন (কেশব)।

১২ ১৬৩।১৬—সংযমি—বাহ্যবিষয় গ্রহণের অযোগ্য করিয়া (কেশব)।

" ১৬৩।২১—মনের নিরোধ করি হৃদে—মনকে বাহ্যবিষয়-সংকল্প শূন্য করিয়া (কেশব)।

" ১৬৪।৮—মূর্দ্ধা দেশে রাখি প্রাণ—সর্ব্ব বাহ্যক্রিয়াহেতু যে প্রাণ, তাহাকে ভ্রূমধ্যস্থলের উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে, সুষুম্না মার্গে আবিষ্ট করিয়া (কেশব)।

১৩ ১৬৬।৪—ওঁ ব্রহ্ম—ওঁ এই এক অক্ষর ব্রহ্মবাচক বলিয়া 'ব্রহ্ম' (কেশব)।

" ১৬৬।১৬—আমাকে—সেই ওঙ্কার অক্ষরের বাচ্যভূত পরমব্রহ্ম আমাকে (কেশব)।

" ১৬৬।২৫—করয়ে প্রয়াণ—মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা দেহত্যাগ করিয় অর্চিরাদি মার্গে প্রকৃষ্টরূপে গমন করে (কেশব)।

" ১৬৭।৩—শ্রেষ্ঠ গতি—উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া, উপাসনা অনুসারে আমাকেই লাভ করে (কেশব)।

১৪ ১৬৮।২১—লভে অনায়াসে—কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সামান্য যোগীদের গতি উক্ত হইয়াছে। ইদানীং ভগবানের অনন্যভক্ত যোগীদের ভগবৎপ্রাপ্তিকারণ উক্ত হইতেছে। অনন্যচিত্তে যে নিরন্তর অতিশয় প্রেমের সহিত ভগবান্‌কে স্মরণ করে, তাঁহার সহিত নিত্য যোগ আকাঙ্ক্ষা করে, সেই আমার নিরতিশয় প্রিয় যোগীর নিকট, বাৎসল্যকারুণ্যসৌহৃদ্যাদিগুণপরবশ স্বভক্তদুঃখবিয়োগাদি-অসহমান ভগবান্ সুলভ হন। যাহারা ভগবানে অনন্যভক্তিহীন, তাহারা অন্য সর্ব্ব উপায় দ্বারা আমার সমান ঐশ্বর্য্য অবধি ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিলেও ভগবান্ তাহাদের সুলভ হন না। কেন না, ভগবান্ ভক্তৈকবশ্যস্বভাব। শ্রুতিতে আছে,—'শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদুঃ'—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তমেষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" অতএব ভক্তি দ্বারাই পরমাত্মার দর্শন হয়, ভক্তি দ্বারাই পরমাত্মা সুলভ হন।

১৫ ১৬৯।২৩—আমাকে পাইলে—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি যে ভাব স্মরণ পূর্ব্বক অন্তে কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হন। অতএব যেমন ভগবানের অনন্যভক্তের নিকট ভগবান্ সুলভ হন, সেইরূপ অন্য দেবাদি ভক্তদের নিকট সেই দেবতা সুলভ হন। তবে ভগবদ্ভক্ত ও অন্য দেবতাভক্তের মধ্যে বিশেষ কি? এইরূপ প্রশ্ন সম্ভাবনায় ভগবান্ বলিতেছেন যে, তাঁহাকে বা তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে আসিতে হয় না—পরম সংসিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু কোন দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে আবার সংসারে আবর্ত্তন হয়। (কেশব)।

" ১৭০ ৬—সংসিদ্ধি পরম—সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংসিদ্ধি—মদ্ভাবাত্মিকা মুক্তি। (কেশব)।

এই পরম সংসিদ্ধি—জন্মমরণ প্রবাহ হইতে মুক্তি—ভগবান্কে প্রাপ্তি। ইহা মহাত্মাগণই লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা মহাবিবেকসম্পন্ন-অন্তঃকরণ, তাঁহারা ভগবান্কে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞানে ভগবানের প্রসন্নতার কারণভূত তাঁহার আরাধনারূপ কর্ম্ম করিয়া, ভগবানেরই অনুগ্রহে এই পরম সংসিদ্ধি লাভ করেন (কেশব)।

১৬ ১৭৪।১২—আমাকে পাইলে—কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোক মধ্যে যে কোন লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই লোকস্থ জনগণ কর্ম্মানুযায়ী ভোগাবসানে পুনরাবর্ত্তন করে। কেবল ভগবান্কে প্রাপ্ত হইলেই পুনরাবর্ত্তন বা পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয়।

১৭ ১৭৫।১৬—ব্রহ্মার দিবস—যাহারা ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়—ইহা উক্ত হইয়াছে। কালপরিচ্ছিন্নত্বই যে ইহার হেতু, তাহা এ স্থলে দর্শিত হইতেছে। সহস্রযুগব্যাপী ব্রহ্মার দিবস ও সহস্রযুগব্যাপিনী ব্রহ্মার রাত্রি। এইরূপ অহোরাত্রযুক্ত শত বৎসর বা দ্বিপরার্দ্ধ বৎসর কাল ব্রহ্মার পরমায়ু। অতএব ব্রহ্মা কালপরিচ্ছিন্ন—অনিত্য। ব্রহ্মভুবনও ব্রহ্মার আয়ুঃ শেষে—মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত হয়। তখন অবশ্য ব্রহ্মলোকবাসীদেরও

নাশ হয়। তাহারা মহাপ্রলয়ান্তে আবর্ত্তন করে। ব্রহ্মলোকের অধোলোক যে মহর্লোক প্রভৃতি, তাহা হইতেও সুতরাং লোকে পুনরাবর্ত্তন করে। (কেশব)।

১৭৮।২০—দিবসের আগমনে—পূর্ব্ব শ্লোকে কালপরিচ্ছিন্ন হেতু ব্রহ্মলোক হইতে মহর্লোক পর্যান্ত লোকের অন্তর্বর্ত্তী লোকদের পুনরাবর্ত্তন নিরূপিত হইয়াছে। ইদানীং স্বর্গাদি লোকত্রয় যে ব্রহ্মার দিবাগমে উৎপন্ন হয়, ও রাত্রি-আগমনে বিধ্বস্ত হয়, ইহা উক্ত হইতেছে (কেশব)।

১৭৯।২—অব্যক্ত—এস্থলে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রকৃতিপরিণামরূপ ব্রহ্মের শরীর অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মার প্রবোধ সময়ে ব্রহ্মদেহ হইতেই জীবগণের দেহ-ইন্দ্রিয় ভোগ্য ভোগস্থানরূপ সমুদয় ব্যক্ত হয়—অর্থাৎ জীবগণের নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ জন্য অভিব্যক্তি হয়। আর ব্রহ্মার নিদ্রাকালে যে অব্যক্ত বা প্রজাপতির শরীর হইতে এ সকল সম্ভূত হইয়াছিল, তাহাতেই প্রলীন হয় (কেশব)।

১৯০।২৩—সেই এই ভূত সমুদায়—কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদি প্রলয়ে ভূতগণের একেবারে ধ্বংস হইত, তবে কৃতকর্ম্ম হানি হইত, আর প্রলয়ান্তে যদি নূতন ভূতগণের সৃষ্টি হইত, তবে অকৃত কর্ম্মাভ্যাগম হইত। তাহা নিবারণ জন্য ও জন্মমরণাদি দুঃখাত্মক সংসারে বৈরাগ্য জন্য এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যে ভূতগ্রাম বা চরাচর প্রাণিসমূহ পূর্ব্ব কল্পে ছিল, তাহারাই এ কল্পে ব্রহ্মার দিবাগমে বা প্রবোধ সময়ে পুনঃপুনঃ দেবমনুষ্যাদিরূপে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রি-সমাগমে আবার প্রলীন হয়, আবার অবশ বা কর্ম্ম-পরতন্ত্র বলিয়া ব্রহ্মার রাত্রি অবসানে উৎপন্ন হয়। প্রতি কল্পে তাহাদের ভেদ হয় না। এইরূপে কাল্পিক সৃষ্টি-লয় হয়। আর উপরিতন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বলোক এবং ব্রহ্মা—ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুঃ শেষে মহাপ্রলয়ে পৃথিব্যাদি লয় ক্রমে পরমাত্মা আনাতে প্রলীন হয়। জাবাল উপনিষদে আছে,—

"পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে, আপস্তেজসি প্রলীয়ন্তে, তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে, বায়ুরাকাশে প্রলীয়তে, আকাশ ইন্দ্রিয়েষু ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ প্রলীয়ন্তে, ভূতাদির্মহতি, মহানব্যক্তে, অব্যক্তমক্ষরে, অক্ষরং তমসি, তমঃ পরে দেবে একীভবতি।"

অতএব পরমাত্মলোক ব্যতীত কৃৎস্ন লোকের উৎপত্তি প্রলয় হয়। অতএব

যাহারা সেই লোক প্রাপ্ত হয়, তাহারা হরিভক্তিহীন হইলে, অবশ্য পুনরাবর্ত্তন করে। ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে তবে পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তি হয়।

২০ ১৯৩।১১—সে অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত চরাচর ভূতগ্রামের কারণভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্ত প্রকৃতি-সংসৃষ্ট ভাব হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ যে প্রকৃতিবিযুক্ত ভাব বা আত্মস্বরূপ—জন্ম-মরণ বর্জ্জিত ভাব, তাহা অন্য বা ভিন্ন। তাহা অব্যক্ত—যেহেতু শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহা অধিগম্য নহে। তাহা সনাতন অর্থাৎ নিত্য—সদা একরূপ। সে ভাব স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের বিনাশ হইলেও বিনাশ বা অভাব প্রাপ্ত হয় না। (কেশব)।

এইরূপে গীতায়, দুইরূপ ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে। এক ভাব বিকারী বা পরিণামী, আর এক ভাব অবিকারী নিত্য অপরিণামী। এক ভাব হইতে জড়জীবময় জগতের সৃষ্টি ও লয় হয়, আর এক ভাব সে সৃষ্টি লয় ব্যাপারের অতীত। যাহা অব্যক্ত হইবে অব্যক্ত সনাতন ভাব তাহা ইংরাজী দর্শনের ভাষায় Absolute, Unconditioned, Real, Unchangeable, Everlasting : আর অন্য ভাব Relative, Conditioned Phenomenal, Changeable এ তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

২১ ১৯৪।৬—অব্যক্ত অক্ষর—সে অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয় ভাবকে অক্ষর বলা হইয়াছে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং"। ভগবান্ পরেও বলিয়াছেন,—"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে" "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ইত্যাদি। (কেশব)।

২১ ১৯৪।১২—পরম গতি—যাহাকে বেদবিদ্‌গণ পরম গতি বলেন, তাহা প্রকৃতি সংসৃষ্ট জীব হইতে পরম বা উৎকৃষ্ট স্ব স্বরূপভূত। তাহাই পরমগতি বা প্রাপ্য। ইহাই জীবের স্বীয়রূপনিষ্পত্তি,—"স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"—ইতি শ্রুতিঃ। এই পরম গতি—প্রকৃতিবিযুক্ত আত্মস্বরূপ ভাব। এই ভাব প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না। (কেশব)।

২১ ১৯৪।১৯—মম শ্রেষ্ঠ ধাম—সেই শুদ্ধ আত্মস্বরূপই আমার অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরম ধাম বা নিবাস স্থান। যদ্যপি প্রকৃতি-সংসৃষ্ট আত্মাও বিগ্রহ মূর্ত্তি আমার নিবাস স্থান, কিন্তু তাহা কেবল তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। শ্রুতিতে আছে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্য আত্মনি ব্যবস্থিতঃ।" "য আত্মনি

তিষ্ঠন্ আত্মনো অন্তরো যম্ আত্মা ন বেদ যস্য আত্মা শরীরম্।" ইত্যাদি। ভগবান্ও বলিয়াছেন, "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" তথাপি প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মস্বরূপই তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ভগবানের নিত্যধাম বা গৃহ। (কেশব)। শ্রুতি অনুসারে এই পরম ধাম—বিষ্ণুর পরমপদ।

২২ ১৯৬।৬—পরম পুরুষ—কেশবাচার্য্য বলেন যে,—যে পুরুষ অনন্য-ভক্তি দ্বারা লভ্য, সে পুরুষ 'পর' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত অক্ষর হইতে বিলক্ষণ। সেই পুরুষ তিনি—যাঁহার অন্তর্বর্ত্তী সমুদায় ভূতগণ এবং যাঁহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত। উক্ত অক্ষর শব্দ দ্বারা অভিহিত ক্ষেত্রজ্ঞই পরম গতি—ইহা উক্ত হওয়ায় আশঙ্কা হইতে পারে যে সেই অব্যক্ত অক্ষরই পরমাত্মা। কিন্তু সে আশঙ্কা নিরর্থক। শ্রুতিতে আছে,—

"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।"
"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"
"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥"
"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।"
"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

এই সকল শ্রুতি দ্বারা ভেদ ব্যপদিষ্ট হইয়াছে, অধিকন্তু ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিতেও আছে,—

"পরং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ
পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী।
স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ
পরঃ পরাণামপি পারপারঃ॥"

এই সকল শ্রুতি স্মৃতি সূত্র দ্বারা অব্যক্ত অক্ষর হইতে পুরুষের ভেদ সিদ্ধ হয়। প্রত্যগাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ স্বাভাবিক। তাহাই এস্থলে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কেশবাচার্য্য ও অন্য বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে ভেদাভেদ-বাদ বা ভেদবাদ অবলম্বনে যে এই শ্লোকের ও পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন

তাহা সঙ্গত হয় না। পূর্ব্বে ২০শ শ্লোকে যে অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ সনাতন অব্যক্ত অবিনাশী ভাব উক্ত হইয়াছে—সেই ভাব কি তাহাই এই ২১শ ও ২২শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। সে ভাব এক হইলেও দুইরূপে আমাদের জ্ঞেয়। এক—অব্যক্ত অক্ষর ভাব, আর এক—শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভাব। এক—নির্গুণ ব্রহ্ম, আর এক—সগুণ ব্রহ্ম। এক ভাব Transcendent, আর এক ভাব Immanent। এই দুই ভাবই অদ্বয় পরম ব্রহ্মের পরমভাব। তাহা লাভ হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। এই তত্ত্ব পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে এই পরম পুরুষতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে।—

২৩ ২০৬।৮—যেইকালে—প্রাণ উৎক্রমণের অনন্তর যেইকালে। এস্থলে কাল শব্দের দ্বারা অহঃ হইতে সংবৎসর পর্য্যন্ত কালাভিমানিনী আতিবাহিক-দেবতাগণ দ্বারা গন্তব্য মার্গ উপলক্ষিত হইয়াছে। অগ্নি জ্যোতিঃ কালবাচক না হইলেও, তাহা কালাভিমানিনী দেবতা পরতন্ত্র। অতএব সেই কালে অর্থ—যে কালাভিমানিনী দেবতা উপলক্ষিত মার্গে। (কেশব)।

২০৭।১৩—আসে ফিরে—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অক্ষর আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে এবং পরম পুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে আর এ সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না। নতুবা পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। কোন্ মার্গে প্রয়াণ করিলে আর আবর্ত্তন করিতে হয় না, কোন্ মার্গে যাইলেই বা আবর্ত্তন করিতে হয়, এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া, ভগবান্ দেবযান ও পিতৃযান মার্গ বিবৃত করিয়াছেন। যোগিগণই এই উভয় মার্গে প্রয়াণ করিতে পারে। যোগিগণ দ্বিবিধ—জ্ঞানী ও কর্ম্মী। যাঁহারা জ্ঞানযোগী, তাঁহাদের আর আবর্ত্তন হয় না, আর যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের আবর্ত্তন হয়। (কেশব)।

২৪ ২০৮৮—অগ্নি জ্যোতিঃ—অগ্নি ও জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা উপলক্ষিত হইয়াছে। আর দিবা প্রভৃতি দ্বারা—দিবা শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ অভিমানিনী দেবতা উপলক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা শ্রুতি উক্ত সম্বৎসরাদি অভিমানিনী দেবতাগণ উপলক্ষিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অপুনরাবৃত্তির মার্গ। ব্রহ্মবিদ্গণই এই পথে প্রয়াণ করেন, আর আবর্ত্তন করেন না। (কেশব)।

২৫ ২২৩।২৫—ত্রভি চন্দ্রমার জ্যোতিঃ—কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,যে ইহা পিতৃলোক আকাশাদির উপলক্ষণ। ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী যোগী এই পিতৃযানে প্রয়াণ করিলে, চান্দ্রমস জ্যোতি উপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, ও সেখানে পুণ্যকর্ম্মফল ভোগ করিয়া, সেই ভোগান্তে পুনরাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন পথ শ্রুতিতে (পঞ্চাগ্নি বিদ্যায়) উক্ত হইয়াছে। পুনরাবর্ত্তন কালে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, তথা হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়। এইরূপে জীব বৃষ্টি সহ ভূমিতে আসিয়া ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি তিল প্রভৃতি খাদ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, বা ইহার মধ্যে কোন না কোন শস্যরূপে উৎপন্ন হয়। তাহা পুরুষ গ্রহণ করিলে রেতঃ রূপ হয়, ও তাহা স্ত্রীগর্ভে নিষিক্ত হয়। এইরূপে তাহার পুনরাবর্ত্তন হয়। তাহারা আকাশাদি ক্রমে ধূম মার্গে এইরূপে নিবর্ত্তন করে—কর্ম্মানুসারী এই লোকে আসিয়া আবার কর্ম্ম করে। অতএব মুমুক্ষুগণের দেবযান মার্গে গতি ও অপুনরাবর্ত্তনই প্রার্থনীয়। (কেশব)

২৬ ২২৪।২২—শুক্ল কৃষ্ণগতি—শুক্লগতি—অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রকাশময়, এ জন্য তাহা শুক্ল। ধূমমার্গ তমোময়, এ জন্য তাহা কৃষ্ণ। জ্ঞানাধিকারীর শুক্লগতি হয়, আর কর্ম্মাধিকারীর কৃষ্ণগতি হয়। জগতে এই দুই গতি অনাদি। (কেশব)।

২৭ ২২৬।১৯—না হয় মোহিত—এই পরমপদ প্রাপ্তিকারণ শুক্লগতি ও সংসারে আবর্ত্তন কারণ কৃষ্ণগতি—এই উভয় মার্গ যিনি জানেন, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কোনটি হেয় ও কোনটি উপাদেয়, তাহা যে যোগী স্থির জানেন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ বা ধ্যাননিষ্ঠ হউন, আর মুগ্ধ হন না, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিনিয়ত স্বর্গাদি ফল আর পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন না। (কেশব)।

২৮ ২২৮।১—বেদ পাঠে—স্বাধ্যায় বিধিতে গুরু-শুশ্রূষাপূর্ব্বক সম্যগ্ অধীতবেদে (কেশব)।

" ২২৮।২—যজ্ঞে—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্যক অনুষ্ঠিত সাঙ্গোপাঙ্গ যজ্ঞে। (কেশব)।

২২৮।৩।১ - তপে—সম্যক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কায়িক বাচিক মানসিক তপস্যায় (কেশব)। দানে—দেশে কালে ও সুপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানে (কেশব)।

" ২২৮।৪—বিধান—এই সকল পুণ্য কর্ম্মের যে ফল শাস্ত্র-দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (কেশব)।

" ২২৮।৬—ত্যজে—অতিক্রম করে,—এই ফল অল্প, ইহা নিশ্চয় করিয়া উপেক্ষা করে (কেশব)।

" ২২৮।১৯—কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়োক্ত ভগবদ্ ঐশ্বর্য্যাখ্য সপ্ত প্রশ্ন নির্ণয়ার্থ জানিয়া বা সম্যগ্ অবধারণ করিয়া, অনুষ্ঠান জন্য যোগী জ্ঞাননিষ্ঠ বা ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া পরম উৎকৃষ্ট সর্ব্ব যোগীর প্রাপ্য আদ্য সনাতন পরমেশ্বরাখ্য স্থান প্রাপ্ত হন।
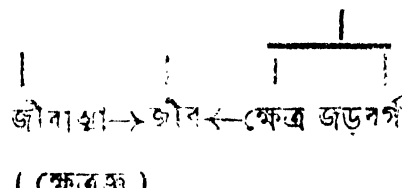
যাহা হউক, এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ যজ্ঞ দান তপ স্বাধ্যায় প্রভৃতি ত্যাগ করিবার উপদেশ দেন নাই। তাহা ত্যাজ্য নহে (গীতা ১৮।৫)। কেবল এই সকল কর্ম্মে যে 'ফল' শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগ করিবারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই কর্ম্মফল প্রার্থী, সে যোগী পিতৃযানে গতি লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রত্যাবর্ত্তন-নিবৃত্তির জন্য,—জ্ঞানী হইয়া দেবযানে গতিলাভ জন্য, এই সমুদায় কর্ম্ম-ফলই ত্যাগ করিতে হইবে। দেবযানে গতিলাভ করিয়া পুনরাবর্ত্তন নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরম স্থান প্রাপ্তিই যোগীর পরম পুরুষার্থ। পুণ্য কর্ম্ম-ফলে যে পিতৃযানে গতি হইতে পারে, সেই কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া জ্ঞানে অবস্থিত হইলে, তবে জ্ঞানী দেবযানে গতিলাভ করিয়া এই পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৬	১৬	ভীষ্ম প্রভৃতির ন্যায়	শুক ভীষ্ম প্রভৃতি
৬	২৪	হইবে,	…হইবে।
৬	২৪	জ্ঞান। বিভিন্ন	জ্ঞান, বিভিন্ন
৭	১৩	(মধু) … …	(মধু, কেশব)
৮	২	তদনম্	তদন্
১৮	১৯	স্বামী ও মধু	স্বামী কেশব ও মধু
১৯	২৪	স্বামী	কেশব ও স্বামী
৩১	২৩	৮।১৩ শ্লোকের	এ অধ্যায় শেষে
৩২	৭	স্বামী, মধু	স্বামী, মধু, কেশব
৩২	১৫	(স্বামী)	(স্বামী, কেশব)
৩৩	৮	সিদ্ধাদিগের	সিদ্ধদিগের
৩৩	২১	(মধু)	(মধু, কেশব)
৩৪	২,৮	(মধু)	(মধু, কেশব)
৩৯	৪	ভাব যত আর—তারা…আর যাহা,—আমা হ'তে জ্ঞান আমা হ'তে	জানিও তাহারা,—
৪৩	১২	রক্ষার্থ	রসার্থ অর্থাৎ স্বরসাত্মক গুণ সাফল্য জন্য,
৪৪	১১	অধিকারী	অবিকারী
৫২	১১	সম্বন্ধেও	সম্বন্ধে কেশব ও
৫২	১৩	এই…দুষ্কৃত পরাপকারী, মূঢ়	যাহারা দুষ্কৃত বা দুষ্ট অথচ কৃতী—শাস্ত্রার্থকুশলী কুপণ্ডিত, তাহারা এই,—মূঢ়, নরাধম,

৭১	৬	(৮ অধ্যায়ের ১৭হইতে ২২	(পরে অষ্টম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক হইতে ২২শ
৭৩	৩	বাসুদেব	বসুদেব
৭৪	৪	অব্যয়	অব্যয় নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি
৭৫	৯	জগৎরূপ pantheism	জগৎরূপ
৭৮	৮	দার্শনিক	দার্শনিক সপেনহর
৭৯	২২	পাতঞ্জল দর্শনে আছে, "তত্র সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজম্।"	ভগবান নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ, —একারণ জানেন।
৮০	২১	সংজ্ঞার	সংস্কার
১১৪	১৩	রামানুজ ও বলদেব	রামানুজ বলদেব ও কেশব
১১৪	১৭	রামানুজ ও বলদেবের	বৈষ্ণবাচার্য্যগণের
১১৫	১০	পরা দয়া	পরা ময়া
১৩৮	১৭	দ্বৈতবাদীর মতে	গীতা অনুসারে
১৩৯	৬	পরমেশ্বরের	পরমেশ্বরকে
১৩৯	১৩	যে যে	যে, যে
১৪০	[illegible]	পিতৃযান	দেবযান
১৪০	৮	পিতৃযানাদিকে	কোনরূপ
১৪৯	১১	পুরুষ নহেন	পুরুষরূপে ধ্যেয়
১৫০	২৪	পুরুষ হইতে অন্য	পুরুষভাব হইতে এক অর্থে অন্য
১৫২	৩,৬	স্বামী	স্বামী, কেশব
১৫২	১৫	মধু	মধু, কেশব
১৫৩	১১,১৮	স্বামী	স্বামী কেশব
১৫৪	৩	মধু	মধু, কেশব
১৫৫	১৪	মধু	মধু, কেশব
১৫৫	২৪	স্বামী	স্বামী, কেশব
১৫৭	১১	মধ্যবর্ত্তী দিব্য হিরণ্ময় পুরুষ —হিরণ্যগর্ভ।	মধ্যবর্ত্তী ধ্যেয় দিব্য হিরণ্ময় পুরুষ —নারায়ণ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৮	১২	হিরণ্যগর্ভাখ্য	নারায়ণাখ্য
১৭১	৯	ব্রহ্মভুবনাদি হ'তে লোকে	আব্রহ্মভুবন হ'তে লোক
১৭১	১০	হে কৌন্তেয়	কিন্তু হে কৌন্তেয়,
১৭২	৮	লোকে আবর্ত্তন করে বার বার	লোক করে পুনঃ আবর্ত্তন
১৭২	১২	লোকে	লোক
১৭৩	৫	ব্রহ্মে	তাঁহারা ব্রহ্মে
১৭৫	১	যায	তথায়
১৭৫	৪	যখনই	যদি
১৭৫	১১	ব্যাপিয়া সহস্র যুগ	সহস্র যুগ পর্য্যন্ত
১৭৫	১২	সহস্র যুগ পর্য্যন্ত	সহস্র যুগেতে অন্ত
১৭৮	১৯	এ দিবার	দিবসের
১৮০	১	শক্তিবশে জ্ঞাতারূপে	শক্তিহেতু পরম জ্ঞাতা হইয়া
১৮০	৫	ব্রহ্মপর মায়া শক্তিযুক্ত	ব্রহ্ম পরামায়াশক্তিযুক্ত
১৯৬	২০	ভাব	ভক্তি
১৯৯	২	স্বরূপে ব্রহ্ম	স্বরূপতঃ ব্রহ্ম
১৯৯	১২	আমার	ভগবানের
২০০	১০	'ধাম,' 'পদ.'	'ধাম,' 'গতি'
২০১	১০	পুরুষ	অক্ষর পুরুষ
২০১	১১	জীবাত্মা জীব ক্ষেত্র (শরীর)	জীবাত্মা→জীব←ক্ষেত্র জড়বর্গ (ক্ষেত্রজ্ঞ)
২০৩	১৮	প্রপঞ্চাতীত। এই পরম	প্রপঞ্চাতীত। এ উভয়ই স্বরূপতঃ এক—অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন ভাব। এই পরম
২০৫	১১	বটে, কিন্তু সে স্তুতি জন্য।	কারণ পরমার্থতঃ এ উভয় তত্ত্ব একই। কিন্তু

২০৫	১৬	ব্রহ্ম	ব্রহ্মতত্ত্ব
২০৬	১৮	নিত্য কালব্রহ্ম	নিত্যকাল—ব্রহ্ম,
২০৭	১২	কালে	মার্গে
২০৭	১৩	কালে	মার্গে প্রয়াণ করিলে
২১৬	১০	উনীয়তে	উন্নীয়তে
২২২	৪	স্বামী	স্বামী, কেশব
২৩৪	৬	হইবে	যাইবে
২৩৯	১০	(১২৩৪)	(১২।৩৪)
২৪২	২১	যায়। পুনরাবর্ত্তন	যায়, আর পুনরাবর্ত্তন
২৭৭	১৫	শব্দের তিনরূপ বাক্তাবাস্থা ও অবাক্তাবস্থা বাচক	শব্দের তিন রূপ,—তাহা বাক্তাবস্থা বাক্তাব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থাবাচক।
২৮৬	১৮	ধারণ	ধারণা
২৯৯	১৭	বাসুই	বাসুদেবই
৩২৯	২৫	পরম। ব্রহ্ম	পরমব্রহ্ম
৩৩৮	২৫	সগুণ, অথচ নির্গুণ	সগুণ সর্ব্বরূপ অথচ নির্গুণ সর্ব্বাতীত
৩৫২ ...	২৫	ও অচেতন ভোক্তা	ও অচেতন ভোক্তা হইতে পারে না। অথচ ঈশ্বর উদাসীন। তবে এ সৃষ্টি কি নিমিত্ত? এ সৃষ্টি মায়িক, এজন্য এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক। এই মায়িক সৃষ্টি কিরূপে হয়, সে সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,প্রলয়-কালে মায়া বা প্রকৃতিতে লীন ভূতগণের
৩৫৩	৩	(রামানুজ)।	(গিরি)।
৩৫৩	৯	(বলদেব)।	(বলদেব, রামানুজ)।
৩৫৬	১	অধিষ্ঠান	অধিষ্ঠাতৃত্ব
৩৫৮	২২	জ্ঞানস্বরূপের অভিব্যক্ত হয়	জ্ঞানস্বরূপের অভিব্যক্তি হয়।
৩৬৩ ...	১০	আনন্দময়ত্বে	আনন্দময়ত্বের
৩৬৬	১৭	চিন্তাধীশা	চিত্তাধীশ

৩৭১	৮	(শঙ্কর, স্বামী) ।	ইহার পর ১১শ ও ১২শ পংক্তি এই স্থানে বসিবে।
৩৭১	১০	করিয়া (গিরি)	ইহার পর শেষ তিন পংক্তি, অর্থাৎ ২২শ হইতে ২৪শ পংক্তি বসিবে।
৩৭৩	১২	সম	মম
৩৭৩	১২, ১৩	আমার আত্মার, আমার	আমাকে আত্মাকে,আমাকে
৩৭৩	১৩	(রামানুজ) ।	ইহার পর ২৯শ পংক্তি 'পরত্মাকে' হইতে '(কেশব) ।' পর্য্যন্ত বসিবে।
৩৭৮	২৫	বিশ্বরূপে	বহুরূপে
৩৭৯	৪	পৃথক্‌রূপে	ইত্যাদি পৃথক্‌
৩৮৯	২৫	সোঽহং	অহং
৩৮০	১১	পৃথক্‌ ভাবে ভগবান	পৃথক ভাবে । ভগবান
৩৮১	১৫	ঈপাসনা	উপাসনা
৩৮৮	৬	(৪।২৩২৪)	(৪।২৩-২৪)
৩৮৮	৮	বিশ্বতোমুখ, তাঁহার	বিশ্বতোমুখ তাঁহার
৩৯২	১২	বীজ	কারণ (বীজঃ)
৩৯২	২৫	দেব	ব্রহ্মরূপ দেব
৩৯৯	২২	"অসতো মা সদ্‌গময়।" (বৃহদারণ্যক, ১।৩ ২৮)	এই পংক্তি বাদ যাইবে।
৪০০	১৮	'মসদসৎ'	'সদসৎ'
৪০০	২০	'সৎ'	ন সৎ
৪০১	২১	জু-সাম	ঋক্‌ যজু সাম
৪১৫	১	ঐশ্বর্য্য যোগহেতু	ঐশ্বর্য্যযোগ হেতু
৪২৪	১	যাহাতে	সর্ব্ব কর্ম্ম যাহাতে
৪২৫	১৮	লৌকিক	লৌকিকাদি সর্ব্ব
৪২৬	১৮	সকাম ভাবে	নিষ্কাম ভাবে
৪৩০	১৪	তুল্যচিত্তে	তুল্যচিত্ত
৪৩১	২০	সেই যে	আর যে

৪৪২	২	পাপযোন স্ত্রা।	পাপযোন। স্ত্রা
৪৪২	৪	প্রভৃতি যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী	প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী
৪৪২	৪	স্ত্রীলোক ও	স্ত্রীলোকই
৪৪২	৫	শ্রদ্ধাহীন কেবল	শ্রদ্ধাহীন, কেবল
৪৪২	১২	উত্তর	উত্তম
৪৪২	১২	দুঃখাদি দোষ, দুষ্ট	প্রবৃত্তি দোষ দুষ্ট
৪৪৪	৮, ১০	তধ্রুব	অধ্রুব
৪৪৬	৬	তাহা	তাহার
৪৪৭	১৮	শ্রেষ্ঠ বিভক্তি যোগ ভগবানে	শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ। ভগবানে
৪৫৪	৫	জ্ঞান-প্রমাণ জানিত	জ্ঞান—প্রমাণজনিত
৪৫৫	২১	ব্রহ্মজ্ঞান	ব্রহ্ম—জ্ঞান
৪৫৫	২৩	হইয়া	হইলে
৪৫৭	২৩	অহঙ্কার	অহঙ্কার।
৪৬০	২৪	ভজনা	ভজনা করেন
৪৬১	১০, ১১	(সদ্ গতান্তরাত্মা) হইয়া	(মদ্গতান্তরাত্মা হইয়া)
৪৬৩	২০	হইয়া	হইতে
৪৭২	১৬	ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক আশ্রয়	ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়
৪৭৫	৫	পরমেশ্বরের	পরমেশ্বরের।
৪৮১	৮	জ্ঞানস্বরূপে	জ্ঞান স্বরূপে
৪৮২	৮	ভক্তি তত্ত্বজ্ঞানার্থ	ভক্তি। তত্ত্বজ্ঞানার্থ
”	১৭	এক	এবং
৪৮৪	১৩	স্বরূপ পুরুষ,	পুরুষ স্বরূপতঃ—
”	১৭	যে ‘অহং’ স্বরূপ	সে (অহং) স্বরূপ
৪৮৫	২৩	ভিন্ন প্রকৃতি	ভিন্ন, প্রকৃতি
”	২৪	প্রকৃতি বিকৃতি	প্রকৃতি-বিকৃতি
৪৮৬	২২	হইয়াছে।	ছান্দোগ্যউপনিষদে আছে,—“অয়ঃ ত্বম আত্মানম্ উপাসসে।”
	২৩	তাহা	এই উপাসনা

৪৮৯	৮	এক অথণ্ড	একতত্ত্ব বা
	১১	জ্ঞানাত্মা, মহানাত্মা, অব্যক্ত	জ্ঞানাত্মা মহানাত্মা ও অব্যক্ত
৪৯৪	১৮	সৰ্ব্ববেদ	সৰ্ব্ববিদ্
৪৯৫	১২	বেদান্তে	বেদান্তে
৫০৩	১৩	তাঁহা	তাহার
৫০৭	৭	অজ্ঞান জনিত	অজ্ঞানজড়িত
৫০৯	২৪	জানা যায়।	জানিতে পারেন।
৫১৩	১৪	ব্রহ্মই বা কি	বৃক্ষই বা কি
৫১৬	১৫	এখন	তখন
৫১৮	৫	কর্ম্মবীজ	কর্ম্মবীজ)
,,	৭	কাষ্যবর্ণ	কাষ্যবর্গ
৫১৯	২২	সে ঋকের এস্থলে	এস্থলে
৫২৯	১৪	তৎ	তদ
৫৪৭	১৬	যে, এক	যে এক
,,	১৭	এক এক	সেই এক
,,	,,	উপাসনা তত্ত্বেরই তাহা	উপাসনা, তাহা
৫৪৮	৮	বেদিতবে:	বেদিতব্যো:
,,	১৯	পুরুষ	পুরুষ
৫৫০	৯	সৰ্ব্বপ্রেয়রিতা	সৰ্ব্ব প্রেরয়িতা
৫৫১	২৫	যাহার	তাহার
৫৫২	৯	অথচ বুদ্ধিতে	নিৰ্ম্মল বুদ্ধিতে
,,	২১	মমাবেশ্য	ময়্যাবেশ্য
,,	২৫	ব্রহ্মো উপাসনা	ব্রহ্ম উপাসনা
৫৫৪	৩	অতএব বিজ্ঞান সহিত	অতএব
৫৬১	১০	ঈশ্বরে	ঈশ্বর—
৫৬৪	১২	প্রিয় হইলে	প্রিয় হইলেও,
৫৬৯	১১	ঈশ্বরে	ঈশ্বর—
৫৭০	২২	প্রকৃতি বিবিক্ত	প্রকৃতিবিবিক্ত

৫৭২	১৮	ইহা	আনন্দ
৫৭৯	৪	যাহায়া তাঁহাকে	যাহারা জ্ঞানবান তাহারা তাঁহাকে
৫৮১	২	প্রাজ্ঞপুরুষ	পুরুষ প্রাজ্ঞ
৫৮১	৫	পরমাত্মার সহিত	পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত
৫৮৪	২৪	conceive	conceives
৫৮৪	২৫	Idal	Ideal
৫৮৪	২৬	Newplatonism	Neo-platonism
৫৮৫	১৮	জানেন। তাঁহাবা	জানেন, তাঁহারা
৫৮৮	২	যাঁহারা	তাঁযারা
৫৮৮	৩	করেন, আর	করেন। আর
৫৯৫	১৮	মায়া	মায়ী
৬০২	১৬	সর্ব্ব—যোগী—ধ্যেয়	সর্ব্বযোগিধ্যেয়
৬০৭	১	-শ্বরেরই	-শ্বরই
৬০৭	১০	করান	কারণ
৬০৭	২৬	চিন্তাপরায়ণ	চিন্তাপরায়ণ
৬০৮	৩	স্বধ্যেয়	স্ব—ধ্যেয়